সানুবাদ

রস-রত্নাকর

শ্রীমৎ সিদ্ধ নিত্যনাথ বিরচিত

প্রকাশক—শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সানুবাদ

রস-রত্নাকর

শ্রীমৎ সিদ্ধ নিত্যনাথ বিরচিত

পথ্যাদি নির্ণয়, পাচন-চিকিৎসা, প্রয়োগচিন্তামণি, হারীতসংহিতা,
মুক্তাবলী, বৈদ্যজীবন, মদনবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদভৈষজ্য, ধন্বন্তরি,
সহজরোগজ্ঞান, সারকৌমুদী, জল চিকিৎসানিধি,
একাক্ষরকোষ প্রভৃতি বহু আয়ুর্ব্বেদাদি
গ্রন্থপ্রণেতা—

কবিরাজ—শ্রীকালীপ্রসন্ন কবিশেখর
কর্ত্তৃক
অনূদিত ও সংশোধিত।

প্রকাশক
শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড, "তারা লাইব্রেরী" কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
তারা লাইব্রেরী
১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

চক্রবর্ত্তী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
১৪।১ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীয় রসচিকিৎসার মধ্যে **"রসরত্নাকর"** নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থখানি অতীব উৎকৃষ্ট ; যেহেতু ইহার ধাতুঘটিত সমস্ত ঔষধ এবং ঘৃত তৈলাদি বৈদিক ঔষধগুলি প্রত্যক্ষ আশুফলপ্রদ ; সুতরাং তদ্দ্বারা রোগ আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কারণ আমি বোম্বে প্রভৃতি স্থান হইতে আদর্শ আনাইয়া বঙ্গানুবাদ সহ সাধারণের হিতার্থে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিলাম। এক্ষণে মৎকৃত পথ্যাদি নির্ণয়, পাচন-চিকিৎসা, হারীত-সংহিতা, বৈদ্যজীবন, আয়ুর্ব্বেদভৈষজ্য, ধন্বন্তরি, প্রয়োগচিন্তামণি, মুক্তাবলী, মদনবিনোদ, একাক্ষরকোষ, সহজরোগজ্ঞান, জলচিকিৎসানিধি প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থসমূহের ন্যায় এই **"রসরত্নাকর"** গ্রন্থখানি সাধারণ্যে সমাদৃত হইলে, মদীয় শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি ১৩০০ সাল, ১লা আষাঢ়।

ধন্বন্তরি চিকিৎসালয়
৩৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

কবিরাজ
শ্রীকালীপ্রসন্ন কবিশেখর
পোঃ পূঁড়া, ২৪ পরগণা।

স্বীকার্য্য

আমি সরলহৃদয়ে সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তকে আমার বা আমার উত্তরাধিকারিগণের কোন সত্ত্ব নাই। ইহাতে প্রকাশকেরই সম্পূর্ণ সত্ত্ব রহিল। ইতি ১৮৯৩ সাল, ১৪ জুন।

কবিরাজ
শ্রীকালীপ্রসন্ন কবিশেখর

তন্ত্রশাস্ত্র

পীঠমালা-মহাতন্ত্র

স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীকে পরম গুহ্য তন্ত্রের যে সকল উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই মূল অনুবাদ সহ প্রকাশিত। ইহার বিষয় অনন্ত, ইহা দ্বারা সংসারী গৃহী, অবধূত সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, মুমুক্ষু সকলেই একাধারে স্বীয় প্রয়োজনোপযুক্ত অমূল্য উপদেশাবলী পাইবেন। পীঠমালা মহাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব শিববাক্য দ্বারা প্রমাণিত। মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা, মাঃ স্বতন্ত্র।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব

হলায়ুধ কৃত, সটীকানুবাদ গ্রন্থ (মন্ত্রার্থ সহ)—ইহাতে হিন্দুর অন্নপ্রাশন হইতে অন্তেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়ার মন্ত্রাদি ও কার্য্য পদ্ধতি আছে মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা, মাঃ স্বতন্ত্র। **দ্বিতীয় ভাগ—কর্ম্মোপদেশিনী সানুবাদ** ১৷৹ পাঁচসিকা। **১ম ও ২য় ভাগ একত্রে লইলে** মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাঃ স্বতন্ত্র।

ইহাতে তিথি, কৃত্য, শ্রাদ্ধ, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, দায় উদ্বাহ, মলমাস, প্রায়শ্চিত্ত-ববেক, শ্রাদ্ধবিবেক, মনুসংহিতা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রন্থের যাবতীয় ব্যবস্থা অনুবাদ এবং প্রমাণের সহিত লিখিত আছে। মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা, মাশুল স্বতন্ত্র। **কর্পূরাদি স্তব**—মূল্য ।৹ চারি আনা।

(আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণাভিধান) ইহাদ্বারা ধাতু, বৃক্ষ, ফল, মূল, লতা, পাতা, তৃণ, শস্য, স্থলজ, জলজ সমস্ত দ্রব্যের কি কি নাম কোন্ দ্রব্যের কি গুণ এবং কোন্ রোগে কোন্ দ্রব্য উপকারী, তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন, সরল বঙ্গানুবাদ সহ। মূল্য ১৷৵৹ সাতসিকা। মাঃ স্বতন্ত্রঃ।

সূচীপত্র।

তার রৌপ্য শোধন ও মারণ।

তাম্রশোধন ও মারণ।

নাগ-শোধন।

বঙ্গমারণ।

ইতি অষ্টমোপদেশ সমাপ্ত।

ইতি বাতজ্বরে।

ইতি পিত্তজ্বরে।

জ্বরাতিসার চিকিৎসা।

অতিসার-চিকিৎসা।

ইতি আমাতিসার।

রক্তাতিসার।

সর্ব্বাতিসার।

গ্রহণী চিকিৎসা।

অর্শ চিকিৎসা।

বাতরক্ত চিকিৎসা।

স্থৌল্য (মেদ) চিকিৎসা।

উদর চিকিৎসা।

যকৃৎপ্লীহোদরচিকিৎসা।

শোথচিকিৎসা।

বিদ্রধির চিকিৎসা।

ব্রণশোথচিকিৎসা।

শীতপিত্তাদি চিকিৎসা।

অম্ল পিত্তচিকিৎসা।

ইতি অম্লপিত্ত চিকিৎসা।

বিস্ফোটচিকিৎসা।

মুখরোগের চিকিৎসা।

কর্ণরোগ চিকিৎসা।

নাসারোগ চিকিৎসা।

চক্ষুরোগচিকিৎসা।

শিরোরোগ চিকিৎসা।

প্রদরচিকিৎসা।

বিষ চিকিৎসা।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ

সানুবাদ-

রসরত্নাকরঃ ।

মুখবন্ধঃ ।

নত্বা দেবমনুষ্ঠাতে রসরত্নাকরোগ্রন্থঃ ।
কালীপ্রসন্ন-বিট্-কবিশেখর-সরকারেণ ॥

ইষ্টদেবকে প্রণামপূর্ব্বক কবিরাজ কবিশেখরোপাধিক শ্রীকালীপ্রসন্ন বিট সরকার নামা সংকর্ত্তৃক "রসরত্নাকর" নামক এই সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থখানি অনুবাদিত হইল।

গ্রন্থকারস্যাভীষ্টদেব-নমস্কারঃ ।

স্বর্গাপবর্গ-বিস্ফারৌ ভুবনস্যোদয়ে যথা ।
ভবরোগহরৌ বন্দে চণ্ডিকা-চন্দ্রশেখরৌ ॥

জগতের সুখ ও মোক্ষবিধায়ক ভবরোগ-নাশক জগন্মাতা চণ্ডিকা ও পরমেশ্বর চন্দ্রশেখরকে বন্দনা করি।

রসসাধনোপায়ঃ ।

রসোপরস-লোহানাং তৈলমূল-ফলৈঃ সহ ।
অসাধ্যং প্রত্যয়োপেতং কথ্যতে রসসাধনম্ ॥
বৈদ্যানাং যশসেঽর্থায় ব্যাধিতানাং হিতায় চ ।
বাদিনাং কৌতুকার্থায় বৃদ্ধানাং দেহসিদ্ধয়ে ॥
মন্ত্রিণাং মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং বিস্মিতাশ্চর্য্যকারণম্ ।
পঞ্চখণ্ডমিদং শাস্ত্রং সাধকানাং হিতং প্রিয়ম্ ॥

রসখণ্ডে তু বৈদ্যানাং ব্যাধিতানাং রসেন্দ্রকে।
বাদিনাং বাদখণ্ডে চ বৃদ্ধানাঞ্চ রসায়নে॥
মন্ত্রিণাং মন্ত্রখণ্ডে চ রসসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
সুতরাং নাস্তি সন্দেহস্তৎ-তৎ-খণ্ডবিলোকিনাম্॥

তৈল, মূল ও ফল সহ রস (পারা), উপরস ও লৌহ প্রভৃতির অসাধ্য প্রত্যয়ান্বিত রস-সাধন-প্রণালী কথিত হইতেছে। বৈদ্যদিগের যশ ও অর্থের নিমিত্ত, রোগিগণের হিতার্থে, বাদীদিগের কৌতুকার্থ, বৃদ্ধগণের দেহসিদ্ধির জন্য এবং মন্ত্রীদিগের মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থে, বিবিধ আশ্চর্য্য-হেতুক সাধকদিগের প্রিয়তম হিতকারক রস খণ্ডাদি পঞ্চ খণ্ড-শাস্ত্র আছে জানিবে। তন্মধ্যে রসখণ্ডে বৈদ্যদিগের, রসেন্দ্রখণ্ডে রোগীদিগের, বাদখণ্ডে বাদিগণের, রসায়নখণ্ডে বৃদ্ধগণের এবং মন্ত্রখণ্ডে মন্ত্রিগণের রসসিদ্ধি হয়। সুতরাং এই পঞ্চ খণ্ডশাস্ত্রদর্শন করিলে রসসাধনাদি বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হতাদিপারদগুণাঃ।

হতো হন্তি জরামৃত্যুং মূর্চ্ছিতো ব্যাধিঘাতকঃ।
খস্তে চ খে গতিং বদ্ধঃ কোঽন্যঃ সূতাৎ কৃপাকরঃ॥
জরামরণ-দারিদ্র্য-রোগনাশকরোমৃতঃ।
মূর্চ্ছিতো হরতে ব্যাধীন্ রসো দেহে চরন্নপি॥
মোহয়েদন্যঃ পরান্ বদ্ধো জীবয়েচ্চ মৃতঃ পরান্।
মূর্চ্ছিতো বোধয়েদন্যান্ তং সূতং কো ন সেবতে॥
আয়ুর্দ্রবিণমারোগ্যং বহ্নির্মেধা মহদ্বলম্।
রূপযৌবনলাবণ্যং রসোপাসনয়া ভবেৎ॥
মারয়েজ্জারিতং সূতং গন্ধকেনৈব মূর্চ্ছয়েৎ।
বন্ধঃ স্যাদ্ দ্রুতি-সত্ত্বাভ্যাং রসস্যৈবং ত্রিধা গতিঃ॥

দোষহীনো রসো ব্রহ্মা মূর্চ্ছিতস্তু জনার্দ্দনঃ।
মারিতো রুদ্ররূপঃ স্যাদ্বদ্ধঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ॥
বেধকো দেহলোহাভ্যাং সূতো দেবি? সদাশিবঃ॥
দর্শনাদ্রসরাজস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥
স্পর্শনান্নাশয়েদ্দেবি! গোহত্যাং নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনর্ভক্ষণাদ্দেবি! প্রাপ্যতে পরমং পদম্॥
অল্পমাত্রোপযোগিত্বাদরুচেরপ্রসঙ্গতঃ।
ক্ষিপ্রমারোগ্যদায়িত্বাদৌষধেভ্যো রসোঽধিকঃ॥

ভস্মীভূত পারদ জরা ও মৃত্যুনাশক, মূর্চ্ছিত পারদ ব্যাধিনাশক ও বদ্ধপারদ আকাশ গতিজনক। দেহে সঞ্চরণশীল ভস্ম পারদ জরা, মরণ, দারিদ্র্য ও রোগ নাশ করে এবং মূর্চ্ছিত হইলে ব্যাধিসমূহ বিনাশ করে। যে পারা বদ্ধ হইলে মোহ (আশ্চর্য্য) জন্মায়, ভস্ম হইলে জীবন রক্ষা করে এবং মূর্চ্ছিত হইলে বোধ জন্মায়, এমন পারদকে কে না সেবা করে? পারদের উপাসনা করিলে আয়ু, ধন, আরোগ্য, অগ্নি, মেধা, মহাবল, রূপ, যৌবন ও লাবণ্য জন্মিয়া থাকে। জারিত পারদকে গন্ধক দ্বারা মারিত, মূর্চ্ছিত এবং দ্রুতি (তারল্য) ও সত্ত্ব (বীর্য্য) প্রযুক্ত বদ্ধ করিবে; পারদের এই তিন প্রকার গতি জানিবে। দোষহীন পারদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, মূর্চ্ছিত পারদ জনার্দ্দন, মারিত পারদ রুদ্ররূপী এবং বদ্ধ পারদ সাক্ষাৎ মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সদাশিব কহিয়াছেন—হে দেবি! দেহ ও লোহ দ্বারা পারদকে বেধক বলিয়া জানিবে। এবং এই পারদ দর্শনে ব্রহ্মহত্যা ও স্পর্শন দ্বারা গোহত্যা জনিত পাপ পর্য্যন্ত দূরীভূত হয়, এবম্বিধ পারদ ভক্ষণে পরম পদ পাওয়া যাইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে উপকার জন্মে, আদৌ অরুচি জন্মে না এবং শীঘ্রই আরোগ্য প্রদান করে বলিয়া, পারদকে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অধিক গুণশালী বলা যায় জানিবে।

যদুক্তং শম্ভুনা পূর্ব্বং রসখণ্ডে রসার্ণবে।
রসস্য বন্দনার্থে চ দীপিকা রসমঙ্গলে॥
ব্যাধিতানাং হিতার্থায় প্রোক্তং নাগার্জ্জুনেন যৎ।
উক্তং চর্পটি-সিদ্ধেন স্বর্গবৈদ্যকপালিকে॥
অনেকরসশাস্ত্রেষু সংহিতাস্বাগমেষু চ।
যদুক্তং বাভটে তন্ত্রে সুশ্রুতে বৈদ্যসাগরে॥
অন্যৈশ্চ বহুভিঃ সিদ্ধৈর্যদুক্তঞ্চ বিলোক্য তৎ।
তত্র যদযদসাধ্যং স্যাদ্‌যদযদ্‌ দুর্লভমৌষধম্‌॥
তত্তৎসর্ব্বং পরিত্যজ্য সারভূতং সমুদ্ধৃতম্‌।
কচিচ্ছাস্ত্রে ক্রিয়া নাস্তি ক্রমসংখ্যা ন চ কচিৎ॥
মাত্রাযুক্তিঃ কচিন্নাস্তি সম্প্রদায়ো ন চ কচিৎ।
তেন সিদ্ধির্ন তত্রাস্তি রসে বাথ রসায়নে॥
বৈদ্যে বাদে প্রয়োগে চ তস্মাদযত্নো ময়া কৃতঃ।
যদ্‌যদ্‌ গুরুমুখাজ্‌ জ্ঞাতং স্বানুভূতঞ্চ যন্ময়া॥
তত্তল্লোকহিতার্থায় প্রকটীক্রিয়তেঽধুনা॥

পুরাকালে শম্ভু কর্ত্তৃক রসার্ণবে রসখণ্ডে যাহা এবং রসমঙ্গলে রসের বন্দনার্থে যে দীপিকা কথিত হইয়াছে; ব্যাধিত জনের হিতার্থে নাগার্জ্জুন মুনি কর্ত্তৃক যাহা কথিত হইয়াছে, স্বর্গ বৈদ্যকপালিকে চর্পটি সিদ্ধ কর্ত্তৃক যাহা কথিত হইয়াছে, বিবিধ রসশাস্ত্র, সংহিতা, আগম, বাগ্‌ভট, তন্ত্র, সুশ্রুত ও বৈদ্যসাগর-গ্রন্থে যাহা কথিত আছে এবং অন্যান্য বহু সিদ্ধ পুরুষ কর্ত্তৃক যে সকল বিষয় উক্ত হইয়াছে, আমি সেই সকল অবলোকন-পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ অসাধ্য দুর্লভ ঔষধগুলি পরিত্যাগ করিয়া সারভূত বিষয়গুলি এই গ্রন্থে (রসরত্নাকরে) উদ্ধৃত করিলাম। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-সমূহের কোন শাস্ত্রে ক্রিয়া নাই, কোন শাস্ত্রে ক্রমসংখ্যা নাই, কোন

শাস্ত্রে মাত্রাযুক্তি নাই এবং কোন শাস্ত্রে সম্প্রদায় (গুরুপরম্পরাগত উপদেশ) নাই, একারণ তত্তৎ শাস্ত্র দ্বারা কিছুই সিদ্ধ হয় না। তৎকারণে মৎকর্ত্তৃক রস, রসায়ন, বৈদ্য, বাদ ও প্রয়োগবিষয়ে এবম্প্রকার যত্ন প্রদর্শিত হইতেছে। আমি যে সকল বিষয় গুরুমুখে শ্রবণ ও স্বজ্ঞানে অনুভব করিয়াছি, মৎকর্ত্তৃক লোকহিতার্থে সেই সকল বিষয়ই এই গ্রন্থে প্রকটিত হইল।

শ্রীমান সূত-নৃপো দদাতি বিলসল্লক্ষ্মীং বপুঃ শাশ্বতং।
স্বানাং প্রীতিকরীমচঞ্চল মনোমাতেব পুংসাং যথা॥
নান্যো নাস্তি শরীরনাশক-গদ-প্রধ্বংসকারী ততঃ।
কার্য্যং নিত্যমহোৎসবৈঃ প্রথমতঃ সূতাদ্বপুঃ-সাধনম্॥
সাক্ষাদক্ষয়দায়কো ভুবি নৃণাং পঞ্চত্বমুচ্চৈঃ কুতো।
মূর্চ্ছাং মূর্চ্ছিতবিগ্রহো গদহৃতাং হন্ত্যুচ্চকৈঃ প্রাণিনাম্॥
বদ্ধং প্রাপ্য সুরাসুরেন্দ্রচরিতাং তাং তাঙ্গতিং প্রাপয়েৎ।
সোঽয়ং পাতু পরোপকারচতুরঃ শ্রীসূতরাজো জগৎ॥

পারদ মানবদিগের প্রীতিকরী মাতার ন্যায় লক্ষ্মী সুন্দর শরীর ও অচঞ্চল মন প্রদান করে। পারদ ব্যতীত শরীরনাশক-রোগধ্বংসী আর কিছুই নাই, সুতরাং নিত্য মহোৎসবে পারদ দ্বারা দেহ সাধন করিবে। ইহা মানবগণের সাক্ষাৎ অক্ষয়দায়ক ও পঞ্চত্ব নাশক। মূর্চ্ছিত পারদ প্রাণিগণের মূর্চ্ছা অপনয়ন করে এবং বদ্ধ পারদ সুরাসুরেন্দ্রচরিত গতি প্রদান করে, সুতরাং পারদ অপেক্ষা উপকারী জগতে আর কি আছে?

যোগমুক্তাবল্যামিমৌ।

যদন্যত্র তদত্রাস্তি যদত্রাস্তি ন তৎ কচিৎ।
রসরত্নাকরঃ সোঽয়ং নিত্যনাথেন নির্ম্মিতঃ।
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন রসসংস্কারমুত্তমম্॥

অবিজ্ঞায় চ শাস্ত্রার্থং প্রয়োগকুশলো ভিষক্।
যম এব স বিজ্ঞেয়ো মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুরূপধৃক্॥

নিত্যনাথ কৃত এই রসরত্নাকর গ্রন্থে অন্যান্য গ্রন্থ সমূহের সমস্ত বিষয় আছে কিন্তু এমন অনেক বিষয়ও আছে যাহা অন্য গ্রন্থে নাই, অতএব ইহা দ্বারা সযত্নে উত্তম রসসংস্কার করিবে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রার্থ না জানিয়া রসপ্রয়োগ করে, তাহাকে মৃত্যুরূপধারী যম বলিয়া জানিবে।

দীপিকা।

নাগো বঙ্গো মলো বহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ।
অসহ্যাগ্নির্মহাদোষা নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ॥
জাড্যং গণ্ডস্তনোর্নাগাৎ কুষ্ঠং বঙ্গাদ্রুজা মলাৎ।
বহ্নের্দাহো বীজনাশশ্চাঞ্চল্যান্মরণং বিষাৎ॥
গিরেঃস্ফোটো হ্যসহ্যাগ্নের্দোষান্মোহোপজায়তে।
দোষহীনো যদা সূতস্তদা মৃত্যুজরাপহঃ॥
সাক্ষাদমৃতমপ্যেষ দোষযুক্তো রসো বিষম্।
তস্মাদ্দোষবিশুদ্ধ্যর্থং রসশুদ্ধির্বিধীয়তে॥

নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি, এই কয়েকটী মহাদোষ পারদে অবস্থান করে। তন্মধ্যে নাগদোষ দ্বারা দেহের জড়তা, বঙ্গদোষে কুষ্ঠরোগ, মলদোষে বিবিধরোগ, বহ্নিদোষে দাহ, চাঞ্চল্যদোষে বীর্য্যনাশ, বিষদোষে মরণ, গিরিদোষে স্ফোটক এবং অসহ্যাগ্নিদোষ কর্ত্তৃক মোহ জন্মে। দোষহীন পারদ মৃত্যু ও জরা নাশক। সাক্ষাৎ অমৃতসদৃশ পারদ দোষযুক্ত হইলে বিষবৎ হয়, একারণ উহার দোষবিশুদ্ধির জন্য রসশুদ্ধি বিহিত আছে।

রসো গ্রাহ্যঃ সুনক্ষত্রে পলানাং শতমাত্রকম্।
পঞ্চাশৎ পঞ্চবিংশং বা দ্বাদশৈকৈকমেব বা॥

পলাদূনং ন কর্ত্তব্যং রসসংস্কারমুত্তমম্।
অঘোরেণ চ মন্ত্রেণ রসসংস্কারপূজনম্॥
ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ॥

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্র নিত্যনাথসিদ্ধ বিরচিতে রসরত্নাকরে রসখণ্ডে রসপীঠিকানাম প্রথমোপদেশঃ।

রসসংস্কারে ১০০, ৫০, ২৫, ১২ অথবা ১পল পরিমিত পারদ গ্রহণ করিবে, কদাচ একপলের কম পারদ শোধন করিবে না। রস-সংস্কার কালে "ওঁ হইতে রুদ্ররূপেভ্য" পর্য্যন্ত মন্ত্রটী দ্বারা পারদের পূজা করিবে।

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্র নিত্যনাথসিদ্ধ বিরচিত রসরত্নাকর গ্রন্থে রসখণ্ডে রসপীঠিকা নামক প্রথমোপদেশ সমাপ্ত।

নিঃসারং বীক্ষ্য বিশ্বং গদবিকলবপুর্ব্ব্যাপ্তমেবাতিতপ্তং
কুর্ম্মঃ কারুণ্যসিন্ধোঃ সকলগুণনিধেঃ সূতরাজস্য মুক্তিম্।
দৃষ্ট্বা সূতস্য শাস্ত্রাণ্যবহিতমনসঃ প্রাণিনামিষ্টসিদ্ধ্যৈ
শৃণ্বন্ উচ্চৈর্ময়োক্তং সুবিপুলমতয়ো ভোগিকেন্দ্রা নরেন্দ্রাঃ॥

বিশ্বের জনগণকে ব্যাধিবিকলিত দেহ, নিঃসার ও অতিসন্তপ্ত দেখিয়া কারুণ্যসিন্ধু সকলগুণনিধি সূতরাজের (পারদের) মুক্তি কহিতেছি। প্রাণিগণের মঙ্গলার্থে অবহিতচিত্ত হইয়া পারদশাস্ত্র ও মৎকথিত বিষয় শ্রবণ করিলে প্রশস্তচিত্ত ভোগশীল রাজ-সদৃশ হওয়া যায়।

যোগমুক্তাবলীভিঃ।

যাবৎ সূতং ন শুদ্ধং ন চ মৃতমথ নো মূর্চ্ছিতং গন্ধবদ্ধং
নো বজ্রং মারিতং বা ন চ গগনবধোনোপসূতাশ্চ শুদ্ধাঃ।
স্বর্ণাদ্যং সর্ব্বলোহং বিষমপি ন মূলং তৈলপাতো ন যাবৎ
তাবদ্বৈদ্যঃ ক সিদ্ধো ভবতি বসুভুজাং মণ্ডলে শ্লাঘ্যযোগ্যঃ॥

যে পর্য্যন্ত পারদ শুদ্ধ, মূর্চ্ছিত ও বদ্ধ, বজ্র-মারিত, অভ্র-মারিত, উপবস বদ্ধ এবং স্বর্ণাদি, লৌহ ও বিষ-মারিত (ভস্ম) ও তৈলপাত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত বৈদ্য সিদ্ধ ও রাজমণ্ডলে শ্লাঘাযোগ্য হইতে পারে না।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দোষাষ্টকনিবারণম্।
ইষ্টকা রজনী-চূর্ণৈঃ-ষোড়শাংশৈ রসস্য তু॥
মর্দ্দয়েত্তপ্তখল্লে তং জম্বীরোত্থদ্রবৈর্দ্দিনম্।
খল্লং লোহময়ং বাথ পাষাণোঽশ্মমথাপি বা॥
কাঞ্জিকৈঃ ক্ষালয়েৎ সূতং নাগদোষস্য শান্তয়ে।
বিশালাঙ্কোল-চূর্ণেন বঙ্গদোষং বিনাশয়েৎ॥
রাজবৃক্ষো মলং হন্তি চিত্রকং বহ্নিদূষণম্।
চাঞ্চল্যং কৃষ্ণধুস্তূরৈস্ত্রিফলৈ বিষনাশনম্॥
কটুত্রয়ং গিরিং হন্তি অসহ্যাগ্নিং ত্রিকণ্টকৈঃ॥
প্রতিদোষং কলাংশেন তত্র চূর্ণং সকন্যকম্॥
স্থূলবস্ত্রগালিতং সূতং খল্লে ক্ষিপ্ত্বা যথাক্রমম্।
প্রত্যেকং প্রত্যহং যত্নাৎ সপ্তরাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ॥
উদ্ধৃত্যোষ্ণারনালেন মৃদ্ভাণ্ডে ক্ষালয়েৎ সুধীঃ॥
সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্তঃ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতঃ॥
জায়তে শুদ্ধসূতোঽয়ং যুজ্যতে বৈদ্যকর্ম্মণি।
অজাশকৃৎ তুষাগ্নিঞ্চ ক্ষালয়িত্বা ভুবি ক্ষিপেৎ॥
তস্যোপরিস্থিতং খল্লং পূর্ব্বোক্তং মর্দ্দয়েদ্রসম্॥

পারদের ষোড়শাংশ ইট ও হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লৌহ পাষাণ বা শিলাময় তপ্ত খলে একদিন জম্বীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক কাঁজিদ্বারা ধৌত করিয়া লইলে পারদের নাগদোষ দূরীভূত হয়। এবং পারদের বঙ্গদোষ রাখালশশা ও ধলা আকড়া দ্বারা, মলদোষ সোণালু দ্বারা, বহ্নিদোষ

রক্তচিতা দ্বারা, চাঞ্চল্যদোষ কৃষ্ণ ধুতুরা দ্বারা, বিষদোষ ত্রিফলা দ্বারা, গিরিদোষ ত্রিকটু দ্বারা এবং অসহ্যাগ্নিদোষ গোক্ষুর দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। পারদের নাগাদিদোষ নিবারণার্থ উহার ১৬ ভাগের এক ভাগ চূর্ণ দ্রব্য ও ঘৃতকুমারী পারা সহ মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা প্রত্যহ ৭ বার মর্দ্দন পূর্ব্বক মৃৎপাত্রে উষ্ণ কাঁজি দ্বারা ধুইয়া লইবে, ইহাতে পারদ সর্ব্বদোষমুক্ত, সপ্ত কঞ্চুক বর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও ঔষধার্থে প্রয়োগযোগ্য হয়। ভূগর্ত্তে ছাগবিষ্ঠা, তুষ ও অগ্নি নিক্ষেপ করতঃ উহার উপরি খল রাখিয়া পারা মর্দ্দন করিলে তপ্তখল বলা যায়।

অথান্যমতম্।

শ্রীখণ্ডং দেবদারুঞ্চ কাকতুণ্ডীজয়া-দ্রবৈঃ।
কর্কোটী-মূষলীকন্যা-দ্রবং দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ॥
দিনৈকং পাতনাযন্ত্রে শুদ্ধঞ্চ বিনিযোজয়েৎ॥

খেতচন্দন, দেবদারু, কাকজঙ্ঘা, জয়ন্তী, কাঁকরোল, তালমূলী ও ঘৃতকুমারী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পাতনাযন্ত্রে পাতন করিলে পারা বিশুদ্ধ হয়।

অন্যশাস্ত্রমতম্।

কুমার্য্যাশ্চ নিশাচূর্ণৈর্দ্দিনং সূতং বিমর্দ্দয়েৎ।
পাতয়েৎ পাতনাযন্ত্রে সম্যক্ শুদ্ধো ভবেদ্রসঃ॥

ঘৃতকুমারীর রস ও হরিদ্রাচূর্ণ সহ পারা একদিন মর্দ্দন করিয়া পাতনাযন্ত্রে পাতন করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়।

অথ হিঙ্গুলোত্থো যথা—

পারিভদ্র-রসৈঃ পেষ্যং হিঙ্গুলং যামমাত্রকম্।
জম্বীরাণাং দ্রবৈর্বাথ পাত্যং পাতালযন্ত্রকে॥

তং সূতং যোজয়েৎ যোগে সপ্তকঞ্চুক-বর্জ্জিতম্।
ইত্যেবং শুদ্ধয়ঃ খ্যাতা যথেষ্টৈকং প্রকারয়েৎ॥

ইতি রসশোধনম্।

পালিদামাদার বা জম্বীর রস দ্বারা ১ প্রহর কাল হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া পাতাল যন্ত্র দ্বারা পাতন করিলে, তদ্ভূত পারদ বিশুদ্ধ হয় জানিবে।

অথৈতা মূলিকা বক্ষ্যে শুদ্ধ-সূতস্য মারণে।
ব্রহ্মদণ্ডী মেঘনাদা চিত্রকং তৃণমুস্তিকা॥
বজ্রবল্লী বলা শুণ্ঠী কটুতুম্ব্যর্দ্ধচন্দ্রিকা।
বিষমুন্ট্যর্কলাক্ষাশ্চ গোক্ষুরঃ কাকতুণ্ডিকা।
কন্যাচণ্ডালিনী কন্দং সর্পাক্ষী শরপুঙ্খিকা॥
বস্তীরক্তাগ্রনির্গুণ্ডী-লজ্জালী-দেবদালিকাঃ॥
জাতী জয়ন্তী বারাহী ভূকদম্বং কুরুণ্টকম্।
কোষাতকী-নীরকণা-লাঙ্গলী-সহদেবিকাঃ॥
চক্রমর্দোঽমৃতা কন্দং কাকমাচী রবিপ্রিয়া।
বিষ্ণুক্রান্তা হস্তিশুণ্ডী স্নুক্-পয়োভৃঙ্গরাট্ পটুঃ।
ইত্যেতা মূলিকা খ্যাতা যোজ্যাঃ পারদমারকাঃ।
এতাঃ সমস্তা ব্যস্তা বা দেয়া হ্যষ্টাদশাধিকাঃ॥

অনন্তর শুদ্ধ পারদ মারণার্থে মূলিকা বলা যাইতেছে—ব্রহ্মদণ্ডী, চাপনটে, রক্তচিতা, মুথা, হাড়যোড়া, বেড়েলা, শুঠী, তিক্তলাউ, কাণফাটা লতা, কুচিলা, আকন্দ, লাক্ষা, গোক্ষুর, কাকজঙ্ঘা, ঘৃতকুমারী, চাঁড়ালেগাছ, ওল, সর্পাক্ষী, বননীল, ছাগলিয়ালতা, রক্তাগ্র, নিষিন্দা, লজ্জালুলতা, ঘোষালতা, জাতী, জয়ন্তী, বরাক্রান্তা, ভূকদম্ব, নীলঝিন্টি, পীতঝিন্টি, ঝিঙ্গা, বালা, পিপুল, বিষলাঙ্গলিয়া, চাকুন্দে, গুলঞ্চ, কচু, কাকমাচী, রক্তকরবী, অপরাজিতা, হাতিশুঁড়া, সিজতুগ্ধ, ভৃঙ্গরাজ ও কেৎপাপড়া.

এই সকল পারদমারক মূলিকা। ইহাদের সমস্ত বা কতকগুলি পারদ মারণার্থে প্রয়োগ করা যায় জানিবে।

অপ্রসূত-গবাং মূত্রে পেষয়েদ্ রক্তমূলিকাঃ।
তদ্দ্রবৈঃ শোধিতং সূতং তুল্যং গন্ধকসংযুতম্॥
তপ্তখল্লে চতুর্যামমবিচ্ছিন্নং বিমর্দ্দয়েৎ।
তৎ পিণ্ডং পাতয়েদ্ যন্ত্রে ত্রিংশ-ষট্-মহাপুটে॥
এবং দশপুটৈর্ম্মাহ্যং মর্দ্যং পাত্যং পুনঃ পুনঃ।
তদুদ্ধৃত্য পুনর্ম্মর্দ্দ্যং বজ্রমুষান্তরে ক্ষিপেৎ॥
ভূধরাখ্যে পুটে পশ্চাৎ দশধা ভস্মতাং ব্রজেৎ।
দ্রবৈর্দ্রবৈঃ পুনর্মর্দ্যং সিদ্ধোঽয়ং ভস্মসূতকঃ॥
মূলিকামারিতঃ সূতো জারণ-ক্রমবর্জ্জিতঃ।
ন ক্রমেদ দেহলোহাভ্যাং রোগহর্ত্তা ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

অপ্রসূতা গাভীর মূত্রে লজ্জালুলতা পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্রাবা পারদ শোধিত করিয়া সম ভাগ গন্ধক সহ ৪প্রহর কাল তপ্তখলে মর্দ্দন করিবে, তৎপরে উক্তপিণ্ড মহাপুট দ্বারা পাতনা যন্ত্রে পাতন করিবে। এবম্প্রকারে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক দশপুট দ্বারা পাতন করিয়া পারদ মারিত করিবে। পরে উক্ত পারদ পুনর্ব্বার মর্দ্দন পূর্ব্বক বজ্রমুষামধ্যে স্থাপন করতঃ ভূধরাখ্য পুট দ্বারা পশ্চাৎ দশবার পুনঃ পুনঃ পাক করিয়া লইলে পারদ সিদ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে।

রসং গন্ধকতৈলেন দ্বিগুণেন বিমর্দ্দয়েৎ।
দিনৈকং বাথ সর্পাক্ষী বিষ্ণুক্রান্তাথ ভৃঙ্গজৈঃ॥
ত্র্যহং বিমর্দ্দয়েৎ দ্রাবৈ ত্রিংশষট্-মহাপুটে॥
ইত্যেবমষ্টধা পাচ্যং রসো ভস্মীভবেদ্ ধ্রুবম্॥

দ্বিগুণ গন্ধকতৈল দ্বারা ১ দিন অথবা সর্পাক্ষী, অপরাজিতা ও

ভৃঙ্গরাজের রস সহ ৩ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক মহাপুট দ্বারা ৮ বার পাক করিয়া লইলে পারদ ভস্মীভূত হয়।

শ্বেতার্কোট জটাবারিসূতং মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম্।
পুটয়েদ্ভূধরে যন্ত্রে মুষায়াং ভস্মতাং ব্রজেৎ॥
দেবদালী-হরিক্রান্তারনালেন পেষয়েৎ।
সপ্তধা সূতকং তেন কুর্য্যান্মর্দ্দিত মুথিতম্।
ন সূতং খর্পরে কুর্য্যাৎ দত্ত্বা দত্ত্বা চতুর্দ্রবম্।
চুল্লোপরি পচেদ্বহ্নৌ ভস্ম স্যাদরুণোপমম্॥
কোষ্ঠোড়ুম্বরজৈঃ ক্ষীরৈঃ সীতা হিঙ্গুবিভাবয়েৎ।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শোধ্যং পেষ্যং পুনঃ পুনঃ।
কোষ্ঠোড়ুম্বর-পঞ্চাঙ্গৈঃ কষায়ং ষোড়শাংশকম্।
হুত্বা তেন পুনর্ম্মর্দ্দ্যং হিঙ্গুবঙ্গং রসেশ্বরম্॥
ক্ষিপ্ত্বা নিরুধ্য মুষায়াং ভূধরাখ্যে পুটে পচেৎ।
অষ্টধা ম্রিয়তে সূতো দেয়ং হিঙ্গু পুটে পুটে॥

শ্বেত আঁকড়ার মূলের রস সহ ৩ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক মুষামধ্যে ভূধর যন্ত্রে পাক করিলে পারদ ভস্ম হয়। ঘোষালতা, অপরাজিতা ও কাঁজি সহ ৭ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক খাপরার মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত ৪ গুণ রস সহযোগে পাক করিলে পারদ ভস্ম হইয়া অরুণ বর্ণ হয়। কোষ্ঠোড়ুম্বর দুগ্ধ সহ সিতা ও হিঙ্গু পুনঃ পুনঃ ৭ বার শোধন ও পেষণ পূর্ব্বক কোষ্ঠো-ডুম্বর পঞ্চাঙ্গের ষোড়শাংশ কষায়, হিঙ্গু ও বঙ্গ সহ পারা পুনর্ব্বার মর্দ্দন করতঃ মুষামধ্যে পূরিয়া ভূধর যন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক পুটে হিং দিয়া ৮ বার পুটপাক করিয়া লইলে পারদ মৃত হয়।

অপামার্গস্য বীজানি তথৈরণ্ডস্য চূর্ণয়েৎ।
তচ্চূর্ণং পারদে দেয়ং মুষায়ামবরোধয়েৎ॥

রুদ্ধ্বা লঘুপুটে পশ্চাচ্চতুর্ভির্ভস্মতাং ব্রজেৎ।
কটুতুম্বুদ্ভবে কন্দে গর্ত্তে নারীপয়ঃস্থ বৈ॥
সপ্তধা ম্রিয়তে সূতঃ স্বেদয়েদ্গোময়াগ্নিনা।
অঙ্কোলস্য জটাতোয়ৈঃ পিষ্ট্বা খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ॥
সূতং গন্ধকসংযুক্তং দিনান্তে তং নিরোধয়েৎ।
পুটয়েদ্ভূধরে যন্ত্রে দিনান্তে তৎ সমুদ্ধরেৎ॥
ধান্যাভ্রং সূতকং তুল্যং মর্দ্দয়েৎ মারকদ্রবৈঃ।
দিনৈকং তেন কল্কেন বস্ত্রে পিষ্ট্বা চ বর্ত্তিকাম্॥
বিলিপ্য তৈলৈর্ব্বর্ত্তিস্তামেরণ্ডোত্থৈঃ পুনঃ পুনঃ।
প্রজ্বাল্য তদ্ধৃতং ভাণ্ডে গ্রাহয়েৎ পতিতামধঃ॥
কৃষ্ণভস্মাদ্ভবেত্তচ্চ পুনর্মর্দ্দ্যং ত্রিযামকৈঃ।
দিনৈকং তৎ পচেৎ যন্ত্রে কচ্ছপাখ্যে ন সংশয়ঃ॥
মৃতঃ সূতো ভবেৎ সদ্যস্তদ্যোগেষু যোজয়েৎ॥
দ্বিপলং শুদ্ধসূতস্য সূতার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকম্॥
মর্দ্দয়েন্মারকদ্রাবৈর্দ্দিনমেকং নিরন্তরম্।
বদ্ধা তু ভূধরে যন্ত্রে দিনৈকং মারয়েৎ পুটাৎ॥

আপাংবীজ ও ভেবেণ্ডা বীজচূর্ণ পারদ সহ মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া ৪ বার লঘুপুটে পাক করিলে পারদ ভস্ম হয়। তিতলাউয়ের মূলে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে নারীদুগ্ধ ও পারদ রাখিয়া ৭ বার গোময়াগ্নি দ্বারা জ্বাল দিলে পারদ ভস্মীভূত হয়। আঁক্‌ড়া মূলের রস সহ সমভাগ গন্ধকযুক্ত পারদ মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষা মধ্যে ১ দিন ভূধর যন্ত্রে পাক করিয়া লইলে পারদ ভস্ম হয়। সমান কাঁজি সহ পারদ মারক দ্রব্যের রস সহ ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের কল্ক সহ উক্ত মর্দ্দিত পারদ বস্ত্রে লাগাইয়া বাতী প্রস্তুত করতঃ এরণ্ড তৈল দ্বারা লেপিয়া উহা একটী ভাঁড়ের মধ্যে অগ্নি

দ্বারা জ্বালাইবে, তৎপরে ভাণ্ডমধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ ভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উহা হরিদ্রারসে পুনর্ব্বার মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ দিন কচ্ছপযন্ত্রে পাক করিলে, সমস্তই পারদ ভস্ম হইয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগযোগ্য হয়। ১৬ তোলা শুদ্ধ পারদ ও ৮ তোলা শুদ্ধ গন্ধক একত্র মারক দ্রব্য-রস সহ ১ দিন মর্দ্দন করিয়া পুট দ্বারা ১ দিন ভূধর যন্ত্রে পাক করিয়া লইলে পারা ভস্ম হয়।

অথ রসমারণে বজ্রমূষামাহ ।

তুষদগ্ধস্য ভাগৌ দ্বৌ একং বল্মীকমৃত্তিকা।
লৌহকিট্টস্য ভাগৈকং শ্বেতপাষাণভাগকম্ ॥
নরকেশসমং কিঞ্চিচ্ছাগী-ক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
যামদ্বয়ং দৃঢ়ং মর্দ্দ্যং তেন মূষান্তসম্পুটাৎ ॥
শোষয়িত্বাথ সং-লিপ্য তৎকল্কৈঃ সংলিপ্য চ।
বজ্রমূষা সমাখ্যাতা সমাৎ পারদমারিকা ॥
শ্বেতং পীতং তথা রক্তং কৃষ্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্ ॥
লক্ষণং ভস্মসূতস্য শ্রেষ্ঠং স্যাদুত্তরোত্তরম্ ॥

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্র-নিত্যনাথ-সিদ্ধবিরচিতে রসরত্নাকরে রসখণ্ডে রসশোধনমারণাধিকারো নাম দ্বিতীয়োপদেশঃ।

পোড়া তুষ ২ ভাগ, উইমাটী ১ ভাগ লৌহমল ১ ভাগ, শ্বেতপাষাণ ১ ভাগ এবং সর্ব্বসমান নরকেশ গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করতঃ দ্বিপ্রহর কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষা মধ্যে পুরিয়া উক্ত মূষা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের কল্কদ্বারা লেপিয়া শুকাইয়া লইলে তাহাকে বজ্রমূষা বলা যায়। পারদ ভস্ম শ্বেত, পীত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে ৪ প্রকার, উহা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধবিরচিত রস-রত্নাকরে রসখণ্ডে রসশোধনমারণাধিকার নামক দ্বিতীয়োপদেশ সমাপ্ত।

অথাতো জারণা পূর্ব্বং সবীজং মারণোচ্যতে ॥
অজীর্ণঞ্চাপ্যবীজঞ্চ সূতকং যস্তু মারয়েৎ।
ব্রহ্মহা স দুরাচারো মম দ্রোহী মহেশ্বরি ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জারিতং মারয়েদ্রসম্।
সংস্থাপ্য গোময়ং ভূমৌ পক্বমূষাং তদোপরি ॥
তন্মধ্যে কটু-তুম্বুত্থং তৈলং দত্ত্বা রসং ক্ষিপেৎ।
কাকমাচী-রসং দেয়ং তৈলতুল্যং ততঃ পুনঃ ॥
গন্ধকং ব্রীহিমাত্রঞ্চ ক্ষিপ্ত্বা তঞ্চ নিরোধয়েৎ।
তৎ-পৃষ্ঠে পাবকং দেয়ং পূর্ণং বা বহ্নি-খর্পরম্ ॥
স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা জীর্ণে তৈলে চ গন্ধকম্।
কাকমাচী-দ্রবং চাগ্নৌ দত্ত্বা দত্ত্বা চ জারয়েৎ ॥
মূষাধো গোময়ঞ্চাত্র দত্ত্বা চোর্দ্ধঞ্চ পাবকম্।
ষড়্গুণং গন্ধকং জাযং সূতস্যৈবং মুখং ভবেৎ ॥
তং সূতং মর্দ্দয়েৎ নীরৈঃ জম্বীরোত্থৈঃ পুনঃ পুনঃ।
চতুষষ্টাংশকৈঃপূর্ব্বৈর্দ্বাত্রিংশাংশং ততঃ পুনঃ ॥
ষোড়শাংশং শুদ্ধহেমপত্রং সূতেষু নিক্ষিপেৎ।
শিখিপিত্তেন সংপিষ্টং তৈলৈশ্চ সর্ষপোদ্ভবৈঃ ॥
লিপ্ত্বা হেম ক্ষিপেৎ সূতং যামং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ।
মর্দ্যং তং পূর্ব্ববৎ পচ্যাম্লযায়াং জম্বীরদ্রবৈঃ ॥
পূরয়েদ্রোধয়েচ্চাগ্নিং দত্ত্বা যত্নে চ জারয়েৎ।
গ্রাসে গ্রাসে চ তন্মর্দ্যং জম্বীরাণাং দ্রবৈর্দৃঢ়ম্ ॥
মৃত্তিকালবণং গন্ধমভাবে পিত্ততৈলয়োঃ।
পিষ্ট্বা জম্বীরনীরেণ হেমপত্রং প্রলেপয়েৎ ॥

ইতোবং জারণা কার্য্যা ততঃ সূতঞ্চ মারয়েৎ।
অথবা নির্ম্মুখং সূতং বিড়যোগেন মারয়েৎ॥
বিড়মত্র প্রবক্ষ্যামি সাধয়েত্তিবজাংবরঃ॥

অনন্তর জারণাপূর্ব্বক সবীজ মারণ বলা যাইতেছে—শিব বলিয়াছেন, হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি অজীর্ণ ও অবীজ পারদ ভস্ম করে, তাহাকে ব্রহ্মহা দুরাচার ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া জানিবে, একারণ অভিষড়ে জারিত পারদকেই মারিত করিবে। মাটীতে গোময় রাখিয়া তদুপরি পক্কমূষা স্থাপনপূর্ব্বক তন্মধ্যে তিতলাউর তৈল ও পারদ এব তৈলের সমান কাকমাচীর রস ও ব্রীহি প্রমাণ গন্ধকচূর্ণ দিয়া মূষাটী বদ্ধ করত: অগ্নিযোগে পাক করিবে; তদনন্তর ঐ মূষাটী শীতল ও তৈল জীর্ণ হইলে পুনরায় উহাতে ছয়গুণ গন্ধক ও কাকমাচীর রস সহ অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া লইলে তাহাকে মুখ বলে। তৎপরে উক্ত পারদ জম্বীর রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দনপূর্ব্বক উহার সহিত অর্দ্ধেক বা চতুর্থাংশ শুদ্ধস্বর্ণপত্র মিশ্রিত করিয়া ময়ূরপিত্ত ও সর্ষপ তৈল দ্বারা পেষণ করত১ প্রহরকাল জম্বীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষা মধ্যে পূরিয়া পূর্ব্ববৎ যন্ত্র দ্বারা পাক করিয়া লইবে। উক্ত স্বর্ণপত্র মৃত্তিকা, লবণ ও গন্ধক অথবা অভাবে ময়ূরপিত্ত ও সর্ষপ তৈল সহ জম্বীর রসদ্বারা লেপিয়া লইবে। এবম্প্রকারে জারণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পশ্চাৎ পারদ ভস্ম করিবে। অথবা নির্মুখ পারদকে বিড়যোগ দ্বারা ভস্ম করিবে; বিড় যাহাকে বলে তাহা পশ্চাৎ কথিত হইতেছে।

শঙ্খচূর্ণং রবিক্ষীরৈশ্চাতপে ভাবয়েদ্ দিনম্॥
তদ্বজ্জম্বীরজৈর্দ্রাবৈর্দ্দিনৈকং শুষ্কসারকম্।
সুবর্চ্চলমজামূত্রৈঃ ক্বাথং যামচতুষ্টয়ম্॥
কণ্টকারীঞ্চ সংক্বাথ্যং দিনৈকং নরমূত্রকৈঃ।
সাজীক্ষারং তিন্তিড়ীকং কাশীশঞ্চ শিলাজতুম্॥

জম্বীরোথৈর্দ্রবৈর্ভাব্যং পৃথক্ যামচতুষ্টয়ম্।
জৈপালবীজং ত্বক্ হীনং মূলকানাং দ্রবৈর্দ্দিনম্॥
সৈন্ধবং টঙ্কণং গুঞ্জা শিগ্রু মূলাদ্রবৈর্দ্দিনম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাংশন্তু মর্দ্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ॥
তদ্গোলং রক্ষয়েদযত্নাদ্বিড়োঽয়ং বাড়বানলঃ।
অনেন মর্দ্দয়েৎ সূতং গ্রাসতে তপ্তখল্লকে॥

শঙ্খচূর্ণ আকন্দের আঠায় ১ দিন এবং বজ্রক্ষার জম্বীর রসে ১ দিন ভাবনা দিবে। সচল লবণ ৪ প্রহর ছাগমূত্রে এবং কণ্টকারী ১ দিন মনুষ্যের মূত্রে জ্বাল দিয়া লইবে। সাচীক্ষার, তেঁতুল, হিরাকস ও শিলাজতু প্রত্যেক ৪ প্রহরকাল জম্বীর রসে ভাবনা দিবে। এবং জয়পাল বীজ ছাল ছাড়াইয়া ১ দিন মূলার রসে, সৈন্ধব লবণ ১ দিন গুঞ্জামূলের রসে ও সোহাগা ১ দিন সজিনা মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে। পরে উক্ত শঙ্খচূর্ণাদি সোহাগা পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জম্বীররসে মর্দ্দন করিয়া গোলাকৃতি করিয়া লইবে ইহাকে বিড় বলে। এই বিড়যোগ দ্বারা তপ্তখলে পারদ মারিবে।

স্বর্ণাভ্র-সর্ব্বলোহানি যথেষ্টানি চ জারয়েৎ।
মারয়েৎ পূর্ব্বযোগেন মারণঞ্চাত্র কথ্যতে॥
কুষ্ঠীংসমূলামুদ্ধৃত্য গোমূত্রেণ সুপেষয়েৎ।
তদ্দ্রবৈর্মর্দ্দয়েৎ সূতং দিনৈকং কান্তসংপুটে॥
লিপ্ত্বা নিয়ামকা দেয়া ঊর্দ্ধঞ্চাধস্তদর্দ্ধয়েৎ॥
মৃদগ্নিনা দিনৈকন্তু পচেচ্চুল্ল্যাং মৃতো ভবেৎ।
গোঘৃতং গন্ধকং সূতং পিষ্ট্বা পিণ্ডীং প্রকল্পয়েৎ॥
কুমারীদলমধ্যস্থং কৃত্বা সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥

তং কান্তং সংপুটং রুদ্ধ্বা ত্রিভির্ঘুপুটৈঃ পচেৎ।
ততো ম্রিয়তে ভবেদ্ভস্ম চাঙ্কমূৰে স্বয়ং ধ্রুবম্॥
শাকবৃক্ষস্য পকানি ফলান্যাদায় শোষয়েৎ।
পেষয়েদ্রবি-দুগ্ধেন তেন মূষাং প্রলেপয়েৎ॥
আদি-প্রসূত-গোর্জাত-জরায়ুশ্চূর্ণ-পূরিতঃ।
তন্মধ্যে সূতকং রুদ্ধ্বা ম্রিয়তে ভস্মকং-প্রাপ্নুয়াৎ॥
কর্কোটীং কাকমাচীচ কঞ্চুকী কটুতুম্বিকা।
কাকজঙ্ঘা কাকতুণ্ডী কাকিনী কাকমঞ্জরী॥
পিষ্টৈ্বতান্ বজ্রমূষান্তর্লেপং কৃত্বা রসং ক্ষিপেৎ।
মর্দিতং দিনমেকন্তু তৈরেবার্দ্রোত্থিতৈ রসৈঃ॥
রুদ্ধ্বাথ ভূধরে পচ্যাদষ্টবারং পুনঃ পুনঃ।
মর্দ্দয়েল্লিপ্ত মূষাস্তাং রুদ্ধ্বা ম্রিয়তে মৃতো ভবেৎ॥

পারা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে জারিয়া পূর্ব্বোক্ত যোগ দ্বারা অথবা নিম্নোক্ত প্রকারে মারিত করিবে। সমূল টোকাপানা গোমূত্র সহ পেষণপূর্ব্বক তাহার রস দ্বারা ১ দিন পারদ মর্দ্দিত করিয়া ঘৃত-কুমারীর পত্রমধ্যে পূরিয়া নিম্ন কথিত সর্পাক্ষী প্রভৃতি পারদ নিয়ামক দ্রব্য সমূহ উহার চতুর্দ্দিকে দিয়া মৃদু অগ্নিসংযোগে চুল্লীর উপরি ১ দিন পাক করিলে পারদ ভস্ম হয়। গোঘৃত গন্ধক ও পারদ একত্র পেষণ পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া কুমারীদলমধ্যে পূরিয়া সূত্রদ্বারা বাঁধিয়া ৩ বার লঘুপুটে পাক করিলে পারদ ভস্ম হয়। শাক বৃক্ষের পাকাফল শোধন করিয়া আকন্দ আঠা দ্বারা পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মূষা লেপিবে, পরে গোমূত্র ও অগ্নিজারবৃক্ষ চূর্ণ সহ পারদ উক্ত মূষামধ্যে পূরিয়া রুদ্ধ করতঃ জ্বাল দিলে ভস্ম হইবে। কাঁকরোল, কাকমাচী, কঞ্চুকী, কটুতুম্বী, কাকজঙ্ঘা, কেউয়াঠুঁঠী, কুঁচ ও কাকমঞ্জরী, এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক বজ্রমূষার মধ্যস্থল

লেপন করিয়া এবং ঐ সকল গাছের রস দ্বারা পারদ ১ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষামধ্যে পূরিয়া ভূধর যন্ত্রে ৮ বার পাক করিয়া লইলে পারদ ভস্ম হয়।

রসোনিয়ামকৈর্ম্মার্য্যো দৃঢ়ং যামচতুষ্টয়ম্।
দ্বিগুণৈর্গন্ধতৈলৈশ্চ পচেন্মৃদ্বগ্নিনা শনৈঃ॥
যাবৎ খোটো ভবেৎ তত্তৎ রোধয়েৎ লোহসংপুটে।
হরীতকীং জলে পিষ্ট্বা লোহকিট্টেন মূষিকাম্॥
কৃত্বা তন্মধ্যতঃ ক্ষিপ্ত্বা সংপুটং চান্ধয়েৎ পুনঃ।
তস্যোর্দ্ধং দ্রাবকাকারং হৃত্বা নাগং দ্রুতং ক্ষিপেৎ॥
কঠিনেন ধমেত্তাবদযাবন্নাগো দ্রুতো ভবেৎ।
ন ধমেচ্চ পুনস্তাবদযাবত্তু কঠিনতাং ব্রজেৎ॥
এবং পুনঃ পুনর্ধ্মাতস্ত্রিযামৈ র্ম্রিয়তে রসঃ।
নিয়ামকাস্ততো বঙ্গসূতস্য মারকর্ম্মণি॥

নিম্নোক্ত নিয়ামকদ্রব্য ও গন্ধ-তৈল সহ ৪ প্রহর কাল পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক জমান পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। পরে লৌহমল ও হরীতকী জলসহ পেষণ করতঃ মূষা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে উক্ত পারদ পূরিয়া জাল দিতে থাকিবে, এবং তদনন্তর উহার উপরিস্থ কৃষ্ণবর্ণ লেপন দ্রব্যাদি ফেলিয়া দিয়া শীঘ্রই তদুপরি রাং নিক্ষেপ করিবে ও ঐ রাং গলিয়া কঠিন হওয়া পর্য্যন্ত জাল দিবে। এবম্প্রকারে পুনঃ পুনঃ পাক করিলে পারদ ভস্মীভূত হয়। নিম্নোক্ত সর্পাক্ষী প্রভৃতি নিয়ামক দ্রব্যগুলি বঙ্গ ও পারদের মারণ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সর্পাক্ষী ক্ষীরিণী বন্ধ্যা মৎস্যাক্ষী শরপুঙ্খিকা॥
কাকজঙ্ঘা শিখি-শিখা ব্রহ্মদণ্ড্যাখুপর্ণিকা॥
বর্ষাভূকঞ্চুকীমূর্ব্বা পটুকোৎপল-চিঞ্চিকা।
শতাবরী বজ্রলতা বজ্রকন্দা ত্রিকর্ণিকা॥

মণ্ডূকপর্ণী পাটলী চিত্রকো গ্রীষ্ম-সুন্দরঃ।
কাকমাচী মহারাষ্ট্রী হরিদ্রা তিলকর্ণিকা॥
শ্বেতার্ক শিগ্রু ধুস্তুরমৃগদূর্বা হরীতকী।
গুড়ূচী মূষলী পুঙ্খা ভৃঙ্গরাড্রক্ত-চিত্রকম্॥
তগরং শূরণং মুণ্ডীমলঙ্কাপোত-কোকিলম্।
সৈন্ধবং শ্বেতবর্ষাভূ সাম্বরং হিঙ্গুমাক্ষিকম্॥
বিষ্ণুক্রান্তা সোমবল্লী ব্রণঘ্নী যক্ষলোচনম্।
ব্যাঘ্রপাদী হংসপাদী বৃশ্চিকালী কুরুণ্টকম্॥
স্বয়ম্ভূকুসুমং কুষ্ঠী হস্তিশুণ্ডীন্দ্রবারুণী।
বীজান্যঙ্কস্করস্থাপি সর্ব্বত্রৈতে নিয়ামকাঃ॥
এতাঃ সমস্তা ব্যস্তা বা দেয়া হ্যষ্টদশাধিকাঃ।
মারণে মূর্চ্ছনে বন্ধে রসস্রোতানি যোজয়েৎ॥

সর্পাক্ষী, ক্ষীরিণী, তিক্তকাঁকরোল, গেঁটে দূর্ব্বা, বননীল, কাকজঙ্ঘা, ময়ূরশিখা, ব্রহ্মদণ্ডী, ইন্দুরকাণী, পুনর্নবা, কঞ্চুকী, সূচীমুখী, ক্ষেতপাপড়া, উৎপল, তিন্তিড়ী, শতাবরী, হাড়যোড়া, বজ্রকন্দা, গোক্ষুর, থুলকুড়ী, ঘণ্টা-পারুল, চিতা কাকমাচী, গিমা, মহারাষ্ট্রী, হরিদ্রা, তিলকর্ণিকা, শ্বেতাকন্দ, সজিনা, ধুতুরা, মৃগদূর্ব্বা, হরীতকী, গুলঞ্চ, তালমূলী, নীল, ভৃঙ্গরাজ, রক্তচিতা, তগর পাদুকা, ওল, মুণ্ডিরী, কাকডুমুর, করঞ্জ, কোকিলাক্ষ, সৈন্ধব, শ্বেতপুনর্নবা, সাম্বরীলবণ, হিং, মধু, অপরাজিতা, সোমলতা, ইষলাঙ্গলিয়া, বট, বঁইচ, হংসপাদী, বিছাতী, ঝিন্টি, মাবাণীপুষ্প, কেলেজীরা, হাতীশুঁড়া, রাখালশশা এবং আকন্দবীজ ইহাদিগকে নিয়ামকগণ বলে। এই সকল দ্রব্য পারদ, মারণ মূর্চ্ছন ও বদ্ধকরণে ব্যবহৃত হয় জানিবে।

অপ্রসূত গবাং মূত্রৈঃ পিষ্ট্বা পূর্ব্বনিয়ামকাঃ।
তদ্দ্রবৈর্মর্দ্দয়েৎ সূতং যথা পূর্ব্বোদিতং ক্রমাৎ॥

ইত্যেবং জারণং প্রোক্তং মারণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
পরীক্ষা মারিতে সূতে কর্ত্তব্যা চ যথোদিতা।
অধস্তুষাগ্নিনা তপ্তোহক্ষীণস্তিষ্ঠতে যদা ॥
তদা ভস্ম বিজানীয়াচ্ছুল্যাং যামং নিরীক্ষয়েৎ।
মূলিকামারিতং সূতং সর্ব্বযোগেষু যোজয়েৎ ॥
জারিতো মারিতঃ সূতো জরা-দারিদ্র্য-রোগনুৎ।
মূর্চ্ছিতো ব্যাধিনাশায় বদ্ধঃ সর্ব্বত্র যোজয়েৎ ॥

ইতি শ্রীপার্ব্বতী-পুত্র-নিত্যনাথ-সিদ্ধ-বিরচিতে রসরত্নাকরে রসখণ্ডে মারণাধিকারো নাম তৃতীয়োপদেশঃ।

অপ্রসূতা গরুর মূত্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়ামক দ্রব্য সকল পেষণপূর্ব্বক পূর্ব্বানুক্রমে তদ্দ্বারা পারদ মর্দ্দিত করিয়া পশ্চাৎ জারিত ও ভস্মীভূত করিবে। পারদ নিশ্চিত ভস্ম হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিতে হইলে, উহা তুষাগ্নিতে ১ প্রহরকাল তপ্ত করিলে যদি অক্ষীণ (না কমে) থাকে, তবে তাহা উত্তম ভস্ম বলিয়া জানিবে। মূলিকা (নিয়ামক) মারিত পারদ সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য এবং জরা, দারিদ্র্য ও সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশক জানিবে।

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্র নিত্যনাথ-সিদ্ধ-বিরচিত রসরত্নাকরে রস-খণ্ডে মারণাধিকার নামক তৃতীয়োপদেশ সমাপ্ত।

অথাতঃ শুদ্ধসূতস্য মূর্চ্ছনা বিধিরুচ্যতে।
মেঘনাদাবচা হিঙ্গু শূরণৈর্ম্মর্দ্দয়েৎত্র্যহম্ ॥
নষ্টপিষ্টস্তু তদ্গোলং হিঙ্গুনা বেষ্টয়েদ্বহিঃ।
পচেল্লবণ-যন্ত্রাহং দিনৈকং চণ্ডবহ্নিনা ॥

ঊর্দ্ধলগ্নং সমাদায় দৃঢ়ং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ।
ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং তুল্যং দত্বা সোমানলে পচেৎ॥
জীর্ণে গন্ধে পুনর্দেয়ং ষড়্ভির্বারৈঃ সমং সমম্।
ষড়্গুণে গন্ধকং জীর্ণে মূর্চ্ছিতো রোগহা ভবেৎ॥

অনন্তর পারদের মূর্চ্ছনা বিধি কথিত হইতেছে।—চাপানটে, বচ, হিং ও ওল, ইহাদের সহিত পারা মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলাকার করতঃ হিঙ্গু দ্বারা বহির্ভাগ লেপন করতঃ প্রখর অগ্নিযোগে লবণযন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। তৎপরে উহার সহিত সমভাগ গন্ধক দিয়া ছয়বার পাক করিয়া লইলে পারদ মূর্চ্ছিত হয় ও সর্ব্বরোগ বিনাশ করে।

গন্ধকং মধুসারঞ্চ শুদ্ধসূত সমং সমম্।
যামৈকং পাচয়েৎ খল্লে কাচকুপ্যাং নিবেশয়েৎ॥
রুদ্ধা দ্বাদশ যামন্তং বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ।
স্ফোটয়েৎ স্বাঙ্গশৈত্যং তং তদূর্দ্ধং গন্ধকং ত্যজেৎ॥
অধস্থং রসমাদায় সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥
শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং সূতার্দ্ধং সৈন্ধবং ক্ষিপেৎ॥
দ্রবৈঃ সিতজয়ন্ত্যাশ্চ মর্দ্দয়েদ্ দিবসত্রয়ং।
কৃত্বা গোলঞ্চ সংশোষ্য ক্ষিপ্ত্বা মূষাং নিরুন্ধয়েৎ॥
শোষয়িত্বা ধমেৎ কিঞ্চিৎ সুতপ্তাং তাং জলে ক্ষিপেৎ।
তস্মাদ্রসং সমুদ্ধৃত্য ত্রিকণ্ট-রসভাবিতম্॥
যোজয়েৎ সর্ব্বরোগেষু ধমেদ্বা ভূধরে পচেৎ।
রসার্দ্ধং গন্ধকং মর্দ্দ্যং ঘৃতৈর্যুক্তস্তু গোলকম্॥
কৃত্বা তং বন্ধয়েদ্ বস্ত্রে দোলযন্ত্রগতং পচেৎ।
গোমূত্রাম্লকৃতং যামং নরমূত্রৈর্দিনত্রয়ম্॥

শোষয়েচ্চ পুনর্ব্বস্ত্রে বদ্ধা বেষ্ট্যং শতাম্বুচম্।
শুষ্কং নিরুদ্ধ্য মূষায়াং ততস্তুষাগ্নিনা পচেৎ॥
ঊর্দ্ধভাগমধঃ কৃত্বা অধোভাগঞ্চ ঊর্দ্ধগম্॥
ইত্যাদি পরিবর্ত্তেন স্বেদয়েদ্ দিবসত্রয়ম্॥
পশ্চাদুদ্ধৃত্য তং সূতং যোগবাহং রুজাপহম্॥

গন্ধক, মোম ও পারদ সমভাগে লইয়া এক প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া একটী কাচকুপী (বোতল) মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক দেড় দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া ঊর্দ্ধগত গন্ধক ত্যাগপূর্ব্বক নিম্নগত পারদ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। ২ ভাগ পারদ, ৪ ভাগ গন্ধক এবং ১ ভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র ৩ দিন শ্বেতজয়ন্তীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করতঃ শুকাইয়া একটী মূষা মধ্যে পূরিয়া কিঞ্চিৎ জ্বাল দিয়া মূষাটী জলে ফেলিয়া দিবে, শীতল হইলে উহা হইতে পারদ গ্রহণ পূর্ব্বক কণ্টকারীর কাথে ভাবনা দিয়া, ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। ১ ভাগ গন্ধক ২ ভাগ পারা ঘৃত সহ মর্দ্দিত করিয়া পিণ্ডাকৃতি করতঃ বস্ত্রে বাঁধিয়া দোলাযন্ত্রে পাক করিবে, তৎপরে উহা ১ প্রহর গোমূত্রে ও ৩ দিন নরমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া পুনরায় বস্ত্রে বাঁধিয়া মূষা মধ্যে পুরিয়া তুষাগ্নি দ্বারা পাক করিবে। এবং পরে উহা ঊর্দ্ধভাগ অধোদিকে ও অধোভাগ ঊর্দ্ধদিকে লইয়া বারম্বার পরিবর্ত্তন করিয়া ৩ দিন পাক করিয়া পশ্চাৎ পারা গ্রহণ করিবে।

সদ্যোজাতস্য বালস্য বিষ্ঠা পালাশবীজকম্।
চণ্ডালী-রুধিরং সূতং সূতপাদঞ্চ টঙ্কণম্॥
জয়ন্ত্যা মর্দ্দয়েদ্ দ্রাবৈর্দিনৈকং তস্তু গোলকম্।
পেষয়েৎ সহদেব্যাথ লেপয়েত্তাম্রসংপুটম্॥
তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপ্ত্বা দ্বিযামং স্বেদয়েল্লঘু।
বালুকাযন্ত্রমধ্যে তু সমুদ্ধৃত্য ততঃ পুনঃ॥

চিত্রকৈঃ সহদেব্যা চ গন্ধকৈর্লেপয়েদ্বহিঃ।
সংপুটং বন্ধয়েদ্বস্ত্রে মৃদালেপ্য চ শোষয়েৎ॥
তং রুদ্ধ্বা অন্ধমূষায়াং ধ্মাতে সংপুটমাহরেৎ।
সূক্ষ্মচূর্ণং হরেদ্রোগান্ যোগবাহো মহারসঃ॥
সংপুটং সূততুল্যং স্যাচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥

সদ্যোজাত শিশুর বিষ্ঠা, পলাশবীজ, চণ্ডালীর রক্ত, পারদ ও পারদের চতুর্থাংশ সোহাগা একত্র করিয়া জয়ন্তীর রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলাকৃতি করিবে, এবং কিঞ্চিৎ পেষণ করতঃ তদ্দারা তাম্রসংপুট লেপিয়া তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গোলক স্থাপন পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে ২ প্রহরকাল জ্বাল দিবে। তদনন্তর উক্ত মূষা চিতা, ঝিণ্টি ও গন্ধক দ্বারা বহির্লিপ্ত করতঃ বস্ত্র দ্বারা বান্ধিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপিয়া শুষ্ক করতঃ অন্ধ মূষার মধ্যে পুরিয়া অগ্নিসংযোগে জ্বালাইয়া তাম্রসংপুটটী সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া সর্ব্বরোগে ব্যবহার করিবে। শাস্ত্রমতে সংপুটটী পারদের সমান হইবে জানিবে।

ধূস্তুরকদ্রবৈর্মর্দ্দ্যং দিনং গন্ধং সসূতকম্॥
অন্ধমূষে দিনং স্বেদ্যং ভূধরে মূর্চ্ছিতো ভবেৎ॥
কৃত্বা ষড়ঙ্গুলাং মূষাং সুপক্কাং মৃণ্ময়ীং দৃঢ়াম্॥
মূষা-গর্ভং বিলেপ্যাথ মূলৈর্ব্বহুলপত্রকৈঃ।
তন্মধ্যে সূতকং ক্ষিপ্ত্বা মূষা পূর্য্যা তু তদ্দ্রবৈঃ॥
রুদ্ধ্বা সলবণৈর্যন্ত্রৈশ্চুল্ল্যাং দীপ্তাগ্নিনা পচেৎ।
সপ্তাহান্তে সমুদ্ধৃত্য যবমাত্রং জ্বরাপহম্॥
কাশীশং সৈন্ধবং সূতং তুল্যং তুল্যং বিমর্দ্দয়েৎ॥
কাশীশস্যাস্য ভাগেন দাতব্যা ফুল্লতুম্বিকা॥
স্তোকং স্তোকং ক্ষিপেৎ খল্লে ত্র্যহযামঞ্চ মূর্চ্ছয়েৎ।
প্রত্যেকং শতনিষ্কং স্যাদূনং নৈষাধিকং ভবেৎ॥

স্থালী সংপুটযন্ত্রেণ দিনং চণ্ডাগ্নিনা পচেৎ।
ঊর্দ্ধলগ্নং ততশ্চুল্ল্যাং মূর্চ্ছিতং চাহরেৎ সূতম্॥
কুরুণ্টকরসৈর্ভাব্যং আতপে মর্দ্দয়েদ্রসম্।
লতাকরঞ্জপত্রৈর্বা অঙ্গুষ্ঠেন বিমর্দ্দয়েৎ॥
দিনৈকং মূর্চ্ছিতঃ সম্যক্ সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
অথ সূতস্য শুদ্ধস্য মূর্চ্ছিতস্যাপায়ং বিধিঃ॥
সূততুল্যং ঘৃতং জীর্ণং দ্বাভ্যাং তুল্যঞ্চ গন্ধকম্।
রবিক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং অন্ধয়িত্বা তু ভূধরে॥
পুটকেন ভবেৎ সিদ্ধো রসহৈরণ্যগর্ভকঃ॥

ইতি মূর্চ্ছনাধিকারঃ।

সমভাগ গন্ধক ও পারদ ধুতুরারসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক অন্ধমূষায় পূরিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিলে পারদ মূর্চ্ছিত হয়। ছয় অঙ্গুল মৃত্তিকার মূষা প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার মধ্যভাগ রক্ত-সজিনার পত্র ও মূল বাটা দ্বারা লেপিয়া তন্মধ্যে পারদ স্থাপন পূর্ব্বক সজিনা রসে মূষাটী পূরিয়া রুদ্ধ করতঃ ৭ দিন প্রখরাগ্নির দ্বারা লবণযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। হিরাকস, সৈন্ধব, কৃষ্ণ তুরিকা ও পারদ প্রত্যেক ২০০ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র ৩ প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া স্থালীসংপুটযন্ত্রে ১ দিন পাক করিলে পারদ মূর্চ্ছিত হয় জানিবে। ঝিণ্টির রসে বা লতাকরঞ্জের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া পারদ মূর্চ্ছিত করিলে সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করা যায়। ১ ভাগ পারদ, ১ ভাগ পুরাতন ঘৃত ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র করিয়া আকন্দ ক্ষীর দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক ভূধর যন্ত্রে পুট পাক করিয়া লইলে পারদ সুসিদ্ধ হয়।

ইতি মূর্চ্ছনাধিকার সমাপ্ত।

অথ রসবন্ধনং যথা ।

কটুতুম্ব্যুদ্ভবে কন্দে বন্ধ্যায়াঃ ক্ষীরকন্দকে ।
অপকৈকং সমাদায় তদগর্ভে পিণ্ডিকা ততঃ ॥
দশনিষ্কং শুদ্ধসূতং নিষ্কৈকং শুদ্ধগন্ধকম্ ।
স্তোকং স্তোকং ক্ষিপেদ্গন্ধং পাষাণে তু চ কুট্টয়েৎ ॥
যামমাত্রে ভবেৎ পিণ্ডী রক্তকন্দে বিনিক্ষিপেৎ ।
অধোর্দ্ধে ভস্মবৈক্রান্তং দত্বা নিষ্কার্দ্ধমাত্রকম্ ॥
ততঃ কন্দস্য মজ্জাভির্মুখং বদ্ধা মৃদা দৃঢ়ং ।
লিপ্তমঙ্গুলমাণেন সর্ব্বতঃ শোষ্যগোলকম্ ॥
পাচয়েদ্ভূধরে যন্ত্রে তথোদ্ধৃত্য পুনঃ পচেৎ ।
ঊর্দ্ধভাগমধঃ কুর্য্যাদিত্যেবং পরিবর্ত্তয়েৎ ॥
ক্রমেণ চালয়েদূর্দ্ধং বহির্যুগ্মোৎপলৈঃ পচেৎ ।
ততো ভিত্বা তু সংগ্রাহ্যঃ বন্ধঃ স্যাদ্দাড়িমোপমঃ ॥
নাম্না বৈক্রান্তবন্ধোঽয়ং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥

তিৎলাউ, তিৎকাঁকরোল মূল অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ড মূল মধ্যে ২০ তোলা পারদ ও ২ তোলা গন্ধক দিয়া শিলোপরি আস্তে আস্তে কুট্টিত করতঃ পিণ্ডাকৃতি করিয়া লাল পেঁয়াজ মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া তৎসহ ১ তোলা ভস্মবৈক্রান্ত মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত কন্দের মজ্জার দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ১ অঙ্গুল পুরু করিয়া শুষ্ক করতঃ ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। তৎপরে পুনরায় উহা ঊর্দ্ধাধঃ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে যুগ্মোৎপল দ্বারা পাক করিয়া দাড়িম সদৃশ বদ্ধ পারদ গ্রহণ করিবে, ইহাকে বৈক্রান্তবদ্ধ বলা যায়।

অথবা গন্ধপিঠীনাং যন্ত্রে বদ্ধা তু গন্ধকম্ ॥
তুল্যং দত্বা নিরুন্ধ্যাথ সংপুটে লোহজে দৃঢ়ে ।

পুটয়েদ্ভূধরে তাবদ্যাবজ্জীর্য্যতি গন্ধকম্॥
এবং পুনঃ পুনর্দেয়ং যাবদ্গন্ধস্তু ষড়্গুণঃ।
ইত্যেবং গন্ধকে বদ্ধঃ সূতঃ স্যাৎ সর্ব্বরোগজিৎ॥
মূষা জম্বীরবিস্তারা দৈর্ঘ্যেণ ষোড়শাঙ্গুলা।
অপক্কা সুদৃঢ়া কার্য্যা সিকতা ভাণ্ডমধ্যগা॥
ত্রিভাগং বালুকালগ্না পাদাংশেন বহিঃ স্থিতা।
পলৈকং চূর্ণিতং গন্ধং মূষামধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ॥
শুদ্ধসূতং সমং পশ্চাৎ ক্ষিপেদ্গন্ধপলং ততঃ।
ভাণ্ডমারোপয়েচ্চুল্ল্যাং মূষামাচ্ছাদ্য যত্নতঃ॥
মন্দাগ্নিনা পচেত্তাবদ্যাবন্নিধূমতাং ব্রজেৎ।
গন্ধধূমে গতে পূর্য্যা কাকমাচীদ্রবৈস্তু সা॥
দ্রবে জীর্ণে পুনঃ পূর্য্যা নাগবল্লীদলদ্রবৈঃ।
জীর্ণে ধূস্তুরকদ্রাবৈঃ পূরয়িত্বা পুনঃ পচেৎ॥
যাবজ্জীর্য্যতি তদ্গন্ধং কাকমাচ্যাদিভিঃ পুনঃ।
দত্ত্বা দত্ত্বা পচেত্তদ্বদ্ধূস্তুরাদিক্রমাদ্রসম্॥
ভিত্ত্বা মূষাং সমাদায় জ্বরব্যাধিহরো রসঃ।
যোজয়েদ্গন্ধবদ্ধোঽয়ং যোগবাহেষু সর্ব্বতঃ॥

অথবা গন্ধপিঠিকাবন্ত্রে পারদ ও গন্ধক সমভাগ বদ্ধ করিয়া দৃঢ় লোহসংপুটে রুদ্ধ করতঃ পুনঃপুনঃ ছয় গুণ গন্ধক পর্য্যন্ত ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই পারদ সর্ব্বরোগ নাশক। ষোড়শাঙ্গুলদীর্ঘ জম্বীর প্রমাণ ৩ ভাগ বালুকা মধ্যগত ও ১ ভাগ বালুকা বহিঃস্থ এমন একটী সুদৃঢ় মূষা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে প্রথমে ৮ তোলা গন্ধক ও ৮ তোলা পারদ এবং তদুপরি ৮ তোলা গন্ধক দিয়া মূষাটী রুদ্ধ করতঃ মৃদু অগ্নিযোগে জ্বাল দিবে, যখন দেখিবে আর্দ্রৌ মধ্য বাহির

হয় না, তখন ঐ মুষাটী কাকমাচী পান ও ধূতুরার রস দ্বারা পূর্ণ করিয়া ক্রমান্বয় পুনঃপুনঃ পাক করিয়া মুষাটী ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে পারদ গ্রহণ করিবে, ইহা সর্ব্বরোগঘ্ন।

কজ্জলাভো যদা সূতো বিহায় ঘনচাপলম্।
মূর্চ্ছিতঃ স তদা জ্ঞেয়ো নানারসগতঃ ক্বচিৎ॥
মাধুর্য্যগৌরবোপেতঃ তেজসা ভাস্করোপমঃ।
বহ্নিমধ্যে যদা তিষ্ঠেত্তদা বৃক্কস্য লক্ষণম্॥

পারদ কজ্জল সদৃশ এবং ঘনতা ও চাঞ্চল্য বিহীন হইলে মূর্চ্ছিত বলিয়া জানিবে। উক্ত মূর্চ্ছিত পারদ মাধুর্য্য ও গৌরবান্বিত, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী এবং অগ্নিতে রাখিলে বৃক্কের লক্ষণ প্রদর্শন হয় জানিবে।

দীপিকা।

স জয়তি রসরাজো মৃত্যুশঙ্কাপহারী
সকলগুণনিধানঃ কায়কল্পাধিকারী।
বলিপলিতবিনাশং সেবনাদ্বীর্য্যবৃদ্ধিং
স্থিরমপি কুরুতে যঃ কামিনীনাং প্রসঙ্গে॥
ইত্যেতে হারিতাঃ সূতা মূর্চ্ছিতা বদ্ধমাগতাঃ।
প্রত্যেকং যোগবাহঃ স্যাত্তত্তদ্‌যোগেষু যোজয়েৎ॥
মারিতং দেহসিদ্ধ্যর্থং মূর্চ্ছিতং ব্যাধিনাশনম্।
রসভস্ম ক্বচিদ্রোগে দেহার্থে মূর্চ্ছিতং কচিৎ॥
বদ্ধং দ্বাভ্যাং প্রযুঞ্জীত শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
দন্তে শৃঙ্গেঽথবা বংশে রক্ষয়েৎ সাধিতং রসম্।
পারদং ক্রিমিকুষ্ঠঘ্নং বল্যমায়ুষ্যদৃষ্টিদম্।
সেবনাৎ সর্ব্বরোগঘ্নং রুচ্যং গুরুকষায়কম্॥

সূতে গুণানাং শতকোটিবজ্রে চাভ্রে সহস্রং কনকে শতৈকম্।
তারে গুণাশীতি তদর্দ্ধকান্তে তীক্ষ্ণে চতুঃষষ্টিরবৌ তদর্দ্ধম্॥
রসাদিভির্যা ক্রিয়তে চিকিৎসা দৈবীতি সদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা সা।
সা মানুষী মন্ত্রহুতা শিফাদ্যৈঃ সা রাক্ষসী শস্ত্রকৃতাদিভির্যা।

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্রনিত্যনাথসিদ্ধবিরচিতে রসরত্নাকরে
রসখণ্ডে চতুর্থোপদেশঃ।

মূর্চ্ছিত পারদ মৃত্যুভয় নাশক, সকল গুণদায়ক, কল্পকাল জীবন রক্ষক, বলিপলিত-হারক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং কামিনী প্রসঙ্গে কামোত্তেজক হয়। মারিত, মূর্চ্ছিত ও বদ্ধ ত্রিবিধ পারদই যোগবাহক বলিয়া জানিবে। মারিত পারদ দেহ সিদ্ধির জন্য ও কচিৎ দেহ-সিদ্ধির নিমিত্ত এবং বদ্ধ পারদ রোগনাশ ও দেহসিদ্ধি উভয়ার্থে প্রয়োগ করা যায়। সাধিত পারদ হস্তী আদির দন্তমধ্যে মহিষাদির শৃঙ্গমধ্যে অথবা বাঁশের ভিতরে রাখিবে। পারদ সেবন করিলে ক্রিমি কুষ্ঠাদি সর্ব্বরোগ নাশক, বলকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক, রুচিজনক, গুরুপাকী ও কষায় রসাত্মক হয় জানিবে। পারদে শতকোটী, বজ্রাভ্রে সহস্র, স্বর্ণে শত, রৌপ্যে ৮০, কান্তলৌহে ৪০ তীক্ষ্ণলৌহে ৬৪ এবং তাম্রে ৩২ গুণ অবস্থান করে। রসাদি দ্বারা চিকিৎসাকে দৈবী, মন্ত্র-মূলাদি দ্বারা চিসিৎসাকে মানুষী এবং শস্ত্রাদি দ্বারা চিকিৎসাকে রাক্ষসী চিকিৎসা বলা যায়।

ইতি শ্রীপার্ব্বতী-পুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত রসরত্নাকরে
রসখণ্ডে চতুর্থোপদেশ সমাপ্ত।

অথাতোপরস-শোধনমারণমাহ।

গন্ধকং বজ্রবৈক্রান্তং বজ্রাভ্রং তালকং শিলা।
খর্পরং শিখিতুত্থঞ্চ বিমলা হেমমাক্ষিকম্।
কৌষিকং কান্তপাষাণং বরাটীমথ হিঙ্গুলম্।
কঙ্কুষ্ঠং শঙ্খভূনাগং টঙ্গণঞ্চ শিলাজতু॥
এতে উপরসাঃ শোধ্যা মার্য্যা দ্রাব্যাঃ পুটে কচিৎ॥

গন্ধক, বজ্রবৈক্রান্ত, বজ্রাভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, খর্পর, তুঁতে, বিমলা, স্বর্ণমাক্ষিক, গুগ্‌গুলু, কান্তপাষাণ, কড়ী, হিঙ্গুল, কঙ্কুষ্ঠ, শঙ্খ, ভূনাগ, সোহাগা এবং শিলাজতু, এই সকলকে উপরস বলা যায়। এই সকলকে শোধন, মারণ ও কচিৎ পুটদ্বারা দ্রব করিয়া লইতে হয়।

অথ গন্ধকমারণমাহ।

অপক্বগন্ধং কুরুতেঽতিকুষ্ঠং তাপং ভ্রমং পিত্তরুজাঙ্করোতি।
রূপং সুখং বীর্য্যবলঞ্চ হন্তি তস্মাৎ সুশুদ্ধং বিধিযোজনীয়ম্॥

অসাধিত গন্ধক কুষ্ঠরোগ, তাপ, ভ্রম ও পিত্তরোগ জন্মায় এবং রূপ, সুখ, বল ও বীর্য্য বিনাশ করে, একারণ গন্ধক শোধন করিয়াই ব্যবহার করা উচিত।

অথ গন্ধকশুদ্ধিঃ।

সাজ্যং ভাণ্ডে পয়ঃ ক্ষিপ্ত্বা মুখং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ।
তৎপৃষ্ঠে চূর্ণিতং গন্ধং ক্ষিপ্ত্বা স্রাবেণ বোধয়েৎ॥
ভাণ্ডং নিক্ষিপ্য ভূম্যন্তে ঊর্দ্ধে দেয়ং পুটং লঘু।
ততঃ ক্ষীরে দ্রুতং গন্ধং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ॥
অথবার্কস্নুহীক্ষীরৈর্বস্ত্রং লেপ্যঞ্চ সপ্তধা।
গন্ধকং নবনীতেন পিষ্ট্বা বস্ত্রং প্রলেপয়েৎ॥

তদ্বহ্নিস্থলিতা দেশে ধৃত্বা ধার্য্যা হ্যধোমুখী।
তৈলং পতেদধো ভাণ্ডে গ্রাহ্যং যোগেষু যোজয়েৎ॥
শুদ্ধো গন্ধো হরেদ্রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যু-জ্বরাদিকান্।
অগ্নিকারী মহানুষ্ণো বীর্য্যবৃদ্ধিং করোতি চ॥

ঘৃতসংযুক্ত দুগ্ধ একটী ভাণ্ডমধ্যে পূরিয়া তাহা কাপড় দিয়া বাঁধিবে এবং গন্ধক গলাইয়া উহার মধ্যে ফেলিবে, ইহাতে গন্ধক শোধিত হয়। অথবা আকন্দের আটা ও সিজের আটা দ্বারা ১খানি বস্ত্র ৭বার লেপিয়া পরে মাখন মিশ্রিত গন্ধক দিয়া উক্ত কাপড়খানি পুনরায় লেপিয়া তদ্দারা সলিতা প্রস্তত করতঃ তৈলযোগে জ্বালাইবে, কিন্তু এমনভাবে একটী ভাঁড় রাখিবে, যেন উহা সেই ভাঁড়ের মধ্যে পড়ে। এবং প্রকারে শোধিত গন্ধক কুষ্ঠ, মৃত্যু ও জ্বরাদি নাশ করে, অগ্নিজনক, মহা উষ্ণগুণী এবং বীর্য্য বৃদ্ধি করে।

অথ বজ্রমারণমাহ।

ব্যাঘ্রীকন্দযুতং বজ্রং দোলাযন্ত্রেণ পাচিতম্।
সপ্তাহাৎ কোদ্রবক্কাথে কৌলত্থে বিমলং ভবেৎ।
ত্রিসপ্ত কৃত্বা তৎতপ্তং খরমূত্রেণ সেচয়েৎ॥
ষড়্গুণৈস্তালকং পিষ্ট্বা তদ্গোলে কুলিশং ক্ষিপেৎ॥
প্রধ্মাতং বাজিমূত্রেণ সিক্তং পূর্ব্বোদিতক্রমৈঃ।
ভস্মীভবতি তদ্বজ্রং বজ্রবৎ কুরুতে তনুম্॥
ঊর্ণাসু শৃঙ্গং পরিপিষ্য পিণ্ডমেতস্য মধ্যে তু নিধায় বজ্রম্।
পিণ্ডেঽথবাধায় চ বজ্রবল্ল্যাঃ পুটত্রয়ং তস্যারসে বিদধ্যাৎ॥
মৃত্যুরেবং ভবেদস্য বজ্রাখ্যস্য ন সংশয়ঃ॥

ব্যাঘ্রীকন্দযুক্তবজ্র (হীরক) দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া ৭দিন কোদ্রবক্কাথে ও ৭দিন কুলত্থক্কাথে ভিজাইয়া পুনরায় ২১ বার

পোড়াইয়া ২১ বার গর্দ্দভমূত্রে ফেলিয়া লইলে বজ্র ভস্মীভূত হয়। ছয় গুণ হরিতাল সহ বজ্র পেষণ পূর্ব্বক দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া অশ্বমূত্রে সিক্ত করিয়া পুনরায় অগ্নিতে পোড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত কোদ্রবাদির কাথে ফেলিয়া লইলে বজ্র উত্তম ভস্ম হয়। মেড়াশিঙ্গী পেষণ পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া তৎপিণ্ডমধ্যে বজ্র রাখিয়া অথবা হাঁড়যোড়ার পিণ্ডমধ্যে বজ্র রাখিয়া তাহার রসে ৩ টা পুট প্রস্তুত করতঃ দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলে হীরক ভস্মীভূত হয়।

বিশেষমাহ।

অশুদ্ধবজ্রমায়ুর্ঘ্নং পীড়া কুষ্ঠং করোতি চ॥
পাণ্ডুতাপগুরুত্বঞ্চ তস্মাৎ শুদ্ধন্তু মারয়েৎ॥
শ্বেতারক্তাপীতাকৃষ্ণাদ্বিজাদ্যা বজ্রজাতয়ঃ।
রসায়নে ভবেদ্ বিপ্রঃ শ্বেতঃ সিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥
ক্ষত্রিয়ো মৃত্যুজিদ্রক্তো বলীপলিতরোগনুৎ।
দ্রবকারী ভবেদ্বৈশ্যঃ পীতো দেহস্য দাহকৃৎ॥
কৃষ্ণঃ শূদ্রো রুজাং হন্তি বয়স্থৈর্য্যং করোতি চ।
পুংস্ত্রীনপুংসকাশ্চৈতে লক্ষণেন তু লক্ষয়েৎ॥
বৃত্তাঃ ফলকসংপূর্ণা তেজস্বান্তা বৃহত্তরাঃ।
পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখা-বিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ॥
রেখা-বিন্দুসমাযুক্তাঃ ষট্কোণাস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ।
ত্রিকোণা পত্তনা দীর্ঘা বিজ্ঞেয়াস্তা নপুংসকাঃ॥
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মিমে শস্তাঃ পুরুষা বলবত্তরাঃ।
শরীরকান্তিজনকা ভোগদা বজ্রযোষিতঃ॥
নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যাঃ স্যুরকামকাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ।

স্ত্রী তু স্ত্রীণাং প্রদাতব্যা ক্লীবং ক্লীবে তথৈব চ।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা যোজ্যাঃ পুরুষা বলবত্তরাঃ॥

অশোধিত হীরক আয়ুঘ্ন, বেদনা ও কুষ্ঠজনক এবং পাণ্ডু, দাহ ও গুরুত্ব জন্মায়, এ কারণ শোধিত পারদই ভস্ম করিবে। শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ বজ্র ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি জানিবে। শ্বেত বজ্র রসায়নে সিদ্ধিদায়ক, ক্ষত্রিয় হীরক মৃত্যু, বলি, পলিত ও রোগ নাশক, পীত হীরক দ্রবকারী ও দেহ দৃঢ় করে এবং কৃষ্ণ হীরক রোগনাশক ও চিরযৌবন বিধায়ক জানিবে। হীরক আবার স্ত্রী পুরুষ ও ক্লীব ভেদে তিনপ্রকার জানিবে। যে হীরক গোলাকার, ফলসংযুক্ত, তেজোযুক্ত, বৃহদাকার এবং রেখা ও বিন্দুবিহীন তাহা পুরুষ, যাহা রেখা ও বিন্দুবিশিষ্ট ও ষট্ কোণাকৃতি, তাহা স্ত্রী এবং যাহা ত্রিকোণ ও দীর্ঘ, তাহা নপুংসক হীরক বলিয়া জানিবে। এই ত্রিবিধ হীরক পূর্ব্বানুক্রমে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। পুরুষহীরক অতীব বলকারক, স্ত্রীহীরক শরীরের কান্তিজনক ও সন্তোষদায়ক এবং নপুংসক হীরক অল্পবীর্য্য, ক্রামক ও সত্ত্ববর্জ্জিত জানিবে। স্ত্রীহীরক স্ত্রীদিগকে, ক্লীবহীরক ক্লীবগণকে এবং পুরুষহীরক সকল ব্যক্তিকেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গৃহীত্বা তু শুভং বজ্রং ব্যাঘ্রীকন্দোদরে ক্ষিপেৎ॥
মহিষীবিষ্ঠয়া লেপ্যং করীষাগ্নৌ বিপাচয়েৎ।
নিশায়াস্তু চতুর্যামং নিশান্তে বাশ্বমূত্রকে॥
সেচয়েৎ তানি প্রত্যেকং সপ্তরাত্রেণ শুধ্যতি॥
মেঘনাদা শমী শ্যামা শৃঙ্গী মদনকোদ্রবম্॥
কুলত্থং বেতসং চাথ অগস্ত্যং সিন্ধুবারকাঃ।
এতেষাং সজ্জলৈঃ কাথৈর্ব্বজ্রং জম্বীরমধ্যগম্॥

দোলাযন্ত্রে ত্র্যহং পাচ্যং এবং বজ্রং বিশুদ্ধয়ে।
কুলথকোদ্রবক্কাথে দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ॥
ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং সপ্তাহাৎ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং মৃদা লিপ্তং পুটে পচেৎ॥
অহোরাত্রাৎ সমুদ্ধৃত্য হয়মূত্রেণ সেচয়েৎ।
বজ্রীক্ষীরেণ বা সিঞ্চেদেবং শুদ্ধঞ্চ মারয়েৎ॥

ব্যাঘ্রীকন্দ মধ্যে হীরক রাখিয়া মহিষের বিষ্ঠা দ্বারা লেপিয়া ঘুঁটের আগুনে রাত্রিতে ৪ প্রহর পাক করিয়া নিশান্তে অশ্বমূত্রে সিক্ত করিবে, এই প্রকার ৭ রাত্রি করিলে হীরক শুদ্ধ হয়। জম্বীর নেবুর মধ্যে হীরক পূরিয়া দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া চাপানটে, শমী, শামলতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মদন, কোদ্রব, কুলথ, বেতস, বক ও নিসিন্দা, ইহাদের কাথে ফেলিয়া লইলে হীরক শুদ্ধ হয়। হীরক ব্যাঘ্রীকন্দ মধ্যে পূরিয়া দোলাযন্ত্রে পাক পূর্ব্বক ৭ দিন কুলথ কাথে অথবা ১ দিন সিজের আঠায় ভিজাইয়া লইলে হীরক বিশুদ্ধ হয়।

বিপ্রজ্যাত্যাদিবজ্রাণাং মারণং কথ্যতে পুনঃ।
অশ্বত্থবদরীঝিণ্টি মাক্ষিকং কর্কটাস্থি চ॥
তুল্যং স্নুহীপয়ঃ পিষ্ট্বা বজ্রং তদ্গোলকে ক্ষিপেৎ।
রুদ্ধ্বা গজপুটে পচ্যাদ্বিপ্রজাতির্মৃতো ভবেৎ॥
করবীরং মেষশৃঙ্গং বদরঞ্চ উডুম্বরম্॥
অর্কদুগ্ধং সমং পিষ্ট্বা বিপ্রবন্মারয়েন্নৃপম্।
বলা চাতিবলা গন্ধং পেষয়েৎ কচ্ছপাস্থি চ॥
এতৈর্ব্বা বারুণীদুগ্ধৈর্ম্রিয়তে বৈশ্যো বিপ্রবৎ।
শূরণং লশুনং শঙ্খং সমং পেষ্যং মনঃশিলা।
বটক্ষীরেণ মূষান্তর্ব্বিপ্রবৎ শূদ্রমারণম্।

ম্রিয়ন্তেষাং ম্রিয়ন্তে চ তত্তদৌষধযোগতঃ।
নপুংসকমৃতিস্তেষাং চতুর্ণামৌষধৈঃ সমম্॥

অশ্বথ, বদরী, ঝিন্টি, মধু, কর্কটাস্থি ও সিজদুগ্ধ সমভাগে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া তন্মধ্যে ব্রাহ্মণজাতি হীরক পূরিয়া গজপুটে পাক করিলে ভস্ম হয়। করবী, মেড়াশৃঙ্গী, বদর, যজ্ঞডুমুর ও আকন্দক্ষীর সমভাগে মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া তন্মধ্যে ক্ষত্রিয় হীরক গজপুটে পাক করিলে ভস্ম হয়। বেড়েলা, অতিবলা, গন্ধক, কচ্ছপাস্থি ও রাখালশশার আঠা একত্র সমভাগে মর্দ্দিত করিয়া পিণ্ড করতঃ তন্মধ্যে বৈশ্য হীরক রাখিয়া গজপুটে পাক করিলে ভস্ম হয়। ওল, রসুন, শঙ্খ, মনছাল ও বটক্ষীর পেষণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া গজপুটে শূদ্রহীরক ভস্ম হয়। স্ত্রীজাতি হীরক সেই সেই ঔষধযোগ এবং ক্লীবহীরক চতুর্ব্বিধ ঔষধ দ্বারা ভস্ম হয় জানিবে।

অথ সমুদায়েন বজ্রমারণমাহ।

দ্বিবর্ষরূঢ়কার্পাসে মূলং কান্তমুখৈঃ সহ॥
নারীস্তন্যেন সংপিষ্য পিষ্ট্বা ধ্মাতং মৃতং ভবেৎ॥
মেষশৃঙ্গভুজঙ্গাস্থিকূর্ম্মপৃষ্ঠাম্লবেতসৈঃ।
গজদন্তসমং পিষ্ট্বা বজ্রীদুগ্ধেন গোলকম্॥
কৃত্বা তন্মধ্যগং বজ্রং ম্রিয়তে ধমনেন চ।
ত্রিবর্ষনাগবল্ল্যাস্তু কার্পাসস্যাথ মূলিকা॥
পিষ্ট্বা তন্মধ্যগং বজ্রং কৃত্বা মূষাং নিরোধয়েৎ॥
পচেদ্‌গজপুটে তঞ্চ ম্রিয়তে সপ্তধা পুটৈঃ।
মৎকুণানান্তু রক্তেন সপ্তধাতপশোষিতম্॥

কুলিশং ভাবিতং তদ্বচ্চূর্ণিতাপি মনঃশিলা।
লিপ্ত্বা চ বদরীপত্রৈর্ব্বেষ্টয়িত্বা পুটে পচেৎ॥
পুনর্লেপ্যং পুনঃ পাচ্যং সপ্তধা ম্রিয়তেঽপি চ।
বজ্রং মহানদীশুক্তৌ ক্ষিপ্রং ভাব্যং মুহুর্ম্মুহুঃ॥
স্নুহ্যর্কোন্মত্তকন্যানাং দ্রবৈর্দৈকেন চাহ্নিকম্॥
কৃষ্ণকর্কটমাংসেন পিষ্টিতং বেষ্টয়েদ্বহিঃ।
ভূনাগস্য মৃদা সম্যক্ ধ্মাতে ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥
রক্তোৎপলস্য মূলৈশ্চ মেঘনাদস্য কুট্টালৈঃ।
পিণ্ডিতৈর্ব্বেষ্টিতং ধ্মাতং বজ্রং ভস্ম ভবত্যলম্॥
বজ্রমায়ুর্ব্বলং রূপং দেহসৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতো হন্তি রোগাংশ্চ মৃতো বজ্রো ন সংশয়ঃ॥

২ বর্ষীয় কাপাসমূল, ঘৃতকুমারী ও নারীদুগ্ধ পেষণ পূর্ব্বক গোলক করিয়া তন্মধ্যে বজ্র জ্বালাইলে ভস্ম হয়। মেষশৃঙ্গ, সাপের হাড়, কচ্ছপ পৃষ্ঠ, গজদন্ত ও সিজদুগ্ধ একত্র পেষণ পূর্ব্বক গোলক করিয়া তন্মধ্যগত হীরক জ্বালাইলে ভস্ম হয়। ৩ বর্ষীয় নাগবন্ধ্যা বা কাপাসের মূল পেষণ পূর্ব্বক পিণ্ডমধ্যে হীরক রাখিয়া গজপুটে ৭ বার পাক করিলে ভস্ম হয়। ছারপোকার রক্তে ৭ বার ভাবনা দিয়া মনছাল সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক কুলের পাতায় বান্ধিয়া গজপুটে ৭ বার পাক করিলে হীরক ভস্ম হয়। হীরক মহানদী সম্ভূত ঝিনুকে রাখিয়া সিজদুগ্ধ, ধুতুরার রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা ১ দিন ভাবনা দিয়া সেই শুক্তিপুটটীর মধ্যপিষ্ট কর্কট মাংস দ্বারা বহির্ভাগ কেঁচোর মাটীর দ্বারা লিপ্ত করতঃ পাক করিলে হীরক ভস্ম হয়। রক্তোৎপলমূল ও নটেশাকের মঞ্জরী পেষণ পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া তন্মধ্যে বজ্র রাখিয়া জ্বালাইলে ভস্ম হয়। ভাল হীরক, আয়ু, বল, রূপ, দেহ ও সুখ বৃদ্ধি করে এবং সর্ব্ববিধ রোগ বিনাশ করিয়া থাকে জানিবে।

অথ বৈক্রান্তশোধনমারণমাহ।

বৈক্রান্তং বজ্রবচ্ছোধ্যং নীলং বা লোহিতঞ্চ বা।
হয়মূত্রেণ তৎ সেব্যং তপ্তং তপ্তং ত্রিসপ্তধা॥
ততশ্চোত্তরবারুণ্যাঃ পঞ্চাঙ্গে গোলকে ক্ষিপেৎ।
রুদ্ধা মূষা পুটে পচ্যাদুদ্ধৃত্য গোলকে পুনঃ॥
ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধা পচেদেবং সপ্তধা ভস্মতাং ব্রজেৎ।
ভস্মীভূতঞ্চ বৈক্রান্তং বজ্রস্থানে নিযোজয়েৎ॥

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্র-নিত্যনাথ-সিদ্ধবিরচিতে রসরত্নাকরে রসখণ্ডে বজ্রবৈক্রান্তশোধনমারণো নাম পঞ্চমোপদেশঃ।

নীল বা লোহিত যে কোন বৈক্রান্তই হউক, উহা হীরক শোধনের ন্যায় শোধন করিতে হয়। বৈক্রান্ত পোড়াইয়া অশ্বমূত্রে ফেলিবে। এই প্রকার ২১ বার পোড়াইয়া ২১ বার অশ্বমূত্রে ফেলিবে এবং পরে উত্তর-বারুণী গাছের পাতা, মূল, ছাল, ফল ও ফুল পেষণ করতঃ পিণ্ডাকৃতি করিয়া তৎপিণ্ডমধ্যে বৈক্রান্ত পুরিয়া মূষামধ্যে রাখিয়া পুটপাকে ৭ বার পাক করিলে বৈক্রান্ত ভস্ম হয়। এই বৈক্রান্ত উত্তম ভস্ম হইলে ঔষধে হীরকের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়।

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত রসরত্নাকরে রসখণ্ডে বজ্রবৈক্রান্তশোধন মারণ নামক পঞ্চমোপদেশ সমাপ্ত।

অথাভ্রমারণশোধনমাহ।

অশুদ্ধাভ্রং নিহন্ত্যায়ুর্বর্দ্ধয়েন্মারুতং কফম্।
অহতং ছেদয়েদ্দেহং মন্দাগ্নিক্রিমিদায়কম্॥

কৃষ্ণং পীতং সিতং রক্তং যোজ্যং যোগে রসায়নে।
পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্॥
পিনাকাদ্যাস্ত্রয়ো বর্জ্যা:বজ্রং যত্নাৎ সমাহরেৎ।
মুঞ্চত্যগ্নৌ বিনিক্ষিপ্তে পিনাকো দলসঞ্চয়ম্॥
অজ্ঞানাদ্ভক্ষণস্তস্য মহাকুষ্ঠপ্রদায়কম্।
দর্দ্দুরো নিহিতো হ্যগ্নৌ কুরুতে দার্দ্দুরধ্বনিম্॥
নাগশ্চাগ্নিগতঃ শব্দং ফুৎকারঞ্চ বিমুঞ্চতি।
স চ দেহগতো নিত্যং ব্যাধিং কুর্য্যাদ্ভগন্দরম্॥
বজ্রাভ্রকং বহ্নিসংস্থং ন কিঞ্চিদ্বিকৃতিং ব্রজেৎ।
তস্মাদ্বজ্রাভ্রকং যোজ্যং ব্যাধিবার্দ্ধক্যমৃত্যুজিৎ॥

অশোধিত অভ্র আয়ুনাশক এবং বায়ু ও কফ বর্দ্ধন করে। অমারিত অভ্র দেহনাশক, মন্দাগ্নি ও ক্রিমি জন্মায়। কৃষ্ণ, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণ এই ৪ প্রকার অভ্র ক্রমান্বয় পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র নামে অভিহিত হয়। ইহার মধ্যে পিনাকাদি ত্রিবিধ অভ্র অব্যবহার্য্য, কেবলমাত্র বজ্রাভ্রই উত্তম জানিবে। পিনাকাভ্র অগ্নিতে দিলে দল সঞ্চয় হয় এবং ইহা মহাকুষ্ঠ জনক। দর্দ্দুরাভ্র অগ্নিতে ভেকের ন্যায় শব্দ করে। নাগাভ্র অগ্নিযোগে ফুৎকার ত্যাগ করে এবং ইহা ভগন্দর রোগ জন্মায়। বজ্রাভ্র অগ্নিসংযোগে কিছুই বিকৃত হয় না, ইহা ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু নাশ করে।

ধমেদ্বজ্রাভ্রকং বহ্নৌ ততঃ ক্ষীরে নিষেচয়েৎ।
ভিন্নপত্রন্তু তং কৃত্বা মেঘনাদদ্রবাম্লয়োঃ॥
ভাবয়েদষ্টযামন্তদ্ধান্যাভ্রং কারয়েৎ সুধীঃ।
অথবাভ্রস্য ভাগৌ দ্বৌ টঙ্কশ্চৈকং জলৈঃ সহ॥

দ্বিদিনং স্থাপয়েৎ পাত্রে সূক্ষ্মং কৃত্বা প্রপেষয়েৎ।
বদ্ধা ধান্যযুতং বস্ত্রে মর্দ্দয়েৎ কাঞ্জিকৈঃ সহ॥
অধো যদ্‌গলিতং সূক্ষ্মং শুদ্ধং ধান্যাভ্রকং ভবেৎ॥

বজ্রাভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে ফেলিয়া ভিন্নপত্র করিবে, পরে উহা চাঁপানটের রসে ও কাঁজিতে ৮ প্রহর ভাবনা দিয়া ধান্যাভ্র করিয়া লইবে। অথবা ২ ভাগ বজ্রাভ্র ও ১ ভাগ সোহাগা ২ দিন জলে ভিজাইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে পেষণ পূর্ব্বক ধান্য সহ বস্ত্রে বাঁধিয়া কাঁজির সহিত মর্দ্দন করিয়া গালিয়া লইলে ধান্যাভ্র হয় জানিবে।

অথ শুদ্ধস্য মারণমাহ।

পুনর্নবামেঘনাদদ্রবৈর্ধান্যাভ্রকং দিনম্।
মর্দ্দ্যং গজপুটে পচ্যাৎ পুন শ্চিঞ্চাথ শূরণৈঃ॥
দ্রবৈর্মুস্তভবৈর্মর্দ্দ্যং পৃথক্ দেয়ং পুটত্রয়ম্।
এবমর্কদলৈর্বেষ্টং দেয়ং বা মোচসংপুটে॥
নিশ্চন্দ্রং জায়তে হ্যভ্রং যথা দোষেষু যোজয়েৎ॥
গোঘৃতে ত্রিফলাক্বাথৈঃ পক্ত্বা চ পূর্ব্ববৎ পচেৎ।
পঞ্চবিংশ-পুটৈরেবং কাসমর্দ্দ্যা-দ্রবৈঃ পচেৎ॥
দেয়ং পুটত্রয়ং ক্ষীরৈর্মর্দ্দয়েচ্চ পুটে পুটে।
নিশ্চন্দ্রং জায়তে হ্যভ্রং জরামৃত্যুরুজাপহম্॥
ধান্যাভ্রকস্য ভাগৈকং দ্বৌ ভাগৌ টঙ্কণস্য তু।
পিষ্ট্বা তদন্ধমূষায়াং রুদ্ধা তীব্রাগ্নিনা পচেৎ॥
স্বভাবশীতলং চূর্ণং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

ধান্যাভ্র ১ দিন পুনর্ণবা ও চাঁপানটের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে, পুনর্ব্বার উহা তেঁতুল, ওল ও মুথার রসে পৃথক্ পৃথক্ পুট

পাক দিয়া অর্কপত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক মোচ-সংপুটে পাক করিলে অভ্র নিশ্চন্দ্র ও সর্ব্বরোগে প্রয়োজ্য হয়। ধান্যাভ্র মূথার কাথে মর্দ্দিত ৫ বার পুট পাক দিয়া গোঘৃত ও ত্রিফলার কাথে পাক করিয়া ২৫ বার পুট পাক দিবে এবং তৎপরে উহা পুনর্ব্বার কালকাসুন্দের রসে মর্দ্দিত করতঃ ২৫ বার পুট পাক করিয়া দুগ্ধসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩ বার পুট পাক করিয়া লইবে। ইহাতে অভ্র নিশ্চন্দ্র হইয়া জরা, মৃত্যু ও রোগ নাশ করে। ১ ভাগ ধান্যাভ্র ও ২ ভাগ সোহাগা একত্র পেষণ করতঃ অন্ধমুষায় পুরিয়া তীব্রাগ্নি-যোগে পাক করিয়া শীতল হইলে, সেই চূর্ণ গ্রহণ করিবে। ইহা সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য জানিবে॥

ধান্যাভ্রকমম্লপিষ্টং পুটে তপ্তেঽম্লসেচনম্।
তৎ পিষ্ট্বা ধারয়েৎ খল্লে ভাব্যমম্লারনালকৈঃ॥
তপ্তং তপ্তং চারনালৈঃ পাচ্যং শোধ্যং পুনঃ পুনঃ॥
পুটে বা ধমনে পাচ্যং বিংশবারং পুনঃ পুনঃ।
ততস্তপ্তং ক্ষিপেদ্দুগ্ধে পিষ্ট্বাথ শোষয়েৎ পুনঃ॥
দুগ্ধতপ্তং পুটং পচ্যাত্তপ্তং দুগ্ধেন সেচয়েৎ।
এবং ত্রিসপ্তবারাণি শোষ্যং পেষ্যং পুটে পচেৎ॥
পেষয়িত্বা পচেৎ স্থাল্যাং লৌহদার্ব্ব্যাং বিচালয়েৎ।
দুগ্ধস্থঞ্চ ততো দুগ্ধৈঃ পুটে পচ্যাৎ পুনঃ পুনঃ॥
এবং সপ্তদিনং পচ্যাদ্দিবাচৈকং পুটং নিশি।
তণ্ডুলী বজ্রবল্লী চ তালমূলী পুনর্নবা॥
চাঙ্গেরী মরিচঞ্চৈব বলয়া পয়সা সহ।
এভিশ্চ পেষয়েচ্চাভ্রং প্রত্যেকং তং ত্র্যহং ত্র্যহম্॥
স্থিত্বা তপ্তে পুটে পশ্চাৎ প্রত্যেকেন পুনঃ পুনঃ।
পিষ্ট্বা পুনঃ পুটে মৃষ্টং কজ্জলাভং মৃতং ভবেৎ॥

ধান্যাভ্র কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক পুট দ্বারা পাক করিয়া তপ্ত থাকিতে তাহা কাঁজি মধ্যে ফেলিয়া পুনরায় পুট বা ধমন দ্বারা পাক করিবে। এই প্রকার ২০ বার পাক করিয়া দুগ্ধসহ পেষণ পূর্ব্বক ক্রমান্বয় ২১ বার পুট পাক করিয়া পুনর্ব্বার পেষণ করতঃ স্থালীতে স্থাপন পূর্ব্বক লৌহের হাতার দ্বারা চালিত করতঃ দুগ্ধসহ ৭ দিবস ও ১ রাত্রি পুট পাক করিবে, তদনন্তর উহা চাঁপানটে, হাড়যোড়া, তালমূলী, পুনর্ণবা, আমরুলী-শাক, মরিচ ও বেড়েলা, এই সকল দুগ্ধসহ বাটিয়া পৃথক্ পৃথক্ তিন তিন দিন পুট পাক করিলে অভ্র নিশ্চন্দ্র ভস্ম হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ধান্যাভ্রকস্য শুদ্ধস্য দশাংশং মরিচং ক্ষিপেৎ।
পেষয়েদম্লবর্গেণ চাম্লে ভাব্যং দিনত্রয়ম্॥
তং শুষ্কং সংপুটে ধান্যং খদিরাঙ্গারকৈর্দ্দৃঢ়ম্।
ঊর্দ্ধপাত্রং নিরূপ্যাথ সেচয়েদম্লকেন তম্॥
অগস্ত্যশিগ্রু-বর্ষাভূমূলৈস্তং পত্রজৈ রসৈঃ।
পিষ্ট্বাভ্রং সেচয়েত্তেন ষড়্ধান্যাম্লরসেন চ॥
সিতামধ্বাজ্যগোক্ষীরৈর্দধ্যাম্লং পেষ্যমভ্রকম্।
মৎস্যাক্ষ্যাঃ করবীরাম্বা দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা ত্রিধা পচেৎ॥
ততো গজপুটে পাচ্যং নিশ্চন্দ্রং জায়তেঽভ্রকং।
ধান্যাভ্রকং দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং মৎস্যাক্ষীতুলসীদ্রবৈঃ॥
মূলজৈঃ কোকিলাক্ষস্য কুমারী শ্বেত দূর্ব্বয়োঃ।
ব্যাঘ্রীকন্দপুনর্ন্নব্যোর্দ্দিনমেতৈর্ব্বিমর্দ্দয়েৎ।
কুঞ্জরাখ্যোঃ পুটৈঃ সপ্ত পিষ্ট্বা পিষ্ট্বা পচেৎ পুনঃ॥
তদ্বৎ পঞ্চামৃতৈঃ পাচ্যং পিষ্ট্বা পিষ্ট্বা তু সপ্তধা।
এবং নিশ্চন্দ্রতাং যাতি সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

দশাংশ মরিচ সহ ধান্যাভ্র অম্লবর্গ সহিত পেষণ পূর্ব্বক কাঁজি দ্বারা

৩দিন ভাবনা দিয়া খদিরকাষ্ঠাগ্নিতে পুট পাক করিয়া কাঁজি দ্বারা সিক্ত করতঃ বক, সজিনা, পুনর্ণবা ও মুলা ইহাদের পাতার রসে পেষণ পূর্ব্বক পাক করিয়া কাঁজি দ্বারা সিক্ত করিবে, পুনরায় উহা চিনি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি সহ পেষণ করতঃ ১ বার, ব্রাহ্মী শাক দ্বারা বাটিয়া ১ বার ও করবী দ্বারা বাটিয়া ১ বাব গজপুটে পাক করিয়া লইলে অভ্র নিশ্চন্দ্র ও উত্তম ভস্ম হয়। ব্রাহ্মী শাক, তুলসী, কোকিলাক্ষ মুল. ঘৃতকুমারী, শ্বেত-দূর্ব্বা, ব্যাঘ্রীকন্দ ও পুনর্ণবা ইহাদের রসে ১ দিন ধান্যাভ্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ৭ বার এবং পঞ্চামৃত দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক ৭ বার গজপুটে পাক করিয়া লইলে, অভ্র নিশ্চন্দ্র হইয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগযোগ্য হয় জানিবে।

ধান্যাভ্রং টঙ্কণং তুল্যং গোমূত্রৈস্তুলসীদলৈঃ।
বাকুচ্যাঃ শূরণৈরম্লৈর্দ্দিনং পিষ্ট্বা পুটে পচেৎ॥
জয়ন্ত্যাশ্চ দ্রবৈঃ পশ্চান্মর্দ্দ্যং মর্দ্দ্যং ত্রিধা পুটে।
চতুর্গজপুটেনৈবং নিশ্চন্দ্রং সর্ব্বরোগজিৎ॥
ধান্যাভ্রকং রবিক্ষীরৈ রবিমূলদ্রবৈশ্চ বা।
মর্দ্দ্যং মর্দ্দ্যং পুটে পশ্চাৎ সপ্তধা ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥
ধান্যাভ্রকং তুষাম্লাম্লৈরাতপে স্থাপয়েদ্দিনম্।
যামং মর্দ্দ্যং চতুর্গোলং রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।
এবং গোক্ষীরমধ্যস্থং স্থাপ্যং মর্দ্দ্যং পুটে পচেৎ।
এবং কার্পাসতোয়েন স্থাপ্যং পেষ্যং পুটে পচেৎ।
ততোহম্লৈশ্চৈব কার্পাসৈর্গবাং ক্ষীরৈঃ পুনঃ পুনঃ।
ঘর্ম্মপাকং মদনঞ্চ পুটঞ্চৈব-মনুক্রমাৎ॥
একবিংশ-পুটে প্রাপ্তে মৃতো ভবতি নিশ্চিতম্॥

ধান্যাভ্র ও সোহাগা সমভাগে লইয়া গোমূত্র, তুলসীপত্র, সোমরাজী ও ওল সহ পেষণ পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিয়া পশ্চাৎ জয়ন্তী রসে মর্দ্দন

পূর্ব্বক পাক করিলে অভ্র নিশ্চন্দ্র ও সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য হয়। ধান্যাভ্র আকন্দ আটা বা আকন্দমূল রস সহ পেষণ পূর্ব্বক ৭ বার পুট পাক করিলে অভ্র ভস্ম হয়। ধান্যাভ্র কাঁজিসহ ১ প্রহর রৌদ্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে, এই প্রকার কাপাস রসে ও গোচগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে, এবম্প্রকারে ২১ বার পুট পাক হইলে অভ্র নিশ্চিত মৃত হয়।

সর্ব্বেষাং ঘাতিতাভ্রাণামমৃতীকরণং শৃণু।
ত্রিফলোত্থকষায়স্য পলান্যাদায় ষোড়শ॥
গোমূত্রস্য পলান্যষ্টৌ মৃতাভ্রস্য পলান্দশ।
একীকৃত্য লৌহপাত্রে পাচয়েৎ মৃদুবহ্নিনা॥
দ্রবে জীর্ণং সমাদায় সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
অনুপানং বিনা হ্যভ্রং জরামৃত্যু-রুজাপহম্।
যোজয়েদনুপানৈর্বা তত্তদ্রোগহরং ক্ষণাৎ।
মৃতঞ্চাভ্রং হরেদ্রোগান্ জরামৃত্যুমনেকধা॥
সেবিতো দেহদার্ঢ্যঞ্চ রূপং বীর্য্যং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্রনিত্যনাথসিদ্ধবিরচিতে রসরত্নাকরে রসখণ্ডে অভ্রমারণো নাম ষষ্ঠোপদেশঃ।

সর্ব্বপ্রকার মৃতাভ্রের অমৃতীকরণ বলা যাইতেছে,—ত্রিফলার কষায় ১৬ পল, গোমূত্র ৮ পল এবং মৃতাভ্র ১০ পল একত্র করিয়া লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া দ্রব হীন করিয়া লইলে উহা সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করা যায়। ভস্ম অভ্র অনুপান বিনাই সর্ব্বরোগ বিনাশ করে, অতএব উপযুক্ত অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে যে, নিশ্চয়ই রোগ বিনষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ নাই। মৃতাভ্র জরা, মৃত্যু ও সর্ব্বরোগ নাশক এবং দেহদার্ঢ্য, রূপ ও বীর্য্য বর্দ্ধন করে।

ইতি শ্রীপার্ব্বতী-পুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত রসরত্নাকরে রসখণ্ডে অভ্রমারণ নামক ষষ্ঠোপদেশ সমাপ্ত।

অথ তালকশুদ্ধিমাহ।

অশুদ্ধতালমায়ুর্ঘ্নং কফমারুতমেহকৃৎ।
তাপশেফাঙ্গসংকোচং কুরুতে তেন শোধয়েৎ ॥
তালকং কণশঃ কৃত্বা দশাংশেন চ টঙ্কণম্।
জম্বীরাণাং দ্রবৈঃ ক্ষাল্যং কাঞ্জিকৈঃ ক্ষালয়েৎ পুনঃ ॥
বস্ত্রৈশ্চতুর্গুণে বদ্ধা দোলাযন্ত্রে দিনং পচেৎ।
সংযুক্তে চারনালেন দিনং কুষ্মাণ্ডজৈ রসৈঃ ॥
তিলতৈলৈঃ পচেদ্যামং যামঞ্চ ত্রিফলাজলৈঃ।
ত্রিবারং তালকং ভাব্যং পিষ্ট্বা মূত্রৈশ্চ কাঞ্জিকৈঃ ॥
তৎফলৈর্দ্দশভির্দেয়ং রুদ্ধা পুটঞ্চ পেষয়েৎ।
এবং দ্বাদশধা পাচ্যং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ ॥
তালকং পোটলীং বদ্ধা সপ্তাহং কাঞ্জিকে পচেৎ।
দোলাযন্ত্রেণ যামৈকং ততঃ কুষ্মাণ্ডজৈ রসৈঃ।
তিলতৈলে পচেদ্যামং যামঞ্চ ত্রিফলাজলৈঃ।
এবং যন্ত্রে চতুর্যামং পাচ্যং শুদ্ধ্যতি তালকম্ ॥
তালকো হরতে রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যুজরাপহঃ।
শোধিতঃ শান্তবীর্য্যশ্চ কুরুতে হ্যায়ুবর্দ্ধনম্ ॥

অশোধিত হরিতাল আয়ুনাশক এবং কফ, বাত, মেহ, দাহ, লিঙ্গসঙ্কোচ ও অঙ্গসঙ্কোচ জন্মায়। হরিতাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া দশ ভাগ সোহাগাসহ জম্বীর রসে ১ বার ও কাঁজিতে ১ বার ধৌত করিয়া চতুর্গুণ বস্ত্রে বান্ধিয়া দোলাযন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। তদনন্তর উহা পুনর্ব্বার কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক কুষ্মাণ্ড রসে ১ দিন, তিলতৈলে ১ প্রহর ও ত্রিফলাকাথে ১ প্রহর পাক করিয়া গোমূত্র ও কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক তিন বার ভাবনা দিয়া পুট পাক করিবে, এই প্রকার ১২ বার পাক করিলে

হরিতাল বিশুদ্ধ হয়। হরিতাল পুটলীবদ্ধ করিয়া কাঁজিসহ ৭ দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে, এবম্প্রকারে কুষ্মাণ্ড রসে ১ প্রহর, তিলতৈলে ১ প্রহর ও ত্রিফলাকাথ দ্বারা ১ প্রহর পাক করিয়া লইবে, এইরূপ দোলাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিলে হরিতাল বিশুদ্ধ হয়। শোধিত হরিতাল মৃত্যু, সর্ব্বরোগ, কুষ্ঠ ও জরা নাশ করে, ইহা শান্তবীর্য্য ও বায়ুবর্দ্ধক জানিবে।

অথ শিলাশুদ্ধিমাহ।

অশ্মরীমূত্রহৃদ্রোগমশুদ্ধা কুরুতে শিলা।
মন্দাগ্নিং মলবন্ধঞ্চ শুদ্ধা সর্ব্বরুজাপহা॥
অজামূত্রে ত্র্যহং পাচ্যা দোলাযন্ত্রে মনঃশিলা।
সপ্তধা তৈরজাপিত্তৈর্ঘর্ম্মে ভাব্যাং বিশুদ্ধয়ে॥
জয়ন্তীভৃঙ্গরাজোত্থরক্তাগস্ত্যরসৈঃ শিলা।
দোলাযন্ত্রে দিনং পাচ্যা যামং ছাগস্য মূত্রকে॥
ক্ষালয়েদারনালেন সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

অশোধিত মনঃশিলা অশ্মরী, মূত্ররোগ, হৃদ্রোগ, মন্দাগ্নি ও মলবদ্ধতা জন্মায় এবং শোধিত মনছাল সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। মনঃশিলা ছাগীমূত্রে দোলাযন্ত্র দ্বারা ৩ দিন পাক করিয়া ছাগীপিত্ত দ্বারা রৌদ্রে ৭ বার ভাবনা দিয়া লইলে উহা শোধিত হয়। মনছাল ১ দিন দোলা-যন্ত্রে জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও রক্তবক পত্রের রসে এবং ১ প্রহর ছাগমূত্রে পাক করিয়া কাঁজিদ্বারা ধুইয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়॥

অথ খর্পরশুদ্ধিঃ।

নরমূত্রৈশ্চ গোমূত্রৈঃ সপ্তাহং রসকং পচেৎ।
দোলাযন্ত্রে ন সন্দেহঃ শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ॥

নরমূত্র ও গোমূত্রসহ দোলাযন্ত্রে ৭ দিন পাক করিলে খর্পর বিশুদ্ধ হয় ইহা নিঃসন্দেহ।

অথ তুত্থকশুদ্ধিমাহ ।

বিষ্ঠয়া মর্দ্দয়েৎ খল্বে মার্জ্জারককপোতয়োঃ ।
দশাংশং টঙ্কণং দত্বাৎ পাচ্যং মৃদ্বগ্নিনা ততঃ ॥
পুটং দধ্না পুটং ক্ষৌদ্রৈর্দ্দেয়ং তুত্থবিশুদ্ধয়ে ॥

বিড়াল ও কপোতের বিষ্ঠা দ্বারা ১০ ভাগ সোহাগা সহ তুঁতে মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া দধি সহ ১ বার এবং মধুসহ ১ বার পুট পাক করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়।

অথ বিমলাশুদ্ধিঃ ।

বিমলা ত্রিবিধা পাচ্যা রম্ভাতোয়েন সংযুতা ॥
অম্লবেতসধান্যাম্লমেষীমূত্রেণ পেষয়েৎ ॥
দোলাযন্ত্রে চতুর্যামশুদ্ধিরেষা মহোত্তমা ।
কর্কটীমেষশৃঙ্গ্যুত্থ-দ্রবৈর্জ্জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ ॥
ভাবয়েদাতপে তীব্রে বিমলা শুধ্যতি ধ্রুবম্ ॥

বিমলা (তারমাক্ষিক) কদলী জলে ৩ বার পাক করিয়া অম্লবেতস, কাঁজি ও মেষীমূত্রসহ পেষণ পূর্ব্বক দোলাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিলে উহা বিশুদ্ধ হয়। কাঁকড়াশৃঙ্গী, মেড়াশিঙ্গী ও জম্বীর, ইহাদের রসে তীব্র রৌদ্র সংযোগে ভাবনা দিয়া লইলে বিমলা বিশুদ্ধ হয়।

অথ মাক্ষিক-শুদ্ধিঃ ।

মন্দাগ্নিং বলহানিঞ্চ ব্রণবিষ্টম্ভনেত্ররুক্ ।
কুরুতে মাক্ষিকো মৃত্যুমশুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥
মাক্ষিকং নরমূত্রেণ ক্বাথয়েৎ কোদ্রবৈর্দ্রবৈঃ ।
বৈতসেনাম্লবর্গেণ টঙ্কণেন কটুত্রিকৈঃ ॥

দোলাযন্ত্রে দিনং পাচ্যং শূরণস্যৈব মধ্যগং।
দিনং রম্ভাদ্রবৈঃ পচ্যাত্তদ্ধৃত্বা পেষয়েৎ ঘৃতৈঃ॥
এরণ্ডতৈলসংযুক্তং পুটে পশ্চাদ্বিশুদ্ধয়ে॥
মাক্ষিকস্য ত্রয়োভাগা ভাগৈকং সৈন্ধবস্য চ।
মাতুলুঙ্গদ্রবৈর্ব্বাথ জম্বীরোত্থদ্রবৈঃ পচেৎ॥
লৌহপাত্রে পচেত্তাবৎ যাবৎ পাত্রং সুলোহিতম্।
তাম্রবর্ণময়ো যাতি তাবচ্ছুধ্যতি মাক্ষিকম্॥
অগস্তিপুষ্পনির্যাসৈঃ শিগ্রুমূলং বিঘর্ষয়েৎ।
দ্রবৈঃ পাষাণভেত্থাশ্চ পশ্চাদেভিশ্চ মাক্ষিকম্॥
তদ্বটী চান্ধমূষায়াং বিংশতিরুপলৈঃ পচেৎ।
পুনঃ পিষ্ট্বাথ রুন্ধ্যাচ্চ পুটে ষড়্ভির্ব্বিশুধ্যতি॥

মেঘনাদ পাষাণভেদী পিষ্ট্বা তৎপিণ্ডমধ্যে মাক্ষিকং কণশঃ কৃত্বা নিক্ষিপেৎ। তদ্গোলকং বস্ত্রে বদ্ধা দোলাযন্ত্রে কুলত্থক্বাথে দিনমেকং পচেৎ॥ এতৎ শুদ্ধলোহানাং যুক্তস্থানে মারণে যোজ্যম্।

ভঙ্গে সুবর্ণসঙ্কাশো মনাক্ কৃষ্ণং বহিশ্ছবিঃ॥
বৃহদ্বর্ণ ইতি খ্যাতো মাক্ষিকশ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক মন্দাগ্নি, বলহানি, ব্রণ, বিষ্টম্ভ, চক্ষুরোগ ও মৃত্যু জন্মায়। স্বর্ণমাক্ষিক নরমূত্রে পাক করিয়া ওলের ভিতরে পুরিয়া কোদ্রব, বেতস, অম্লবর্গ, সোহাগা ও ত্রিকটু, ইহাদের কাথসহ ১ দিন দোলাযন্ত্রে পাক করতঃ পুনরায় কদলী জলে ১ দিন পাক করিয়া ঘৃতসহ পেষণ পূর্ব্বক এরণ্ড তৈল মিশাইয়া পুট পাক করিয়া লইলে মাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়। ৩ ভাগ মাক্ষিক ও ১ ভাগ সৈন্ধব মাতুলুঙ্গ বা জম্বীর রসে লৌহপাত্রে তাম্রবর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিলে মাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়। বকফুলের আটা, সজিনামূল ও পাষাণভেদীর রস সহ মাক্ষিক মর্দন,

পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া অন্ধমুষামধ্যে পুরিয়া ২০ খানি ঘুঁটের দ্বারা পাক করিয়া, পুনরায় পূর্ব্ববৎ পেষণ পূর্ব্বক পুটে রুদ্ধ করিয়া ৬ বার পাক করিয়া লইলে মাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়। নটেশাক ও পাষাণভেদী পেষণপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া তন্মধ্যে চূর্ণীকৃত মাক্ষিক পুরিয়া কাপড়ে বান্ধিয়া কুলথকাথে দোলাযন্ত্রদ্বারা ১ দিন পাক করিলে মাক্ষিক শোধিত হয়। এই প্রকার শোধিত মাক্ষিক মারিত করিবে। যে মাক্ষিক ভাঙ্গিলে মধ্যভাগ সুবর্ণ সদৃশ এবং বহির্ভাগ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ দেখিবে, তাহাই বৃহদ্বর্ণ নামক শ্রেষ্ঠ মাক্ষিক বলিয়া জানিবে।

অথোপরসানাং সমুদায়েন শুদ্ধিমাহ।

ব্যাপয়ত্যঙ্গমঙ্গানি তৈলবিন্দুমিবাম্ভসি।
ন বিনা শোধনং সর্ব্বে ধাতবঃ প্রবালাদয়ঃ॥
রোগোপশমকর্ত্তারঃ শোধনং তেন বক্ষ্যতে।

প্রবালানাং স্ত্রীদুগ্ধেন ভাবনা পশ্চাৎ হণ্ডিকামধ্যে স্থাপয়িত্বা নিরুধ্য উপরি শরাবকং দত্ত্বা লেপয়েৎ বহ্নিসন্দীপনং কৃত্বা প্রহরদ্বয়েন বিদ্রুমং ম্রিয়তে॥

কুলথস্য পচেদ্দ্রোণং বারিদ্রোণেন বুদ্ধিমান্।
তেন পাদাবশেষেণ ক্বাথেষ্টৌ মণয়ঃশিলা॥
আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং ক্বাথসিক্তং পুনঃ পুনঃ।
মুক্তাচূর্ণং সমাদায় করকাম্বুবিভাবিতম্॥
আতপে ত্রিদিনং ভাব্যং চূর্ণিতং মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ॥

অত্র স্বর্ণোপলং করকা।

জলে ভাসমান তৈল বিন্দুর ন্যায়, অশোধিত প্রবালাদি কোন ধাতুই রোগোপশমক হয় না। প্রবাল স্ত্রীদুগ্ধে ভাবনা দিয়া হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া

শরা দ্বারা বদ্ধ করতঃ দুই প্রহর জ্বাল দিলে উহা ভস্ম হয়। ১ দ্রোণ কুলথ কলাই (৮ সের) ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল থাকিতে তাহাতে বৈদূর্য্যাদি ৮ প্রকার মণি ও মনঃশিলা ফেলিয়া বারংবার আতপে শুষ্ক করিয়া লইলে মণি ও মুক্তা বিশুদ্ধ হয়। মুক্তাচূর্ণ শিলাবৃষ্টিতে রৌদ্র-যোগে তিনদিন ভাবনা দিয়া লইলে মৃত হয় জানিবে॥

শঙ্খনীলাঞ্জনঞ্চৈব পূর্ব্ববচ্ছোধয়েদ্দিনে।
গোমূত্রৈস্ত্রিফলাক্কাথৈর্ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্জ্জতুম্॥
মর্দ্দয়েদায়সে পাত্রে দিনাচ্ছুদ্ধিঃ শিলাজতোঃ।
মেষীক্ষীরেণ দরদমম্লবর্গৈশ্চ ভাবিতম্॥
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্।
সূর্য্যাবর্ত্তবজ্রকন্দং কদলীদেবদালিকা॥
শিগ্রুঃকোষাতকী বন্ধ্যা কাকমাচী চ বায়সী।
আসামেকরসেনৈব ত্রিক্ষারৈর্লবণৈর্যুতম্॥
ভাবয়েদম্লবর্গেণ দিনমেকং প্রযত্নতঃ।
সৌবীরং কান্তপাষাণং শুদ্ধভূনাগমৃত্তিকা॥
শঙ্খনীলাঞ্জনঞ্চৈব সর্ব্বে উপরসাশ্চ যে।
পৃথক্ ভাব্যা বিধানেন শুদ্ধিং যান্তি দিনে দিনে॥
ততঃ পচ্যাত্তু তদ্দ্রবৈর্দ্দোলাযন্ত্রে দিনং সুধীঃ।
শুধ্যন্তে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বেষু পরমা অমী॥
মুঞ্চতি দ্রুতসত্ত্বাংশ্চ মতং সাধারণং স্মৃতম্॥

শঙ্খ ও নীলাঞ্জন মুক্তাদির ন্যায় ১ দিনে শোধন করিবে। গোমূত্র ত্রিফলাক্কাথে ও ভৃঙ্গরাজ রসসহ লৌহপাত্রে শিলাজতু মর্দ্দন করিয়া একদিনে শুদ্ধ হয়। হিঙ্গুল মেষীদুগ্ধ ও অম্লবর্গ দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া লইলে শোধিত হয়। সূর্য্যাবর্ত্ত, বজ্রকন্দ, কদলী, ঘোষালতা, সজিনা, ঝিঙ্গা,

বনকাঁকরোল, কাকমাচী এবং কাটডুমুর, এই সকল দ্রব্য যবক্ষার, সাচীক্ষার সোহাগা, পঞ্চলবণ ও অম্লবর্গসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা সৌবীরাঞ্জন, কান্তপাষাণ, শুদ্ধ ভূনাগমৃত্তিকা, শঙ্খ ও নীলাঞ্জনাদি সর্ব্বপ্রকার উপরস ১ দিন ভাবনা দিয়া উহাদের রসে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলে এক একদিনে বিশুদ্ধ হইয়া প্রকৃতি ও সত্ব বর্জ্জিত হয়॥

অথ সত্বপাতনমারণমাহ।

গুগ্‌গুলুং টঙ্কণং লাক্ষামজ্জা সর্জ্জরসং পুনঃ।
উর্ণা গুঞ্জা ক্ষেত্রমীনমস্থীনি শশকস্য চ॥
গুড়মধ্বাজ্যপিণ্যাকং তুণ্ডং পেষ্য মজ্জাজলৈঃ।
সর্ব্বতুল্যঞ্চ ধান্যাভ্রং ভূনাগমৃত্তিকাপি চ॥
কান্তপাষাণচূর্ণঞ্চ কঠিন্যুপরসাশ্চ যে।
মেলয়েৎ মাহিষৈঃ পঞ্চ দধ্যাদিগোময়াস্তিকৈঃ।
দৃঢ়ং মর্দ্দ্যং বটীং কুর্য্যাৎ কর্ষমাত্রস্তু শোষয়েৎ॥
গোষ্ঠীযন্ত্রে ধমেদ্গাঢ়মঙ্গারৈশ্চ চিরোত্থৈঃ।
ত্রিবারং ধমনাদেবং সত্বং পততি নির্ম্মলম্॥
অসাধ্যান্মোচয়েৎ সত্বান্ মৃত্তিকাদেশ্চ কা কথা।
লাক্ষা আজ্যং তিলাঃ শিগ্রু টঙ্কণং লবণং গুড়ম্॥
তালকার্দ্ধেন সংযোজ্য ছিদ্রমূষাং নিরোধয়েৎ।
পুটে পাতালযন্ত্রেণ সত্বং পততি নিশ্চিতম্॥
তালকং চূর্ণয়িত্বা তু ছাগীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ॥
বারত্রয়ং ততো বিদ্ধি মূলং পিষ্ট্বা তু মিশ্রিতম্॥
কৃত্বা চ গুড়কং শুষ্কং সত্বং গ্রাহ্যঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥

গুগ্‌গুলু, সোহাগা, লাক্ষামজ্জা, ধুনা, উর্ণা, গুঞ্জা, ক্ষেত্রমৎস্য, শশকের অস্থি, গুড়, মধু, ঘৃত, তুঁতে ও খৈল, এই সকল সমভাগে

গ্রহণ পূর্ব্বক জাম্বীরত্রে পেষণ করিবে, পরে উহার সহিত সর্ব্বতুল্য ধাত্বাভ্র, কেঁচোর মাটি, কান্তপাষাণ, খড়ী প্রভৃতি উপরস মিশ্রিত করিয়া মহিষের পঞ্চামৃত সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় বটী প্রস্তুত করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গোষ্ঠীযন্ত্রে তিনবার পাক করিলে নির্ম্মল সত্ত্ব পতিত হয়। ইহাদ্বারা অসাধ্য সত্ত্ব পর্য্যন্ত পতিত হয়, মৃত্তিকাদির কথাতো সামান্য। লাক্ষা, ঘৃত, তিল, সজিনা, সোহাগা, সৈন্ধব ও গুড় সমভাগে এবং ইহাদের অর্দ্ধেক হরিতাল একত্র মিশ্রিত করতঃ ছিদ্রমূষামধ্যে পূরিয়া পাতালযন্ত্রে পাক করিলে নিশ্চয়ই সত্ত্ব পতিত হয়। হরিতাল চূর্ণ করিয়া ছাগদুগ্ধে তিনবার ভাবনা দিয়া তৎসহ অঙ্কনাদির মূল পেষণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া বড়ী প্রস্তুত করতঃ শুষ্ক করিলে নিশ্চয়ই সত্ত্ব পতিত হইবে।

অন্যমতম্।

তালকং মর্দ্দয়েদ্ দুগ্ধৈঃ সর্পাক্ষীবাথমূলকৈঃ।
পূর্ব্ববৎ গ্রাহয়েৎ সত্ত্বং ছিদ্রমূষাং নিরুধ্য চ॥
তালবচ্চ শিলাসত্ত্বং গ্রাহ্যং তৈরেব চৌষধৈঃ।
ভূলোন টঙ্কণেনৈব ধ্বাস্তং সত্ত্বং চতুর্থকম্॥
গোক্ষীরৈশ্চ ভুখক্ষীরৈর্ভাব্যমেরণ্ডতৈলকৈঃ।
মাক্ষিকং দিনমেকন্তু মর্দিতং বটকীকৃতম॥
অভ্রবদ্ধমনে সত্ত্বং সম্যগস্যাপ্যয়ং বিধিঃ।
জয়ন্তীত্রিফলাচূর্ণং হরিদ্রাগুড়টঙ্কণম্॥
পাদাংশং টঙ্কণস্যেদং পিষ্ট্বা মূষাং বিলেপয়েৎ।
নালিকা সংপুটং বদ্ধা শোষয়েদাতপে খরে॥
গ্রাহ্যং পাতালযন্ত্রে চ সত্ত্বং ধ্মাতং পুটেন চ॥

ইতি শ্রীপার্ব্বতী-পুত্র-নিত্যনাথ-সিদ্ধ-বিরচিতে রসরত্নাকরে রসখণ্ডে সর্ব্বোপরসানাং সত্ত্বপাতনং নাম সপ্তমোপদেশঃ।

হরিতাল দুগ্ধ বা সর্পাক্ষীমূলসহ পেষণ পূর্ব্বক ছিদ্রমূষামধ্যে পূরিয়া পূর্ব্ববৎ পাতালযন্ত্রে পাক করিলে সত্ব পতিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত হরিতালের ঔষধি এবং তুল্য সোহাগা সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক হরিতালের ন্যায় পাক করিলে মনঃশিলার সত্ব পতিত হয় জানিবে। স্বর্ণমাক্ষিক গোদুগ্ধ, তুথক্ষীর ও এরণ্ডতৈল সহ একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক, সোহাগা এবং সোহাগার চতুর্থাংশ জয়ন্তী, ত্রিফলা চূর্ণ, হরিদ্রা, টঙ্কণ ও গুড় পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা মূষার মধ্যভাগ লেপিয়া উক্ত মূষামধ্যে উক্ত মাক্ষিক পূরিয়া নালিকা সংপুট বদ্ধ করতঃ আতপে শুকাইয়া অভ্রবৎ পাতালযন্ত্রে পাক করিয়া লইলে নিশ্চয়ই সত্ব পতিত হয় জানিবে।

ইতি শ্রীপার্ব্বতী পুত্র নিত্যনাথসিদ্ধ বিরচিত রসরত্নাকরে রসখণ্ডে সর্ব্বোপরস সত্ব পাতন নামক সপ্তমোপদেশ সমাপ্ত।

অথ সর্ব্বলৌহানাং শোধনমারণমাহ।

স্বর্ণং তারং তাম্র নাগং বঙ্গং কান্তঞ্চ তীক্ষ্ণকম্।
মুণ্ডাস্তমষ্টধা লৌহং কাংস্যারং ঘোষকং ত্রিধা॥
উপলৌহাঃ সমাখ্যাতা মণ্ডুরো লৌহকিট্টকম্।
এতে দ্বাদশধা শোধ্যা মার্য্যা দ্রাব্যা পুটাদিষু॥
তৈলে তক্রে গবাং মূত্রে হ্যারনালে কুলত্থকৈঃ।
ক্রমাৎ প্রাপ্তং তথা তপ্তং দ্রাবে দ্রাবে তু সপ্তধা॥
স্বর্ণাদিলৌহপত্রাণাং শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা।
হেম্নঃ পাদং মৃতং সূতং পিষ্টমম্লে চ কেনচিৎ॥
পত্রে লিপ্তা পুটে পচ্যাদষ্টাভির্ম্রিয়তে ধ্রুবম্।
শুদ্ধানাং সর্ব্বলৌহানাং মারণে নীতিরীদৃশী॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, বঙ্গ, কান্তলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ (ইস্পাৎ),

লৌহ, পিত্তল, কাঁসা ও মণ্ডুর এই ১১ প্রকার ধাতু অগ্নিতে গলাইয়া ক্রমান্বয়ে ১২বার করিয়া তৈল, তক্র, গোমূত্র, কাঁজি ও কুলথ কাথে ফেলিয়া লইলে শোধিত ও মারিত হয়। এই প্রকারে স্বর্ণাদি লৌহ প্রভৃতি সমস্ত ধাতুই শোধিত হয়। পারদের চতুর্থাংশ সোণা কাঁজি সহ পেষণপূর্ব্বক পুটপাকে ৮বার পাক করিলে উহা ভস্মীভূত হয়। সর্ব্বপ্রকার লৌহাদি এবম্প্রকারে ভস্ম করিতে হয় জানিবে।

অথ স্বর্ণশোধনমাহ।

সৌখ্যং বীর্য্যং বলং হন্তি নানারোগং করোতি চ।
অশুদ্ধং ন সূতং স্বর্ণং তস্মাৎ শুদ্ধন্তু মারয়েৎ॥
বল্মীকমৃত্তিকাধূম্রগৈরিকং চেষ্টকা পুটে।
ইত্যাদ্যা মৃত্তিকাঃ পঞ্চ জম্বীরৈরারনালকৈঃ॥
পিষ্ট্বা লেপ্যং স্বর্ণপত্রং শ্রেষ্ঠং পুটেন শুধ্যতি।
ভাবয়েন্মাতুলুঙ্গাম্লৈঃ ত্রিদিনং পঞ্চমৃত্তিকাঃ॥
সৈন্ধবং ভূমিভস্মাপি স্বর্ণং শুধ্যতি পূর্ব্ববৎ।
নাগৈঃ সুবর্ণং রজতঞ্চ তাপ্যৈর্গন্ধেন তাম্রং শিলয়া চ নাগম্।
তালেন বঙ্গং ত্রিবিধঞ্চ লৌহং নারীপয়ো হন্তি চ হিঙ্গুলেন॥

অশোধিত পারদ ও স্বর্ণ ভস্ম করিয়া সেবন করিলে সুখ বল ও বীর্য্য নাশ করে ও নানা রোগ উৎপাদন করে, একারণ উহা শোধন করিয়া ভস্ম করিবে। বল্মীকমাটি, ধূম্রগৈরিক, ইষ্টক প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার মৃত্তিকা জম্বীররস ও কাঁজি সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা স্বর্ণপত্র লেপিয়া পুটপাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। পঞ্চমৃত্তিকা, সৈন্ধব ও পোড়ামাটি মাতুলুঙ্গরস ও কাঁজিসহ পেষণপূর্ব্বক স্বর্ণপত্র লেপিয়া পুটপাক করিলে স্বর্ণ বিশুদ্ধ হয়। বঙ্গ দ্বারা স্বর্ণ, ধাতুমাক্ষিক দ্বারা রৌপ্য, গন্ধক

দ্বারা তাম্র, মনছাল দ্বারা সীসক, হরিতাল সহ বঙ্গ, নারীদুগ্ধ ও হিঙ্গুল সহ ত্রিবিধ লৌহ ভস্ম করা যায়।

মাক্ষিকং নাগচূর্ণঞ্চ পিষ্টমর্করসেন তু।
হেমপত্রং পুটেনৈব ম্রিয়তে ক্ষণমাত্রতঃ॥
স্বর্ণার্দ্ধং পারদং দত্ত্বা কুর্য্যাৎ যত্নেন পীঠিকাম্।
দত্ত্বোর্দ্ধাধো নাগচূর্ণং পুটনাৎ ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥
নাগচূর্ণং শিলাবজ্রীক্ষীরেণ পরিযোজিতম্।
তেন লিপ্য সুবর্ণস্য কল্কঞ্চ ম্রিয়তে পুটাৎ॥
মৃতং নাগং স্নুহীক্ষীরৈরথবাম্লেন কেনচিৎ।
পিষ্ট্বা লেপ্যং স্বর্ণপত্রং রুদ্ধ্বা গজপুটে পচেৎ।
আদায় পেষয়েদম্লে মৃন্নাগং চাষ্টমাংশকম্॥
বদ্ধ্বা গজপুটে পচ্যাৎ পূর্ব্বনাগযুতং মৃতম্।
এবং পুনঃ পুনঃ পচ্যাদষ্টধা ম্রিয়তে ধ্রুবম্।
শুদ্ধসূতসমং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ মহাম্লকৈঃ।
অষ্টাভিশ্চ পুটৈর্হেম্নো ম্রিয়তে পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াম্॥
শুদ্ধসূতং সমং স্বর্ণং খল্লে কুর্য্যাচ্চ গোলকম্।
অধো বৈ গন্ধকং দত্ত্বা সর্ব্বতুল্যং নিরুধ্য চ।
ত্রিংশদ্ ঘনোপলৈর্দেয়ং পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ॥
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধং দেয়ং পুটে পুটে॥
স্বর্ণস্য দ্বিগুণং সূতং যামমম্লেন মর্দ্দয়েৎ॥
অধোর্দ্ধমাক্ষিকং পিষ্ট্বা মূষায়াং স্বর্ণতুল্যকম্।
তৎপৃষ্ঠে মর্দ্দিতং হেম তৎপৃষ্ঠে হেমমাক্ষিকম্॥
দেয়ং স্বর্ণ-সমং তচ্চ পৃষ্ঠে গন্ধং চ তৎসমম্।
যড়্বারং চূর্ণিতং দত্ত্বা রুদ্ধ্বা মূষাং ধমেদ্দৃঢ়ম্॥

স্বভাবশীতলং গ্রাহ্যং তত্তস্য ভাগপঞ্চকম্।
টঙ্কণং শ্বেতকাচঞ্চ ভাগৈকঞ্চ প্রযোজয়েৎ॥
ত্রিতয়ং মধুনাজ্যেন মিলিতং গোলকীকৃতম্।
ধান্যাভ্রকস্য ভাগৈকং অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ দাপয়েৎ॥
নিরুধ্য তদ্ধমেদ্গাঢ়ং মূষায়াং ঘটিকাদ্বয়ম্।
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম তত্তদ্যোগেষু যোজয়েৎ॥
শুদ্ধমাক্ষিকভাগৈকং ভাগং চাবোটমাক্ষিকম্।
ত্রিভাগং সূতকং ক্ষিপ্ত্বা ত্রয়মম্লেন মর্দ্দয়েৎ॥
তদ্গোলং পাতালযন্ত্রে তদা যামত্রয়ং পচেৎ।
ইত্যেবং ম্রিয়তে স্বর্ণং নিরুত্থং নাত্র সংশয়ঃ॥
তথৈব চ রাজবৃক্ষভল্লাতৈষ্টঙ্কণেন চ।
লিপ্ত্বা স্বর্ণস্য পত্রাণি রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ॥
তৈর্দ্রবৈশ্চ পুনঃ পিষ্ট্বা ম্রিয়তে সপ্তধা পুটে।
হেমমারভ্য তোলৈকং মাষৈকং শুদ্ধনাগকম্॥
লিপ্ত্বা দেয়স্তু তং চূর্ণং তচ্ছুদ্ধৈর্গন্ধমাক্ষিকৈঃ।
অম্লেন মর্দ্দয়েদ্যামং রুদ্ধা লঘুপুটে পচেৎ॥
গন্ধং পুনঃ পুনর্দ্দেয়ং ম্রিয়তে দশভিঃ পুটৈঃ।
সুবর্ণঞ্চ ভবেচ্ছীতং তিক্তং স্নিগ্ধং হিমং গুরু॥
বুদ্ধিবিদ্যাস্মৃতিকরং বিষহারি রসায়নম্॥

মাক্ষিক ও বঙ্গচূর্ণ আকন্দরসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বর্ণপত্র পুটপাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। ১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ স্বর্ণ একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক পীঠিকা করিয়া তাহার উপরি ও নীচে বঙ্গচূর্ণ দিয়া পুটপাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। বঙ্গচূর্ণ ও মনঃশিলা একত্র শিজদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক স্বর্ণপত্র লেপিয়া পুটপাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। জারিত বঙ্গ

সিজদুগ্ধে বা কাঁজি দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বর্ণপত্র লেপিয়া গজপুটে পাক করিবে, পরে আবার কাঁজিসহ উহা পেষণ পূর্ব্বক পুনরায় গজপুটে পাক করিবে, এইরূপ ৮ বার পাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক ও শুদ্ধ মাক্ষিক তেঁতুলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ৮ বার পুটপাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। পারা ও সোণা সমভাগে খলে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করতঃ সমভাগ গন্ধকসহ মূষামধ্যে পূরিয়া ৩০ খানি বিলঘুঁটে দ্বারা ১৪ বার পুট পাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। ১ ভাগ স্বর্ণ ও ২ ভাগ পারদ একপ্রহর কাঁজিতে মর্দ্দন পূর্ব্বক স্বর্ণসম মাক্ষিক পেষণ করতঃ মূষার মধ্যে উপরি ও নিম্নে রাখিয়া তদুপরি সোণা ও গন্ধক রাখিয়া ৬ বার পুট পাক করিলে যে ভস্ম হয় তাহা ৫ ভাগ এবং সোহাগা ও শ্বেতকাচ প্রত্যেকে ১ ভাগ মধু ও ঘৃতসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া মূষার ভিতরে উর্দ্ধাধোভাগে ১ ভাগ ধান্যাভ্র রাখিয়া, তন্মধ্যে উহা স্থাপন পূর্ব্বক ২ ঘণ্টা পাক করিয়া লইলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। ১ ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক, ২ ভাগ আবোট-মাক্ষিক এবং ৩ ভাগ পারদ একত্র কাঁজিসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করতঃ ৩ প্রহর পাতালযন্ত্রে পাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। সোণালুপত্র, ভল্লাতক ও সোহাগা পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ৭ বার স্বর্ণ পত্র লেপিয়া ৭ বার গজপুটে পাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। ১ তোলা সোণা, একমাষা বঙ্গ, এবং গন্ধক ও মাক্ষিক উচিত মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজিসহ মর্দ্দন করিয়া ১০ বার লঘুপুটে পাক করিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়। মারিত স্বর্ণ শীতল, তিক্ত, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরুপাকী বুদ্ধিজনক, বিদ্যাজনক, স্মৃতিকারক, বিষহারী ও রসায়ন।

অথ তারশোধনমারণমাহ।

আয়ুঃশুক্রবলং হন্তি রোগং বঙ্গং করোতি চ।
অশুদ্ধমমৃতং তারং শুদ্ধং মার্য্যমতো বুধৈঃ ॥

নাগেন টঙ্কণেনৈব দ্রবিতং শুদ্ধিমিচ্ছতি।
মাক্ষিকং গন্ধকঞ্চৈবমর্কক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥
তেন লিপ্তং রূপ্যপত্রং পুটেন ম্রিয়তে ধ্রুবম্।
তারং ত্রিবারনিক্ষিপ্তং তৈলে জ্যোতিষ্মতী ভবেৎ॥
স্নুক্ক্ষীরৈঃ পেষয়েত্তাম্রং তারপত্রাণি লেপয়েৎ।
রুদ্ধা গজপুটে পচ্যাৎ পূর্ব্বোক্তৈঃ পেষয়েৎ পুনঃ॥
ভূধাত্রী মাক্ষিকং তুল্যং পিপ্পলী-সৈন্ধবাম্লকৈঃ।
লিপ্ত্বা তারস্য পত্রাণি রুদ্ধা সপ্তপুটে পচেৎ॥
দ্রবৈঃ পুনঃ পুনঃ পিষ্ট্বা ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
তারপত্রৈস্ত্রিভির্ভাগো ভাগৈকং শুদ্ধমাক্ষিকম্॥
মর্দ্যং জম্বীরজৈর্দ্রাবৈস্তারপত্রাণি লেপয়েৎ।
শোষয়েদ্রন্ধয়েত্তচ্চ ত্রিংশদ্বনোপলৈঃ পচেৎ॥
চতুর্দ্দশপুটেনৈবং নিরুত্থং ম্রিয়তে ধ্রুবম্।
রৌপ্যপত্রচতুর্ভাগাস্তাগৈকং মৃতবঙ্গকম্॥
অথবা গন্ধতালেন লেপ্যং জম্বীরপেষিতম্।
রুদ্ধা ত্রিভিঃ পুটৈঃ পচ্যাৎ পঞ্চবিংশবনোপলৈঃ॥
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহো গন্ধো দেয়ঃ পুটে পুটে।
রসগন্ধৌ সমৌ কৃত্বা কাকতুণ্ডস্য মূলকম্॥
মর্দ্দয়েন্মহিষীক্ষীরৈঃ পিষ্ট্বা তং ক্ষালয়েজ্জলৈঃ।
হরিদ্রাগোলকে ক্ষিপ্ত্বা গোলং হয়পুরীষকে॥
ক্ষিপ্ত্বা দিনৈকবিংশত্তং তদ্গোলমুদ্ধরেৎ পুনঃ।
তৎ পিষ্ট্বা তারপত্রাণি লেপাত্ময়েন কেনচিৎ॥
পুটৈর্বিংশতিভির্ভস্ম জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

ভস্মনা চাম্লপিষ্টেন মেলয়েত্তালকং পুটৈঃ।
জায়তে তদ্বিধানেন সর্ব্বরোগাপহারকম্॥

অশোধিত ও অমারিত রৌপ্য, শুক্রঘ্ন, বলনাশক ও রোগজনক, উহা শুদ্ধ ও মৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। বঙ্গ ও সোহাগাসহ গলাইলে রৌপ্য শুদ্ধ হয়। মাক্ষিক ও গন্ধক আকন্দের আঠায় মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা রূপার পাত লেপিয়া পুট পাক করিলে রৌপ্য ভস্ম হয়। রৌপ্য গলাইয়া জ্যোতিষ্মতীতৈলে ৩ বার নিষিক্ত করিয়া সিজদুগ্ধ দ্বারা তাম্রপেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা উহাতে লেপিয়া গজপুটে পাক করিবে, তৎপরে উহা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ভূম্যামলকী, মাক্ষিক, পিপুল, সৈন্ধব ও কাঞ্জি একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা লেপিয়া পুট পাক করিবে, এই প্রকার ৭ বার পাক করিলে রৌপ্য ভস্মীভূত হয়। ৩ ভাগ রৌপ্যপত্র এবং ১ ভাগ শুদ্ধ মাক্ষিক জম্বীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক আতপে শুকাইয়া ৩০ খানি ঘুঁটে দ্বারা ১৪ বার পুট পাক করিলে রৌপ্য ভস্ম হয়। ভাগ রৌপ্যপত্র ১ ভাগ মৃতবঙ্গসহ অথবা গন্ধক ও হরিতালসহ জম্বীর রসে লিপ্ত করিয়া ২৫ খানি ঘুঁটেদ্বারা প্রত্যেক পুটে গন্ধক দিয়া পুটপাক করিলে রৌপ্য ভস্ম হয়। পারদ, গন্ধক ও কেউয়াঠুটের মুল সমভাগ মহিষী দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক তাহা জলদ্বারা ধৌত করতঃ হরিদ্রা গোলকে এবং অশ্ববিষ্ঠার গোলকে ২১ দিন রাখিয়া তদ্দারা অথবা কাঞ্জিসহ রৌপ্যপত্র লেপন পূর্ব্বক ২০ বার পুট পাক করিলে যে ভস্ম হইবে, সেই ভস্ম এবং হরিতাল কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক পুট পাক করিয়া লইলে রৌপ্য ভস্ম হয়। এবং প্রকারে ভস্মীভূত রৌপ্য সর্ব্বরোগ বিনাশ করে।

অথ তাম্রশোধনমারণমাহ।

অপক্বতাম্রমায়ুষ্যং কান্তিঘ্নং সর্ব্বধাতুহা।
বান্তিমূর্চ্ছাভ্রমোদ্রেকং নানারুক্ কুষ্ঠশূলকৃৎ॥

স্নুহ্যর্কক্ষীরলবণকাঞ্জিকৈস্তাম্রপত্রকম্।
লিপ্ত্বা প্রতাপ্য নির্গুণ্ডীরসৈঃ সিঞ্চ্যাৎ পুনঃ পুনঃ ॥
বারদ্বাদশ দাহত্বং লেপনাত্তাম্রসিঞ্চনাৎ ।
খটিকা লবণং তক্রৈরারনালৈশ্চ পেষয়েৎ ॥
তেন লিপ্ত্বা তাম্রপত্রং তপ্তং তপ্তং নিষেচয়েৎ ।
ষড়্বারমম্লপিষ্টেন নির্গুণ্ড্যাশু বিশুদ্ধয়ে ॥
গোমূত্রেণ পচেত্তাম্রপত্রং যামং দৃঢ়াগ্নিনা ।
শুধ্যতে নাত্র সন্দেহো মারণং কথ্যতেঽধুনা ॥
গন্ধেন তাম্রতুল্যেন হ্যম্লপিষ্টেন লেপয়েৎ ।
কণ্টকবেধিকৃতং পত্রং সিদ্ধস্থিত্বা পুটে পচেৎ ॥
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েত্তস্মিন্ পাদাংশগন্ধকং ক্ষিপেৎ ।
জম্বীরৈরারনালৈর্বা মৃগদূর্ব্ব্যাথবা দ্রবৈঃ ॥
পিষ্ট্বা পিষ্ট্বা পচেত্তদ্বৎ সগন্ধঞ্চ চতুঃপুটে ।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট্বা পুটমেকং প্রদাপয়েৎ ॥
অনেনৈব বিধানেন তাম্রপত্রং ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তাম্রস্য দ্বিগুণং সূতং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ ॥
সিতশর্করয়াপ্যেবং পুটত্রয়ে মৃতং ভবেৎ ।
পাষাণভেদীমৎস্যাক্ষীদ্রবৈর্দ্বিগুণগন্ধকৈঃ ॥
তাম্রস্য লেপয়েৎ পত্রং রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ ।
সপ্তাংশেন পুনর্গন্ধং দত্বা দ্রাবৈশ্চ পেষয়েৎ ॥
এবং সপ্তপুটে পক্বং তাম্রভস্ম ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তাম্রস্য দ্বিগুণং সূতং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ ॥

আদৌ মূষান্তরে ক্ষিপ্ত্বা ধূস্তূররস্য তু পত্রকম্।
তৎপৃষ্ঠে তাম্রতুল্যন্তু গন্ধকং চূর্ণিতং ক্ষিপেৎ॥

তৎপৃষ্ঠে মর্দ্দিতং তাম্রং পূর্ব্বতুল্যন্তু গন্ধকম্।
আচ্ছাদ্যং ধূস্তূরে পত্রে রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ॥
স্বাঙ্গশীতন্তু তচ্চূর্ণং ভস্মীভবতি নিশ্চিতম্।
কিঞ্চিদ্গন্ধেন চাম্লেন ক্ষালয়েত্তাম্রপত্রকম্॥

তেন গন্ধেন সূতেন তাম্রপত্রং প্রলেপয়েৎ।
গন্ধেন পুটিতং পশ্চাৎ ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
তাম্রদ্বিগুণগন্ধেন চাম্লপিষ্টেন তৎ পুনঃ।
ক্ষিপ্ত্বা হ্যধোর্দ্ধভাগেন দেয়া পিষ্টাম্লকৈর্বুধঃ॥

তৎপিণ্ডং ভাণ্ডগর্ভে তু রুদ্ধা চুল্ল্যাং বিপাচয়েৎ।
যামৈকং তীব্রপাকেন ভস্মীভবতি নিশ্চিতম্॥
সূতমেকং দ্বিধা গন্ধং যামং কৃত্বা বিমর্দ্দিতম্।
দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং স্থাল্যাং গর্ভে নিধাপয়েৎ॥

সম্যগ্ লবণযন্ত্রস্থং পার্শ্বে ভস্ম নিধাপয়েৎ।
চতুর্যামং পচেচ্চুল্ল্যাং পাত্র পৃষ্ঠে সগোময়ম্॥
জলং পুনঃ পুনর্দ্দেয়ং স্বাঙ্গশৈত্যং বিচূর্ণয়েৎ।
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহো সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

নানাবিধং মতং তাম্রং শুদ্ধার্থং ভাগপঞ্চকম্।
ভাগৈকং শ্বেতকাচঞ্চ ভাগপঞ্চৈক টঙ্কণম্॥
মূষায়াং মিশ্রিতং কৃত্বা ভাগৈকং তাম্রপত্রকম্।
ঊর্দ্ধে দত্ত্বা নিরুধ্যাথ ধ্মাতৈর্গ্রাহ্যং সুশীতলম্॥

নির্দ্দোষন্তু ভবেত্তাম্রং সর্ব্বরোগহরং ভবেৎ।
অথবা মারিতং তাম্রং অম্লেনৈকেন মর্দ্দয়েৎ ॥
তদ্গোলং শূরণস্যান্তে কল্কা কল্কা তু লেপয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পচ্যাৎ সর্ব্বদোষহরো ভবেৎ ॥
বান্তি ভ্রান্তি বিরেকঞ্চ ন করোতি কদাচন।
তাম্রং তীক্ষ্ণোষ্ণং মধুরং কষায়ং শীতলং সরং ॥
কফপিত্তক্ষয়-পাণ্ডু-কুষ্ঠঘ্নঞ্চ রসায়নম্।
পরিণামশূলমর্শাংসি মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

অমারিত তাম্র আয়ু, কান্তি ও সর্ব্বধাতু নাশ করে এবং বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, উৎক্লেশ, নানাবিধ রোগ, কুষ্ঠ ও শূলরোগ উৎপাদন করে। সিক্তদুগ্ধ, আকন্দক্ষীর, সৈন্ধব লবণ ও কাঁজিসহ তাম্রপত্র লেপন পূর্ব্বক অগ্নিযোগে তপ্ত করিয়া ২২ বার নিসিন্দা রসে সিক্ত করতঃ খড়ী, সৈন্ধব, তক্র ও কাঁজি পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা উক্ত তাম্রপত্র লেপিয়া ৬ বার তপ্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ নিসিন্দারসে ও কাঁজিতে সিক্ত করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয়। তাম্রপত্র গোমূত্রে ১ প্রহর জ্বালাইয়া লইলে উহা বিশোধিত হয়। এক্ষণে তাম্র মারণোপায় বলা যাইতেছে। তাম্রর সমান গন্ধক কাঁজিসহ পেষণ করিয়া পুট পাক করতঃ তাহা চূর্ণ করিবে, পরে উক্ত চূর্ণ এবং উহার চতুর্থাংশ গন্ধক, জম্বীর রস, কাঁজি, মৃগদূর্ব্বারস বা মাতুলুঙ্গরস দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক পৃথক্ ২ গন্ধক দিয়া পুট পাক করিয়া লইলে তাম্র ভস্মীভূত হয় জানিবে। ১ ভাগ তাম্র ও ২ ভাগ পারদ জম্বীররসে মর্দ্দন পূর্ব্বক চিনিসহ মিশ্রিত করিয়া ৩ বার পুট পাক করিলে তাম্র ভস্ম হয়। পাষাণভেদী ও ব্রাহ্মীশাকের রস এবং দ্বিগুণ গন্ধক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাম্রপত্র লেপিয়া গজপুটে পাক করিয়া, তৎপরে উহার সহিত দশাংশ গন্ধক ও পূর্ব্বোক্ত

দ্রব্যের রস মিশ্রিত করিয়া ৭ বার পুট পাক করিয়া লইলে তাম্র ভস্ম হয়। দ্বিগুণ পারদসহ তাম্র জম্বীর রসে মর্দ্দন করিবে, মূষার মধ্যে ধুতুরা পাতা রাখিয়া তদুপরি তাম্রের সমান গন্ধক রাখিয়া তাহার উপরি মর্দ্দিত তামা স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ গন্ধক ও ধুতুরা পাতা দিয়া গজপুটে পাক করিয়া লইলে তাম্র ভস্ম হয়। কিঞ্চিৎ গন্ধক ও কাঁজি দ্বারা তাম্রপত্র ক্ষালিত করতঃ সেই গন্ধক ও পারদ দ্বারা উক্ত তাম্রপত্র লেপিয়া গন্ধকসহ পুট পাক করিলে তাম্র ভস্ম হয়। দ্বিগুণ গন্ধক ও কাঁজি মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা তাম্রপত্র প্রলিপ্ত করিয়া উর্দ্ধাধোভাবে ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ রুদ্ধ করতঃ চুল্লী দ্বারা তীব্রাগ্নিতে ১ প্রহর পাক করিলে তাম্র ভস্ম হয়। ১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক সমভাগ তাম্রপত্র একটী স্থালী মধ্যে রাখিয়া পার্শ্বে ভস্ম (ছাই) এবং পৃষ্ঠদেশে গোময় রাখিয়া পুনঃ পুনঃ জল প্রদান পূর্ব্বক ৪ প্রহর লবণযন্ত্রে পাক করিয়া লইলে নিশ্চয়ই তাম্র ভস্মীভূত হয়। ১ ভাগ শ্বেতকাচ ৫ ভাগ সোহাগা এবং ১ ভাগ তাম্রপত্র একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক মূষামধ্যে পুরিয়া তাহার মুখ রুদ্ধ করতঃ পুট পাক করিলে তাম্র ভস্ম হয়। অথবা মারিত তাম্র কাঁজিসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করতঃ ওলের মধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিয়া লইলে তাম্র ভস্মীভূত ও সর্ব্বদোষনাশক হয়। মারিত তাম্র বমন, ভ্রম ও বিরেচন জন্মায় না এবং উহা তীক্ষ্ণ উষ্ণ, মধুর, কষায়, শীতল, ভেদক এবং কফ, পিত্ত, ক্ষয়, পাণ্ডু কুষ্ঠ নাশক ও রসায়ন। অপিচ উহা পরিণামশূল, অর্শ ও মন্দাগ্নি বিনাশ করে।

অথ নাগশোধনমাহ।

পাকহীনৌ নাগবঙ্গৌ কুষ্ঠগুল্মরুজাকরৌ।
মেহপাণ্ডূদর-বাতকফমৃত্যুকরৌ কিল॥

নির্গুণ্ডী-মূলচূর্ণেন মার্কদুগ্ধেন লেপয়েৎ।
নাগপত্রস্তু তং শুষ্কং দ্রাবয়িত্বা নিষেচয়েৎ॥
নির্গুণ্ডীদ্রবমধ্যে তু ততঃ পত্রস্তু কারয়েৎ।
লিপ্ত্বা ভাব্যং পুনঃ সেচ্যং সপ্তবারং বিশুদ্ধয়ে॥
নিশাতুম্বুরুবীজানি কোকিলাক্ষং কুঠারিকাম্।
গৌরীফলাম্লিকা চণ্ডী ক্ষুদ্রব্রাহ্মী সজীরকম্॥
যথা লাভেন ভস্মৈকং বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
তন্মধ্যে ভাবিতং নাগং শুদ্ধে সেকস্তু সপ্তধা॥
অশ্বত্থচিঞ্চাত্বগ্‌ভস্ম নাগস্য চতুরংশতঃ।
ক্ষিপ্ত্বা চুল্ল্যাং পচেৎ পাত্রে চালয়েল্লৌহচট্টকে॥
যাবদ ভস্ম ভবেত্তচ্চ ভস্মতুল্যাং মনঃশিলা।
জম্বীরৈরারনালৈর্বা পিষ্ট্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ॥
স্বাঙ্গশৈত্যং পুনঃ পিষ্ট্বা বিংশতাংশৈঃ শিলায়কৈঃ॥
এবং ষড়্‌ভিঃ পুটে পাকো নাগস্যাপি নিরুত্থিতঃ।
অথবা নাগপত্রাণি চূর্ণং লিপ্তানি খর্পরে॥
অত্যাগ্নৌ পাচয়েদ্যামং তদ্ভস্ম চিত্রকদ্রবৈঃ।
ভর্জ্জয়েল্লৌহজে পাত্রে চাল্যমর্জ্জুনদণ্ডকৈঃ॥
যামষোড়শপর্য্যন্তং দ্রবং দেয়ং পুনঃ পুনঃ।
দণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ কাথ্যমুক্তা চিত্রকদ্রবৈঃ॥
গোলয়িত্বা নিরুধ্যাথ ষট্‌পুটে মারয়েল্লঘু।
চিঞ্চাক্ষমিক্ষু ভল্লাতবলাবজ্রলতাভবৈঃ॥
অপামার্গার্জুনাশ্বত্থ ভস্মভির্ভর্জ্জয়েদ্দৃঢ়ম্।
লৌহপাত্রে তু সপ্তাহং তুল্যং ভস্মানি চাশু চ॥

দণ্ডে পলাশকে চৈব ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
পিষ্ট্বাগস্তি চ ভূনাগং লিপ্ত্বা পাদং বিশোষয়েৎ ॥
তস্তাণ্ডে দ্রাবয়েদ্‌যামং দৃঢ়ে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ।
বাসাচিঞ্চিটয়োঃ ক্ষীরং বাসাদলে বিঘট্টয়েৎ ॥
যামৈকং পাচয়েচ্চুল্ল্যাং সমুদ্ধৃত্য বিমিশ্রয়েৎ।
তচ্চূর্ণস্তু শিলাতাপ্যে বাসকক্ষারসংযুতৈঃ ॥
তচ্চ তুল্যং পূর্ব্বনাগবিংশদেকপুটে পচেৎ।
দ্বিপুটং চিঞ্চিটাক্ষারৈর্দ্দেয়ং বাসারসৈঃ সহ ॥
নাগঃসিন্দুরবর্ণাভো ম্রিয়তে সর্ব্বকার্য্যকৃৎ।
কুলটামাক্ষিকঞ্চৈব সমভাগন্তু কারয়েৎ ॥
অর্কপত্রেণ তৎ পিষ্ট্বা সীসপত্রাণি মারয়েৎ।
সতিক্তমধুরো নাগো মৃতো ভবতি ভস্মসাৎ ॥
আয়ুঃ কীর্ত্তিং বীর্য্যবৃদ্ধিং করোতি সেবনাৎ সদা ॥

অমারিত সীসক ও বঙ্গ—কুষ্ঠ, গুল্ম, বেদনা, মেহ, পাণ্ডু, উদর, বাত, কফ ও মৃত্যু উৎপাদন করে। নিসিন্দার মূলচূর্ণ ও ভীমরাজ রস সহ সীসাপাতা লেপিয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া নিসিন্দারসে সিক্ত করিবে, এই প্রকার ৭ বারে সীসক বিশোধিত হয়। হরিদ্রা, লাউবীজ, কোকিলাক্ষ, কুঠারিকা, তুলসী, তেঁতুল, পিড়িংশাক, ক্ষুদেব্রাহ্মী ও জীরক, এই সকলের যথাযুক্ত ভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিজদুগ্ধে ভাবনা দিয়া তন্মধ্যে সীসক পুরিয়া পোড়াইয়া পূর্ব্ববৎ ৭ বার ভাবনা দিয়া লইলে সীসক বিশুদ্ধ হয়। অশ্বত্থ ও তেঁতুলক্ষার সহ ৪ গুণ মাত্রায় সীসক মিশ্রণ পূর্ব্বক অগ্নিযোগে পাক করিয়া সেই ভস্ম সহ মনঃশিলা মিশাইয়া জম্বীর ও কাঁজি সহ পেষণ করতঃ পুটপাক দিবে, এই প্রকার ২০ গুণ মনছাল ও কাঁজি সহ পেষণ পূর্ব্বক ৬ বার পুটপাক করিয়া

লইলে সীসক ভস্মীভূত হয়। অথবা সীসক পত্র চূর্ণ দ্বারা লেপিয়া খর্পরে ১ প্রহর পাক পূর্ব্বক সেই ভস্ম চিতার রসে ফেলিয়া লৌহ-পাত্রে অর্জ্জুন কাষ্ঠের দণ্ড দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে ষোল প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিয়া পুনরায় চিতার রসে ফেলিবে, এই প্রকার ৬ বারে সীসক মারিত হয়। তেঁতুল, আমলকী, ইক্ষু, ভল্লাতক, বেড়েলা, হাড়ভাঙ্গা, অপামার্গ, অর্জ্জুন ও অশ্বথ, ইহাদের ভস্মসহ পলাশদণ্ড দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে লৌহপাত্রে ৭ দিন পাক করিলে সীসক ভস্মীভূত হয়। বকপত্র ও কেঁচো একত্র পেষণ পূর্ব্বক চতুর্থাংশ শুকাইয়া সীসক সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক ভাণ্ড মধ্যে করিয়া ১ প্রহর পাক করিয়া বাসক, চিঞ্চাটতৃণ রস ও বাসকপত্র সহ মর্দ্দন করিয়া এক প্রহর জ্বাল দিবে, তৎপরে উক্ত চূর্ণ মনঃশিলা, তারমাক্ষিক ও বাসকক্ষারসহ পুট পাক ১ বার এবং বাসকরস সহ চিঞ্চাটক্ষার মিশ্রণ পূর্ব্বক ২ বার পাক করিলে সীসক ভস্ম হইয়া সিন্দূরবর্ণ সদৃশ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মকারক হয়। মনঃশিলা ও মাক্ষিক সমভাগে লইয়া আকন্দর পাতা সহ পেষণ পূর্ব্বক সীসকপত্র মর্দ্দন করিয়া পুট পাক করিলে সীসক মারিত হয়। মারিত সীসক তিক্ত মধুর এবং আয়ু কীর্ত্তি ও বীর্য্য বৃদ্ধি করে।

অথ বঙ্গমারণমাহ।

মাক্ষিকং হরিতালঞ্চ পলাশস্বরসেন চ।
ঘৃতকল্কেন সংলিপ্য বঙ্গপত্রাণি মারয়েৎ॥
নাগবচ্ছোধয়েদ্বঙ্গং তদ্বদশ্বথচিঞ্চয়োঃ।
তদ্‌ভস্ম হরিতালঞ্চ তুল্যমম্লেন কেনচিৎ॥
পালাশোগদ্রবৈর্ব্বাথ গোলয়িত্বান্ধয়েৎ পুটে।
উদ্ধৃত্য দশমাংশেন তালেন সহ মর্দ্দয়েৎ॥
পূর্ব্বদ্রাবৈঃ সহালোড্য রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।

এবং বিংশপুটে পক্ত্বা মৃতং ভবতি ভস্মসাৎ ॥
বঙ্গপাদেন সূতেন বঙ্গপত্রাণি লেপয়েৎ।
চিঞ্চাবৃক্ষস্য সংগৃহ্য চাস্তচ্ছন্নঞ্চ তণ্ডুলৈঃ ॥
পিষ্ট্বা তৎপিণ্ডমধ্যে তু বঙ্গপত্রাণি মিশ্রয়েৎ।
শিরীষরজনীচূর্ণৈঃ কুমার্য্যাঃ শুভগোলকম্ ॥
সূতলিপ্তং বঙ্গপত্রং গোলকে সমলেপিতম্।
রুদ্ধা গজপুটে পক্বং পূর্ব্বসংখ্যামৃতো ভবেৎ ॥
অক্ষভল্লাতকং তোয়ৈঃ পিষ্ট্বা তানি বিলেপয়েৎ।
ততস্তিলখলীমধ্যে ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ ॥
গজাখ্যে জায়তে ভস্ম চত্বারিংশতিবঙ্গকম্।
সতিক্তলবণং বঙ্গং পাণ্ডুঘ্নং ক্রিমিমেহজিৎ ॥
লেখনং পিচ্ছলং কিঞ্চিৎ সর্ব্বদেহাময়াপহম্ ॥

ইতি শ্রীপার্ব্বতী-পুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধবিরচিতে রসরত্নাকরে রসখণ্ডে স্বর্ণাদিবঙ্গানাং মারণংনাম অষ্টমোপদেশঃ।

মাক্ষিক ও হরিতাল পলাশ স্বরস সহ মর্দ্দিত করিয়া তদ্দ্বারা বঙ্গপত্র লেপন পূর্ব্বক পুট পাক করিলে বঙ্গ মারিত হয়। বঙ্গ সীসকের ন্যায় শোধন করিবে। অশ্বত্থ ও তেঁতুলের ক্ষার এবং হরিতাল সমভাগ কাঁজি অথবা পলাশের রসসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পুট পাক করিয়া পুনরায় দশাংশ হরিতাল সহ মাড়িয়া গজপুট দিবে, এই প্রকার ২০ বার পাক করিলে বঙ্গ ভস্মীভূত হয়। সিকিভাগ পারদসহ বঙ্গপত্র লেপন পূর্ব্বক তেঁতুলের বীজ পেষণ পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বঙ্গপত্র পুরিয়া শিরীষ, হরিদ্রাচূর্ণ ও ঘৃতকুমারী পেষণ করিয়া গোলক প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডসম তাম্রপত্র

পূরিয়া গজপুটে পাক করিলে বঙ্গ ভস্মীভূত হয়। আমলা ও ভেলা জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বঙ্গপত্র লেপিয়া তাহা তিলথলীমধ্যে পূরিয়া গজপুটে ৪০ বার পাক করিলে বঙ্গ ভস্মী হয়। মারিত বঙ্গ তিক্ত, লবণাত্মক, ক্রমিনিবারক, পিত্তবর্দ্ধক এবং পাণ্ডু রোগ মেহ ও দেহস্থ সমস্ত রোগ বিনাশ করে জানিবে।

ইতি শ্রীপার্ব্বতী পুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত রসরত্নাকরে রসখণ্ডে স্বর্ণাদি বঙ্গ মারণ নামক অষ্টমোপদেশ সমাপ্ত।

অথ কান্তলৌহশোধনমারণমাহ।

অশুদ্ধমমৃতং লৌহমায়ুর্হানিরুজাকরম্।
হৃৎপীড়াঞ্চ তৃষাজাড্যং তস্মাৎ শুদ্ধঞ্চ মারয়েৎ॥
পাত্রে যস্মিন্ বিশতি হি তৈলবিন্দু র্ন বিসর্জ্জেৎ।
হিঙ্গুর্গন্ধং বিসৃজতি নিজং তিক্ততাং নিম্বকস্ত্যজেৎ॥
পাকে দগ্ধং ভবতি শিখরাকারতা নৈব ভূমৌ।
কান্তং লৌহং তদিদমুদিতং লক্ষণোক্তং ন চান্যৎ॥
কান্তং মৃদুতরং তারে রুক্ষাত্মতিমিরং করম্।
স্বাদুর্যতো ভবেৎ নিম্বকল্কো রাত্রিনিবেশিতঃ॥
কান্তং তত্তুত্তমং যচ্চ রূপ্যেণাবর্ত্তিতং মিলেৎ।
সর্ব্বরোগহরং হ্যেতৎ সর্ব্বকুষ্ঠহরং পরম্॥

অশোধিত ও অমারিত লৌহ আয়ু নাশ, বেদনা, হৃদ্রোগ, তৃষ্ণা ও জড়তা জন্মায়, একারণ উহা শোধন পূর্ব্বক মারিত করিবে। যে লৌহপাত্রে তৈলবিন্দু লাগিয়া যায়, হিং গন্ধ ত্যাগ করে, নিম্ব তিক্ততা ত্যাগ করে, এবং পোড়াইয়া ভূমিতে ঢালিলে শিখরাকার হয় না, তাহাকে কান্তলৌহ বলিয়া জানিবে। যে কান্তলৌহ অত্যন্ত মৃদু, তার স্বর্ণাভাযুক্ত

ছটা প্রকাশক, রাত্রিতে নিম্ব কল্ক রাখিলে পরদিন তাহাতে মিষ্টতা জন্মায় এবং রূপার সদৃশ গালাইলে মিলিয়া যায়, তাহাই উত্তম বলিয়া জানিবে।

ছাগশশরক্তেন সংলিপ্তং ত্রিবারং চাগ্নিতাপিতম্।
কান্তাদিমুণ্ডপর্য্যন্তং সর্ব্বরোগহরং পরম্॥
ত্রিফলাষ্টগুণে তোয়ৈস্ত্রিফলাষোড়শং পলম্।
তৎক্বাথে পাদশেষে তু লৌহস্য পলপঞ্চকম্॥
কৃত্বা পত্রাণি তপ্তানি সপ্তবারাণি সেচয়েৎ।
এবং প্রলীয়তে দোষো গিরিজো লৌহসম্ভবঃ॥
ত্রিবিধং লৌহচূর্ণং বা গোমূত্রৈঃ ষড়্গুণৈঃ পচেৎ।
প্রক্ষালয়েদারনালে শোষ্যং শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
রক্তমালা হংসপাদ গোজিহ্বা ত্রিফলামৃতা।
গাপালী তুম্বুরুর্দ্দন্তা তুল্যগোমূত্রপেষিতম্॥
অস্মিন্ মধ্যে লৌহপত্রং তপ্তং তপ্তং দ্বিসপ্তধা।
সেচয়েৎ কান্তমুণ্ডান্তং সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে॥
সর্ব্বেষ্বৌষধকল্পানাং লৌহকল্পং প্রশস্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লৌহমাদৌ বিমারয়েৎ॥
অয়ঃ পঞ্চপলাদূর্দ্ধং যাবৎ পলত্রয়োদশাৎ।
আদৌ মন্ত্রং ততঃ কর্ম্ম যথা কর্ত্তব্য মুচ্যতে॥
ওঁ অমৃতোদ্ভবোদ্ভবায় স্বাহা।

ইতি মর্দ্দনমন্ত্রঃ।

ওঁ অমৃতোদ্ভবায় হুং স্বাহা।

ওঁ নমশ্চণ্ডবজ্রপাণয়ে মহাযক্ষাসনাধিপতয়ে স্মুরু স্মুরু স্বাহা যক্ষবিদ্যাবলায় স্বাহা।

ইতি বলিদানমন্ত্রঃ।

ছাগরক্ত ও শশকরক্তসহ ৩ বার লৌহ লেপন পূর্ব্বক ৩ বার অগ্নিতে পোড়াইয়া লইলে কান্তাদি মুণ্ডপর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রকার লৌহ সর্ব্বরোগ নাশ করে। ১৬ পল ত্রিফলা ৮ গুণ জলে কাথ করিয়া সেই কাথে পঞ্চপল পরিমাণে লৌহপত্র তপ্ত করিয়া ৭ বার সিক্ত করিলে উহার গিরিজ দোষ দূরীভূত হয়। অথবা ৩ প্রকার লৌহচূর্ণ ছয়গুণ গোমূত্রসহ পাক করিয়া কাঁজিতে ধৌত করিয়া, লইলে বিশোধিত হয়। রক্তমালা, হংসপাদী, গোজিয়ালতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, কুন্দুরুকী, তিৎলাউ ও দন্তী এই সকল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সমভাগ গোমূত্রসহ পেষণ করতঃ উহার মধ্যে ২১ বার লৌহপত্র তপ্ত করিয়া ২১ বার সিক্ত করিয়া লইলে সর্ব্বদোষ বিনির্মুক্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার ঔষধকল্প মধ্যে লৌহকল্পই প্রশস্ত, একারণ সর্ব্বপ্রযত্নে প্রথমে লৌহই মারিবে! লৌহ পঞ্চপলের অধিক হইতে ১৩ পল পর্য্যন্ত পরিমাণে লইয়া" ওঁ অমৃতোদ্ভবোদেয়বায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া" ওঁ অমৃতোদ্ভবায়—বিন্ত্যাবলায় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা বলিদান করিয়া লইবে।

হিঙ্গুলস্য পলান্ পঞ্চ নারীস্তন্যেন পেষয়েৎ।
তেন লোহস্য পত্রাণি লেপয়েৎ পলপঞ্চকম্॥
রুদ্ধা গজপুটে পচ্যাৎ কষায়ৈস্ত্রৈফলৈঃ পুনঃ।
জম্বীরৈরারনালৈর্ব্বা বিংশত্যংশেন হিঙ্গুলম্॥
পিষ্ট্বা রুদ্ধা পুটেল্লোহং তথৈবং পাচয়েৎ পুনঃ।
চত্বারিংশৎ পুটৈরেবং কান্তং তীক্ষ্ণঞ্চ মুণ্ডকম্॥
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহো দত্বা দত্বা চ হিঙ্গুলম্।
অর্জ্জুনস্য ত্বচা পেষ্যা কাঞ্জিকেনাতিলোড়িতা।
তন্মধ্যে লোহচূর্ণঞ্চ কাংস্যপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ॥

দিনৈকং ভাবয়েদ্ ঘর্ম্মে দ্রবৈঃ পূর্য্যং পুনঃ পুনঃ।
অর্জ্জুনৈঃ সারনালৈর্ব্বা ত্রিবিধং মারয়েদয়ঃ॥
দন্তীপত্রং দ্রবং যচ্চ লৌহচূর্ণং বিলোড়য়েৎ॥
দিনৈকং ধারয়েদ্ ঘর্ম্মে দ্রবং দেয়ং পুনঃ পুনঃ।
রুদ্ধা রাত্রৌ পুটে পচ্যাদেভির্দ্রাবৈশ্চ ভাবয়েৎ॥
এবমষ্টদিনং কুর্য্যাৎ ত্রিবিধং ম্রিয়তে হ্যয়ঃ॥
চিঞ্চাপত্রনিভং কুর্য্যাত্রিবিধং লোহপত্রকম্।
মৃৎপাত্রস্থং ক্ষিপেৎ ঘর্ম্মে দন্ত্যা দ্রাবৈঃ প্রপূরয়েৎ।
পত্রং পুনঃ পুনস্তাবদ্‌যাবজ্জরতি বৈত্বয়ঃ॥
ম্রিয়তে তীব্রঘর্ম্মেণ চূর্ণীকৃত্য নিযোজয়েৎ॥
কান্তং তীক্ষ্ণং তথা মুণ্ড চূর্ণং মৎস্যাক্ষজৈর্দ্রবৈঃ।
আতপে ত্রিদিনং ভাব্যং দ্বিদিনং চিত্রকদ্রবৈঃ॥
ত্রিকণ্টকদ্রবৈস্ত্র্যহং সহদেব্যা দ্রবৈস্ত্র্যহম্।
গোমূত্রৈস্ত্রিফলাক্বাথে ভাবয়েচ্চ ত্র্যহং ত্র্যহম্॥
ধাতক্যাশ্চ ততো মর্দ্দ্যং ক্রমাদ্দেয়ং পুটং পুটম্।
রুদ্ধা গজপুটৈনৈবং মৃতং যোগেষু যোজয়েৎ॥
দ্রবৈঃ কুরণ্টপত্রোত্থৈর্লোহচূর্ণং বিমর্দ্দয়েৎ।
দিনৈকমাতপে তীব্রে দ্রবৈর্মর্দ্দ্যং ত্রিকণ্টকৈঃ॥
বন্ধ্যা ভৃঙ্গীপুনর্ণব্যো গোমূত্রৈশ্চ দিনং পুনঃ।
গোমূত্রে ত্রিফলা ক্বাথ্যা তৎকষায়েণ ভাবয়েৎ॥
ত্রিসপ্তাহং প্রযত্নেন দিনৈকং মর্দ্দয়েত্ততঃ।
রুদ্ধা গজপুটে পচ্যাদ্দিনং ক্বাথেন মর্দ্দয়েৎ॥
দিবামর্দ্দ্যং পুটং রাত্রাবেকবিংশদ্দিনানি বৈ।

একবিংশদিনেনৈব ম্রিয়তে ত্রিবিধং হ্যয়ঃ।
মাক্ষিকঞ্চ শিলা হ্যম্লৈর্গন্ধিনা মরিচানি চ॥
পিষ্ট্বা মর্দ্দং লোহপত্রং তপ্তং তপ্তং নিষেচয়েৎ॥
সপ্তধা ত্রিফলাক্কাথে জলেন ক্ষালয়েৎ পুনঃ।
কুট্টয়েল্লোহদণ্ডেন পেষয়েৎত্রিফলাজলৈঃ॥
ষোড়শাংশেন লোহস্য দাতব্যং মাক্ষিকং শিলা।
অম্লেন লোড়িতং রুদ্ধা গজাহ্বকপুটে পচেৎ॥
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম কান্তং তীক্ষ্ণাদি মুণ্ডকম॥

৫ পল হিঙ্গুল নারীদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাচপল লৌহপত্র লেপিয়া গজপুটে পাক করিবে, তৎপরে পুনরায় ২০ ভাগ হিঙ্গুল ত্রিফলার ক্কাথ, জম্বীর রস অথবা কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লৌহ লেপিয়া এই প্রকার ৪০ বার পুট পাক করিলে কান্তাদি ত্রিবিধ লৌহ ভস্ম হয়। অর্জ্জুনছাল কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে লৌহ চূর্ণ পুরিয়া কাংস্যপাত্রে করিয়া পুনঃ পুনঃ রৌদ্রযোগে ভাবনা দিলে লৌহ মারিত হয়। দন্তীপত্র রসে লৌহ চূর্ণ মর্দ্দন পূর্ব্বক তিনদিন রৌদ্রযোগে মারিত করিয়া রাত্রিতে ৮ বার করিয়া পুট পাক করিয়া লইলে লৌহ ভস্মীভূত হয়। লৌহ তেঁতুলের পাতার ন্যায় পাতলা পাত করিয়া দন্তীরসে মাটির পাত্রে রৌদ্রে পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া লইলে লৌহ ভস্মীভূত হয়। কান্তাদিলৌহ চূর্ণ গেটে দূর্ব্বার রসে ৩ দিন, চিতার রসে ২ দিন এবং গোক্ষুর, ঝিণ্টী, গোমূত্র ও ত্রিফলা ক্কাথ দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ধাইফুলের রসে মর্দ্দিত করতঃ গজপুটে পাক করিয়া লইলে লৌহ ভস্ম হয়। লৌহচূর্ণ ঝিণ্টীপত্র রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোক্ষুর, বনকাঁকরোল, বটের আঁঠা, পুনর্ণবা ও গোমূত্র-সহ এক এক দিন ভাবনা দিয়া গোমূত্রসহযোগে প্রস্তুত ত্রিফলার ক্কাথে

২১ দিন ভাবনা দিবে, পরে ১ দিন ত্রিফলার কাথে মর্দ্দিত করতঃ প্রতিরাত্রিতে ১ বার করিয়া ২১ দিন পুট পাক করিয়া লইলে তিন প্রকার লৌহই ভস্ম হয়। লৌহের ১৬ ভাগ মাক্ষিক ও মনঃশিলা এবং হরিদ্রা ও মরিচ কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লৌহপাত্র মর্দ্দন করিয়া তপ্ত করতঃ লৌহদণ্ড দ্বারা কুটিয়া ত্রিফলার কাথসহ পেষণ পূর্ব্বক অন্ধমূষায় গজপুটে পাক করিয়া লইলে লৌহ ভস্ম হয়।

তিন্দুকলস্য মজ্জাভির্লিপ্ত্বা স্থাপ্যাতপে খরে ॥
ধারয়েৎ কাংস্যপাত্রস্থং দিনৈকেন পুটত্যলম্।
লেপাং পুনঃ পুনঃ কুর্য্যাদ্দিনান্তাস্তং প্রলেপয়েৎ ॥
ত্রিফলাকাথসংযুক্তং দিনৈকেন মৃতস্তবেৎ ॥
স্থাল্যাং বা লোহপাত্রে বা লৌহদর্ব্যা বিলোড়য়েৎ ॥
পাচয়েৎ ত্রিফলাকাথে দিনৈকং লোহচূর্ণকম্।
তৎপিণ্ডং ত্রিফলাতোয়ৈঃ পিষ্ট্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ ॥
ষোড়শাংশেন মূষায়াং নির্বাতেঽহর্নিশং পচেৎ।
এবং ত্রিধা প্রকর্ত্তব্যং স্থালীপাকং পুটান্তরম্ ॥
ভৃঙ্গ্যাদ্রাবং তালমূলী হস্তীকর্ণস্য মূলকম্।
শতাবরী বিদার্য্যাশ্চ মূলকাথে চ ত্রৈফলে ॥
পিষ্ট্বা তৎ পূর্ব্ববৎ স্থাল্যাং পাচ্যং পেষ্যং পুটেৎ ত্রিধা।
ততঃ পুনর্নবাতোয়ৈর্দশমূলকষায়কৈঃ ॥
বৃহত্যাশ্চ কষায়ৈর্বা বীজপূরস্য তোয়তঃ।
ব্রহ্মবীজস্তথা শিগ্রুকাথে গোপয়লাপি বা ॥
প্রত্যেকেন প্রপেষ্যাদৌ পূর্ব্ববগর্ত্তপুটে পচেৎ।
ভাবয়েত্তু দ্রবেণৈব পুটান্তে যামমাত্রকম্ ॥

প্রত্যেকেন ক্রমাদেব পিষ্ট্বা পুটৈশ্চ ভাবয়েৎ।
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ কান্তং তীক্ষ্ণঞ্চ মুণ্ডকম্॥
সর্ব্বমেতন্মৃতং লৌহং ধ্মাতব্যং মিত্রপঞ্চকৈঃ।
যত্নেবং স্যান্নিরুত্থানং সেব্যং বারিতরং ভবেৎ॥

লৌহপত্র গাবের মজ্জাদ্বারা লেপিয়া কাংস্যপাত্রে আতপে শুষ্ক করতঃ একদিন পুটপাক করিয়া পুনঃপুনঃ গাবের মজ্জাদ্বারা লেপিয়া পুটপাক করতঃ ত্রিফলাকাথে লেপিয়া লইলে লৌহ ভস্ম হয়। লৌহচূর্ণ স্থালীমধ্যে বা লৌহপাত্রে করিয়া ত্রিফলার কাথসহ লৌহের হাতা দ্বারা একদিন নাড়িয়া পাক করিয়া পিণ্ডাকৃতি করতঃ ত্রিফলার কাথসহ পেষণ পূর্ব্বক ষোড়শাংশ মূষামধ্যে পূরিয়া রাত্রিদিনে ৩ বার স্থালীপাক করিবে, পরে বটের ঝুরী, তালমূলী, হস্তিকর্ণপলাশের মূল, শতাবরী, ভূইকুমড়ারমূল ও ত্রিফলার কাথসহ পেষণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ৩ বার স্থালীপাক করিয়া পুনর্ব্বার পুনর্ণবাররস, দশমূলকাথ, ব্যাকুড়কাথ, ছোলঙ্গনেবুর রস, ব্রহ্মবীজ, সজিনাকাথ ও গোমূত্র ইহাদের প্রত্যেকের সহ একবার করিয়া ১ দিন পুটদ্বারা স্থালীপাক করিলে কান্তাদি ত্রিবিধ লৌহই ভস্ম হয়। সর্ব্বপ্রকার মৃতলৌহ মিত্রপঞ্চক দ্বারা দগ্ধ করিলে যদি নিরুত্থিত হয়, তবে তাহা সেবনে বিশেষ ফল হয়।

অথ মতান্তরম্।

মধ্বাজ্যমৃতলৌহঞ্চ সরূপ্যসংপুটে ক্ষিপেৎ।
রুদ্ধা ধ্মাপ্য তু সংগ্রাহ্যং রূপ্যঞ্চ পূর্ব্বমানকম্॥
তদা লৌহং মৃতং বিদ্যাদমৃতং মারয়েৎ পুনঃ॥

মধু, ঘৃত ও মৃতলৌহ অথবা রৌপ্য মূষামধ্যে পূরিয়া পুটপাক করিয়া লইলে উহা ভস্ম হয় জানিবে, যদি একবার পুটপাকে ভস্ম না হয়, তবে পুনর্ব্বার পাক করিয়া লইবে।

অথ শোধনমাহ।

গন্ধকং তু মৃতং লোহং তুল্যং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ।
দিনৈকং কন্যকাদ্রাবৈ রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ॥
ইত্যেবং সর্ব্বলোহানাং কর্ত্তব্যোঽয়ং নিরুপিতঃ॥

গন্ধক এবং মৃতলোহ খলে ১ দিন ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দিত করিয়া গজপুটে পাক করিয়া লইলে সর্ব্বপ্রকার লৌহ শোধিত হয় জানিবে।

অথ সিদ্ধমতে লৌহমারণমাহ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং কৃত্বা খল্লে তু কজ্জলীম্।
দ্বয়োঃ সমং লৌহচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ॥
যামদ্বয়াৎ সমুদ্ধৃত্য তদ্‌গোলং তাম্রপত্রকে।
আচ্ছাদ্যৈরণ্ডপত্রৈশ্চ যামার্দ্ধেঽত্যুষ্ণতাং ব্রজেৎ॥
ধান্যরাশৌ ন্যসেৎ পশ্চাৎ ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ।
সংপিষ্য গালয়েদ্বস্ত্রে সত্যো বারিতরং ভবেৎ॥
কান্তং তীক্ষ্ণং তথা মুণ্ডং নিরুত্থং জায়তে মৃতম্।
স্বর্ণাদীন্মারয়েদেবং চূর্ণীকৃত্বা তু লোহবৎ॥
সিদ্ধযোগমিদং খ্যাতং সিদ্ধানাং সংমুখাগতম্।
অমৃতমায়সান্তং সর্ব্বরোগজ্বরাপহং॥
ত্রিফলারসসংযুক্তং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
মৃতানি লোহানি বশীভবন্তি নিঘ্নন্তি যুক্ত্যাখিলাময়ানি।
অভ্যাসযোগাদ্দৃঢ়যোগসিদ্ধং কুর্ব্বন্তি রুক্‌মৃত্যুজরাবিনাশম্॥

১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া তৎসহ উভয়ের সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ২ প্রহর ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দিত করতঃ পিণ্ডাকৃতি করিবে, পরে ঐ গোলকটী তাম্রপত্রে

সংস্থাপন পূর্ব্বক শীতল হইলে ধান্যরাশিতে ৩ দিন রাখিয়া বস্ত্র দ্বারা গালিয়া লইলে উহা ভস্ম হয়। এবম্প্রকারে সর্ব্বপ্রকার লৌহ ও স্বর্ণাদি ভস্মীভূত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে। সর্ব্ববিধ লৌহভস্ম সর্ব্বরোগনাশক হয় এবং উহা প্রত্যহ সেবন করিলে রোগ, জরা ও মৃত্যু বিনষ্ট হয়।

অথ মৃতলোহস্যামৃতীকরণমাহ।

তোয়াষ্টভাগশেষেণ ত্রিফলাপলপঞ্চকম্।
ঘৃতং ক্বাথস্য তুল্যাং স্যাচ্চূর্ণতুল্যং মৃতায়সম্॥
পাচয়েৎ তাম্রপাত্রে চ লৌহদর্ব্যা বিচালয়েৎ।
মৃদ্বগ্নিনা পচেত্তাবদ্‌যাবজ্জীর্য্যাতি গন্ধকম্॥
লৌহতুল্যা শিবা যোজ্যা স্বপক্কস্যৈব তারয়েৎ।
যোগবাহমিদং খ্যাতং মৃতলৌহং মহামৃতম্॥
এবং কান্তস্য তীক্ষ্ণস্য মুণ্ডস্যাপি বিধিক্রমঃ।
গুড়স্য কুড়বে পক্কং লৌহভস্ম পলান্বিতম্।
কোলপ্রমাণং রোগেষু তচ্চ যোগেন যোজয়েৎ॥
ঘৃতং তুল্যং মৃতং লৌহং লোহপাত্রে গতং পচেৎ।
জীর্ণে ঘৃতং সমাদায় যোগবাহেষু যোজয়েৎ॥

ওঁ অমৃতেন ভক্ষয়ায় নমঃ।
অনেন মন্ত্রনা লৌহং ভক্ষয়েৎ।

আয়ুর্বীর্য্যং বলং দত্তে পাণ্ডুমেহাদিকুষ্ঠজিৎ।
আমবাতহরং লৌহং বলীপলিতনাশনম্॥

৫ পল ত্রিফলা ৮ ভাগ জলসহ পাক করিয়া অষ্টমাংশ থাকিতে ৪ ভাগ ক্বাথসহ সমভাগ ঘৃত ও লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গন্ধকসহ

মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া লইবে। গন্ধক জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিবে এবং উহাতে লৌহের সমান হরীতকী দিবে। এবম্প্রকারে লৌহ অমৃতীভূত হয়। অর্দ্ধসের গুড়সহ ১ পল লৌহভস্ম পাক করিয়া কুল প্রমাণ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয়। সমভাগ ঘৃতসহ লৌহভস্ম পাক করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। "ওঁ অমৃতেন ভক্ষযায় নমঃ" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া লৌহ সেবন করিবে। লৌহভস্ম—আয়ু, বীর্য্য ও বল প্রদান করে এবং ইহা দ্বারা পাণ্ডু, মেহ, কুষ্ঠ, আমবাত ও বলীপলিত নিবারণ করে জানিবে।

অথোপলোহানাং শোধনমারণমাহ।

ত্রিক্ষারং পঞ্চলবণং সপ্তধাম্লেন ভাবয়েৎ॥
কাংস্যাবঘোষপত্রাণি তিলকল্কেন লেপয়েৎ।
রুদ্ধা গজপুটে পচ্যাৎ শুদ্ধিমায়ান্তি নান্যথা॥
তাম্রবৎ মারণং তেষাং কৃত্বা সর্ব্বত্র যোজয়েৎ।
কাংস্যং কষায়মুষ্ণঞ্চ লঘু রুক্ষঞ্চ তিক্তকম্॥
কফপিত্তরুজং হন্তি দৃঢ়দেহায়ুর্বর্দ্ধনম্।
রীতিকাযুগলং রুক্ষমতিক্তলবণং সর্ব্বং॥
শোধনং সর্ব্বরোগঘ্নং বলবীর্য্যায়ুর্বর্দ্ধনম্॥

ত্রিক্ষার ও পঞ্চলবণ কাঁজি দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহা তিলকল্ক দ্বারা কাঁসা ও পিতলপত্র লেপিয়া গজপুটে পাক করিলে শুদ্ধ হয়, পরে উহা তামার ন্যায় ভস্ম করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। কাঁসা ভস্ম—কষায়, উষ্ণ, লঘু রূক্ষ, তিক্ত, কফপিত্তরোগ নাশক, দেহ দৃঢ়কারক ও আয়ুর্বর্দ্ধক। পিতলভস্ম রূক্ষ. অল্পতিক্ত, লবণাত্মক সর্ব্বরোগ নাশক এবং বল, বীর্য্য ও আয়ুর্বর্দ্ধন করে।

অথ মণ্ডূরসংস্কারঃ।

অঙ্গারে ধমেৎ কিট্টং লৌহজঞ্চ গবাং জলৈঃ।
সেচয়েদক্ষপত্রৈশ্চ সপ্তবারং পুনঃ পুনঃ॥
মণ্ডূরোহয়ং সমাখ্যাতঃ শুদ্ধং শ্লক্ষ্ণং নিযোজয়েৎ।
কিট্টাচ্ছতগুণং মুণ্ডং মুণ্ডাৎ তীক্ষ্ণং শতাধিকম্।
তীক্ষ্ণাল্লক্ষগুণং কান্তং ভক্ষণাৎ কুরুতে গুণম্॥
তস্মাৎ কান্তং সদা সেব্যং জরামৃত্যুহরং পরম্॥

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্রনিত্যনাথসিদ্ধবিরচিতে রসরত্নাকরে রসখণ্ডে
কান্তাদিকিট্টমারণং নাম নবমোপদেশঃ।

লৌহকিট্ট চূর্ণ করিয়া ৭ বার গোমূত্রে ফেলিয়া লইলে মণ্ডূর হয়। লৌহ কিট্ট অপেক্ষা মণ্ডূর শতগুণ, মণ্ডূর অপেক্ষা তীক্ষ্ণলৌহ (ইস্পাৎ) শতগুণ এবং তীক্ষ্ণলৌহ অপেক্ষা কান্ত লৌহ লক্ষগুণ অধিক উপকারী জানিবে। একারণ জরা ও মৃত্যুনাশক কান্ত লৌহ সেবন কর্ত্তব্য জানিবে।

ইতি শ্রীপার্ব্বতী পুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত রসরত্নাকরে রসখণ্ডে
কান্তাদি কিট্টমারণ নামক নবমোপদেশ সমাপ্ত।

অথ নানাবিধানি তৈলপাতনান্যাহ।

তৈলানাং পাতনং বক্ষ্যে সূর্য্যপাকেঽপ্যথানলে॥
যন্ত্রযোগেন যত্তৈলং গ্রাহ্যং যোগেষু যোজয়েৎ।
ধুস্তূরবীজচূর্ণানি বস্ত্রপূতানি কারয়েৎ॥

আলিপ্য কাংস্যপাত্রন্তু ধারয়েদাতপে খরে।
সুতপ্তং বস্ত্রপূতঞ্চ পাতয়েত্তৈলমাহরেৎ॥
শিগ্রুপুষ্করবীজানাং বীজস্য মার্কজস্য চ।
গ্রাহ্যং ধুস্তুরবত্তৈলং এবৈকেকস্য পৃথক্ পৃথক্।
যথা ধুস্তুরজং তৈলং ক্বাথাদ্‌ঘর্ম্মে সমুদ্ধৃতম্॥
তথা সর্ব্বত্র তৈলানি সংগ্রাহ্যান্যৌষধান্তরৈঃ।
অঙ্কোটস্যাপি তৈলং স্যাৎ কাকতুণ্ড্যা সমূলয়া॥
বাকুচী দেবদাল্যাশ্চ কর্কোটীমূলতো ভবেৎ।
অপামার্গকষায়েণ তৈলং স্যাদ্বিষতুণ্ডজম্॥
মূলক্বাথৈঃ কুমার্য্যাস্তু তৈলং জৈপালজং ভবেৎ।
ক্বাথেন রক্তমার্গস্য বাকুচী তৈলমাহরেৎ॥
ক্বাথেন চেন্দ্রবারুণ্যাস্তৈলমারগ্বধং ভবেৎ।
কাকতুণ্ড্যাপামার্গোত্থক্বাথাত্তৈলং সমাহরেৎ॥
বীজানি কটুতুম্ব্যাশ্চ গোময়েন বিলোড়য়েৎ।
শুষ্কং ধান্যতুষৈঃ সার্দ্ধং কুট্টয়েচ্চ উদূখলে॥
নিস্তুষং তং বিচূর্ণ্যাথ ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সহ।
মর্দ্দয়িত্বাতপে তৈলং গৃহ্ণীয়াৎ পীড়নে সতি॥
কৃষ্ণায়াঃ কাকতুণ্ড্যাশ্চ বীজং চূর্ণানি কারয়েৎ।
কান্তপাষাণচূর্ণঞ্চ একীকৃত্য নিরোধয়েৎ॥
ধান্যরাশিগতং পক্ত্বা উদ্ধৃতে তৈলমাহরেৎ।
ধাত্রীফলরসৈর্ভাব্য চূর্ণং পাষাণবীজকম্॥
দিনৈকঞ্চ ততো যন্ত্রে তৈলং গ্রাহ্যঞ্চ তৈলকে।
গুঞ্জাকরঞ্জফলঞ্চ নরমূত্রেণ ভাবয়েৎ॥

সপ্তবারং ততো ঘর্ম্মে লেপয়েৎ কাংস্যভাজনং।
উদ্ধৃত্য ধারয়েদ্ঘর্ম্মে তৈলং পততি পীড়নাৎ ॥
বর্দ্ধমানারনালেন পিষ্ট্বা চূর্ণং বিভাবয়েৎ।
জ্যোতিষ্মত্যুত্থবীজানি আতপে তৈলমাহরেৎ ॥
পুত্রঞ্জীবস্য বীজানাং চূর্ণমগস্তিবীজজম্।
আম্রাতবৎ প্রকর্ত্তব্যং ততস্তৈলং পৃথক্ পৃথক্ ॥
নারিকেলাম্বুনা ভাব্যং বিল্ববীজস্য চূর্ণকম্।
দিনৈকং তৈলযন্ত্রেণ তৈলমাকৃষ্য যোজয়েৎ ॥
নিস্তুষাঙ্কোলবীজানাং মুখং কিঞ্চিদ্বিঘর্ষয়েৎ।
প্রলেপয়েৎ কাংস্যপাত্রে পিষ্ট্বা চণকলেপনে ॥
তন্মুখং টঙ্কণং চূর্ণং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রলেপয়েৎ।
ধারয়েদাতপে তীব্রে মুখাত্তৈলং সমাহরেৎ ॥
সমীচূর্ণং সমং পিষ্ট্বা চ্ছিদ্রভাণ্ডে নিবেশয়েৎ।
ছিদ্রাধঃ স্থাপয়েদ্ভাণ্ডং চ্ছিদ্রকেশঞ্চ দাপয়েৎ ॥
জলেন সেচয়েদ্দ্রব্যং ছিদ্রাধো গ্রাহয়েচ্চ তম্।
তন্মধ্যে ঘৃতকেশস্য ক্ষিপেদূর্দ্ধং পুটং শনৈঃ।
তৎক্ষণাদ্দ্রবরূপঞ্চ কেশতৈলমিদং ভবেৎ ॥
অপক্কভানুপত্রাণাং রসমাদায় ভাবয়েৎ।
সমস্তং বীজচূর্ণঞ্চ উক্তানুক্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥
আতপে মুচ্যতে তৈলং সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
তথৈবোত্তরবারুণ্যাঃ কষায়েণ সমাহরেৎ ॥
তৈলং সমস্তবীজানাং গ্রাহয়েদাতপে খরে।
সর্ব্ববীজাস্থিমাংসানাং শুষ্কং পিষ্ট্বা হ্যনেকধা ॥

সর্ব্ববীজেষু বা তৈলং গ্রাহ্যং পাতালযন্ত্রকে।
বংশাদি সর্ব্বকাষ্ঠানাং নারীকেল-কপালকম্॥
তুষধান্যাদিবীজানাং গর্ভযন্ত্রেণ তৈলকম্॥
গ্রাহয়েৎ সর্ব্ববীজানাং তচ্চ যোগেষু যোজয়েৎ॥

সূর্য্যপাকের ও অগ্নিপাকের তৈলপাতন বলা যাইতেছে। যন্ত্রপাকে প্রস্তুত তৈলই সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য। ধুতুরার বীজচূর্ণ বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া মূলসহ রাখালশশার ক্বাথে বিলোড়িত করিয়া তদ্দ্বারা কাংস্যপাত্র লেপিয়া প্রখর রৌদ্রে সন্তপ্ত করতঃ বস্ত্র দ্বারা গালিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। সজিনাবীজ পুষ্করবীজ ও সোমরাজবীজ, ইহাদের তৈলও ধুস্তুরের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া লইবে। সমূল কেউয়াঠুঠীর ক্বাথ দ্বারা আক্রোট, সোমরাজী, ঘোষালতা ও বনকাঁকরোলমূলের তৈল, অপমার্গের ক্বাথ দ্বারা বিষতুণ্ডের তৈল, ঘৃতকুমারীমূলের ক্বাথ দ্বারা জয়পালের তৈল; রক্তাপামার্গের ক্বাথ দ্বারা সোমরাজীর তৈল, রাখালশশার ক্বাথ দ্বারা সোণালুবীজের তৈল ও অপামার্গের ক্বাথ দ্বারা কাকজঙ্ঘার তৈল প্রস্তুত করিয়া লইবে। তিৎলাউয়ের বীজ গোময়সহ আলোড়িত করিয়া শুষ্ক করতঃ ধানের তুষসহ উদূখলে কুটিবে, পরে নিস্তুষকরতঃ চূর্ণ করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে বস্ত্রে পীড়ন করিয়া লইলে তৈল নির্গত হয় জানিবে। পিপুল দানা. কেউয়াঠোটীর বীজ ও কান্তপাষাণ একত্র চূর্ণ করতঃ ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া পাক করিয়া লইলে তৈল নির্গত হয়। পাষাণবীজচূর্ণ আমলকীফলের রসে ভাবনা দিয়া একদিন যন্ত্রে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তৈল গ্রহণ করিবে। গুঞ্জা ও করঞ্জ ফল ৭ বার নরমূত্রে ভাবিত করিয়া তদ্দ্বারা কাংস্যপাত্র লেপিয়া রৌদ্রে রাখিয়া পীড়ন করিলে তৈল বাহির হয়। এরণ্ডবীজ কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক তাহা চূর্ণ করিয়া এবং জ্যোতিষ্মতী বীজ, পুত্রঞ্জীব বীজ ও বককুলের বীজ চূর্ণ করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া পৃথক্ পৃথক্ তৈল নির্গত

করা যায়। বিল্ববীজ নারিকেল জলে ভাবনা দিয়া ১ দিন তৈলযন্ত্রে নিষ্পীড়িত করিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। নিস্তুষ আকরোটের বীজের মুখ কিঞ্চিৎ ঘর্ষণ করিয়া কাংস্যপাত্রে রাখিয়া চনক ঝাটা দ্বারা লেপন পূর্ব্বক ইহার মুখ সোহাগা চূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া তীব্র আতপে রাখিলে তাহার মুখ হইতে তৈল নির্গত হয়। সমীবীজ পেষণ পূর্ব্বক একটী ছিদ্রযুক্ত ভাণ্ডমধ্যে রাখিবে এবং ঐ ছিদ্রমধ্যে কেশ রাখিবে এবং জল সেচন পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ পুট পাক করিবে, এবম্প্রকারে কেশতৈল হয়। সর্ব্বপ্রকার বীজচূর্ণ কাঁচা আকন্দ পাতার রসে ভাবিত করিয়া আতপে রাখিলে তৈল নির্গত হয়। রাখালশশার কাথে বীজচূর্ণ ভাবনা দিয়া প্রখর আতপে রাখিলেও তৈল নির্গত হয়। সর্ব্বপ্রকার বীজের অস্থি, মজ্জাদি পেষণ পূর্ব্বক শুষ্ক করতঃ পাতালযন্ত্র দ্বারা তৈল গ্রহণ করিবে। বংশাদি সর্ব্বকাষ্ঠ, নারিকেল মালা এবং তুষ, ধান্যাদি বীজ সকলের তৈল গর্ভযন্ত্র দ্বারা নির্গত করিয়া লইবে।

অথান্যমূলিকাবিধিমাহ।

বৎসনাভং বিষং স্বাদু দীপনং কফবাতজিৎ।
ত্রিদোষশমনং যোগযুক্তং সুধাময়ং ভবেৎ॥
বৃংহণং বলবীর্য্যস্য বাড়বাগ্নিশতোপমম্।
সন্নিপাতপ্রতীকারে প্রভাবঃ প্রভবোঽস্য হি॥
উদ্ধৃতং ফলপাকান্তে নবং স্নিগ্ধং ঘনং গুরু।
অব্যাপকং বিষহরং বাতাতপবিশোষিতম্॥
রক্তসর্ষপতৈলেন লিপ্তবাসসি ধারয়েৎ।
অথবাপি যথা প্রাপ্তং বিষং গোমূত্রসংযুতম্॥

আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং নিহতং বীর্য্যধৃক্ ভবেৎ।
মৃতং সূতাভ্রকং লৌহং বিষঞ্চ তুল্যবীর্য্যকম্॥
তস্মাদ্বিষং যোগবাহে যোজ্যং যোগে রসায়নে।
তানি চৈব তু মানানি অষ্টৌ ষড়্বা চতুর্থকান্॥
মাত্রাত্রয়ং সমাখ্যাতমুত্তমাধমমধ্যমম্।
দাতব্যং সর্ব্বরোগেষু ঘৃতাশিনে হিতাশিনে॥
ক্ষীরাশিনে প্রদাতব্যং রসায়নবতে নরে।
ন ক্রোধিতে ন পিত্তাঢ্যে ন ক্লীবে রাজযক্ষ্মণি॥
ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমকর্ম্মাধ্বশোষিণে ক্ষয়রোগিণে।
গর্ভিণী-বালবৃদ্ধেষু ন বিষং রাজমন্দিরে॥
ন দাতব্যং ন ভোক্তব্যং বিসম্বাদে কদাচন।
আচার্য্যেণ তু ভোক্তব্যং শিষ্য-প্রত্যয়কারকম্॥
অনেন মন্ত্রেণ মর্দ্দয়েৎ ভূমৌ ন স্থাপয়েৎ।
অমৃতমিতি বদেদিতি ক্রমোঽয়ম্।
ওঁ সিদ্ধিগুরুভ্যো নমঃ।
পরমগুরুভ্যো নমঃ।
পরাপরগুরুভ্যো নমঃ।
পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ।

নবরগঞ্জনী কালগঞ্জনী ঝঙ্কারে বেসজব আনিমন্ত্রে বড়বাগ্নিকুণ্ড হুং ভক্ষন্ততোগৃজামি নাগলোক উঊথাকালকুট্টং তথা উপজিনা এবঘট্টয়া হিরে বিষমাটীহোঃ জাহিরে বিশোবটহোঃ ঈশ্বরমহদেবস্ত্রী আজ্ঞায়ো বা ভক্তি গুরু কীশক্তি।

বারত্রয়ং পঠিতব্যম্।

ততো দ্রব্যান্তরেণ মেলকম্।
ইতি প্রজ্ঞা সরস্বতীমতম্॥

বৎসনাভ বিষ, মধুর, দীপক, কফবাতঘ্ন, ত্রিদোষঘ্ন, ঔষধযোগে সুধাতুল্য, বৃংহণ, বলবীর্য্যবর্দ্ধক এবং সন্নিপাত রোগে (বিকারে) মহোপকারী। ফলপাকান্তে নূতন স্নিগ্ধ পুরু ভারী অব্যাপক বিষনাশক বাতাতপশোষিত বৎসনাভ বিষ গ্রহণ করিবে। বিষ সর্ষপতৈললিপ্ত বস্ত্রে বান্ধিয়া অথবা গোমূত্রসহ মিশ্রিত করতঃ ৩ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে, উহা নিস্তেজ ও বীর্য্যধারক হয়। মারিত পারদ, অভ্র, লৌহ ও বিষ প্রত্যেকে সমবীর্য্য বলিয়া জানিবে। একারণে বিষ যোগবাহ যোগে ও রসায়ন কার্য্যে প্রয়োগযোগ্য। ইহার মাত্রা, উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে ৮,৬ ও ৪ জানিবে। সর্ব্বরোগে হিতাহারী ঘৃত দুগ্ধসেবী রসায়ন যুক্ত ব্যক্তির প্রতি ইহা প্রয়োগ করিবে। ক্রুদ্ধ, পিত্তরোগী, ক্লীব, রাজযক্ষ্মী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রম ও পর্য্যটন দ্বারা ক্ষীণ, ক্ষয়রোগী, গর্ভিণী, বালক, বৃদ্ধ, এই সকল ব্যক্তির প্রতি এবং রাজমন্দিরে ও বিসম্বাদ স্থলে কদাচ বিষ ভক্ষণ বা প্রদান করিবে না। শিষ্যের প্রত্যয় হেতু আচার্য্য কর্ত্তৃক বিষ সেব্য বলিয়া জানিবে। নিম্নলিখিত "অমৃতমিতি—কীশক্তি।" মন্ত্রটী তিনবার পাঠ পূর্ব্বক বিষ মর্দ্দন পূর্ব্বক ভূমিতে না রাখিয়া অন্যদ্রব্য সহ মিলিত করিবে।

শক্তুকং মুস্তকং শৃঙ্গী বালকং সর্ষপাহ্বয়ম্।
বৎসনাভঞ্চ কূর্ম্মশ্চ শ্বেতশৃঙ্গী তথাষ্টমম্॥
ইত্যষ্টৌ যোজয়েৎ যোগে কালকূটাদি বর্জ্জয়েৎ।
কালকূটং মেষশৃঙ্গী জ্বালবেক দর্দুরম্॥
কর্কটং মর্কটং গ্রন্থি হারিদ্রং রক্তশৃঙ্গকম্।
কেশরং কম্বকেন্দি বর্জ্জনীয়ং ভিষগ্বরৈঃ॥

শক্তুকাস্থান্ প্রযুঞ্জীত সর্ব্বরোগে রসায়নে।
এতদ্বিষং জাতিচতুষ্টয়ঞ্চ বিচার্য্য যোজ্যং ভিষগুত্তমেন ॥
যথা।—বিপ্রো রক্ষতি যৌবনং নরপতিস্তদ্ভূতলে পালতাম্
বৈশ্যঃ কুষ্ঠবিনাশনে চ কুশলঃ শূদ্রো হরেজ্জীবনম্।
তস্মাচ্চাপি ভিষগ্বরেণ নিপুণৈস্তদ্বেদিনা ভাবয়েৎ
কুর্য্যাদেব ততো বিষং নৃপবরো মৃত্যুঞ্জয়ায় ক্ষিতৌ ॥
শ্বেতা বা যদি বা পিঙ্গা মধুরা উষরাপি বা।
লোমশা ব্রহ্মজাতিঃ স্যাৎ ক্ষত্রজাতিস্তু লোহিতা ॥
পীতা বা মধুরা কিঞ্চিৎ বৈশ্যজাতিস্তু ধূসরা।
কৃষ্ণা শুদ্রস্য দৃশ্যতে এতেষাঞ্চ ভিষগ্বরৈঃ ॥
ক্ষীরং সংপূর্য্য ভাণ্ডেপি বিষং দত্ত্বা বিচিন্তয়েৎ।
জায়তেঽপি যদা বর্ণং তদা জাতিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্।
ব্রহ্মক্ষত্রবিট্ শূদ্রাণাং জ্ঞাতব্যো জাতিনির্ণয়ঃ ॥
ক্ষিপ্তং দুগ্ধে বিষং বৈদ্যো জানীয়াৎ ক্রমশো যদি।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং চোঞ্চত্বমেব চ ॥

শক্তুক, মুস্তক, শৃঙ্গী, বালক, সর্ষপাহ্বয়, বৎসনাভ, কূর্ম্ম এবং শ্বেতশৃঙ্গী নামক ৮ প্রকার বিষ ঔষধযোগে ব্যবহার্য্য। আর কালকূট, মেষশৃঙ্গী, হলাহল, দর্দ্দুর, কর্কট, মর্কট, হারিদ্র, রক্তশৃঙ্গক, গ্রন্থি এবং কেশবনামক ১০ প্রকার বিষ অব্যবহার্য্য বলিয়া জানিবে। শক্তুকাদি ৮ প্রকার বিষ সর্ব্ব রোগে ও রসায়নে প্রয়োগ করিবে। এই বিষ ব্রাহ্মণাদি জাতি ভেদে ৪ প্রকার। ব্রাহ্মণ বিষ যৌবন রক্ষা করে, ক্ষত্রিয়বিষ ভূতলে পালন কার্য্য করে, বৈশ্যবিষ কুষ্ঠনাশক এবং শূদ্রবিষ প্রাণনাশক বলিয়া জানিবে। যে বিষ শ্বেত, পিঙ্গলবর্ণ, মধুর, উষর ও

লোমশ তাহা ব্রাহ্মণজাতি। যে বিষ লোহিতবর্ণ বা পীতবর্ণ এবং মধুরবসাত্মক, তাহা ক্ষত্রিয়। যে বিষ ধূসরবর্ণ তাহা বৈশ্যজাতি এবং যে বিষ কৃষ্ণবর্ণ তাহা শূদ্র জাতীয় বিষ জানিবে। একটী ভাঁড়ে দুগ্ধ পূরিয়া তাহাতে বিষ নিক্ষেপ করিয়া সেই দুগ্ধ অথবা তজ্জনিত দধি উক্ত হইয়া সাদা থাকিলে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হইলে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হইলে বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রজাতীয় বিষ বলিয়া জানিবে।

গ্রন্থান্তরে।

তুল্যেন টঙ্কণেনৈব ম্রিয়তে পেষণাদ্বিষম্।
বিষেষু জঙ্গমাখ্যেষু বিষং নাগভবং হিতম্।
ইদমেব মহাশ্রেষ্ঠং ত্রিদোষক্ষপণং ক্ষণাৎ॥
দীপনং কুরুতে সদ্যো বড়বাগ্নিশতোপমম্।
সন্নিপাতপ্রতীকারে প্রভাবঃ প্রভবো হি সঃ॥

সমভাগ সোহাগা সহ বিষ পেষণ করিয়া উহা মৃত হয়। জঙ্গম বিষের মধ্যে সর্প বিষই উপকারী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ত্রিদোষ নাশক, অগ্নিদীপক এবং অগ্নিপাকে অতীব ফলদায়ক জানিবে।

রসেন্দ্রচূড়ামণৌ।

নাগোদ্ভবং যথাপ্রাপ্তং বিষং গোমূত্র-সংযুতম্।
আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং নিহিতং বীর্য্যধৃক্ ভবেৎ॥
অতিমাত্রং যদা ভুঙ্‌ক্তে তদাজ্যং টঙ্কণং পিবেৎ॥
রজনী মেঘনাদা বা সর্পাক্ষী বা ঘৃতান্বিতা॥
লিহেদ্বা মধুসর্পির্ভ্যাং চূর্ণিতামর্জুনত্বচম্।
পুত্রজীবকমজ্জাং বা পিবেদ্বা নিম্বকদ্রবম্॥
এবং বিষবিধিঃ খ্যাতঃ প্রয়োগঞ্চ বদাম্যহম্।
বিষং ত্রিকটুকং মুস্তং হরিদ্রা নিম্বপত্রকম্॥

বিড়ঙ্গমষ্টমং চূর্ণং ছাগমূত্রৈঃ সমং সমম্।
চণকাভা বটী খ্যাতা সাঙ্গজয়া যোগবাহিকা॥
বিষং পাঠাশ্চ গন্ধাশ্চ বলাতালীশ-পত্রকম।
মরিচং পিপ্পলী নিম্বমজা-মূত্রেণ তুল্যকম্।
বটিকা পূর্ব্ববৎ কার্য্যা বটিকা যোগবাহিকা।
নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহং সফেনং লোমহর্ষণম্॥
শোষশ্চৈবাতিসারঞ্চ কুরুতে জঙ্গমং বিষম্।
স্থাবরন্তু জ্বরং হিক্কাং দন্তহর্ষং গলগ্রহম্॥
ফেন-চর্দ্দ্যরুচি-শ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ কুরুতে বিষম্।
ন জানাতি যদা মন্ত্রী বিষং ভক্ষয়েচ্চিকিৎসিতম্॥
বিষমেব তদাদায় মন্তজতাম্বুনিধাবিব।
তস্মাদ্‌যত্নেন সংরক্ষেদ্রাজা বিষচিকিৎসকম্॥

প্রথমং বহ্নি খর্পরিকায়াং মনাক্ দগ্ধ্বা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রেণ নির্বিষং বিধায় গৃহ্ণীয়াদিতি।

অমৃতশুদ্ধিঃ।

ভগবন্ শিবাধিকারিন্ বিষন্নাস্তি অনেন একাদশবারাভি-মন্ত্রিতং কুর্য্যাৎ॥

চরীধরেবিষ মাটীহোই অনেন সপ্তাভিমন্ত্রিতং কুর্য্যাৎ॥

সর্পবিষ গোমূত্রসহ রৌদ্রে ৩ দিন রাখিলে উহা বীর্য্যবান হয়। যখন বিষ অধিকমাত্রায় সেবন করিবে, তখন ঘৃতসহ সোহাগা, হরিদ্রা, নটেশাক বা সর্পাক্ষী অথবা মধু ও ঘৃতসহ অর্জ্জুনবৃক্ষের ছালচূর্ণ কিংবা নিম্বকাথসহ জিয়াপুতার মজ্জা সেবন করিবে। বিষ, ত্রিকটু, মুথা, হরিদ্রা, নিমপাতা ও ঝিঙে ইহাদের চূর্ণ ছাগমূত্রসহ পেষণ পূর্ব্বক চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে; ইহাকে যোগবাহিকা জয়া বটী কহে। বিষ, আকনাদী, গন্ধক, বেড়েলা, তালীশপত্র, মরিচ,

পিপুল ও নিমপাতা, ইহাদের চূর্ণ ছাগমূত্রসহ পেষণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ বটী করিবে। ইহাও যোগবাহিকা। জঙ্গমবিষ—নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, ফেনবমন, লোমহর্ষণ, শোথ ও অতিসার রোগ উৎপাদন করে। এবং স্থাবরবিষ—জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলবেদনা, ফেনবমন, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা জন্মায়। যখন অনভিজ্ঞ মন্ত্রী বিষ ভক্ষণ করিলে তাহার চিকিৎসা করিতে পারে না, তখন সে বিষ গ্রহণ করিয়া যেন অতল সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, একারণ রাজার বিষ-চিকিৎসক রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমবিষ অগ্নিতে খর্পরে রাখিয়া বক্ষ্যমাণ "ভগবন্—নাস্তি" এই মন্ত্র একাদশ এবং "চরীখরে—মাটী-হোই" এই মন্ত্র ৭ বার পাঠ পূর্ব্বক নিস্তেজ ও শোধিত করিয়া লইবে।

অথ পিত্তশুদ্ধিঃ।

নিম্বদ্রবে পিত্তং বারত্রয়ং বিভাব্য প্রক্ষাল্য সংশোধ্য গৃহ্নীয়াদিতি॥

হেমাদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ॥
জত্বাভং মৃদুমৃৎস্নাভং যন্মলং তচ্ছিলাজতু।
অনম্লঞ্চাকষায়ঞ্চ কটু পাকে শিলাজতু॥
নাত্যুষ্ণশীতং ধাতুভ্যশ্চতুর্ভ্যস্তস্য সম্ভবঃ।
হেম্নোঽথ রজতাত্তাম্রাদ্বরং কালায়সাদপি॥
মধুরঞ্চ সতিক্তঞ্চ জবাপুষ্পনিভঞ্চ যৎ।
বিপাকে কটু শীতঞ্চ তৎ সুবর্ণস্য নিঃসৃতম্॥
রাজতং কটুকং শ্বেতং শীতং স্বাদু বিপচ্যতে।
তাম্রাদ্বর্হিণকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণোষ্ণং পচ্যতে কটু॥
যত্তু গুগ্গুলুসঙ্কাশং সতিক্তং লবণান্বিতম্।
বিপাকে কটু শীতঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তদায়সম্॥
গোমূত্রগন্ধঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বে কর্ম্মসু যৌগিকাঃ।
রসায়ন-প্রয়োগেষু পশ্চিমন্তু বিশিষ্যতে॥

যথাক্রমং বাতপিত্তশ্লেষ্মপিত্তে কফে ত্রিষু।
বিশেষেণ প্রশস্যন্তে মলা হেমাদি ধাতুজাঃ॥
লোহঃ কিট্টায়তে বহ্নৌ বিধূমং দহ্যতেঽম্ভসি।
তৃণাদ্যগ্রে কৃতং শ্রেষ্ঠমধোগলতি তন্তুবৎ॥
তদেব পরীক্ষিতস্য শোধনং যথা।

দংশদষ্টৌষধাদি-দোষহরণার্থং মেষশৃঙ্গং ভূর্জ্জপত্রেণ ধূপয়েৎ। ক্বাথদ্রব্যং শিলাজতু সমং চতুর্গুণেন জলং দত্বা চতুর্ভাগাবশেষেণ ভাবয়েদিত্যেকঃ পক্ষঃ, বাভটস্তু অষ্টগুণ-জলদানেনাষ্টাবশেষে পূর্ব্ববত্তুভয়থৈব ব্যবহারঃ।

ভদ্রশিলাজতু ত্রিফলাদশমূলোষ্ণক্বাথেন নিঃক্ষিপ্য কেবলোষ্ণোদকেনাবস্থিতে ঊর্দ্ধীভূতে পদ্মপত্রবৎ সর্ব্বং গ্রাহ্যং ততঃ শিবাগুড়িকোক্তক্রমেণ ভাবনাং দত্বা বিশোধ্য সালসারাদিনা ভাবয়েদযথা।

সালযুগ্মৌ করঞ্জৌ দ্বৌ খদিরং চন্দনদ্বয়ম্॥
গর্দ্ধভাণ্ডোঽর্জ্জুনশ্চৈব লোধ্র-যুগ্মধবাসনাঃ।
শিরীষাগুরু-কালীয়-পূগপূতিককর্কটাঃ॥
সালসারাদিরপ্যেষ গণঃ শ্লেষ্মগদাপহঃ।
মেহ-গুল্মার্শঃ কুষ্ঠাদিমেদঃ-পাণ্ডুরুজাপহঃ॥
এভির্দিবাতপে শোষ্যং রাত্রৌ রাত্রৌ চ ভাবয়েৎ।
দ্রবেণ যাবতা দ্রব্যং একীভূয়ার্দ্রতাং ব্রজেৎ॥
ভবেৎ প্রমাণং নির্দ্দিষ্টং ভিষগ্‌ভির্ভাবনা-বিধৌ।
ভবেদ্দ্রব্যসমং ক্বাথ্যং ক্বাথঞ্চাষ্টাবশেষিতম্॥
তেনার্দ্রসমকৃদ্দ্রব্যং শোষয়েৎ প্রবলাতপে॥

ইতি শিলাজতুশুদ্ধিঃ।

পিত্ত নিম্বপাতার কাথে ৩ বার ভাবনা দিয়া জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে উহা শোধিত হয়। স্বর্ণাদি সূর্য্যসন্তপ্ত গিরি-ধাতু সকল স্রাবিত হইলে তাহাকে শিলাজতু বলে। লাক্ষাসদৃশ ও মৃদু মৃৎস্রাবং স্বর্ণাদির মলকে শিলাজতু বলে। ইহা পাপঘ্ন, অম্লকষায়, পাকে কটু এবং অল্প উষ্ণ ও শীতলগুণ বিশিষ্ট জানিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও কান্ত লৌহ এই ৪ প্রকার ধাতু হইতে শিলাজতু জন্মে। যে শিলাজতু মধুর, তিক্ত, জবাপুষ্পসদৃশ, পাকে কটু ও শীতল, তাহা স্বর্ণজাত। যে শিলাজতু কটু, শ্বেতবর্ণ, শীতল ও বিপাকে মধুর, তাহা রৌপ্যোদ্ভূত। যে শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠসদৃশ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও পাকে কটু, তাহা তাম্রজাত এবং যে শিলাজতু গুগ-গুলুবৎ তিক্ত, লবণাত্মক, বিপাকে কটু এবং শীতল, তাহা লৌহজাত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিলাজতু বলিয়া জানিবে। সমস্ত শিলাজতুই গোমূত্র গন্ধবিশিষ্ট ও যৌগিক, প্রায় সকল কার্য্যযোগেই ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে লৌহজাত শিলাজতু রসায়ন কার্য্যে অতীব প্রশস্ত। স্বর্ণাদি জাত শিলাজতু চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে বাতপিত্ত, শ্লেষ্মপিত্ত, কফপিত্ত ও ত্রিদোষে প্রযোজ্য জানিবে। নির্ধূম অগ্নিতে লৌহ গলাইয়া ঐ কিট্ট পুনরায় গলাইয়া তৃণাদির অগ্রভাগ দ্বারা তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা জলে ফেলিয়া লইলে উত্তম কিট্ট জন্মে, অধোদিকে ফেলিলে যদি সতার ন্যায় হয়, তবে উহা উত্তম কিট্ট বলিয়া জানিবে। উহা দশদষ্ট ঔষধাদি দোষনাশার্থ মেষশৃঙ্গ ও ভূর্জ্জপত্র দ্বারা ধূপিত করিয়া লইবে। কাথ দ্রব্য শিলাজতুর সমান লইয়া চতুর্গুণ অথবা ৮ গুণ জলসহ পাক করিয়া যথাক্রমে চতুর্থাংশ অথবা অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ দ্বারা শিলাজতু ভাবনা দিয়া লইবে। উৎকৃষ্ট শিলাজতু ত্রিফলা, ও দশমূলের উষ্ণ কাথে অথবা কেবল উষ্ণ জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক জলোপরি ভাসমান পদ্মপত্রবৎ সরের ন্যায় শিলাজতু গ্রহণ করিবে। এবং তৎপরে শিবাগুড়িকোক্ত ক্রমদ্বারা ভাবনা দিয়া শোধন পূর্ব্বক পশ্চাৎ সাল-সারাদি কাথের দ্বারা ভাবিত করিয়া লইবে। শাল,

পীতশাল, মাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, গাম্বিকাট, অর্জ্জুন, ধববৃক্ষ, ভূর্জ্জপত্র, লোধ, পাটিয়ালোধ, অসনবৃক্ষ, শিরীষ, অগুরু, কালীয়ক, পূগ, পূতিক ও কর্কট, এই সকলকে স্যালসাবাদি বলে। ইহা শ্লেষ্ম-রোগ, মেহ, গুল্ম অর্শ, কুষ্ঠ মেদ ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ করে। ইহার কাথ দ্বারা রাত্রিতে রাত্রিতে শিলাজতু ভাবনা দিয়া দিনে দিনে রৌদ্রে শুকাইবে। যে পরিমাণে দ্রব বস্তুতে ভাবনা যোগ্য পদার্থ মগ্ন হইয়া আদ্র হয়,তাহাকেই তাহার ভাবনা বিধি জানিবে। কাথ্য দ্রব্য ভাবনা দ্রব্যের সমান এবং কাথ অষ্টমা শাবশিষ্ট জানিবে, উহাদ্বারা আর্দ্র করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

অথ দগ্ধহীরক-শুদ্ধিঃ।

দগ্ধহীরকং যোজ্যং নিক্ষিপ্যাগ্নৌ ধ্মাপয়িত্বা নির্গুণ্ডী-
রসেন সপ্তবারান্ নির্বাপ্য প্রক্ষাল্য গৃহ্নীয়াদিতি।
জায়ন্তে জনপদে বা মরুভুবি গ্রীষ্মেঽর্কতাপার্দ্দিতাঃ
শীতোষ্ণে শিশিরে চ গুগ্গুলু রসং মুঞ্চন্তি তে পঞ্চধা।
হেমাভং মহিষাক্ষতুল্যমপরং তৎপদ্মরাগোপমং
ভৃঙ্গাভং কুমুদদ্যুতিঞ্চ বিধিনা গ্রাহ্যা পরীক্ষা ততঃ॥
বহ্নৌ জ্বলন্তি তপনে বিলয়ং প্রযান্তি
ক্লিশ্যন্তি কোষ্ণ-সলিলে পয়সা সমানঃ।
গ্রাহ্যাঃ শুভাঃ পরিহরেচ্চিরকালজাতা-
নঙ্গাৎস্ফুটথর্পরগন্ধিকতুল্যবর্ণান্।
স্বাদে স্বাদু কষায়তিক্তকটুকো বীর্য্যো বিপাকে কটু
বৃষ্যো মার্গবিশোধনেঽতি বিশদস্তীক্ষ্ণো বিকারী সরঃ।
শীয়ুষ্যঃ স্বরদস্ত্রিদোষশমনো মেধা-স্মৃতি-শ্রীকরঃ
ধন্যঃ পাপনিসূদনোঽগ্নিজননো হৃৎকণ্ঠশোধী পুনঃ।
তদেবং পরীক্ষিতস্য শোধনমাহ।

দশমূলকাথে উষ্ণে পূতে গুগ্গুলুং পরিক্ষিপ্যালোড্য বস্ত্রপূতং বিধায় চণ্ডাতপে বিশোষ্য ঘৃতং দত্ত্বা পিণ্ডিতম্।

ইতি গুগ্গুলুশুদ্ধিঃ।

দগ্ধহীরক অগ্নিতে পোড়াইয়া ৭ বার নিসিন্দারসে ভাবনা দিয়া ধৌত করিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়। জনপদে বা মরুভূমি প্রদেশে গ্রীষ্মকালে আতপে তাপিত হইয়া অথবা শিশির কালে শীতোক্ততা প্রযুক্ত গুগ্গুলু হেমাভ, মহিষাক্ষতুল্য, পদ্মরাগোপম, ভৃঙ্গাভ ও কুমুদদ্যুতিবৎ ৫ প্রকার রস ত্যাগ করে। যে গুগ্গুলু অগ্নিতে জলে, রৌদ্রে বিলীন হয় এবং উষ্ণজলে ক্লিন্ন হয়, তাহা উত্তম জানিবে। দুর্গন্ধ ও পুরাতন গুগ্গুলু আদৌ গ্রহণ করিবে না। গুগ্গুলু—মধুর, কষায়, কটু, তিক্ত, বীর্য্যে ও বিপাকে কটু রুক্ষ্য, মার্গশোধক, অতিবিশদ, তীক্ষ্ণ বিকারী, সারক, আয়ুষ্য, সুরদ, ত্রিদোষপ্রণাশক, মেধ্য, স্মৃতি ও শ্রীজনক ধন্য, পাপঘ্ন, অগ্নি জনক ও হৃদয়কণ্ঠশোধক। দশমূলের পবিত্র উষ্ণ কাথে গুগ্গুলু নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা গালিয়া প্রচণ্ড আতপে শুকাইয়া ঘৃত মিশ্রিত করতঃ পিণ্ডাকৃতি করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়।

অথ শঙ্খনাভিশুদ্ধিমাহ।

শঙ্খনাভিস্তথাম্লেন সপ্তবারং বিভাবয়েৎ।
রৌদ্রে মলাদিকং ত্যক্ত্বা প্রক্ষাল্য গ্রাহয়েদিতি॥

শঙ্খনাভি কাঁজিসহ ৭ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে রাখিয়া মলাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধুইয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়।

অথ বরাটীশুদ্ধিমাহ।

বরাটী তক্র-চাঙ্গেরী-জম্বীরাণাং রসে শুভে।
প্রক্ষিপ্য তাবত্তাবদ্যাবজ্জ্বালাং ন পশ্যতি॥
পশ্চাদুদ্ধৃত্য গৃহীয়াদ্বরাটীং শুদ্ধিমাগতাম্॥

তক্র চাঙ্গেরী ও জম্বীররসে কড়ি শ্বেতবর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়।

অথ মুক্তাশুদ্ধিমাহ।

ভৌতিকং জলমাসাদ্য মুক্তাং চ ব্যুষিতামপি।
ত্যক্ত-মলাদিকাং তাঞ্চ প্রক্ষাল্য গ্রাহয়েদিতি॥

ইতি রসখণ্ডং সমাপ্তম্।

ইতি শ্রীপার্ব্বতী-পুত্র-নিত্যনাথ-সিদ্ধ-বিরচিতে রসরত্নাকরে রসখণ্ডে তৈলপাতনং নাম দশমোপদেশঃ।

মুক্তা ভৌতিকজলে ভিজাইয়া পরদিন রৌদ্রে মলাদি ত্যাগ পূর্ব্বক ধৌত করিয়া লইলে বিশোধিত হয়।

ইতি রসখণ্ড সমাপ্ত।

ইতি শ্রীপার্ব্বতী পুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত রসরত্নাকরে রসখণ্ডে তৈলপাতন নামক দশমোপদেশ সমাপ্ত।

আয়ুরারোগ্যদাতারং ভববৈদ্যং জগদ্গুরুম্।
আধিব্যাধিহরং বন্দে পরং শক্তিযুতং শিবম্॥
আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র ধীমদ্ভিঃ স আয়ুর্বেদ উচ্যতে॥
শ্রুতেঃ পর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা।
দাক্ষং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্॥
বৈদ্যো ব্যাধ্যুপসৃষ্টশ্চ ভেষজং পরিচারকঃ।
এতে পাদাশ্চিকিৎসায়াঃ কর্ম্মসাধনহেতবঃ॥

প্রত্যুৎপন্নমতিঃ শ্রীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্ পাদ উচ্যতে॥
আয়ুষ্মান্ সত্ত্ববান্ সাধ্যো দ্রব্যবান্মিত্রবানপি।
উচ্যতে ব্যাধিতঃ পাদো বৈদ্যবাক্যকৃদাস্তিকঃ॥
প্রশস্তদেশসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণ-রসান্বিতম্॥
দোষঘ্নমগ্লানিকরং অবিকারি বিপর্য্যয়ে।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ ভেষজং পাদ উচ্যতে॥
স্নিগ্ধোঽজুগুপ্সুর্বলবান যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে।
বৈদ্যবাক্যকৃদাপ্তশ্চ পাদঃ পরিচরঃ স্মৃতঃ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং বান্ধবানপি চাতুরঃ।
অপ্যেতান্ শঙ্কতে নিত্যং বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ॥
কারণং ষোড়শগুণং সিদ্ধেঃ পাদচতুষ্টয়ম্।
বিজ্ঞাতা শাসিতা যোক্তা প্রধানং ভিষগত্র তু॥
পক্তয়ে কারণং পক্তুর্যথা পাত্রেন্ধনানলাঃ।
বিজেতুর্বিজয়ে ভূমিশ্চমূঃ প্রহরণানি চ॥
আতুরাদ্যাস্তথা পাদাঃ সিদ্ধেঃ কারণসংজ্ঞিতাঃ॥
বৈদ্যস্ততে চিকিৎসায়াং প্রধানং কারণং ভিষক্॥
মৃৎকুণ্ডচক্রসূত্রাদ্যাঃ কুম্ভকারাদৃতে যথা।
নাবহন্তি গুণং বৈদ্যাদৃতে পাদত্রয়স্তথা॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রেষু বিজ্ঞাতে প্রবৃদ্ধে কর্ম্মদর্শনে।
ভিষক্ চতুষ্টয়ে উক্তঃ প্রাণাভিশব উচ্যতে।
হেতৌ লিঙ্গে প্রশমনে রোগানামপুনর্ভবে।
জ্ঞানং চতুর্বিধং যস্য স রাজার্হো ভিষগ্বরঃ।

বিদ্যাবিতর্কো বিজ্ঞানং স্মৃতিস্তৎপরতা ক্রিয়া।
যস্যৈতে ষড় গুণাস্তস্য ন সাধ্যমতিবর্ত্ততে॥
যস্য ত্বেতে গুণাঃ সর্ব্বে সন্তি বিদ্যাদয়ঃ শুভাঃ।
স বৈদ্যশব্দসমভূতো জনঃ প্রাণসুখপ্রদঃ॥
ভিষগ্‌জিতঃ চতুষ্পাদং পাদং পাদং চতুর্ব্বিধঃ।
ভিষক্‌ প্রধানং পাদেভ্যো যস্মাদ্বৈদ্যশ্চতুর্গুণঃ॥
সাধ্যাসাধ্যবিভাগজ্ঞো জ্ঞানপূর্ব্বং চিকিৎসকঃ।
কালে চারভতে কর্ম্ম যত্তৎ সাধয়তি ধ্রুবম্॥
অল্পবিদ্যা যশোঽপ্লানিমপত্রপস্বসংগ্রহঃ।
প্রাপ্নুয়ান্নিয়তং বৈদ্যো যোঽসাধ্যং সমুপাচরেৎ॥
গতিরেকা নবত্বঞ্চ রোগস্যোপদ্রবেণ চ।
দোষশ্চৈকঃ সমুৎপন্নো দেহঃ সর্ব্বৌষধক্ষমঃ॥
চতুষ্পাদোপপত্তিশ্চ সুখসাধ্যস্য লক্ষণম্।
ভিষজা প্রাক্‌ পরীক্ষ্যৈবং বিকারাণাং সুলক্ষণম্॥
পঞ্চকর্ম্মাৎ সমারম্ভঃ কার্য্যসাধ্যে তু ধীমতা।
যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্॥
অপ্যৌষধবিধানজ্ঞ স্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া।
যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ॥
দেশ-কালপ্রমাণজ্ঞ স্তস্য সিদ্ধিরসংশয়া॥

ইতি চরকঃ।

আয়ু ও আরোগ্য দায়ক, ভববৈদ্য, জগদ্‌গুরু, আধিব্যাধিনাশক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিযুক্ত শিবকে বন্দনা করি। আয়ুর্ব্বেদীয় হিতাহিত

এবং ব্যাধির নিদান ও প্রশমনোপায় যদ্দ্বারা জানা যায় তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদ বলে। শ্রুতিজ্ঞতা, বহুদৃষ্টকর্ম্মতা, দক্ষতা ও শৌচ, এই গুণ চতুষ্টয় বৈদ্যের থাকা উচিত। বৈদ্য, রোগী, ঔষধ ও পরিচারক এই ৪টী চিকিৎসার উপকরণ জানিবে। চিকিৎসক প্রত্যুৎপন্নমতি, শ্রীমান্, ব্যবসায়ী, বিশারদ ও সত্যধর্ম্মরত হওয়া উচিত। রোগী আয়ুষ্মান্, সত্ত্ববান্, সাধ্য, দ্রব্যবান্, মিত্রবান্ বৈদ্যবাক্যানুযায়ী ও আস্তিক হওয়া উচিত। ঔষধ প্রশস্তদেশজাত, প্রশস্তদিনে উদ্ধৃত, অল্পপরিমিত, শক্তিবীর্য্য, গন্ধবর্ণরসান্বিত, দোষঘ্ন, অগ্লানিকর, বিপর্য্যয়ে অধিকারী এবং যথাসময়ে প্রদত্ত হওয়া উচিত। পরিচারক স্নিগ্ধ, অনিন্দক, বলবান্, রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, বৈদ্যবাক্যানুযায়ী এবং বিশ্বস্ত হওয়া কর্ত্তব্য জানিবে। রোগী নিতান্ত মাতা, পিতা, পুত্র ও বান্ধবগণকে ভয় ও বৈদ্যকে বিশ্বাস করিবে। সিদ্ধির ষোড়শগুণ পাদচতুষ্টয়ের কারণ, তন্মধ্যে বিজ্ঞাতা শাসিতা যোক্তা ভিষকই প্রধান জানিবে। যেমন পাকার্থে পাত্র, কাষ্ঠ ও অগ্নি প্রভৃতির মধ্যে প্রধান পাচক এবং জয়লাভার্থ ভূমি, সৈন্য অস্ত্রাদির মধ্যে যোদ্ধাই প্রধান, সেই প্রকার চিকিৎসাবিষয়ে রোগী প্রভৃতির মধ্যে বৈদ্য প্রধান প্রয়োজন জানিবে; যে প্রকার কুম্ভকার ব্যতীত মৃৎকুণ্ড সূত্রাদি কিছুই আবহিত হয় না, বৈদ্য বিনা অপর পাদত্রয় কিঞ্চিন্মাত্রও ফলোপধায়ক নহে জানিবে। একারণ শাস্ত্র বিজ্ঞান ও প্রবৃদ্ধ কর্ম্ম দর্শনে চতুষ্টয় মধ্যে বৈদ্য প্রাণাভিশব বলিয়া জানিবে। হেতু, লিঙ্গ, প্রশমন ও অপুনর্ভব, এই ৪ প্রকার জ্ঞান যাহার রোগ বিষয়ে আছে তাহাকে রাজার্হভিষক্ বলিয়া জানিবে। বিদ্যা, বিতর্ক, বিজ্ঞান, স্মৃতি, তৎপরতা ও ক্রিয়া, এই ৬টী গুণ যে বৈদ্যের আছে, সাধ্য তাহার অভিমুখী হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিকেই বৈদ্যশব্দবাচক ও প্রাণসুখপ্রদ। চতুষ্পাদ মধ্যে ভিষক্ সর্ব্বপ্রধান। চিকিৎসক রোগ সাধ্য কি অসাধ্য তাহা জানিয়া পশ্চাৎ চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয় ফল লাভ করা

যায়। যে বৈদ্য অবাধ রোগ চিকিৎসা করেন, তিনি সর্ব্বদা অল্প বিদ্যা, যশ, অগ্লানি, লাজহীনতা ও অসংগ্রহ প্রাপ্ত হন। একটী গতি, নূতনত্ব, উপদ্রবহীনতা, একদেশাশ্রয়, রোগীর দেহ সর্ব্বৌষধসহনক্ষম এবং চতুষ্পাদের সুলভতা, এই গুলি রোগের সুখসাধ্যের লক্ষণ জানিবে। বুদ্ধিমান চিকিৎসক প্রথমে বিকারের সুলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলে সুসিদ্ধ হইবেন। যে বৈদ্য রোগ ও ঔষধ না জানিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, তাহার সিদ্ধি ঈশ্বরাধীন জানিবে। আর যিনি রোগ ও তদুপযুক্ত ঔষধ নির্ণয় পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হন, তাঁহার সিদ্ধি নিশ্চিত।

অথ জ্বরচিকিৎসামাহ।

পঙ্কাভিঘাত-গলগণ্ড-গলগ্রহাশ্চ
দণ্ডাপতানকসমীরণশোণিতাদ্যাঃ।
ইত্যাময়াঃ স্মরপরত্র বিনাপহার-
গুর্ব্বঙ্গনা-গমন-বিপ্রবধাদিভির্যে॥
দুষ্কর্ম্মভিস্তনুভৃতামিহ কর্ম্মজাস্তে-
নোপক্রমেণ ভিষজামুপযান্তি শান্তিম্।
দানৈর্দয়াভিরতিথি-দ্বিজ-দেবতাগো-
গুর্ব্বর্চ্চনা-প্রণতিভিশ্চ জপৈস্তপোভিঃ॥
ইত্যুক্ত-পুণ্যনিচয়ৈরুপচীয়মানাঃ
প্রাক্ পাপজা যদি রুজঃ প্রশমং প্রযান্তি।
স্বহেতুদুষ্টৈরনিলাদি-দোষৈরুপপ্লুতৈঃ খে পরিতঃ স্বনস্তিঃ॥
ভবন্তি যে প্রাণভৃতাং বিকারাস্তে দোষজা ভেষজসিদ্ধিসাধ্যাঃ।
দানাদিভিঃ কর্ম্মভিরোষধীভিঃ কর্ম্মক্ষয়ে দোষপরিক্ষয়ে চ॥
সিদ্ধ্যন্তি যে যত্নবতাং কথঞ্চিত্তে কর্ম্মদোষপ্রভবা বিকারাঃ।
নিবৃত্তোঽপি মহাব্যাধিঃ স্বল্পেনায়াতি হেতুনা॥

ক্ষীণে মন্দীকৃতে দোষে শেষঃ সূক্ষ্ম ইবানলঃ।
নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাৎ কস্মাচ্চিকিৎসকঃ॥
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিং সমুচ্চরেৎ।
বায়ুরায়ুর্ব্বলং বায়ুর্ধাতা বায়ুঃ শরীরিণাং॥
বায়ুর্বিশ্বমিদং সর্ব্বং প্রভুর্ব্বায়ুশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বা হি চেষ্টা বাতস্য স প্রাণঃ প্রাণিনাং স্মৃতঃ॥
তেনৈব জায়তে রোগস্তেন চৈবোপশাম্যতি॥
পিত্তাত্ত্বক্ষোষ্মণঃ পক্তির্নরাণামুপজায়তে॥
পিত্তঞ্চৈব প্রকুপিতং বিকারান্ কুরুতে বহূন্।
প্রাকৃতস্তু বলং শ্লেষ্মা বিকৃতো মল উচ্যতে॥
জাঠরো যঃ স্মৃতঃ কায়ে স চ পাপ্মোপদিশ্যতে।
একঃ প্রকুপিতো দোষঃ সর্ব্বানেব প্রকোপয়েৎ॥

অঙ্গস্য গৌরবমপাটবমন্তরাগে-
রুৎক্লেদিতা চ হৃদয়স্য মুখপ্রসেকঃ।
আলস্য মাসামধুরত্বমপাককণ্ডূ
সপাণ্ডুতা নয়নয়োরিতি রোমহর্ষঃ॥
প্রস্তাপ্লুতির্বমথু-বেপথুকাশ-নিদ্রা-
তন্দ্রাদয়শ্চুলুচুলায়ন-মুল্বণেচ।
স্যাদোষ্ঠকর্ণরসনা-গলতালু-মূল-
ঘ্রাণেক্ষণ-শ্রবণশষ্কুলিকান্তরেষু॥
শ্লেষ্মোদ্ভবে ভবতি লিঙ্গমিদং বিকার-
সংসর্গজেষু চ গদেষু ভবেদ্ধি দোষঃ।
জন্তোরিদং পবনপিত্তকফপ্রকোপ-
লিঙ্গদ্বিদোষজরুজে প্রবিভজ্য যোজ্যম্॥

উদ্দেশ মাত্রমপি লক্ষণমেতদুক্তং
যুক্ত্যা বানক্তি পবনাদি-গদাতুরাণাম্॥

পক্ষাঘাত, গলগণ্ড, গলগ্রহ, দণ্ডাপতানক, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ যদ্যপি অপহরণ, গুরুপত্নী হরণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কুকর্ম্ম দ্বারা না হয়, তবে উহাদিগকে কর্ম্মজরোগ বলা যায় এবং চিকিৎসকের চিকিৎসা দ্বারা বিনষ্ট হয়। আর যদি উক্ত রোগ রোগসমূহ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত না হইয়া দান দয়া, অতিথি, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গো ও গুরুর পূজা ও প্রণতি এবং জপ, তপ প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য দ্বারা দূরীভূত হয়, তবে উহাদিগকে পাপজ রোগ বলা যায় জানিবে। স্বকারণে দূষিত প্রকুপিত দেহ মধ্যে প্রসরণশীল বাতাদি জাত রোগ ঔষধে নিবারিত হইলে বাতাদি দোষজ এবং দানাদি কর্ম্ম ও ঔষধ দ্বারা দোষের ও কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া প্রশমিত হইলে কর্ম্মদোষজ বলা যায়। অগ্নির অবশিষ্ট সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গ দ্বারা যেমন পুনরায় অগ্নি অতীব প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ নিবৃত্ত মহাব্যাধি সকল সামান্য অল্প হেতু দ্বারা পুনরায় উদ্ভূত হয়। কোন রোগই বাতাদি দোষ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না, একারণ ব্যাধি অনুক্ত থাকিলেও দোষের লক্ষণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। দেহীদিগের বায়ু বল, ধাতা বায়ু, সমস্ত বিশ্ব বায়ুময়, বায়ু প্রভু স্বরূপ, বায়ু দ্বারাই সকল কার্য্য সাধিত হয় এবং প্রাণীদিগের প্রাণ বায়ু, একারণ বায়ুজাত রোগ সকল বায়ু দ্বারাই প্রশমিত হয়। উষ্ণোষ্মগুণযুক্ত পিত্তদ্বারা মানবগণের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই পিত্ত প্রকুপিত হইলে বহুপ্রকার রোগ জন্মে। প্রাকৃত শ্লেষ্ম বল, উহা বিকৃত হইলে মল বলা যায়। জাঠররোগ শরীরজ হইলে পাপ বলিয়া অভিহিত হয়। একটী দোষ প্রকুপিত হইয়া অন্যান্য দোষদ্বয়কে প্রকুপিত করে জানিবে। অঙ্গভার, অন্তরাগ্নির তেজোহীনতা, হৃদয়োৎক্লেশ, মুখপ্রসেকে কণ্ডূ, চক্ষুদ্বয়ের পাণ্ডুবর্ণতা, আলস্য, মুখের মিষ্টাস্বাদ, অপাক, রোমাঞ্চ, জ্ঞানলোপ, বমন, কম্প,

নিদ্রা, তন্দ্রা এবং ওষ্ঠ, কণ্ঠ, জিহ্বা, গল, তালুমূল, নাসিকা. চক্ষু ও কর্ণছিদ্র মধ্যে চুলুচুনায়ন, এই সকল লক্ষণ শ্লেষ্মজাত রোগে জন্মে। এবম্প্রকার নানাপ্রকার উপদ্রব সংসর্গদোষজ রোগে উৎপন্ন হয়, সুচিকিৎসক যুক্তিদ্বারা এই সকল নির্ণয় করিবেন।

পিত্তং প্রাবৃষি চীয়তে শরদি চ প্রাপ্নোতি কোপং পুনঃ
শাস্তিং যাতি হিমে কফস্য তুহিনে সংজায়তে সঞ্চয়ঃ।
কোপশ্চাস্য মধৌ প্রশান্তি রপি চ গ্রীষ্মে সমীরঃ পুনঃ
গ্রীষ্মে সঞ্চিত-বাতঃ প্রকুপ্যতি পয়ঃকালে শরত্তং হরেৎ।

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ॥
বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি সংবর্দ্ধয়ন্তি চ।
নিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা॥
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা।
বিভুত্বাদাশুকারিত্বাৎ বলিত্বাদন্যকোপনাৎ॥
স্বাতন্ত্র্যাদ্বহুবেগত্বাদ্দোষাণাং প্রভবোঽনিলঃ।
সর্ব্বাহি চেষ্টা বাতেন স প্রাণঃ প্রাণিনাং মতঃ॥
পিত্তং পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ॥
শরীরে কর্ম্মভিন্নৈস্তৈস্তৈঃ পঞ্চধা তে পৃথক্ পৃথক্।
পক্কাশয়-কটী-সক্থি-শ্রোত্রাক্ষি-স্পর্শনেন্দ্রিয়ম্॥
স্থানং বা তস্য তত্রাপি পক্কাধানং বিশেষতঃ।
স্থানং প্রাণস্য মূর্দ্ধোরঃ কেচিজ্জিহ্বাস্য-নাসিকাঃ॥
ষ্ঠীবনং ক্ষবথূদ্গারশ্বাসহাসাদি কর্ম্ম চ।
উরঃ স্থানমুদানস্য নাসা নাভিগলস্তবেৎ॥
বাক্ প্রবৃত্তিঞ্চ জনয়েদ্বল-বর্ণ-স্মৃতিক্রিয়ঃ।

সমানোঽগ্নিসমীপস্থঃ কোষ্ঠে চরতি সর্ব্বতঃ ॥
অন্নং পচতি গৃহ্নাতি বিরেচয়তি মুঞ্চতি ।
অপানোঽপানগঃ শ্রোণি-বস্তিমেঢ্রোরু-গোচরঃ ॥
শুক্রার্ত্তব-শকৃন্মূত্র-গর্ভনিষ্ক্রমণ-ক্রিয়ঃ ।
ব্যানো হৃদি স্থিতঃ কৃৎস্নদেহধারী মহাবলঃ ॥
গতি-প্রক্ষেপণাক্ষেপ-নিমেষোন্মেষণাদিকঃ ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্ ॥

পিত্ত প্রাবৃট্কালে সঞ্চিত হইয়া শরৎকালে প্রকুপিত হয় এবং শীতকালে প্রশমিত হয়। কফ শিশিরকালে সঞ্চিত হইয়া বসন্তে প্রকুপিত এবং গ্রীষ্মকালে প্রশমিত হয়। আর বায়ু গ্রীষ্ম ঋতুতে সঞ্চিত হইয়া বর্ষাকালে প্রকুপিত ও শরৎকালে প্রশমিত হয় জানিবে। বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় বিকৃত হইলে দেহ নষ্ট করে, এব প্রকৃত অবস্থায় থাকিলে শরীরকে রক্ষা করিয়া রাখে। যেমন সোম, সূর্য্য ও বায়ু ক্রমান্বয় বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ দ্বারা জগৎধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্রূপ কফ, পিত্ত ও বাত বিসর্গাদি দ্বারা আমাদের দেহকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। প্রভুত্ব, আশুকারিত্ব, বলবত্ত্বা, অন্যকোপনতা, স্বতন্ত্রতা ও বহুবেগত্ব গুণ থাকা হেতু বায়ু ত্রিদোষের মধ্যে প্রধান, ইহা সকল ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং প্রাণীদিগের প্রাণ স্বরূপ জানিবে। পিত্ত, কফ, মল ধাতু সমস্তই পঙ্গুবৎ অকর্ম্মণ্য, বায়ু কর্ত্তৃক যে স্থানে নীত হয়, তথায় মেঘের বর্ষণবৎ কার্য্য করে। বাতাদি দোষত্রয় শরীরের ভিন্ন ২ কার্য্যকারিতা প্রযুক্ত ৫ ভাগে বিভক্ত জানিবে! পক্কাশয়, কটী, সক্থি, কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম্ম এই কয়েক স্থানে উহাদের অবস্থিতি, কিন্তু পক্কাশয়ই আবার প্রধান স্থান জানিবে। প্রাণ বায়ু-মস্তক, বক্ষ, জিহ্বা, মুখ ও নাসিকায় অবস্থান করে এবং ষ্ঠীবন, হাঁচি, উদ্গার, শ্বাস, হাস্তাদি উহার কর্ম্ম।

উদানবায়ু কক্ষ, নাসা, নাভি ও গলে থাকে এবং বাক্য, বল, বর্ণ ও স্মৃতি উহার কার্য্য। সমানবায়ু কোষ্ঠের সমীপস্থ থাকিয়া কোষ্ঠে বিচরণ, অন্নপাক, গ্রহণ, বিরেচন ও ত্যাগ কার্য্য নিষ্পন্ন করে। অপানবায়ু গুহ্যদেশে অবস্থিতি পূর্ব্বক নিতম্ব, বস্তি, মেঢ্র ও উরুদেশে বিচরণ করতঃ শুক্র, আর্ত্তব, বিষ্ঠা, মূত্র ও গর্ভ অধোনয়ন করে। মহাবল ব্যানবায়ু হৃদয়ে থাকিয়া সমস্ত দেহে চলাচল পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া গতি, প্রক্ষেপ, আক্ষেপ, নিমেষ ও উন্মেষাদি সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে জানিবে।

পিত্তাদুষ্ণোষ্মণঃ পক্তির্নরাণামুপজায়তে।
পিত্তঞ্চৈব প্রকুপিতং বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥
ত্বস্পর্শনঞ্চ পিত্তস্য স্থানং নাভির্বিশেষতঃ।
পচত্যন্নং বিভজতে সারকীট্টে পৃথক্ তথা॥
তত্রস্থমেব পিত্তানাং শেষাণামপ্যনুগ্রহম্।
করোতি বলদানেন পাচকং ভ্রাজকং তথা॥
প্রাকৃতস্তু বলং শ্লেষ্মা বিকৃতো মল উচ্যতে।
উরঃ কণ্ঠশিরঃ ক্লোমপর্ব্বাণ্যামাশয়োরসঃ॥
মেদোঘ্রাণঞ্চ জিহ্বা চ কফস্থানমুরঃ পরম্।
সচাপি পঞ্চধোরস্থঃ শ্লেষণাদিষু কর্ম্মসু॥
কফধাম্নাঞ্চ শেষাণাং যৎকরোত্যবলম্বনং।
অতোঽবলম্বনং শ্লেষ্মা যশ্চামাশয়সংশ্রয়ঃ॥
উৎসাহোচ্ছ্বাস নিশ্বাস চেষ্টা ধাতু গতিঃ সমা।
সমোমোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্ম্মাবিকারজম্॥
দর্শনং পক্তিরুষ্মা চ ক্ষুৎ তৃষ্ণা দেহমার্দ্দবম্।
প্রভা প্রসাদো মেধা চ পিত্তকর্ম্মাবিকারজঃ॥

স্নেহো বন্ধঃ স্থিরত্বঞ্চ গৌরবং বৃষতাবলম্।
ক্ষমাধৃতিরলোভশ্চ কফকর্ম্মাবিকারজঃ ॥
আমমন্নরসং কেচিৎ কেচিচ্চ মলসঞ্চয়ম্।
প্রথমং দোষদুষ্টিঞ্চ আম ইত্যভিধীয়তে ॥
অবিপক্কং শকৃদ্দুষ্টং দুর্গন্ধং বহুপিচ্ছিলম্।
সাদনং সর্ব্বগাত্রাণামামমিত্যভিধীয়তে ॥

উষ্ণোষ্ম গুণযুক্ত পিত্ত দ্বারা মানবগণের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উহা কুপিত হইলে নানাবিধ রোগ জন্মে। পিত্তের স্থান ত্বক্স্পর্শন, বিশেষতঃ নাভিতেই অবস্থিতি করে। উহা অন্নপাক করে এব সারাংশ ও কিট্টাংশকে পৃথক্ পৃথক্ করে। পাচক এবং ভাজকপিত্ত অন্যান্য পিত্তের পোষকতা সম্পাদন করে। প্রাকৃত শ্লেষ্মা বল, উহ' বিকৃত হইলে মল বলা যায়। বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক, ক্লোম, পর্ব্বস্থান, আমাশয়, রস, মেদ নাসিকা ও জিহ্বা, এই কয়েকটী কফের স্থান, তন্মধ্যে বক্ষঃ আবার প্রধান স্থান। এই কফ শ্লেষণাদি কার্য্যভেদে ৫ প্রকার। তন্মধ্যে অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা অবশিষ্ট কফস্থান সমূহের অবলম্বন কার্য্য নিষ্পাদন করে। উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, চেষ্টা, ধাতুগতি ও মোক্ষ, এইগুলি অবিকৃত বায়ুর কার্য্য। দর্শন, পরিপাক উষ্মা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহমার্দ্দব, প্রভা, প্রসাদ ও মেধা, এইগুলি অবিকৃত পিত্তের কার্য্য। স্নেহ, বন্ধ, স্থিরতা, গৌরব, বৃষতা, বল, ক্ষমা ধৃতি ও অলোভ, এই সকল অবিকৃত কফের কার্য্য। আমকে কেহ ২ অন্নরস ও কেহ কেহ মলসঞ্চয় বলিয়া থাকেন। প্রথম আমকে দোষ দূষিত এবং দ্বিতীয় আমকে অপক দুর্গন্ধ দূষিত বহুপিচ্ছিল সর্ব্বগাত্রের অবসন্নতাজনক মলকে জানিবে।

বায়ুঃ সামো বিবন্ধাগ্নিমান্দ্যতন্দ্রান্ত্রকূজনৈঃ।
বেদনা শোথ নিস্তোদৈঃ ক্রমশোঙ্গানি পীড়য়েৎ ॥

বিচরেদ্‌যুগপচ্চাপি গৃহ্নাতি কুপিতো ভৃশম্‌।
স্নেহাদ্যৈর্ব্বৃদ্ধিমায়াতি মেঘে সূর্য্যোদয়ে নিশি॥
দুর্গন্ধং হরিতং শ্যামং পীতমম্লং স্থিরং গুরুম্‌।
অম্লিকা কণ্ঠহৃদ্দাহং সামং পিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥
আতাম্রং পীতমত্যুষ্ণং রসে কটুকমস্থিরম্‌।
পক্বং বিবন্ধং বিজ্ঞেয়ং রুচিপক্তিবলপ্রদম্‌॥
আবিলস্তন্তুলঃ স্ত্যানঃ কণ্ঠদেশে ব্যবস্থিতঃ।
সামোবলাসো দুর্গন্ধঃ ক্ষুধোদ্গার-বিঘাতকৃৎ॥

সামবায়ু বিবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, অন্ত্রকূজন, বেদনা, শোথ ও যন্ত্রণা দ্বারা অঙ্গসমূহকে পীড়িত করে এবং একসময়েই অত্যন্ত কুপিত হইয়া দেহমধ্যে বিচরণ, গ্রহণাদি কার্য্য করে। উহা স্নেহাদি দ্বারা, মেঘকালে, সূর্য্যোদয়ে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দুর্গন্ধ, হরিত, শ্যাম, পীতবর্ণ, অম্ল, স্থির, গুরু, অম্লিকা, কণ্ঠদাহ ও হৃদয়দাহজনক পিত্তকে সামপিত্ত বলে। এবং বিবন্ধ, রুচি, পরিপাক ও বলদায়ক পিত্তকে পক্বপিত্ত বলে। আবিল, তন্তুল, স্ত্যান, কণ্ঠস্থ, দুর্গন্ধ এবং ক্ষুধা ও উদ্গারের ব্যাঘাত জনককে সামকফ বলা যায়।

দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্‌।
ক্রোধ-প্রবাত-ভোজ্যানি কষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ব্যায়ামাৎ জ্বরসংবৃদ্ধির্ব্যবায়াৎ স্তম্ভ-মূর্চ্ছনম্‌।
মরণং পানতঃ স্নেহাচ্ছর্দ্দি-মূর্চ্ছা-মহারুচিঃ॥
গুর্ব্বন্ন-ভোজনাচ্চাপি বিষ্টম্ভো দোষ-কোপনঃ।
শীতবারি-কষায়াশ্চ দোষবিষ্টম্ভিনোঽহিতাঃ॥
অগ্নিসাদঃ খরত্বঞ্চ স্রোতসাঞ্চাপ্রবর্ত্তনম্‌।
তস্মান্নবজ্বরী সর্ব্বান্‌ বিষবৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

স্বধাতুবৈষম্য-নিমিত্তজা যে বিকারসংঘাতহরাঃ শরীরে।
ন তে পৃথক্ পিত্তককানিলেভ্য আগন্তবস্তে তু ততোঽবশিষ্টাঃ॥
দেশকালবয়ো বহ্নি সাত্ম্য প্রকৃতি ভেষজম্।
দেহ-সত্ত্ববলব্যাধীন্ দৃষ্ট্বা কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
নাভিরোজো গুদং শুক্রং শোণিতং শঙ্খকৌ তথা।
মূর্দ্ধাংশ কণ্ঠহৃদয়ং প্রাণস্যায়তনং দশ॥
জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াৎ যেন তস্য বলং ভবেৎ।
বলমায়ুর্বলং লক্ষ্মী র্বলায়ত্তং হি জীবনম্॥
বলে প্রতিষ্ঠিতং কর্ম্ম তস্মাদ্রক্ষেদ্বলং বুধঃ।
মনঃপ্রিয়ং প্রদাতব্যং হিতং ত্যক্ত্বা তদিচ্ছয়া॥
হিতমেব প্রদাতব্যমহিতং ব্যপদেশকৃৎ।
সংশোধয়তি যদ্দোষান্ সমান্নুদীরয়ত্যপি॥
সমীকরোতি সংক্রুদ্ধান্ তৎ সংশমনমুচ্যতে।
তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেনোপপদ্যতে॥
অজাতানাং বিকারাণা-মনুৎপত্তিকরঞ্চ যৎ।
সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রশমং কালসংশ্রয়ম্॥
ব্যক্তিভেদঞ্চ দোষাণাং যো বৈ বেত্তি স বৈ ভিষক্॥

দিবা নিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতলজল, ক্রোধ, প্রবাত, গুরু অন্ন ও কষায়, এই সকল নবজ্বরে পরিত্যাগ করিবে; কারণ ব্যায়ামে জ্বর-বৃদ্ধি, মৈথুনে স্তম্ভ, মূর্চ্ছা ও মরণ; স্নেহপান দ্বারা বমি, মূর্চ্ছা, অরুচি; গুর্ব্বন্নসেবন হেতু বিষ্টম্ভ ও দোষের প্রকোপ এবং শীতলজল ও কষায় রস দ্বারা দোষবিষ্টম্ভ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বরের তীক্ষ্ণবেগ ও স্রোত সমূহের অপ্রবর্ত্তন হয়, একারণ নবজ্বরী ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। স্বকীয় ধাতুবৈষম্য প্রযুক্ত যে সকল বিকার জন্মে, তাহা পিত্ত, কফ ও বায়ু

হইতে পৃথক্ নহে, এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট রোগদিগকে আগন্তুক রোগ বলে। দেশ, কাল, বয়স, অগ্নি, সাত্ম্য, প্রকৃতি ঔষধ, দেহ, সত্ত্ব, বল ও ব্যাধি বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। নাভি, ওজ, গুহ্য, শুক্র, শোণিত, শঙ্খদ্বয়, মস্তক, কটি কণ্ঠ ও হৃদয়, এই কয়টী স্থানে প্রাণ অবস্থিতি করে। জ্বরিত ব্যক্তি হিতকর দ্রব্যই সেবন করিবে, যেহেতু উহাতে বল হয়, এবং বলই আয়ু, লক্ষ্মী, জীবন এবং সমস্ত ব[illegible] প্রাণস্বরূপ, এ কারণ অতিযত্নে বল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। মনঃপ্রিয় হিতকর দ্রব্যই রোগীকে প্রদান করিবে, কিন্তু অহিতকর হইলে কদাচ তাহা দিবে না। যে ঔষধ দোষত্রয়কে সংশোধিত, সমদোষকে উদ্রিক্ত ও কুপিত দোষকে প্রশমিত করে তাহাকে সংশমন ঔষধ বলে। যাহা নিত্য স্বাস্থ্যকর বলিয়া জানিবে, তাহাই নিত্য রোগীকে প্রয়োগ করিবে। যিনি অজাত বিকারসমূহের অনুৎপত্তি, দোষসমূহের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রশমন ও ব্যক্তিভেদ জানেন তিনিই প্রকৃত ভিষক বলিয়া জানিবে।

অস্থি চর্ম্ম নখ মাংস রোমাণি পৃথিবী গুণাঃ ॥
শুক্র-শোণিত-মূত্রঞ্চ মজ্জামেদঃ পয়োগুণাঃ।
তেজসস্তৃট্ ক্ষুধা নিদ্রা আলস্যং মৈথুনং গুণাঃ ॥
প্রসারাকুঞ্চনস্তম্ভ-বন্ধনঞ্চাবরোধনম্।
বায়োর্গুণাঃ খস্য কামঃ ক্রোধলোভৌ সমোহকৌ ॥
রূপঞ্চেতি পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চানাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
আজানুপাদতঃ পৃথ্বী আনাভি জানুতো জলম্ ॥
নাভেরাহৃদয়ং তেজঃ আভ্রাণ-হৃদয়াত্মকং।
আমস্তং ঘ্রাণতঃ স্বগ মিত্যেষাং স্থানপঞ্চকম্ ॥

অস্থি, চর্ম্ম নখ, মাংস ও লোম, এই গুলি পৃথিবীগুণ। শুক্র, শোণিত, মূত্র, মজ্জা ও মেদ এই সকল জলগুণ। তৃষ্ণা ক্ষুধা, নিদ্রা, আলস্য ও মৈথুন এই সকল তেজগুণ। প্রসারণ, আকুঞ্চন, স্তম্ভন,

বন্ধন ও অবরোধন এই সকল বায়ুর গুণ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও রূপ এই কয়েকটা আকাশের গুণ জানিবে। পৃথিবী—পাদ হইতে জানু পর্য্যন্ত, জল—জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত, তেজ—নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত, বায়ু—হৃদয় হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত এবং আকাশ—নাসিকা হইতে মস্তক অবধি জানিবে।

গুড়ূচী নাগরক্কাথং সমভাগং বিপাচয়েৎ।
এবঞ্চ পাচনং কুর্য্যাৎ পিবেয়ুস্তরুণজ্বরে॥
রোগরাট্ সর্ব্বভূতানা-মন্তকৃৎ দারুণো জ্বরঃ।
তস্মাদ্বিশেষতস্তস্য প্রশান্তৌ যত্ন মাচরেৎ॥
দেহেন্দ্রিয় মনস্তাপী সর্ব্বরোগরাজো বলী।
জ্বরঃ প্রধানং রোগাণা মুক্তো ভগবতা পুরা।
জন্মাদৌ নিধনে চায়ং ভবতীহ ন সংশয়ঃ॥
অতঃ সর্ব্ববিকারাণাং জ্বরো রাজা প্রকীর্ত্তিতঃ॥
জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্ট মৃতে জ্বরাৎ॥
ক্ষয়ানিল ভয় ক্রোধ কাম শোক শ্রমোদ্ভবাৎ।
ক্ষয়োধাতুক্ষয়োযক্ষ্মা ক্ষয়াৎ প্রকুপিতোহনিলঃ॥
উষ্ণং পিত্তং যথাসামং লঙ্ঘনেন বিপচ্যতে।
আমক্ষয়াৎপ্রশমিতো বায়ুর্ন সহতে ক্ষণম্॥
আমাশয়স্থা হৃত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
নিদধাতি জ্বরং দোষ স্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥
অনবস্থিত দোষাগ্নে র্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষা রুচি লাঘবকারকম্॥
প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

তচ্চ মারুতক্ষুত্তৃষ্ণা মুখশোষভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে বৃদ্ধে বা ন গুর্ব্বিণ্যাং ন দুর্ব্বলে॥
বাতমূত্র-পুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদগার-কণ্ঠাস্য-শুদ্ধৌ তন্দ্রা ক্লমে গতে॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসা সহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি॥
পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্র-নেত্রয়োঃ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥

গুলঞ্চ ও শুণ্ঠী সমভাগে কাথ করিয়া নবজ্বরে পান করিলে আমদোষের পরিপাক হয়। জ্বর রোগরাজ, সর্ব্বপ্রাণিনাশক এবং অতি ভয়ানক, একারণ অতীব যত্নে জ্বর প্রশমন করিতে চেষ্টা করিবে। পুরাকালে ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে জ্বর দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের তাপজনক, সর্ব্বরোগের রাজা, বলবান্ এবং সর্ব্বরোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। ক্ষয়, বাত, ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক ও শ্রম, এই সকল কারণ ব্যতীত অন্য কারণে জ্বর হইলে প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষয় শব্দের অর্থ এখানে ধাতুক্ষয় এবং যক্ষ্মারোগ, এই ক্ষয় বিষয়ে বায়ু অত্যন্ত কুপিত হয়। উষ্ণ সাম পিত্ত লঙ্ঘন দ্বারা পরিপাক পায়, এই আম ক্ষয় পাইলে বায়ু প্রশমিত হয় এবং রোগী ক্ষণকাল ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না। আমাশয়স্থ সাম দোষ অগ্নিকে নষ্ট করিয়া স্রোতসমূহকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোগ জন্মায়, একারণ জ্বরের প্রথমে উপবাস প্রযোজ্য জানিবে। যাহার বাতাদি দোষ ও অগ্নি যথাস্থলে অবস্থিত নাই, এমন ব্যক্তির পক্ষে লঙ্ঘন দোষের পরিপাচক, জ্বরঘ্ন, অগ্নিদীপক এবং রুচি ও দেহের লঘুতা কারক হয়। যাহাতে বল হ্রাস না হয়, এমত ভাবে

লঙ্ঘন দিবে, যেহেতু বলই সর্ব্বরোগের প্রধান আশ্রয়। বাত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, ভ্রমযুক্ত ব্যক্তি এবং বালক, বৃদ্ধ, গর্ভবতী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কদাচ লঙ্ঘন দিবে না। হৃদয়, উদ্গার, কণ্ঠ ও মুখের শুদ্ধি, তন্দ্রা ও কান্তিনাশ, ঘর্ম্ম, রুচি, ক্ষুধা ও পিপাসার এককালে উদ্রেক এবং অন্তরাত্মা বেদনাবিহীন হইলে, উপযুক্ত লঙ্ঘন দেওয়া হইয়াছে জানিবে। পর্ব্বভেদ, কাস, অঙ্গমর্দ্দ, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কর্ণ ও চক্ষুর দৌর্ব্বল্য, মনোমোহ, অত্যন্ত উন্মাদ, অন্ধকার দর্শন, মদ, অগ্নি ও বলহানি, এই সকল অতিরিক্ত লঙ্ঘনে জন্মে।

সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাভটঃ॥
কফপ্রধানানুৎক্লিষ্টান দোষানামাশয়স্থিতান্।
বুদ্ধা জ্বরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈর্হরেৎ॥
উৎক্লিষ্টানিতি উপস্থিতবমনে
উদযুক্তান্ বমনৈর্বমনাধ্যায়োক্তৈঃ।
অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণে জ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্॥
তৃষ্যতে সলিলং চোষ্ণং দদ্যাদ্বাত-কফজ্বরে।
মদ্যোত্থে পৈত্তিকে বাথ শীতলং তিক্তকৈঃ শৃতম্॥
দীপনং পাচনঞ্চৈব জ্বরঘ্নমুভয়ঞ্চ যৎ।
স্রোতসাং শোধনং বল্যং রুচিস্বেদপ্রদং শিবম্॥
অবিরেচ্যা বালবৃদ্ধশ্রান্তভীরু-নবজ্বরাঃ।
তথাভ্যামেব যোগাভ্যাং কষায়ং পিপ্পলীবলাম্॥
শৃতশীতাং পিবেচ্চাপি ত্রিবৃচ্চূর্ণাবচূর্ণিতাম্।
আমে জ্বরে কফে রক্তে এতৎ স্রংশনমুচ্যতে॥
যবক্ষারান্বিতো যদ্বা ক্বাথো ধান্যপটোলয়োঃ॥

সদ্যোভুক্ত ও সন্তর্পণোত্থিত জ্বরে বমনযোগ্য ব্যক্তিকে বমন প্রয়োগ করিবে, ইহা বাগ্‌ভটের মত। কফপ্রধান, উপস্থিত বমনে উদ্‌যুক্ত, আমাশয়স্থ জ্বরকারক দোষে বমনযোগ্য ব্যক্তিকে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দোষের বিনাশ করিবে। তরুণজ্বরে নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বমন দিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ ও মোহ উৎপন্ন হয়। জ্বররোগীর তৃষ্ণা হইলে কফজ্বরে উষ্ণ এবং পিত্তজ্বরে ও মদ্যপান জ্বরে তিক্তদ্রব্যের সহিত পাককরা জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে, এই উভয়বিধ জলই অগ্নিদীপক, আমরসের পরিপাচক, জ্বরঘ্ন, স্রোতোবিশোধক, বলকারক এবং রুচি ও ঘর্ম্ম উৎপাদন করে। বালক, বৃদ্ধ, শ্রান্ত, ভীরু এবং নব জ্বরীকে কদাচ বিরেচন (জোলাপ) প্রয়োগ করিবে না। কফ ও রস সংযুক্ত আমজ্বরে পিপুল ও বেড়েলার ক্বাথ শীতল করিয়া তেউড়ী-চূর্ণ সহ অথবা ধনে পল্‌তার ক্বাথে যবক্ষারচূর্ণ সহ পান করিতে দিবে।

ঔষধং হেম রজতমৃন্তাজনপরিস্থিতম্॥
পিবেৎ প্রসন্নবস্তক্তা পীত্বা পাত্রমধোমুখম্।
নিক্ষিপ্য চাননে তস্য তাম্বুলাম্বু প্রযোজয়েৎ॥
ওং হ্রীং হ্রীং বিদ্যুত্তান হুং হুং ফট্ স্বাহা॥

এতন্মন্ত্রং তালুস্থানে চূর্ণমৃক্ষিতে লিখিত্বা দিনত্রয়ং খাদিতং দেয়ং জ্বরোপশমনং ভবতি।

ওঁং ব্রহ্ম রুদ্র প্রভুর্মুন্দ বিষ্ণু বায়ু হুতাশনাঃ।
রক্ষন্তু জ্বরিতং বালং মুঞ্চ মুঞ্চ ইমং তথা॥ গ্রহে স্বাহা।
অনেন সর্ষপং মন্ত্রয়িত্বা নির্ম্মঞ্চয়েৎ।
ওং হ্রীং হ্রীং হ্রুং ফট্ স্বাহা।
অনেন নিগু্ণ্ডীপত্র চূর্ণং ধূপং দদ্যাৎ।
বিষমজ্বরং নশ্যতি ডাকিন্যাদয়ো ন প্রভবন্তি।
কৃষ্ণাম্বর দৃঢ়া বদ্ধ গুগ্‌গুলূলুকপুচ্ছজঃ॥

ধূপশ্চাতুর্থকং হন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা।
কেশরাজ ভৃঙ্গরাজ রসেন বস্ত্রং কৃষ্ণং বিধায়
তেনাপি গুগ্‌গুলু পেচক পুচ্ছ পক্ষং বদ্ধা ধূপঃ।
ব্রহ্মা ত্বমেব বিষ্ণুশ্চ রুদ্র! ত্বং সহ দুর্গয়া।
আর্ত্তস্য রোগনাশায় প্রত্যক্ষো ভব পাবকঃ॥
অনেন ধূপয়েৎ।
অগস্তপুষ্পস্বরসেন নস্যং নিহন্তি চাতুর্থকমুগ্রবীর্য্যম্।
অগস্তপুষ্পং বাক্‌সানা।
কর্ম্ম সাধারণং কুর্য্যাৎ তৃতীয়ক চতুর্থকে।
প্রায়শঃ সন্নিপাতেন দৃষ্টঃ পঞ্চবিধোজ্বরঃ॥
আগন্তোরনুবন্ধোহি প্রায়শো বিষমজ্বরঃ॥
সন্নিপাতে ততো ভূয়ান্ ন দোষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
জ্বরাঃ পঞ্চ ময়োক্তা যে পূর্ব্বং সন্ততকাদয়ঃ।
চত্বারঃ সন্ততং হিত্বা জ্ঞেয়াস্তে বিষমজ্বরাঃ॥
ইদং গ্রন্থান্তরে।

ঔষধ স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র অথবা মৃৎপাত্রে রাখিয়া প্রসন্নমনে ভক্তি সহকারে পানপূর্ব্বক পাত্রটী উবুড় করিয়া রাখিবে এবং তৎক্ষণাৎ পান ভক্ষণ করিবে। "ওং হ্রীং—ফট্ স্বাহা" মন্ত্রটী চূর্ণমৃক্ষিত তালুস্থানে লিখিয়া ৩ দিন খাদ্য প্রয়োগ করিলে জ্বর উপশমিত হয়। "ওং ব্রহ্ম—গ্রহে স্বাহা" মন্ত্রটী দ্বারা সর্ষপ পড়িয়া রোগীর গাত্রে প্রক্ষেপ করিবে এবং "ওং হ্রীংহ্রীং হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা নিসিন্দাপাতাচূর্ণের ধূপ প্রদান করিবে, ইহাতে বিষমজ্বর ও ডাকিনী প্রভৃতি গ্রহ দূরীভূত হয়। কৃষ্ণবর্ণ

বস্ত্রে গুগ্‌গুলু ও হতুমপেচার পুচ্ছ শক্তরূপে বাঁধিয়া তদ্দ্বারা ধূপ দিলে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। কেসুর্য্যে ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা কাপড় কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তাহাতে গুগ্‌গুলু ও হতুমপেচার পুচ্ছ বান্ধিয়া, "ব্রহ্ম ত্বমেব—ভব পাবকঃ," এই মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক তদ্দারা ধূপ প্রয়োগ করিলে অথবা বকপাতার রসের নস্য প্রদান করিলে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে সাধারণ চিকিৎসা করিবে। বিষম জ্বরে প্রায়ই আগন্তুজ্বরের অনুবন্ধ থাকে। সন্ততকাদি পঞ্চবিধ জ্বরে ত্রিদোষের সংস্রব থাকে এবং উহাদের মধ্যে সন্ততক ব্যতীত অপর ৪ প্রকার জ্বরকে বিষমজ্বর বলা যায়।

অথ রসরত্নাকরোক্তং যথা।

কুর্য্যাদ্ভূতজ্বরে নস্যং ব্যোষাম্বু তুলসীরসৈঃ।
গোপাল পুত্রিকামূলং সহদেবাবলাথবা।
গলে বদ্ধা জ্বরং হন্তি বিষ্ণুক্রান্তাথ কর্ণয়োঃ॥
সূর্য্যাবর্ত্তস্য মূলন্তু কর্ণে ভূতজ্বরাপহম্।
কর্কটস্য রসে ভূত মৃদাতু তৈলকে কৃতে॥
একাহিকং জ্বরং হন্তি নস্যেন গিরিকর্ণিকা।
ভূতকর্কটধূপেন সদ্যঃ শীতজ্বরং হরেৎ॥
কাকমাচ্যাথ মূলন্তু কর্ণে বদ্ধং নিশি জ্বরম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো যথা সূর্য্যোদয়ে তমঃ॥
শ্মশানা সহদেবা বা দূর্ব্বায়া বাথমূলিকা।
সূত্রেণ বেষ্টিতা বদ্ধা হস্তে সর্ব্ব-জ্বরাপহা॥
ঋক্ষে পুনর্ব্বসৌ গ্রাহ্যা মন্দারস্য চ বন্ধকম্।
তদ্দক্ষিণকরে বদ্ধং শীতজ্বরহরং পরম্।
চন্দ্রস্য গ্রহণে গ্রাহ্যা সর্পাক্ষ্যা মন্ত্রিতা শিফা।
বামকরে চ তাং বদ্ধা কৃষ্ণসূত্রে জ্বরং হরেৎ॥

তামেব বন্ধয়েৎ কর্ণে কৃষ্ণসূত্রেণ দক্ষিণে।
ত্র্যাহিকন্তু জ্বরং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ঊর্ণনাভস্য জালেন বর্ত্তিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
ক্ষালয়েত্তিলতৈলেন কজ্জলং গ্রাহয়েচ্ছনৈঃ॥
অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং ত্র্যাহিকন্তু জ্বরং হরেৎ।
শ্মশানজাতসর্পাক্ষ্যা রবৌ মূলং সমুদ্ধরেৎ॥
ঘৃতৈঃ পিষ্ট্বা ললাটেষু তিলকং ত্র্যাহিকপ্রণুৎ।
অপামার্গস্য মূলন্তু পুষ্যে চাতুর্থক-প্রণুৎ॥
বৃহত্যো চাপি পুষ্যেণ সমুদ্ধৃত্য তু মূলিকাম্।
ধূপাচ্চাতুর্থকং হন্তি সাবা গোপালপুত্রিকা।
শ্বেতার্ক করবীরস্য অশ্বিন্যাং মূলমুদ্ধরেৎ॥
তণ্ডুলোদকপানেন পৃথক্ চাতুর্থনাশনম্।
ত্রিশূন্যায়াশ্চ মূলন্তু ছুছুন্দর্য্যাঃ সমাযুতম্॥
চাতুর্থকং জ্বরং হন্তি তৎক্ষণাৎ ধূপনাজ্জ্বরম্।
চন্দ্রস্য গ্রহণে গ্রাহ্যা সর্পাক্ষ্যা যাচ মূলিকা॥
অন্তর্দ্ধূমেন সা দগ্ধা ছাগীমূত্রেণ চাঞ্জনম্।
চাতুর্থকহরা শ্রেষ্ঠা সদ্যঃ প্রত্যয়কারিকা॥

ভূতজ্বরে তুলসীরসের সহিত ত্রিকটুর ক্বাথের নস্য প্রদান করিবে। রাখাল-শশা, ঝিন্টি, কিংবা বেড়েলার মূল গলে অথবা অপরাজিতা বা সূর্য্যাবর্ত্তের মূল কর্ণে বাঁধিলে ভূত জ্বর নষ্ট হয়। ভূতকর্কটের রস দ্বারা তৈল প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা অথবা গিরিকর্ণিকা রস দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে ঐকাহিক জ্বর, ভূতকর্কটের ধূপ দ্বারা শীতজ্বর ও কাকমাচীর মূল কর্ণে বাঁধিলে রাত্রিজ্বর নিবারিত হয়। শ্মশানজনিত ঝিন্টির অথবা দূর্ব্বার মূল সূত্রদ্বারা হাতে বাঁন্ধিলে সর্ব্বজ্বর বিনষ্ট হয়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পালদেমাদারের শিকড়

তুলিয়া দক্ষিণ করে বাঁধিলে শীতজ্বর, চন্দ্রগ্রহণকালে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সর্পাক্ষীর মূল কৃষ্ণ-সূত্রদ্বারা বামহস্তে বান্ধিলে সর্ব্ববিধ এবং উহা কর্ণে বান্ধিলে ত্র্যাহিকজ্বর নিবারিত হয়। মাকড়শার জাল বাতি করিয়া তিলতৈলসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক কাজল করিয়া চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন দিলে ত্র্যাহিক জ্বর, রবিবারে শ্মশানজাত সর্পাক্ষীর মূল তুলিয়া ঘৃতসহ বাটিয়া তদ্দ্বারা কপালে তিলক করিয়া দিলে ত্র্যাহিকজ্বর, অপামার্গের মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া কর্ণে বাঁধিলে চাতুর্থক জ্বর এবং পুষ্যানক্ষত্রে বৃহতী, কণ্টকারী বা রাখালশশার মূল তুলিয়া তদ্দ্বারা ধূপ গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়। শ্বেত আকন্দ ও করবীমূল অশ্বিনী-নক্ষত্রে তুলিয়া তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, ত্রিশূন্যার মূল ছুঁচার সহিত ধূপ দিলে অথবা চন্দ্রগ্রহণ সময়ে সর্পাক্ষীর মূল তুলিয়া অন্তর্ধূমে পোড়াইয়া ছাগীমূত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে চাতুর্থকজ্বর নিবারিত হয় জানিবে।

হুং হ্রীং হ্রীং ফঃ হ্রূং ফট্ নমঃ।

অনেন উলূকাদি সর্ব্বে যোগা অষ্টোত্তরশতমন্ত্রিতেন সিদ্ধাঃ।

ঔষধোৎপাটনমাহ।

স্বভাবারণ্য একান্তে প্রভাতে মন্ত্রযুক্তিতঃ।
সংগ্রাহ্যমৌষধং সিদ্ধং নোচেন্তবতি কাষ্ঠবৎ॥
ওঁ নমস্তেঽমৃতসম্ভবে রসবীর্য্যবিবর্দ্ধিনি।
বলমায়ুশ্চ মে দেহি পাপান্মে জহি দূরতঃ॥
যেন ত্বাং খনতে ব্রহ্মা যেন ত্বাং খনতে ভৃগুঃ।
যেন বেন্দ্রোঽথ বরুণস্তেন ত্বামুপচক্রমে॥
তেনাহং খনয়িষ্যামি মন্ত্রপূতেন পাণিনা।
ওঁ আতপ্তেতে মাত্রিয়তে তেজোবীর্য্যোঽন্যথা ভবেৎ॥
অত্রৈব তিষ্ঠ কল্যাণি! মম কার্য্যকরী ভব।
মম কার্য্যভূতে সিদ্ধে ততঃ স্বর্গে গমিষ্যসি॥

ওঁ হ্রীং চণ্ডে স্রূং ফট্ স্বাহা।

অনেন মন্ত্রেণ নাণুসংযুতং আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং

নিহিতং বীর্য্যাধৃক্ ভবেৎ।

অর্কপুষ্যায়াং সর্ব্বা ঔষধ্য উৎপাট্যন্তে।

উৎপাটিতে সতি মূলিকায়াং ছেদন বন্ধন মাহ।

ওঁ রক্তে চামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকস্য সর্ব্বজ্বরং

কচে বন্ধং ক্রুং ফট্ স্বাহা।

অনেন মন্ত্রেণ মূলিকাছেদনং ক্রিয়তে।

অপরমন্ত্রেণ বেষ্টয়িত্বা উক্তস্থানে বন্ধয়েৎ॥

মণ্ডূরং দেবদারুঞ্চ নরবিষ্ঠা তু কুঙ্কুমম্।

নরকেশসমাযুক্তং ধূপং জ্বরবিনাশনম্॥

উলূকস্য তু পক্ষাণি মহিষাক্ষস্তু গুগ্‌গুলুম্।

জ্বরার্ত্তং ধূপয়েত্তেন ছাদিতং কৃষ্ণকম্বলৈঃ॥

ইমং মন্ত্রং পঠেদ্‌যস্তু সর্ব্বজ্বরং হরেৎ পরম্।

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ওঁ ক্ষিপ্রকারিণি কপালমালিনি জটিলে দুর্গন্ধ-দীর্ঘ-নখ-শ্মশ্রুরোম-বিকটানন-ধারিণি জ্বরমেকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং মৌহূর্ত্তিকং দিনজ্বরং সন্ধ্যাজ্বরং সর্ব্বেষাং নরাণাং উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় আরোগ্যকরী ভগবতী সর্ব্বদেতি স্বাহা।

অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বধূপা দেয়াঃ।

মূষিকস্য পুরীষেণ তথা চর্ম্মচটস্য তু।

সর্ষপা মহিষাক্ষশ্চ মন্ত্রৈর্ধূপো জ্বরাপহঃ॥

ওঁ পিত্তজ্বর বাতজ্বর কফজ্বরাথ ব্রহ্মজ্বর মাহেন্দ্রজ্বরামজাত-জ্বর সহ পাতালজা শ্রীরাম তোহাকারে হউসিদ্ধি সিদ্ধি গুরুরূপা।

অনেন মন্ত্রেণ মার্জ্জয়েদিতি।

অথ জ্বরপত্রিকা যথা।

ওঁ জ্বরহৃদয়জ্বরমার্ত্তয়িষ্যামি।

ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং সাপ্তাহিকং অর্দ্ধমাসিকং নৈমিষিকং অটপট হ্রূং ফট্ বজ্রপাণি রাজ্ঞাপয়তি ওঁ ধূর্টশিরো মুঞ্চ বা দ্রুং মুঞ্চ কচং মুঞ্চ উরু মুঞ্চ কটিং মুঞ্চ জঙ্ঘাং মুঞ্চ পাদং মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা।

শৃণু শৃণু বজ্রপাণিরাজ্ঞাপয়তি।
অমুকস্য জ্বরং হন হন দ্রুং ফট্ স্বাহা॥

এতদলক্তকেন পত্রিকাং লিখিত্বা চাণ্ডাল-প্রোচ্ছাদনং বিধায় বলিপূর্ব্বকং সবস্ত্রং শিরসি বদ্ধা দক্ষিণস্যাং দিশি প্রস্থাপয়েদিতি।

ওঁ হ্রীং সঃ অমৃতং কুরু অমৃতেশ্বর ভৈরবায় নমঃ।
অনেন সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা সর্ব্বরোগায় যোজ্যাঃ।
তুল্যাংশং চূর্ণয়েৎ খল্লে পিপ্পলী হিঙ্গুলং বিষম।
ত্রিগুঞ্জং মধুনা পেয়ং বাতজ্বরবিনাশনম্॥
ভোজনান্তে জ্বরে জাতে কুর্য্যাৎ পূর্ব্বং ইব ক্রিয়াম্।
দিনান্তে দাপয়েৎ পথ্যং সজ্বরে বিজ্বরেঽপি চ॥
মুস্ত-পর্পটমেরণ্ডকবায়ৈর্ভস্মসূতকম্।
গুঞ্জমাত্রং মূর্চ্ছিতং বা দেয়ং বাতজ্বরাপহম্॥

"হ্রূং—নমঃ" এই মন্ত্রদ্বারা উলূকাদি সর্ব্বযোগ অষ্টোত্তরশত মন্ত্রদ্বারা সিদ্ধ হয়। স্বভাবারণ্য মধ্যে একান্তে প্রভাতকালে মন্ত্রযুক্তিসহ ঔষধ সংগ্রহ করিবে। "ওঁ নমস্তে—চণ্ডে দ্রুং কট্ স্বাহা" এই মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক ঔষধ তুলিয়া তিনদিন আতপে শুকাইয়া লইলে উহা অতীব

বীর্য্যধারী হয়। সকলপ্রকার ঔষধই সূর্য্যসংযুক্ত পুষ্যানক্ষত্রে উৎপাটন করিবে এবং মূল ছেদন ও বন্ধন করিবে। "ওঁ রক্তে—কচে বন্ধংক্ষ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মূল ছেদন করিবে এবং অন্য মন্ত্র দ্বারা উক্ত স্থানে বন্ধন করিবে। মণ্ডুর, দেবদারু, নরবিষ্ঠা, কুঙ্কুম ও নরকেশ একত্র করিয়া ধূপপ্রদান করিলে অথবা হুতুমপেঁচার পক্ষ ও মহিষাক্ষগুগ্গুল দ্বারা কৃষ্ণকম্বলে রোগীকে আচ্ছাদিত করিয়া ধূপ প্রদান করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারিত হয়। "ওঁ নমো ভগবতে—সর্ব্বদেতি স্বাহা" এই মন্ত্রপাঠ দ্বারা সর্ব্ববিধ ধূপ দিবে। মূষিক ও চামচিকার বিষ্ঠা, সর্ষপ ও মহিষাক্ষ গুগগুলু, ইহাদের ধূপ প্রদানে সর্ব্বজ্বর নষ্ট হয়। "ওঁ পিত্ত-জ্বর—গুরুরূপা" এই মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া" ওঁ জ্বরহৃদয়—হন ক্রং ফট্ স্বাহা "এই মন্ত্রটী আলতাদ্বারা পত্রিকা লিখিয়া বলিপূর্ব্বক চণ্ডালপ্রোচ্ছাদন বিধান করিয়া রোগীর মস্তকে বাঁধিয়া দক্ষিণ দিকে পাঠাইলে জ্বর আরোগ্য হয়। "ওঁ হ্রীং সঃ—নমঃ" এইমন্ত্র ৭ বার পাঠ করিলে সর্ব্বরোগ নষ্ট হয়। পিপুল, হিঙ্গুল ও বিষ সমভাগে ৩ রতি দধির মাৎসহ সেবনে বাতজ্বর নষ্ট হয়। ভোজনান্তে জ্বর হইলে পূর্ব্বোক্তক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। সজ্বর বা বিজ্বর ব্যক্তিকে দিনান্তে পথ্য প্রদান করিবে। মুথা, ক্ষেৎপাপড়া ও এরণ্ড ইহাদের কাথে মূর্চ্ছিত পারদভস্ম ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে বাতজ্বর নষ্ট হয়।

চন্দ্রশেখরোরসঃ।

শুদ্ধ সূতং দ্বিধা গন্ধং মরিচং টঙ্কণস্তথা।
চতুস্তুল্যা সিতা যোজ্যা মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ॥
ত্রিদিনং মর্দ্দয়েত্তেন রসোহয়ং চন্দ্রশেখরঃ।
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈ দেয়ং শীতোদকং হনু॥
ততঃ পটোলমুদগঞ্চ পথ্যং তত্র প্রদাপয়েৎ॥
ত্রিদিনাৎ পিত্তশ্লেষ্মোত্থ মত্যুগ্রং নাশয়েৎ জ্বরম্॥

১ তোলা পারদ, ২ ভাগ গন্ধক, মরিচ ও সোহাগা এবং সর্ব্বদ্রব্যের সমান চিনি একত্রে মৎস্যপিত্তে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান আদার রস এবং পশ্চাৎ শীতল জল পেয়। পথ্য পটোল ও মুগদাইল, ইহাতে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট হয়।

ত্রিফলালোহম্।

ত্রিফলামৃত লোহঞ্চ ভৃঙ্গরাজঞ্চ চূর্ণিতম্।
চূর্ণমর্জ্জুন-পত্রস্য ত্রিজাতকশিলাজতু॥
ত্র্যষণং তুল্য তুল্যাংশং সর্ব্বেষাঞ্চ সমাংশতঃ।
ক্ষৌদ্রেণ বটিকা কার্য্যা কর্ষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ॥
সর্ব্বজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো হ্যনুপানং প্রকল্পয়েৎ।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, লৌহ, ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনপত্র, ত্রিজাতক, শিলাজতু ও ত্রিকটু ইহাদের সমভাগচূর্ণ মধুসহ বটী করিবে, যথাযোগ্য অনুপান।

জ্বরারিরসঃ।

মেষীক্ষীরেণ দরদমম্লবর্গৈশ্চ ভাবিতম্।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্॥
দরদঘনরসানাং শুদ্ধনাগাভ্রকাণাং
সুভগবিট-শিলানাং সর্ব্বমেকত্র যোজ্যম্।
বিপিননৃপদলোত্থৈঃ শোষয়েন্মর্দ্দয়েচ্চ
দিবস দশসমাপ্তৌ বর্ত্তিকা করণীয়া॥
গুঞ্জা-প্রমাণতো নিত্যং ভক্ষয়েদার্দ্রকেণ বৈ।
সর্ব্বশূল-বিনাশার্থং কফশোথ-বিনাশনম্।
দত্তমাত্রং জ্বরং হন্তি জ্বরাদিভ্যো নিগদ্যতে॥

মেষীদুগ্ধে ও অম্লবর্গ দ্বারা ৭বার শোধিত হিঙ্গুল, লৌহ, পারদ, তাম্র, অভ্র, সোহাগা, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা প্রত্যেকে সমভাগ, বনসোণালু রসে মর্দ্দন এবং ১রতি বটী, অনুপান আদার রস। জ্বর ও শূলাদি নষ্ট হয়।

জ্বরাঙ্কুশঃ।

সূতার্কগন্ধচপলা জয়পাল তিক্তা
পথ্যা ত্রিবৃৎবিষতিন্দুকজং সমাংশম্।
সম্মর্দ্দ্য বজ্রীপয়সা মধুনা দ্বিগুঞ্জা
ত্রৈলোক্যডম্বর ভবোঽভিনব-জ্বরঘ্নঃ॥

পারদ, তামা, গন্ধক, পিপুল, কটকী, জায়ফল, হরীতকী, তেউড়ী এবং মাকড়া গাব, প্রত্যেকে সমভাগ, মনসাপাতার রসে মর্দ্দন, ২ রতি বটী, এবং অনুপান মধু. ইহাতে নবজ্বর সারে।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং গন্ধতুল্যন্তু টঙ্কণম্।
রসতুল্যং বিষং যোজ্যং মরিচং পঞ্চধা বিষাৎ॥
কটুফলং দন্তিবীজঞ্চ প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্।
জ্বরাঙ্কুশ-রসো হ্যেষ চূর্ণয়েদ্ যামমাত্রকম্॥
মাসৈকেন নিহন্ত্যাশু জ্বরং জীর্ণং ত্রিদোষজম্।

১ ভাগ পারা, ২ ভাগ গন্ধক ও সোহাগা, ১ ভাগ বিষ, ৫ ভাগ মরিচ এবং কটফল ও দন্তীবীজ ৪ তোলা প্রমাণ। ইহাদ্বারা ১ মাসে পুরাতন ও সন্নিপাতজ্বর নষ্ট হয়।

জয়ন্তী বা জয়া পীতা বিষমজ্বরশান্তয়ে।
চন্দনস্য কষায়েন রক্ত-পিত্ত-জ্বরাপহঃ॥

রক্তচন্দনের কাথসহ জয়ন্তী বা জয়া বটী সেবন করিলে বিষমজ্বর এবং রক্তপিত্ত রোগীর জ্বর বিনষ্ট হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশঃ।

সূতং গন্ধং বিষং তুল্যং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমং।
চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতং॥
জম্বীরকস্য মজ্জায়ামার্দ্রকস্য দ্রবৈর্যুতং।
জ্বরাঙ্কুশো রসো নাম্না জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিকৃন্তয়েৎ॥
একাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকং বা চাতুর্থকং।
বিষমঞ্চ ত্রিদোষোত্থং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ॥

১ ভাগ পারা, গন্ধক ও বিষ, ৩ ভাগ ধুতুরাবীজ এবং ১২ ভাগ ত্রিকটু। প্রমাণ ২ রতি। ইহা দ্বারা ঐকাহিকাদি সর্ব্বজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ঘনপাষাণমভ্রকম্।

পারদং হিঙ্গুলং তাম্রং মাক্ষিকং তুত্থমেবচ।
বঙ্গং সূতঞ্চ গন্ধঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা॥
তালকং ঘনপাষাণং গৈরিকং টঙ্কণন্তথা।
দন্তিবীজঞ্চ সর্ব্বাণি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ॥
জয়ন্তী বিজয়া চিঞ্চা তুলসী শালপর্ণিকা।
প্রত্যেকঞ্চ রসং দত্ত্বা নির্জ্জলে বাথ ভূগৃহে॥
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কাস্তু কারয়েৎ।
মহাগ্নিকারকশ্চৈব জ্বরাণাং কুলনাশনঃ॥
দ্বন্দ্বজং সর্ব্বজশ্চৈব চিরকাল-সমুদ্ভবম্।
একাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তথা ত্রিদিবসং জ্বরম্॥
চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং জলদোষ-সমুদ্ভবম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম দেয়ং গুঞ্জা-চতুষ্টয়ম্।

পারা, হিঙ্গুল, তামা, মাক্ষিক, তুতে, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, খর্পর, মনঃশিলা, হরিতাল, অভ্র, গৈরিক, সোহাগা ও দন্তীবীজ প্রত্যেকে সমভাগ। জয়ন্তী, সিদ্ধি, তেতুল, তুলসী ও শালপর্ণী ইহাদের প্রত্যেকের নির্জলরসে মর্দ্দন। চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি ও সর্ব্ববিধ জ্বর বিনাশ পায়।

লাজাশক্তুকপথ্যং স্যাৎ সৈন্ধবেন বিচূর্ণয়েৎ।
পচেজ্জীর্য্যেত্যবিঘ্নেন জ্বরী জীবেত্তদা ধ্রুবম্॥
রক্তপিত্তহরত্বেন দাহজ্বরকৃতে তথা।
শক্তবঃ শীতবীর্য্যাঃ স্যুর্লাজামণ্ডঃ কফোত্থকে॥

তেনাদৌ কেবলনাহিতান্।

পাচনোদীপনোলাজমণ্ডস্তেনোক্ষ ইষ্যতে॥
মুস্তপর্পটকোশীর-চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শৃতশীতজলং দদ্যাৎ পিপাসা জ্বরশান্তয়ে॥
শুণ্ঠীবলাহকোশীরৈঃ পিবেত্তোয়ং প্রসাধিতম্।
দাহশীতজ্বরহরং পাচনঞ্চ তৃষাপহম্॥

বলাহকোমুস্তকম্।

দোষাবস্থাং সমালোচ্য প্রযুক্তঃ সন্নিপাতিনঃ॥
লঙ্ঘনে দশমূলাদি কষায়ো ন বিরুধ্যতে।
কষায়োঽত্রার্দ্ধশৃতং নবজ্বরে মুখ্যকষায়-নিষেধাৎ।
মুখ্য-ভেষজ-সম্বন্ধো নিষিদ্ধস্তরুণে জ্বরে।
তোয়পেয়াদি-সংস্কারে নির্দোষত্বেন ভেষজম্॥
যঃ কয়ায়ৈঃ কষায়ঃ স্যাৎ স বর্জ্যস্তরুণে জ্বরে।
কষায়েণাকুলীভূতা দোষা জেতুং সুদুস্তরাঃ॥

উষ্ণন্তে চ বিমুচ্যন্তে কুর্ব্বতে বিষমজ্বরম্।
কর্ষৈকমাত্রং ততো দ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি ॥
অর্দ্ধশৃতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদিসম্বিধৌ।
অর্দ্ধশৃতং অর্দ্ধাবশেষিতং।
বমিতং লঙ্ঘিতং কালে যবাগূভিরুপাচরেৎ।
যথাস্বৌষধসিদ্ধাভির্মণ্ডপূর্ব্বাভিরাদিতঃ ॥
ধন্যাকপিপ্পলী বিশ্ব দশমূলীজলং পিবেৎ।
পেয়াং সর্ব্বজ্বরহরাং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতাম্ ॥
মৃদ্বীকাং পিপ্পলীমূলং চব্যামলক-নাগরৈঃ।
যবাগূঃ স্যাৎ ত্রিদোষঘ্নী ব্যাঘ্রীদুস্পর্শ-গোক্ষুরৈঃ ॥
যাবৎ জ্বরমৃদুভাবাৎ ষড়হম্বা বিচক্ষণঃ।
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ ॥
কুলত্থ-পঞ্চমূলাভ্যাং ধান্য-পিপ্পলী-নাগরৈঃ।
পেয়া শ্লেষ্মজ্বরহরা সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতা ॥

খইয়ের ছাতু সৈন্ধবসহ সেবন করিলে জ্বর. রক্তপিত্ত ও দাহ বিনষ্ট হয়। ছাতু সকল শীতবীর্য্য এবং খইয়ের মণ্ড কফজাত জ্বরে হিতকর। লাজমণ্ড পরিপাচক ও অগ্নিদীপক, এই হেতু উহা উষ্ণ অবস্থায় সেব্য। মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠি, সমভাগে ২ তোলা, জল /২ সের শেষ /১ সের। ইহা শীতল করিয়া দিলে পিপাসা-জ্বর নষ্ট হয়। শুণ্ঠি ও মুথা বেণামূল, মোট ২ তোলা, জল /২ শেষ /১ সের। উহা দাহ ও শীতজ্বরনাশক, পাচক ও তৃষ্ণানাশক। দশমূলের অর্দ্ধাবশিষ্ট কাথ সন্নিপাত জ্বরে প্রযোজ্য। তরুণজ্বরে মুখ্য ঔষধ নিষিদ্ধ, কিন্তু তোয়পেয়াদিসংস্কারে প্রস্তুত নিষিদ্ধ নহে জানিবে। কষায়রসে কষায়, এমন বস্তু তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ,

যেহেতু কষায় দ্বারা ত্রিদোষ কুপিত হইয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

২ সের জলে ২ তোলা ক্বাথ্যদ্রব্য দিয়া /১ সের থাকিতে নামাইয়া পেয়াদিতে প্রয়োগ করিবে। বমিত ও লঙ্ঘিত ব্যক্তিকে যথাকালে যথাযোগ্য ঔষধসহ প্রস্তুত মণ্ডাদি পেয় পান করিতে দিবে। ধনে, পিপ্পলমূল, শুণ্ঠী ও দশমূল, ইহাদের কাথ দ্বারা প্রস্তুত যবাগূ সৈন্ধবচূর্ণসহ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বজ্বর নষ্ট হয়। মৃদ্বীকা, পিপ্পলমূল, চই, আমলকী, শুণ্ঠি, কণ্টকারী, দুরালভা ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথ দ্বারা প্রস্তুত যবাগূ ত্রিদোষনাশক। গোক্ষুর ও কণ্টকারী দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ জ্বর-নাশক। কুলথকলাই, পঞ্চমূল, ধনে, পিপ্পল ও শুণ্ঠি, ইহাদের ক্বাথদ্বারা প্রস্তুত যবাগূ সৈন্ধবচূর্ণসহ পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়।

কষ্টৌ এব যবাগূস্তু তচ্চ পিত্তেঽপ্যয়ং ক্রমঃ।
জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্॥
তত্র মদাত্যয়াদৌ।
দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুর পিয়ালৈঃ সপরূষকৈঃ॥
তর্পণার্থেষু কর্ত্তব্যং তর্পণং জ্বরনাশনম্।
ছর্দ্দ্যর্দ্দিতং তথা ক্ষীণং বিশুদ্ধং তৃষ্ণয়ান্বিতম্॥
শর্করামধুসংযুক্তং পায়য়েৎ লাজতর্পণং।
উপবাসশ্রমকৃতে জ্বরে বাতাধিকে তথা॥
দীপ্তাগ্নিং ভোজয়েৎ প্রাজ্ঞো নরং মাংসরসৌদনম্।
মুদ্গযূষৌদনঞ্চাপি দেয়ং কফসমন্বিতে॥
স এব সিতয়া যুক্তঃ শীতপিত্তজ্বরে হিতঃ।
মুদ্গামলক-যূষস্তু বাত-পিত্তজ্বরে হিতঃ॥

নিম্বমূলকযূষস্তু হিতঃ পিত্ত-কফাধিকে।
নিম্বপত্রং পটোলঞ্চ বার্ত্তাকুং কারবেল্লকম্॥
কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বা-বালমূলকম্।
পত্রং গুড়ূচ্যাঃ শাকাদ্যৈঃ জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥
অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবম্।
ধাত্রী-দ্রাক্ষা-সিতানাং বা কল্কমাস্যেন ধারয়েৎ॥
ধারয়েৎ সর্ব্বথৈব ন গিলেৎ।
শর্করা-দাড়িমাভ্যাঞ্চ দ্রাক্ষাদাড়িময়োস্তথা॥
তৈরস্য ধারয়েদাস্যে গণ্ডূষঞ্চ যথাহিতম্।
ন নক্তং ন গুরুপ্রায়ং ভুঞ্জীত তরুণজ্বরী।
বাতপিত্ত জ্বরে দেয়-মৌষধং পঞ্চমে দিনে॥
সপ্তমে শ্লেষ্মপিত্তোত্থে তদূর্দ্ধং কফবাতজে।
নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্যাকং বৃহতীদ্বয়ম্॥
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতায় জ্বরাপহম্।
বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য ক্বাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে॥
পঞ্চমূলী বলা রাস্না কুলত্থৈঃ সহ পুষ্করৈঃ।
পর্ব্বভেদ-শিরকম্পযুতং হন্যান্মরুৎ জ্বরম্॥
গুড়ূচী শারিবা দ্রাক্ষা শতপুষ্পা পুনর্নবা।
সগুড়োঽয়ং কষায়ঃ স্যাদ্বাতজ্বর-বিনাশনঃ॥

ইতি বাতে।

দ্রাক্ষা, দাড়িম, খেজুর, পিয়াল, পরুষফল, ইহাদের রস শর্করা ও মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তর্পণ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্ত জ্বরাদি বিনষ্ট হয়। বমিত, ক্ষীণ, বিশুষ্ক, পিপাসিত এবং উপবাস, শ্রম ও বাত জনিত জ্বরে শর্করা ও মধুযুক্ত লাজতর্পণ প্রয়োগ করিবে।

দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মাংসরসান্বিত অন্ন; কফযুক্ত জ্বরে মুদ্গযূষসহ অন্ন; শীত ও পিত্তজ্বরে শর্করাসহ মুগযূষ ও অন্ন এবং বাতপিত্তজ্বরে মুগ ও আমলকীর যূষ সমন্বিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে নিম্ব ও মূলার যূষ দিবে। জ্বরিত ব্যক্তিকে শাকার্থ নিমপাতা, পলতা, বেগুন, করলা, কাকরোল, ক্ষেৎপাপড়া, গোজিয়ালতা, কচিমূলা ও গুলঞ্চের পত্র প্রয়োগ করিবে। জ্বররোগীর অরুচি হইলে ছোলঙ্গনেবুর কেশর ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ একত্র অথবা আমলকী, দ্রাক্ষা ও চিনি একত্র সেবন করিতে দিবে। শর্করা ও দাড়িমরস অথবা দ্রাক্ষা ও দাড়িম একত্র গণ্ডূষ গ্রহণ করিলে অরুচি নষ্ট হয়। তরুণজ্বরী রাত্রিতে গুরুপাক অন্ন ভোজন করিবে না। বাতপিত্তজ্বরে পঞ্চমদিনে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে সপ্তমদিনে এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে সপ্তমদিনের পরে ঔষধ দিবে। শুণ্ঠি, দেবদারু, ধনে, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী, ইহাদের কাথ জ্বরের প্রথমাবস্থায় প্রদান করিবে। বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথ বাতিক জ্বরে প্রয়োগ করিবে। স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা, রাস্না, কুলথ ও পুষ্করমূল, ইহাদের কাথ পর্ব্বভেদ ও শিরঃকম্পযুক্ত বাতজ্বরনাশক। গুলঞ্চ, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শলুফা ও পুনর্ণবা ইহাদের কাথ গুড়সহ পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হয়।

সক্ষৌদ্রং পাচনং পিত্তে তিক্তা চেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্।
পাঠেন্দ্রযবতিক্তাভিঃ কট্‌ফলৈর্বা সশর্করম্॥
কাথঃ পিত্তজ্বরং হন্যাদথবা পর্পটোদ্ভবঃ।
পটোলযবধন্যাক-মধুকানাং মধুপ্লুতঃ॥
কাথঃ পিত্তজ্বরং দাহং হন্তি তৃষ্ণাঞ্চ দারুণাম্।

মধুকং যষ্টিমধুঃ।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশকঃ।
কিং পুন র্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ॥

ঘনচন্দন-পর্পটকং কটুকং সমৃণাল-পটোলদলং সজলম্।
শৃতশীত-সিতাযুতপিত্তহরং জ্বরচ্ছর্দ্দিতৃষারুচিদাহহরম্॥
দ্রাক্ষাভয়াপর্পটকায়ন্তিক্তা কাথং সশম্পাককলং বিদধ্যাৎ।
প্রলাপমূর্চ্ছাভ্রমদাহশোষ-তৃষ্ণান্বিতে পিত্তভবজ্বরে তু॥
বিদারী দাড়িমং লোধ্রং কপিত্থং বীজপূরকম্।
এভিঃ প্রদিহ্যাম্মূর্দ্ধানং তৃট্দাহার্ত্তস্য দেহিনঃ।
করবীরস্য পত্রাণি চন্দনং শারিবাস্তিলাঃ॥
তৃষ্ণা-দাহে শিরোলেপঃ আরনালেন পেষিতঃ।
কালেয় চন্দনানন্তা যষ্টী বদরকাঞ্জিকৈঃ॥
সঘৃতঃ স্যাচ্ছিরোলেপ স্তৃষ্ণাদাহার্ত্তি-শান্তয়ে।
চন্দনোদকশীতেষু দাহার্ত্তিঃ সংবিশেৎ মুখম্॥
হিমাম্বুপূর্ণে সদনে শীতধারা গৃহেঽপি বা।
পৌষ্করেঽম্ভসি সামীপ্যে সুপ্তবাং সহ আদিশেৎ॥
সরঃসমীপ ইত্যর্থঃ।
হেমশঙ্খ প্রবালানাং মণীনাং মৌক্তিকস্য চ।
চন্দনোদক-পীতানি সংস্পর্শাৎ তরসা ভবেৎ॥
হরীতকী প্রিয়ঙ্গুশ্চ পিপ্পলী লোধ্রমেব চ।
চব্যং দার্ব্বী হরিদ্রা চ সক্ষৌদ্রং মুখধারণম্॥

ইতি পিত্তে।

কটুকী ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ মধুসহ কিংবা পাঠা, ইন্দ্রযব, কটুফল ও কটুকী, ইহাদের কাথ শর্করাসহ অথবা ক্ষেৎপাপড়ার কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়। পল্‌তা, যব, ধনে ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়। কেবল

ক্ষেৎপাপড়ার কাথ অথবা ক্ষেৎপাপড়া, বালা ও শুণ্ঠী, ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়। মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, কটুকী, বেণারমুল, পল্‌তা ও মুথা, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া চিনিসহ পান করিলে পিত্তজ্বর, বমি, তৃষ্ণা, অরুচি ও দাহ নষ্ট করে। দ্রাক্ষা, হরীতকী, ক্ষেৎপাপড়া, অম্লবেতস ও কটুকী, ইহাদের কাথ সোনালুফলের আঠাসহ পান করিলে প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, শোষ ও তৃষ্ণাসংযুক্ত পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়। ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িমছাল, লোধ, কয়েদবেল ও ছোলঙ্গনেবুর কেশর অথবা করবীর পাতা, রক্তচন্দন, অনন্তমুল ও তিল কাঁজিসহ কিম্বা কালীয়চন্দন, অনন্তমুল, ও যষ্টিমধু কুলের কাঁজিসহ ও ঘৃতসহ পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত হয়। রক্তচন্দন শীতল জলসহ মুখে ধারণ করিলে দাহ নিবারণ হয়। শীতল জলপূর্ণ বাটীতে শীতলধারাগৃহে ও পদ্মযুক্ত সরোবর সমীপে বাস, চন্দনোদক পান এবং হেম, শঙ্খ, প্রবাল, মণি ও মুক্তাদি ধারণ করিলে দাহ প্রশমিত হয়। হরীতকী, প্রিয়ঙ্গু, পিপুল, লোধ, চই, দারুহরিদ্রা ও হরিদ্রা মধুসহ বাটিয়া মুখে ধারণ করিলে দাহ নষ্ট হয়।

পিপ্‌পল্যাদিগণঃ।

পিপ্‌পলী পিপ্‌পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরম্।
মরিচৈলাজমোদেন্দ্র পাঠাবেল্লক-জীরকম্॥
ভার্গী মহানিম্বফলং হিঙ্গু রোহিণীসর্ষপম্।
বিড়ঙ্গাতিবিষামূর্ব্বা চেত্যয়ং কীর্ত্তিতো গণঃ॥
পিপ্‌পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলাপহঃ।
নিহন্যাদ্দীপনোগুল্ম শূলঘ্নস্ত্বামপাচনঃ॥

রবিগুপ্তো বিনাপাঠা মুস্তকোঽথ চ পাটলা।
পঠত্যত্র গণে কিন্তু প্রচারো লিখিতে ন তু॥
অজমোদা বনযমানী ইন্দ্রযবঃ।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুণ্ঠী, মরিচ, এলাচি, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, জীরক, বামনহাটী, হিং, মহানিম্বফল, কটুকী, সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ ও সুচমুখী, ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদি গণ বলে। ইহাদের ক্কাথ কফ, প্রতীশ্যায়, বাত, গুল্ম, ও শূল নাশ করে, ইহা অগ্নিদীপক ও আমপাচক।

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা।

কটফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ।
কাসশ্বাস জ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো লেহঃ কফান্তকৃৎ।

কট্‌ফল, পুষ্করমূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক অবলেহ করিয়া সেবন করিলে কফ, শ্বাস, জ্বর ও কাস নিবারণ করে।

কট্‌ফলাদ্যবলেহিকা।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী মুস্তকং কটুকং শঠী।
সর্ব্বান্ পৃথক্ বা সংচূর্ণ্য লিহ্যান্মধ্বার্দ্রকৈ র্দ্রবৈঃ॥
কফানিলারুচিছর্দ্দি-কাশশ্বাস-রুজাপহা।

কট্ ফল, পুষ্করমূল, কাকড়াশৃঙ্গী, মুথা, কট্‌কী ও শঠী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া, মধু ও আদার রসের সহিত লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কফ, বাত, অরুচি, বমি, কাস, শ্বাস ও বেদনা নিবারিত হয়।

কাশ শ্বাস জ্বরচ্ছর্দ্দি প্লীহ পাণ্ডূদরাপহা।
মধুনা পিপ্পলী লীঢ়া পাচনী দীপনী মতা॥
ভিনত্তি শ্লেষ্মসংঘাতং বায়ুর্জ্জলধরানিব।

ইতি কফজে।

পিপ্পলী চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কাস, শ্বাসাদি বিনষ্ট হয়।

সংসৃষ্টদোষেষু হিতং সংসৃষ্টমথ পাচনম্॥
সংসৃষ্ট-সংযুক্তং বাতহর-পিত্তহরাদিভিঃ।
বিশ্বামৃতাব্দ-ভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলী-সমন্বিতৈঃ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্॥
পঞ্চমূলী স্বল্পা বাতপিত্ত-হন্তৃত্বাৎ॥

বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মাদি সংসৃষ্টদোষে মিলিত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা ও স্বল্পপঞ্চমূল, ইহাদের কাথ পান করিলে বাতপিত্ত জ্বর নষ্ট হয়।

পঞ্চাঙ্গঃ।

গুড়ূচী পর্পটং মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেষজং।
বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্॥
কফপিত্তহরো মুদগঃ কারবেল্লাদিজা রসাঃ।
ন দেয়া বাতপিত্তোত্থে জ্বরে বিষ্টম্ভকারকাঃ॥

ইতি বাতপিত্তে।

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, চিরতা, শুণ্ঠি, ইহাদের কষায় পান দ্বারা বাতপিত্তজ্বর নষ্ট হয়। মুগের যুষ কফপিত্তনাশক। করলা প্রভৃতির যুষ বাতপিত্তজ্বরে প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু উহা বিষ্টম্ভকারক।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী নিম্বধন্যাকং পদ্মকং চন্দনানি চ ॥
এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচক-চ্ছর্দ্দি-পিপাসা-দাহ-নাশনঃ ॥

গুলঞ্চ, নিম, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথে সর্ব্বজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বমনাদি নাশ করে।

পটোলাদিঃ।

পটোলযবধন্যাক-মুদ্গামলকচন্দনম্।
পৈত্তিকে শ্লেষ্মপিত্তোত্থে তৃট্ছর্দ্দিজ্বর-দাহনুৎ ॥

পটোল, যব, ধনে, মুগ, আমলকী ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ পৈত্তিক-জ্বরাদি নাশক।

কণ্টকার্য্যাদিঃ।

কণ্টকার্য্যমৃতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকম্।
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী ॥
কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরাপহম্।
হৃল্লাসারোচক-চ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাদাহ-বিবন্ধনুৎ ॥

পিত্তশ্লেষ্মণি।

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পল্তা ও কট্কী, ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বিবমিষা প্রভৃতি নাশ করে।

পঞ্চকোলম্।

কিরাত-তিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী-বিশ্বভেষজম্।
চাতুর্ভদ্রমিদং খ্যাতং বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্ ॥

চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ ও শুণ্ঠি, ইহাদের কাথে বাতশ্লেষ্মজ্বর নাশ করে।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরম্।
দীপনীয়ঃ স্মৃতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ॥
পাচনঃ শীতহা রুচ্যো গ্রহণীকণ্ঠরোগনুৎ।

কাথব্যঞ্জনাভ্যাম্।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুণ্ঠী, ইহাদের কাথে কফপিত্তাদি বিনাশ করে।

ক্ষুদ্রাদিঃ।

ক্ষুদ্রামৃতাপুষ্করনাগরাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোদ্ভবে।
স-শ্বাস-কাসারুচিপার্শ্বরুক্করে জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি শস্যতে॥

ইতি বাতকফে।

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পুষ্করমূল ও শুণ্ঠি ইহাদের কাথ পার্শ্ববেদনাদিযুক্ত বাতশ্লেষ্মাদিজ্বর বিনাশ করে।

অথ সন্নিপাত-চিকিৎসামাহ।

অকস্মাৎ শীতবিকৃতিরকস্মাৎ পুলকোদ্গমঃ।
অকস্মাদিন্দ্রিয়োৎপত্তিঃ সন্নিপাতাগ্রলক্ষণম্॥
গীতনর্ত্তনহাস্যাদি-বিকৃতেহাপ্রবর্ত্তনম্।
চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ॥
সঙ্গতা নিচিতা দোষাঃ পাতয়ন্তি কলেবরম্।
স-সন্নিপাতিতা যস্মাৎ সন্নিপাতঃ স উচ্যতে॥

ইতি চরকঃ।

লঙ্ঘনং বালুকা স্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোঽঞ্জনঞ্চৈব প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥
শ্লেষ্মনিগ্রহমেবাদৌ কুর্য্যাদ্ব্যাধৌ ত্রিদোষজে॥

পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা সপ্তরাত্রমথাপি বা ॥
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদারোগ্যদর্শনাৎ।
দোষাণামেব সা শক্তি র্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা ॥
ন তু দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনং মহৎ ॥

অকস্মাৎ শীতবিকৃতি, অকস্মাৎ পুলকোদ্গম এবং অকস্মাৎ ইন্দ্রিয়োৎপত্তি, এই সকল সন্নিপাতের পূর্ব্বলক্ষণ। গীত, নৃত্য, হাস্যাদি বিকৃত ক্রিয়া, পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং অনেককালে দোষের পরিপাক হইলে সন্নিপাত জ্বর বলা যায়। লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন, এই গুলি সন্নিপাতরোগের প্রথমে প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাতে প্রথমে কফ বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ পিত্ত ও বাত নিবারণ করিবে। ত্রিরাত্রি, ৫ রাত্রি অথবা ৭ রাত্রি লঙ্ঘন দিয়া সন্নিপাত জ্বরের গতি নির্দ্ধারণ করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত লঙ্ঘন সহ্য হয় ততদিন পর্য্যন্ত দোষের বল আছে জানিবে, যেহেতু দোষের ক্ষয় হইলে আর আদৌ লঙ্ঘন সহ্য হয় না।

আর্দ্রকস্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রিকম্ ॥
আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ।
তেনাস্য হৃদয়াৎ শ্লেষ্মা মন্যাপার্শ্ব-শিরোগলাৎ ॥
নিশ্চিতং কৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে।
পর্ব্বভেদো জ্বরো মূর্চ্ছা কাসশ্বাসজ্বরাময়াঃ ॥
মুখাক্ষি-গৌরবং জাড্য-মুৎক্লেশশ্চোপশাম্যতি।
কবলগ্রহঃ—মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং কোষ্ণং ত্রিলবণান্বিতম্ ॥
অন্যদ্বা সিদ্ধিবিহিতং নস্যং তীক্ষ্ণং প্রযোজয়েৎ।
তেন প্রভিদ্যতে শ্লেষ্মা প্রভিন্নশ্চ প্রসিচ্যতে ॥
শিরোহৃদয়কণ্ঠাস্য-পার্শ্বরুক্‌চোপশাম্যতি।
সৈন্ধবং শ্বেত-মরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেবচ ॥

বস্তমূত্রেণ পিষ্ট্বা তু নস্যং তন্দ্রা-বিনাশনম্।
শ্বেতমরিচং শোভাঞ্জন-বীজম্

নস্যং।

শিরীষ-বীজগোমূত্র-কৃষ্ণামরিচ-সৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোন-শিলাবচৈঃ॥
মাতুলুঙ্গরসন্তস্য হিঙ্গু-শুণ্ঠিযুতং মুখে।
দত্ত্বাদ্বা বোধনং তীক্ষ্ণং কটু-তিক্তোপসংহিতম্॥
কৃতে ক্রিয়াবরে চাস্মিন্ যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে।
পাদয়োশ্চ ললাটে বা দাহং লোহশলাকয়া॥

সৈন্ধব ও ত্রিকটুচূর্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিলে মুখ, হৃদয় প্রভৃতির কফ দূরীভূত হয় এবং শরীর লঘু ও পর্ব্বভেদাদি নিবারিত হয়। ত্রিলবণচূর্ণ ছোলঙ্গ নেবু ও আদার রস মিশাইয়া অতিউষ্ণ করিয়া কুলি করিলে অথবা তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্ম খণ্ডিত হইয়া নির্গত হইয়া যায়। সৈন্ধব, সজিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড়, ছাগমূত্রসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্য দিলে তন্দ্রা নিবারিত হয়। শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসুন, মনছাল ও বচ; এই সকল গোমূত্রসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে অজ্ঞানতা নষ্ট হয়। অথবা ছোলঙ্গ নেবুর রস, হিং ও শুণ্ঠিচূর্ণ মুখে ধারণ করিলে কিংবা তীক্ষ্ণ, কটু ও তিক্তাদি ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও যদি সংজ্ঞালাভ না হয়, তবে সন্তপ্তলৌহশলাকা দ্বারা রোগীর পাদদ্বয় ও ললাট দগ্ধ করিবে।

কিরাতাদ্যবলেহঃ।

কিরাতং সকণাশৃঙ্গী বাসং কটুফল-পৌষ্করম্।
মধুনা সন্নিপাতঘ্নো লেহঃ কার্য্যঃ পুনঃ পুনঃ॥

চিরতা, পিপুল, কাকড়াশৃঙ্গী, বাসক, কট্‌ফল ও পুষ্কর মূল ইহাদের চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে সন্নিপাত নিবারিত হয়।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা।

কট্‌ফলং পৌষ্কর শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
বিচূর্ণ্য লেহয়েদ্ যুক্ত্যা ক্ষৌদ্রেণার্দ্ররসেন বা॥
অষ্টাঙ্গাখ্যামিদং হন্তি সন্নিপাতং সুদুর্জ্জয়ম্।
প্রমোহশ্বাসকাসাংশ্চ তন্দ্রাহিক্কাগলগ্রহান্॥
ঊর্দ্ধগ-শ্লেষ্মহরণে উষ্ণে স্বেদাদি কর্ম্মণি।
নিরুধ্যোষ্ণে মধু ত্যক্ত্বা কার্য্যোষার্দ্রকজৈ রসৈঃ॥

কট্‌ফল, পুষ্করমূল, কাকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা ও পিপুল, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু বা আদার রসসহ লেহন করিলে সন্নিপাত, কাসাদি বিনষ্ট হয়। উর্দ্ধগশ্লেষ্ম হরণে, উষ্ণস্বেদাদি কার্য্যে মধু ত্যাগ করিয়া আদার রসই ব্যবহার করিবে।

আমলক্যাদ্যবলেহঃ।

স্বিন্নমামলকং পিষ্ট্বা দ্রাক্ষা শুণ্ঠী-সমন্বিতম্।
মধুনা লেহয়েন্মূর্চ্ছা-কাসশ্বাসোপশান্তয়ে॥

সিদ্ধ আমলকী, দ্রাক্ষা ও শুন্ঠি, মধুসহ লেহন করিলে মূর্চ্ছা ও কাসাদি নষ্ট হয়।

দশমূলী-কষায়স্তু পৌষ্করেণাবচূর্ণিতম্।
সন্নিপাতজ্বরে দেয়ং কাশশ্বাস-তৃষান্বিতে॥

দশমূলের কাথ পুষ্করমূল চূর্ণসহ পান করিলে কাস, শ্বাস ও তৃষ্ণাযুক্ত সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়।

দশমূলং।

বিল্বশ্যোনাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়-গোক্ষুরম্ ।
বাতপিত্ত-হরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ॥
উভয়ং দশমূলন্তু সন্নিপাত-জ্বরাপহম্ ।
কাশে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে ॥
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্গ্রহ-নাশনম্ ।
বিশেষ-শ্বাস-কাসঘ্নং মন্যাকর্ণাক্ষি-রোগনুৎ ॥

বেল, শোণা, পারুল, গাম্ভারী ও গনিয়ারী, এই পাঁচটীকে মহৎপঞ্চমূল বলে। ইহাদের কাথ অগ্নিদীপক ও কফবাতঘ্ন। শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই পাচটীকে স্বল্পপঞ্চমূল বলে। ইহাদের কাথ বাতপিত্ত নাশক ও বলকারক। উভয় মিলিত দশমূলের কাথে সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা ও পার্শ্বশূল নাশ করে এবং পিপুল চূর্ণসহ পান করিলে কণ্ঠব্যথা ও হৃদয়বেদনা বিনষ্ট হয়।

দ্বাদশাঙ্গঃ।

দশমূলীকণাধান্যৈঃ পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবে জ্বরে ।
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বমামে স্তব্ধে সনাগরৈঃ ॥

দশমূলী, পিপুল ও ধনে, ইহাদের কষায় পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে পূর্ব্বে প্রদান করিবে এবং স্তব্ধ আমাবস্থায় শুঠিসহ কাথ করিয়া দিবে।

চতুর্দ্দশাঙ্গঃ।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ ।
কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ শুদ্ধার্থিনে বা ত্রিবৃতাবিমিশ্রঃ ॥

দশমূল, চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ ও শুণ্ঠি. ইহাদের কাথে চিরজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সন্নিপাতজ্বর নাশ করে এবং উহা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

পঞ্চদশাঙ্গঃ।

দ্বিপঞ্চমূলীষড়্গ্রন্থাগৃধ্রনখীদ্বয়াৎ।
কফবাতহরঃ ক্বাথঃ সন্নিপাতহরঃ পরঃ॥
ষড়্গ্রন্থা বচা।
গৃধ্রনখীদ্বয়ং গুড়কামাঞ্চি কালিয়কড়া॥

দশমূল, বচ, গুড়কামাই ও কালীয়কড়া, ইহাদের ক্বাথ বাতশ্লেষ্ম ও ত্রিদোষজ জ্বর বিনাশ করে।

দশমূলী শটী শৃঙ্গী ব্যোষং ক্বাথং পিবেন্নরঃ॥
সন্নিপাতজ্বরং হন্যাদিত্যাহ কপিলো মুনিঃ।

দশমূল, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী ও ত্রিকটু ইহাদের ক্বাথ সন্নিপাতজ্বরঘ্ন।

ষোড়শাঙ্গঃ।

ত্র্যূষণং দশমূলশটী শৃঙ্গী ভার্গী ছিন্নোদ্ভবঃ ক্বাথঃ।
পীতঃ শময়তি সহসা জ্বরং চোগ্রং সন্নিপাতভবম্॥

ত্রিকটু, দশমূল, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ উগ্রতর সন্নিপাতজ্বর বিনাশ করে।

অষ্টাদশাঙ্গঃ।

ভূনিম্বদারুদশমূল-মহৌষধাব্দ-
তিক্তেন্দ্র-বীজ-ধনিকেভকণাঃ কষায়ঃ।
তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহমোহ-
শ্বাসাদি যুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি॥

চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুণ্ঠী, মুথা, কটকী ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপুল, ইহাদের ক্বাথে তন্দ্রা ও প্রলাপাদিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশ করে।

বাতশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ।

শটীপুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা।
গুড়ূচী নাগরং পাঠা কৈরাতং কটুরোহিণী ॥
অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাত-জ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তি-শ্বাসহিক্কাবমিহরঃ ॥

শঠী, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠি, আকনাদি, চিরতা ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথে সন্নিপাতজ্বর ও বমনাদি বিনাশ করে।

ত্রিবৃদ্বিশালা কটুকা ত্রিফলারগ্বধৈঃ কৃতঃ।
সংস্কারৈ র্ভেদনঃ ক্বাথঃ পেয়ঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ ॥

তেউড়ী, রাখালশশা, কট্‌কী, ত্রিফলা ও সোণালু, ইহাদের ক্বাথ ভেদক ও সর্ব্বজ্বরনাশক।

শৃঙ্গ্যাদিঃ।

শৃঙ্গীভার্গ্যভয়াজাজী-কণা-ভূনিম্ব-পর্পটৈঃ ॥
দেবদারু-বচা-কুষ্ঠযাসকট্‌ফল-নাগরৈঃ।
মুস্তধন্যাকতিক্তেন্দ্র-শটীপাঠাহরেণুভিঃ ॥
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গ-পিপ্পলীমূলচিত্রকৈঃ।
নিম্বারগ্বধত্রায়ন্তী বিশালা সোমরাজীভিঃ ॥
বিড়ঙ্গরজনীদার্ব্বী-যমানী-দ্বয়সংযুতৈঃ।
সমাংশৈঃ সাধিতঃ ক্বাথো হিঙ্গার্দ্রক-রসান্বিতঃ ॥
অভিন্যাসং জ্বরং ঘোরং হন্তি তন্দ্রাংশ্চ তৎক্ষণাৎ।
সন্নিপাতং তথা রৌদ্রং ত্রয়োদশবিধঞ্চ তৎ ॥
কর্ণশূলঞ্চ হিক্কাঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চৈব বিশেষতঃ ॥

কাকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী, হরীতকী, মরিচ, পিপুল, চিরতা, ক্ষেৎপাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্‌ফল, শুণ্ঠী, মুথা, ধনে, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, শঠী, রেণুকা, গজপিপুল, আপাং, পিপুলমুল, চিতা, নিম, সোণালু, বলালতা, রাখালশশা, সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী, ইহাদের ক্বাথ হিং ও আদার রসের সহিত পান করিলে অভিন্যাসাদি ১৩ প্রকার সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়

কর্ণশোথে।

কর্ণমূলোত্থ-শোথে তু শস্তং রক্তস্য মোক্ষণম্॥
প্রদেহান্ কফপিত্তঘ্নান্ নস্যানি কবলগ্রহান্।
লেহাংশ্চ কফবাতঘ্নান্ যুঞ্জ্যাচ্চ ত্রিফলাঘৃতম্॥
কুলথ কট্‌ফলে শুণ্ঠী কারবীচ সমাংশকৈঃ।
কর্ণশোথহরোলেপঃ সন্নিপাত-জ্বরে ভৃশম্॥
বীজপূরকমূলানি অগ্নিমন্থং তথৈব চ।
সনাগরং দেবদারু রাস্নাচিত্রকপেষিতম্।
প্রলেপনমিদং শ্রেষ্ঠং গলে শ্বয়থুনাশনম্॥

ইতি গ্রন্থান্তরে।

সন্নিপাতরোগে কর্ণমূলশোথে রক্তমোক্ষণ, কফপিত্তঘ্ন প্রলেপ, নস্য, কবল, কফবাতঘ্ন অবলেহ ও ত্রিফলাঘৃত প্রয়োগ করিবে। কুলথ, কট্‌ফল, শুণ্ঠি ও পিপুল সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলজ শোথ নষ্ট হয়। ছোলঙ্গ নেবুরমূল, গনিয়ারী, শুণ্ঠী, দেবদারু, রাস্না ও রক্তচিতা ইহাদের প্রলেপ দিলে গলজাত শোথ বিনষ্ট হয়।

রসরত্নাকরোক্ত-

সন্নিপাতভৈরবোরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং সূততাম্রাভ্রটঙ্কণম্।
জম্বীর-রসমধ্যস্থং দোলাযন্ত্রে পচেৎ দিনে॥
সর্পাক্ষী বিজয়া ব্রাহ্মী মীনাক্ষী হংসপাদিকা।
হস্তিশুণ্ডী রুদ্রজটা ধূর্ত্তবাতারি বায়সী॥
দিনৈকং বালুকাযন্ত্রে সমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
আমলক্যাদিভির্ব্বোষজৈপাল-বীজচিত্রকৈঃ।
সমৈঃ সমরসোন্মিশ্র্য ত্রিগুঞ্জং ভক্ষয়েৎ সদা॥
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি মুদ্গযূষাদিকং হিতম্।
ক্ষৌদ্রং জাতীযুতা পেয়া রসস্ত্রিদোষ-ভৈরবঃ॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সোহাগা, এই সকল জম্বীর রসে রাখিয়া ১ দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে, পরে সর্পাক্ষী, সিদ্ধি, ব্রাহ্মীশাক, মৎস্যাক্ষী, হংসপাদী, হাতীশুঁড়া, রুদ্রজটা, ধুতুরা, ভেরেণ্ডা এবং কাকমাচীর রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক লৌহপুটে বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ আমলকী, ত্রিকটু, জয়পালবীজ ও চিতার রসসহ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর নষ্ট হয়। পথ্য মুগাদির যূষ, মধু ও আমলকী সংযুক্ত পানীয় পেয়া।

সিংহনাদোরসঃ।

লোহপাত্র গতে গন্ধে দ্রাবিতে তত্র নিক্ষিপেৎ॥
শুদ্ধং সূতং সমং চাভ্রং ব্যাঘ্রীদ্রাবং দ্বয়োঃ সমম্॥
নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসোত্থঞ্চ তুল্যং তুল্যং রসং ক্ষিপেৎ।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তাবদ্যাবৎ শুষ্কং দ্রবদ্বয়ম্॥

বিষং পাদযুতং চূর্ণং সিংহনাদো রসোত্তমঃ।
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যং সন্নিপাত-জ্বরান্তকম্॥
অনুপানং পিবেৎ ক্বাথং কণ্টকার্য্যাঃ সপুষ্করম্।
গুড়ূচীনাগরাযুক্তমরুচি-শ্বাসকাসজিৎ॥

অগ্নিযোগে লৌহপাত্রে গন্ধক গলাইয়া তাহাতে পারদ ও অভ্র দিয়া, কণ্টকারী ও নিসিন্দা রসসহ মর্দ্দিত করিয়া অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া সিকিভাগ বিষ মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরিমাণ ১ রতি। অনুপান পুষ্করমূল, গুলঞ্চ ও শুণ্ঠী চূর্ণসহ কণ্টকারীর ক্বাথ। ইহাতে অরুচি, শ্বাস ও কাস সংযুক্ত সন্নিপাত জ্বর নাশ করে।

সন্নিপাতগজাঙ্কুশঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতঞ্চাভ্রং শুদ্ধৌ তালকতাম্রকৌ।
হিঙ্গুঞ্চ তুলাতুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ কটুকদ্রবৈঃ॥
বন্ধ্যাপটোলনির্গুণ্ডীশুণ্ঠীগন্ধালিচিত্রকৈঃ।
ধুস্তুর-লাঙ্গলীপাঠা-ভৃঙ্গীজম্বীরজদ্রবৈঃ॥
ত্রিদিনং মর্দ্দয়েদেভি শ্চূর্ণীকৃত্য বিমিশ্রয়েৎ।
ত্রিক্ষার-সৈন্ধবং-বোলং বিষং মধুকমার্কবম্॥
তুল্যং তুল্যং বিচূর্ণ্যাথ পূর্ব্বোক্তঞ্চ ইদং সমম্।
একীকৃত্য ভবেৎ সদ্যঃ সন্নিপাত-গজাঙ্কুশঃ॥
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু মাষমাত্রং প্রযোজয়েৎ।

পারা, অভ্র, হরিতাল, তাম্র ও হিঙ্গুল, সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিকটুর ক্বাথে মর্দ্দন করিবে, পরে বনকাকরোল, পটোল, নিসিন্দা, হাতীশুঁড়া, গাঁধাইল, চিতা, ধুতুরা, ইসলাঙ্গলিয়া, আকনাদি, আতইচ ও জম্বীর ইহাদের রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করতঃ তৎসহ

ত্রিক্ষার, সৈন্ধব, বোল, বিষ, যষ্টিমধু ও ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। উহা ১ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে সন্নিপাত রোগ বিনষ্ট হয়।

অথ সন্নিপাতবিধ্বংসনোরসঃ।

সূতং গন্ধং সমং শুদ্ধং তালকং মাক্ষিকং তথা।
মৃততাম্রাভ্রকং বোলং বিষং ধূস্তুরবীজকম্॥
ত্রিক্ষারং রবিপত্রঞ্চ হিঙ্গুপাঠা-পটোলকম্।
বন্ধ্যাভৃঙ্গ দ্রবং শুণ্ঠী কন্দং লাঙ্গলিকং সমম্॥
সিন্ধুবারদ্রবৈঃ সর্ব্বং মর্দ্দাং জম্বীরজৈরপি।
দিনৈকং বটিকা কার্য্যা চণকাভাঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥
অত্যুগ্রং সন্নিপাতঞ্চ সর্ব্বোপদ্রব-সংযুতম্।
নিহন্তি চানুপানেন দশমূলার্কজেন বা॥
কষায়েণ ন সন্দেহঃ পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্।
রসো বিধ্বংসনো নাম সন্নিপাত-নিকৃন্তনঃ॥

পারা, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, অভ্র, বোল, বিষ, ধুতুরাবীজ, ত্রিক্ষার, আকন্দপত্র, হিং, আকনাদি, পটোল, বনকাকরোল, ভীমরাজ রস, শুণ্ঠি ও ইসলাঙ্গলিয়া সমভাগে লইয়া নিসিন্দা ও জম্বীর রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দশমূল ও আকন্দের কাথ। পথ্য দধিসহ অন্ন, উহা সন্নিপাত নাশক।

পানীয়কুমাররসঃ।

অনাথনাথো জগদেকনাথস্ত্রিলোকনাথঃ প্রথমঃ প্রসিদ্ধঃ।
জগাদ পানীয়বটীং সুপট্টিং তামেব বক্ষ্যামি গুরুপ্রসাদাৎ॥
জয়ার্ক স্বরসা চৈব নির্গুণ্ডী বাসকস্তথা।
বাট্যালকং করঞ্জঞ্চ সূর্য্যাবর্ত্তক-চিত্রকৌ॥

ব্রাহ্মী চ সর্ষপঞ্চৈব ভৃঙ্গরাজং বিনিক্ষিপেৎ।
দন্তীঞ্চ ত্রিবৃতাঞ্চৈব তথারগ্বধপত্রকম্॥
সহদেবামরং ভণ্ডী তথা ত্রিপুরভণ্টিকা।
শাল্মলী পিপ পলীচৈব দ্রোণপুষ্পী চ বাম্নসী॥
গুঞ্জাকিনীং কেশরাজং তথা যোজনবল্লিকাম্।
আশারমেতিবিখ্যাতং ধুস্তুরকরসন্তথা॥
ত্রৈলোক্যবিজয়াঞ্চৈব তথাশ্বেতাপরাজিতা।
প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈব স্বরসন্তত্র দাপয়েৎ॥
স্নুহীদুগ্ধমর্কদুগ্ধং বটদুগ্ধং তথৈবচ।
প্রত্যেকং কার্ষিকং ক্ষীরং পুনর্দত্ত্বা তু মর্দ্দয়েৎ॥
নূনং সুমর্দ্দিতং জ্ঞাত্বা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্।
দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বস্ত্রপূতং বিনিক্ষিপেৎ॥
দগ্ধহীরঞ্চাতিবিষং কোচিনামাভ্রকং তথা।
শোধিতং পারদঞ্চৈব গন্ধকং বিষমাহ্বয়ম্॥
মাক্ষিকং শোধিতঞ্চৈব প্রত্যেকং মাষকদ্বয়ম্।
নূনং সুমর্দ্দিতং দৃষ্ট্বা চাঙ্গেরী স্বরসেন বা॥
তথায়ং ভেষজং দৃষ্ট্বা তিলমাত্রাস্তু কারয়েৎ।
গুড়িকাং সুদৃঢ়াঞ্চৈব মতিমান্ কুশলো ভিষক্॥
ত্রিদোষজে জ্বরে বৈদ্য উক্তো বৈদ্য-বিচক্ষণঃ।
লজ্ঘনৈর্বালুকাস্বেদৈঃ ক্লান্তোঽতিদীনদর্শনঃ॥
প্রপূজ্য করুণাধানং প্রণম্য নাগ-সর্পণম্।
শরাবে বারিণা ঘৃষ্ট্বা বিংশত্যেকাং পিবেন্নরঃ॥
পীত্বা তং ভেষজং পশ্চাদ্বস্ত্রে বাচ্ছাদয়েন্নরঃ।
রসশুদ্ধিষু প্রগুপ্তাৎ দদ্যাদ্বারি সুশীতলম্॥

শরাব পরিমিতং বারি পাতব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
সন্নিপাতজ্বরঞ্চৈব দাহং হন্তি সুদুস্তরম্ ॥
কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং প্রমেহং চাশ্মরীং তথা ।
কফপিত্তকৃতঞ্চৈব দাহং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥
মূত্রবেগ-বিবন্ধে তু পাতব্যং ক্ষীরসংযুতম্ ।
পঞ্চতৃণকৃতক্কাথং পাতব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
পানীয়বটিকা হ্যেষা লোকনাথেন নির্ম্মিতা ।
লোকানামুপকারায় বটিকা কথিতা পুরা ।

জয়ন্তীরস, আকন্দরস, নিসিন্দা, বাসক, বেড়েলা, করঞ্জ, সূর্য্যাবর্ত্ত, চিতা, ব্রাহ্মীশাক, সর্ষপ, দন্তী, তেউড়ী, সোণালুপত্র, ঝিন্টি, গুলঞ্চ, ভাঁইট, বড় ভাইট, শিমুল, পিপুল, হলকসা, কাকমাচী, গুঞ্জামূল, কেসুর্য্যা, মঞ্জিষ্ঠা, ইহাদের সমভাগচূর্ণ এবং ধুস্তুরা, সিদ্ধি, শ্বেতাপরাজিতা এবং সিজদুগ্ধ, আকন্দদুগ্ধ ও বটদুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করতঃ শুকাইয়া চূর্ণ করিবে এবং উহার সহিত হীরকভস্ম, আতইচ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, বিষ ও মাক্ষিক, প্রত্যেক ২ মাষা মাত্রায় মিশাইয়া আমরুল শাকের রসে ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ তিল পরিমাণ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর, কাস ও শ্বাসাদি বিনষ্ট হয় ।

বৃহৎকস্তুরীভৈরবরসঃ ।

মৃগমদ-শশি-সূর্য্যা ধাতকী শূকশিম্বী-
রজত-কনক-মুক্তা বিদ্রুমং লৌহ-পাঠা ।
ক্রিমিরিপুঘন-বিশ্বা বারি-তালাভ্র-ধাত্রী
রবিদলরসপিষ্টঃ কস্তুরীভৈরবোঽয়ম্ ।
কস্তুরীভৈরবাখ্যাতঃ সর্ব্বজ্বর-বিনাশনঃ ॥

আর্দ্রকস্য রসৈঃ পেয়ো বিষমজ্বরনাশনঃ।
দ্বন্দ্বজান্ ভৌতিকান্ বাপি জ্বরান্ কামাদিসম্ভবান্॥
অভিচার-কৃতাংশ্চৈব তথা শক্রকৃতান্ পুনঃ॥
নিহন্ত্যাস্তক্ষণাদেব ডাকিন্যাদিযুতাংস্তথা।
বিল্বচূর্ণজীরকাভ্যাং মধুনা সহ পানতঃ॥
আমাতীসার-গ্রহণী জ্বরাতিসারমেবচ।
অগ্নিদীপ্তিকরঃ শাস্তঃ কাসরোগনিকৃন্তনঃ॥
দুর্ব্বলং দুগ্রহং বাপি নাড়ী-সূক্ষ্ম-কৃতং পুনঃ।
দীপয়েত্তক্ষণাদেব মেহরোগং হলীমকম্॥
জীর্ণজ্বরং নূতনং বা দ্বৌকালিকঞ্চ সন্ততম্।
প্রক্ষিপ্তং ভৌতিকং বাপি হন্তি সর্ব্বান্ বিশেষতঃ॥
হরিতং বাতরোগং বা পাণ্ডুরোগং গলগ্রহম্।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং বা ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকম্॥
পঞ্চাহিকং ষষ্ঠসংস্থং পাক্ষিকং মাসিকং পুনঃ।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভক্ষণাদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥

মৃগনাভি, কর্পূর, তামা, ধাইফুল, আলকুশী, রৌপ্য, সোণা, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুথা, শুঠি, বালা, হরিতাল ও আমলকী, আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন। অনুপান আদার রস। ইহা দ্বারা সন্নিপাতজ্বর, সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

শালরসবটিকা।

শ্লক্ষ্ণপত্রাণি তাম্রাণি অর্কক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
ততো বজ্রপয়সি চ কাঞ্জিকে লবণান্বিতে॥
পুটাংশ্চ ক্রমশো দত্বা দ্রাবয়েৎ পঞ্চধা পুনঃ।
তাম্রং ভাগং ভবেদেকং দ্বৌ ভাগৌ গন্ধকস্য চ॥

মাক্ষিকস্যার্দ্ধভাগেন পুটে গজপুটে পচেৎ।
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহো সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥
রসস্য গন্ধকস্যাপি প্রত্যেকং মাষকদ্বয়ম্।
ভৃঙ্গঞ্চ কেশরাজঞ্চ গ্রীষ্মসুন্দরমেবচ ॥
মণ্ডূকপর্ণিকাচৈব সিন্ধুবার স্তথৈবচ।
শ্বেতাপরাজিতামূলং শালিঞ্চ কালমাবিষম্ ॥
সূর্য্যাবর্ত্তং তথৈষাঞ্চ চতুর্ম্মাষক-সম্মিতৈঃ।
প্রত্যেকং স্বরসে খল্লে শিলায়ামবধানতঃ ॥
লেপয়েত্তাম্রগুড়িকা ঘৃষ্টং তৎকজ্জলীযুতম্।
ক্ষিপ্ত্বা তচ্চ ক্ষিপেচ্চূর্ণং মাষকং স্বর্ণমাক্ষিকাৎ ॥
মরিচাচ্চূর্ণমাষঞ্চ ততো ঘৃষ্টং পুনঃ পুনঃ।
রাযী-প্রমাণা বটিকা ছায়াশুষ্কা বিশেষতঃ ॥
পানীয়বটিকা সেয়ং দেয়া বৈদ্যবিবর্জ্জিতে।
সম্যক্ পরীক্ষিতাহসাধ্যে সন্নিপাতে প্রদীয়তে ॥

সূক্ষ্ম তাম্রপত্র আকন্দক্ষীরের ভাবনা দিয়া ক্রমশঃ সিজদুগ্ধে এবং লবণসংযুক্ত কাঁজিতে ৫ বার দ্রাবিত করিয়া উক্ত তাম্র ১ ভাগ; গন্ধক ২ ভাগ এবং মাক্ষিক অর্দ্ধভাগ লইয়া গজপুটে পাক করিলে যে তাম্রভস্ম পাওয়া যাইবে তাহা এবং কজ্জলী ৪ মাষা পরিমাণে লইয়া ভৃঙ্গরাজ, কেসূর্য্যা, গিমা, থানকুনী, নিসিন্দা, শ্বেতাপরাজিতামূল, শালিঞ্চ, কালকাসুন্দী ও সূর্য্যাবর্ত্ত ইহাদের প্রত্যেকের ৪ মাষা রসে মর্দ্দিত করিয়া তৎসহ ১ মাষা স্বর্ণমাক্ষিক ও ১ মাষা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাই সরিষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহা বালকগণের সন্নিপাত বিনাশ করে।

বালরসঃ।

শাণং শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্য চ তৎসমম্।
স্বর্ণমাক্ষিকস্যাপি চার্দ্ধভাগং প্রযোজয়েৎ॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহপাত্রে দৃঢ়ে নবে।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাঃ পত্রসম্ভবম্॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ।
শুষ্কামাতপসংযোগাৎ গুড়িকাং কারয়েৎ ততঃ॥
প্রমাণং সর্ষপাকারং বালানাঞ্চৈব যোজয়েৎ।
হন্তি ত্রিদোষজং ভূতং জ্বরঞ্চৈব সুদারুণম্॥
চিরজ্বরঞ্চ কাসঞ্চ শূলং সর্ব্বগদস্তথা।
শিশূনাং রোগনাশায় রসোঽয়ং শিবনির্ম্মিতঃ॥

অর্দ্ধতোলা পারদ, অর্দ্ধতোলা গন্ধক এবং সিকিতোলা স্বর্ণমাক্ষিক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করতঃ কেশুর্য্যা, ভৃঙ্গরাজ ও নিসিন্দাপাতার রসে মর্দ্দন করতঃ আতপে শুকাইয়া সরিষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা শিশুদিগের সন্নিপাতজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগ নষ্ট হয়।

রসশোধনম্।

ত্রিক্ষারৈঃ পঞ্চলবণৈর্দ্দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্রসম্।
রাজিকা নাগরং হিঙ্গু এভির্মূষাস্তু কারয়েৎ॥
মুষান্তর্বর্ত্তিতং সূতং রুদ্ধা বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ।
আরনালেন তৎ পাচ্যং দোলাযন্ত্রে দিনত্রয়ম্॥
আদায় মর্দ্দয়েৎ খল্লে সূততুল্যৈর্দ্রবৈঃ পৃথক্।
নির্গুণ্ডী-ভৃঙ্গধুস্তূর-শতাহ্বা-গিরিকর্ণজৈঃ॥
মণ্ডূরী কাকমাচী চ ঋরিকর্ণার্দ্রকদ্রবৈঃ।
করবীরাগ্নিপাঠাভিরেভির্মন্থঃ ক্রমাদ্রসঃ॥

ত্রিক্ষার ও পঞ্চলবণসহ পারদ ১ দিন মর্দ্দন করিয়া, রাইসরিষা, শুণ্ঠী ও হিঙ্গুর মুষামধ্যে পূরিয়া বস্ত্রদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক কাঁজিতে দোলাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিয়া নিসিন্দা, ভৃঙ্গরাজ, ধুতুরা, শলুফা, কুড়চি, মণ্ডুরী, কাকমাচী, হস্তিকর্ণপলাশ, আদা, করবীর, চিতা ও আকনাদির রসে মর্দ্দন করিয়া লইলে পারদ বিশুদ্ধ হয়।

কালাগ্নিরুদ্ররসঃ।

মরিচং গন্ধতুল্যঞ্চ ক্ষিপ্ত্বা পিত্তৈর্বিভাবয়েৎ।
মায়ূর-মৎস্য-বারাহছাগমাহিষজৈরপি॥
সমস্তৈরথবা ব্যস্তৈর্দিনৈকং ভাবয়েদ্রসম্।
সংযোজ্য গরলঞ্চাপি বটিকাং কারয়েদ্বুধঃ॥
রসঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽয়ং দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েত্ততঃ।
শর্করাং মধু তোয়ঞ্চ পায়য়েৎ স্নাপয়েজ্জলৈঃ॥
দাড়িমঞ্চেক্ষুদণ্ডঞ্চ দধ্যন্নং পথ্যমাচরেৎ।
সত্যোপচারৈরন্যৈশ্চ সন্নিপাতং নিবারয়েৎ॥
সঙ্কটাং কঠিনাং জিহ্বাং কাসশ্বাসাতিজিহ্মানাম্।
সদ্যঃ করোতি সুস্নিগ্ধাং পূর্ব্বতারসমন্বিতাম্।
সূতং বধির সেবঞ্চ স্বস্তি জিহ্বামরোচকম্।
অসাধ্যং সন্নিপাতেন রোগিণাং পটুতাং নয়েৎ॥

ইতি সন্নিপাতে।

মরিচ ও গন্ধক পঞ্চপিত্তে ১ দিন ভাবনা দিয়া তৎসহ সর্পবিষ মিশ্রণ পূর্ব্বক ২ রত্তি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান চিনি, মধু ও জল। পথ্য দাড়িম, ইক্ষু, দধি প্রভৃতি ও স্নান করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

দোষোঽল্পোঽহিতসংভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্॥
ন মুঞ্চতি জ্বরো যস্য পক্ষাদূর্দ্ধং শরীরিণঃ।
মন্দবেগোঽনুবন্ধশ্চ স জ্বরো জীর্ণতাং গতঃ॥
ত্রিসপ্তাহব্যতীতস্তু জ্বরো যস্তণুতাং গতঃ।
প্লীহাগ্নিসাদং কুরুতে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে॥
জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥
চতুর্গুণেনাম্ভসা বা শৃতং জ্বরহরং পয়ঃ।
ধারোষ্ণং বা পয়ঃ সদ্যো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥
কাসাৎ শ্বাসাৎ শিরঃশূলাৎ পার্শ্বশূলাৎ সপীনসাৎ।
মুচ্যতে জ্বরিতঃ পীত্বা পঞ্চমূলী-শৃতং পয়ঃ॥
যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাচ্ছীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
বেগতশ্চাপি বিষমঃ স জ্বরো বিষমঃ স্মৃতঃ॥

জ্বরত্যক্ত ব্যক্তির অল্পদোষ, অহিত আহারাদি দ্বারা কুপিত হইয়া রক্তাদি কোন ধাতুকে প্রাপ্ত হইয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে। যে জ্বর পক্ষান্তে বিচ্ছিন্ন না হইয়া মন্দবেগান্বিত হয়, তাহা জীর্ণজ্বরে পরিণত হয়। যে জ্বর ২১ দিন পরে মন্দবেগান্বিত হইয়া প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য জন্মায়, তাহাকে পুরাতন জ্বর বলা যায়। পুরাতনজ্বরে কফশূন্যাবস্থায় দুগ্ধ অমৃত সদৃশ, কিন্তু তরুণজ্বরে উক্ত দুগ্ধ বিষবৎ অপকারী জানিবে। চতুর্গুণ জলসহ পাক করা দুগ্ধ জ্বরনাশক এবং ধারোষ্ণদুগ্ধ বাত পিত্তজ্বর বিনাশ করে। পঞ্চমূলীসহ পাক করা দুগ্ধ কাস, শ্বাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল এবং পীনসরোগ বিনাশ করে। যে জ্বরের শীত, উষ্ণতা ও বেগ বিষম, তাহাকে বিষমজ্বর বলে।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তামলকগুড়ূচী-বিশ্বৌষধকণ্টকারিকাক্বাথঃ।
শীতঃ সকণাচূর্ণঃ সমধুর্বিষমজ্বরান্ হন্তি ॥

মুথা, আমলকী, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ মধু ও পিপুলচূর্ণসহ সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

অজাজী গুড়সংযুক্তা বিষম-জ্বরনাশিনী।
অগ্নিসাদং জয়েৎ সম্যগ্বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥
রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং যোঽশ্নাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ত্তঃ।
বিমুচ্যতে সোঽপ্যচিরাজ্জ্বরেণ বাতাময়ৈশ্চাপি সুঘোররূপৈঃ ॥
মহৌষধামৃতমুস্ত-চন্দনোশীরধান্যকৈঃ।
ক্বাথ স্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুসংযুতম্ ॥

কৃষ্ণজিরা গুড়সহ সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ নষ্ট হয়। রসুন বাটিয়া তিলতৈলসহ মিশাইয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর ও বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, বেণামূল ও ধনে ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুসহ পান করিলে তৃতীয়কজ্বর বিনষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাদিঃ।

নিদিগ্ধিকানাগরকামৃতানাং ক্বাথং পিবেন্মিশ্রিতপিপ্পলীকম্।
জীর্ণজ্বরারোচক-কাসশূলশ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিতপীনসেষু ॥

কণ্টকারী, শুণ্ঠি ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, শূল, অর্দ্দিত ও পীনসাদি রোগ প্রশমিত হয়।

বাসা-ধাত্রীস্থিরাদারুপথ্যানাগর-সাধিতঃ।
সিতা-মধুযুতঃ ক্বাথ শ্চাতুর্থকনিবারণঃ ॥

বিদারীক্ষুরসং সর্পির্মধুতৈলশৃতং পয়ঃ।
পিবেচ্চাতুর্থকশ্বাসকাসবাতরুজাপহম্॥

বাসক, আমলকী, শালপানী, দেবদারু, হরীতকী ও শুণ্ঠী, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু প্রক্ষেপে পান করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়। ভূঁইকুমড়া ও ইক্ষুরস ঘৃত মধু ও তৈলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে চাতুর্থকজ্বর, শ্বাস, কাস ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গধূপঃ।

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী।
সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পির্ধূপনং জ্বরনাশনম্॥

গুগ্‌গুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, সরিষা, যব ও ঘৃত ইহাদেব ধূপ প্রদান করিলে সর্ব্ববিধজ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরাঃ কষায়ৈর্বমনৈঃ পানৈর্ব্বা লঘুভোজনৈঃ।
রূক্ষস্য যে ন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্‌জিতম্॥
ভিষগ্‌জিতং চিকিৎসিতং ভৈষজ্যমিতি॥

রুক্ষ ব্যক্তির যে জ্বর কষায়, বমন, পান ও লঘু ভোজন দ্বারা প্রশমিত হয় না, তাহা ঘৃত দ্বারা চিকিৎসা করিলে ফল পাওয়া যায় জানিবে।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্।

পঞ্চকোলৈঃ সসিন্ধূত্থৈঃ পলিকৈঃ পয়সা সমম্।
সর্পিঃপ্রস্থং শৃতং প্লীহ-বিষমজ্বর-গুল্মনুৎ।
অত্র দ্রবান্তরানুক্তৌ ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্॥
দ্রবান্তরেণ যোগেন ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ।

ঘৃত /৪ সের এবং কল্কার্থ পঞ্চকোল ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ পল আর দুগ্ধ ১৬ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ক্ষীর ষট্‌পলক ঘৃত বিষমজ্বর, প্লীহা, গুল্ম প্রভৃতি রোগ নাশ করে।

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্।

পিপ্পলী চন্দনং মুস্তমুশীরং কটুরোহিণী।
কলিঙ্গকস্তিমালকা শারিবাতিবিষে স্থিরা।
দ্রাক্ষামলকবিল্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা।
সিদ্ধমেভির্ঘৃতং সদ্যো জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥
ক্ষয়ং কাসং শিরঃশূলং পার্শ্বশূল-মরোকচম্।
অঙ্গাভিতাপমগ্নিঞ্চ বিষমং চ নিযচ্ছতি॥
পিপ্প্যলাদ্যমিদং ক্বাপি তন্ত্রে ক্ষীরেণ পচ্যতে।
যত্রাধিকরণেনোক্তং গণে স্যাৎ স্নেহসম্বিধৌ॥
তত্রৈব কল্ক-নির্ব্যূহাবিষ্যেতে স্নেহবেদিনা।
এতদ্বাক্যবলেনৈব কল্কসাধ্যমিদং ঘৃতম্॥

ঘৃত /৪ সের কোনমতে দুগ্ধ ।৬ সের (কোনমতে দুগ্ধ আদৌ না) এবং কল্কার্থ-পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা, বেণামূল, কটুকী, ইন্দ্রযব, ভূঁইআমলকী, অনন্তমূল, আতইচ, শালপানী, দ্রাক্ষা, আমলকী, বেল, বলালতা ও কণ্টকারী সমভাগে সমস্ত /১ সের। এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, ক্ষয় ও কাসাদি রোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলষট্পলকং ঘৃতম্।

দশমূলীরসৈঃ সর্পিঃ সক্ষীরৈঃ পঞ্চকোলকৈঃ।
সক্ষারৈর্হন্তি তৎসিদ্ধং জ্বরকাসাগ্নিমন্দতাঃ॥
বাতপিত্তকফব্যাধীন্ প্লীহানঞ্চাপি পাণ্ডুতাম্।
ক্বাথঞ্চতুর্গুণং কার্য্যং ক্ষীরঞ্চ সমমেবচ॥
চতুঃষষ্টিপলং ক্বাথ্যং শারিবাস্তৎসমা জলাৎ।
পাদশেষঃ কষায়োঽত্র ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ।

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—পঞ্চকোল ও যবক্ষার মিলিত /১ সের। এই ঘৃত জ্বর, কাস, প্লীহা প্রভৃতি বিনাশ করে।

চন্দনাদ্যং ঘৃতম্।

চন্দনং চিত্রকং সিংহী মুস্তকঞ্চ সনাগরম্।
কাকোলী ত্রায়মাণাচ ধাত্র্যুশীর-দ্বিশারিবে।
এতান্যর্দ্ধপলাংশানি সৌম্যবারে সমাহরেৎ।
ক্ষীরাঢ়কসমাযুক্তং সর্পিঃ সার্দ্ধং তুলাম্পচেৎ॥
চাতুর্থকজ্বরে শস্তমুন্মাদং বিষমজ্বরং।
দ্ব্যাহিকং শ্বাসকাসৌ চ সর্ব্বাপস্মারনাশনম্।

ঘৃত ১৫০ পল, দুগ্ধ তৈলের চতুর্গুণ এবং কল্কার্থ—চক্রচন্দন, চিতা, কণ্টকারী, মুথা, শুণ্ঠী, কাক্‌লা, বলালতা, আমলা, বেণামূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা প্রত্যেক ৪ তোলা। এই ঘৃত চাতুর্থক, জ্বর উন্মাদ ও কাসাদি রোগ বিনাশ করে।

অঙ্গারক-তৈলং।

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
বৃহতী সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না মাংসী শতাবরী॥
আরনালাঢ়কেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৈলমঙ্গারকং নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥
অঙ্গারকো মঙ্গলঃ।
ইদং লোকে মঙ্গলতৈলং॥

তিল তৈল /৪ সের, কাঁজি ।৬ সের এবং কল্কার্থ—মূর্ব্বামুল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশা, বৃহতী, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না,

জটামাংসী ও শতাবরী সমস্তে /১ সের। এই অঙ্গারক তৈল সর্ব্বজ্বর নাশক।

মহৎষট্‌কট্বর-তৈলম্।

শুক্তারনালং দধিমস্তু তক্রং ফলাম্লভাগেন সমং হি তৈলং।
কৃষ্ণাদিকল্কৈর্ম্মৃদুবহ্নিসিদ্ধমভাঞ্জনং বাতকফজ্বরাণাম্॥
ঐকাহিকদ্বিত্রিচতুর্থকাণাং মাসার্দ্ধমাসদ্বয়মাসিকানাম্।
নিবারণং তদ্বিষমজ্বরাণাং স্নেহাদিষট্‌কট্বরকং মহৎ স্যাৎ॥
শুক্তং কাঞ্জিকম্। দধিমাৎ। তক্রং। মাতুলুঙ্গরসঃ।
পিপ্‌পল্যাদির্যথা॥

পিপ্‌পলী চিতা মুলচএী কৃষ্ণজীরা পিপ্‌পলীমূল মুথা এলা আতইচ শুণ্ঠী মরিচ যমানী আকনাদি চিরেতা ইন্দ্রযব ক্ষেত্রযমানী বড়নিম্ব ব্রাহ্মণ আড়ী রেণুক হিঙ্গ কটুকী বিড়ঙ্গ ইতি মিলিত্বা।

তৈল /৪ সের, শুক্ত, কাঞ্জিক, দধির মাৎ, তক্র ও মাতুলুঙ্গরস প্রত্যেক /৪ এবং কল্কার্থ – পিপ্পল্যাদিগণ /১ সের। এই তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে ব্যবহার করিলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর বিনাশ করে।

মহালাক্ষাদি-তৈলম্।

লাক্ষারসাঢ়কে প্রস্থং তৈলস্য বিপচেদ্ভিষক্।
মস্তাঢ়কসমাযুক্তং পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ॥
শতপুষ্পাং হরিদ্রাঞ্চ মূর্ব্বাং কুষ্ঠং হরেণুকাম্।
কটুকাং মধুকং রাস্নামশ্বগন্ধাঞ্চ দারু চ॥
মুস্তকং চন্দনঞ্চৈব পৃথগক্ষসমানকৈঃ।
দ্রব্যৈরেতৈস্তু তৎসিদ্ধমভ্যঙ্গান্মারুতাপহম্॥

বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বানাশ্বেব প্রশমং নয়েৎ।
কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কণ্ডূং দৌর্ব্বল্য-গৌরবম্॥
ত্রিক-পৃষ্ঠ-কটীশূলং গাত্রাণাং স্ফুটনন্তথা।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং সম্যক্ তৈলং লাক্ষাদিকং মহৎ।
অত্র দোলাযন্ত্রবিধানাৎ ষড়্গুণ-জলেন লাক্ষামেক-
বিংশতি-বারান্ পরিস্রাব্য লাক্ষারসো গ্রাহ্য ইতি বৃদ্ধাঃ॥

তৈল /৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ।৬ সের, দধিরমাং।৬ সের এবং কল্কার্থ—শলুফা, হরিদ্রা, সূচমুখী, কুড়, রেণুকা, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুথা ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা। এই তৈল সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর, কাস শ্বাস প্রভৃতি রোগ বিনাশ করিয়া থাকে জানিবে।

সুদর্শন-চূর্ণম্।

কালীয়কস্তু রজনী দেবদারু বচা ঘনম্।
অভয়া ধন্বযাসশ্চ শৃঙ্গী ক্ষুদ্রা মহৌষধম্॥
ত্রায়ন্তী পর্পটং নিম্বো গ্রন্থিকং বালকং শটী।
পৌষ্করং মাগধী মূর্ব্বা কুটজং মধুযষ্টিকা॥
শিগ্রুৎপলং সেন্দ্রযবং পাঠা দার্ব্বী কুচন্দনম্।
পদ্মকঞ্চ বলোশীরং ত্বচং সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা॥
যমান্যতিবিষা বিল্বং মরিচং পত্রকং স্থিরা।
আমলকং শিবাক্ষঞ্চ সচিত্রকপটোলকম্॥
কলসীচৈব সর্ব্বাণি সমভাগানি কারয়েৎ।
সর্ব্বদ্রবস্য চার্দ্ধেন কৈরাতং সংপ্রকল্পয়েৎ॥
এতৎ সুদর্শনং নাম জ্বরান্ হন্তি ন সংশয়ঃ।
প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা॥

অন্তর্গতং বহিস্কঞ্চ নিরামং সামমেবচ ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্যাৎ সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষোদ্ভবস্তথা ॥
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি ।

কালীয়ক, হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুথা, হরীতকী, যবক্ষার, কাকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, ক্ষেৎপাপড়া, নিম, পিপুলমূল, বালা, শঠী, পিপুল, পুষ্করমূল, সূচমুখী, কুড়চি, যষ্টিমধু, সজিনা, উৎপল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেড়েলা, বেণা, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, যমানী, আতইচ, বিল্ব, মরিচ, তেজপত্র, শালপানী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, চিতা, পটোল ও চাকুলে এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে এবং সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরতা চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। এই সুদর্শন চূর্ণ সাধ্যাসাধ্য সর্ব্ববিধ জ্বর বিনাশ করিয়া থাকে ।

চন্দনাদি-লৌহম্ ।

রক্তচন্দন-হ্রীবের-পাঠোশীরকণা-শিবা—
নাগরোৎপল-ধাত্রীভি-স্ত্রিমদেন সমন্বিতং ॥
লৌহং নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
মুথা চিতা বিড়ঙ্গ ইতি ত্রিমদম্।
সর্ব্বচূর্ণসমং লোহচূর্ণং গ্রাহ্যং ।

ইতি জ্বরাধিকারঃ ।

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণা, পিপুল, হরীতকী, শুঠী, উৎপল, আমলকী, মুথা, চিতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমপরিমাণে ১ ভাগ এবং লৌহ ১ ভাগ। এই চন্দনাদি লৌহ সর্ব্ববিধ জ্বর বিনাশ করে।

অথ জ্বরাতিসার-চিকিৎসামাহ।

গ্রন্থান্তরে।

পৈত্তে জ্বরে পিত্তভবোঽতিসার স্তথাতিসারে যদি বা জ্বরঃ স্যাৎ।
দোষস্য দূষ্যস্য সমানভাবো জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥
পৃথগুভনিদানেন জ্বরাতীসার-নির্ণয়ঃ।
জ্বরাতিসারিণামাদৌ কুর্য্যাল্লঙ্ঘন-পাচনে॥
প্রায়স্তাবামসম্বন্ধং বিনা ন ভবতো যতঃ।
জ্বরাতিসারয়োরুক্তং ভেষজং যৎ পৃথক্ পৃথক্॥
ন তস্মিন্ দ্বিতয়ং কাযামন্যোঽন্যং বর্দ্ধয়েদ্‌যতঃ।
প্রায়ো জ্বরহরং ভেদি স্তম্ভনঞ্চাতিসারনুৎ॥
অতোঽন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাদ্বর্দ্ধনং তৎপরস্পরম্।
ব্যবসানং জ্বরোদিষ্টমুপেক্ষ্য অনিলোবলী॥
পক্কোপি হি বিকুর্ব্বীত দোষঃ কোষ্ঠকৃতে যতঃ।
অতিসংবৃতমানং বা পাচনং সংগ্রহং নয়েৎ॥

পিত্তজ্বরে পিত্তজনিত অতিসার অথবা অতিসারে জ্বর হইয়া দোষ ও দূষ্যের সমানভাব হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার রোগ বলা যায়। জ্বর ও অতীসার, এই উভয়ের পৃথক্ নিদান দ্বারা জ্বরাতীসার রোগ নির্ণয় করিবে। জ্বরাতীসারের প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধ প্রদান করিবে, কারণ আমরস ব্যতীত উক্ত রোগদ্বয় উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্বরে ও অতিসারে কথিত ঔষধ কদাচ জ্বরাতিসারে প্রয়োগ করিবে না, কারণ জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায়ই ভেদক এবং অতিসার নাশক ঔষধ মলরোধক। সুতরাং উক্ত ঔষধদ্বয় পরস্পরকে বর্দ্ধন করে।

নাগরাদিঃ।

নাগরাতিবিষামুস্ত-ভূনিম্বামৃতবাসকৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাতিসার-নাশনঃ॥

শুণ্ঠী, আতইচ, মুথা, চিরতা, গুলঞ্চ ও বাসক, ইহাদের ক্বাথ জ্বরাতীসার নাশ করে।

পাঠাদিঃ।

পাঠেন্দ্রযবভূনিম্বমুস্ত-পর্পটকামৃতাঃ।
জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥
প্রক্ষেপার্থং শুণ্ঠীচূর্ণম্।

আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুথা, ক্ষেৎপাপড়া ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ শুণ্ঠি চূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে সজ্বর ও বিজ্বর অতীসার বিনষ্ট হয়।

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত-বিল্বধন্যাকমাগধৈঃ।
পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্॥
সরক্তং হন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥

বালা, অতৈস, মুথা, বেলশুঁঠ, ধনে ও পিপুল, ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার অতীসার রোগ বিনাশ করে।

বৃহৎহ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত-বিল্বধন্যাকবৎসকৈঃ।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিশ্বং দীপন-পাচনম্॥
হন্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবন্ধং সাতিবেদনম্।
সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥
সরক্তেতি দৃষ্টফলং।
অত্র প্রক্ষেপ শিমলি আঠা॥

বালা, অতৈস, মুথা, বেলশুঁঠ, ধনে, কুড়চি, বরাহক্রান্তা, শুণ্ঠি, ধাইফুল ও লোধ, ইহাদের কাথ সিমুলআঠা প্রক্ষেপে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অতীসার রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

উশীরাদিঃ।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপনপাচনম্॥
হন্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবন্ধং সাতিবেদনম্।
সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥
ধন্যাকস্থানে ভূনিম্ব ইতি পাঠান্তরে।
জ্বরাধিকো যোজ্যমিতি॥

বেণামূল, বালা, মুথা, ধনে, শুণ্ঠি, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ এবং বেলশুঁঠ, ইহাদের কাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বরাতিসার বিনাশ করে।

জম্ব্বাদিঃ।

জম্ব্বাম্রপল্লবোশীর-বটশুঙ্গারবিচ্ছদঃ।
রসঃ কাথোঽথবা চূর্ণং মধুনা সহ যোজিতম্॥
ছর্দ্দিজ্বরাতিসারঞ্চ তৃষ্ণাং মূর্চ্ছাঞ্চ দুর্জয়াম্।
নিযচ্ছত্যাচিরাদ্রক্তস্রুতিঞ্চানেকহেতুজাম্॥

ইতি জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

আম্রপাতা, জামপাতা, বেণারমূল, বটশুঙ্গা ও আকন্দপাতা, ইহাদের কাথ, রস বা চূর্ণ মধু সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরাতিসার নিবারিত হয়।

ইতি জ্বরাতিসারাধিকার সমাপ্ত।

অতিসারচিকিৎসামাহ।

শকৃদ্দুর্গন্ধিসাটোপবিষ্টম্ভার্ত্তি-প্রসেকিনঃ।
বিপরীতং নিরামস্তু কফাৎ পক্কন্তু মজ্জতি॥
আমে বিলঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেব বা।
কার্য্যঞ্চানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘুভোজনম্॥
যোতিদবং প্রভূতঞ্চ পুরীষমতিসার্য্যতে।
তস্যাদৌ বমনং কুর্য্যাৎ পশ্চাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥
নামে সংগ্রহণং দদ্যাদতীসারে কদাচন।
অকালে সংগৃহীতোঽপি বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥
শোথপাণ্ড্বাময়প্লীহ-কুষ্ঠগুল্মোদর-জ্বরান্।
দণ্ডকাঽলসকাধ্মান-গ্রহণ্যর্শোগদাংস্তথা॥
ক্ষীণধাতুবলার্ত্তস্য বহুদোষাতিনিস্রুতঃ।
আমোঽপি স্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ পাচনাম্মরণং ভবেৎ॥
স্থবিরাণাঞ্চ বালানাং বহুবেগোঽতিবিস্রুতঃ।
বর্জ্জয়েদ্বৈদলং শূলী কুষ্ঠী মাষং ক্ষয়ী স্ত্রিয়ম্॥
দ্রবমন্নমতীসারী সর্ব্বঞ্চ তরুণজ্বরী॥
স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোঽতিসার্য্যতে।
অভয়া-পিপ্পলী-কল্কৈঃ সুখোষ্ণৈস্তং বিরেচয়েৎ॥
দীপ্তাগ্নির্ব্বহুদোষোঽপি বিবদ্ধমতিসার্য্যতে।
বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণা-কষায়ৈস্তাং বিপাচয়েৎ॥

অতিসার রোগীর যে মল দুর্গন্ধ, গুড়গুড়াশব্দ, বিষ্টম্ভ, বেদনা ও প্রসেক (কফস্রাব) সংযুক্ত তাহা আম (অপক্ক) বলিয়া জানিবে। ইহার বিপরীত হইলে, পক্ক (নিরাম) মল বলা যায়। পক্কমল কফসংযুক্ত হইলে জলে ডুবিয়া যায়। আমাতিসারে প্রথমে উপবাস

অথবা আমপরিপাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ দ্রব লঘুভোজন প্রদান করিবে। যে অতিসারী অত্যন্ত পাৎলা ও বহু পরিমাণে মল ত্যাগ করে, তাহাকে প্রথমে বমন ও পরে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিবে। আমাতীসারে কদাচ মলরোধক ঔষধ প্রদান করিবে না, কারণ অকালে সংগ্রাহক ঔষধ প্রয়োগ করিলে শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। ধাতুক্ষীণ, বলহীন, বৃদ্ধ ও বালকদিগের অধিকমাত্রায় পাৎলা অপক্ক মল নির্গত হইতে থাকিলেও মলরোধক ঔষধ দিবে, কদাচ পাচক ঔষধ দিবে না; কারণ উহাতে উহাদের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। শূলরোগী বৈদল—দ্রব্য, কুষ্ঠরোগী মাষকলাই, ক্ষয়রোগী স্ত্রীসহবাস, অতিসাররোগী দ্রবদ্রব্য এবং তরুণজ্বরী ঐ সকল দ্রব্য সমস্তই পরিত্যাগ করিবে। অল্প অল্প বিবদ্ধ ও শূল সংযুক্ত মল ত্যাগ হইলে, হরীতকী ও পিপুল বাটিয়া উষ্ণজল সহ সেবন করিলে দাস্ত হয়। দীপ্তাগ্নি ও বহুদোষান্বিত অতীসারী বিবদ্ধ মল ত্যাগ করিলে, তাহাকে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও পিপুল, ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে।

ধান্যপঞ্চকং।

ধন্যাকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেবচ।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্॥

ধনে, শুণ্ঠি, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ আম, শূল ও বিবন্ধ নাশক, পাচক ও অগ্নিদীপক।

আমাতীসারঃ।

নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ।
তৃষ্ণাশূলাতিসারঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু॥
হরীতকী-সাতিবিষা-হিঙ্গু-সৌবর্চ্চলান্বিতং।
সৈন্ধবঞ্চ সুচূর্ণোদং পায়য়েদুষ্ণবারিণা॥

আমাতিসারযোগেন যত্নেনেন ন শাম্যতি।
ন তং যোগশতেনাপি চিকিৎস্যো হি চিকিৎসকৈঃ॥
পাঠাবৎসকবীজানি হরীতক্যো মহৌষধম্।
এতদামসমুত্থানমতীসারং সবেদনম্॥
কফাত্মজং সপিত্তঞ্চ বর্চ্চো বধ্নাতি হি ধ্রুবম্॥
ক্বাথেন চূর্ণেন বা।
কুলত্থস্বরসো দেয়ো হর্জ্জুনস্য সমাক্ষিকঃ।
জয়ত্যামমতীসারং ক্বাথোবা কুটজত্বচঃ॥

শুণ্ঠী, আতইচ ও মুথা অথবা ধনে ও শুণ্ঠি, ইহাদের কাথ পান করিলে তৃষ্ণাদি নষ্ট হয়। হরীতকী, অতৈস, হিঙ্গু, সচললবণ ও সৈন্ধব, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে আমাতিসার নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। আকনাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুণ্ঠী, ইহাদের চূর্ণ বা কাথ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অতীসার রোগ নিবারিত হয়। কুলত্থ ও অর্জ্জুন ছালের রস মধুসহ অথবা কুড়চির কাথ পান করিলে আমাতীসার বিনষ্ট হয়।

অথ রক্তাতিসারে।

গ্রাহ্যং বটপ্ররোহাগ্রং তণ্ডুলোদকপেষিতম্।
পিবেদ্বা তক্রসংযুক্তং কর্ষৈকং রক্তদাহনুৎ॥
তণ্ডুলোদক-বাসোত্থদ্রবৈঃ রক্তোৎপলং পিবেৎ।
মেঘনাদস্য মূলং বা মধুনা সিতয়া যুতম্।
তণ্ডুলোদকপানেন সর্ব্বরক্তাতিসারজিৎ॥

বটের অঙ্কুরের অগ্রভাগ (ডগা) তণ্ডুলোদক সহ অথবা উহার রস পান করিলে রক্তস্রাব ও দাহ বিনষ্ট হয়। রক্তোৎপল ও নটের মূল তণ্ডুলোদক ও বাসকের রস সহ এবং মধু ও চিনির সহিত পান করিলে

অথবা কেবলমাত্র তণ্ডুলোদক পান করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

যমান্যাদিচূর্ণং।

যমানীন্দ্রযবাপাঠা-বিল্বশুণ্ঠীরসাঞ্জনৈঃ॥
চূর্ণঞ্চাপি হরেদশূলং সততঞ্চাতিশোণিতম্।

যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ, শুণ্ঠি ও রসাঞ্জন, ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে রক্তাতীসার বিনষ্ট হয়।

পাঠামোচরসং মুস্তং ধাতকী বিল্ব-নাগরম্।
গুড়তক্রযুতং পানে হ্যসাধ্যমপি সাধয়েৎ॥
কাকমাচীরসং ক্ষৌদ্রং শুক্লছাগীপয়ঃ পিবেৎ।
রক্তাতিসার-শোথাংশ্চ অতিরক্তক্ষয়ং জয়েৎ॥
রক্তসূত্রৈঃ কটিং বদ্ধা সর্পাক্ষিকস্য মূলকম্।
স্নুহ্যা বা সহদেবস্য মূলং স্যাদতিসারজিৎ॥
বিল্বচূতাস্থিনির্য্যূহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্যাৎ ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥
কুলত্থ-স্বরসঃ পীতঃ হিজ্জলস্য সমাক্ষিকঃ।
জয়ত্যামমতীসারং ক্বাথো বা কুটজত্বচঃ।
কল্কঃ কৃষ্ণতিলানাঞ্চ শর্করা-পঞ্চভাগিকঃ।
আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি॥

আকনাদি, মোচরস, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্য গুড় ও তক্র সহ সেবন করিলে অতীসার বিনষ্ট হয়। কাকমাচীর রস মধু ও সাদাছাগীর দুগ্ধ একত্রে পান করিলে রক্তাতীসার ও শোথ বিনষ্ট হয়। সর্পাক্ষী, সিজ অথবা ঝিণ্টি, ইহাদের মূল রক্ত সূত্রে দ্বারা কটিতে বান্ধিলে অতীসার সারে। বেলশুঁঠ ও আঁবের

আঁঠির শাঁস, ইহাদের কাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে বমন ও অতীসার বিনষ্ট হয়। কুলত্থ বা হিজ্জলের রস মধু সহ অথবা কুড়চির কাথ পান করিলে অতীসার বিনষ্ট হয়। ১ ভাগ কৃষ্ণতিলকল্ক ও ৫ ভাগ চিনি ছাগদুগ্ধসহ পান করিলে সত্বই রক্তাতীসার বিনষ্ট হয়।

ধাতক্যাদিঃ।

ধাতক্যতিবিষামুস্ত-সমঙ্গাবিল্ববৎসকম্।
অজাক্ষীরোদকে সিদ্ধং শর্করামাক্ষিকং পিবেৎ॥
রক্তাতীসারশূলঘ্নং দাহশোণজ্বরারুচৌ।

ধাইফুল, অতৈস, মুথা, বরাহক্রান্তা, বেলশুঁঠ ও কুড়চি, এই সকল দ্রব্য ২ তোলা, জল দেড়পোয়া ও ছাগদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া, এই কাথ চিনি ও মধুসহ পান করিলে রক্তাতীসার ও শূলাদি নষ্ট হয়।

জম্বাম্রামলকীনাস্তু পল্লবোত্থরসং পিবেৎ॥
অজাক্ষীরসমং ক্ষৌদ্রং যুক্ত্যা রক্তাতিসারজিৎ।
শল্লকী-বদরীজম্বু-পিয়ালার্জ্জুনকত্বচঃ॥
পীতঃ ক্ষীরেণ মধ্যাক্তাঃ পৃথক্ শোণিতবারণঃ।
পীত্বা সশর্করং ক্ষীরং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা॥
দাহং তৃষ্ণাং প্রমেহঞ্চ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি।
রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজস্য ফলং ত্বচং॥
ধাতকীং শৃঙ্গবেরঞ্চ পিবেত্তণ্ডুলবারিণা।
সক্ষৌদ্রেণ প্রশমদতি রক্তাতীসারমুল্বণম্॥
মন্দঞ্চ দীপয়েচ্চাগ্নিং শূলঞ্চাশু নিবর্ত্তয়েৎ।
গুড়েন খাদয়েৎ বিল্বং রক্তাতীসারনাশনং॥
আমশূলবিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগহরং পরং।
স্বিন্ন-বালবিল্বং॥

সুস্বিন্নং কর্কটং বালং বিল্বং সনবনীতকং।
লিহ্যাদ্রক্তাতিসারঘ্নং সশূলং গ্রহণীপ্রণুৎ ॥

জাম, আম ও আমলকী, ইহাদের পাতার রস সমভাগ ছাগদুগ্ধ সহ মধুর সহিত পান করিলে রক্তাতীসার বিনষ্ট হয়। সিমুল, কুল, জাম, পিয়াল ও অর্জ্জুন, ইহাদের যে কোন একটীর ছাল ছাগদুগ্ধ, মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে অতীসার বিনষ্ট হয়। রক্তচন্দন, চিনি দুগ্ধ ও তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে দাহ, তৃষ্ণা, মেহ ও রক্তাতীসার বিনষ্ট হয়। রসাঞ্জন, আতৈস, কুড়চি, ইন্দ্রযব, ধাইফুল ও শুণ্ঠি, এই সকল তণ্ডুলোদক সহ বাটিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার, অগ্নিমান্দ্য ও শূল নিবারিত হয়। সিদ্ধ কাচাবেল ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে রক্তাতীসারাদি সারে। সিদ্ধবেল ও কাঁচড়া ননীর সহিত বাটিয়া লেহন করিলে সশূল রক্তাতীসার ও গ্রহণী সারে।

গুদভ্রংশ চিকিৎসা।

গুদপাকস্তু পিত্তেন যস্য স্যাদহিতাশিনঃ।
তস্য পিত্তহরাঃ সর্ব্বাঃ অভীষ্টাশ্চানুবাসনাঃ ॥
সেকশৌচাদিকঞ্চাত্র পটোলং মধুনাম্বুনা।
অত্রান্তরে রক্তস্রাবাদিচিকিৎসিতং ॥
গুদেঽতিরক্তং স্রবতি ঘৃতৈর্হি প্রতি সারয়েৎ।
ধাতকীলোধ্রমাষানাং চূর্ণৈর্ব্বা পঞ্চবল্কলৈঃ।
ঘৃতাক্তৈর্গুদকট্যাদৌ শীতৈঃ স্রাবেঽতি সেচয়েৎ ॥

পঞ্চবল্কলং যথা।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরপ্লক্ষ-সপিপ্পল-কপীতনাঃ ॥
ক্ষীরবৃক্ষাঃ পঞ্চানাং বল্কলং পঞ্চবল্কলম্।
কচিৎ কপীতনস্থানে-শিরীষো বেতসোঽপি চ।

যে ব্যক্তির অহিত সেবনদ্বারা পিত্তকর্ত্তৃক গুহ্যদেশ পাকে, তাহার পক্ষে পিত্তনাশক ও অনুবাসন ক্রিয়া এবং পটোলরস, মধু ও জল একত্রে সেক ও শৌচ হিতকর। ঘৃত অথবা ধাইফুল, লোধ ও মাষকলাই কিম্বা পঞ্চবল্কল, ঘৃতাক্ত করিয়া তদ্দারা গুহ্যে সেচন করিলে গুদপাক আরোগ্য হয়। বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, অশ্বত্থ এবং কপীতন (অথবা শিরীষ বা বেতস) এই পাঁচটী ক্ষীর বৃক্ষের বল্কলকে পঞ্চবল্কল বলে জানিবে।

অথ সর্ব্বাতিসারমাহ।

লবঙ্গচতুঃসমম্।

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্পসমন্বিতেন
জীরঞ্চ টঙ্কণযুতং চরকৈঃ প্রযুক্তম্।
চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া
সামাতিসারমখিলং গুরু হন্তি শূলং॥

জাতীফল, লবঙ্গ, জীরক ও সোহাগার খৈ এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধু ও চিনি সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক লেহন করিলে অতীসার ও শূল নিবারিত হয়।

কঞ্চটাদিঃ।

কঞ্চটজম্বুদাড়িম-শৃঙ্গাটকপত্রবিল্বহ্রীবেরং।
জলধরনাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ॥

কাঁচড়া, জাম, দাড়িমছাল, পানীফলপত্র, বেলশুঁঠ, বালা, মুথা ও শুণ্ঠি, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে অতিসার বিনষ্ট হয়।

দশমূলীবলাবিল্ব-ধান্যকোৎপলবিশ্বজাঃ।
বাতাতীসারিণে দেয়া তক্রেণান্যতমেন বা॥
ক্কাথশ্চূর্ণো বা॥

ক্বাথপক্কেতক্রাদা বর্দ্ধাঞ্জলং দেয়ং।
অন্যতমেন কাঞ্জিকজলাদিনা।

ইতি বাতে।

দশমূল, বেড়েলা, বেল ধাতকী, উৎপল ও শুণ্ঠি, ইহাদের ক্বাথ বা চূর্ণ তক্র বা কাঁজি প্রভৃতিসহ পান করিলে বাতাতিসার নষ্ট হয়।

কিরাততিক্তকং মুস্তং বৎসকং সরসাঞ্জনম্।
পিবেৎ পিত্তাতিসারঘ্নং সক্ষৌদ্রং বেদনাপহম্॥
মধুকং কট্ফলং লোধ্রং দাড়িমস্য ফলত্বচৌ।
রক্তপিত্তাতিসারেষু যোজয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা॥

চূর্ণেন।

অজাক্ষীর-প্রয়োগেণ বলবর্ণস্তু বর্দ্ধতে।

ইতি পিত্তে।

চিরতা, মুথা, কুড়চি ও রসাঞ্জন, ইহাদের ক্বাথ মধুপ্রক্ষেপে পান করিলে পিত্তাতীসার ও বেদনা নষ্ট হয়। যষ্টিমধু, কট্ফল, লোধ ও দাড়িমের কচিফল ও ছাল, তণ্ডুলোদকসহ অথবা ছাগদুগ্ধসহ সেবন করিলে রক্তপিত্তাতীসার বিনষ্ট হয়।

শ্লেষ্মাতীসারে প্রথমং হিতং লঙ্ঘনপাচনম্।
যোজ্যং চামাতিসারঘ্নং যথোক্তং পূর্ব্বমৌষধম্॥
সবিড়ঙ্গঃ সমরিচঃ সকপিত্থঃ সনাগরঃ।
চাঙ্গেরীতক্রকোলোত্থঃ খড়ঃ শ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

ইতি কফে।

কফাতীসারে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচন ও পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত আমাতীসারঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিড়ঙ্গ, মরিচ, কয়েদবেল, শুণ্ঠী,

আমরুল, তক্র ও কুলদ্বারা প্রস্তুত খড়যূষ শ্লেষ্মাতীসার বিনাশ করে জানিবে।

কুটজাতিবিষামুস্ত-হরিদ্রা-পর্ণিনীদ্বয়ং।
সক্ষৌদ্রং শর্করং শস্তং পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাং॥
কুটজত্বক্ ফলং মুস্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অতীসারং জয়েদাশু শর্করা-মধুযোজিতম্॥
কলিঙ্গক-বচামুস্তং দারু সাতিবিষং ঘনম্।
কল্কং তণ্ডুলতোয়েন পিবেৎ পিত্তানিলাময়ী॥

ইতি বাতশ্লেষ্মে।

কুড়চি, আতইচ, মুথা, হরিদ্রা, শালপানী ও চাকুলে ইহাদের কাথ মধু ও চিনিসহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতীসার সারে। কুড়চি, ইন্দ্রযব ও মুথা ইহাদের কাথ শর্করা ও মধুসহ সর্ব্বাতীসার নাশক। কুড়চি, বচ, মুথা, দেবদারু, আতইচ ও মুথা, ইহাদের কল্ক তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে বাতশ্লেষ্মাতীসার বিনষ্ট হয়।

বৎসকাদিঃ।

সবৎসকঃ সাতিবিষঃ সবিল্বঃ সোদীচমুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে সহ শোণিতে চ চিরপ্রবৃদ্ধেঽপি হিতোঽতিসারে॥

কুড়চি, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুথা, ইহাদের কাথ সকল প্রকার অতীসার রোগ বিনাশ করে।

লোকনাথ-রসঃ।

রসভস্মস্য ভাগৈকঃ চত্বারঃ শুদ্ধগন্ধকম্।
পিষ্ট্বা বরাটিকা পূর্য্যা টঙ্কণেন নিরুধ্য চ॥
ভাণ্ডং রুদ্ধা পুটে পচ্যাৎ স্বাঙ্গশৈত্যাং বিচূর্ণয়েৎ।

লোকনাথো রসো নাম্না ক্ষৌদ্রেগুঞ্জাচতুষ্টয়ম্॥
নাগরাতিবিষামুস্ত-দেবদারুবচান্বিতং।
কষায়-মনুপানং স্যাদ্বাতাতিসারনাশনম্॥

১ ভাগ রসসিন্দুর ও ৪ ভাগ গন্ধক একত্র পেষণ পূর্ব্বক সোহাগা পূরিত কড়ির মধ্যে পুরিয়া পুটপাক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। উহা ৪ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ শুণ্ঠি, আতৈস, মুথা, দেবদারু ও বচের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতজ অতীসার নষ্ট হয়।

কনকসুন্দর-রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্কণং তথা।
স্বর্ণবীজং সমং সর্ব্বং ভার্গীদ্রাবৈর্দ্দিনার্দ্ধকম্॥
সূততুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং রসঃ কনকসুন্দরঃ।
যোজ্যং গুঞ্জাদ্বয়ং হন্তি পিত্তাতীসারমদ্ভুতম্॥
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং আজং বাথ গব্যং দধি।

পারদ, গন্ধক, মরিচ, অভ্র, সোহাগা ও কনকধুতুরাবীজ, প্রত্যেকে সমভাগ। বামনহাটীর রসে মর্দ্দন। মাত্রা ২ রতি। পথ্য গব্য বা ছাগ দধিসহ অন্ন। ইহা পিত্তাতীসার নাশক।

রসায়নামৃতম্।

কর্ষং গন্ধক-মর্দ্ধপারদমুভে কুর্য্যাচ্ছুভাং কজ্জলীং
ত্র্যক্ষং ত্র্যূষণকঞ্চ পঞ্চ-লবণাৎ সার্দ্ধঞ্চ কর্ষং পৃথক্।
সার্দ্ধাক্ষং দ্বিপলং বিচূর্ণ্য সকলং শক্রাশনান্মিশ্রয়েৎ
খাদেচ্ছাণমতোঽনুকাঞ্জিকপলং মন্দাগ্নিসন্দীপনম্॥
স্বেচ্ছাভোজনতো রসায়নমিদং ঘূর্ণাদিকোপজ্বরে

পেয়শ্চাত্র তু কাঞ্জিকং বদতি সা নারী মহাভৈরবী।
হন্যাদ্বাতঞ্চ পিত্তং কফকৃতমতীসারদোষং গ্রহণ্যাঃ
শ্বাসং কাসঞ্চ শূলং জ্বরমুদররুজৌ রাজযক্ষ্মাণমুগ্রান্॥
প্লীহানং চামবাতং ষড়পি চ গুদজান্ কুষ্ঠরোগং সমগ্রং
বাতাস্রং কণ্ঠরোগান্ ইদমিহ কথিতং দীপনং জাঠরাগ্নেঃ।
দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্জিতবলিপলিতো ধীরগম্ভীরনাদো
মেধাবী সত্ত্ববীর্য্য-স্মৃতিবলসহিতো মানবোঽস্যা প্রসাদাৎ॥

২ তোলা পারদ, ১ তোলা গন্ধক, ত্রিকটু ৬ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৩ তোলা এবং সিদ্ধি ১৮ তোলা। পরিমাণ অর্দ্ধতোলা; অনুপান কাঁজি। উহা সকল প্রকার অতীসার, গ্রহণী ও কাসাদি রোগ বিনাশ করে।

শোথং শূলং জ্বরং তৃষ্ণাং শ্বাসং কাসমরোচকম্।
ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাঞ্চ হিক্কাঞ্চ তৃষ্ণাতিসারিণাং ত্যজেৎ॥
সুপ্তে পার্শ্বদ্বয়ে যস্য অতিরুক্ শব্দমুৎকটম্।
তৃষার্ত্তশ্চ বলৈঃ ক্ষীণোঽপ্যসাধ্যো গ্রহণী-গদী॥
দ্বিত্রিপঞ্চদশাহাদ্বা পক্ষান্মাসাচ্চ বা কদা।
আমং স্রাবং সপৈচ্ছিল্যং স্নিগ্ধং শুভ্রং ঘনং স্রবেৎ॥
দিবাকোপো নিশা শান্তিঃ কটীভেদঃ শকৃদ্ভবেৎ।
গ্রহণী সামবাতেন দুশ্চিকিৎস্যা ভিষগ্বরৈঃ॥
তথাপি পাচনৈঃ সম্যক্ দীপনৈস্তামুপাচরেৎ।

শোথ, শূল, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা ও হিক্কাযুক্ত অতীসাররোগীকে ত্যাগ করিবে। গ্রহণী রোগীর নিদ্রাকালে বেদনা ও উৎকট শব্দ, তৃষ্ণা ও বলহ্রাস হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। ২, ৩, ৫, ১০, ১৫ বা ৩০ দিন অন্তর আমাদিযুক্ত মলভেদ হয়,

রাত্রিতে কমে, দিনে বাড়ে ও কটী বেদনা হয়, সেই সংগ্রহ গ্রহণী রোগও অসাধ্য, তথাপি আমপাচক ও অগ্নিদীপক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

ইতি আমাতীসারাধিকার সমাপ্ত।

অথ গ্রহণীচিকিৎসামাহ।

অতীসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ।
ভূয়ঃ সংদূষিতোবহ্নিগ্রহণী মভিদূষয়েৎ॥

অতীসার নিবৃত্ত হইলেও মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ও অহিতাহারসেবী ব্যক্তির জঠরাগ্নি দূষিত হইয়া পুনরায় গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করিয়া গ্রহণী রোগ উৎপাদন করে।

নায়িকা-চূর্ণম্।

চিত্রক-স্ত্রিফলাব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানীচ হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্॥
গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং ঘনমভ্রঞ্চ গন্ধকম্।
ক্ষারত্রয়াজমোদাশ্চ পারদো গজপিপ্পলী॥
আমীষাং গুগুকং যাবৎ সমং চূর্ণং বিমর্দ্দিতম্।
শক্রাশনস্য চূর্ণন্তু তৎতুল্যং তত্র দাপয়েৎ॥
অভ্যর্চ্চ্য নায়িকাং প্রাতর্যোগিনীং কামরূপিণীম্।
বিড়ালপদমাত্রন্তু ভক্ষয়েদস্য গুণ্ডকম্॥
মন্দাগ্নিকাসদুর্ণাম-প্লীহপাণ্ডুরুচিজ্বরান্।
প্রমেহ-শোথবিষ্টম্ভ-সংগ্রহগ্রহণীগদান্॥
উপযুক্তো বিধানেন নাশয়ত্যচিরাদিমান্।

নানাতীসারশমনঃ কৃমিকণ্ডূবিনাশনঃ ॥
আমবাতগদচ্ছেদী সূতিকাতঙ্কনাশনঃ ॥
রজনীদ্বয়ং স্থানে কেঽপি জীরকদ্বয়ং পঠন্তি।
কাঞ্জিকাম্লং সদা পথ্যং দগ্ধমীনস্তথা দধি।
তস্মাদসৌ সদা সেব্যো গুগুকো নায়িকামতঃ ॥
কাষ্ঠমপ্যুদরে যস্য ভক্ষণাদ্ যাতি জীর্ণতাম্।
ন তেঽস্মিন্ ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ ॥
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু গুগুকো নায়িকাকৃতেঃ।
বাযন্নঞ্চ বাবায়ঞ্চ মাংসপিষ্টকভক্ষণম্ ॥

চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলা, যমানী, হি, পঞ্চলবণ, গৃহধূম, বচ কুড়, মুথা, অভ্র, গন্ধক, ক্ষারত্রয়, বনযমানী, পারদ ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান সিদ্ধি লইয়া চূর্ণ করিবে। উহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, প্লীহা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। পথ্য—কাঁজি, দগ্ধমৎস্য ও দধি।

অভ্রবটিকা।

অথ সূতস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
প্রত্যেকং কর্ষমেকন্তু গ্রাহ্যং রস-গুণৈষিণা ॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোষচূর্ণং প্রদাপয়েৎ।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ ॥
গ্রীষ্ম-সুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসন্তথা।
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবম্।
দাপয়েত্তত্র তুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্ ॥

রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচসম্ভবং।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্কণসম্ভবং॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
শুষ্কমাতপসংযোগাৎ বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
কলায়পরিমাণাস্তু খাদেগ্রাস্তু প্রযত্নতঃ।
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজম্॥
বরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নিদীপনঃ।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষঃ প্রয়োগরাট॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ বিদ্যতেঽভ্ররসায়নাৎ।
চাতুর্থকে জ্বরে শ্রেষ্ঠং সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥
ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ।
দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

পারদ, গন্ধক ও অভ্র একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া তৎসহ ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রণ পূর্ব্বক কেসূর্য্যা, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গিমা, জয়ন্তী, থানকুনী, সিদ্ধি ও শ্বেতাপরাজিতা ইহাদের রসদ্বারা ভাবনা দিয়া তাহার সহিত পারদের সমান মরিচচূর্ণ এবং পারদের অর্দ্ধেক সোহাগার খৈ মিশাইয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিয়া আতপে শুকাইয়া লইবে। দধি অধিক মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

যোগরত্নাকরস্য—কণাদ্যং লৌহম্।

কণানাগরপাঠাভিস্ত্রিবর্গদ্বিতয়েন চ।
বিল্বচন্দনহ্রীবেরৈঃ সমং লৌহং প্রদাপয়েৎ॥
সর্ব্বাতীসারশমনঃ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ।

সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তামপি হন্যাৎ প্রবাহিকাম্।
নানেন সদৃশো লোহো বিদ্যতে গ্রহণী-গদে ॥
অত্র ত্রিবর্গদ্বিতয়ম্।
ত্রিফলা-চিতা-মুথা-বিড়ঙ্গ-মিলিত-চূর্ণসমং লৌহম্।

পিপুল, শুণ্ঠি, আকনাদি, ত্রিফলা, চিতা বিড়ঙ্গ ও মুথা, প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সর্ব সমষ্টির সমান লৌহ মিশ্রণ করিয়া লইবে। ইহা অতীসার প্রভৃতি নানারোগ বিনাশ করে।

রসাঞ্জনাদি-চূর্ণম্।

রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজস্য ফলত্বচম্।
ধাতকী শৃঙ্গবেরঞ্চ পিবেত্তণ্ডুলবারিণা ॥
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তং নুদতি রক্তাতীসারমদ্ভুতম্।
মন্দং দীপয়তে চাগ্নিং শূলঞ্চাশু নিযচ্ছতি ॥

রসাঞ্জন, অতৈস, কুটজছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল ও আদা ইহাদের সমভাগচূর্ণ তণ্ডুলোদক ও মধুসহ সেবন করিলে রক্তাতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও শূল নষ্ট হয়।

বৈদ্যনাথ-বটিকা

রসস্য শাণং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোষয়েৎ।
চিত্রকস্য রসে চাপি ত্রিফলায়াশ্চ বুদ্ধিমান্॥
রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন বৈ।
দ্বাভ্যাং সমূর্চ্ছনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শাণসম্মিতৈঃ ॥
খল্লয়েচ্চ শিলা-খল্লে ক্রমশো বক্ষ্যমাণজৈঃ।
নির্গুণ্ডী-মণ্ডুকী-শ্বেতা-কুচেলা-গ্রীষ্মসুন্দরৈঃ ॥
ভৃঙ্গাহ্ব-কেশরাজৈশ্চ জয়ন্তীন্দ্রাশনোৎকটৈঃ।
সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা দদ্যাত্তাং গ্রহণীগদে ॥

আমবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ।
বাতশ্লেষ্মবিকারেষু তথা শ্লেষ্মগদেষু চ॥
অম্লং তক্রাদিসেবাঞ্চ কুর্ব্বীত স্বেচ্ছয়া বহু।
ক্রিয়তে বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা॥
স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যেয়ং ভাষিতা লিখিতা ন তু॥

অর্দ্ধতোলা পারদ কাঞ্জিসহ চিতার রস ও ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা এবং সিকি তোলা গন্ধক ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া খলে মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করতঃ নিসিন্দা, থানকুনী, তুলসী, কুচিলা, গিমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্যা, জয়ন্তী, সিদ্ধি ও গন্ধতৃণ ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা পরিমাণ রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী করিবে। অম্ল ও তক্রাদি সেবন করা যায়। ইহা গ্রহণী ও আমবাতাদি রোগ বিনাশ করে।

গ্রহণ্যাদৌ তাম্রযোগঃ।

জয়োরুবুক-কাকমাচী-শৃঙ্গবেররসৈঃ পৃথক্।
সপ্তধা মূর্চ্ছিতঃ শৈলে রসো ভবতি নির্ম্মলঃ॥
সূক্ষ্মপত্রীকৃতং তাম্রং গন্ধচূর্ণেন যোজিতম্।
পুটয়িত্বাঽন্ধমূষায়াং চূর্ণং তক্রেণ যোজয়েৎ॥
তচ্চূর্ণং ত্রিকটূপেতং যোজয়েন্মধুসর্পিষা।
গ্রহণীক্ষয়-রোগেষু হিতঃ সোপদ্রবেষু চ॥
অম্লপিত্তে চ কুষ্ঠে চ জ্বরে মেহে চ কামলে॥

জয়ন্তী, ভেরেণ্ডা, আমলকী ও আদার রসে ৭ বার পারদ মূর্চ্ছিত করিয়া উহা সূক্ষ্ম তাম্রপত্র এবং গন্ধকচূর্ণ একত্র পুটপাক করিয়া তৎসহ ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান মধু ও ঘৃত। ইহা গ্রহণী, যক্ষ্মা প্রভৃতি নানারোগ বিনাশ করে।

তাম্রযোগঃ।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং শোধয়েদ্ভিষক্।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা নৈপালং তাম্রপত্রকং॥
কণ্টবেধ্যং বিধাতব্যং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
পাত্রে চামৃত্তিকা-ভূতে পরং দত্তাদ্রসং শুভম্॥
পঞ্চজম্বীরসংভূতং যথাপ্লাবিতমেব তৎ।
আতপে স্থাপয়েৎ পশ্চাদ্‌যাবৎ পঙ্কোপমস্তবেৎ॥
পাণিনা মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং কারয়েত্ততঃ।
বিশোষ্য ভক্ষয়েদ্রক্তিদ্বয়ং তস্মান্মহৌষধাৎ॥
দিনত্রয়ান্তরেণৈব রক্তি রক্তি বিবর্দ্ধয়েৎ।
পরিহারবিধিস্তেন ধান্যজীরানুপানতঃ॥
প্রাতরেতদ্বিধাতব্যং হন্তি পিত্তাম্লসম্ভবম্।
গ্রহণ্যামুদ্ভবং শূলমম্লপিত্তঞ্চ দারুণম্॥
অজীর্ণং রক্তপিত্তঞ্চ ক্ষয়ং কুষ্ঠং বিশেষতঃ॥

কজ্জলী ৪ তোলা এবং সূক্ষ্ম তাম্রপত্র একত্র পক জম্বীররসে মর্দ্দ পূর্ব্বক আতপে শুকাইয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদি ১ রতি করিয়া বাড়াইবে। অনুপান ধনে ও জীরা। ইহা গ্রহণী অম্লপিত্তাদি রোগ বিনাশক।

বৃহৎ লবঙ্গাদিচূর্ণম্

গ্রন্থান্তরস্য।

লবঙ্গাতিবিষামুস্তং পিপ্‌পলী মরিচানি চ।
সৈন্ধবং হবুষা ধান্যং কট্‌ফলং পৌষ্করং তথা॥
জাতিকোষফলাজাজী-সৌবর্চ্চলরসাঞ্জনম্।
ধাতুমোচরসং পাঠা পত্রং তালীশকেশরম্॥

চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব তুম্বুরু বিল্বমেব চ।
ত্বগেলা পিপ্পলীমূলমজমোদা যমানিকা॥
সমঙ্গা বৎসকং বিশ্বং দাড়িমং যবশূকজম্।
ভূনিম্বং সর্জ্জিকাক্ষারং সামুদ্রং টঙ্কণাভ্রকম্॥
হ্রীবেরং কুটজঞ্চৈব অম্লকং কটুরোহিণী।
এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষবলাবলম্।
সর্ব্বদোষভবঞ্চৈব গ্রহণীমতিদুস্তরাম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
সর্ব্বাতিসারশমনং সর্ব্বশূলনিসূদনম্॥
প্লীহগুল্মোদরানাহ-সূতিকারোগনাশকং।
আমবাতং তথাজীর্ণং সংগ্রহগ্রহণীগদম্॥
লবঙ্গাদিবৃহচ্চূর্ণং ধন্বন্তরিপ্রকাশিতম্॥
সামুদ্রং সমুদ্রফেনা। অম্লকং অম্লবেতসম্।

লবঙ্গ, আতইচ, মুথা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষা, ধনে, কট্‌ফল, পুষ্করমূল, জাতীফল, জৈত্রী, বনযমানী, সচললবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগকেশর, চিতা, বিট্‌লবণ, তুম্বুরু, বেল, দারুচিনি, এলাচি, পিপুলমূল, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বরাহক্রান্তা, কুড়চি, শুঁঠ, দাড়িমছাল, যবক্ষার, চিরতা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেনা, সোহাগা, অভ্র, বালা, ইন্দ্রযব, অম্লবেতস ও কট্‌কী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। ইহা গ্রহণী, আমবাত ও প্লীহাদি বিবিধ রোগ নিবারণ করিয়া থাকে।

গ্রহণীকবাটঃ।

অত্র রসরত্নাকরে।

টঙ্কণক্ষার-গন্ধাশ্মরস-জাতীফলানি চ।
বিল্বং খদিরসারশ্চ জীরকং শ্বেতধূনকম্॥
কপিহস্তক-বীজঞ্চ তথৈব বকপুষ্পকং।
এষাং শাণং সমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ॥
বিল্বপত্রককার্পাসফলশালিঞ্চ-দুগ্ধিকাঃ।
শালিঞ্চমূলং কুটজত্বচং কপ্টপত্রকম্॥
সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
রক্তিকৈকপ্রমাণেন খাদয়েদ্দিবসত্রয়ম্॥
দধিমস্তু ততঃ পেয়ং পলমাত্রপ্রমাণতঃ।
অপি যোগশতাক্রান্তাং গ্রহণীমুদ্ধতাং জয়েৎ॥
আমশূলং জ্বরং কাসং শ্বাসং শোথং প্রবাহিকাম্।
রক্তস্রাবকরং দ্রব্যং কার্য্যং নৈবাত্র যুক্তিতঃ॥
কৃষ্ণবার্ত্তাকু-মৎস্যঞ্চ দধি তক্রঞ্চ শস্যতে।
জ্ঞাত্বা বায়োর্গতিস্তত্র জলং তৈলং প্রদাপয়েৎ॥
গ্রহণীকবাটনামোঽয়ং কবাটঘটনাদিব॥

সোহাগা যবক্ষার, গন্ধক, শিলারস, জাতীফল, বেল, খদির সার, জীরা, শ্বেতধূনা, আলকুশী বীজ এবং বকপুষ্প এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া বেলপাতা, কার্পাসফল, শালিঞ্চ, দুধ্‌লে, শালিঞ্চমূল, কুড়চিছাল ও কাঁচড়াপাতা, ইহাদের রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান দধিরমাৎ। কালবেগুন, মৎস্য, দধি ও তক্র সুপথ্য। রক্তস্রাবক দ্রব্য নিষেধ। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ নাশক।

লবঙ্গাদিচূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষামুস্তং বিল্বং পাঠাথ শাল্মলী।
জীরকং ধাতকীপুষ্পং লোধ্রেন্দ্রযববালকম্॥
ধান্যকং সর্জ্জকং শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা যাবশূকঞ্চ সৈন্ধবং সরসাঞ্জনম্॥
সমভাগানি চৈতানি ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
শময়েদগ্নিমান্দ্যঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীহরম্॥
নানাবর্ণমতীসারং সশোথং পাণ্ডুকামলম্॥
ইদমষ্ঠিলিকাং হন্তি কুষ্ঠং কোষ্ঠগতং জ্বরম্।

লবঙ্গ, আতইচ, আকনাদি, মুথা, বেল, শিমুল, জীরক, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, সাচিক্ষার, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুণ্ঠি, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধব ও রসাঞ্জন, প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে। ইহা অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ নাশক।

গ্রহণী-কবাটরসঃ।

রসগন্ধকয়োশ্চৈব জাতীফল-বিড়ঙ্গকম্।
প্রত্যেকং শাণমাত্রস্তু শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
সূর্য্যাবর্ত্ত-রসৈশ্চৈব বিল্বপত্ররসৈস্তথা।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রাণাং রসৈঃ প্রত্যেককং পলৈঃ॥
চণ্ডাতপেন সংশোধ্য বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
বিল্বপত্র-রসেনৈব ভক্ষয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্।
দধ্নাপি ভোজনীয়ঞ্চ গ্রহণী-রোগনাশনম্।
পাণ্ডুরোগ-মতীসারং শোথদুর্ণাম-নাশনম্॥
গ্রহণীকবাটনামোঽয়ং কবাটঘটনাদিব॥

পারদ, গন্ধক, জাতীফল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা। সূর্য্যাবর্ত্ত, বেলপাতা ও পানিফলের পাতা, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে রৌদ্রে ভাবনা দিবে। পরিমাণ ২ রতি। অনুপান বেলপাতার রস। দধি ভোজনীয়। ইহা গ্রহণী অতীসার, পাণ্ডু, শোথ, অর্শ প্রভৃতি ক্ষয়রোগ আরোগ্য করে।

জাতীফলাদ্যা বটিকা।

বিশুদ্ধসূতস্য চ গন্ধকস্য প্রত্যেকশো মাসচতুষ্টয়ঞ্চ।
বিধায় শুদ্ধোপলপাত্রমধ্যে সুকজ্জলীং বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাৎ॥
জাতীফলং শাল্মলিবেষ্টমুস্তং সটঙ্গণং সাতিবিষং সজীরং
প্রত্যেকমেতন্মরিচস্য শাণপ্রমাণমেকং বিষমাসকঞ্চ।
বিচূর্ণ্য সর্ব্বৈরবমর্দ্দ্য পশ্চাদ্বিভাবয়েৎ পত্ররসৈরমীষাম্।
বংশাম্রভদ্রোৎকটানামিন্দ্রানিকেন্দ্রাশনকঃ সজম্বু।
জয়ন্তিকা-দাড়িমকেশরাজৌ সাবিত্রকর্ণোঽপিচ ভৃঙ্গরাজঃ॥
বিভাব্য সম্যক্ বটিকা বিধেয়া কোলাস্থিমানাথ যথানুপানম্।
সোমং নিহন্ত্যত্র বহুপ্রকারং সূতীবিকারং শ্বয়থুং সমগ্রম্।
কাসঞ্চ পঞ্চাত্মকমম্লপিত্তং ইয়ং নিহন্যাদ্ গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাম্।
অভ্যাস্য জীয়াদ্গুদজানসাধ্যানামানুবন্ধঞ্চমতিসারমুগ্রহম্॥
শ্বাসং তথা পাণ্ডুগদং নিহন্তি চিরোদ্ভবাং বৈ গ্রহণীং প্রদুষ্টাম্।
জয়েদ্ভৃশং যোগশতৈরসাধ্যাং বিবর্জ্জনীয়া ইহ দুষ্টমৎস্যাঃ॥
মৎস্যাস্তথা পাণ্ডুরবর্ণকাশ্চ রম্ভাফলং মূলমথোদনঞ্চ।
বুধৈর্বিধেয়ং ন কদাচিদত্র জাতীফলাদ্যা বটিকা চ হৃদ্যা॥
যশোঽর্থিনো বৈদ্যবরস্য হৃদ্যা অনেকসম্ভাবিতমর্ত্ত্যলোকা।
নানাবিধব্যাধিপয়োধিনৌকা জাতীফলাদ্যা বটিকা প্রসিদ্ধা।

কজ্জলী ৮ মাষা, জাতীফল, মোচরস, মুথা, টঙ্গণ, অতৈস, জীরা,

৬ মরিচ প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এবং বিষ ১ মাষা মাত্রায় লইয়া বংশ, আম, রাম্না, কণ্টপত্র, নিসিন্দা, সিদ্ধি, জাম, জয়ন্তী, দাড়িম, কেসূর্য্যা, মাষাণী ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের রসে ভাবনা দিয়া কুল প্রমাণ বটিকা করিবে। পাণ্ডুবর্ণ মৎস্য, কলা, মূলা ও শাক ভক্ষণ নিষেধ। ইহা গ্রহণী আদি অনেক প্রকার রোগ নিবারণ করে।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ।
সর্ব্বতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং মর্দ্যং ধুস্তুরজৈর্দ্রবৈঃ॥
সর্পাক্ষ্যোঽথ দ্রবৈর্যামং কষায়েনাথ ভাবয়েৎ।
ধাতকাতিবিষা মুস্তা শুণ্ঠীজীরকবালকম্॥
যমানী ধনিকা বিল্বং পাঠা পথ্যা কণান্বিতা।
কুটজস্য ত্বচং বীজং কপিত্থং দাড়িমং বচা॥
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং স্যাৎ কল্কিতং ক্বাথয়েজ্জলৈঃ।
কল্কং চতুর্গুণং গ্রাহ্যং কষায়ং পাদমাত্রকম্॥
অনেন ত্রিদিনং ভাব্যং পূর্ব্বোক্তাদিকৃতং রসম্।
রুদ্ধ্বা তং বালুকাযন্ত্রে ক্ষণং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম রসো গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
দাতব্যমনুপানেন অসাধ্যং সাধয়েদ্ ধ্রুবম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক এক ভাগ, বিষ সিকি ভাগ এবং সকলের সমান অভ্র, ধুতুরারসে, সর্পাক্ষীরসে এবং ধাইফুল, অতৈস, মুথা, শুণ্ঠী, জীরক, বালা, যমানী, ধনিয়া, বেলশুঁঠ, আকনাদী, পথ্যা, পিপুল, কুটজ, ইন্দ্রযব, কয়েদবেল, দাড়িম ও বচ, ইহাদের ক্বাথে ভাবনা দিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নাশ করে।

মৃতসঞ্জীবনীরসঃ ।

নাগরাতিবিষা মুস্তদেবদারুকণা বচা ।
যমানী বালকো ধান্যং কুটজস্য ত্বচাভয়া ॥
ধাতকীন্দ্রযবং বিল্বং পাঠা মোচরসং সমম্ ।
চূর্ণৈঃ সমধুনা লেহ্যমনুপানং সুখাবহম্ ॥

শুণ্ঠী, অতৈস, মুথা, দেবদারু, পিপুল, বচ, যমানী, বালা, ধনিয়া, কুড়চি, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদী ও মোচরস, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। অনুপান মধু। ইহা গ্রহণী নাশক

পঞ্চামৃতপর্পটী ।

অষ্টৌ গন্ধকতোলকান্ রসপলং লোহং তদর্দ্ধং শুভং ।
লোহার্দ্ধং বকুলাভ্রকং সুবিমলং শুল্বস্য মাসদ্বয়ম্ ।
পাত্রে লোহময়ে চ মর্দ্দনবিধৌ চূর্ণীকৃতং চৈকতো-
দর্ব্ব্যা বাদরবহ্নিনা চ মৃদুনা পক্বং বিদিত্বা দলে ॥
রম্ভায়া লঘু চালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতাপর্পটী ।
খ্যাতা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতা প্রতিদিনং গুঞ্জাত্রয়ং বৃদ্ধিতঃ ।
লোহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবিমলং ভক্ষ্যং ক্রিয়ালোহবৎ
গুঞ্জাষ্টাবিহ নাধিকং ত্রিকচতুঃসপ্তদ্বয়ং যুগ্মতঃ ॥
নানাবর্ণাতিসারগ্রহণীপরিগদে দুর্নিবারেঽগ্নিমান্দ্যে
ছর্দ্যাঞ্চৈবাম্লপিত্তে প্রবলগুদগদে রক্তপিত্তে ক্ষয়ে চ ।
শ্রেষ্ঠা পুষ্টিপ্রদেয়াবলিপলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী ।
তীক্ষ্ণং দীপ্তিং স্থিরাগ্নিং পুনরপি নবকং দিব্যদেহং করোতি ॥

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৮ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ২ তোলা, এবং তাম্র ২ মাষা একত্র করিয়া লৌহপাত্রে অগ্নিযোগে পাক করিয়া কদলীপত্রে ঢালিয়া পর্পটী করিয়া লইবে। পরিমাণ ২ রতি

পর ১ রতি বাড়াইয়া ৮ রতি পর্য্যন্ত হইলে কমাইবে। অনুপান ঘৃত ও মধু. ইহা গ্রহণী, নানারূপ অতীসার, অগ্নিমান্দ্য, ছর্দ্দি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষয় প্রভৃতি নানারোগ বিনাশ করে।

পানীয়ভক্ত বটিকা।

কৃষ্ণাভ্রলোহমলশুদ্ধবিড়ঙ্গসারং
প্রত্যেকমেকপলিকং বিধিবদ্বিধায়।
চব্যং কটুত্রয়ফলত্রয় কেশরাজ
দন্তীপয়োদচপলানলবণ্টকর্ণাঃ॥
মানোকবুকবৃহতীত্রিবৃতাথ সূর্য্যা-
বর্ত্তং পুনর্ণবিকয়া সহিতন্ত্বমীষাম্।
চূর্ণং প্রতি প্রতিসুশোধিতমক্ষমেকং
চূর্ণাত্তদর্দ্ধরসগন্ধকমেকসংস্থম্॥
সংপিষ্য তস্য গুড়িকা বিধিবৎ কৃতা সা
হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যাম্।
দুর্ণামকামলভগন্দরশোথগুল্মান
শূলঞ্চ পাকজনিতং সততাগ্নিমান্দ্যং
সদ্যঃ করোত্যুপচিতং চিরমন্দমগ্নিং।
কুষ্ঠং নিহন্তি পলিতঞ্চ বলীং প্রবৃদ্ধাং
শ্বাসঞ্চকাসমপি পাণ্ডুগদং নিহন্তি।
বার্য্যম্লমাসদধিকাঞ্জিকমৎস্যমাংসং
বৃন্তাকতৈলপরিপক্কভুজো যথেষ্টং॥

শৃঙ্গাটবিল্বগুড়কঞ্চটনারিকেল-
দুগ্ধাদিসর্ব্ববিদলানি বিবর্জ্জয়েচ্চ।
মুদ্গমুকুষ্টচনককলায়াঢ়কীভিরাখ্যাতঃ।
বৈদল ইতি বর্গোঽয়ং বিষ্টম্ভী পবনশূলকরঃ॥
ইতি গ্রন্থান্তরসা।

কৃষ্ণাভ্র, মণ্ডুর, বিড়ঙ্গসার, প্রত্যেকে ৮ তোলা, চই, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেস্থর্য্যা, দন্তী, মুথা, পিপুল, চিতা, ঘেঁটকোল, মানকচু, ভেরেণ্ডা, বৃহতী, তেউড়ী, সূর্য্যাবর্ত্ত ও পুনর্ণবা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান পারা ও গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া উচিত মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। জল, অম্ল, মাষকলাই, দধি, কাঞ্জিক, মৎস্য, মাংস, অম্লবেতস ও তৈলপক্ক দ্রব্য সুপথ্য। পানীফল, বেল, গুড়, কাচড়া, নারিকেল, দুগ্ধ ও সর্ব্ববিধ দাউল নিষিদ্ধ। ইহা অম্লপিত্তাদি রোগ নিবারণ করিয়া থাকে জানিবে।

লৌহপর্প টী।

রসগন্ধকয়োঃ কৃত্বা কজ্জলং সমভাগয়োঃ।
লৌহচূর্ণং রসসমং দত্ত্বা সংশ্লিষ্য পর্প টী॥
কার্য্যা সা বিধিনা সেব্যা রোগিভিঃ পথ্যভোজিভিঃ॥
অনুপানং শৃতং কাথ্যং ধান্যজীরকনাগরম্॥
লৌহেন পর্প টী চৈষা সিদ্ধা লোকস্য সিদ্ধিদা॥
রক্তিকৈকং সমারভ্য বর্দ্ধয়েদ্রক্তিকাক্রমাৎ।
সপ্তাহৈকং দ্বয়ং বাপি যাবদারোগ্যদর্শনাৎ।
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি শূলাতীসারসূতিকাম্॥
অঙ্গমর্দ্দো জ্বরঃ কম্পঃ পিপাসা গুরুগাত্রতা।
শোথঃ শূলাতিসারৌ চ সূতিকারোগলক্ষণম্॥

প্লীহাগ্নিমান্দ্যশোথার্শঃপাণ্ডু দাবর্ত্তকামলা।
গবামবাতকুষ্ঠানি রোগান্যেবং বিধানি চ ॥
ভবেচ্চায়সবপুর্নিবলীং পলিতোহনয়া।
পথ্যাপথ্যবিধিশ্চাত্র সর্ব্বলৌহবিধানবৎ ॥
গণাধ্যায়োক্তচরকোক্তবর্চ্চঃসংগ্রহগণেন।
তথা লোহোক্ত সংগ্রহগ্রহণীহরঃ।
জম্ব্বাদিবিশেষভেষজৈঃ পুটিতং লোহং গ্রাহ্যমেবং
গ্রহণাং সর্ব্বং তস্মাদিদমপি পুটনীয়ম্।

কজ্জলী ২ ভাগ ও লৌহ ১ ভাগ লইয়া পূর্ব্ববৎ পর্পটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরিমাণ ১ রত্তি। ক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। অনুপান ধনে, জীরা ও শুণ্ঠীর ক্বাথ। ইহা গ্রহণী, অতীসার, এবং শূলাদি বিবিধ রোগ ধ্বংস করে।

কঞ্চটাবলেহঃ।

ক্বাথে পচেৎ কঞ্চটতালমূল্যোঃ সিতার্দ্ধপ্রস্থঃ শৃতপাদশেষে।
ততোহক্ষমানেন সমং প্রদদ্যাচ্চূর্ণানি ধীরো বিধিবত্তথৈষাম্ ॥
সমঙ্গা ধাতকী পাঠা বিল্বং মুস্তাথ পিপ্পলী।
শক্রকাতিবিষাক্ষারসৌবর্চ্চলরসাঞ্জনম্ ॥
শাল্মলী বেষ্টকশ্চৈব সর্ব্বং সিদ্ধে নিধাপয়েৎ।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র কুড়বার্দ্ধং ক্ষিপেত্ততঃ ॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথাকাল প্রমাণবিৎ।
অম্লপিত্তং কৃতং দোষমৌদরং সর্ব্বরূপিণম্ ॥
সর্ব্বাতীসারশমনং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতঞ্চ যৎ ॥

বিকারং কোষ্ঠজঞ্চৈব হন্যাচ্ছূলমরোচকম্।
এষ কঞ্চটকো লেহো বিধেয়ো গুড়পাকবৎ॥

কঞ্চট ৮ পল, তালমূলী ৮ পল, পাকার্থ পানীয় ১৬ সের, শেষ ৪ সের, সিতশর্করা ৮ পল, শীতে মধু ৪ পল।

কাচড়া ৮ পল, তালমূলী ৮ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, এই কাথে চিনি ৮ পল এবং বরাহক্রান্তা, ধাতকী, আকনাদী, বলশুঁঠ, মুথা, পিপুল, সিদ্ধি, অতৈস, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস, প্রত্যেক ২ তোলা ও পাক শেষে মধু ৴॥৹ অর্দ্ধসের। এই কঞ্চটাবলেহ গ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদর প্রভৃতির রোগ দূর করে।

গ্রহণীমিহির-তৈলম্।

ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিব।
উশীরং মুস্তকঞ্চৈব জলমোচরসাঞ্জনম্॥
বিল্বং নীলোৎপলং পত্রং কেশরং পদ্মকেশরম।
গুড়ূচীন্দ্রযবশ্যামা পদ্মকং কটুরোহিণী॥
তগরং জটিলা ভৃঙ্গকেশরাজং পুনর্ণবা।
আম্রজম্বুকদম্বানাং ত্বচং কুটজবল্কলম॥
যমানী জীরকঞ্চৈষাং কার্ষিকাণি প্রকল্পয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং পচেত্তেন তক্রেণাম্লতমেন বা॥
কুটজত্বক্কষায়েণ ধন্যাকং ক্বথিতেন বা।
বুদ্ধা দোষগতিং বৈদ্যো যথাযোষধবারিণা॥
এতদ্রসায়নং তৈলং বলীপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামপি॥

জ্বরং তৃষ্ণাং তথা কাসং হিক্কাং শ্বাসং বমিং ভ্রমিম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সদ্য এব হি॥
গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনদুর্লভম্॥
ইতি গ্রন্থান্তরস্থ।

তিল তৈল /৪ সের এব তক্র, কাঞ্জি, কুটজকাথ বা ধনের কাথ।৬ সব এব কল্কার্থ ধনে, ধাতকী, লোধ, বরাহক্রান্তা, অতৈস, হরীতকী, বেণামূল, মুথা, বালা, মোচরস, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগকেশর, পদ্মকেশর, শুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামলতা, কটূকা, পদ্মকাষ্ঠ, তগর-পাদক, জটামাংসী, ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্য্যা, পুনর্ণবা, আম্রত্বক্, জামছাল, কদম্বছাল, কুটজ, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল গ্রহণী, অতীসার প্রভৃতি রোগ বিনাশ করে।

কল্যাণগুড়ঃ।

প্রস্থত্রয়েণামলকীরসস্য শুদ্ধস্য দত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য।
চূর্ণীকৃতৈর্গ্রন্থিকজীরচব্যব্যোষেভকৃষ্ণাহবুষাজমোদৈঃ॥
বিড়ঙ্গসিন্ধুত্রিফলাযমানীপাঠাগ্নিধান্যৈশ্চ পলপ্রমাণৈঃ।
দত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি চাষ্টাবষ্টৌ চ তৈলস্য পচেদ্‌যথাবৎ॥
তং ভক্ষয়েদক্ষফলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসুগন্ধিযুক্তম্।
অনেন সর্ব্বে গ্রহণীবিকারাঃ সশ্বাসকাসস্বরভেদশোথাঃ॥
শাম্যন্তি চায়ং চিরমন্তরগোহর্ত্তস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যাময়মাশু হন্যাৎ কল্যাণকো নাম গুড়ঃ প্রদিষ্টঃ॥
ত্রিবৃতাং ভর্জ্জয়ন্ত্যত্র মনাক্ কেচিচ্চিকিৎসকাঃ।
অত্রোক্তমানসাধর্ম্মাৎ ত্রিসুগন্ধিপলং পৃথক্॥

আমলকীর রস ।২ বার সের এবং গুড় ৫০ পল এবং প্রক্ষেপ-পিপুলমূল, জীরক, চই, ত্রিকটু, গজপিপুল, হবুষা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ

সৈন্ধব, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদী, ধনে, চিতা তেউড়ী, তিলতৈল ৎ ত্রিসুগন্ধি প্রত্যেকে ৮ তোলা। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগ বিনাশ করে।

চাঙ্গেরীঘৃতম্।

নাগরং পিপ্পলীমূলং চিত্রকোহস্তিপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা॥
চাঙ্গেরী স্বরসে সর্পিঃ কল্কৈরেতৈর্বিপাচিতম্।
চতুর্গুণেন দধ্না চ তদ্ঘৃতং কফবাতনুৎ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
গুদভ্রংশার্ত্তিমানাহং ঘৃতমেতদ্ব্যাপোহতি॥
হস্তিপিপ্পলী চবিকা তন্ত্রান্তরাৎ।
দধি সাহচর্য্যাচ্চাঙ্গেরী স্বরসোঽপি চতুর্গুণঃ।

গব্যঘৃত /৪ সের আমরুলের রস ।৬ সের, দধি ।৬ সের এবং কল্কার্থ শুণ্ঠী, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, .বল, আকনাদী, যমানী এই সকল সমস্ত /১ সের। এই ঘৃত গ্রহণী অর্শাদি নানারোগ বিনাশ করে।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা।

রসগন্ধকলোহানি শঙ্খটঙ্গণরামঠাঃ।
শটীতালীশমুস্তানি ধান্যজীরকসৈন্ধবাঃ॥
ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমং হরীতকীম্।
ভল্লাতং তেজপত্রঞ্চ জাতিফললবঙ্গকে॥
ত্বগেলাবালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনং সমম্।
ছাগীদুগ্ধেন বটিকা রসবৈদ্যেন কারিতা॥
গহনা নন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে।
গ্রহণী-গজেন্দ্রসংজ্ঞোঽয়ং শ্রীমতা লোকরক্ষণে॥

গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি জ্বরাতীসারনাশিনীম্।
শূলগুল্মাম্লপিত্তানি কামলাঞ্চ হলীমকম্॥
বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুষী।
কুষ্ঠং কণ্ডুং বিসর্পঞ্চ গুদভ্রংশং ক্রিমিং জয়েৎ॥
মাসদ্বয়া বটী ভক্ষ্যা ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
বলোঽগ্নিবলমাবেক্ষ্য যুক্ত্যা বা ত্রুটিবর্দ্ধনম্॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খ, টঙ্গন, হিং, শঠী, তালীশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব, ধাতকী, আতৈস, শুণ্ঠী, গৃহধুম (ঝুল), হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচি, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও সিদ্ধি, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ছাগীদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক যথামাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি অনেক রোগ নাশ করে।

ইতি গ্রহণী অধিকারসমাপ্ত।

অথার্শশ্চিকিৎসামাহ।

দুর্ণাম্নাং সাধনোপায়শ্চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ভেষজক্ষারশস্ত্রাগ্নিসাধ্যত্বাদাদ্য উচ্যতে॥
যদ্বায়োরানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অনুপানৌষধং দ্রব্যং তৎসেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ।
শালিষষ্টিকগোধূমযবান্নসংস্কৃতৈর্ঘৃতৈঃ॥
দদ্যাৎ ক্ষীরেণ বা নিত্যং পটোলানাং রসেন বা।
মাংসৈর্মাসরসৈর্বাপি কন্দবার্ত্তাকুমূলকৈঃ॥
জীবন্ত্যপোদিকাশাকৈস্তণ্ডুলীয়কবাস্তুকৈঃ।
ক্ষারচিত্রকবিল্বানাং তৈলেনাভুজ্য বুদ্ধিমান্॥

যবকোলকুলত্থানাং তক্রাম্লনবনীতয়োঃ।
শস্ত্রৈর্বাথ জলোকাভিস্তেষাং রক্তঞ্চ নির্হরেৎ॥
শুষ্কার্শসাং প্রলেপাদি ক্রিয়া তীক্ষ্ণা বিধীয়তে।
স্রাবিণাং রক্তমালোক্য ক্রিয়া কার্য্যাস্রপৈত্তিকী॥
স্নুক্ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাৎ দুর্ণামনাশনম্।
অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্ততুম্ব্যাশ্চ পল্লবাঃ॥
করঞ্জো বস্তমূত্রেণ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্।

করঞ্জস্য ত্বক্।

জ্যোৎস্নিকা মূলকল্কেন লেপো বাতোঽর্শসাং হিতঃ।

জ্যোৎস্নিকাঘোষকঃ।

জম্বীরজমৌদ্ভিদস্তু কাঞ্জিকপিষ্টং গুড়ীত্রয়ম্।
অর্শোহরং গুদস্থং স্যাদ্দধি মাহিষমশ্নতঃ॥

ঔদ্ভিদং সাম্বরিলবণম্।

শিরীষস্য তু মূলানি লাঙ্গলক্যা স্তথৈব চ।
এতেন নাভিলেপেন সর্ব্বতশ্চতুরঙ্গুলাৎ॥
পতন্ত্যর্শাংসি সর্ব্বাণি সপ্তরাত্রান্ন সংশয়ঃ।
নৃকেশাঃ সর্পনির্ম্মোকাঃ বৃষদংশস্য চর্ম্ম চ॥
অর্কমূলং শমীপত্রং ধূপোঽর্শঃ শূলশান্তয়ে॥

বৃষদংশো বিড়ালঃ।

বিড়্বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানীবিড়সংযুতম্।
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্।
পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনী কণ্ডূকচ্ছুরুজাপহা॥

গুদজান্নাশয়ত্যাশু যোজিতা সগুড়াভয়া।
তিলভল্লাতকং পথ্যা গুড়শ্চেতি সমাংশিকম্॥
দুর্ণামশ্বাসকাসঘ্নং প্লীহপাণ্ডুজ্বরাপহম্॥

ঔষধ, ক্ষার, শস্ত্র ও অগ্নিকার্য্য, এই ৪ প্রকারে অর্শরোগের চিকিৎসা করা যায়। যে ঔষধ ও অনুপান বায়ুর অনুলোমক এবং অগ্নির বলবৃদ্ধি করে, তাহাই অর্শরোগীকে প্রয়োগ করিবে। শালিধান্য, ষষ্টিক ধান্য, গম, যব যূতান্ন, দুগ্ধ, পটোলরস, মাংস, মাষকলাই, কচু, বেগুন, মূলা, জীবন্তীশাক, পুঁহশাক, চাঁপানটে, বেতোশাক, যবক্ষার, চিতা, বেল, তৈলপক্ক দ্রব্য, যব, কুল, কুলথ, তক্র ও নবনীত অর্শরোগীর পক্ষে হিতকারক জানিবে। অর্শাঙ্কুর হইতে শস্ত্র বা জোঁক দ্বারা রক্তস্রাব করাইবে। শুষ্কার্শে প্রলেপাদি তীক্ষ্ণ ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। অর্শস্থান হইতে রক্তস্রাবিত হইলে রক্তপিত্তোক্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। হরিদ্রাচূর্ণসহ সিজের আঠায় প্রলেপ অথবা সীজ আঠা, আকন্দক্ষীর, তিৎলাউর পাতা ও করঞ্জছাল ছাগমূত্রসহ পেষণ পূর্ব্বক কিম্বা তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অর্শ নষ্ট হয়। ঘোষাফলের মূল বাটিয়া জম্বীর ও সাম্বরীলবণ কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক ৩টী গুড়িকা করিয়া অর্শোদেশে লাগাইলে এবং মাহিষ দধি পথ্য করিলে অর্শাঙ্কুর বিনষ্ট হয়। শিরীষমূল ও বিষলাঙ্গলিয়া বাটিয়া ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ নাভিতে প্রলেপ দিলে অথবা মনুষ্যকেশ, সাপের খোলস, বিড়ালের চর্ম্ম, আকন্দমূল ও শাইপাতার ধূপ দিলে অর্শাঙ্কুর পড়িয়া যায়। মলবদ্ধ অর্শরোগে যমানী ও বিট্‌লবণসহ তক্র ও হিংসক পান করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মার্শের পক্ষে তক্র মহৎ ঔষধ জানিবে। গুড়সহ হরীতকী সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মার্শ, কণ্ডু, হুলি ও বেদনা নিবারিত হয়। তিল, ভেলা, হরীতকী ও গুড় সমভাগে সেবন করিলে অর্শ, শ্বাস, কাস, প্লীহা, পাণ্ডু, এবং জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

ব্যোষাদি চূর্ণম্।

ব্যোষাগ্নারুষ্করবিড়ঙ্গতিলাভয়ানাম্॥
চূর্ণং গুড়েন সহিতং তু সদোপযোজ্যম্।
দুর্ণামঃ শোথগর-কুষ্ঠশকৃদ্বিবন্ধা-
নর্শোজয়ত্যবলতাং ক্রিমিপাণ্ডুতাঞ্চ॥
চূর্ণে চূর্ণসমো দেয়ো মোদকে দ্বিগুণো গুড়ঃ।

ত্রিকটু, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ, তিল, ও হরীতকী প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্ব সমষ্টির সমান ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শ শোথ, গরদোষ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। চূর্ণ ঔষধে গুড় সমান এবং মোদকে গুড় দ্বিগুণ মাত্রায় দিতে হয় জানিবে।

শ্রীবাহুশালো গুড়ঃ।

ত্রিবৃত্তেজোবতী দন্তী শ্বদংষ্ট্রা চিত্রকং শঠী।
গবাক্ষী মুস্তবিশ্বাহ্ববিড়ঙ্গানি হরীতকী॥
পলোন্মিতানি চৈতানি পলান্যষ্টাবরুষ্করাৎ।
ষট্পলং বৃদ্ধদারস্য শূরণস্য তু ষোড়শঃ॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
পূতস্তু তং রসং ভূয়ঃ ক্বাথ্যং স্যাত্রিগুণো গুড়ঃ॥
পচেল্লেহস্তু তং তাবদ্যাবদ্দর্ব্বীপ্রলেপনম্।
অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥
ত্রিবৃত্তেজোবতী কন্দ চিত্রকান্ দ্বিপলাংশিকান্।
এলাত্বঙ্‌মরিচঞ্চাপি গজাহ্বাঞ্চাপি ষট্পলম্॥
দ্বাত্রিংশৎপলমেবাত্র চূর্ণং দত্ত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ক্ষীররসাশনঃ॥

পঞ্চগুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
জয়েদর্শাংসি সর্ব্বাণি তথা সর্ব্বোদরাণি চ॥
দীপয়েদ্গ্রহণীং মন্দাং যক্ষ্মাণং চাপকর্ষতি।
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে আঢ্যবাতে তথৈব চ॥
অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব কল্যাণো লেহ উত্তমঃ।
দুর্ণামারিরয়ং নাম্না দৃষ্টো বার সহস্রশঃ॥
ভবন্ত্যেনং প্রযুঞ্জানাঃ শতবর্ষং নিরাময়াঃ।
আয়ুষ্যো দৈর্ঘ্যজননো বলীপলিতনাশনঃ॥
রসায়নবরশ্চৈব মেধাজনন উত্তমঃ।
গুড়ঃ শ্রীবাহুশালোঽয়ং দুর্ণামারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

তেউড়ী, চই, দন্তী, গোক্ষুর, চিতা, শঠী, রাখালশশা, মুথা, শুণ্ঠী, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা, ভেলা, ৮ পল বিস্থাড়ক ৬ পল এবং ওল ১৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে ৩ গুণ গুড় দিয়া পাক করিয়া লেহবৎ হইলে উহাকে তিউড়ী, চই, ওল ও চিতা প্রত্যেকে ৮ তোলা, এলাচি, দারুচিনি, মরিচ মিলিত ৬ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা অর্শ প্রভৃতি নানারোগ বিনাশ করে।

কুটজলেহঃ।

কৌটজকল্কমাদায় পিষ্ট্বা তক্রেণ বুদ্ধিমান্।
পীত্বা রক্তার্শসো রক্তস্রুতিমাশু নিযচ্ছতি॥
কুটজত্বক্পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ।
বস্ত্রপূতং পুনঃ কাথং পচেল্লেহত্বমাগতম্॥
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটুত্রিফলে তথা॥

রসাঞ্জনং চিত্রকঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ।
বচামতিবিষাং বিল্বং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্।
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণীকৃত্য নিধাপয়েৎ।
মধুনঃ কুড়বং দদ্যাদ্ঘৃতস্য কুড়বস্তথা॥
লেহোঽয়ং শময়ত্যর্শো যস্য রক্তসমুদ্ভবম্।
বাতিকং পৈত্তিকং চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
যে চ দুর্ণামজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যপি।
অম্লপিত্তমতীসারং পাণ্ডুরোগমরোচকম্॥
গ্রহণী মার্দ্দবং কার্শ্যং শ্বয়থুং কামলামপি।
অনুপানং ঘৃতং দদ্যান্মধু তক্রং জলং পয়ঃ॥
রোগানীকবিনাশায় কৌটজো লেহ উচ্যতে।

পলস্থানে ফলমপি কেচিৎ পঠন্তি অতস্ত্বক্ফলয়ো-
র্মিলিত্বা পলশতম্। ফলন্তু রক্তেঽতি যৌগিকং দৃষ্টফলঞ্চ।

কুড়চিছাল তক্রসহ বাটিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়। কুটজ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের, ইহা পাক করিয়া ঘন হইলে, উহাতে ভেলা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতা, ইন্দ্রযব, বচ, আতৈস, বেলশুঁঠ প্রত্যেকে ৮ তোলা, গুড় ৩০ পল, মধু /১ সের ও ঘৃত /১ সের। এই কুটজাবলেহ অর্শ, গ্রহণী, প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারণ করে।

অর্শঃকুঠারকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং পলৈকন্তু দ্বিপলং শুদ্ধগন্ধকম্।
মৃতং তাম্রং মৃতং লৌহং প্রত্যেকঞ্চ পলত্রয়ম্॥
ত্র্যূষণং লাঙ্গলী দন্তী চিত্রকং পুষ্করন্তথা॥
প্রত্যেকং দ্বিপলং যোজ্যং যবক্ষারঞ্চ টঙ্গণম্।
উভৌ পঞ্চপলৌ যোজ্যৌ সৈন্ধবং পলপঞ্চকম্॥

দ্বাত্রিংশৎপলগোমূত্রং স্নুহীক্ষীরঞ্চ তৎসমম্।
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ সর্ব্বং যাবত্তচ্চ সুপিণ্ডিতম্॥
মাসদ্বয়ং সদা স্বাদেদ্রসোহর্শঃকুঠারকঃ॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাম্র ৩ পল, লৌহ ৩ পল, ত্রিকটু, ইসলাঙ্গলিয়া, দন্তী, চিতা, পুষ্করমূল প্রত্যেক ২ পল, যবক্ষার ও টঙ্গণ প্রত্যেক ৫ পল এবং সৈন্ধব ৫ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া ৩২ পল গোমূত্র, ৩২ পল সিজ আঠা সহ পাক করিয়া লইবে। পরিমাণ ২ মাষা। ইহা অর্শরোগ নাশক।

চক্রেশ্বরোরসঃ।

মৃতসূতস্য চত্বারি পঞ্চ গন্ধকটঙ্গণম্।
দিনং মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং দ্রবৈঃ শ্বেতপুনর্ণবৈঃ॥
মূষায়াং গোলকং তস্য ক্ষিপ্ত্বা তাম্রস্য চক্রিকে।
রসগন্ধসমো রুদ্ধা চান্ধমূষাপুটে পচেৎ॥
চক্রিকাং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ অভয়া ভৃঙ্গজৈদ্রবৈঃ।
দিনৈকং ভাবয়েত্তস্মিন্ সিদ্ধশ্চক্রেশ্বরো রসঃ॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং জয়েদ্বাতার্শসাং ক্ষণাৎ।
সিন্ধুত্থং মাগধং বহ্নিশুণ্ঠীতক্রৈঃ পিবেদনু॥
ভোজনং স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ মর্দ্দনঞ্চ প্রশস্যতে।
সংজাতে হৃতিবিষ্টম্ভে স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ॥
মরিচান সততং যুক্তান্ নিশায়াঞ্চ প্রযোজয়েৎ।
বিড়ঙ্গং ত্রিফলাব্যোষং ত্রিবৃন্মূষিকপর্ণিকা॥
কম্পিল্লং নলিনীচূর্ণং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ গোলয়েৎ।
গুড়েন সিতয়া বাথ বাতরোগাণি বৈ জয়েৎ॥

পারা ৪ ভাগ এবং গন্ধক ও সোহাগা ৫ ভাগ একত্র শ্বেতপুনর্ণবার

রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া গোলক করিয়া মুষামধ্যে তাম্রচক্রিকায় পূরিয়া পুট পাক করতঃ উক্ত তাম্র চক্রিকাটী চূর্ণ করিয়া ১ দিন ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিয়া লইবে। পরিমাণ ২ রতি। ইহা অর্শরোগ নাশক॥ ২১

তীক্ষ্ণমুখরসঃ।

মৃতসূতাভ্রহেমার্কতীক্ষ্ণং মুণ্ডঞ্চ গন্ধকম্।
মণ্ডূরঞ্চ সমং তাপ্যং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দ্দিনম্॥
অন্ধমূষাগতং পশ্চাৎ ত্রিদিনন্তু তুষাগ্নিনা।
চূর্ণিতং সিতয়া মাসং খাদেৎ পিত্তার্শসাং জয়েৎ॥
রসস্তীক্ষ্ণমুখো নাম অনু স্যান্মধুরত্রয়ম্।

পারা, অভ্র, স্বর্ণ, তীক্ষ্ণলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক ও মণ্ডুর প্রত্যেকে সমান এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান ধাতুমাক্ষিক একত্র ঘৃতকুমারী রসে ভাবনা দিয়া ৩ দিন তুষাগ্নিতে পুট পাক করিয়া লইবে। ইহা পিত্তার্শ বিনাশ করে।

অর্শোহররসঃ।

রসবৈক্রান্তশুদ্ধাভ্রকান্তভস্ম সগন্ধকম্।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েচ্চার্দ্রদাড়িমোত্থৈঃ রসৈস্ততঃ॥
ভক্ষয়েন্মাষমেকন্তু অর্শসাং নাশনোরসঃ।
অপামার্গস্য বীজানি বহ্নিশুণ্ঠী হরীতকী॥
মুস্তাভূনিম্বতুল্যাংশং সর্ব্বতুল্যং গুড়ন্তবেৎ।
কর্ষৈকং ভক্ষয়েচ্চানু জীর্ণান্নং ভক্তভোজনম্॥

পারদ, বৈক্রান্ত, অভ্র, লৌহ ও গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া আদা ও দাড়িম রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে। পরিমাণ ১ মাষা, অনুপান আপাংবীজ, চিতা, শুণ্ঠী, হরীতকী, মুথা, চিরতা, প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গুড় ৬ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা অর্শরোগ বিনাশ করে জানিবে।

কনকাবতী বটী।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং তালসিন্ধূত্থ লাঙ্গলী।
ফলং তুম্বী ফলৈকৈকং লশুনঞ্চ চতুঃপলম্॥
কারবেল্যা দ্রবৈর্ম্মদ্যং দিনৈকং বটকীকৃতম্।
গুঞ্জামাত্রং সদা খাদেৎ পায়ূজঞ্চাপি নাশয়েৎ॥
রক্তবাতকফোত্থানি অর্শাংসি নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
বটী কনকবতী নাম অনুপানঞ্চ কথ্যতে॥
ভল্লাতত্রিফলাদন্তীবহ্নিচূর্ণসমং সমম্।
সৈন্ধবং সর্ব্বতুল্যাং স্যাদ্ভর্জ্জয়েৎ খর্পরে চিরম্॥
মৃদ্বগ্নিনা ভবেৎ সিদ্ধং কমতক্রং পিবেৎ নরঃ।

পারা, গন্ধক, হরিতাল, সৈন্ধব, বিষলাঙ্গলী, লাউ প্রত্যেক ১ পল এবং রসুন ৪ পল মাত্রায় লইয়া করলা রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা করিয়া লইবে। ইহা ১ রত্তি মাত্রায় সেবন করিলে অর্শোরোগ নিবারণ করে। ভেলা, ত্রিফলা, দন্তী, চিতা প্রত্যেকে ১ ভাগ, সৈন্ধব ৪ ভাগ খর্পরে ভাজিয়া ২ তোলা পরিমাণে তক্রসহ পশ্চাৎ সেবন করিতে হয়।

পঞ্চামৃত-রসঃ।

শুদ্ধসূতাভ্র লৌহানাং মৃতগন্ধার্ক সংযুতাম্।
সর্ব্বেষাং সমভাগস্তু ভল্লাতং সর্ব্বতুল্যকম্॥
পলমেকং সমাদায় দ্রবৈঃ শূরণকন্দজৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিন যুগ্মঞ্চ মাসমাত্রং দিনে দিনে॥
ভক্ষণাদ্ধন্তি সর্ব্বেষাং অর্শাংসি চ ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যান্নাশু সর্ব্বাণি রসঃ পঞ্চমৃতাত্মকঃ॥
কুষ্ঠরোগং নিহন্ত্যাশু মৃত্যুরোগ-কুলান্তকঃ।
মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী বহ্নিক্রম-গুণোত্তরম্॥

সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং যোজ্যং শূরণং পেষয়েদ্দৃঢ়ম্ ।
সর্ব্বতুল্যং গুড়ং যোজ্যং কর্ষৈকং ভক্ষয়েদনু ॥

পারদ, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও তাম্র, প্রত্যেক ১ ভাগ এবং ভেলা বীজ ৫ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া ওলের রসে ২ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ মাষা মাত্রায় বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে ১ ভাগ মরিচ, ২ ভাগ পিপুল, ৩ ভাগ শুণ্ঠী, ৪ ভাগ চিতা, ২০ ভাগ ওল এবং ৪০ ভাগ গুড় মিশ্রিত করিয়া তাহা ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা অর্শাদি নানারোগ নাশ করে।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

ক্রিমিরিপুদহন ব্যোষ ত্রিফলাসুর দারু চব্যভূনিম্বম্ ।
মাগধিমূলং মুস্তং সশটী বচং মাক্ষিকঞ্চৈব ॥
লবণক্ষার নিশাযুগকুস্তুম্বুরু গজকণাতিবিষা ।
কর্ষাংশকাস্ত্বেব সমানি কুর্য্যাৎ পলাষ্টকং চাশ্মজতোর্ব্বিদধ্যাৎ ।
নিষ্পত্র শুদ্ধস্য পুরস্য ধীমান্ পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব ।
সিতা চতুষ্কং পলমত্রবাংশ্যা নিকুম্ভকুম্ভত্রিসুগন্ধিযুক্তম্ ॥
চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা অর্শাংসি নির্ণাশয়তে ষড়েব ।
ভগন্দরং পাণ্ডুক কামলাঞ্চ নির্ণষ্টবহ্নেঃ প্রকরোতি দীপ্তিম্ ॥
হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্ নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ ।
গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধিরাজ যক্ষ্মণোর্মেহে ভগাখ্যে প্রবলে চ যোজ্যা ।
শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরি মূত্রকৃচ্ছ্রে শুক্রপ্রবাহেঽপ্যুদরাময়ে চ ।
ভক্তস্য পূর্ব্বং সততং প্রযোজ্যা তক্রানুপানং হ্যথমস্তুপানম্ ॥
আজোরসোজাঙ্গলজোরসোবা পয়োথবাশীতজলানুপানম্ ।
বলেন নাগ স্তুরগো জবেন দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ ।
ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি নশীতবাতাতপমৈথুনে ॥

শম্ভুং সমভ্যর্চ্চ্য কৃতপ্রণামং প্রাপ্তা গুড়ী চন্দ্রমসঃ প্রসাদাৎ।
শুক্রদোষান্ নিহন্ত্যষ্টৌ প্রমেহানপি বিংশতিম্॥
বলী পলিত নির্ম্মুক্তো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।

শিলাজতু শোধনম যথা—

দশমূল কাথ উষ্ণেনালোড়্য প্রচণ্ডাতপে
প্রস্তরভাজনে কাংস্যেবা স্থাপয়েৎ।
ঊর্দ্ধভূতং দধি সরবৎ মস্তালিকা গ্রহণং কর্ত্তব্যম্।
তদনুশিবা গুড়িকোক্তকাকোল্যাদ্যষ্ট-
বিংশতি দ্রব্য কাথে ভাবনীয়ম্।

তদনুসালসারাদিগণকাথে ভাব্যম্। তদনু ত্রিফলা কাথে ভাব্যম্। তদনু ধান্যপটোলাদি কাথে ভাব্যম্। তদনু গুলঞ্চ কাথে ভাব্যম্। তদনু যষ্টীমধু কাথে ভাব্যম্।

কাকোল্যাদির্যথা।

কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মেদ মহামেদ ভূমি কুষ্মাণ্ড দ্রাক্ষা ঋদ্ধিদ্বয়ং জটামাংসী জীরামুণ্ডিরী জীরক ঋষভক শালপানী চাকলিয়া রাস্না চিতা দন্তী গজপিপ্পলী ইন্দ্রযব শঠী মুথা কটকী কাকড়াশৃঙ্গী।

আকনাদী মূলং সপ্তাহং ব্যবস্থয়া ভাব্যম্।

শালসারাদির্যথা।

শালসার আশনশ্বেতখদির সোড়গুয়া ভূর্জ্জপত্র শুকসিম্বী শিরীষ রক্তচন্দন আচুকাণ্ঠা শিরীষ পিয়াল তমাল ধব অর্জ্জুন করঞ্জ নাটাকরঞ্জ গন্ধমুণ্ড অগুরু কালিয়াকড়া এষাং ভাব্যম্।

তদনু লৌহচূর্ণ শিলাজতু গুগ্গুলু
মিশ্রয়িত্বা কাকোল্যাদি শালসারাদি ক্বাথে।
তদনু বিড়ঙ্গাদি চূর্ণৈঃ সংযোজ্য ধান্য পটোল ক্বাথে
বিসৃজ্য শিলায়াং পিষ্ট্বা চ্ছায়া শুষ্কা বটিকা কার্য্যা।
ভক্ষণং রক্তিকাং পঞ্চ ক্রমশঃ মাসকদ্বয়ং যাবৎ।

বিড়ঙ্গ, চিতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা দেবদারু, চই, চিরতা, পিপুলমূল, মুথা, শঠী, বচ, ধাতুমাক্ষিক. সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপুল ও অতৈস প্রত্যেকে ২তোলা, শিলাজতু ৮ পল, গুগ্গুল ২ পল, লৌহচূর্ণ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, এবং দন্তী, তেউড়ী ও ত্রিসুগন্ধি প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শ, ভগন্দরাদি অনেক রোগ নাশ করে।

শঙ্করমতং লৌহম্।

প্রণম্য শঙ্করং রুদ্রং দণ্ডপাণিং মহেশ্বরম্।
জিতরোগং মনুষ্যস্য নারদঃ পৃচ্ছতে গুরুম্।
সুখোপায়েন হে নাথ! শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্ব্বিনা।
দুর্ব্বলানাঞ্চ ভীরূণাং চিকিৎসাং বক্তুমর্হসি॥
তচ্ছিষ্যবচনং শ্রুত্বা লোকানাং হিতকাময়া।
অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং ভৈষজ্যমিদমীরিতম্॥
পাণ্ডিবজ্রাদি লৌহানাং লৌহমন্যতমং শুভম্।
তৎ কৃত্বা নির্ম্মলাদৌ তু কুনট্যা মাক্ষিকেণ চ॥
পত্তুর মূল কল্কেন স্বরসেনাহতস্ততঃ।
বহ্নৌ নিক্ষিপ্য বিধিবৎ শালাঙ্গারেণ নির্ধমেৎ॥

জ্বালা চ তস্য বোদ্ধব্যা ত্রিফলায়া রসেন চ।
ততো বিজ্ঞায় গলিতং শঙ্কুনোর্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
ত্রিফলায়া রসে পূতে তদাকৃষ্য বিনির্ব্বপেৎ।
ন সম্যক্ গলিতং যচ্চ তেনৈব বিধিনা পুনঃ॥
ধ্মাতং নির্ব্বাপয়েত্তস্মিন্ লৌহং তৎত্রিফলা রসে।
ততঃ সংশোধ্য বিধিবৎ চূর্ণয়েল্লোহভাজনে॥
লৌহেনৈব তথাপি স্যাদ্ধ যদি শ্লক্ষ চূর্ণিতম্।
কৃত্বা লোহময়ে পাত্রে মার্গে বা লিপ্তরন্ধ্রকে॥
রসৈঃ পঙ্কোপমং কৃত্বা পাচয়েদ্গোময়াগ্নিনা।
পুটানি ক্রমশো দদ্যাৎ পৃথগেষাং বিধানতঃ॥
ত্রিফলার্দ্রক ভৃঙ্গানাং কেশরাজস্য বুদ্ধিমান্।
কন্দমাণক ভল্লাত বহ্নীনাং শূরণস্য চ॥
হস্তিকর্ণ পলাশস্য কুলিশস্য তথৈবচ।
পুটে পুটে চূর্ণয়িত্বা লোহাৎ ষোড়শিকং পলম্॥
তন্মানং ত্রিফলায়াশ্চ পলেনাধিক মাহরেৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টে তু রসে তস্যাঃ পচেদ্বুধঃ॥
অষ্টৌ পলানি দত্ত্বা চ সর্পিষো লোহভাজনে।
তাম্রে বা লৌহদার্ব্ব্যাং তু চালয়েদ্বিধি-পূর্ব্বকম্॥
ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ স্বচ্ছেচোর্দ্ধে চ সর্পিষি।
মৃত্বমধ্যাদি ভেদেন গৃহ্নীয়াৎ পাকমানতঃ॥
অভিমন্ত্র্য বিধানেন কৃতকৌতুক-মঙ্গলম্।
ভ্রামরং ঘৃতসংযুক্তং লিহেদ্বা রক্তিকাক্রমাৎ॥
বর্দ্ধমানাম্বুপানঞ্চ গব্যং ক্ষীরোত্তমং মতম্।
গব্যাভাবেহপ্যজায়াশ্চ স্নিগ্ধরূপ্যাদি ভোজনম্।

সদ্যো বহ্নিকরঞ্চৈব ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি ॥
হন্তি বাতং তথা পিত্তং কুষ্ঠানি বিষমজ্বরান্।
গুল্মাক্ষি পাণ্ডুরোগাংশ্চ তন্দ্রালস্যমরোচকম্ ॥
শূলং সপরিণামঞ্চ প্রমেহমববাহুকম্।
শ্বয়থুং রক্তস্রাবঞ্চ দুর্ণামাদি বিশেষতঃ ॥
বলকৃদ্বৃংহণঞ্চৈব ভ্রান্তিদং স্বরবর্দ্ধনম্।
লাঘবঞ্চ মনোজ্ঞঞ্চ আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥
আয়ুষ্যং শ্রীকরঞ্চৈব বয়স্তেজস্করস্তথা।
সশ্রীক পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্ ॥
দুর্ণামারিরয়ং নাম্না দৃষ্টোবার সহস্রশঃ।
নির্মূলং দহ্যতে শীঘ্রং যথা তুলঞ্চ বহ্নিনা ॥
সৌকুমার্য্যং স্বকায়ত্বান্মদ্যসেবী যদা নরঃ।
জীর্ণমদ্যানি যুক্তানি ভাজনৈঃ সহ পায়য়েৎ ॥
লাবকস্তিত্তিরিগোধাময়ূরাঃ শশকাদয়ঃ।
চটকঃ কলবিঙ্কশ্চ বর্ত্তকো হরিতালকঃ ॥
শ্যেনকশ্চ বৃহল্লাবোবনবিষ্কিরকাদয়ঃ।
পারাবতমৃগাদীনাং মাংসং জাঙ্গলজং তথা ॥
মদগুরো রোহিতঃ শ্রেষ্ঠঃ শকুলশ্চ বিশেষতঃ।
মৎস্যরাজা ইমে প্রোক্তা হিতমৎস্যাশ্চ যে নবা ॥
প্রশস্তং বার্ত্তাকুফলং পটোলং বৃহতীফলম্।
প্রলম্বাভীরু বেত্রাগ্রং তাতকং তণ্ডুলীয়কম্ ॥
বাস্তুকং কালশাকঞ্চ কর্ণালুক পুনর্ণবম্।
নারিকেলঞ্চ খর্জ্জুরং দাড়িমং লবলীফলম্ ॥
শৃঙ্গাটকঞ্চ পক্কাম্রং দ্রাক্ষা তালফলানি চ।

জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ পূগং তাম্বূল-পত্রকম্॥
নাগ্নারাৎ লকুচং কোলকর্কন্ধু বদরাণি চ॥
জম্বীরং বীজপূরঞ্চ করমর্দ্দকতিন্তিড়ী।
আনুপানি চ মাংসানি কুবরঃ পুত্তদাদয়ঃ॥
হংসসারসদাত্যূহ মদ্গুকাকবলাহকাঃ।
সকন্দকরবীরাণি চণকঞ্চ কলম্বুকম্॥
কুষ্মাণ্ডকঞ্চ কর্কোটং কেবুকঞ্চ বিশেষতঃ।
কঞ্চটঞ্চ কদলকং কশেরুং কর্কটীন্তথা॥
বিদলানি চ সর্ব্বাণি ককারাদীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।
লোহরাজস্তথা চায়ং স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতঃ॥
জনানামুপকারায় দুর্ণামারিরয়ং ধ্রুবম্।
স্থানাদপৈতি মেরুশ্চ পৃথ্বীপর্য্যেতি বা পুনঃ॥
পতন্তি চন্দ্রতারাশ্চ মিথ্যা নৈব বদাম্যহম্।
ব্রহ্মঘ্নাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ ক্রূরাশ্চাসত্যবাদিনঃ॥
বর্জ্জনীয়া বিদগ্ধেন ভৈষজ্য-গুরুনিন্দকাঃ।
রক্তীদ্বাদশকাদূর্দ্ধং বৃদ্ধিরসা ভয়প্রদা॥

অত্র জারিত স্থালীপুটপাকাদি সিদ্ধং লোহচূর্ণং গ্রাহ্যম্।

মনঃশিলা, ধাতুমাক্ষিক, অথবা শালিঞ্চ শাকের দ্বারা মূর্চ্ছিত মুণ্ডাদি কোন এক প্রকার লোহ অগ্নিসংযোগে গলাইয়া ত্রিফলা রসে ফেলিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ ত্রিফলা, আদা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্য্যা, ওল, মানকচু, ভেলা, চিতা, হস্তিকর্ণপলাশ এবং মনসাপাতা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে কর্দ্দমবৎ মর্দ্দন করিয়া এক একবার পুটপাক করতঃ চূর্ণ করিবে। পরে উক্ত লৌহচূর্ণ ১৬ পল ত্রিফলার কাথে ৮ পল ঘৃতসহ লৌহপাত্রে বা তাম্রপাত্রে পাক করিয়া লইবে। মাত্রা ১ রতি হইতে

ক্রমশঃ বৃদ্ধি। অনুপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধ সেবনান্তে গব্যদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ এবং বলকারক স্নিগ্ধ দ্রব্যভোজন বিধেয়। লাবক, তিত্তিরাদি পক্ষীর মাংস, কচ্ছপ, ছাগাদির মাংস, মাগুর, রোহিতাদি মৎস্য এবং বেগুন, পটোল প্রভৃতি সুপথ্য। ডেও (মাদার), কুল প্রভৃতি; হংস, সারস প্রভৃতির মাংস, চনক কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি এবং সর্ব্বপ্রকার দাইল ভক্ষণ নিষেধ। ইহা দ্বারা অর্শ, মন্দাগ্নি প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

অগ্নিমুখং লৌহম্।

ত্রিবৃচ্চিত্রক নির্গুণ্ডী স্নুহী মুণ্ডিরিকাস্কটাঃ।
প্রত্যেকশোঽষ্টপলিকা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পলত্রয়ং বিড়ঙ্গস্য ব্যোষং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্।
ত্রিফলায়াঃ পলং পঞ্চ শিলাজতু পলং ন্যসেৎ॥
দিব্যৌষধি হতস্যাপি বৈকঙ্কতহতস্য বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্মলোহস্য চূর্ণিতম্॥
ঘৃতাচ্চতুর্ব্বিংশতিভির্মধুশর্করয়োরপি।
ঘনীভূতেষু শীতে চ দাপয়েদবতারিতে॥
এতদগ্নিমুখং নাম দুর্ণামান্তকরং পরম্।
মন্দমগ্নিং করোত্যাশু কালাগ্নিসমতেজসম্॥
পর্ব্বতা অপি জীর্য্যন্তি প্রাশনাদস্য দেহিনঃ॥
গুরুবৃষ্যানুপানানি পয়োমাংসরসো হিতঃ।
দুর্ণামপাণ্ডুশ্বয়থু কুষ্ঠপ্লীহোদরাপহম্॥
অকালপলিতঞ্চৈব আমবাতগুদাময়ম্।
ন স রোগোঽস্তি যশ্চাপি নহি হন্যাদিদং ক্ষণাৎ॥

করীরকাঞ্জিকাদীনি ককারাদীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।
স্রবত্যতোঽন্যথা লৌহং লৌহাৎ কিট্টঞ্চ দুর্জ্জরম্॥

মুণ্ডিকা মুণ্ডিরী জটাভূম্যামলকী ত্রিবৃতাদীনাং রসেনাপি ব্যবহারঃ ক্বাথঃ পাদাবশিষ্টত্বাৎ পাকাবতারণকালো প্রক্ষেপার্থং বিড়ঙ্গাদীনাং চূর্ণম্। ত্রিফলায়া মিলিত্বা পঞ্চপলানি। শিলাজতু শিবাগুড়িকোক্তবিদ্যাশোধিতম্। দিব্যোষধিঃ স্বর্ণমাক্ষিকমনঃশিলে। শালিপঞ্চাশূকশিম্বী বৈকঙ্কতো বনপালঙ্কঃ। রুক্মলৌহং বজ্রপাণ্ড্বাদিতশ্চ রসায়নোক্তক্রমেণ জারণপুটনাদিসূক্ষ্মচূর্ণিতম্। ঘৃতাৎ চতুর্বিংশতিপলানি মধুশর্করয়োশ্চতুর্বিংশতি মিলিত্বা তণ্ডুয়তে লৌহং দত্ত্বা পশ্চাৎ।

শর্করা সহিতং ক্বাথং দত্ত্বা পাকঃ।
অবতারণ সময়ে বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ প্রক্ষেপঃ।
পর্য্যুষিতে মধুদত্ত্বা বিমৃজ্য লৌহপাত্রে ঘৃতপাত্রে বা স্থাপ্যম্
ততো বিশ্রাম্য পশ্চাদুপবিশ্য অমৃত-
সারবত্বং প্রযোজ্যমিতি নিশ্চলকরঃ॥

স্বর্ণমাক্ষিক ও মনঃশিলা দ্বারা অথবা বনপালঙ্ক দ্বারা হৃত লৌহচূর্ণ ১২পল ২৪ পল, ঘৃত সহ পাক করিয়া ঘন হইলে, তাহাতে তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সিজ, মুণ্ডীরি, ভূই আমলা, প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, এই ক্বাথ ও চিনি ১২ পল দিয়া পাক করতঃ বিড়ঙ্গ ৩ পল, ত্রিকটু ১৮ তোলা, ত্রিফলা ৫পল, ও শিলাজতু ১পল দিয়া এবং শীতল হইলে মধু ১২ পল দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। বলকারক, দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত সুপথ্য। বাঁশের কোঁড়, কাঁজি প্রভৃতি ককারাদি দ্রব্য পরিত্যাজ্য। ইহা অর্শ, অগ্নিমান্দ্য অতীসার আদি নানারোগ বিনাশ করে।

চব্যাদি লৌহম্।

চব্যাঃ পলাষ্টকং দেয়ং খদিরস্যার্দ্ধমেবচ।
চিত্রকস্য পলং পঞ্চ তালমূলী চ তৎসমা॥
ত্রিফলা প্রস্থসংযুক্তং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশেষেণ কষায়মবতারয়েৎ॥
আজ্যাৎ পলাষ্টকং দেয়ং রুক্মলোহস্য ষোড়শঃ।
পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারয়েৎ॥
ত্রিবৃদ্দন্তী বিড়ঙ্গানি পথ্যাচামলকানি চ।
শুণ্ঠী বিভীতকী কৃষ্ণা এষাং চূর্ণং পলার্দ্ধকম্॥
শর্করা মধুচত্বারি স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
গুরু বৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসো হিতঃ॥
দুর্ণাম কুষ্ঠশ্বয়থু পাণ্ডুপ্লীহোদরাপহম্॥
হৃচ্ছূলে গুদশূলে চ পরিণামকৃতে হিতম্॥
বলবর্ণকরং বৃষ্যং অগ্নিসন্দীপনং পরম্।
করীর কাঞ্জিকঞ্চৈব কাকমাচীং বিবর্জ্জয়েৎ॥

লৌহচূর্ণ ১৬ পল ঘৃতসহ তাম্রপাত্রে পাক করিয়া তাহাতে চই ৮ পল, খদির অর্দ্ধপল, চিতা ৫ পল, তালমূলী ৫ পল এবং ত্রিফলা /২ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথে চিনি ৪পল দিয়া পাক করতঃ উহাতে তেউড়ী, দন্তী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, শুণ্ঠী, বয়ড়া ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা মাত্রায় দিয়া শীতল হইলে মধু ৮পল দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। দুগ্ধ মাংসাদি পুষ্টিকারক দ্রব্য ভোজনীয়। করীরাদি ককারান্ত দ্রব্য নিষিদ্ধ। ইহা অর্শ, গ্রহণী, কুষ্ঠাদি নানাব্যাধি বিনাশ করে।

বিদ্যাধর লৌহম্।

স্বচ্ছপত্রীকৃতং লোহং লিপ্তং লিপ্তঞ্চ নির্ব্বাপেৎ।
লবণৈর্ম্মাক্ষিকোপেতৈঃ ত্রিফলা কাথিকোদকে॥
সুসিক্তং লোহমাদায় পূতং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ।
পুটৈর্যথা ব্যাধিহরং দ্রবাং সংপাদিতৈঃ পচেৎ॥
পিণ্ডেন শর্করা কাথঃ কলম্ব্যা বহুপত্রতঃ।
করিকর্ণপলাশক লবণৈরপ্যরুষ্করৈঃ॥
চতুর্গুণে ফলরসে লৌহার্দ্ধং ঘৃতযোজিতম্।
পাচয়েৎ নিপুণস্তাবদ্যাবৎ সর্পির্বিমুঞ্চতি॥
ষোড়শাংশং ক্ষিপেত্তত্র ততঃ সংশোধিতং রসম্।
রাজিকা পিণ্ডমধ্যে তু বোষপিণ্ডস্য মধ্যগম্॥
গবাং মলতুষাগ্নৌ চ বস্ত্রবন্ধঞ্চ কাঞ্জিকৈঃ।
সিদ্ধং সপ্তাহমেবন্তু ততঃ সংচূর্ণয়েৎ পুনঃ॥
চিঞ্চা কষায়জ্যেষ্ঠাম্বু ক্ষীর নির্ব্বাপিতেন তু।
দ্বিগুণেন গন্ধক শিলাসু শ্লক্ষ্ণ রজসা পুনঃ॥
পাদং বিড়ঙ্গমুস্তাগ্নি ত্রিফলা ব্যোষজং রসঃ।
লোহাদেকীকৃতং পিষ্টং অনুতপ্তং নিধাপয়েৎ॥
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথাদোষং যথাবয়ঃ।
আহার-পরিহারৌ চ লোহাস্ত রসমানবিৎ॥
কুলত্থঞ্চ কপোতঞ্চ করমর্দ্দক-কাঞ্জিকে।
করীরং কারবিল্লঞ্চ যট্ককারাণি বর্জ্জয়েৎ॥
বিদ্যাদ্বিদ্যাবরমতং লৌহং সর্ব্বগদাপহম্।
ন সোহস্তিরোগঃ কুক্ষিস্থো য মিদং ন নিহন্তি চ॥

ন লোপকারাণ্যর্শাংসি সর্ব্বোপদ্রববন্তি চ ।
অম্লকং গ্রহণী মেহান্ গুল্মানুদরমষ্টকম্ ॥
গুরুপাদ প্রসাদেন খ্যাতং ভুবি রসায়নম্ ।
অত্র স্বচ্ছমিতি শাণাদি নির্ম্মলীকৃতম্ ॥
লবণৈরিতি সৈন্ধবাদিভিঃ ।

রসশোধনমাহ ।

রাজিকেত্যাদি অয়মর্থঃ ।

আদৌ পিষ্টৌষধমপি পিণ্ডমধ্যে গোলকঃ কর্ত্তব্যঃ ।

তদনুবাহ্যতো রাজিকা পিণ্ডকল্কেন বেষ্টয়িত্বা গুড়কঃ কর্ত্তব্যঃ ।
তচ্চ বস্ত্রচ্ছাদিতমিতি বস্ত্রেণ বেষ্টয়িত্বা বস্ত্রেণ পোট্টলং কুর্য্যাৎ ।
তদনু শরাবে কৃত্বা তুষানলে মন্দপাকে পচনীয়ঃ । উষ্ণঃ সন্
পুনঃ কাঞ্জিকয়া পাচনীয়ঃ ।

এবং সপ্তাহং শোধনং কৃত্বা শোধিত শ্লক্ষ্ণ গন্ধকরজসা রসান্ দ্বিগুণেন সহিতং মূর্চ্ছয়েৎ ।

কজ্জলিকাং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ।

গন্ধক শোধন প্রকারমাহ ।

চিঞ্চেত্যাদি অয়মর্থঃ ।

তত্র গন্ধকং চূর্ণয়িত্বা লৌহপাত্রে কৃত্বা বদরীকাষ্ঠ নির্ধূমাঙ্গারে বিধৃত্য ভাবয়িত্বা প্রথমং তিন্তিড়ীকষায়ে তদনু কাঞ্জিকে তদনু গব্যে দুগ্ধে ঢালয়িত্বা নির্ব্বাপ্য পুনরাতপে তদ্গন্ধকং শিলায়াং শ্লক্ষ্ণরজঃ কৃত্বা তেন রজসা মূর্চ্ছয়েৎ ।

ইতি সম্বন্ধঃ ।

তদনু তং কজ্জলীকাবস্থীকৃতরসং প্রক্ষিপেৎ। বিড়ঙ্গাদি নব দ্রব্যানাম্।

অগ্নিসন্তপ্ত শুদ্ধপত্র লৌহ সৈন্ধবাদি পঞ্চলবণ, ধাতুমাক্ষিক ও ২ তোলা ত্রিফলা কাথ দ্বারা সিক্ত করিয়া চূর্ণ করিয়া পুটপাক করতঃ লৌহের অর্দ্ধাংশ ঘৃত এবং চিনি, কল্মীকাথ, ছাতিম কাথ এবং হস্তিকর্ণ, পলাশ, পঞ্চলবণ ও ভেলা কাথে লৌহদ্বারা পাক করিয়া তাহাতে সংশোধিত পারদ ১৬ ভাগ দিয়া রাই সরিয়া ও ত্রিকটুর পিণ্ডমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক গোময় তুষাগ্নিতে পাক করিয়া পরে কাঁজির সহিত পাক করিয়া লইবে। তদনন্তর উহার সহিত গন্ধকচূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে কুলকাষ্ঠাগ্নিতে ভাবনা দিয়া তিন্তিড়ী কাথ, কাঁজি ও দুগ্ধ ঢালিয়া শুকাইয়া শিলায় চূর্ণ করতঃ তদ্দারা পারদসহ কজ্জলী করিয়া সেই কজ্জলী এবং চতুর্থাংশ বিড়ঙ্গ, মুথা, চিতা, ত্রিকটু ও ত্রিফলাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া হইবে। কুলথ, কপোত, করমর্দ্দক, কাঞ্জিক, করীর ও কয়লা, এই ছয়টী ককারাদি দ্রব্য নিষেধ। ইহা অর্শাদি নানারোগ বিনাশ করে।

ইতি অর্শাধিকার সমাপ্ত।

মন্দাগ্নি চিকিৎসামাহ।

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
কফপিত্তানি নাধিক্যাত্তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ॥
জাঠর ইতি ধাত্বগ্নি ভূতাগ্নি নিরাসার্থম্।
বিষমো বাতজান্‌রোগান্ তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্॥
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দোবিকারান্ কফসম্ভবান্।
সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যখিপচ্যতে॥

স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্বিষম্যাগ্নেস্তু দেহিনঃ।
কদাচিৎ সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে॥
মাত্রাতি মাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে।
তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
সমস্য রক্ষণং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণে পিত্ত প্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্॥
গ্লানি গৌরব সাটোপভ্রম মারুত মূর্চ্ছিতা।
বিষ্টম্ভোঽতিপ্রবৃত্তির্বা সামান্যাজীর্ণলক্ষণম্॥
প্রায়েণাহার-বৈষম্যাদজীর্ণং জায়তে নৃণাম্।
তন্মূলো রোগসংঘাতস্তদ্বিনাশাদ্বিনশ্যতি॥

মানবগণের কফ দ্বারা মন্দাগ্নি, পিত্ত দ্বারা তীক্ষ্ণাগ্নি, বাতাধিক্যে বিষমাগ্নি এবং ত্রিদোষের সমতায় সমাগ্নি এই ৪ প্রকার জঠরাগ্নি জানিবে। বিষমাগ্নি বায়ুরোগ, তীক্ষ্ণাগ্নি পৈত্তিকরোগ এবং মন্দাগ্নি কফরোগ উৎপাদন করে। উপযুক্ত পরিমাণ আহার সমাগ্নি দ্বারা পরিপাক পায়। মন্দাগ্নি দ্বারা অল্পমাত্র আহারও পরিপাক হয় না। এবং কখন পরিপাক হয় ও কখন হয় না, এই অগ্নিকে বিষমাগ্নি বলে। অল্প বা অধিক আহার সমস্তই পরিপাক পাইলে তীক্ষ্ণাগ্নি বলা যায়। ইহার মধ্যে সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বদা সমাগ্নি রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিষমাগ্নিতে বাত প্রশমন, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্ত প্রশমন এবং মন্দাগ্নিতে কফের দূরীকরণ করা উচিত। গ্লানি, অঙ্গভার, উদরে গুড়্গুড় শব্দ, ভ্রম, অধোবাতাধিক্য, মূর্চ্ছা, বিষ্টম্ভ ও পেটফাঁপা এই সকল অজীর্ণরোগের সাধারণ লক্ষণ জানিবে। আহারের বৈষম্য দ্বারা অজীর্ণদোষ হইতে বিবিধ রোগ জন্মে, অতএব অতি সত্বর অজীর্ণ বিনাশে চেষ্টা করিলে অন্যান্য রোগও বিনষ্ট হইয়া যায়।

হিঙ্গষ্টকম্।

ত্রিকটুক মজমোদা সৈন্ধবং জীরকদ্বে
সম ধরণধৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথমকবল ভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেতৎ
জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি॥

পিপুল, মরিচ, শুণ্ঠী, যমানী, সৈন্ধব, জীরক, কৃষ্ণজীরা ও হিং প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া ঘৃতসহ সেবন করিলে অগ্নিপ্রদীপ্ত হয় এবং বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হিঙ্গুমণ্ডঃ।

অন্নমণ্ডং পিবেদুষ্ণং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতং।
বিষমোঽপি সমস্তেন মন্দোদীপ্যেত পাবকঃ॥
ক্ষুদ্বোধনো বস্তিবিশোধনশ্চ প্রাণপ্রদঃ শো।ণতবর্দ্ধনশ্চ।
জ্বরাপহারী কফপিত্তহন্তা বাতুং জয়েদষ্টগুণো হি মণ্ডঃ॥

ভাতের মাঁড় হিং ও সৈন্ধবসহ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্যাদি নষ্ট হইয়া থাকে।

ভোজনাগ্রে হিতং হৃদ্যং দীপনং লবণার্দ্রকম্।
হরীতকী ভক্ষ্যমাণা নাগরেণ গুড়েন বা॥
সৈন্ধবোঽপি হিতো বাপি সাতত্যেনাগ্নিদীপনঃ।
হরীতকী কণা শুণ্ঠি ত্রিসমং সমুদাহৃতম্॥
অগ্নিসন্দীপনং নৃণাং ত্রিদোষাময়নাশনম্।

ভোজনাগ্রে সৈন্ধব ও আদা ভক্ষণ করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। হরীতকী গুড় বা শুণ্ঠী সহ অথবা সৈন্ধব ভক্ষণ করিলে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়। হরীতকী, পিপুল ও শুণ্ঠী সমভাগে সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি. ও ত্রিদোষের প্রশমন হয়।

সৈন্ধবাদি-চূর্ণম্।

সিন্ধূত্থ পথ্যমগধোদ্ভব বহ্নিচূর্ণ
মুষ্ণাম্বুনা পিবতি যঃ খলু নষ্টবহ্নিঃ।
তস্যামিষেণ সঘৃতেন বরং নবান্নং
ভস্মীভবত্যশিতমাত্রমপি ক্ষণেন॥

সৈন্ধব, হরীতকী, পিপুল ও চিতাচূর্ণ সমভাগে উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নির দীপ্তি হয়।

অভয়া নিম্বসংযুক্তা ভক্ষিতানলবৃদ্ধিকৃৎ।
দদ্রু বিস্ফোটকাংশ্চৈব নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্॥

হরীতকী নিমের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং দদ্রু ও বিস্ফোট বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বল্পাগ্নিমুখং চূর্ণম্।

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণা ভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা চৈব শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্গুণা চ হরীতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠং চাষ্টগুণং ভবেৎ॥
এতদ্বাতহরং চূর্ণং পীতমাত্রং প্রসন্নয়া॥
পিবেৎ দধ্না মস্তুনা বা সুরয়া কোষ্ণবারিণা।
দোষাবদ্ধমজীর্ণস্তু প্লীহানমুদরস্তথা॥
অঙ্গানি যস্য শীর্য্যন্তি বিষং বা যেন ভক্ষিতম্।
অর্শোহরং দীপনঞ্চ শ্লেষ্মঘ্নং গুল্মনাশনম্॥
কাসশ্বাসং নিহন্ত্যাশু তথৈব ক্ষয়নাশনম্।
চূর্ণমগ্নিমুখং নাম ন কচিৎ প্রতিহন্যতে॥

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, আদা ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ, এবং কুড় ৮ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া লইবে। অনুপান প্রসন্না (মদ্যের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ), দধি, দধির মাত, সুরা অথবা উষ্ণজল। ইহাদ্বারা অজীর্ণ ও প্লীহাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহদগ্নিমুখং চূর্ণম্।

দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ।
সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গীক্রিমিঘ্নং হিঙ্গু পুষ্করম্॥
শটী দার্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচা চেন্দ্রযবাস্তথা।
ধাত্রী জীরক বৃক্ষাম্লং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা॥
অম্লবেতসমম্লীকা যমানী সুরদারু চ।
অভয়াতিবিষে শ্যামা হপুষারগ্বধং সমম্॥
তিলমুষ্কক শিগ্রূণাং কোকিলাক্ষ-পলাশয়োঃ।
ক্ষারাণি লোহকিট্টঞ্চ তপ্তং গোমূত্রসেবিতম্॥
সম্ভাগানি সর্ব্বাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।
দিনত্রয়ন্তু শুক্তেন আর্দ্রক-স্বরসেন বা।
অত্যগ্নিকারকং চূর্ণং প্রদীপ্তাগ্নি সমপ্রভম্॥
উপযুক্তং বিধানেন নাশয়ত্যচিরাদ্ গদান্।
অজীর্ণক মথো গুল্মং প্লীহানং গুদজানি চ॥
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ অষ্ঠীলাং বাতশোণিতম্।
প্রণুদত্যুল্বণান্ রোগান্ নষ্টবহ্নিঞ্চ দীপয়েৎ॥

সমস্তব্যঞ্জনোপেতং ভক্তং দত্বা সভাজনে।
দাপয়েদস্য চূর্ণস্য বিড়ালপদমাত্রকম্॥
গোদোহমাত্রাৎ সর্ব্বং দ্রবীভবতি সোমকম্।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চতা, আকনাদী, করঞ্জা, পঞ্চলবণ, ছোট-এলাচি, তেজপত্র, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, পুষ্করমূল, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, তেতুল, গজপিপ্পল, সৃক্ষ্মজীরা, অম্লবেতস, মহাদা, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, অতৈস, শ্যামালতা, হবুষা, সোণালু, তিল, ঘণ্টপাটলী, সজিনা, কোকিলাক্ষ ক্ষার, পলাশক্ষার এবং লৌহমল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ছোলঙ্গনেবুর রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া পরে ৩ দিন কাঁজিসহ অথবা আদার রস দ্বারা ভাবিত করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভাস্করলবণম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধান্যকং কৃষ্ণজীরকম্।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশকেশরম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্য চ।
মরীচাজাজী শুণ্ঠীনাং একৈকস্য পলং পলম্॥
ত্বগেলা চার্দ্ধভাগেন সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্।
দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ॥
এতৎচূর্ণীকৃতং সূক্ষ্মং গন্ধাঢ্যমমৃতোপমম্।
লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্॥
জগতাস্তু হিতার্থায় বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্।
বাত গুল্মং নিহন্ত্যেতদ্বাত শূলানি যানি চ॥

তক্রমস্তু সুরাসীধু শুক্তকাঞ্জিক যোজিতম্।
জাঙ্গালানাস্তু মাংসেন রসেষু বিবিধেষু চ ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং কুষ্ঠাময় ভগন্দরান্।
হৃদ্রোগ-মামদোষাংশ্চ বিবিধানুদরস্থিতান্ ॥
প্লীহান মশ্মরীঞ্চৈব শ্বাসকাসোদরক্রিমীন্।
বিশেষতঃ শর্করাদীন্ রোগান্নানাবিধানপি ॥
পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্ নাশয়ত্যশনির্যথা।

পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরক, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগকেশর, প্রত্যেকে ২ পল সচললবণ ৫ পল, মরিচ, যমানী ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ পল, দারুচিনি ও এলাচি প্রত্যেকে অর্দ্ধপল, সমুদ্রলবণ অর্দ্ধসের, দাড়িম অর্দ্ধসের এবং অম্লবেতস ২ পল, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া লইবে। তক্র, দধির মাত, সুরা, সীধু, শুক্ত, কাঁজি এবং জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংস পথ্য। ইহা দ্বারা অজীর্ণ প্রভৃতি নানা ব্যাধি ধ্বংস হয়।

সমশর্করচূর্ণম্।

শুণ্ঠীকণা মরিচং নাগ দলত্বগেলং
চূর্ণীকৃতং ক্রমবর্দ্ধিতে মূর্দ্ধমন্ত্যাৎ।
খাদেদিদং সমশিতং গুদজাগ্নিমান্দ্য
কাসারুচি শ্বসনকণ্ঠ হৃদাময়েষু ॥

শুণ্ঠী ৭ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, নাগকেশর ৪ ভাগ দারুচিনি ২ ভাগ, তেজপত্র ৩ ভাগ এবং এলাচি ১ ভাগ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

হরীতকী ধান্যতুষোদ সিদ্ধা সপিপ্পলী সৈন্ধব হিঙ্গুযুক্তা।
সোদ্গার ধূমং ভৃশমপ্যজীর্ণং বিজিত্য সদ্যো জনয়েৎ ক্ষুধাঞ্চ॥
বিষ্টম্ভে স্বেদনং পথ্যং পেয়ঞ্চ লবণোদকম্।
রসশেষে দিবাস্বপ্নোলঙ্ঘনং বাতবর্দ্ধনম্॥
ব্যায়াম প্রমদাঽধ্ব বাহনবতঃ ক্লান্তানতীসারিণঃ।
শূলশ্বাসবতঃ তৃষা পরিগতান্ হিক্কা মরুৎ পীড়িতান্॥
ক্ষীণান্ ক্ষীণককান্হি শূলমদহতান্ বৃদ্ধান্ রসাজীর্ণিতান্।
রাত্রীজাগরিতান্ নরান্ নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ।
আলিপ্য জঠরং প্রাজ্ঞো হিঙ্গুসৈন্ধব ক্র্যষণৈঃ॥
দিবাস্বপ্নং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বাজীর্ণপ্রণাশনম্।
ধান্য নাগর সিদ্ধঞ্চ তোয়ং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
আমাজীর্ণ প্রশমনং দীপনং বস্তিশোধনম্।
পথ্যা পিপ্পলী সংযুক্তং চূর্ণ সৌবর্চ্চলং পিবেৎ॥
মস্তুনোষ্ণোদকেনাথ বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্।
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দানলমথারুচিং॥
আধ্মানং বাতশূলঞ্চ গুল্মঞ্চাশু নিযচ্ছতি।
ভবেদজীর্ণং প্রতি যস্য শঙ্কা সিগ্ধস্য জন্তো বলিনোন্নকালে॥
পূর্ব্বং সশুণ্ঠীমভয়ামশঙ্কো ভুঞ্জীত সংপ্রাশ্য হিতং হিতার্থী।
সিন্ধূত্থ হিঙ্গুত্রিফলাযমানী ব্যোষৈর্গুড়াংশৈর্গুড়িকান্ প্রকুর্য্যাৎ।
তৈর্ভক্ষিতৈঃ সুপ্তিমবাপ্নুবন্বা ভুঞ্জীত মন্দাগ্নিরপি প্রভূতম্॥
বিড়ঙ্গ ভল্লাতক চিত্রকামৃতাঃ সনাগরাস্তুল্যগুড়েন সর্পিষা
নিহন্তি যে মন্দহুতাশনান্ বা ভবন্তি তে বাড়বতুল্যবহ্নয়ঃ॥

হরীতকী ও পিপুল কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধব ও হিং সহ

সেবন করিলে অজীর্ণ নিবারিত হয়। বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদ এবং লবণোদক প্রয়োজ্য। রসশেষাজীর্ণরোগে দিবানিদ্রা, লঙ্ঘন ও বাত-বৰ্দ্ধক দ্রব্য প্রয়োগ হিতকারী। ব্যায়াম, স্ত্রীসহবাস, পথচলা ও যানারোহণ দ্বারা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অতীসার, শূল, শ্বাস, তৃষ্ণা, হিক্কা বাত শূল ও মত্ততা দ্বারা আক্রান্ত, ক্ষীণ, কৃফক্ষীণ, বৃদ্ধ, রসা-জীর্ণরোগী, রাত্রিজাগরিত ও উপোষিত এই সকল ব্যক্তিকে দিবানিদ্রা বিধান করিবে। হিং সৈন্ধব ও ত্রিকটু দ্বারা উদর প্রলিপ্ত করিয়া দিবানিদ্রা যাইলে সর্ব্বাজীর্ণ বিনষ্ট হয়। ধনে ও শুঠীর কাথ পান করিলে আমাজীর্ণ উপশমিত হয়, অগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং বস্তি বিশো-ধিত হইয়া থাকে। হরীতকী পিপুল ও সচললবণ চূর্ণ দধির মাৎ বা উষ্ণোদক সহ পান করিলে অজীর্ণাদি বিনষ্ট হয়। যাহার অজীর্ণ রোগের আশঙ্কা থাকে, তাহাকে শুণ্ঠী ও পিপুল চূর্ণ সেবন করিতে দিবে। সৈন্ধব, হিং, ত্রিফলা, যমানী ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গুড় সহ ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ রোগ বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ, ভল্লাতক, চিতা, হরীতকী, ও শুণ্ঠীচূর্ণ গুড় ঘৃত সহ সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

অগ্নিকুমার-রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং প্রতিনিষ্কং ত্রয়ং ত্রয়ম্।
মরিচং সর্ব্বতুল্যং স্যাৎ কণ্টকারী ফলদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েত্তেন ভাবনা চৈকবিংশতিঃ।
দেয়া গুঞ্জাদ্বয়ং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণ প্রশান্তয়ে॥
বিসূচিকা নিহন্ত্যাশু রসো হ্যগ্নিকুমারকঃ।

পারা, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ৬ তোলা এবং সকলের সমান মরিচচূর্ণ করিয়া কণ্টকারীফলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা অজীর্ণ ও বিসূচী রোগ বিনষ্ট হয়।

বারিভক্ত-বটিকা।

রসগন্ধক মভ্রঞ্চ গুড়ূচী সত্ত্বমেবচ।
বিড়ঙ্গমরিচঞ্চৈব সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি গুড়িকাং কারয়েদ্বুধঃ।
ভক্ষয়েন্মাষমাত্রন্তু অম্লতোয়ানুপানতঃ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং সামাজীর্ণপ্রণাশনম্॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, গুলঞ্চের পাল, বিড়ঙ্গ ও মরিচ একত্র চূর্ণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ মাষা মাত্রায় বটী করিয়া কাঁজির সহিত সেবন করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত ও আমাজীর্ণ বিনষ্ট হয়।

ক্ষুধাবতী বটিকা।

রসগন্ধক মভ্রঞ্চ ত্র্যুষণং ত্রিফলাত্বচম্।
যমানী শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্॥
প্রত্যেকং পলমেকন্তু ঘণ্টাকর্ণং পুনর্ণবা।
মাণকং গ্রন্থিকন্দঞ্চ কেশরাজঃ সুদর্শনঃ॥
দণ্ডোৎপলং ত্রিবৃদ্দন্তী সূর্য্যাবর্ত্তক চিত্রকৈঃ।
ভৃঙ্গাপামার্গ কুলিশ মণ্ডুরাণাং পলার্দ্ধকম্।
আর্দ্রকস্য রসে নাথ গুড়িকাং সংপ্রকল্পয়েৎ।
যগ্মাস প্রমিতঞ্চৈকাং ভক্ষয়িত্বা ভবেদমু॥
বারিভক্ত জলঞ্চৈব প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
বটী ক্ষুধাবতী নাম সর্ব্বব্যাধি বিনাশিনী॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।
অম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণাম কৃতঞ্চ যৎ॥
তৎসর্ব্বং নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।

পারা, গন্ধক, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, যমানী, শলুফা, চই, জীরা, কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেকে ৮ তোলা, ঘেঁটকোল, পুনর্ণবা, মানকচু, পিপুলমূল, ওল, কেশুর্য্যা, জাম, দণ্ডোৎপল, তেউড়ী, দন্তী, সূর্য্যাবর্ত্ত, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, হীরক, আপাং ও মণ্ডুর ৫ তোলা, একত্র চূর্ণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৬ মাষা মাত্রায় বটী করিবে। ইহা প্রাতঃকালে সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে অম্লজলাদি সেবন বিধেয়। ইহা অজীর্ণ অম্ল পিত্তাদি নানাপ্রকার রোগ বিনাশ করে।

অগ্নিকুমার-রসঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতগন্ধং ত্রিক্ষারং পটুপঞ্চকম্।
দশকং তুল্যতুল্যাংশং ভর্জ্জিতং বিষয়াপি চ॥
দশানাং তুল্যভাগানাং তস্যার্দ্ধং শিগ্রুমূলকম্।
তৎসর্ব্বং বিজয়া দ্রাবৈঃ শিগ্রু চিত্রক-ভৃঙ্গজৈঃ॥
দ্রবৈর্দ্দিনদ্বয়ং মর্দ্যং রুদ্ধা ভাণ্ডে পচেল্লঘু।
দীপ্তাগ্নিনা তু যামৈকং শুদ্ধং পাচাং সমুদ্ধরেৎ॥
সপ্তধা চার্দ্রকদ্রাবৈশ্চিত্রকৈ র্ভাবয়েন্তিষক্।
দীপ্যকোঽগ্নিকুমারোঽয়ং নিষ্কৈকং মধুনা লিহেৎ॥
প্রতিকর্ষং গুড়ং শুণ্ঠি মনুস্যাদগ্নিদীপনঃ।

পারদ, গন্ধক, ত্রিক্ষার ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, অতৈস ১০ ভাগ এবং সজিনামূল ৫ ভাগ, একত্র সিদ্ধি, সজিনা, চিতা ও ভৃঙ্গরাজের রসে ২ দিন ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিয়া আদা ও চিতার রসে ভাবনা দিয়া ২ তোলা মাত্রায় বটী করিবে। ইহা সেবনান্তে ৪ চারি তোলা গুড় ও শুণ্ঠী সেবন করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্যাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৈরোচন-রসঃ।

মৃতসূতং চতুর্ভাগং ভাগৈকং মৃত হেমকম্।
অষ্টভাগং শুদ্ধগন্ধং দিনৈকং চিত্রকদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দিতং শোধিতং চূর্ণং বরাটীং তেন পূরয়েৎ।
টঙ্গণেন মুখং রুদ্ধা ভাণ্ডমধ্যে নিরোধয়েৎ॥
শুষ্কং গজপুটে পচ্যাৎ স্বাঙ্গশৈত্যাং বিচূর্ণয়েৎ।
চতুর্গুঞ্জাকণাক্ষৌদ্রং লেহ্যমগ্নিপ্রদীপনম্॥
সমং ক্ষৌদ্রার্দ্রকদ্রবৈঃ পলার্দ্ধং পালয়েদনু।
বৈরোচনো রসোনাম সর্ব্বরোগ কুলান্তকৃৎ॥

পারদ ৪ ভাগ, সোণা ১ ভাগ ও ৮ ভাগ গন্ধক একত্র চিতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক কড়ীর মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দ্বারা মুখ বন্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা ৪ রতি মাত্রায় পিপ্পল ও মধুসহ সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে ৪ তোলা মধু ও আদার রস পানীয়। ইহা অজীর্ণাদি সর্ব্বরোগ বিনাশ করে।

অগ্নিকুমার-রসঃ।

রসেন্দ্রগন্ধৌ সহ টঙ্কণেন সমং বিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগম্।
কপর্দ্দকং শঙ্খমিহ ত্রিভাগং মরিচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ম্॥
সুপক জম্বীররসেন ঘস্রং সিদ্ধোভবেদগ্নিকুমার এষঃ।
বিসূচিকাজীর্ণ সমীরণার্ত্তে দদ্যাদ্ বিবন্ধে গ্রহণীগদে চ॥

পারদ, গন্ধক, ও সোহাগা প্রত্যেকে ১ ভাগ, বিষ, কড়ি ও শঙ্খ প্রত্যেকে ৩ ভাগ এবং মরিচ ৮ ভাগ একত্র পাকাজম্বীররসে মর্দ্দন করিয়া যথামাত্রায় বটী করিবে। ইহা বিশুচি, অজীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনাশ করে।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং অজমোদাফলত্রয়ম্।
স্বর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং বহ্নি সৈন্ধবজীরকম্॥
সুবর্চ্চলং বিড়ঙ্গানি সামুদ্র ত্র্যূষণং সমম্।
বিষমুণ্ডী সর্ব্বতুল্যাং জম্বীরাম্লেন পেষয়েৎ॥
মরিচাভাং বটীং খাদেদ্বহ্নিমান্দ্য প্রশান্তয়ে।
পথ্যা শুণ্ঠি গুড়ঞ্চানু পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা॥
কণা মূলং কণা বহ্নি ত্রিবৃদ্দন্তীপলং পলম্।
সর্ব্বতুল্যামৃতাশুণ্ঠি গুড়েন কৃতমোদকম্॥
কর্ষৈকং গোলকং খাদেদ্দীপনং কুরুতে ক্ষণাৎ।
রসভস্ম সমং গন্ধং ধাত্রী দ্বিগুণ টঙ্কণং॥
দিনং জম্বীরজৈর্দ্রাবৈর্মর্দ্দ্যং পূর্য্যা বরাটিকা।
রুদ্ধা গজপুটে পচ্যাত্তথা বৈরোচন রসঃ॥
তথা কুর্য্যাচ্চ রোগাণাং ফলং তদ্বন্ন সংশয়ঃ।
কুমারী সৈন্ধবঞ্চানু লেহয়েদগ্নিদীপনম্।
পলৈকং মূর্চ্ছিতং সূতং মরীচং হিঙ্গুজীরকং॥
প্রতিকর্ষং বচাশুণ্ঠি তৎসর্ব্বং ভৃঙ্গজৈর্দ্রবৈঃ।
দিনং মর্দ্দ্যং লিহেন্মাসং মধু বহ্নিদিনে পিবেৎ॥
কর্ষৈকং ভক্ষয়েচ্চানু দাড়িমং নাগরং গুড়ম্।
কণামূলং কণাশুণ্ঠী চব্যবহ্নিসমং সমম্॥
সর্ব্বতুল্যাং পচেল্লাজাং লেপাং মন্দাগ্নিশূলমুৎ।
মুস্তধন্যাক কর্ষৈকং পচেৎ লাজাঃ পলৈর্জ্জলৈঃ॥
দীপনীয়া চ পেয়াচ পথ্যং স্যাদগ্নিমান্দ্যকে॥

পারা, বিষ, গন্ধক, বনযমানী, ত্রিফলা, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চিতা,

সৈন্ধব, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, সমুদ্রলবণ ও ত্রিকটু প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং কুচিলা ১৮ ভাগ একত্র জম্বীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক মরিচ প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনান্তে হরীতকী, শুণ্ঠী ও শুড় ৪ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। পিপুলমুল, পিপুল, চিতা, তেউড়ী ও দন্তী, প্রত্যেকে ৮ তোলা, শুলঞ্চ ৪০ তোলা এবং শুণ্ঠী ৪০ তোলা, একত্র চূর্ণ করিয়া দ্বিগুণ গুড়সহ মোদক করিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নির দীপ্তি হয়। পারদ ও গন্ধক এক এক ভাগ, আমলকী ও সোহাগা প্রত্যেকে ২ ভাগ একত্র জম্বীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক কড়ির মধ্যে পুরিয়া গজপুটে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে ঘৃতকুমারী ও সৈন্ধব লেহবৎ করিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা অগ্নির দীপ্তি হয়। পারদ, মরিচ, হিং ও জীরা প্রত্যেকে ৮ তোলা, এবং বচ ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে ২ তোলা, সমস্ত দ্রব্যগুলি ভৃঙ্গরাজের রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ মাষা মাত্রায় মধু ও চিতা চূর্ণসহ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে দাড়িম, শুণ্ঠী ও গুড় সেবন করিবে। পিপুলমূল, পিপুল, শুণ্ঠি, চই এবং চিতা প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং খৈ ৫ ভাগ একত্র পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ও শূল বিনষ্ট হয়। মুথা ও ধনে প্রত্যেকে ২ তোলা ও খৈ ৪ তোলা লইয়া ৮ তোলা জলসহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

অগ্নিকুমার-রসঃ।

দ্বিপলং শুদ্ধতাম্রস্য শুদ্ধসূতং পলত্রয়ম্।
পিষ্টং জম্বীরজৈর্দ্রাবৈঃ কুর্য্যাৎখল্লে ভিষগ্বরঃ।
গন্ধকং চ মৃতং তত্র প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্॥

কজ্জলীকৃত্য সর্ব্বঞ্চ ভাবয়েৎ নিম্বকদ্রবৈঃ ॥
চূর্ণিতং পিষ্টিকাপৃষ্টে ক্ষিপেচ্চ নিম্বকদ্রবৈঃ ॥
ঘর্ম্মে দিনাষ্টকং ভাব্যং দ্রবং দেয়ং পুনঃ পুনঃ।
ভৃঙ্গাদ্রাবৈ স্ত্র্যহং ভাব্যং ত্রিবারস্থার্দ্রক দ্রবৈঃ ॥
ত্রিধামৃতা রসে ভাব্যং রসমগ্নিকুমারকম্।
রসগুঞ্জাত্রয়ং খাদেৎ অগ্নিমান্দ্য প্রশান্তয়ে ॥

১৬ তোলা তাম্র ও পারদ ২৪ তোলা জম্বীররসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৫ পল গন্ধকসহ মিশ্রণ করতঃ কজ্জলী করিয়া কাগজীনেবুর রসে ৮ দিন ১ বার করিয়া ভাবনা এবং ৩ দিন করিয়া ভৃঙ্গরাজ, আদা ও গুলঞ্চ রসে ভাবনা দিয়া ২ রত্তি পরিমাণ বড়ী করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্য নাশক।

পঞ্চামৃত-চূর্ণম্।

পারদং গন্ধকং লৌহং তাম্রমভ্রকমেবচ।
এষাং মাসকমেকৈকং জম্বীরদ্রবভাবিতম্।
দেয়ং ত্রিকটুনা তুল্যং সম্যগ্ গুঞ্জা চতুষ্টয়ম্।
তপ্ততোয়ানুপানেন বহ্নিমান্দ্যহরং পরম্ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তামা ও অভ্র, প্রত্যেকে ১ ভাগ পরিমাণে জম্বীর রসে ভাবনা দিয়া ১ ভাগ ত্রিকটূ চু মিশাইয়া ৪ রত্তি পরিমাণ বটী করিয়া তপ্তজলের সহিত পান করিলে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃত-বটী।

অভ্রকং পারদং তাম্রং গন্ধকং মরিচান্বিতম্।
সমভাগমিদং সর্ব্বং চাঙ্গেরীরসভাবিতম্ ॥

মর্দ্দিতস্তু রসে ভূয়ো জয়ন্তী সিন্ধুবারয়োঃ।
মর্দ্দনেনৈব কর্ত্তব্যা গুঞ্জা পরিমিতা বটী॥
তপ্ততোয়েন সংযুক্তাশ্চতস্রস্তিস্র এব বা।
অগ্নিমান্দ্যে প্রদাতব্যা বট্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ॥

অভ্র, পারদ, তাম্র, গন্ধক ও মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া আমরুল জয়ন্তী ও নিসিন্দা রসে পৃথক্ ভাবে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। তপ্ত জলসহ ৩ বা ৪ বটী সেবনীয়। ইহা অগ্নিমান্দ্যাদি নাশক।

বাড়বানল-চূর্ণম্।

করঞ্জফলমজ্জাথ পথ্যা বহ্নিবিড়ঙ্গকম্।
কণা শুণ্ঠি সমং চূর্ণং সর্ব্বতুল্যা সিতা ভবেৎ॥
অগ্নিদীপ্তিকরং কর্ষং ভক্ষয়েদ্বাড়বানলঃ।

করঞ্জফলের মজ্জা, হরীতকী. চিতা, বিড়ঙ্গ, পিপুল ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং ৬ ভাগ চিনি, একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। ২ তোলা পরিমাণ। ইহা অতীব অগ্নিমান্দ্য নাশক।

ইতি অজীর্ণাধিকার সমাপ্ত।

অথ ক্রিমিচিকিৎসামাহ।

অজীর্ণভোজী মধুরাম্লনিত্যো দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্টগুড়োপভোক্তা।
ব্যায়ামবর্জ্জী চ দিবাশয়ানো বিরুদ্ধভুক্ সংলভতে ক্রিমীংশ্চ॥
ক্ষীরাণি মাংসানি ঘৃতানি চৈব দধীনি শাকানি চ পর্ণবন্তি।
সমাসতোঽম্লান্ মধুরান্‌রসাংশ্চ ক্রিমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জনীয়ঃ॥

অরুচিঃ স্যাদবলত্বং পাণ্ডুত্বং ছর্দ্দনং ভ্রমম্।
জ্বরাতীসারকৃচ্ছ্রূলং ক্রিমিকোপেন জায়তে॥
অপকর্ষণমেবাদৌ ক্রিমীণাং ভেষজং মতম্।
ততো দোষচয়ং বুদ্ধ্বা নিদানং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
বিড়ঙ্গ পিপ্পলীমূল শিগ্রূভির্ম্মরিচেন বৈ।
তক্র সিদ্ধা যবাগূঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নং সসুবর্চ্চিকাম্॥
বিড়ঙ্গং তণ্ডুলব্যোষযুক্তং মণ্ডং পিবেৎ নরঃ।
দীপনং ক্রিমিনাশায় বহ্নিঞ্চ কুরুতে ভৃশম্॥
মুস্তাখুপর্ণো সুরদারু শিগ্রু, কাথঃ সকৃষ্ণাক্রিমিশত্রুকল্কঃ।
মাগদ্বয়েনাপি চিরপ্রবৃত্তান্ ক্রিমীন্
নিহন্যাৎ ক্রিমিজাংশ্চ-রোগান্
রসেন্দ্রেণ সমাযুক্তো রসোধুস্তুরপত্রজঃ।
তাম্বূলপত্রজো বাপি লেপঃ ক্রিমিবিনাশনঃ॥

অজীর্ণাবস্থায় ভোজন এবং মধুর, টক্, দ্রব, পিটা ও গুড় এই সকল ভোজন, ব্যায়াম পরিত্যাগ, দিবানিদ্রা ও বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, এই সকল দ্বারা ক্রিমিরোগ উৎপন্ন হয়। দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত, দধি, পর্ণশাক, টক্ ও মধুর রস, এই সকল ক্রিমিরোগী পরিত্যাগ করিবে। ক্রিমি প্রকোপে অরুচি, দৌর্ব্বল্য, পাণ্ডুতা, বমি, ভ্রম, জ্বর, অতীসার ও হৃদয়শূল জন্মে। ক্রিমিরোগে প্রথমে অপকর্ষণ প্রয়োগ দ্বারা দোষের গতি জানিয়া নিদান পরিত্যাগরূপ চিকিৎসা করিবে। পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, সজিনা, মরিচ, সচললবণ এবং তক্রসহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ, তণ্ডুল ও ত্রিকটু, এই সকল দ্বারা মণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। মুথা, ইন্দুরকানী, দেবদারু ও সজিনা ইহাদের কাথ পিপুল ও

বিড়ঙ্গচূর্ণসহ পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ধুতুরাপাতার বা পানের রসের সহিত পারদ মিশাইয়া উদরে প্রলেপ দিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদ্য-তৈলম্।

সবিড়ঙ্গ গন্ধকশিলা সিদ্ধং গোমূত্রজলেন কটু
তৈলং আজন্মনয়তি নাশং লিখ্যাসহিতাংশ্চ যূকাশ্চ।

সর্ষপতৈল /৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের এবং কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, গন্ধক এবং মনঃশিলা, সমস্তে /১ সের। এই তৈল পাক করিয়া শরীরে মর্দ্দন করিলে নিকী ও উকুন বিনষ্ট হয়।

পারসীয় যমানী পীতাপর্য্যুষিত বারিণা প্রাতঃ।
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগং পাতয়ত্যাশু॥
ক্বাথং খর্জ্জুরপত্রাণাং সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি।
পীতং নিবারয়ত্যাশু ক্রিমীন্নিরবশেষিতঃ॥
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং বা ক্রিমিনাশনম্॥

পারসীক যমানী ও গুড় বাসিজলের সহিত অথবা খর্জ্জুর পত্রের বাসি ক্বাথ রাত্রিতে মধুর সহিত কিম্বা বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে ক্রিমি নিবারিত হয়।

ত্রিফলা-ঘৃতম্।

ত্রিফলা ত্রিবৃতাদন্তী বচা কম্পিল্লকস্তথা॥
সিদ্ধমেভির্গবাং মূত্রে সর্পিঃ ক্রিমিবিনাশনম্।
সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রণুদতি চক্রমুক্তমিবাসুরান্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের এবং কল্কার্থ ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তী, বচ ও কমলাগুড়ী সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়।

লাক্ষা ভল্লাত শ্রীবাস শ্বেতাপরাজিতা শিফা।
অর্জ্জুনস্য ফলং পুষ্পং বিড়ঙ্গং সর্জ্জগুগ্‌গুলুঃ॥
এভিঃ কৃতেন ধূপেন শাম্যন্তি নিয়তং গৃহে।
ভুজঙ্গ মূষিকা লূতা পলায়ন্তে গৃহাৎ সদা॥

অর্জ্জুনবৃক্ষের ফল ও পুষ্প, লাক্ষা, টাপিণ, গুগ্‌গুলু, শ্বেতাপরাজিতার-মূল, ভেলা, বিড়ঙ্গ ও ধূনা ইহাদের ধূম গৃহমধ্যে প্রদান করিলে সর্প, লূতাদি পলায়ন করে।

শুদ্ধসূতং চেন্দ্রযবং অজমোদা মনঃশিলা।
পলাশ-বীজতুল্যাংশং দেবদাল্যা দ্রবৈর্দ্দিনম্॥
মর্দ্দয়েন্তক্ষয়েন্নিষ্কং মুদ্‌গপর্ণী কষায়কম্।
সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতো ভবত্যলম্॥
অত্র শুদ্ধসূতং গন্ধকেন মূর্চ্ছিতমপি যবং রসযোগঃ।

কজ্জলী, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা ও পলাশবীজ এই সকল সমভাগে ঘোষাফলের রসে ১ দিন ভাবনা দিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনান্তে মুগানীর কাথ চিনির সহিত পান করিবে।

কীটভদ্র-রসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধং অজমোদা বিড়ঙ্গকম্।
বিষমুষ্টী ব্রহ্মবীজং ক্রমোত্তরগুণং ভবেৎ॥
চূর্ণয়েন্মধুনা লেহ্যং নিষ্কৈকং ক্রিমিজিদ্ভবেৎ॥
কীটভদ্ররসোনাম মুস্তাতোয়ং পিবেদনু।

পারা, গন্ধক, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, কুচিলা ও ব্রহ্মবীজ, ক্রমশঃ এক এক ভাগ বেশী লইয়া চূর্ণ করত মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি ক্রিম্যধিকার সমাপ্ত।

অথ পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসামাহ।

সাধ্যন্তু পাণ্ড্বাময়িনং সমীক্ষ্য স্নিগ্ধং ঘৃতেনোর্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্।
সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্র ঘৃতপ্রগাঢ়ৈর্হরীতকী চূর্ণময়ৈঃ প্রয়োগৈঃ॥
বিধিঃ স্নিগ্ধস্তু বাতোত্থে তিক্তশীতস্তু পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যোমিশ্রস্তু মিশ্রকে॥
ত্রিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকে পিবেৎ।
কফপাণ্ডুস্তু গোমূত্রযুক্তাং স্বিন্নাং হরীতকীম্॥
নাগরং লৌহচূর্ণং বা কৃষ্ণা পথ্যামথাশ্মজম্।
গুগ্‌গুলুং ক্কাথমূত্রেণ কফপাণ্ড্বাময়ী পিবেৎ॥
নাগরং লৌহচূর্ণং বা কৃষ্ণাপথ্যা শিলাজতুঃ।
গুগ্‌গুলুনা গোমূত্রেণ যুক্তাশ্চত্বারো যোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
লৌহং পুটাদি শব্দং তদভাবে লৌহপাতিকাপি শোধিতা গ্রাহ্যা।
এবং সর্ব্বত্র সকলং কফজে পাণ্ডী দশমূলী জলং পিবেৎ॥
লৌহপাত্রে শৃতং ক্ষীরং সপ্তাহং পথ্যভোজনম্।
পিবেৎ পাণ্ড্বাময়ী শোষী গ্রহণীদোষ-পীড়িতঃ॥
শৃতচতুর্গুণ জলেন।
সপ্তবারং গবাং মূত্রেভাবিতং বাহপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগ প্রশান্ত্যৈব পয়সাথ পিবেন্নরঃ॥

পাণ্ডুরোগী সাধ্য হইলে ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করতঃ মধু ও ঘৃত সংযুক্ত হরীতকী চূর্ণ দ্বারা ঊর্দ্ধ (বমন) ও (অধঃ বিরেচন) দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইবে। বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধক্রিয়া; পিত্তজ পাণ্ডুরোগে তিক্ত ও শীতল ক্রিয়া এবং কফজ পাণ্ডুরোগে কটু, রুক্ষ, ও উষ্ণ ক্রিয়া আর মিশ্রিত পাণ্ডুরোগে মিশ্রক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে

দ্বিগুণ শর্করা সহ তেউড়ী চূর্ণ এবং কফজ পাণ্ডুরোগে গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী বা শুঠি চূর্ণ গুগ্‌গুলু ও গোমূত্র সহ কিংবা লৌহচূর্ণ গুগ্‌গুলু ও গোমূত্রসহ অথবা পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ গুগ্‌গুলু ও গোমূত্র সহ কিম্বা শিলাজতু গুগ্‌গুলু ও গোমূত্র সহ বা দশমূলের কাথ প্রদান করিবে। লৌহপাত্রে চতুর্গুণ জল সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে পাণ্ডু, শোথ ও গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়। সাতবার গোমূত্রে ভাবিত লৌহচূর্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকাদিঃ।

ফলত্রিকামৃতা বাসা তিক্তা ভূনিম্বঃ নিম্বজঃ।
ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতোহন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, চিরতা ও নিমছাল ইহাদের কাথ মধুপ্রক্ষেপে পান করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ প্রশমিত হয়।

অয়োমলন্তু সন্তপ্তং ভূয়োগোমূত্রসেচিতম্।
মধুসর্পির্যুতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ।
দীপনঞ্চাগ্নিজননং শোথ পাণ্ড্বাময়াপহম্।
অয়োমলং পুরাণ-লৌহমলম্।

মণ্ডুর অগ্নিযোগে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিয়া বারম্বার গোমূত্রে ফেলিয়া তাহার চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ অন্নের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু শোথ ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

সিন্দূরভূষণো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সসিন্দূরং পলৈকৈকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
বাসারসেন যামৈকং ততো কুর্য্যাচ্চ পিষ্টিকাম্।
অপক্কাং কারয়েন্মুবামুন্নতাং দ্বাদশাঙ্গুলাম্॥

তন্মধ্যে গন্ধকং শুদ্ধং ক্ষিপেৎপলচতুষ্টয়ম্।
পূর্ব্বোক্তাঞ্চ ক্রিয়াং চক্রে দত্ত্বা রুদ্ধ্বা পুটেন্মৃদু॥
জীর্ণগন্ধে সমুদ্ধৃত্য চক্রিকাং তাং বিচূর্ণয়েৎ।
চূর্ণাদ্দশগুণং যোজ্যং মৃতলৌহঞ্চ মর্দ্দয়েৎ॥
লশুনস্য দশাংশেন চণমাত্রাবটী কৃতা।
বাতপাণ্ডুহরঃ সিন্ধোরসঃ সিন্দূরভূষণঃ॥
পিবেচ্চানু হ্যপামার্গো রুবুকস্য চ মূলিকাম্।
তক্রৈঃ পিষ্ট্বাচ কর্ষৈকং হন্তি পাণ্ডুং সকামলম্॥

৮ তোলা পারদ ও ৮ তোলা সিন্দূর একত্র বাসক রসে মর্দ্দিত করিয়া চক্রিকা করতঃ ৮ তোলা গন্ধক পূরিত ১২ অঙ্গুলি পরিমাণ মূষা মধ্যে পূরিয়া পুটপাক করতঃ চূর্ণ করিয়া উহার সহিত দশগুণ লৌহ ও দশাংশ রসুন মিশ্রিত করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পাণ্ডুরোগঘ্ন। এই ঔষধ সেবনান্তে আপাংমূল ও ভেরেণ্ডা মূল ২ তোলা তক্র সহ বাটিয়া সেবন করিতে হয় জানিবে।

মণ্ডূর-বজ্রং।

পঞ্চকোলং সমরিচং দেবদারু ফলত্রিকম্।
বিড়ঙ্গমুস্তযুক্তাশ্চ ভাগাস্ত্রিপল সম্মিতাঃ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডূর দ্বিগুণং ততঃ।
পক্ত্বাচাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে তদুদ্ধরেৎ।
ততোঽক্ষমাত্রান্ বটকান্ পিবেত্তক্রেণ তক্রভুক্॥
পাণ্ডুরোগং জয়ত্যেব মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষ মরুস্তম্ভমথাপিবা।
ক্রিমীন্ প্লীহানমুদরং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥

মণ্ডূর বজ্রনামেদং রোগানীক প্রণাশনম্।

পঞ্চকোল, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মুথা প্রত্যেকে ৩ পল এবং মণ্ডূর সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লইয়া ৮ গুণ গোমূত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে ২ তোলা মাত্রায় বটিকা করতঃ তক্রসহ সেবন পূর্ব্বক তক্রপথ্য করিলে পাণ্ডু অর্শাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

পুনর্ণবা মণ্ডূরঃ।

পুনর্ণবা ত্রিবৃৎশুণ্ঠি পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাহ্বয়ম্॥
ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ দন্তীঞ্চ চবিকাস্তথা।
কূটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূল মুস্তকম্।
এতানি সমভাগানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে॥
পাণ্ডুশোথোদরানাহ শূলার্শঃ ক্রিমিগুল্মনুৎ।

পুনর্ণবা, তেউড়ী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, চিতা, পুষ্করমূল, ত্রিফলা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, চই, ইন্দ্রযব, কটুকী, পিপুলমূল ও মুথা প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং মণ্ডূর ৪০ ভাগ লইয়া ৮গুণ গোমূত্রে পাক করিয়া ঘৃতপাত্র মধ্যে রাখিবে। এই ঔষধ পাণ্ডু শোথ, উদরানাহ, শূল, অর্শ ক্রিমি, গুল্ম প্রভৃতি রোগ নাশ করে।

নবায়সং লৌহম্!

ত্র্যুষণ ত্রিফলামুস্ত বিড়ঙ্গ চিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়োরজসোভাগা স্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা॥
ভক্ষয়েৎ পাণ্ডুহৃদ্রোগঃ কয়ার্শঃ কামলাপহম্।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা ও চিতা প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং নূতন লৌহচূর্ণ

৮ ভাগ একত্র মিশাইয়া মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, ক্ষয়, অর্শ, কামলাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যোগরাজ-লৌহম্।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়োভাগা স্ত্রয়স্ত্রিকটুকস্য চ।
ভাগাশ্চিত্রকমূলস্য বিড়ঙ্গানাস্তথৈবচ॥
পঞ্চাশ্মজতুনোভাগা স্তথারূপ্যমলস্য চ।
মাক্ষিকস্য চ শুদ্ধস্য লৌহস্য রজসস্তথা॥
অষ্টৌ ভাগাঃ সিতায়াশ্চ তৎসর্ব্বং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্।
মাক্ষিকেণাপ্লুতিস্থাপ্যমায়সে ভাজনে শুভে॥
উড়ুম্বরসমাং মাত্রাং ততঃ খাদেদ্ যথাগ্নিনা।
দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং জীর্ণং ভোজ্যং যথেপ্সিতম্॥
বর্জ্জয়িত্বা কুলথাশ্চ কাকমাচী কপোতকান্।
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোহয়মমৃতোপমঃ॥
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং পরম্।
পাণ্ডুরোগং বিষং কাসং যক্ষ্মাণং বিষমজ্বরম্॥
কুষ্ঠান্যজরকং মেহং শ্বাসং হিক্কা মরোচকম্।
বিশেষাদ্ধন্ত্যপস্মার কামলাং গুদজানি চ॥
ত্রয়োভাগা মিলিত্বা রূপ্যমলম্।
রজতনির্গত শিলাজতু কেচিদাহ।
ইতি নিশ্চলকরঃ।
তল্লক্ষণং রসায়নে বোধ্যম্। ত্রিবিক্রমদেবস্ত্বাহ।
রূপ্যমলাভাবে লৌহমলস্য ব্যবহারঃ।
তদুক্তং—সুবর্ণমথবা রূপ্যং যোগযুক্তেন সম্ভবেৎ।

তত্র লৌহেন কর্ম্মস্ত ভিষক্ কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।

ইতি যদারূপ্যাভাবে লৌহম্।

তদা তন্মলাভাবে তন্মলং গ্রাহ্যম্।

মাক্ষিকস্য স্বর্ণমাক্ষিকস্য।

উডুম্বরং কর্ষঃ মধুনাস্তু মাসক চতুষ্টয়ং ভক্ষ্যং না পুরুষঃ।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৩ ভাগ, শিলাজতু, রৌপ্যমল, স্বর্ণ মাক্ষিক ও লৌহচূর্ণ প্রত্যেকে ৫ ভাগ এবং চিনি ৮ ভাগ, একত্র পেষণ করিয়া মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক লৌহপাত্রে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। কুলথ, কাকমাচী ও কপোত ভক্ষণ নিষেধ। ইহা সেবনে পাণ্ডু, কাস, কুষ্ঠাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

মুর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

মূর্ব্বা তিক্তা নিশাযাস কৃষ্ণাচন্দন পর্পটৈঃ।

ত্রায়ন্তী বৎস ভূনিম্ব পটোলাম্বুদ দারুভিঃ॥

অক্ষমাত্রৈর্ঘৃত প্রস্থঃ সিদ্ধঃ ক্ষীর চতুর্গুণঃ।

পাণ্ডুতা জ্বর বিস্ফোট শ্রোত্রার্শো রক্তপিত্তনুৎ॥

মূচমুখী, কটুকী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বালালতা, কুটজ, চিরতা, পটোল, মুথা ও দেবদারু, এই সকল কল্কদ্রব্য সমভাগে সমষ্টে /১ সের, ঘৃত /৪ সের এবং দুগ্ধ ।৬ ষোল সের। এই ঘৃত পান করিলে পাণ্ডু, জ্বর, বিস্ফোট, শ্রোত্রার্শ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

দার্ব্ব্যাদি লৌহম্।

দার্ব্বী সত্রিফলা ব্যোষ বিড়ঙ্গান্যয়সোরজঃ।

মধুসর্পির্ভুতং লিহ্যাৎ কামলা পাণ্ডুরোগবান্॥

সর্ব্বচূর্ণ সমং লৌহং সর্ব্বং নবায়সাদিবৎ।

দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহম্।

ধাত্রী লোহরজো ব্যোষ সিতা ক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ।
নীঢ়া নিবারয়ত্যাশু কামলামুদ্ধতামপি।
মধুঘৃতাভ্যামবলেহ্যং দার্ব্বাদি লৌহবৎ॥

আমলকী, ত্রিকটু, শিলাজতু ও শর্করা প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ ৬ ভাগ, একত্রে পাক করিয়া ঘৃত ও মধু সহ লেহন করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগ প্রশমিত হয়।

বিড়ঙ্গাদিলৌহগুড়িকা।

বিড়ঙ্গ মুস্ত ত্রিফলা দেবদারু ষড়ূষণৈঃ।
তুল্যমাত্র ময়শ্চূর্ণং গোমূত্রেহষ্টগুণে পচেৎ॥
তৈরক্ষমাত্রাং গুটিকাং কৃত্বা খাদেৎ দিনে দিনে।
কামলা পাণ্ডুরোগার্ত্তঃ সুখমাপদ্যতেহচিরাৎ॥
লৌহাৎ সর্ব্বত্র চূর্ণাদেব গোমূত্রমষ্টগুণং
সিদ্ধে চূর্ণ প্রক্ষেপ ইতি নিশ্চলঃ।
দত্ত্বা চ পাক ইতি ত্রিবিক্রমঃ।

লোহান্তরবৎকবলম্।

১২ ভাগ লৌহ চূর্ণ ৮গুণ গোমূত্র সহ পাক করিয়া যখন ঘন হইবে তখন উহাতে বিড়ঙ্গ, মুথা, ত্রিফলা, দেবদারু, পঞ্চকোল ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ দিয়া নামাইবে। ইহা পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ করে।

পঞ্চাননা বটী।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃতভাস্রঞ্চ গুগ্‌গুলুম্।
মৃতায়সঞ্চ গন্ধঞ্চ মৃতভাম্রাভ্র গুগ্‌গুলুম্।
জৈপালবীজতুল্যাংশং ঘৃতেন গুড়িকাং কুরু॥
ভক্ষয়েদ্বদরাগুভাং শোথ পাণ্ডু প্রশান্তয়ে।
পঞ্চাননা বটী খ্যাতা অনুপানঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, গুগ্‌গুলু, লৌহ, গন্ধক, তাম্র অভ্রও গুগ্‌গুলু, প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং জয়পাল বীজ ৯ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ করে

লৌহামৃতম্।

মুস্তামৃতাকণাযষ্টী বহ্নি শুণ্ঠিফলত্রয়ম্।
বিড়ঙ্গঞ্চ সমং চূর্ণং সর্ব্বাংশং মৃতলোহকম্॥
মধুনা ভক্ষয়েন্নিকং পাণ্ডুরোগহরং পরম্।
অয়ং লৌহামৃতং নাম স্বয়মগ্নিরসোঽপি বা॥

মুথা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, যষ্টিমধু, চিতা, পিপুল, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহচূর্ণ ১০ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া মধু সহ লেহন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

কোকিলায়াশ্চ বীজানি গুড়ূচী নাগরৈঃ সহ।
পয়সা কথিতং রাত্রৌ পাচনং পাণ্ডুরোগিণাম্॥

কুলেকাড়ার বীজ, গুলঞ্চ ও শুণ্ঠী, দুগ্ধসহ কাথ করিয়া রাত্রিতে পান করিলে পাণ্ডু রোগ বিনষ্ট হয়।

হংসমণ্ডূরঃ।

মণ্ডূরং চূর্ণিতং শ্লক্ষ্ণং গোমূত্রেষ্টগুণে পচেৎ।
ত্র্যূষণং ত্রিফলামুস্তং বিড়ঙ্গঞ্চব্যচিত্রকম্
দার্ব্বীগ্রন্থি দেবদারু তুল্যাং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
চূর্ণং মণ্ডূরতুল্যঞ্চ পাককালে বিমিশ্রয়েৎ॥
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রঞ্চ জীর্ণান্নে তক্র ভোজনম্।
হলীমকং পাণ্ডুশোথ মূরুস্তম্ভঞ্চ কামলাম্॥
অর্শাংসি হন্তি শীঘ্রঞ্চ হংসমণ্ডূরকোহ্যয়ম্।

মণ্ডূর ৮গুণ গোমূত্র সহ পাক করিলে যখন ঘন হইবে, তখন উহাতে ত্রিকটু ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা, দারুহরিদ্রা, পিপুলমূল, দেবদারু, সমভাগে সমস্তে মণ্ডূরের সমান চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিবে এবং অন্ন জীর্ণ হইলে তক্র পান করিবে। ইহা পাণ্ডু, শোথ, কামলা, অর্শ প্রভৃতি রোগ নাশক।

কামেশ্বররসঃ।

মুস্তৈলাপত্রকাণাঞ্চ প্রতিসার্দ্ধং পলং ক্ষিপেৎ॥
ত্র্যূষণং পিপ্পলীমূলং বিষঞ্চৈব পলং পলম্।
নাগকেশর কর্ষৈকং এরণ্ডস্য পলস্তথা॥
পুরাতনগুড়েনৈব তুল্যেনৈব বিমিশ্রয়েৎ।
মর্দ্দয়েৎ কনকদ্রাবৈ র্যামৈকং বা ঘৃতান্বিতম্॥
গুড়িকাং বদরাণ্ডাভাং কারয়েদ্ভক্ষয়েন্নিশি।
শোথপাণ্ডুহরঃ সোঽয়ং রসঃ কামেশ্বরঃ স্বয়ম্॥

মুথা, এলাচি ও তেজপত্র প্রত্যেকে ১॥ পল, ত্রিকটু, পিপুলমূল ও বিষ প্রত্যেক ১ পল, নাগকেশর ১ কর্ষ, এরণ্ড ১ পল, এই সকল চূর্ণ

করিয়া সকলের সমান পুরাণ গুড় সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক কনক-ধুতুরা রসে অথবা ঘৃতে মর্দ্দন করতঃ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পাণ্ডু ও শোথ বিনাশ করে।

সিদ্ধমণ্ডূরঃ।

মণ্ডূরস্য পলান্যষ্টৌ গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।
পুনর্ণবাত্রিবৃদ্ব্যোষং বিড়ঙ্গং দেবদারুকম্॥
দ্বিনিশে পুষ্করং বহ্নি দন্তীচব্যং ফলত্রিকম্।
কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূল-মুস্তকম্॥
বিষঞ্চ প্রতিকর্ষং স্যাৎ চূর্ণয়িত্বা বিমিশ্রয়েৎ।
মণ্ডূরস্য চ পাকান্তে অক্ষমাত্রা বটীকৃতা॥
পাণ্ডুশোথজ্বরানাহ শূলার্শঃ ক্রিমিগুল্মনুৎ।
ইত্যেবং সিদ্ধমণ্ডূরং সর্ব্বরোগবিনাশকৃৎ॥

৮ পল মণ্ডূর ৮ পল গোমূত্র সহ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে উহার সহিত পুনর্ণবা, তেউড়ী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পুষ্করমূল, চিতা, দন্তী, চই, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল, মুথা ও বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পাণ্ডুরোগাদি নাশক।

বিণ্মূত্র নয়নাদীনাং রুক্ষকৃষ্ণারুণাভতা।
বাতপাণ্ড্বাময়ে কম্প স্তোদানাহভ্রমাদয়ঃ॥

ইতি বাতে।

পীতমূত্রশকৃন্নেত্রো দাহতৃষ্ণাজ্বরান্বিতঃ।
ভিন্নবিট্‌কোঽতিপীতাভঃ পিত্তপাণ্ড্বাময়ী নরঃ॥

ইতি পিত্তে।

কফঃ প্রসেকঃ শ্বয়থু স্তন্দ্রালসাতিগৌরবৈঃ।
পাণ্ডুরোগী কফাচ্ছুক্লৈ স্তৃঙ্‌মূত্রনয়নাননৈঃ॥

ইতি কফে।

জ্বরারোচক হৃল্লাস তৃষ্ণাছর্দ্দি ক্রমান্বিতঃ।
পাণ্ডুরোগীত্রিভিদে´াষৈ স্ত্যজ্যঃ ক্ষীণো হতেন্দ্রিয়ঃ॥
পাণ্ডুদন্ত নখোযস্তু পাণ্ডুরোগঃ সুতুঃসহঃ।
জায়তে ক্রিমিকুষ্ঠঞ্চ সাতিসারং কফং ভ্রমম্॥
শূনাক্ষি কূটগণ্ডভ্রূঃ শূনপান্নাভিমেহনঃ।
ক্রিমিকোষ্ঠোঽতিসার্য্যোত মলং সাস্রককান্বিতঃ॥

বিষ্ঠা, মূত্র ও চক্ষু রূক্ষ, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণ, কম্প, বেদনা, আনাহ ও ভ্রম হইলে বাতজ পাণ্ডু; বিষ্ঠা, নেত্র ও মূত্র পীতবর্ণ, দাহ, তৃষা, জ্বর, মলভেদে ও দেহ পীতবর্ণ হইলে পিত্তজ পাণ্ডুরোগ; কফস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহভার, চর্ম্ম, মূত্র, চক্ষু ও মুখ শ্বেতবর্ণ হইলে কফজ পাণ্ডুরোগ এবং জ্বর, অরুচি, বিবমিষা, তৃষ্ণা, বমী, ক্লান্তি, দৌর্ব্বল্য ও হতেন্দ্রিয়তা হইলে অসাধ্য ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগ বলে। পাণ্ডুরোগীর পাণ্ডুবর্ণ দন্ত ও নখ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অতীসার, কফ, ভ্রম, চক্ষুকূট, গণ্ড, ভ্রূ, পাদ, নাভি ও লিঙ্গদেশে শোথ ও রক্তস্রাব সহ কফোদ্গীরণ হইলে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কালবিধ্বংসনোরসঃ।

শুদ্ধসূতং হেমতারং তাম্রং তুল্যঞ্চ মর্দ্দয়েৎ।
জম্বীরনীর সংযুক্তং আতপে মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
সর্ব্বতুল্যং পুনঃ সূতং ক্ষিপ্ত্বাপিষ্টিং প্রকল্পয়েৎ।
ধুস্তুরফলমধ্যস্থং দোলাযন্ত্রে ত্র্যহং পচেৎ॥
ধুস্তুরাচ্ছদ্রবৈরেব ভাণ্ডে চূর্ণং প্রপাচয়েৎ।
আদায় বদ্ধয়েদ্যন্ত্রে ইষ্টিকাযন্ত্রগং পচেৎ॥

জম্বীরৈর্গন্ধকং পিষ্ট্বা অধউর্দ্ধে প্রদাপয়েৎ।
তুল্যং তুল্যং পুনর্দ্দেয়ং রুদ্ধা লঘু পুটে পচেৎ॥
শতধা গন্ধকে জীর্ণে তদুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
লৌহভস্ম সমাংশঞ্চ দত্ত্বা মর্দ্দ্যং দ্রবৈর্দ্দিনম্॥
কণ্টকার্য্যা বৃহত্যাশ্চ তথাগ্নীনাং দ্রবৈরপি।
প্রতিদ্রবৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং পুটেৎ পঞ্চভিরুৎপলৈঃ॥
এবং নবপুটং দেয়ং দ্রাবে দ্রাবে ত্রিধা ত্রিধা।
বহ্ন্যর্ক চিরবিল্বানাং দ্রবৈর্দ্ধিত্রি পুটে পচেৎ॥
অন্ধমূষাগতং পচ্যাৎ আদায় চূর্ণয়েৎ পুনঃ।
দশাংশেন বিষং যোজ্যং গুঞ্জামাত্রং প্রযোজয়েৎ॥
কালবিধ্বংসনোনাম রসঃ পাণ্ড্বাময়াপহঃ।

পারা, সোণা, রৌপ্য, তামা, প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জম্বীর রসে ১ দিন মর্দ্দন করতঃ সকলের সমান পারদ মিশাইয়া ধুতুরাফলের মধ্যে দোলাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিয়া চূর্ণ করতঃ ধুতুরারসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া পাক করিবে, পরে বস্ত্রে বান্ধিয়া ইষ্টিকাযন্ত্রে পুনরায় পাক করিবে। তৎপরে জম্বীর রসে গন্ধক মর্দ্দিত করিয়া মূষার উর্দ্ধ ও মধ্যভাগে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত পাক করা দ্রব্য পাক পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত সমভাগ লৌহভস্ম মিশাইয়া কণ্টকারী, বৃহতী ও চিতাকাথে মর্দ্দনপূর্ব্বক এক একবার এবং উৎপল রসে মর্দ্দিত করিয়া ৫ বার পুটপাক করতঃ পুনরায় চিতা, আকন্দ ও করঞ্জরসে ৩ বার মর্দ্দন পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ দশাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরিমাণ ১ রতি। ইহা পাণ্ডুরোগ নাশক।

ত্রিনেত্রাখ্যোরসঃ।

টঙ্কণং জারিতং স্বর্ণং শুল্বং শম্ভং মৃতং রসঃ।
দিনৈকং চার্দ্রকদ্রাবৈর্মর্দ্দ্যং রুদ্ধা পুটে পচেৎ॥

ত্রিনেত্রাখ্যো রসো নাম অসাধ্যং শ্বয়থুং জয়েৎ।
শূল গুল্মমথার্শাংসি নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্॥

সোহাগা, সোণা, তামা, শঙ্খ, পারা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিয়া লইবে। ইহা পাণ্ড শোথ ও অর্শাদি নাশক।

কামলা হলীমকয়োশ্চিকিৎসামাহ।
নিশাগৈরিক ধাত্রীভিরঞ্জনং কামলাপহম্॥
অপামার্গং শমীমূলং পিষ্ট্বা তক্রেণ পাচয়েৎ।
কামলাং শ্বয়থুং পাণ্ডুং কর্ষমাত্রং নিহন্ত্যলম্॥
শিলাজতু সগোমূত্রং মণ্ডূরং বাথ মাক্ষিকম্।
লোহভস্মস্য নিষ্কং বা সেবয়েৎ কুম্ভকামলী॥
অঙ্কোটমূলং অর্কমূলং বা তণ্ডুলোদকেন পিষ্ট্বা
নস্যং দেয়ং কামলা নশ্যতি। ঘোষফলেন বা।
দেবদালীং উদকং রাত্রৌ কার্য্যং
প্রভাতে নস্যং স কামলাং হরতি।
কুমারী কন্দকং পিষ্ট্বা নস্যং শীতলবারিণা।
এবং সপ্তদিনং কার্য্যং কামলাং হন্তি দুস্তরাম্॥

ইতি গ্রন্থান্তরে।

হরিদ্রা, গেরীমাটী ও আমলকী, ইহাদের দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। আপাংমূল ও শমীমূল তক্র সহ পান করিলে কামলা, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। শিলাজতু গোমূত্র সহ, অথবা মণ্ডূর মধুসহ কিম্বা লৌহভস্ম সেবন করিলে কুম্ভকামলা বিনষ্ট হয়। অঙ্কোটমূল অথবা আকন্দমূল তণ্ডুলোদক সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা,

অথবা ঘোষাফল দ্বারা কিংবা ঘৃতকুমারী মূল শীতলজল দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক ৭ দিন নস্য গ্রহণ করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ শুন্ধং লোহমলস্য চ।
পুরাতনগুড়েনাত্র লেহয়েদ্দিন পূর্ব্বকম্॥
শ্বয়থুন্নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং পাণ্ডুরোগ হলীমকম্।
মূলং সংগৃহ্য কাশ্মর্য্যাঃ পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা॥
পানং তেনোদকেনৈব কামলাং হন্তি সত্বরাং।
অপামার্গমূলং তক্রেণ পানাৎ কামলাং হন্তি॥
শ্বেতাপরাজিতামূলং মধুদুগ্ধেন পিষ্ট্বা পানাৎ কামলাং হন্তি
বিছাতীমূলং পূর্ব্বদিকস্থং শনৌ নিমন্ত্র্য রবৌ আনীয়
রক্তসূত্রেণ শিরসি বন্ধনাৎ শোথ কামলাং হন্তি।
ত্রিফলা মধুগুড়ং আর্দ্রকরসেন পানাচ্ছোথকামলাং হন্তি॥
গোরোচনা দ্রোণপুষ্পেণ চক্ষুরঞ্জনাত্তথা।
বিষ্ণুক্রোন্তামূলপানাৎ সপ্তাহেন কামলাং হন্তি॥
ইতি হরমেখলায়াম্।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও মণ্ডূর একত্র পুরাতন গুড় সহ সেবন করিলে শোথ, পাণ্ডু ও হলীমক নষ্ট হয়। গাম্ভারীর মূল তণ্ডুলোদক সহ বাটিয়া জলের সহিত পান করিলে অথবা আপাংমূল তক্র সহ পান করিলে কিম্বা শ্বেতাপরাজিতার মূল মধু ও দুগ্ধ সহ সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়। বিছাটির পূর্ব্বশিকড় শনিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া রবিবারে আনিয়া রক্তসূত্র দ্বারা মস্তকে বন্ধন করিলে অথবা ত্রিফলা, মধু ও গুড় আদার রসের সহিত পান করিলে কিংবা গোরোচনা দ্রোণপুষ্প রস দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বা ৩ সপ্তাহ অপরাজিতার মূল সেবন করিলে কামলারোগ দূরীভূত হয়।

পঞ্চাস্য রসঃ।

মৃতসূতার্ক কান্তাভ্রতীক্ষ্ণং তালং সমাক্ষিকম্।
দেবদালীদ্রবৈঃ পিষ্টং দিনৈকং তৎ সমং সমম্॥
পাচয়েদ্বালুকাযন্ত্রে ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ।
অমৃতোৎপল কন্দাতিবলাক্ষেত্রফলং যুতম্॥
পিষ্টং যষ্ট্যম্ভসা যামং যামং ক্ষৌদ্রসিতাসমম্।
রসঃ পঞ্চাস্যনামায়ং সেবয়েৎ কুম্ভকামলী॥

পারদ, তাম্র, কান্তলৌহ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক ধোঁধাফলের রসে ১ দিন পেষণ পূর্ব্বক ৩ দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া তৎসহ গুলঞ্চ, উৎপলকন্দ, গোরথ চাউলা ও বজ্রডুমুর চূর্ণ মিশ্রণ পূর্ব্বক যষ্টিমধুর কাথে ১ প্রহর পেষণ পূর্ব্বক মধু ও চিনি মিশাইয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কুম্ভকামলা নিবারিত হয়।

ইতি পাণ্ডুরোগাধিকার সমাপ্ত।

অথ রক্তপিত্তচিকিৎসামাহ।

নো তিক্তমাদৌ সংগ্রাহ্যং বলিনোঽপ্যশ্নতশ্চ যৎ।
হৃৎপাণ্ডু গ্রহণীদোষ প্লীহগুল্ম জ্বরাদিকৃৎ॥
ক্ষীণমাংসবলং বালং বৃদ্ধং শোথানুবন্ধিনম্।
অবশ্যমবিরেচ্যঞ্চ স্তম্ভনৈঃ সমুপাচরেৎ॥
ঊর্দ্ধং প্রবৃত্তদোষস্য পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনঃ।
অক্ষীণ বলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণম্।
বিনা শুণ্ঠীং ষড়ঙ্গেন দত্তাদর্দ্ধশৃতং জলম্॥

কেবলং শৃতশীতং বা দদ্যাত্তোয়ং পিপাসবে।
উর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং কর্ত্তব্যঞ্চ বিরেচনম্॥
প্রাগধোগমনে পেয়া বমনঞ্চ যথাবলম্।
তর্পণং সঘৃতক্ষৌদ্রং লাজচূর্ণৈঃ প্রদাপয়েৎ॥
উর্দ্ধগং রক্তপিত্তন্তু পীতং কালে ব্যপোহতি।
জলং খর্জ্জুর মৃদ্বীকামধুকৈঃ সপরুষকৈঃ॥
শৃতং শীতং প্রয়োক্তব্যং তর্পণার্থং সশর্করম্।
আরগ্বধেন ধাত্র্যা বা ত্রিবৃতাপথ্যয়াথবা॥
বিরেচনং প্রয়োক্তব্যং শর্করামক্ষিকোস্তবম্।
ত্রিবৃতা ত্রিফলা শ্যামা পিপ্পলীশর্করা মধু॥
মোদকঃ সন্নিপাতোর্দ্ধ রক্তপিত্ত জ্বরাপহঃ।
বমনং মদনোন্মিশ্রং মন্থঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ॥
শালি যষ্টিকনীবার করদূষ প্রশান্তিকা।
শ্যামাকশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনং রক্তপিত্তিনাম্॥
মসূর-মুদ্গচণকাঃ সমুকুষ্টাঢ়কীফলাঃ।
প্রশস্তাঃ সূপযূষার্থং কল্পিতা রক্তপিত্তিনাম্॥
শাকং পটোল বেত্রাগ্র তণ্ডুলীয়াদিকং হিতম্।
মাংসলাবকপোতাদি শশৈণহরিণাদিজম্॥
বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্।
পিবেত্তেন শমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
শতপর্ব্বা রসং ক্ষৌদ্রং খণ্ডঞ্চৈব সমং সমম্॥
আজেন পয়সা পীতং রক্তপিত্তনিবর্হণম্।
বাসা কষায়োৎপলমৃৎ প্রিয়ঙ্গু
লোধ্রাঞ্জনাম্ভোরুহকেশরাণি।

পীত্বা সিতা ক্ষৌদ্রযুতা নিহন্যাৎ
পিত্তাসৃজো বেগমুদীর্ণমাশু।
প্রক্ষেপার্থং নীলোৎপলাদীনাং চূর্ণানাং
মধুশর্করয়োশ্চ মিলিত্বা ৪ মাসা।
তালীশ চূর্ণসংযুক্তঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসকঃ স্বরসঃ।
কফপিত্ততমক শ্বাস স্বরভেদাস্রপিত্তহরঃ॥
অভয়া মধুসংযুক্তা দীপনী পাচনী মতা।
শ্লেষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ হন্তি শূলাতিসারমুৎ॥

ভুক্ত বলবান ব্যক্তিকেও প্রথমে তিক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিবে না, কারণ উহা দ্বারা হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, জ্বরাদিরোগ উৎপন্ন হয়। ক্ষীণ মাংস, দুর্ব্বল বালক, বৃদ্ধ ও শোথরোগীকে বিরেচন না দিয়া স্তম্ভন ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বল, মাংস ও অগ্নি বিশিষ্ট উদ্ধগ দোষযুক্ত রক্তপিত্তরোগীকে প্রথমে অপতর্পণ দিবে এব তৃষাতুর হইলে শুণ্ঠীবিহীন অর্দ্ধশৃত যড়ঙ্গপানীয় অথবা অদ্ধাবশিষ্ট তিক্ত জল প্রদান করিবে। উর্দ্ধগরক্তপিত্তরোগে প্রথমে তর্পণ ও পরে বিরেচন এবং অধোগরক্তপিত্তে প্রথমে পেয়া ও পরে বমন প্রয়োগ করিবে। খৈচূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ প্রস্তুত অথবা পিণ্ড খেজুর, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও পরুষফল, ইহাদের কাথে চিনি দিয়া প্রস্তুত তর্পণ, উদ্ধগ-রক্তপিত্তে প্রদান করিবে। এবং সোণালু আঠা, আমলকী, তেউড়ী ও হরীতকী, চিনি ও মধু মিশ্রণ পূর্ব্বক ইহাদের দ্বারা বিরেচন দান করিবে। তেউড়ী, ত্রিফলা, শ্যামালতা ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ শর্করা ও মধু সহ মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক উদ্ধগ রক্তপিত্ত ও জ্বর বিনষ্ট হয়। মিশ্রিত মদনফলের বমন এবং শর্করা ও মধু সংযুক্ত মন্থ রক্তপিত্তে হিতকারক। শালি, ষষ্টিক, উড়ী, কোদো, প্রশান্তিকা, শ্যামা ও প্রিয়ঙ্গু, ইহাদের অন্ন, মসূর, মুগ, বুট, বনমুগ,

ও অড়হর, ইহাদের যুষ ; পল্‌তা, বেত্রাগ্র, কাটানটে প্রভৃতি শাক, লাব, কপোত, শশক, হরিণ ও এণমৃগ ইহাদের মাংস, রক্তপিত্ত-রোগে প্রশস্ত। বাসকপাতার রস মধু ও চিনি সহ অথবা শতপর্ব্ব্যা ইক্ষুর রস, মধু ও খাঁড়গুড়, ছাগদুগ্ধ সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। বাসকের ক্বাথে নীলোৎপল সৌরাষ্ট্রমাটী, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, রসাঞ্জন, পদ্ম কেশরচূর্ণ এবং মধু ও শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত সারে। বাসকের কাথ তালীশপত্র চূর্ণ ও মধু সহ পান করিলে কফ, পিত্ত ত্বকশ্বাস, স্বরভেদ ও রক্তপিত্ত সারে। হরীতকী মধু সহ পেষণ করিলে অগ্নির উদ্দীপন, পরিপাক এবং কফ, রক্তপিত্ত, শূল ও অতীসার নষ্ট হয়।

এলাদিগুড়িকা।

এলাপত্রত্বচো দ্রাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধ পলং তথা।
সিতা মধুকখর্জ্জুর মৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ ॥
সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকং ভক্ষয়েৎ না দিনে দিনে ॥
কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্।
রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্ ॥
শোষং প্লীহামবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতক্ষয়ম্।
গুড়িকা তর্পণী বৃষ্যা রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ ॥

এলাচি, তেজপত্র, দারুচিনি, দ্রাক্ষা ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখেজুর ও মৃত্তিকা প্রত্যেকে ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য মধু সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও কাসাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

নাসাপ্রবৃত্তং রুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শ্লক্ষ্ণ পিষ্টমামলকম্।
সেতুরিব তোয়বেগং নিরুণদ্ধি মূর্দ্ধ্নি লেপেন॥
কাঞ্জিকেন পিষ্টামলকমিতি।
নস্যং দাড়িমপুষ্পোত্থো রসোদূর্ব্বাভবোঽথবা।
আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্ব্বা নাসিকাস্রুতরক্তজিৎ॥
মেঢ্রগতিপ্রবৃত্তে তু বস্তিরুত্তরসংজ্ঞিতঃ।
শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া॥
রক্তাতিসারিণং কর্ম্ম রক্তং স্যাৎ পায়ুগামিনম্।
পিত্তপ্রায়েঽধিকং সর্ব্বং মেঢ্রগে চ নিযোজয়েৎ॥

আমলকী কাঁজি সহ বাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে অথবা দাড়িমপুষ্প, দূর্ব্বা, আঁবের আটি, পলাণ্ডু, ইহাদের যে কোন একটির রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকার রক্তস্রাব নিবারিত হয়। মেঢ্রগত রক্তে উত্তরবস্তিকার্য্য বা তৃণপঞ্চমূলের দুগ্ধ ক্বাথ, পায়ুগত রক্তে রক্তাতিসারোক্ত কর্ম্ম এবং মেঢ্রগত রক্তস্রাবে পৈত্তিক রক্তপিত্তোক্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

শতাবরীঘৃতম্।

শতাবর্য্যাস্তু মূলানাং রসং প্রস্থদ্বয়ং মতম্।
তৎ সমং চ ভবেৎ ক্ষীরং ঘৃতং প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা স্তথৈবচ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মৃদ্বীকা মধুকস্তথা॥
মুদগপর্ণী মাষপর্ণী বিদারী রক্তচন্দনম্।
শর্করা মধুসংযুক্তং সিদ্ধং বিস্রাবয়েদ্ভিষক্॥

রক্তপিত্ত বিকারেষু বাতরক্ত গদেষু চ।
ক্ষীণ শুক্রেষু দাতব্যং বাজীকরণমুত্তমম্॥
অঙ্গদাহং শিরোদাহং জ্বরং পিত্তসমুদ্ভবম্।
যোনিশূলঞ্চ দাহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ পৈত্তিকম্॥
এতান্ রোগান্নিহন্ত্যাশু ছিন্নাভ্রমিব মারুতঃ।
শতাবরী সর্পিরিদং বলবর্ণাগ্নিদীপনং॥
স্নেহঃ পাদঃ শৃতঃ কল্কঃ কল্কবন্মধুশর্করে।
ইতি বাক্যবলাৎ স্নেহে প্রক্ষেপাং পাদিকস্তবেৎ॥

গব্যঘৃত /৪ সের, শতাবরীরস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, কল্কার্থজীবক ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকলা, ক্ষীর কাকলা, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষানী, ভূঁইকুমড়া ও রক্তচন্দন, সমষ্টে /১ সের, মধু ও ঘৃত মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পাক করিয়া উচিত মাত্রায় সেবন দ্বারা রক্তপিত্তাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

তথাচ বিন্দুসারে।

বাসা দাড়িমপুষ্পস্য দূর্ব্বারস-সমন্বিতঃ।
অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যা রসসমন্বিতঃ॥
যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্।
নাসারক্ত প্রবৃত্তস্তু হন্যাদিতি কিমদ্ভুতম্।

বাসক দাড়িমপুষ্প, দূর্ব্বা, অলক্তক ও হরীতকী, ইহাদের মিলিত রস দ্বারা নস্য দিলে নাসাগত রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বৃহদ্বাসাঘৃতম্।

বাসক স্বরসে সর্পিঃ পয়সা সহ পাচয়েৎ।
কল্কৈর্ভূনিম্ব কুটজ মুস্ত যষ্ট্যাহ্ব চন্দনৈঃ॥

উদীচ্য মধুকানন্তা শিরীষোশীরপদ্মকৈঃ।
ত্রায়ন্ত্যুৎপল মূর্ব্বাভির্দয়ন্ত্যাশ্চ পল্লবৈঃ॥
সিতা ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাদ্রক্ত পিত্তং সুদারুণম্।
পিত্তং কাসঞ্চ শূলঞ্চ স্বরভেদং হলীমকম্॥
রক্তপিত্ত কফোদ্ভূতান্ রোগানন্যাংশ্চ নাশয়েৎ।
স্বরস চতুর্গুণং পয়ঃ স্নেহ সমং॥

ঘৃত ⁄৪ সের, বাসকের রস ।৬ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের, কল্কার্থ চিরতা, কুটজ, মুথা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বালা, মৌলপুষ্প অনন্তমূল, শিরীষছাল, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, বলালতা, নীলোৎপল, কন্দ, সুচমুখী ও মল্লিকার পল্লব, সমস্তে ⁄১ সের, চিনি ⁄॥০ অর্দ্ধসের এবং মধু ⁄॥০ অর্দ্ধসের। এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্তাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

কামদেবঘৃতম্।

অশ্বগন্ধা পলশতং তদর্দ্ধং গোক্ষুরস্য চ।
শতাবরী বিদারী চ শালপর্ণী বলা তথা॥
অশ্বত্থস্য চ শুঙ্গানি পদ্মবীজং পুনর্ণবা।
কাশ্মরী ফলমেতচ্চ মাষবীজস্তথৈবচ॥
পৃথক্ দশ পলান্ ভাগান্ চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
মৃদ্বীকা পদ্মকং কুষ্ঠং পিপ্পলী রক্তচন্দনম্।
বালকং নাগপুষ্পঞ্চ শূকশিম্বী ফলন্তথা॥
নীলোৎপলং শারিবে দ্বে জীবনীয়ং বিশেষতঃ।
পৃথক্ কর্ষসমঞ্চৈব শর্করায়াঃ পলদ্বয়ম্॥

রসস্য পৌণ্ড্রকেক্ষুণা মাঢ়কং তত্র দাপয়েৎ।
চতুর্গুণেন পয়সা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
রক্তপিত্তক্ষত ক্ষীণ কামলা বাতশোণিতম্।
হলীমকং তথা শোথং বর্ণভেদং স্বরক্ষয়ম্॥
অরোচকং মূত্রকৃচ্ছ্রং পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
এতদ্রাজ্ঞাং প্রয়োক্তব্যং বহ্বন্তঃপুরচারিণাম্॥
স্ত্রীণাঞ্চৈব হ্যপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্।
ক্লীবানান্নষ্টশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্॥
শ্রেষ্ঠং বলকরং হৃদ্যং বৃষ্যং পেয়ং রসায়নম্।
ওজস্তেজস্করঞ্চৈব আয়ুঃ প্রাণবিবর্দ্ধনম্॥
সমুর্দ্ধয়তি শুক্রঞ্চ পুরুষং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ম্।
সর্ব্বরোগ বিনির্মুক্তস্তোয়সিক্তো যথা দ্রুমঃ॥
কামদেব ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বর্ত্তুষু প্রশস্যতে।
জীবনীয়ং জীবনীয়-দশকম্।

গব্যঘৃত ৴৪ সের, দুগ্ধ ।৬ সের, কাথার্থ অশ্বগন্ধা ১০০ পল, গোক্ষুর, শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড শালপানী ও বেড়েলা প্রত্যেকে ৫০ পল এবং অশ্বত্থের শুঙ্গা, পদ্মবীজ, পুনর্ণবা, গাম্ভারীফল ও মাষবীজ প্রত্যেকে ১০ পল, জল ৴৪ দ্রোণ শেষ অর্দ্ধদ্রোণ, কল্কার্থ দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর পুষ্প, আলকুশীবীজ, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা ক্ষীরকাকলী, কাকলী জয়ন্তী, মুগানী ও মাষাণী প্রত্যেকে ২ তোলা এবং পুঁড়ি আকের রস ।৬ সের। এই ঘৃত পাক করিয়া উচিত মাত্রায় পান করিলে রক্তপিত্ত, যক্ষা, কাস ও কামলাদি রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডঃ।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
পচেত্তপ্তে ঘৃতপ্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥
যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং ন্যসেৎ।
পিপ্‌পলী শৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বে পলে জীরকস্য চ॥
ত্বগেলা পত্র মরিচ ধান্যকানাং পলার্দ্ধকম্।
ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তত্র দার্ব্ব্যা সংঘট্টয়েত্ততঃ॥
তৎপক্বং স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে দত্ত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম্।
তদ্যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী॥
কাসশ্বাসতমশ্ছর্দ্দি তৃষ্ণা জ্বর নিপীড়িতঃ।
বৃষ্যং পুনর্ণবকরং বলবর্ণ প্রসাদনম্॥
উরঃ সন্ধানকৃদ্ বল্যং বৃংহণং স্বরবোধনম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং সিদ্ধং কুষ্মাণ্ডক রসায়নম্॥
খণ্ডামলক মানানুসারাৎ কুষ্মাণ্ডক দ্রবাৎ।
পাত্রং পাকায় দাতব্যং যাবানত্র রসো ভবেৎ॥
অত্রাপি মুদ্রয়া পাকোনিস্ত্বচং নিষ্কুলীকৃতম্।

ত্বক্‌বিহীন রসশূন্য চালকুমড়া ১০০ পল, ঘৃত ⁄৪ সের, খাঁড়গুড় ১০০ পল এবং কল্কার্থ পিপুল, শুণ্ঠী ও জীরক প্রত্যেকে ২ পল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং মধু ⁄২ সের। ইহা পাক করিয়া ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা উচিত মাত্রায় সেবন দ্বারা রক্তপিত্ত শ্বাস, কাসাদি বিনষ্ট হয়।

বাসাখণ্ড কুষ্মাণ্ডঃ।

পঞ্চাশচ্চ পলং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ।
গ্রাহ্যং পলশতং খণ্ডং বাসা কাথাঢ়কে পচেৎ॥

মুস্তা ধাত্রী শুভা ভার্গী ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ।
ঐলেয় বিশ্বধন্যাক মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ॥
পিপ্পলী কুড়বঞ্চৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তং হলীমকম্॥
হৃদ্রোগ মম্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যপোহতি।

শুভা বংশলোচনা। ঐলেয়কমেলবালুকম্। কুষ্মাণ্ডরসমত্রদেয়ম্।

গব্যঘৃত /৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস ।৬ সের, বাসকের ক্বাথ ।৬ সের, কুষ্মাণ্ড ৫০ পল, খাঁড় ১০০ পল এবং কল্কার্থ মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি, প্রত্যেকে ২ তোলা, এলবালুকা, শুণ্ঠী, ধনে ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, পিপুলচূর্ণ /৷৹ অর্দ্ধসের এবং মধু /১ একসের। ইহা পাক করিয়া উচিত মাত্রায় সেবন করিলে কাস, শ্বাস, রক্তপিত্তাদি রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃগজরসঃ।

মৃতং সূতং মৃতং তীক্ষ্ণং তুল্যবাসাদ্রবৈর্দ্দিনম্।
মর্দ্দিতং মাসমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ মৃগজ রসম্॥
সর্পাক্ষী মধুনা লেহ্যাহসৃস্যাদ্রক্তপিত্তকে।

পারদ ও তীক্ষ্ণলোহ সমভাগে বাসকের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ মাষা মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক মধুসহ সর্পাক্ষী লেহন করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

নীলোৎপলং শিলা ক্ষৌদ্রং তুল্যাংশং পদ্মকেশরম্।
তণ্ডুলোদকপানেন রক্তপিত্তহরম্ভবেৎ॥
শৃঙ্গাটকস্য মজ্জায়াঃ পলৈকং শীতবারিণা।
পীতং বাথ গবাং ক্ষীরৈ রক্তপিত্ত রুজাপহম্॥

নবনীতং সিতালাজা দ্রাক্ষয়া সহ ভক্ষয়েৎ ।
মুস্তকেন ঘৃতং দত্তাৎ রক্তপিত্তহরং পরম্ ॥
দ্রাক্ষা বাসাযুতং ক্বাথং পিবেচ্চ শর্করান্বিতম্ ।
বাসা রসং সিতা ক্ষৌদ্রে র্বাসা বা শর্করাসমা ॥
ভক্ষয়েদ্রক্তপিত্তার্ত্ত তৃষ্ণাদাহ জ্বরং হরেৎ ।
ধাত্রীচূর্ণং সিতা তুল্যং ভক্ষয়েদ্রক্তপিত্তনুৎ ॥
মধুনা ভক্ষয়েৎ শুণ্ঠী কক্ষোত্থং রক্তপিত্তনুৎ ।
কাকমাচী রসং ক্বাথ্যং ক্ষীরৈশ্চতুর্গুণেন তৎ ॥
পিবেন্মধু সিতাভ্যাঞ্চ দ্বন্দ্বোত্থং রক্তপিত্তনুৎ ॥

নীলোৎপল, মনঃশিলা, মধু, পদ্মকেশর, সমভাগে তণ্ডুলোদকসহ; ১ পল পানীফলের মজ্জা শীতলজল বা গোদুগ্ধসহ, নবনীত, চিনি, খৈ ও কিসমিস একত্র; ঘৃতসহ মুথা, দ্রাক্ষা ও বাসকের ক্বাথ চিনি সহ; বাসকের রস চিনি ও মধু সহ; বাসকের রস ও শর্করা সমভাগে, আমলকী চূর্ণ ও চিনি সমভাগে অথবা শুণ্ঠীচূর্ণ মধুসহ কিম্বা কাকমাচীর রস চতুর্গুণ দুগ্ধসহ পাক করিয়া চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

কপর্দ্দক-রসঃ ।

মৃতং বা মূর্চ্ছিতং সূতং কার্পাসপুষ্পজৈর্দ্রবৈঃ ॥
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তেন পূর্য্যা বরাটিকা ।
নিরুধ্য চান্ধমূষায়াং ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পচেৎ ॥
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং মরিচৈর্দ্বিগুণৈঃ সহ ।
গুঞ্জৈকৈকং ঘৃতৈর্লেহ্যং রক্তপিত্তং নিযচ্ছতি ॥
কপর্দ্দকরসো নাম সাধ্যং সাধয়ত্যলম্ ।

উডুম্বরফলং পক্বং ঘৃতৈঃ পাচ্যং সিতাযুতম্॥
ভক্ষয়েন্মরিচৈর্যুক্ত মনু স্যাদ্রক্তপিত্তনুৎ।

মৃত বা মূর্চ্ছিত পারদ কাপাসফুলের রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক কড়ির মধ্যে পুরিয়া মূষামধ্যে রাখিয়া ভাণ্ডমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পুটপাক করতঃ দ্বিগুণ মরিচ সহ চূর্ণ করতঃ ঘৃতসহ ১ রতি মাত্রায় পান করিয়া, পশ্চাৎ ঘৃতসহ পাকা যজ্ঞডুমুর ফল চিনি ও মরিচ চূর্ণ সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়।

মাহেশ্বরং ঘৃতম্।

বাসা নিম্বপটোলঞ্চ ত্রায়মাণা দুরালভা।
ধাতকী পর্পটং মুস্তং উশীরং কটুরোহিণী॥
নিশাদারুনিশাতুল্যং তোয়ৈর্দ্দশগুণং পচেৎ
পাদশেষে হরেৎ ক্বাথং গোঘৃতং ক্বাথপাদকম্॥
ত্রিফলা ত্রিকটু নিম্বং চন্দনঞ্চ পলোন্মিতম্।
কল্কং তং নিক্ষিপেত্তত্র ঘৃতশেষং বিপাচয়েৎ॥
ঘৃতং মাহেশ্বরং নাম রক্তপিত্তহরং পিবেৎ।

বাসক, নিম, পটোল, বলালতা, দুরালভা, ধাইফুল, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বেণা কটুকী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেকে ১ ভাগ, জল দশগুণ, শেষ চতুর্থাংশ, গব্যঘৃত ক্বাথের চতুর্থাংশ এবং কল্কার্থ ত্রিফলা, ত্রিকটু, নিমছাল, রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৮ তোলা। এই ঘৃত রক্তপিত্ত নাশক।

সমশর্করং লৌহম্।

লোহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্য দ্বিগুণ মুত্তমম্।
চূর্ণপাদন্তু বৈড়ঙ্গং দত্ত্বান্মধু সিতে সমে॥

তাম্রপাত্রে শুভে পক্ত্বা স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে।
মাষকাদি ক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥
অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেল জলাদিকম্।
রক্তপিত্তং জয়েত্তীব্র মম্লপিত্ত ক্ষতক্ষয়ম্॥
পুষ্টিদং কান্তিজনন মায়ুষ্যং বৃষ্যমুত্তমম্।

লৌহচূর্ণ ১ ভাগ, গোদুগ্ধ ৪ ভাগ, ঘৃত ২ ভাগ, বিড়ঙ্গচূর্ণ সিকি ভাগ এবং মধু ও চিনি মিলিত সিকি ভাগ। ইহা তাম্রপাত্রে পাক করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাষাদি মাত্রায় পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। পশ্চাৎ নারিকেল জল পেয়। ইহা রক্তপিত্তাদি নাশক।

খণ্ডখাদ্যং লৌহম্।

শতাবরী চ্ছিন্নরুহা বৃষমুণ্ডিতিকা বলা।
তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলায়াস্ত্বচস্তথা॥
ভার্গী পুষ্করমূলস্তু পৃথক্ পঞ্চ পলানি চ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্য মষ্টভাগাবশেষিতম্।
দিব্যৌষধি হতস্যাপি মাক্ষিকেণ হতস্য বা॥
পলদ্বাদশকন্দেয়ং কন্নলোহস্য চূর্ণিতম্।
খণ্ডতুল্যং ঘৃতং দেয়ং পলষোড়শিকং বুধৈঃ॥
পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে গুড়পাকো যথামতঃ।
প্রস্থার্দ্ধং মধুনোদেয়ং শুভাশ্মজতুকং ত্বচম্॥
শৃঙ্গী বিড়ঙ্গকৃষ্ণেচ শুণ্ঠ্যজাজীপলং পলম্।
ত্রিফলাধান্যকং পত্রং ত্র্যক্ষং মরিচকেশরম্॥
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদকস্তু তৎ॥

গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যং মাংসরসং পয়ঃ।
গুরু বৃষ্যানুপানানি স্নিগ্ধমাংসাদি ভোজনম্॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পক্তিশূলং বিশেষতঃ।
বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্রিমীন্॥
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরন্তথা।
আনাহং রক্তসংস্রাব মম্লপিত্তং নিযচ্ছতি॥
চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং মঙ্গল্যং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
আরোগ্যং পুষ্টিদং শ্রেষ্ঠং কামাগ্নিবলবর্দ্ধনম্॥
শ্রীকরং লাঘবকরং খণ্ডখাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ছাগং পারাবতং মাংসং তিত্তিরিঃ ক্রকরাঃ শশাঃ॥
কুরঙ্গাঃ কৃষ্ণসারাশ্চ তেষাং মাংসানি যোজয়েৎ।
নারিকেলপয়ঃ পানং সুনিষণ্ণক বাস্তুকম্॥
শুষ্কমূলকবীজাখ্যং পটোলং বৃহতীফলম্।
ফলং বার্ত্তাকুপক্কাম্রং খর্জ্জুরং স্বাদু দাড়িমম্॥
ককারপূর্ব্বকং যঞ্চ মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্।
বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ খণ্ডখাদ্যং প্রকুর্ব্বতা॥
দিব্যৌষধির্ম্মনঃশিলা জীবাখ্যং শাকমারিষম্॥

এতচ্চ পূর্ব্বং যুক্তি প্রয়োগাৎ ইদানীন্তু ত্রিচতুঃ পঞ্চরক্তিকাত্যারভ্য রক্তিবৃদ্ধ্যা লৌহান্তরবৎ।

শতাবরী, গুলঞ্চ, বাসক, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বামনহাটী, পুষ্করমূল, প্রত্যেকে ৫ পল, জল ১ দ্রোণ শেষ।৬ সের; লৌহচূর্ণ ১২ পল; খাঁড়গুড় ও ঘৃত প্রত্যেকে ১৬ পল, মধু /১ এক সের এবং বংশলোচন, শিলাজতু, দারুচিনি, কাকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুণ্ঠী ও অজাজী প্রত্যেকে ১ পল; ত্রিফলা, মরিচ, ধনে, তেজপত্র ও নাগ-

কেশর প্রত্যেকে চূর্ণ ৪ তোলা, ইহা উচিত মাত্রায় পান করিলে রক্তপিত্তাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

অমৃতাখ্যং লৌহম্।

অমৃতা ত্রিবৃতা দন্তী শ্রাবণী খদিরী বৃষং।
চিত্রকোভৃঙ্গরাজশ্চ কোকিলাক্ষঃ সপুষ্করঃ॥
পুনর্ণবা বলাকাশ শিগ্রু মোরট দারকাঃ।
গবাক্ষী বরুণৈঃ কন্দশ্চবিকা তালমূলিকা।
নাগবলাকণামূলং কুষ্ঠং ব্রাহ্মণযষ্টিকা॥
পলোম্মিতানি চৈতানি জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশেষস্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
ত্রিফলায়াস্তথাপ্রস্থং জলাষ্টগুণ পাচিতম্॥
তস্মাদষ্টাবশেষস্তু কষায়ং সুপরিস্রুতম্।
মাক্ষিকেণ হতস্যাপি পুটিতস্য যথাবিধি॥
অয়সশ্চূর্ণিতং পূতং পলষোড়শ সম্মিতম্।
পলান্যভ্রস্য চত্বারি তাবন্তি গন্ধকস্য চ॥
দ্বে দ্বে পলে রসস্যাপি খল্লিতস্য বিধানতঃ।
গুড়স্য চ পলান্যষ্টৌ সিতায়া বাথ পৈত্তিকে॥
রক্তপিত্তে তু খণ্ডেন মৎস্যণ্ড্যাবাপি কাসকে।
গুগ্গুলোর্দ্বিপলং দত্বা প্রস্থ মেকস্তু সর্পিষঃ॥
এবং পাকবিধিজ্ঞস্তু পচেল্লৌহং সমাহিতঃ।
শীতেঽবতার্য্য মধুনঃ ক্ষিপেদষ্টপলং ভিষক্॥
মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্য দ্বিপলং রজসঃ ক্ষিপেৎ।
শিলাজতু তথাচূর্ণং পলার্দ্ধং সম্মিতং ভিষক্॥

তথৈষাং প্রক্ষিপেচ্চূর্ণং পলমাত্রং পৃথক্ পৃথক্।
এষ লৌহবরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বব্যাধি প্রনাশনঃ॥
অত্র যত্র প্রযুজ্যেত তত্তদাশু বিনাশয়েৎ।
রক্তপিত্তে হ্যম্লপিত্তে ক্ষয়ে কুষ্ঠে জ্বরেঽরুচৌ॥
দুর্ণাগ্নি চোদরে শূলে গ্রহণ্যামামবাতকে।
বাতরক্তে মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রমেহে শর্করাগদে॥
অস্যোপযোগান্মনুজ স্তারুণ্যমধিগচ্ছতি।
ব্রহ্মচর্য্যেণ কুর্ব্বীত প্লুতং মাক্ষিক সর্পিষা॥
মানকং রক্তিকারভ্য যাবদষ্টৌ চ মাষকান্।
সংবর্জ্জ্যং বৈদলং সূপং মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্॥
ককার পূর্ব্বকং সর্ব্বং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ।
অমৃতাখ্যোবরোলোহঃ সর্ব্বত্রৈবোপযুজ্যতে।
অনেন সর্ব্বথা স্বস্থা জন্তবঃ সন্তি নান্যথা।
অত্র শ্রাবণী মুণ্ডিতিকামোরট মিক্ষমূলম্।

দারকোবৃদ্ধদারকঃ। পীবরী শতাবরী গবাক্ষী গোরক্ষকর্কটী নাগবলা গোরক্ষতণ্ডুলা কুষ্ঠ পুষ্করাভ্যাং কাণ্ডগ্রন্থি ভেদেন গ্রহণম্। অথবা ভাগদ্বয় গ্রহণমেবম্। মাক্ষিকেণ হতস্য মিরুত্থ মারিতেত্যর্থঃ। পুটিতস্য সামান্যবিশেষপুটিতস্য। পলান্যভ্র-স্যেত্যত্রাপি পুটিতস্যেতি সম্বধ্যতে। তেন প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ক্রমেণ রসায়নাধিকারে বক্ষ্যমাণ বৃহদমৃতসারপ্রোক্ত লৌহাভ্র-সমভিহিত বিধিনৈব বা চূর্ণিত পুটিতস্যেত্যর্থঃ।
তাবন্তি গন্ধকস্যেতি চত্বারি পলানীত্যর্থঃ।

গন্ধকশুদ্ধিবিধিশ্চ যথা।

গন্ধকন্তু সমানীয় নবনীতামলচ্ছবিঃ।
তৎসর্পিষি বিপক্কব্যং যাবত্তৈলনিভং ভবেৎ॥
বস্ত্রেণান্তরিতং কৃত্বা ঢালয়েৎ ত্রিফলাম্ভসি।
এবং গন্ধাশ্ম সংশুদ্ধং তত্তৎকর্ম্মসু যোজয়েৎ।

অথ রসস্যেতি পারদ রসস্য পলদ্বয়ং খল্লিতস্য মূর্চ্ছিতস্যেত্যর্থঃ। মূর্চ্ছনং খল্লশিলাদিষু ঔষধচূর্ণং রসং বা দত্ত্বা বিমর্দ্য নির্ম্মলীকরণমভিধীয়তে। তত্র তাবৎ পারদে সিদ্ধদোষত্রয়নিবারণার্থং ত্রিভির্দ্রবৈঃ প্রত্যেকং সপ্তধা মূর্চ্ছনং কার্য্যং তদুক্তং রসহৃদয়ে—মলশিখি বিষনামানো রসস্য নৈসর্গিকা স্ত্রয়োদোষাঃ।
মূর্চ্ছাং মলেন কুরুতে শিখিনা দাহং বিষেণ মরণং হি।
গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলা বহ্নিঞ্চ চিত্রকঞ্চ বিষম্॥
তস্মাদেভির্বারান সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্তসপ্তৈবেতি।
অত্র গৃহকন্যা ঘৃতকুমারী তথা যোগরত্নাকরেঽপ্যুক্তম্।
ইষ্টকা রাজিকা পটুর্নাগারধূমালম্বুষকিণ্ব গুড়ার্দ্রকৈঃ।
ইষ্টকাদিরয়ং খ্যাতঃ সূতদোষহরোগণ ইতি॥

এতৈরিতি যথাসম্ভবং যথাযোগঞ্চ মূর্চ্ছনং কার্য্যং অত্র পটু লবণং অলম্বুষঃ কুলাহলঃ কিণ্বং সুরাবীজম্। তচ্চ উত্তমজাত্যাদিষু ন প্রযোজ্যং তস্য চ রসস্য মূর্চ্ছিতমাত্রত্বাৎ পাকসমাপ্তৌ প্রবেশঃ।

তদুক্তং যোগরত্নাকরে।

মূর্চ্ছিতো যদি সূতঃ স্যাৎ ক্ষিপেৎ পাকোত্তরন্তদেতদুক্তমেব প্রথমপরিচ্ছেদে।

মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্যেতি স্বরূপতঃ শোধিততয়া জ্ঞেয়ম্।

তদুক্তং যোগরত্নাকরে।

ভঙ্গে সুবর্ণসঙ্কাশো মনাক্ কৃষ্ণচ্ছবির্ব্বহিঃ।

বৃহদ্বর্ণ ইতি খ্যাতো মাক্ষিকোঽত্র প্রশস্যত ইতি॥

উক্তঞ্চাত্র শোধনমস্য।

কালমারিষ শালিঞ্চ কাথে দোলাবিধানতঃ।

তদধঃ পতিতং গ্রাহ্যমেবং শুধ্যতি মাক্ষিকম্॥

ইত্যাদি প্রথমপরিচ্ছেদ এবোক্ত এষাঞ্চ স্বর্ণমাক্ষিক শিলাজতু চূর্ণাদীনাং লৌহপাক সমাপ্তৌ বিশ্রাম্য মনাক্ তপ্তত্ব দশায়াং প্রক্ষেপঃ।

তদুক্তং যোগরত্নাকর সমুচ্চয়ে।

অবতার্য্য যদা দার্ব্ব্যা পরিঘট্য পুনঃ পুনঃ।

যদা পাণিসহো ভূত্বোনিক্ষিপেদৌষধস্তদেতি॥

তাবন্তৎ শ্রুতমিতি বস্ত্রাছাদিত মিত্যর্থঃ।

চিত্রকাস্তু চূর্ণানি প্রত্যেকং পলমাত্রাণি॥

চাতুর্জাতকাদীনাং প্রত্যেক মর্দ্ধকলসম্মিতত্বম্।

ব্যক্তমন্যৎ।

ইতি রক্তপিত্তাধ্যায়ঃ।

গুলঞ্চ, তেউড়ী, দন্তী, মুণ্ডিরী, খদির, বাসক, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কুলেকাড়া, পুষ্করমূল, পুনর্নবা, বেড়েলা, কাস, সজিনা, ইক্ষুমূল, বৃদ্ধদারক, রাখালশশা, বরুণ, কন্দ চই, তালমূলী, গোরখচাউলা, পিপুলমূল, কুড়, বামনহাটী, প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের, লৌহচূর্ণ ১৬ পল, অভ্র ৪ পল, গন্ধক ৪ পল, ২ পল পারদ, পিত্তরোগ হইলে গুড় ৮ পল অথবা চিনি ৮ পল, রক্তপিত্ত হইলে খাঁড় অথবা কাসরোগ হইলে মিশ্রি ৮ পল, গুগ্গুল ২ পল এবং ঘৃত /৪ সের। পাকান্তে মধু

৮ পল, স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ ২ পল এবং শিলাজতু অর্দ্ধপল। ইহা যথাবিধি পাক করিয়া উচিত মাত্রায় পান করিলে রক্তপিত্ত, কাস, যক্ষ্মাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি রক্তপিত্তাধিকার সমাপ্ত।

অথ রোগরাজ-চিকিৎসামাহ।

অনেক রোগানুগতো বহু রোগপুরঃসরঃ।
দুর্বিজ্ঞেয়ো দুর্নির্ব্বারঃ শোষোব্যাধির্মহাবলঃ॥
সংশোষণাদ্রসাদীনাং শোষ ইত্যভিধীয়তে।
ক্রিয়াক্ষয় করত্বাচ্চ ক্ষয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ।
তস্মাত্তং রাজযক্ষ্মেতি কেচিদাহুর্ম্মনীষিণঃ।
শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তঞ্চ জীবনম্।
তস্মাদ্যত্নেন সংরক্ষেদ্যক্ষ্মিণো মলরেতসী॥
নিত্যং স্বদেহপূজী ভক্তো ভৈষজ্যদেবতাগুরুষু।
ছাগলমাংসপ্রাশো জীবতি যক্ষ্মাপরং ধৃতিমাকরম্॥
বলিনো বহুদোষস্য পঞ্চকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
যক্ষ্মিণঃ ক্ষীণদোষস্য কৃতং তৎ স্যাদ্বিষোপমম্॥
দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং স স্নেহং যন্ত্রকর্ষণম্॥

কর্ষণং দৌর্ব্বল্যকরং। শুষ্ককোষ্ঠস্য যুঞ্জীত বিধিং বৃংহণং দীপনং।

শালি ষষ্টিক গোধূম যব মুদ্গাদয়ঃ শুভাঃ॥

মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষি মৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতঃ।

শুষ্যতাং ক্ষীণমাংসানাং কল্পিতানি বিধানবিৎ॥

দদ্যাৎ ক্রব্যাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ।

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্॥

ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ।

সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্॥

দাড়িমামলকোপেতং স্নিগ্ধং মাজরসং পিবেৎ।

তেন ষড় বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ পীনসাদয়ঃ॥

শতপুষ্পা চ মধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনে।

আলেপনং স্যাৎ সঘৃতং পার্শ্বাংশশূলনুৎ॥

শোষ রোগ অনেক রোগানুগত, বহুরোগ।—শ্রেষ্ঠ, দুর্জ্জের ও দুর্নিবার ও শরীরের রক্তাদি শোষণ করে বলিয়া উহাকে শোষ, ক্রিয়াক্ষয় করে বলিয়া ক্ষয় এবং রাজা চন্দ্রের এই রোগ জন্মিয়াছিল বলিয়া উহাকে রাজযক্ষ্মা রোগ বলে জানিবে। বল শুক্রায়ত্ত এবং জীবন মলায়ত্ত, একারণ যক্ষ্মারোগী সযত্নে বীর্য্য ও মল রক্ষা করিবে। নিত্য-দেহের পূজাকারী, ঔষধ, দেবতা ও গুরুপ্রতি ভক্তিকারী এবং ছাগমাংস সেবীর যক্ষ্মারোগ বিনষ্ট হয়। বলবান যক্ষ্মারোগীকে পঞ্চকর্ম্ম প্রদান করিবে, কিন্তু উহা দুর্ব্বল যক্ষ্মীর বিষবৎ অপকারক হয়। দোষাধিক এবং স্নেহ ও স্বেদ প্রদত্ত যক্ষ্মারোগী স্নেহযুক্ত অদৌর্ব্বল্যকারক বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। শুষ্ককোষ্ঠ ব্যক্তিকে অগ্নিদীপক বৃংহণ বিধি প্রদান করিবে। শালি ও ষষ্টিক ধান্য, গোধূম, যব মুগাদি এবং মদ্য ও জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংস, এই সকল শোষরোগীর হিতকারক। মাংস-হীন শোষ রোগীকে মাংসাশী পশুপক্ষীর মাংস এবং বৃংহণ (বীর্য্যবর্দ্ধক)

পথ্য প্রদান করিবে। ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত চিনি সহ ভক্ষণ এবং ছাগোপসেবা ও ছাগমধ্যে শয়ন দ্বারা যক্ষারোগ বিনষ্ট হয়। পিপুল, যব, কুলথকলাব, শুণ্ঠী, দাড়িম ও আমলকী সহ প্রস্তুত ছাগমাংসের যূষ পান করিলে পীনসাদি ৬ প্রকার রোগ নিবৃত্তি হয়। শলুকা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও রক্তচন্দন, ঘৃতসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল ও স্কন্ধশূল নষ্ট হয়।

ত্রয়োদশাঙ্গঃ।

ধন্যাক পিপ্পলী বিশ্বা দশমূলী জলম্পিবেৎ।
পার্শ্ব শূল জ্বর শ্বাসপীনসাদি নিবর্ত্তয়ে॥
কাথ স্ত্রয়োদশাঙ্গস্য চাতুর্জ্জাতক-সংযুতঃ।
কাসজ্বরাদি শমনো বল-পুষ্টি-বিবর্দ্ধনঃ॥

ধনে, পিপুল, শুণ্ঠী ও দশমূল, ইহাদের কাথ পীনসাদি ধ্বংস করে এবং উক্ত কাথে চাতুর্জ্জাতকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কাস ও জ্বরাদি বিনষ্ট হয়।

দশমূলী বলা রাস্না পুষ্কর সুরদারু নাগরৈঃ কথিতম্।
পেয়ং পার্শ্বাংশশিরোরুক্ ক্ষত কাসাদি বিশান্তয়ে সলিলম্।
অশ্বগন্ধা মৃতাভীক দশমূলী বলা বৃষাঃ।
পুষ্করাতিবিষে ঘ্নন্তি ক্ষয়ং ক্ষীররসাশিনঃ॥

কাথেন যোগঃ।

ককুভত্বক্ নাগবলা বানরীবীজানি চূর্ণিতং পয়সি।
পক্বং ঘৃতমধুযুতং সসিতং যক্ষাদি কাশহরম্॥
পারাবত কপি চ্ছাগং কুরঙ্গানাং পৃথক্ পৃথক্।
মাংসচূর্ণ মজ্জা ক্ষীরং পীতং ক্ষয়হরং পরম্॥

দিনকরদীধিতি শোষিত পারাবত মাংস মনুদিনং নিয়তঃ।
যো লেঢ়ি মধুঘৃতযুতং স জয়তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রম্॥
শর্করা মধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী।
ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টি মঙ্গুল্যোচাজ্যমাক্ষিকে॥

দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, পুষ্কর, দেবদারু ও শুণ্ঠী, ইহাদের কাথ পার্শ্বশূল, ক্ষত কাসাদি বিনাশক। অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা, বাসক, পুষ্কর ও আতৈস, ইহাদের কাথ পান করিয়া দুগ্ধ মাংসরসাদি সেবন করিলে ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়। অর্জ্জুন ছাল, গোরক্ষ-চাউলা ও আলকুশী বীজ চূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক পূর্ব্বক ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত সেবনে কাস ও যক্ষ্মাদি বিনষ্ট হয়। কপোত, বানর, ছাগ, হরিণ, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ মাংসচূর্ণ ছাগদুগ্ধ সহ পান করিলে ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়। আতপে শোষিত কপোত মাংস চূর্ণ প্রতিদিন মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়। ক্ষয়রোগী শর্করা ও মধু সংযুক্ত নবনীত লেহন করিবে। ক্ষীরাশী ব্যক্তি ঘৃত ও মধু সেবন করিলে পুষ্টিশীল হইয়া থাকে।

এলাদি-চূর্ণম্।

এলা ত্বক্ মরিচং শুণ্ঠী পিপ্পলী নাগকেশরম্।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা চূর্ণস্তু সিতয়া সমম্॥
যক্ষ্মার্শো গ্রহণী গুল্ম রক্তপিত্ত ক্ষয়াপহম্।
কণ্ঠরোগারুচিহরং প্লীহরোগহরং পরম্॥

এলাচি ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, মরিচ ৩ ভাগ, শুণ্ঠী ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, নাগকেশর ৬ ভাগ এবং চিনি ২১ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে, যক্ষ্মা ও কাসাদি বিনাশ পায়।

সিতোপলাদি লেহঃ।

সিতোপল তুগাক্ষীরী পিপ্পলী বহুলাত্বচঃ।
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা॥
চূর্ণিতং প্রাশয়েদ্বাপি শ্বাস কাসক্ষয়াপহম্।
হস্তপাদাংশ দাহেষু জ্বরে রক্তে তথোর্দ্ধগে॥
সুপ্ত জিহ্বারোচকিনং মন্দাগ্নিং পার্শ্ব শূলিনম্।
বহুলা এলাবীজম্।

চিনি ১৬ ভাগ বংশলোচন ৮ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, ছোটএলাচি ২ ভাগ এবং দারুচিনি ১ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করতঃ মধু ও ঘৃতসহ লেহন করিলে বা উক্ত চূর্ণ সেবন করিলে কাস ও যক্ষাদি বিনষ্ট হয়।

লবঙ্গাদি চূর্ণম্।

লবঙ্গ কক্কোলমুশীর চন্দনং নতং সনীলোৎপল জীরকং সমম্।
ত্রুটিঃ সকৃষ্ণাগুরু ভৃঙ্গকেশরং কণা সবিশ্বা নলদং সহাম্বুদম্॥
অহীন্দ্র জাতীফলবংশলোচনা সিতাষ্টভাগং সম শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্।
অরোচকং তর্পণ মগ্নিদীপনং বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষনুৎ॥
উরোবিবন্ধং তমকং গলগ্রহং সকাসহিক্কা রুচি যক্ষ্মপীনসম্।
গ্রহণ্যতীসার ভগন্দরার্ব্বুদং প্রমেহ গুল্মাংশ্চ নিহন্তি সজ্বরম্॥
ত্রুটি এলা বীজম্। অহীন্দ্র অনন্তমূলম্। সহাম্বুদং মুস্তকম্।
ভৃঙ্গং গুড়ত্বক্ নলদং জটামাংসী।
বাতপিত্তাধিকে বহ্নির্বলে সর্ব্বচূর্ণাপেক্ষয়া শর্করাষ্টগুণা
কফাধিকে চাগ্নিমান্দ্যে চ একভাগাপেক্ষয়াষ্টগুণেতি।

লবঙ্গ, কাকলা, বেণা, রক্তচন্দন, তগরপাদিকা, নীলোৎপল, জীরক, ছোটএলাচি, কৃষ্ণাগুরু, দারুচিনি, নাগকেশর, পিপুল, শুন্ঠী, জটামাংসী,

মুথা, অনন্তমূল, জাতীফল, বংশলোচন, প্রত্যেক ১ ভাগ এবং চিনি ৮ ভাগ, এই লবঙ্গাদিচূর্ণ কাস ও যক্ষাদি রোগ বিনাশক।

তালীশাদ্যো মোদকঃ।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলাচার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
কাশশ্বাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥
হৃৎ পাণ্ডুগ্রহণী রোগ প্লীহশোষ জ্বরাপহম্।
ছর্দ্যতীসার শূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥
কল্পয়েদ্ গুড়িকাঞ্চৈতচ্চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলাম্।
গুড়িকাহ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরা স্মৃতা।
পৈত্তিকে গ্রাহয়ন্ত্যেকে শুভায়া বংশলোচনা।

তালীশপত্র ৫ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, শুণ্ঠী ৩ ভাগ, পিপুল ২ ভাগ, বংশলোচন ১ ভাগ, দারুচিনি ও এলাচি উহাদের অর্দ্ধভাগ এবং চিনি ১৬ ভাগ, এই মোদক পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে কাস ও যক্ষাদি বিনাশ পায়।

শ্রীচ্যবনপ্রাশঃ।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোণাক কাশ্মর্য্যঃ পাটলী বলা।
পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্য শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গী ত্বামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরু।
অভয়া সামৃতা ঋদ্ধি র্জীবকর্ষভকৌ শটী॥
মুস্তং পুনর্ণবা মেদে সূক্ষ্মৈলোৎপল চন্দনং।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা॥

এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চ দত্বাগুদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যোষধান্যথ তং রসং।
তচ্চামলক মুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈল সর্পিষোঃ॥
পলাদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
ষট্পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলস্তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপল্যা দ্বিপলস্তথা।
পলমেকং নিদধ্যাচ্চ ত্বগেলা পত্রকেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবন-প্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাস শ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনং॥
স্বরক্ষয়-মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্।
পিপাসা মূত্র শুক্রস্থান্ দোষাং শ্চৈবাপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যোপরুন্ধ্যান্নভোজনম্।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা॥

মেধাং স্মৃতিং কান্তি মনাময়ত্বং আয়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগাল্লভেত ক্ষীণোঽপি কুটী প্রবেশাৎ।
জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্যরূপং বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥

সিতা মৎস্যণ্ডিকালাভে ধাত্র্যাশ্চ মৃদুভর্জ্জনম্॥
চতুর্ভাগ জলে প্রায়ো দ্রব্যং গতরসং ভবেৎ॥

বেল, গণিয়ারী, শোণা, গাম্ভারী, পারুল, বেড়েলা মুগানী, মাষাণী শালপানী, চাকুলে, পিপুল, গোক্ষুর বৃহতী, কণ্টকারী, দ্রাক্ষা, কাকড়াশৃঙ্গী,

ভূম্যামলকী, জয়ন্তী, পুষ্কর, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠি, মুথা, পুনর্ণবা, মেদা, মহামেদা, ছোটএলাচি, উৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুমড়া বাসকমূল, কাকলী কাকজঙ্ঘা, প্রত্যেকে ১ পল এবং আমলকী ৫০০শত জল ৬৪ সের আমলকীগুলি রসযুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিয়া কাথ ছাকিয়া লইবে এবং আমলকীগুলি আঠি ও ছাল ছাড়াইয়া ১২ পল তৈলঘৃতে ভাজিয়া ৫০ পল মিশ্রি সহ পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে ৬ পল মধু, ৪ পল বংশলোচন এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও ছোটএলাচি মিলিত ১ পল চূর্ণ ইহাতে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা কাস ও যক্ষাদি নানাবিধরোগ বিনাশ করে।

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

ছাগমাংস তুলাং গৃহ্য সাধয়েন্নল্বণেঽম্ভসি।
পাদশেষেণ তেনৈব সর্পিঃ প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ঋষির্বৃদ্ধিশ্চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী কল্কৈঃ পৃথক্ পলোন্মিতৈঃ।
সম্যক্ সিদ্ধে চাবতার্য্য সিতে তস্মিন্ প্রদাপয়েৎ॥
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনঃ কুড়বং ক্ষিপেৎ।
পলং পলং পিবেৎ প্রাতঃ যক্ষ্মাণং হন্তি দুর্জ্জয়ম্॥
ক্ষতক্ষয়ঞ্চ কাসাংশ্চ পার্শ্বশূলমরোচকম্।
স্বরক্ষয় মুরোরোগং শ্বাসং হন্যাৎ সুদারুণম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ ছাগমাংস ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্কার্থ ঋদ্ধি বৃদ্ধি, মহামেদা, জীরক, ঋষভক, কাকলা, ক্ষীর-কাকলা, মিলিত /১ এক সের, এবং পাকান্তে চিনি /১ সের ও মধু /॥০ অর্দ্ধসের। এই ঘৃত ক্ষয়রোগ বিনাশক।

বাসাবলেহঃ।

বাসকস্য রসপ্রস্থে মানিকা সিত শর্করা।
পিপ্পলী দ্বিপলং দত্ত্বাৎ সর্পিষশ্চ পচেচ্ছনৈঃ॥
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌরপলাষ্টকম্।
দত্ত্বাবতারয়েদ্বৈছো মাত্রয়া লেহমুত্তমম্॥
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরস্তথা॥

বাসক কাথ /৪ সের, চিনি /১ সের, পিপুলচূর্ণ ২ পল, ঘৃত ২ পল এবং পাকান্তে মধু /১ সের। ইহা কাস ও যক্ষ্মাদি নাশ করে।

পঞ্চামৃতরসঃ।

ভস্মসূতাভ্রলোহানাং শিলাজতুবিষং সমং।
গুড়ূচী ত্রিফলাকাথৈঃ সংস্কৃতং গুগ্গুলস্তথা॥
মৃতনেপালতাম্রঞ্চ সূতস্থানে নিযোজয়েৎ।
একীকৃত্য নিযোজ্যং তৎদ্বিগুঞ্জং রাজযক্ষনুৎ॥
পঞ্চামৃতরসোহ্যেষ অনুপানঞ্চ পূর্ব্ববৎ।

নেপালী তাম্র, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিষ এবং গুলঞ্চ ও ত্রিফলা কাথে শোধিত গুগ্গুলু, এই সকল দ্বারা ২ রতি মাত্রায় বটী করিবে। ইহা যক্ষ্মারোগ নাশক।

সঙ্কোচঃ স্কন্ধপার্শ্বানাং স্বরভেদোজ্বরো ভ্রমঃ।
বাতজে যক্ষ্মণি জ্ঞেয়ং লক্ষণং গাত্ররূক্ষতা॥
জ্বরোদাহোঽতিসারশ্চ রক্ত বান্তি শ্রমোমহান্।
বীর্য্যস্তম্ভোঽরতিশ্চাপি লক্ষণং পৌত্তিকে ক্ষয়ে॥

গুরুত্বং শিরসশ্ছর্দ্দিঃ কাসঃ কণ্ঠস্য চারুচিঃ।
ঊর্দ্ধশ্বাসশ্চ বিজ্ঞেয়ং লক্ষণং কফজে ক্ষয়ে ॥

স্কন্ধ ও পার্শ্বের সঙ্কোচ, স্বরভেদ, জ্বর, ভ্রম ও গাত্ররুক্ষতা, এই সকল বাতজযক্ষ্মার জন্মে। জ্বর, দাহ, অতীসার, রক্তবমি, শ্রম, বীর্য্যস্তম্ভ ও গ্লানি, এই সকল লক্ষণ পৈত্তিক যক্ষ্মায় জন্মে। এবং মাথাভার, বমি, কাস, অরুচি ও ঊর্দ্ধশ্বাস, এই সকল লক্ষণ কফজযক্ষ্মায় জন্মিয়া থাকে।

রত্নগর্ভ পোট্টলীরসঃ।

রসং বজ্রং হেমতারং গন্ধং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
তুল্যাংশং মরিচং যোজ্যং মুক্তা মাক্ষিক বিদ্রুমম্ ॥
শঙ্খঞ্চ পূর্ব্ববদ্ভাগং সপ্তাহং চিত্রকদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বাবচূর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যাবরাটিকা ॥
টঙ্কণং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তাসাং মুখং লিপেৎ।
মৃদ্ভাণ্ডে তানি রুদ্ধাথ মহাগজে পুটে পচেৎ ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নির্গুণ্ড্যা সপ্তভাবনা।
সংশোষ্য চূর্ণিতং সর্ব্বং বস্ত্রবদ্বর্ণদোলয়া ॥
অম্লবর্গবিধি ক্বাথে ততঃ সংশোষ্য চূর্ণয়েৎ।
আর্দ্রকস্য দ্রবৈঃ সপ্তচিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ ॥
দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্যং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
পিপ্পলীদশকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্ম্মরিচৈকোনবিংশতিঃ ॥
সম্বর্দ্ধৈর্দ্দাপয়েদ্বাথ ক্ষয়রোগ নিবৃত্তয়ে।
মহারোগাষ্টকেচৈব জ্বরে চৈবাতিসারকে ॥
পোট্টলীরত্নগর্ভোঽয়ং যোগবাহেষু যোজয়েৎ।

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, তাম্র ও শঙ্খ, প্রত্যেক ১ ভাগ,

মরিচ, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক ও প্রবাল ভস্ম প্রত্যেকে ৭ ভাগ, এই সকল চিতার রসে ৭ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক কড়ির মধ্যে পূরিয়া, আকন্দ আঠা ও সোহাগা দ্বারা উক্ত কড়ির মুখ রুদ্ধ করতঃ মৃদ্‌ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে, তৎপরে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দারসে ৭ বার ভাবনা ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ অম্লবর্গ কাথে ৭ বার, এই প্রকার আদার রসে ৭ বার ও চিতার কাথে ২১ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি বটী করিবে। ইহা ১০টী পিপুল ও মধু অথবা ২১টী মরিচ ও ঘৃত সহ সেবনীয়। ইহা দ্বারা যক্ষ্মাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

মৃগাঙ্করসঃ।

রসভস্মস্বর্ণ ভস্ম নিষ্কং নিষ্কং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খ গন্ধক মুক্তানাং দ্বৌ দ্বৌ নিষ্কৌতু চূর্ণয়েৎ॥
মুক্তাভাবে বরাটী বা রসপাদঞ্চ টঙ্কণম্।
বহ্ন্যারনালক্কাথেন মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
তদ্গোলকং বিশোষ্যাথ ভাণ্ডে লবণ পূরিতে।
পচেদ্ যামচতুষ্কঞ্চ মৃগাঙ্কোঽয়ং মহারসঃ॥
রোগরাজ নিবৃত্ত্যর্থং চতুর্গুঞ্জামিতং ঘৃতৈঃ।
দাতব্যং মরিচৈঃ সার্দ্ধং পিপ্‌পলী মধুনাপি বা॥

পারদ ও সোণা প্রত্যেকে ২ তোলা, শঙ্খ, গন্ধক, মুক্তা প্রত্যেকে ৪ তোলা, এবং সোহাগা অর্দ্ধতোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র চিতার কাথে ও কাঁজিতে ২ প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক আতপে শুকাইয়া লবণপূর্ণ ভাণ্ডমধ্যে পূরিয়া ৪ প্রহর পাক করিয়া লইবে। পরিমাণ ৪ রতি, অনুপান মরিচচূর্ণ ও ঘৃত বা পিপুলচূর্ণ মধু। ইহা ক্ষয়নাশক।

অমৃতেশ্বরোরসঃ।

রসলৌহামৃতাসত্ত্বং মধুসর্পিঃ সমন্বিতং।
অমৃতেশ্বর নামায়ং ষড়্‌ঙ্গক্ষয়রোগনুৎ॥

পারদ, লৌহ ও গুলঞ্চ সত্ত্ব, মধু ও ঘৃতসহ সেবন দ্বারা ক্ষয়রোগ নাশ করে।

শঙ্খেশ্বরোরসঃ।

শঙ্খস্য বলায়া নিষ্কং চতুর্নিষ্কং বরাটকং।
তূর্য্যঞ্চানীল তুত্থঞ্চ সর্ব্বতুল্যঞ্চ গন্ধকং॥
গন্ধতুল্যং মৃতং নাগং নাগতুল্যং মৃতং রসং।
টঙ্গণং রসতুল্যং স্যাম্মর্দ্দ্যং পাচ্যং মৃগাঙ্কবৎ॥
রাজযক্ষ্মহরঃ সোঽয়ং নাম্না শঙ্খেশ্বরো রসঃ।
ষড়্‌গুঞ্জস্তু কণাক্ষৌদ্রৈর্লেহ্যং বা মরিচং ঘৃতৈঃ॥

শঙ্খ ও বেড়েলা মিলিত ২ তোলা, কড়িভস্ম ৮ তোলা, গন্ধক, তুঁতে ৮ তোলা, সীসা ও পারদ প্রত্যেকে ২৬ তোলা ও সোহাগা ২৬ তোলা। একত্র চিতার ক্বাথ ও কাঁজি দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক লবণ পূরিত ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া ৪ প্রহর পাক করিয়া লইবে। পরিমাণ ৬ রত্তি। অনুপান মরিচচূর্ণ ঘৃত বা পিপুলচূর্ণ মধু। ইহা রাজযক্ষ্মা রোগঘ্ন।

লোকনাথরসঃ।

বরাটীতুল্যমণ্ডুরং চূর্ণয়িত্বা দিনং পচেৎ।
চূর্ণয়েন্মরিচৈস্তুল্যং নাগবল্ল্যা বিভাবয়েৎ॥
তৎপাত্রে মধুনালেহ্যং সঘৃতং নবনীতকৈঃ।
নিষ্কপাদং ক্ষয়ং হন্তি যামে যামে চ ভক্ষয়েৎ॥
লোকনাথো রসোহ্যেষ মণ্ডলাদ্রাজযক্ষ্মনুৎ।

কড়ি ও মণ্ডুর সমভাগে চূর্ণ করিয়া ১ দিন পাক করিয়া চূর্ণ করতঃ সমভাগে মরিচ চূর্ণ মিশ্রণ পূর্ব্বক পানের রসে ভাবনা দিয়া লইবে। ইহা মধু ও ঘৃত বা নবনীত সহ লেহন করিলে যক্ষ্মারোগ বিনষ্ট হয়।

স্বল্পমৃগাঙ্করসঃ।

রসভস্ম হেমভস্ম তুল্যং গুঞ্জাদ্বয়ং পৃথক্।
পূর্ব্ববদনুপানেন মৃগাঙ্কোঽয়ং ক্ষয়াপহঃ॥

পারদভস্ম ও স্বর্ণভস্ম সমভাগে ২ রতি মধু ও ঘৃত বা নবনীত সহ সেবন দ্বারা ক্ষয় রোগ বিনষ্ট হয়।

লৌহামৃতঃ।

শিলাজতুবিড়ঙ্গানি হভয়া হেমমাক্ষিকম্।
মৃতলোহসমং ক্ষৌদ্রৈর্নিষ্কং ভুক্তং ক্ষয়াপহম্॥
অয়ং লৌহামৃতোনাম্না সন্নিপাতং নিযচ্ছতি।

শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেকে ১ ভাগ লৌহভস্ম ৪ ভাগ, এই সকল মিলিত করিয়া মধুসহ সেবন দ্বারা ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়।

হরনেত্রোরসঃ।

টঙ্গণং শুদ্ধগন্ধস্তু স্বর্ণং মাক্ষিকং পৃথক্।
একং দ্বিত্রিচতুঃ পঞ্চ ক্রমাচ্চ শুদ্ধসূতকম্।
চাঙ্গের্য্যাশ্চ দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং দিনৈকং গোলকীকৃতম্॥
গন্ধকং তাম্রপর্ণ্যাথ গোলকাংশং প্রমর্দ্দয়েৎ।
গোলকং লেপয়েত্তেন ততোবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥
মৃগাঙ্কং পাচয়েৎ স্থাল্যাং বালুকাভিশ্চ পূরিতে।
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং হরনেত্রো রসোত্তমঃ॥
মৃগাঙ্কবৎ ক্ষয়ং হন্তি তদ্বন্মাত্রাণুসারতঃ।

সোহাগা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ ভাগ এবং পারা ৫ ভাগ, এই সকল আমরুলের রসে ১ দিন মর্দন পূর্ব্বক গোলক

করিবে। পরে মঞ্জিষ্ঠাকাথ সহ মর্দ্দিত গন্ধক দ্বারা উক্ত গোলকটী লেপন পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া স্থালীমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। ইহা ক্ষয়নাশক।

কনকসুন্দরঃ।

রসভস্ম চতুর্থাংশং হেমভস্ম প্রকল্পয়েৎ।
তালকং রসকং তুল্যং মাক্ষিকং গন্ধকং শিলা॥
রসমানানি যুঞ্জীত সূতপাদঞ্চ টঙ্কণম্।
দিনৈকৈকং ক্রমেণৈব তৎসর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ দৃঢ়ম্॥
অর্কক্ষীর জয়ন্তীচ ভৃঙ্গ বাসাচ লাঙ্গলী।
অগস্তিচিত্রকং পাঠামর্দ্দ্য মেষাং দ্রবৈঃ পৃথক্॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং অনুপানং মৃগাঙ্কবৎ।
ক্ষয়ং হন্তি মহাতীব্রং রসঃ কনকসুন্দরঃ॥

পারদভস্ম, হরিতাল, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, মনঃশিলা, প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং স্বর্ণভস্ম ও সোহাগা, প্রত্যেকে সিকি ভাগ, একত্র ক্রমান্বয়ে আকন্দ আঠা, জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, লাঙ্গলিয়া, বকপাতা, চিতা ও আকনাদী, ইহাদের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান মৃগাঙ্করসের ন্যায়। ইহা ক্ষয়রোগনাশক।

নীলকণ্ঠ রসঃ।

বিষং ক্ষুদ্রা উশীরঞ্চ হরিদ্রা গোক্ষুরং মধু।
কুটজস্য ত্বচং চূর্ণং সমাংশং সর্ব্বচূর্ণকম্॥
রাজযক্ষ্মহরং খাদেদ্রসোঽয়ং নীলকণ্ঠকঃ।

বিষ, কণ্টকারী, বেণা, হরিদ্রা, গোক্ষুর, যষ্টিমধু, কুটজ, সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা রাজযক্ষ্মা নাশক।

বজ্রেশ্বর রসঃ।

কর্ষং খর্পর সত্বস্য সমাংশে হেমবিদ্রুমে।
নিক্ষিপেচ্চূর্ণয়েৎ ষড়্‌নিষ্কং শুদ্ধগন্ধকম্॥
অঙ্কোলকং গুলীবীজং তুত্থং তালং চতুশ্চতুঃ।
মুক্তা প্রবালচূর্ণঞ্চ প্রতিনিষ্কাষ্টকং ক্ষিপেৎ॥
মৃতলৌহস্য নিষ্কৌ দ্বৌ টঙ্গণস্যাষ্টনিষ্ককম্।
দ্বৌ নিষ্কৌ নীলকটুকী বরাটীনাঞ্চ বিংশতিঃ॥
সিতানিষ্কদ্বয়ং যোজ্যং সর্ব্বং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ।
চাঙ্গের্য্যম্লেন যামৈকং জম্বীরাম্লৈর্দ্দিনদ্বয়ম্॥
রুদ্ধা পুটাষ্টকং দেয়ং দিনমেকং তুষাগ্নিনা।
জম্বীরোত্থ দ্রবেণৈব পিষ্ট্বা পিষ্ট্বা পুটে পচেৎ॥
ততো বনোৎপলৈরেব দেয়ং গজপুটং মহৎ।
আদায় চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকম্॥
গন্ধার্দ্ধং মরিচং চূর্ণমেকীকৃত্য দ্বিমাষকম্।
লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধং নাগবল্লীদলোত্থিতম্॥
পথ্যাশী প্রতিযামে স্যাৎ অভুক্তে বিষবদ্ভবেৎ।
রসোবজ্রেশ্বরঃ খ্যাতঃ ক্ষয়পর্ব্বতভেদকঃ॥

খর্পর ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, গন্ধক ১২ তোলা, অঙ্কোঠ, সিজবীজ, তুঁতে, হরিতাল প্রত্যেকে ৮ তোলা, মুক্তা ও প্রবাল প্রত্যেকে ১৬ তোলা, নীলকটুকী ৪ তোলা, সোহাগা ১৬ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, কড়ি ৪০ তোলা এবং চিনি ৪ তোলা, একত্র আমরুলীর রসে ১ প্রহর এবং জম্বীর রসে ২ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পুট পাক দিবে, প্রত্যেক পুটে জম্বীর রসে পেষণ করিয়া লইবে। পুটপাকান্তে সকল দ্রব্যের

অদ্ধেক গন্ধক ও সিকি পরিমাণে মরিচচূর্ণ উহার সহিত মিশাইয়া লইবে। অনুপান পানের রস ও মধু, ইহা ক্ষয়ঘ্ন জানিবে।

ভস্মসূত-রসঃ।

ভস্মসূত মজাক্ষীরৈঃ কণানিকৈঃ পলৈঃ সহ।
ব্যোষ গন্ধক ক্ষৌদ্রৈর্ব্বা ভক্ষয়েৎক্ষয়েৎ ক্ষয়ম্॥

পারদভস্ম ছাগদুগ্ধ ও পিপ্পলচূর্ণসহ অথবা ত্রিকটু, গন্ধক মধুসহ সেবন দ্বারা ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়।

অগ্নিরসঃ।

বজ্রহাটক-সূতানাং ভস্মৈকং দ্বি ত্রিষট্ ক্রমাৎ।
ত্রিকণ্টক-রসৈর্ভাব্যং দিনান্তে তৎ বিচূর্ণয়েৎ॥
গুঞ্জামাত্রং প্রয়োক্তব্যং সজ্বরে রাজযক্ষ্মণি।
স্নুহীমূলঞ্চ জম্বীর দ্রবৈঃ স্যাদনুপানকম্॥
সাধ্যাসাধ্যক্ষয়ং হন্তি হ্যনুপানং মৃগাঙ্কবৎ।
অয়মগ্নি রসং খাদেৎ ত্রিনিষ্কং রাজযক্ষ্মণুৎ॥

হীরক ১ ভাগ, সোণা ২ ভাগ, পারদভস্ম ৩ ভাগ, একত্র ৬ ভাগ গোক্ষুর রসে ১ দিন ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। অনুপান সীজমূল ও জম্বীর রস। মাত্রা ১ রতি। ইহা অসাধ্য ক্ষয় নাশক।

চন্দ্রামৃতরসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলাচব্যং ধান্যং জীরক-সৈন্ধবাঃ।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধেন গোলয়েৎ॥
রসগন্ধক লোহানি প্রত্যেকং কার্ষিকং ক্ষিপেৎ।
টঙ্কণস্য পলং দত্ত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধতঃ॥
নবগুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বামৃতেশ্বরীম্॥

একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসপ্লুতাং ।
নীলোৎপল রসেনাপি কুলত্থস্য রসেন বা ।
ছাগীদুগ্ধেন মণ্ডেন কৈরবস্য রসেন বা ।
নিহন্তি বিবিধং কাসং বাতপিত্ত-সমুদ্ভবম্
বাতশ্লেষ্মোত্থিতং দুষ্টং পিত্তশ্লেষ্মভবং চিরম্ ।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব গরদোষ-সমন্বিতম্ ॥
সরক্তমথ নীরক্তং জ্বরশ্বাস-সমন্বিতম্ ।
তৃড়্দাহ ভ্রম শূলঘ্নী রুচ্যা বহ্নি-প্রদায়িনী ॥
বলবর্ণকরী বৃষ্যা প্লীহগুল্মোদরাপহা ।
আনাহ ক্রিমি পাণ্ডুঘ্নী জীর্ণজ্বর-বিনাশিনী ॥
ইয়ঞ্চন্দ্রামৃতা নাম্না চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতা ।
বাসা গুড়ূচিকা ভার্গী মুস্তকং কণ্টকারিকা ॥
ভোজনান্তে প্রকর্ত্তব্যাং বটিকা বীর্য্যবৃদ্ধয়ে ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ধনে, জীরা, সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ তোলা, পারদ, গন্ধক ও লৌহভস্ম প্রত্যেকে ২ তোলা, সোহাগা ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, এই সকল চূর্ণ করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৯ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান উৎপলের রস, কুলথের রস, নীলোৎপলের রস, ছাগীদুগ্ধ, মণ্ড অথবা শ্বেতপদ্মের রস। এই ঔষধ সেবন পূর্ব্বক ভোজনান্তে বাসক, গুলঞ্চ, বামনহাটী, মুথা ও কণ্টকারী, ইহাদের বটীকা সেবনীয়। ইহা ক্ষয় কাস ও রক্তপিত্তাদি নাশ করে।

কাঞ্চনাভ্র-রসঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দূর মুক্তিকং লৌহমভ্রকম্ ॥
বিদ্রুম মভয়াতারং কস্তুরী চ মনঃশিলা ।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যং প্রযত্নতঃ ॥

বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং যথা দোষানুসারতঃ॥
নানারোগ-প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রব-সংযুতম্।
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং শ্লেষ্মপিত্তং হরং তথা॥
প্রমেহান্ বিংশতিং চৈব দোষত্রয় সমুত্থিতান্।
অশীতি-বাতজান্ রোগান্নাশয়েৎ সদ্য এব হি॥
বলবৃদ্ধিং বীর্য্যবৃদ্ধিং লিঙ্গজাড্যং করোতি চ।
রসোহয়ং সুশ্রুতপ্রোক্তো বাজীকরণ-মুত্তমম্॥
কাঞ্চনস্য সমা কান্তি মদনস্য সমং বপুঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় রসোহয়ং কাঞ্চনাভ্রকম্॥

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, কস্তুরী, মনঃশিলা, প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ক্ষয়াদিরোগনাশক।

রাজমৃগাঙ্করসঃ।

রসভস্ম ত্রয়োভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃততাম্রস্য ভাগৈকং শিলা গন্ধকতালকম্॥
প্রতিভাগদ্বয়ং শুদ্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
বরাটীং পূরয়েত্তেন অজাক্ষীরেণ টঙ্কণম্॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাণ্ডে তং নিরোধয়েৎ
শ্লক্ষ্ণং গজপুটে পচ্যাচ্চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম॥
বাসা রাজমৃগাঙ্কোহয়ং চতুর্গুঞ্জং ক্ষয়াপহম্।
পিপ্পলী দশক ক্ষৌদ্রৈর্ম রিচৈকোণবিংশতিঃ॥
সঘৃতৈর্দ্দীপয়েৎ বাথ বাতশ্লেষ্মভবে ক্ষয়ে।

পারাভস্ম ৩ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, মনঃশিলা, গন্ধক,

ও হরিতাল প্রত্যেকে ২ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া কড়ির মধ্যে পুরিয়া, উক্ত কড়ি ছাগদুগ্ধসহ বাটিয়া সোহাগা দ্বারা রুদ্ধ করতঃ মৃত্তাণ্ডে রাখিয়া গজপুটে পাক করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রত্তি, অনুপান ১০টি পিপুল ও মধু অথবা ১৯টি মরিচ ও ঘৃত। ইহা ক্ষয়রোগাদিবিনাশক।

স্বরভেদঃ কফঃ কণ্ঠশূলং কাসশ্চ ছর্দ্দনম্।
বাতশ্লেষ্মভবে চিহ্নং জ্ঞাতব্যঞ্চ চিকিৎসকৈঃ॥
স্বরভেদো জ্বরোদাহঃ শূলং ছর্দ্দিররোচকম্।
বাতপিত্তাধিকে জ্ঞেয়ো রাজরোগে মহাবলে॥
আলস্যং বহুনিদ্রা চ স্বল্পদাহো জ্বরোভ্রমঃ।
বান্তিঃ শোণিত পিত্তোত্থা পিত্তশ্লেষ্মভবে ক্ষয়ে॥
বাতপিত্তকফোত্থৈশ্চ লক্ষণৈঃ সংহতোযদা।
সন্নিপাতান্বিতো জ্ঞেয়ঃ কষ্টসাধ্যঃ স্বয়ং স্মৃতঃ॥

বাতশ্লেষ্মক্ষয়ে স্বরভেদে, কফ, কণ্ঠশূল, কাস ও বমি, বাতপিত্তক্ষয়ে স্বরভেদ, জ্বর, দাহ, শূল, বমি ও অরুচি, পিত্তশ্লেষ্ম ক্ষয়ে আলস্য, অতিনিদ্রা, অল্পদাহ, জ্বর, ভ্রম এবং রক্তপিত্ত মিশ্রিত বমি এবং সন্নিপাতিক ক্ষয়ে বাত, পিত্ত ও কফ, এই ত্রিদোষের মিলিত লক্ষণগুলি হইয়া থাকে জানিবে।

শঙ্খগর্ভপোট্টলী রসঃ।

শঙ্খনাভী গবাং ক্ষীরৈঃ পেষয়েৎ নিষ্ক ষোড়শম্।
তেন মূষা প্রকর্ত্তব্যা তন্মধ্যে ভস্মসূতকম্॥
নিষ্কার্দ্ধং গন্ধকাস্ত্রীণি চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।
বদ্ধা তদ্বেষ্টয়েদ্বস্ত্রে মৃত্তিকাং লেপয়েদ্বহিঃ॥
শোষ্যং গজপুটে পচ্যাম্মূষয়া সহ চূর্ণয়েৎ।
গুঞ্জৈক মনুপানেন ক্ষয়ং হন্তি মৃগাঙ্কবৎ॥
পোট্টলী শঙ্খগর্ভোঽয়ং যোজয়েদ্বাত-পিত্তজিৎ।

৩২ তোলা শঙ্খনাভি গোদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা একটি মূষা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ১ তোলা পারাভস্ম ও ৩ তোলা গন্ধক পূরিয়া উহা বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক মৃত্তিকাদ্বারা লেপিয়া গজপুটে পাকপূর্ব্বক মূষাটী সমেত চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা ১ রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহা যক্ষ্মা ও কাসাদি রোগ বিনাশ করে।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্রঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্॥
বিদ্রুমং মৃত বৈক্রান্তং তারং তাম্রঞ্চ রঙ্গকম্।
কস্তুরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতিকোষৈলবালুকা॥
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দাং প্রযত্নতঃ।
কন্যানীরে তু সংমর্দ্দা কেশরাজ রসেন চ॥
অজা ক্ষীরেণ সংভাব্য প্রত্যেকং দিবসত্রয়ম্।
চতুর্গুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্॥
অনুপানং প্রদাতব্যং যথা দোষানুসারতঃ।
নানারোগ প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয় সমুত্থিতান্॥
সর্ব্বান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং যথা।

সোণা, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তামা, রাং, কস্তুরী, লবঙ্গ, জৈত্রী ও এলবালুকা, সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতকুমারী, কেশুর্য্যা ও অজাক্ষীর ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ১ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষয় কাসাদি রোগ বিনাশ করে।

চন্দ্রামৃত-রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং সূততুল্যঞ্চ সৈন্ধবম্।
শমীশ্বেতাদল দ্রাবৈর্ম্মর্দ্দিতং গোলকীকৃতম্॥
নাগবল্লীদলৈর্ব্বেষ্ট্যং পাচ্যং পাতালযন্ত্রকে।
দিনান্তে ঊর্দ্ধলগ্নং তৎ গ্রাহ্যং ভক্ষ্যং ত্রিগুঞ্জকম্॥
পর্ণখণ্ডেন সংযুক্তং মাসৈকাদ্রাজযক্ষ্মনুৎ।
রসশ্চন্দ্রামৃতো নাম হ্যনুপানং মৃগাঙ্কবৎ॥

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ ও সৈন্ধব ১ ভাগ, শমী ও শ্বেততুলসী রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া পান দ্বারা বেষ্টন করতঃ পাতালযন্ত্রে ১ দিন পাক করিয়া ৩ রতি মাত্রায়, বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস। ইহা দ্বারা ১ মাসে ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়।

মহামৃগাঙ্করসঃ।

শুদ্ধসূতং স্বর্ণভস্ম জম্বীরৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনম্।
তয়োর্দ্বিগুণিতং তাম্রং ত্রিভিস্তুল্যন্তু গন্ধকম্॥
টঙ্কণং গন্ধকার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ।
মর্দ্দ্যং যাম চতুর্গোলং বস্ত্রে বদ্ধা বিপাচয়েৎ॥
দোলাযন্ত্রে চারনালে যামান্নদ্ধৃত্য শোষয়েৎ।
ততো মৃণ্ময় ভাণ্ডান্তর্ল্লবণঞ্চাঙ্গুলদ্বয়ম্॥
ঊর্দ্ধাধঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা গোলকং বস্ত্রবেষ্টিতম্।
লবণৈঃ পূরয়েদ্ভাণ্ডে রুদ্ধয়িত্বা দিনং পচেৎ॥
চুল্ল্যাং ক্রমাগ্নিনা সিদ্ধোরসো মহামৃগাঙ্ককঃ।
অনেনৈব প্রকারেণ মৃগাঙ্কান্ পাচয়েদ্রসান্॥
রাজরোগ নিবৃত্ত্যর্থং দেয়ং সিতা ঘৃতস্তু তৈঃ।
দশভির্ম্মরিচৈঃ সার্দ্ধং পিপ্পলী মধুনাপি বা॥

১ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ স্বর্ণভস্ম ১ দিন জম্বীর রসে ৪ প্রহর পাক করিয়া ৪ ভাগ তাম্র, ৬ ভাগ গন্ধক ও ৩ ভাগ সোহাগা জম্বীর রসে ৪ প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া বস্ত্রে বান্ধিয়া কাঁজিতে দোলাযন্ত্রে ১ প্রহর জাল দিয়া দুই অঙ্গুলি পুরু লবণ পূর্ণ মৃণ্ময় ভাণ্ডমধ্যে পুরিয়া চুল্লীদ্বারা পাক করিয়া লইবে। অনুপান ১০টী মরিচ, চিনি অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা রাজরোগ নিবারণ করে।

বিভ্রমং শ্লেষ্মদিগ্ধাঙ্গং অতীসারেণ পীড়িতম্।
শূনমুষ্কোদরঞ্চৈব যক্ষ্মিণং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসোঽতিশুষ্কাক্ষঃ কাংস্যপাত্রহতঃ স্বরঃ।
মধুমেহী কৃশোঽমল্পোহীন-বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ঃ॥
ব্রণাঙ্গঃ শুক্রমেহী চ ক্ষয়ী যাতি যমালয়ম্।
অথাস্যাপি প্রকর্ত্তব্যা চিকিৎসা জীবিতাবধি॥

বিভ্রম, কফদ্বারা লিপ্তাঙ্গ, অতীসার এবং মুষ্কে ও উদরে শোথ জন্মিলে যক্ষ্মারোগী অসাধ্য অথবা ঊর্দ্ধশ্বাস, শুষ্ক চক্ষু, ভগ্ন কাঁসার শব্দের ন্যায় স্বর, মধুমেহ, কৃশতা, দুর্ব্বলতা, বল, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়হীনতা, ব্রণাঙ্গতা ও শুক্রমেহ হইলে, ক্ষয়রোগী অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

প্রাণত্রাণরসঃ।

লৌহভস্ম পলৈকন্তু দ্বিপলং ভৃঙ্গজ দ্রবাৎ।
পলৈকং ত্রিফলা ক্বাথং সর্ব্বং সন্তর্য্য খর্পরে।
লোহাংশং মাক্ষিকং শুদ্ধং মর্দ্যং পূর্ব্বোদিত দ্রবৈঃ।
রুদ্ধাত্রিভিঃ পুটে পাচ্যং দ্রবৈর্মর্দ্যং পুনঃ পুনঃ॥
মৃতং সূতং মৃতং নাগং নিষ্কং নিষ্কং বিমিশ্রয়েৎ।
শুদ্ধগন্ধকয়োর্নিষ্কৌ বরাটীনাং চতুষ্টয়ম্॥

একীকৃত্য পুটে পচ্যাৎ পূর্ব্বেণেব বিমিশ্রয়েৎ।
পূর্ব্বোক্তৈশ্চ দ্রবৈর্মর্দ্দ্যাং পুটেনৈকেন পাচয়েৎ॥
চূর্ণয়েন্মরিচৈঃ সপ্ত তুত্থটঙ্কণয়োর্দশ।
মেলয়েচ্চ পৃথক্ নিষ্কান্ প্রাণত্রাণাহ্বয়োরসঃ॥
ভক্ষয়েৎ নিষ্কপাদার্দ্ধমসাধ্যং রাজযক্ষ্মণুৎ।
শোথোদরার্শো গ্রহণী পাণ্ডুগুল্মহরঞ্চ যৎ॥

লৌহভস্ম ১ পল ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ পল, ভৃঙ্গরাজ রস ২ পল ও ত্রিফলার কাথ ১ পল লইয়া তদ্দ্বারা ২ বার ভাবনা দিয়া ৩ বার পুট পাক করিবে। তদনন্তর উহার সহিত পারাভস্ম ২ তোলা, সীসক ২ তোলা, শুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা ও কড়িভস্ম ৮ তোলা চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ ভৃঙ্গরাজের রসে ১ বার ও ত্রিফলার কাথে ১ বার ভাবনা দিয়া ১ বার পুটপাক করতঃ উহার সহিত মরিচ চূর্ণ ১৪ তোলা, তুঁতে ২০ তোলা ও সোহাগা ২০ তোলা মিশ্রণ করিয়া লইবে। ইহা যক্ষ্মা ও কাসাদিরোগ বিনাশ করে।

হেমমৃগাঙ্করসঃ।

মৃতং সূতং মৃতং হেম শুদ্ধগন্ধক টঙ্কণম্।
প্রত্যেকমর্দ্ধনিষ্কং স্যান্মৃত শুল্বং দ্বিনিষ্ককম্॥
শঙ্খ নিষ্কদ্বয়ং চূর্ণং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
পূরয়েৎ পূর্ব্বচূর্ণেন পুটয়েচ্চ মৃগাঙ্কবৎ॥
ততশ্চার্দ্রকনির্য্যাসৈঃ সার্দ্ধং রুদ্ধা পুটে পচেৎ।
আদায় চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং দ্বাত্রিংশন্মরিচৈর্যুতম্॥
চূর্ণাচ্চতুর্গুণং গন্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
পঞ্চমাংশং ঘৃতং লেহ্যমসাধ্যং রাজযক্ষ্মণুৎ॥

শোথোদরার্শ গ্রহণীজ্বর গুল্মাংশ্চ নাশয়েৎ।
রসোহেমমৃগাঙ্কোহয়ং হ্যনুপানং মৃগাঙ্কবৎ ॥

পারা, সোণা, গন্ধক, সোহাগা প্রত্যেকে ১ তোলা, তামা ৪ তোলা শঙ্খ ৪ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মৃগাঙ্ক রসের ন্যায় পুটপাক করিয়া পশ্চাৎ আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ বার পুট পাক করতঃ তৎসহ ৩২টি মরিচচূর্ণ ও সমস্ত চূর্ণের ৪ গুণ গন্ধক মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ উচিত মাত্রার পঞ্চমাংশ ঘৃত সহ সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

কালান্তকোরসঃ।

কুর্য্যাল্লোহময়ী মূষা উর্দ্ধতো দ্বাদশাঙ্গুলা।
মর্দ্দিতং স্বর্ণবারাহী গৃহকন্যারসৈঃ সমম্ ॥
লশুনৈর্যামমাত্রঞ্চ পিণ্ডং কৃত্বা নিবেশয়েৎ।
পূর্ব্বোক্তায়াঞ্চ মূষায়াং সূতপাদঞ্চ গন্ধকম্ ॥
নিগু'ণ্ডীরসসংপিষ্টং মূষায়াং তং বিনিক্ষিপেৎ।
আচ্ছাদ্য লৌহচক্রেণ বক্রযন্ত্রেণ জারয়েৎ।
এবমষ্ট পুটে জীর্ণং সমুদ্ধৃতা বিচূর্ণয়েৎ।
পঞ্চ গুঞ্জামিতং খাদেদনুপানং মৃগাঙ্কবৎ ॥
দেয়ঃ কালান্তকোনাম্না রসোহয়ং রাজযক্ষ্মণুৎ।

স্বর্ণবারাহী ঘৃতকুমারী রসে ও রসুনের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া উহা এবং সিকিভাগ গন্ধক সহ পারদ নিসিন্দারসে পেষণ পূর্ব্বক তাহা ১২ অঙ্গুলি পরিমাণ লৌহমূষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বক্রযন্ত্রে ৮ বার পাক করিয়া লইবে। উহা ৫ রতি মাত্রায় সেবনে যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

উপদ্রব প্রশান্ত্যর্থং পথ্যং বৈ কথ্যতে ক্ষয়ে।
ঘৃতপক্বং প্রদাতব্যো লাবক স্তিত্তিরঃ শশঃ ॥

মরিচৈর্জ্জীরকেণৈব সংস্কৃতং পথ্যমাচরেৎ।
বর্জ্জয়েল্লবণং হিঙ্গু তক্রং দধি বিদাহি যৎ॥
ক্ষীরমাজং দধি বাথ পথ্যবর্গে যথোচিতম্।
বর্জ্জয়েৎ তত্র বর্জ্জ্যঞ্চ রসঞ্চাপি হি গুগ্গুলোঃ।
পিবেদ্বান্তি প্রশান্ত্যর্থং ক্ষীরৈশ্ছিন্নরুহারসম্।
উশীরং তগরং শুণ্ঠীকক্কোলং চন্দনদ্বয়ম্॥
লবঙ্গং পিপ্পলীমূলং কৃষ্ণৈলা নাগকেশরম্।
মুস্তামলক কর্পূরং তুগাক্ষীরঞ্চ পত্রকম্॥
কৃষ্ণাগুরু সমং চূর্ণং সিতা স্যাদষ্টমাংশতঃ।
রক্তবান্তিঞ্চ সন্তাপং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

ঘৃতপক্ক লাবক, তিত্তির ও শশকের মাংস এবং মরিচ ও জীরা দ্বারা সংস্কৃত পথ্য যক্ষারোগীর হিতকারক। লবণ, হিং, তক্র, দধি, বিদাহি দ্রব্য সকল ও গুগ্গুলুরস যক্ষারোগীর অপথ্য বলিয়া জানিবে। গুলঞ্চরস মধু প্রক্ষেপে পান করিলে বমি নিবারিত হয়। বেণা তগর-পাদুকা, শুণ্ঠী, কাকলা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পিপুলমূল, লবঙ্গ, পিপুল, এলাচি, নাগকেশর, মুথা, আমলকী, কর্পূর, বংশলোচন, তেজপত্র ও কৃষ্ণাগুরু প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং চিনি ৮ ভাগ। একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে রক্তবমন দূরীভূত হয়।

রাস্নাদিলৌহম্।

রাস্নাকর্পূর তালীশ ভেকপর্ণী শিলাহ্বয়ৈঃ।
ত্রিক ত্রয় সমাযুক্তে লৌহো যক্ষ্মান্তকোমতঃ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্ত মপি শম্ভোঃ সুদুর্জ্জয়ম্।
হন্তি কাসং স্বরাঘাতং ক্ষয়কাসং ক্ষতক্ষয়ম্॥

বলবর্ণাগ্নিপুষ্টীনাং বর্দ্ধনো দোষনাশনঃ।
ত্রিকত্রয়ং ত্রিকটু ত্রিফলা চিতা মুথা
বিড়ঙ্গ সর্ব্বচূর্ণ সম লোহম্॥

রাস্না, কর্পূর, তালীশপত্র, থানকুনী, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, বিড়ঙ্গ ও মুথা, ইহাদের এক একভাগ চূর্ণ এবং সকলের সমান লৌহ একত্র মিশাইয়া লইবে। ইহাতে যক্ষ্মাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

বিন্ধ্যবাসিযোগ-লৌহং।

ব্যোষ শতাবরী ত্রীণি ফলানি দ্বে ফলে তথা।
সর্ব্বমেহ হরোযোগঃ সোঽয়ং লোহরুজান্বিতঃ॥
এষ বক্ষঃক্ষতং হন্তি কণ্ঠজাং বিবিধাং রুজাম্।
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বাতস্তম্ভাদ্দিতন্তথা॥

সর্ব্বচূর্ণ সমং লৌহম্।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, শতাবরী, কট্ফল, ও জাতীফল প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহচূর্ণ সকলের সমান। এই ঔষধ দ্বারা যক্ষ্মাদি বিনষ্ট হয়।

মধুতাপ্য বিড়ঙ্গাশ্মজতুলোহঘৃতাভয়াঃ।
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যং বা নাহিতাশিনা॥
অত্র মধুঘৃতাভ্যাং লেহঃ।

শ্রেষ্ঠত্বান্ সর্ব্বচূর্ণ সমং লৌহম্।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী এবং সকলের সমান লৌহ, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

শিলাজত্বাদি লৌহং।

শিলাজতু ক্ষৌদ্রবিড়ঙ্গ সর্পির্লৌহোভিষক্ সূতকতাপ্যভক্ষঃ॥
আপূর্য্যতে দুর্ব্বল দেহধাতু স্ত্রিপক্ষরাত্রেণ যথা শশাঙ্কঃ।

শিলাজতু, বিড়ঙ্গ পারদ ও স্বর্ণমাক্ষিক, সমভাগ মধু ও ঘৃতসহ সেবনে যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

মহাভ্রবটিকা।

অভ্রকং পুটিতং তাম্রং লোহং গন্ধক পারদম্।
কুলটা টঙ্কণ ক্ষারং ত্রিফলা চ পলং পলং॥
গরলঞ্চ তথামাষ চতুষ্কং চৈব চূর্ণিতম্।
দৃঢ়পাষাণ পাত্রে চ ভূয়োভূয়ঃ সুচূর্ণিতম্॥
তৎসর্ব্বং ভাবয়েদেষাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ।
দেবরাজাশনাখ্যস্য কেশরাজাখ্যকস্য চ।
সোমরাজস্য ভৃঙ্গাখ্যরাজস্য ত্রিফলস্য চ॥
পারিভদ্রাগ্নিমন্থস্য বৃদ্ধদারক তুম্বুরৌ।
মণ্ডূকপর্ণী নির্গুণ্ডী পূতিকোম্মত্তকস্য চ॥
গ্রীষ্মসুন্দরকন্যাটরুষকস্য ক্রমেণ তু।
রসশ্চ তাম্রপর্ণ্যাশ্চ দলোথৈর্ভাবিতং ভিষক্॥
দ্রবে কিঞ্চিৎ স্থিতং চূর্ণং মরিচস্য পলং ক্ষিপেৎ।
ততশ্চৈব বটীং কুর্য্যাচ্চতু স্ত্রীণ্যেকরক্তিকা॥
জ্বরে চৈবাতীসারে চ কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে জ্বরে।
সন্নিপাতজ্বরে চৈব বিবিধে বিষমজ্বরে॥
ক্ষয়রোগেষু সর্ব্বেষু ক্ষীণশুক্রেষু যক্ষ্মণি।
গ্রহণ্যাং চিরজাতায়াং সূতিকায়াং বিশেষতঃ॥
শোথে শূলে তথাসাধ্যে স্থবিরে চামমারুতে।
মন্দানলেঽবলেচৈব সকলে শ্লেষ্মজে গদে॥
পীনসেঽপীনসে চৈব পক্কেঽপক্কে চ শস্যতে।
বাতশ্লেষ্মণি বাতে চ বিবিধে দ্বন্দ্বজে তথা॥

আমদোষাবৃতে পিত্তে শস্তং বলাবৃতেঽপিবা।
অষ্টধৈবোদরেচৈব কোষ্ঠরোগে প্রশস্যতে ॥
অজীর্ণে কর্ণরোগেচ কৃশস্থৌল্যেঽপি দেহিনি।
অয়ং সর্ব্বগদচ্ছেদী রসোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
রসায়নবরশ্রেষ্ঠং বাজীকরণ মুত্তমম্।
বৃষ্যং মধুর মাহারং প্রয়োগে পরিকল্পয়েৎ ॥
মহাভ্রকমিদং ব্রহ্ম কমনীয়কমীরিতম্।
য ইহ সকলকালং কল্পকামঃ করোতি।
সর্ষপ পরিমাণৈ র্নিত্যমভ্যাসযোগৈঃ ॥
স খলু বিগতরোগে ভোগমুক্তোঽগ্নিযুক্তো।
ভবতি পলিতহীনঃ সপ্তকল্পান্তজীবী ॥

অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনছাল, সোহাগা, ত্রিফলা, প্রত্যেক ১ পল, গরল ৪ মাষা। সিদ্ধি, কেসূর্য্যা, সোমরাজী, ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা, পালদামাদার, গনিয়ারী বিস্তাড়ক; ধনে, থানকুনী, নিসিন্দা, করঞ্জা, ধুতুরা, গিমা, ঘৃতকুমারী, বাসক ও মঞ্জিষ্ঠা, ইহাদের প্রত্যেক দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ১ পল মরিচচূর্ণ মিশ্রণ পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় বটী করিবে। ইহা যক্ষ্মা কাস, রক্তপিত্তাদি নানারোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনাম্বুনখং বাপ্যং যষ্টিশৈলেয় পদ্মকম্।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু চব্যেলাপূতিকেশরম্ ॥
পত্রং তৈলমুরামাংসী কক্কোলং বনিতাম্বুদম্।
হরিদ্রে শারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরুকুঙ্কুমম্ ॥

ত্বগ্ রেণু নলিকাচৈভিস্তৈলং মস্তুচতুর্গুণম্।
লাক্ষারসসমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণকৃৎ॥
অপস্মারজ্বরোন্মাদে হৃত্যাঽলক্ষ্মীবিনাশনম্।
আয়ুঃপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্॥

তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ /৪ সের, দধির মাত।৩ সের এবং কল্কার্থ রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, চই, এলাচি, গন্ধতৃণ, নাগকেশর, তেজপত্র, শিলারস, মুরামাংসী, কাকলা, মুথা, প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা কটুকী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুচিনি, রেণুকা ও নালুকা, সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই তৈল মর্দ্দন দ্বারা যক্ষ্মা ও কাসাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

মহচ্চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনাগুরু তালীশনখ মঞ্জিষ্ঠ-পদ্মকাঃ।
মুস্তকঞ্চ শটী লাক্ষা হরিদ্রে রক্তচন্দনম্॥
এষাং প্রতিপলৈশ্চূর্ণৈস্তৈলার্দ্ধপাত্রকং পচেৎ।
ভার্গীবাস কণ্টকারী বাট্যালক গুড়ুচিকা॥
এষাং পলশত ক্কাথে সমভাগে জড়ীকৃতে।
পক্ত্বা তৈলং প্রদাতব্যং যক্ষ্মারোগ বিনাশনম্॥
কাসঘ্নং জ্বরদোষঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
পাপাঽলক্ষ্মী প্রশমনং গ্রহদোষ নিবারণম্॥
শ্রীমদগহন নাথেন নির্ম্মিতং বিম্বসম্পদি।

ইতি রাজযক্ষ্মাক্ষতক্ষীণাধ্যায়ঃ।

তিৎলাউ /৮ সের, ক্কাথার্থ বামনহাটী, বাসক, কণ্টকারী, বেড়েলা ও গুলঞ্চ সমভাগে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের এবং

রক্তচন্দন, অগুরু, তালীশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, শঠী, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ১ পল। এই তৈল মর্দ্দন দ্বারা যক্ষ্মা কাসাদি বিনষ্ট হয়।

ইতি রাজযক্ষ্মাক্ষতক্ষীণাধিকার সমাপ্ত।

অথ কাসচিকিৎসামাহ।

কাসাৎ শ্বাসাৎ ক্ষয় চ্ছর্দ্দি স্বরভেদাদয়ো গদাঃ।
ভবন্ত্যপেক্ষয়া যস্মাৎ তস্মাত্তং ত্বরয়া জয়েৎ॥
কেবলানিলজং কাসং স্নেহৈর্ব্বা সমুপাচরেৎ।
লেহৈ র্ধূমৈ স্তথাভ্যঙ্গৈঃ স্নেহ সেকাবগাহনৈঃ॥
বস্তিভিরূর্দ্ধ বিড়্ঘাতং সপিত্তং চোর্দ্ধভক্তিকৈঃ।
ঘৃতৈঃ ক্ষীরৈশ্চ সকলং জয়েৎ স্নেহ-বিরেচনম্॥
বাস্তকো বায়সী শাকং মূলকং মুনিষণ্ণকম্।
স্নেহাস্তৈলাদয়ো ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরস-গৌরিকাঃ॥
দধ্যারনালাম্লফলং প্রসন্নাপানমেবচ।
শস্যতে বাতকাসেষু স্বাদ্বম্ললবণানি চ॥
গ্রাম্যানূপোদকৈঃ শালি যব গোধূম ষষ্টিকান্।
রসৈর্ম্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্ব্বা ভোজয়েদ্ধিতান্।
কণ্টকারী রসে সর্পির্মুর্ধো যূষঃ সুসংস্কৃতঃ।
সগৌরামলকঃ সাম্লঃ পঞ্চ কাসান্ ব্যপোহতি॥
সগৌরামলকঃ পরিণতাম্লকঃ।
পঞ্চমূলীকৃতঃ কাথঃ পিপ্পলীচূর্ণ সংযুতঃ।
রসার্থমশ্নতো নিত্যং বাতকাস মুদস্যতি॥

পঞ্চমূলী স্বল্পা।

শটী শৃঙ্গীকণা ভার্গী গুড়বারিদ যাসকৈঃ।
সতৈলৈর্ব্বাতকাসঘ্নো লেহোঽয়মপরাজিতঃ॥

গুড়তৈলাভ্যাং লেহঃ।

চূর্ণিতা বিশ্ব দুঃস্পর্শা শটী দ্রাক্ষা সিতোপলা।
লিহ্যাৎ কক্কটশৃঙ্গঞ্চ কাসে তৈলেন বাতজে।
ভার্গী দ্রাক্ষা শটী শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজৈঃ।
গুড়তৈলযুতো লেহো হিতোমারুতকাসিনাম্॥

কাস ও শ্বাস রোগকে উপেক্ষা করিলে ক্ষয়, বমি, স্বরভেদাদি রোগ উৎপন্ন হয়, একারণ কাস ও শ্বাস রোগকে উৎপন্ন মাত্রই বিনাশ করিবে। কেবল বাতজকাস রোগকে স্নেহ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অবলেহ যূষ অভ্যঙ্গ, স্নেহ, সেক অবগাহন, বস্তি ও উর্দ্ধভক্তিক দ্বারা মলবদ্ধ পিত্তজ কাসকে এবং ঘৃত ক্ষীর ও স্নেহ বিরেচন দ্বারা সকল-প্রকার কাস রোগকে চিকিৎসা করিবে। বেতো শাক, কাকমাচীশাক, মুলা, সুষীণিশাক, তৈলাদি স্নেহ, ইক্ষুরস ও গুড়দ্বারা বিকৃত ভক্ষ্যদ্রব্য, দধি, কাঁজি, অম্লফল, প্রসন্না, স্বাদু, অম্ল ও লবণ দ্রব্য, এই সকল বাতকাসে প্রশস্ত জানিবে। গ্রাম্যমাংস, আনূপমাংস, ঔদকমাংস শালি, যব, গোধূম, যষ্টিক, মাষকলায় ও আলকুশীর যূষ দ্বারা অন্ন প্রদান করিবে। কণ্টকারীর রস ও ঘৃত দ্বারা সংস্কৃত শালিধান্য ও আমলকীর রস অম্লরসাক্ত করিয়া পান করিলে বাতজ কাস বিনষ্ট হয়। পঞ্চ-মূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণসহ, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, বামনহাটী, মুথা ও দুরালভা ইহাদের চূর্ণ গুড় ও তৈল দ্বারা প্রস্তুত অবলেহ, শুণ্ঠী, গোক্ষুর, শঠী, দ্রাক্ষা, চিনি ও কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও শুণ্ঠী ইহাদের চূর্ণ গুড় ও তৈল দ্বারা অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতজ কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

পিত্তকাসে তনুকফে বমনং সর্পিষা হিতম্।
তথা মদন কাশ্মর্য্য মধুক ক্বাথজৈর্দ্রবৈঃ॥
যষ্ট্যাহ্ব ফল কল্কৈর্ব্বা বিদারীক্ষুরসৈর্যুতৈঃ।
সর্পিষা বমনদ্রব্যযুক্তেন।
দ্রাক্ষামলক খর্জ্জুর পিপ্পলী মরিচান্বিতম্।
পিত্তকাসহরং হ্যেতল্লিহ্যাৎ মাক্ষিক সর্পিষা॥
খর্জ্জূর পিপ্পলী দ্রাক্ষা সিতালাজা সমাংশিকাঃ।
মধুসর্পির্যুতো লেহঃ পিত্তকাসহরঃ পরঃ॥

অল্প কফযুক্ত পৈত্তিক- কাসে মদনফল, গাম্ভারীফল, মৌলফল, ইহাদের ক্বাথ ভূঁইকুমড়া ও ইক্ষুরসযুক্ত যষ্টিমধুফল-কল্ক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বমন প্রয়োগ করিবে। দ্রাক্ষা, আমলকী, খেজুর, পিপুল ও মরিচচূর্ণ মধু ও ঘৃত দ্বারা অবলেহ করিয়া অথবা পিণ্ডখেজুর, পিপুল, দ্রাক্ষা, চিনি ও খৈ এই সকল মধু ও ঘৃত দ্বারা অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজকাস বিনষ্ট হয়।

বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কফকাসিনম্।
যবান্নৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ॥
পিপ্পলী ক্ষারকৈর্যূষৈঃ কৌলত্থৈর্মূলকস্য চ।
লঘূন্যন্নানি ভুঞ্জীত রসৈর্ব্বা কটুকান্বিতৈঃ॥
কট্ফলং পৌষ্করং ভার্গী বিশ্ব পিপ্পলী সাধিতম্।
পিবেৎ ক্বাথং কফোদ্রেকে কাসে শ্বাসে গলগ্রহে॥
স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্।
পায়য়েৎ শ্বাস কাসঘ্নং প্রতিশ্যায় কফাপহম্।
পার্শ্বশূলে জ্বরে কাসে শ্বাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে।
পিপ্পলীচূর্ণ সংযুক্তং দশমূলী জলং পিবেৎ॥

তৈলযুক্তঞ্চ পিপ্পল্যাঃ কল্কার্থং সসিতোৎপলম্।
পিবেদ্বা কফ কাসঘ্নং কুলত্থ সলিলাপ্লুতম্।

বিরেচন দ্বারা শোধিত বলবান কফকাসীকে বমন, যবান্ন, কটু, উষ্ণ, রূক্ষ ও কফঘ্ন ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। পিপুল, কচিফল, কুলথযুষ, মূলার যূষ, লঘুঅন্ন এবং মরিচ সংযুক্ত মাংস রস কফকাসে হিতকারী। কট্‌ফল, পুষ্করমুল, বামনহাটী, শুণ্ঠী ও পিপুল, ইহাদের কাথ, আদার রস মধু প্রক্ষেপে; দশমূলের কাথ পিপুলচূর্ণসহ; পিপুল চিনির সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক তৈলসহ বাটিয়া অথবা কুলথকলায়ের ক্বাথ সহ সেবন করিলে কফজ কাস, গলগ্রহ শ্বাসাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কট্‌ফলাদিঃ।

কট্‌ফলং চ তথা ভার্গী মুস্তং ধান্যং বচাভয়া।
শৃঙ্গী পর্পটকং শুণ্ঠী সুরাহ্বঞ্চ জলে শৃতম্॥
মধু হিঙ্গুযুতং পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে।
কণ্ঠরোগে মুখে শূলে শ্বাস হিক্কা জ্বরেষু চ॥

কটফল, বামনহাটী, মুথা, ধনে, বচ, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেৎপাপড়া, শুণ্ঠী ও দেবদারু, ইহাদের কাথ মধু ও হিং প্রক্ষেপে সেবন করিলে কাস ও শ্বাসাদি বিনষ্ট হয়।

কণ্টকারী কৃতঃ কাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা।
তিন্তীড়িপত্রজঃ কাথো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ॥
দুষ্টকাসং জয়েদাশু ঘনবৃন্দমিবানিলঃ।
বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎ পরিবেষ্টিতম্॥
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্য বিধারিতম্।
বাসকঃ স্বরসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা॥

পিত্তশ্লেষ্ম কৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ।
কাসে চ ক্ষতজে চান্যৈ র্জীবনীয়ৈশ্চ বৃংহণৈঃ॥
শমনং পিত্তকাসোক্তৈরন্যৈশ্চ মধুরৌষধৈঃ।
বাতানুবন্ধে বাতঘ্নৈ স্তেন স্বাভ্যঞ্জনে হিতম্॥
মঞ্জিষ্ঠাঞ্জন মূর্ব্বাগ্নি পাঠা কৃষ্ণা নিশাযুতঃ।
ক্ষত ক্ষয়জ কাসঘ্নং লীঢ়শ্চ মধুনা সহ॥
মধুকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা লাক্ষা শৃঙ্গী শতাবরী।
দ্বিগুণা চ তুগাক্ষীরী সিতা সর্ব্বৈশ্চতুর্গুণা॥
লিহ্যাত্তং মধুসর্পিভ্যাং ক্ষতকাসনিবৃত্তয়ে।
পিপ্পলী পদ্মকং লাক্ষা সুপক্কং বৃহতীফলম্॥
ঘৃতক্ষৌদ্রযুতো লেপঃ ক্ষয়-কাসনিবর্হণঃ।
সন্নিপাতভবোহ্যেষ ক্ষয়কাসঃ সুদারুণঃ॥
সন্নিপাতহিতং তস্মাৎ কার্য্যমত্র চিকিৎসিতম্।
কুনটী সৈন্ধব ব্যোষ বিড়ঙ্গাময় হিঙ্গুভিঃ॥
লেহঃ সাজ্যমধুঃ কাস-শ্বাস-হিক্কা নিবর্হণঃ।
বচা হরিদ্রা সিক্থ বিভীতক কণারজঃ॥
পুটে বদ্ধা মুখে ক্ষিপ্তং কাসশ্বাসাপহং নিশি॥

কণ্টকারীর কাথ পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপে অথবা তেঁতুলের পাতার কাথ হিং ও সৈন্ধব প্রক্ষেপে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে। বয়ড়া ঘৃতাক্ত করিয়া গোময় দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া মুখে ধারণ করিলে কাস বিনষ্ট হয়। বাসকের রস মধু প্রক্ষেপে পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মকাস ও রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়। জীবনীয়দশক ও অন্যান্য পুষ্টিকর এবং পিত্তকাসোক্ত মধুর ঔষধ দ্রব্য দ্বারা ক্ষতজ কাস এবং বাতঘ্ন ঔষধ ও অভ্যঞ্জন দ্বারা

বাতানুবন্ধ কাস বিনষ্ট হয়। মঞ্জিষ্ঠা, রসাঞ্জন, সূচমুখী, চিতা, আকনাদী, পিপুল ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণসহ এবং যষ্টিমধু পিপুল, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাকড়াশৃঙ্গী ও শতাবরী প্রত্যেকে ১ ভাগ, বংশলোচন ১২ ভাগ এবং চিনি ৭২ ভাগ ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতসহ লেহন করিলে ক্ষতকাস নিবারিত হয়। পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, লাক্ষা ও পক্ব বৃহতীফল, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুসহ লেহনে ক্ষয়কাস নিবারিত হয়। ক্ষয়কাস সান্নিপাতিক সুতরাং সন্নিপাতনাশক ক্রিয়াই ক্ষয়কাসে প্রয়োগ করিবে। মনঃশিলা, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড় ও হিং, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতসহ সেবন করিলে অথবা রাত্রিতে বচ, হরিদ্রা, সৈন্ধব, বয়ড়া ও পিপুলচূর্ণ একত্র মুখে ধারণ করিলে কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয়।

মরিচাদ্যং চূর্ণম্।

কর্ষঃ কর্ষার্দ্ধমথোপলং পলদ্বয়ং তথার্দ্ধকর্ষশ্চ।
মরিচস্য চ পিপ্পলীনাং দাড়িম্ব গুড় যাবশূকানাম্।
সর্ব্বৌষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ বৈদ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
অপি পূয়ং ছর্দ্দয়তাং তেষামিদমৌষধং পথ্যম্।

মরিচ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, দাড়িমছাল ৮ তোলা, গুড় ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ২ তোলা ইহাদের চূর্ণ সেবনদ্বারা পূয বমনকারী অসাধ্য যক্ষ্মারোগও বিনষ্ট হয়।

সমশর্করচূর্ণম্।

লবঙ্গ জাতীফল পিপ্পলীনাং ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষ সমানমীষাম্।
পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দদ্যাৎ পলানি চত্বারি মহৌষধস্য॥
সিতাসমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য রোগানিমানাশু বলাৎ নিহন্যাৎ।
কাসজ্বরারোচক মেহ গুল্মান্ শ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীপ্রদোষান্॥

লবঙ্গ, জাতীফল, পিপুল প্রত্যেকে ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা এবং সকলের সমান চিনি। এই সমশর্করচূর্ণ সেবনে কাস, অরুচি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

হরীতক্যাদিমোদকঃ।

হরীতকী কণা শুণ্ঠী মরিচং গুড়সংযুতম্।
কাসঘ্নো মোদকঃ প্রোক্ত স্তৃষ্ণারোচকনাশনঃ॥

হরীতকী, পিপুল, শুণ্ঠী ও মরিচ, প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গুড় ৮ ভাগ। এই মোদক কাসাদি নাশক।

হরীতক্যাদি গুড়িকা।

হরীতকী নাগর মুস্তচূর্ণং গুড়েন তুল্যং গুড়িকা বিধেয়া।
নিবারয়ত্যাস্যবিধারিতেয়ং শ্বাসং প্রবৃদ্ধং প্রবলঞ্চ কাসম্।

হরীতকী, শুণ্ঠী ও মুথাচূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গুড় ৩ ভাগ। এই মোদক মুখে রাখিলেও কাস বিনাশ করে।

ব্যোষাস্তিকা গুড়িকা।

তালীশ বহ্নি দীপ্যক চবিকাম্লবেতসব্যোষৈঃ।
তুল্যৈ স্ত্রিসুগন্ধিযুতৈর্গুড়েন গুড়িকা প্রকর্ত্তব্যা॥
কাসশ্বাসারোচকপীনসকৃৎ কণ্ঠ বাঙ্নিরোধেষু।
গ্রহণী গুদভবেষু গুড়িকা ব্যোযাস্তিকা নাম॥
সর্ব্বচূর্ণস্য চতুর্থাংশং ত্রিসুগন্ধি চূর্ণম্।

তালীশপত্র, চিতা, যমানী, চই, অম্লবেতস ও ত্রিকটু প্রত্যেকে ১ ভাগ, ত্রিসুগন্ধি উহাদের সমান এবং সমস্তের দ্বিগুণ গুড়। এই মোদক সেবনে কাসাদি নষ্ট হয়।

রম্যমাণস্তু কাসেন মুখশ্বাসেষু শংস্যতে।
ক্ষয়থুদ্গারকাসেষু ধূমপানং প্রযোজয়েৎ॥

মনঃশিলাল মধুকং মাংসী মুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ।
ধূমং ত্র্যহঞ্চ তস্যান্ন সগুড়ঞ্চ পয়ঃ পিবেৎ॥
এষ কাসান্ পৃথক্ দ্বন্দ্ব সর্ব্বদোষসমুদ্ভবান্।
শতৈরপি প্রয়োগাণাং সাধয়েদপ্রসাধিতান্॥

ইঙ্গুদী পুত্রঞ্জীবফলম্।

মনঃশিলা লিপ্তদলং বদর্য্যা উপশোষিতম্।
সক্ষীর ধূমপানাচ্চ মহাকাসনিবারণম্।

ক্ষীরমনুপানম্।

অর্কচ্ছদশিলে তুল্যে ততোঽর্দ্ধেন কটুত্রিকম্।
চূর্ণিতং বহ্নিনিক্ষিপ্তং পিবেদ্ধূমঞ্চ যোগবিৎ॥
ভক্ষয়েদথ তাম্বূলং পিবেৎ দুগ্ধমথাম্বু বা।
কাসাঃ পঞ্চবিধা যান্তি নাশমাশু ন সংশয়ঃ॥
মরিচ শিলার্ক ক্ষীরৈরর্কত্বচমাশুভাবিতাং শুষ্কাম্॥
কৃত্বা বিধিনা ধূমং পিবতঃ কাসাঃ শমং যান্তি॥

মুখশ্বাস, হাঁচি, উদ্গার ও কাসরোগে ধূমপান হিতকর। মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুথা ও জিয়াপুতা, ৩ দিন ইহাদের ধূমপান করিয়া গুড় ও দুধ সহ অন্ন ভোজন করিলে সর্ব্ববিধ শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। মনঃশিলা দ্বারা কুলের পাতা লেপিয়া তদ্দ্বারা ধূমপান পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিলে অথবা আকন্দপাতা ও মনছাল সমভাগে এবং উহার অর্দ্ধেক ত্রিকটুচূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা ধূম পান করিয়া পশ্চাৎ তাম্বূল ও দুগ্ধ বা জল পান করিলে কিম্বা মরিচ, মনছাল ও আকন্দ আঠাদ্বারা ভাবিত আকন্দ পাতার ধূম গ্রহণ করিলে কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূল ঘৃতম্।

দশমূলাঢ়কৈঃ প্রস্থং ঘৃতস্যাক্ষসমৈঃ পচেৎ।
পুষ্করাহ্বশটী বিল্বসুরসাব্যোষহিঙ্গুভিঃ॥
পয়োঽনুপানং তৎপেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে।
শ্বাসরোগেষু সর্ব্বেষু হিক্কায়াঞ্চ প্রশস্যতে॥
বিল্বস্য মূলম্।

ঘৃত /৪ সের, দশমূলীর কাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ পুষ্করমূল, শটী, বেলমূল, তুলসী, ত্রিকটু ও হিং। এই ঘৃত দুগ্ধ অনুপানে সেবনে বাতশ্লৈষ্মিক কাস, শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়।

কালান্তকো রসঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং ব্যোষং টঙ্কণং গন্ধকং সমম্।
জম্বীররসসংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্যামমাত্রকম্॥
কাসং শ্বাসমতীসারং গ্রহণীসান্নিপাতিকম্।
অপস্মারাময়ং মেহমজীর্ণং চাগ্নিমান্দ্যতাম্॥
গুঞ্জামাত্র প্রদানেন সর্ব্বং নাশয় তৎক্ষণাৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, ত্রিকটু, সোহাগা ও গন্ধক, জম্বীর রসে ১ প্রহর মর্দ্দন। মাত্রা ১ রতি। ইহা দ্বারা কাসাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রামৃতরসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্য ধান্যজীরক সৈন্ধবাঃ।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধেন গোলয়েৎ॥
রসগন্ধক লোহানি প্রত্যেকং কার্ষিকং ক্ষিপেৎ।
টঙ্কণস্য পলং দত্ত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধতঃ॥
নবগুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বামৃতেশ্বরীম্॥

একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসপ্লুতম্ ।
নীলোৎপল রসেনাপি কুলথস্য রসেন বা ॥
ছাগীদুগ্ধেন মণ্ডেন কৈরবস্য রসেন বা ।
নিহন্তি বিবিধং কাসং বাতপিত্ত সমুদ্ভবম্ ॥
বাতশ্লেষ্মোত্থিতং দুষ্টং পিত্তশ্লেষ্মভবং চিরম্ ।
বাতিকং পৈত্তিকং বাপি গরদোষসমন্বিতম্ ॥
সরক্তমথ নীরক্তং জ্বরশ্বাস সমন্বিতম্ ।
তৃড়্দাহ ভ্রমশূলঘ্নীরুচ্যা বহ্নি প্রদায়িনী ॥
বলবর্ণকরী বৃষ্যা প্লীহগুল্মোদরাপহা ।
আনাহ ক্রিমি পাণ্ডুঘ্নী জীর্ণজ্বরবিনাশিনী ॥
ইয়ঞ্চন্দ্রামৃতানাম চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতা ।
বাসা গুড়ূচিকা ভার্গী মুস্তকং কণ্টকারিকা ॥
ভোজনান্তে প্রকর্ত্তব্যং বটিকাং বীর্য্যবর্দ্ধনম্ ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ধনে, জীরা, সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ তোলা, পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেকে ২ তোলা, সোহাগা ৮ তোলা এবং মরিচ ৪ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৯ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান রক্তোৎপল; রস, নীলোৎপল রস, কুলথরস, ছাগীদুগ্ধ, মণ্ড, শ্বেতোৎপলের রস। বাসক, গুলঞ্চ, বামনহাটী, মুথা ও কণ্টকারী, ইহাদের বড়ী ভোজনান্তে সেবনীয়। ইহাতে কাস, যক্ষ্মাদি নানারোগ উপশমিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররসঃ ।

রসগন্ধকতুল্যাংশৌ দ্বৌভাগৌ টঙ্কণস্য চ ।
মুক্তিকং বিদ্রুমং শঙ্খং মারণীয়ঃ সমাংশতঃ ॥

হেম ভস্মার্দ্ধ ভাগঞ্চ সর্ব্বং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ।
নিম্বুদ্রবস্য যোগেন পিণ্ডিকাং কারয়েৎ ভিষক্ ॥
পশ্চাদ্গজপুটং দত্বাৎ শীতলঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।
হেমভস্ম সমং তীক্ষ্নং তীক্ষ্নার্দ্ধ দরদো মতঃ ॥
একীকৃত্য সমস্তানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীতঃ রসস্য দিবসে শুভে ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো হ্যেষ রোগরাজনিকৃন্তনঃ।
বাতপিত্তজ্বরে ঘোরে সন্নিপাতে সুদারুণে ॥
অর্শসংগ্রহণী রোগে মেহে গুল্মে ভগন্দরে।
নিহন্তি বাতজান্ রোগান্ শ্লৈষ্মিকাংশ্চ বিশেষতঃ ॥
পিপ্পলীচূর্ণ সংযুক্তং ঘৃতযুক্তমথাপি চ।
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন সিতয়া চার্দ্রকেণ বা ॥
গুড়ূচী সত্বসহিতং প্রমেহেঽপি বিশেষতঃ।
রসরত্নাকর-প্রোক্তঃ সিদ্ধযোগ রসোত্তমঃ ॥
রাজিকাতৈল হিঙ্গ্বম্ল লবণাঢ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, মুক্তা, প্রবাল ও শঙ্খ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং স্বর্ণভস্ম অর্দ্ধভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র কাগজীনেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করতঃ গজপুটে পাক করিয়া তৎসহ অর্দ্ধভাগ তীক্ষ্নলৌহ এবং সিকিভাগ হিঙ্গুল মিশ্রণ পূর্ব্বক যথা-মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পিপুলচূর্ণ, ঘৃত, পান, চিনি, আদা ও গুলঞ্চ পালো ইহা দ্বারা কাস, যক্ষ্মা, মেহাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে রাইসরিষার তৈল, হিং টক্ ও লবণ ভক্ষণ নিষেধ।

বৃহৎ কণ্টকারী ঘৃতম্।

সমূলপত্রশাখায়াঃ কণ্টকার্য্যা রসাঢ়কে।
ঘৃতপ্রস্থং বলা ব্যোষ বিড়ঙ্গ শটিচিত্রকৈঃ॥
সৌবর্চ্চল যবক্ষার বিল্বামলক-পুষ্করৈঃ।
বৃশ্চীর বৃহতী পথ্যা যমানী দাড়িমস্তথা॥
দ্রাক্ষা পুনর্ণবা চব্যা দুরালভাম্লবেতসৈঃ।
শৃঙ্গী ত্বামলকী ভার্গীরাস্না গোক্ষুরকৈঃ পচেৎ॥
কল্কৈস্তৎ সর্ব্বকাসেষু হিক্কা শ্বাসে চ শস্যতে।
কণ্টকারী ঘৃতং সিদ্ধং কফব্যাধি বিনাশনম্।

গব্যঘৃত ⁄৪ সের, কণ্টকারীর রস ।৬ সের এবং কল্কার্থ বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শটী, চিতা, সচললবণ যবক্ষার, বেল, আমলকী, পুষ্করমূল, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, দ্রাক্ষা, পুনর্ণবা, চই, দুরালভা, অম্লবেতস, কাকড়াশৃঙ্গী, ভূম্যামলকী, বামনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর, সমভাগে সমস্তে ।১ সের। এই ঔষধ কফরোগ ও কাসাদি নাশক।

ব্যাঘ্রী হরীতকী।

সমূলপুষ্পচ্ছদ কণ্টকার্য্যাস্তুলাং জলদ্রোণপরিপ্লুতাঞ্চ।
হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদথার্দ্রপক্কা চরণাবশেষম্॥
গুড়স্য দত্ত্বা শতমেব চাগ্নৌ বিপক্কমুত্তার্য্য ততঃ সুশীতে।
কটুত্রিকঞ্চ দ্বিপলপ্রমাণং পলানি ষট্পুষ্পরসস্য তত্র॥
ক্ষিপেচ্চতুর্জ্জাতপলং যথাগ্নি প্রযুজ্যমানো বিধিনাবলেহঃ।
বাতাত্মকং পিত্তকফোত্তবঞ্চ দ্বিদোষকাসানপি যৎ ত্রিদোষম্॥
যক্ষ্মাণমেকাদশমুগ্ররূপং ভৃগুপ্রদিষ্টং হি রসায়নং স্যাৎ॥

মূল, পুষ্প ও পত্রসংযুক্ত কণ্টকারী ১২॥০ সের ও হরীতকী ১০০, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, এই কাথ ও হরীতকী এবং গুড় ১২॥০

সের, পাকান্তে ত্রিকটু চূর্ণ ১৬ তোলা, মধু ৪৮ তোলা এবং চাতুর্জাতকচূর্ণ ৮ তোলা মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ কাস ও যক্ষাদি নাশক।

অগস্ত্যহরীতকী।

দশমূলং স্বয়ং গুপ্তাং শঙ্খপুষ্পাং শটীং বলাম্।
হস্তি পিপ্পল্যপামার্গপিপ্পলীমূলচিত্রকান্॥
ভার্গীপুষ্করমূলঞ্চ দ্বিপলাংশং যবাঢ়কম্।
হরীতকী শতঞ্চৈকং জলপঞ্চাঢ়কে পচেৎ॥
যবৈঃ স্বিন্নৈঃ কষায়ন্তং প্লুতং তচ্চাভয়াশতম্।
পচেদ্ গুড়তুলাং দত্ত্বা কুড়বঞ্চ পৃথক্ ঘৃতাৎ॥
তৈলাৎ সপিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধশীতে চ মাক্ষিকাৎ॥
লেহ্যা দ্বে চাভয়ে নিত্যমতঃ খাদেদ্রসায়নাৎ॥
তদ্বলীপলিতং হন্যাদ্বর্ণাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাং সবিষমজ্বরম্॥
হন্যাত্তথা গ্রহণ্যর্শো হৃদ্রোগারুচি পীনসান্।
অগস্ত্য বিহিতং ধন্যমিদং শ্রেষ্ঠং রসায়নম্॥
যব হরীতক্যোঃ শ্লক্ষ্ণ পোট্টলীং বদ্ধা নিক্ষিপেৎ।
পশ্চাৎ স্বিন্নহরীতকীং ঘৃত তৈলাভ্যাং ভর্জ্জয়েদিতি।
রসরত্নাকরোক্তং যথা—

দশমূল, আলকুশী, চোরপুষ্পী, শঠী, বেড়েলা, গজপিপুল, আপাং, পিপুলমূল, চিতা, বামনহাটী ও পুষ্করমূল প্রত্যেকে ১৬ তোলা, যব /৮ এবং হরীতকী ১০০ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই কাথ ও /২ সের ঘৃত তৈলে ভর্জ্জিত হরীতকী এবং ১২॥০ সের গুড় একত্র পাক করিয়া লইবে। এবং পাকান্তে /॥০ সের পিপুলচূর্ণ এবং /১ সের মধু মিশাইয়া

লইবে। এই পাক করা হরীতকী প্রত্যহ ২টী করিয়া সেবন করিলে কাস ও শ্বাসাদি নিবারিত হয়।

বাতাৎ হৃচ্ছঙ্খয়োঃ শূলং মূর্দ্ধ্নি পার্শ্বোদরেঽপি চ।
ক্ষামাননং বলং ক্ষীণং ভিন্নকাংস্যস্বরস্তথা।

ইতি বাতকাসে।

হৃদয়শূল, শঙ্খশূল, শিরোবেদনা, পার্শ্বশূল, পেটবেদনা, মুখাক্ষীণতা, বলহীনতা এবং ভগ্ন কাংস্যশব্দের ন্যায় স্বর হইলে বাতজকাস বলা যায়।

রুদ্রপর্পটী।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং দ্রবৈঃ পুনঃ পুনঃ পচেৎ।
বাতারি চার্দ্রকং ভৃঙ্গী কাকমাচ্যদ্রিকর্ণিকা॥
দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পাচয়েৎ পর্পটী যথা।
দ্বয়োঃ পাদং মৃতং তাম্রং পিষ্ট্বা মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
রক্তবর্ণং ভবেত্তাবত্তাবদ্দার্ব্ব্যা প্রচালয়েৎ।
প্রক্ষিপেৎ কদলীপত্রেঽথবা স্নিগ্ধপুটে পুনঃ॥
অব্দাষ্ঠ তেন যোগেন ততশ্চোর্দ্ধঞ্চ গোময়ং।
দেয়ং বিচূর্ণয়েৎ পশ্চাচ্চূর্ণপাদং বিষং ক্ষিপেৎ॥
রুদ্রপর্পটিকা হ্যেষা দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং তথা।
চূর্ণিতং কটুনির্গুণ্ড্যা মূলং নিষ্কদ্বয়ং পিবেৎ॥
ভৃঙ্গরাজ রসেনৈব লিহেদ্বা মধুনা সহ।
বাতকাসং নিহন্ত্যাশু রসো বানন্দভৈরবঃ॥

কটুস্ত্রিকটুঃ।

১ ভাগ পারা ও দুই ভাগ গন্ধক লইয়া ভেরেণ্ডা, আদা, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী ও অপরাজিতার রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক উভয়ের চতুর্থাংশ

তামা মিশাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া রক্তবর্ণ হইলে কদলীপত্রে ঢালিয়া অথবা পুনরায় স্নিগ্ধপুটে পাক করতঃ চূর্ণ করিয়া এই চূর্ণের চতুর্থাংশ বিষ মিশ্রিত করতঃ ২ রত্তি বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে ত্রিকটু ও নিসিন্দামূলচূর্ণ ভৃঙ্গরাজের রসসহ অথবা মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা বা আনন্দভৈরব রস দ্বারা বাতজ কাস বিনষ্ট হয়।

অমৃতার্ণব রসঃ।

রাস্নাবিড়ঙ্গত্রিফলারসগন্ধং কটুত্রয়ং।
অমৃতাপদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিষতুল্যং সুচূর্ণিতম্।
দ্বিগুঞ্জং বাতকাসার্ত্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবম্।

রাস্না, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, পারা, গন্ধক, ত্রিকটু গুলঞ্চ মধু ও বিষ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ২ রত্তি বটিকা করিবে। ইহা বাতকাস বিনাশ করে।

ভূতাঙ্কুশরসঃ।

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং দ্বিভাগং শুদ্ধগন্ধকম্।
ভাগদ্বয়ং মৃতং তাম্রং মরিচং দশভাগকম্॥
মৃতাভ্রস্য চতুর্ভাগং ভাগমেকং বিষং ক্ষিপেৎ।
ভূতাঙ্কুশস্য ভাগৈকং সর্ব্বমম্লেন ভাবয়েৎ॥
যামং ভূতাঙ্কুশো নাম নাম্নৈকং বাতকাসজিৎ।
অনুপানং লিহেৎ ক্ষৌদ্র বিভীতক ফলত্বচম্॥

১ ভাগ পারা, ২ ভাগ গন্ধক, ২ ভাগ তামা, ১০ ভাগ মরিচ, ৪ ভাগ অভ্র, বিষ ১ ভাগ ও ১ ভাগ ভূতরাজ, সমস্ত দ্রব্য ১ প্রহর অম্লদ্বারা ভাবনা দিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটী করিবে। অনুপান বয়ড়ার ছালচূর্ণ মধু। ইহা বাতজ কাস নাশক।

পিত্তকাসঃ।

উরোদাহো রক্তশোষস্তিক্তাস্যঞ্চ জ্বরং তথা।
কটুপিত্তং বমত্যেব পাণ্ডুত্বং পিত্তকাসকে॥

বক্ষোদাহ, রক্তশোষ, তিক্তাস্যতা, জ্বর, কটু, পিত্তবমন ও পাণ্ডুবর্ণতা, এই পিত্তজ কাসের লক্ষণ জানিবে।

ত্রিনেত্র রসঃ।

ভস্মতাম্রাভ্রতীক্ষ্ণানাং কাসমর্দ্দত্বচো রসৈঃ।
সালজৈরেবেতসাম্লেন দিনং মর্দ্দ্যং সুপিণ্ডিতম॥
দ্বিগুঞ্জং পিত্তকাসার্ত্তো ভক্ষয়েচ্চ ত্রিনেত্রকম।

তামা, অভ্র, লৌহ এই দ্রব্যত্রয় চাকুন্দে শালপত্র ও অম্লবেতসের রস দ্বারা ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি বটিকা করিবে। ইহা পিত্তজকাস বিনাশ করে।

রসোলোকেশ্বরোঽপ্যত্র পিপ্পলী মধুনা সহ॥
দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্কঞ্চ সঘৃতৈর্ম্মরিচৈঃ সহ॥
কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যঞ্চ ক্ষয়কাসঞ্চ নাশয়েৎ।

পূর্ব্বোক্ত লোকেশ্বর রস ৪ রতি মাত্রায় পিপুলচূর্ণ মধু ও অথবা মরিচচূর্ণ ঘৃতসহ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, মন্দাগ্নি ও ক্ষয়কাস নষ্ট হয়।

শিরোঽর্ত্তিঃ কফপূর্ণাস্যতারুচির্গৌরবং জ্বরঃ।
কাসেৎ সান্দ্রকফঃ কণ্ঠে শ্লেষ্মকাসস্য লক্ষণম্॥

শিরোবেদনা, কফপূর্ণাস্যতা অরুচি, দেহভার, জ্বর, কাসী ও কণ্ঠদেশে ঘনকফ থাকিলে শ্লৈষ্মিক কাস বলা যায়।

কাসসংহার-ভৈরবঃ।

রসগন্ধকতাম্রাণাং শঙ্খটঙ্কণ লৌহকম্।
মরিচং কুষ্ঠতালীশং জাতীফল লবঙ্গকম্॥

কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দ্রবৈরেষাঞ্চ মর্দ্দয়েৎ।
ভেকপর্ণীকেশরাজ নির্গুণ্ডী কাকমাচিকা ॥
দ্রোণপুষ্পী চ শালঞ্চী গ্রীষ্মসুন্দর এব চ।
ভার্গী হরীতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈ রসৈঃ।
বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যঃ পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণকাম্।
পিত্তজং বাতজং কাসং দ্বন্দ্বজং চিরকালজম্ ॥
শ্রীমদ্গহননাথেন কাসসংহারভৈরবঃ।
রসোঽয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোকরক্ষণহেতবে ॥
বাসা শুণ্ঠি কণ্টকারীক্কাথেন পায়য়েদ্বুধঃ।
কাশনাশনবজ্রোঽয়ং রসঃ সশ্বাসপাণ্ডুজিৎ ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, শঙ্খ, সোহাগা, লৌহ, মরিচ, কুষ্ঠ, তালীশপত্র, জাতীফল ও লবঙ্গ, প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া থানকুনী, কেশুর্য্যা নিসিন্দা, কাকমাচী, হলকসা, শালঞ্চি, গিমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাসক ইহাদের পাতার রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি মাত্রায় বটী করিবে। অনুপান বাসক, শুণ্ঠী ও কণ্টকারীর কাথ। ইহা কাসাদি নাশক।

ত্রিকট্বাদি চূর্ণম্।

কটুত্রয়ং পাঠক দেবদারু রাস্না বিড়ঙ্গত্রিফলাবৃষাণাম্।
চূর্ণং সমাংশং সিতয়া বিমিশ্রং কাসং জয়েদ্বিষ্ণুরিবাত্তিপাপম্ ॥

ত্রিকটু আকনাদী, দেবদারু, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও বাসক চূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ এবং সকলের সমান চিনি। ইহা কাসঘ্ন।

রসেন্দ্রগুড়িকা।

কুমারী ত্রিফলা চূর্ণং চিত্রক স্বরসৈঃ ক্রমাৎ।
শোধয়িত্বা পুনারাজী গৃহধূম হরিদ্রয়া ॥

পক্কেষ্টকারজশ্চৈব অলম্বুষ রসেন চ।
ভৃঙ্গরাজরসেনাপি শোধয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥
প্রক্ষালয়েৎ পুনঃ পশ্চাচ্ছালয়েদ্বসনে ঘনে॥
কর্ষদ্বয়ং রসেন্দ্রস্য ভাবয়েদ্বিজয়াদ্রবৈঃ।
শিলায়াং খল্লয়েচ্চাপি যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্॥
জলকর্ণী কাকমাচী রসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ।
সৌগন্ধিকপলং শুদ্ধমদ্ধং মরিচটঙ্কণম্।
মাক্ষিকঞ্চ শিখিগ্রীব তালকঞ্চাভ্রকন্তথা॥
এতাংস্তু মিলিতান্ কৃত্বা ভাবয়েচ্চাদ্রকদ্রবৈঃ।
রক্তীদ্বয় প্রমাণেন কারয়েদ্ গুড়িকাং ভিষক্॥
জীর্ণান্নো ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
পঞ্চকাসং ক্ষয়ং শ্বাসং রক্তপিত্ত বিনাশনম্॥
পাণ্ডুক্রিমি জ্বরহরং কৃশানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
বাজীকরণ নির্দ্দিষ্টমম্লপিত্তহরং পরম্।
বহ্নিসন্দীপনং শ্রেষ্ঠমরোচক-বিনাশনম্।
নাগার্জ্জুনাখ্য মুনিনা ভাষিতং তত্ত্ববেদিনা॥

ঘৃতকুমারী ও ত্রিফলাচূর্ণ চিতার রসে রাইসরিষা ও ঝুল হরিদ্রা রসে এবং ইষ্টকচূর্ণ কোকসিমের ও ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া ধৌত করতঃ পুরুবস্ত্রে ছাকিয়া লইবে, পরে সিদ্ধি দ্বারা ভাবিত পারদসহ পিণ্ডাকৃতি করিয়া কর্ণামোড়লতা ও কাকমাচী রসে ভাবনা দিয়া ৮ তোলা গন্ধক এবং মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল ও অভ্র প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় উহার সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক আদার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা কাস জ্বরও শ্বাসাদি নাশ করে।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধ-রসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
লৌহচূর্ণস্য তাম্রস্য তালকস্য বিষস্য চ॥
মনঃশিলায়াঃ ক্ষারাণাং বীজং ধূস্তুরকস্য চ।
মরিচস্যাপি সর্ব্বেষাং চূর্ণং তুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
জয়ন্তী চিত্রকৌ মাণঘণ্টাকর্ণোঽথ মণ্ডূকী।
শক্রাশনং কেশরাজ-ভৃঙ্গাপামার্গকস্য চ।
সিন্ধুবারস্য চ রসৈঃ কর্ষমাত্রৈশ্চ মর্দ্দয়েৎ।
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
কফবাতাময়ং রোগমানাহং বিড়্বিবন্ধতাম্॥
অগ্নিমান্দ্যারুচিঞ্চৈব উদরং পাণ্ডু কামলাম্।
রসায়নী চ বৃষ্যা চ বলবর্ণপ্রদায়িনী।
বৃংহণং মধুরং স্নিগ্ধং মৎস্যং মাংসঞ্চ জাঙ্গলম্।
ঘৃতপক্কং সদাভক্ষ্যং রুক্ষং তীক্ষ্ণঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনঃশিলা, ত্রিক্ষার, ধুতুরাবীজ ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া জয়ন্তী, চিতা, মানকচু, ঘণ্টাকর্ণ, থানকুনী, সিদ্ধি, কেশূর্য্যা, ভৃঙ্গরাজ, আপাং ও নিসিন্দা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা কাসও যক্ষাদি বিনষ্ট হয়।

বিজয়ভৈরবরসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকমেব চ।
বিড়ঙ্গং বিল্বকং মুস্তমেলাগ্রন্থিক কেশরম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলাচিত্রং শুদ্ধ জৈপালবীজকম্।
এতানি সমভাগানি গুড়ং দ্বিগুণমুচ্যতে॥

তিন্তিড়ী বীজমানেন প্রাতঃকালে তু ভক্ষয়েৎ।
শ্বাসং কাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরম্॥
অজীর্ণ গ্রহণী দোষান্ শূলং পার্শ্বাময়াং স্তথা।
অপানে হৃদয়ে শূলে বাতরোগে গলগ্রহে॥
অরুচৌ চাতিসারে চ সূতিকা বিষনাশনঃ।
জয়াঙ্কনির্ম্মিতোহেষ ব্রহ্মাদি ত্রিদিবেশ্বরৈঃ॥

পারা, গন্ধক, বিষ, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, বেল, মুথা, এলাচ, পিপুলমূল, নাগকেশর ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা ও জয়পালবীজ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ গুড় মিশাইয়া তেতুলবীজ প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা কাসও শ্বাসাদি নষ্ট হয়।

পর্ব্বভেদোজ্বরশ্বাস তৃষা বৈস্বর্য্য পীড়িতম্।
সপূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।
পারাবত ইবাকূজন কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ॥

পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, বিস্বরতা, প্রথমে শুষ্ককাসী পরে রক্তসহ কাসোদ্গীরণ এবং বেগে কাসিতে গায়রার ন্যায় শব্দ, এই সকল ক্ষতজ কাসে জন্মে।

তালেশ্বররসঃ।

রসপাদং মৃতং তারং শিলাতালং চতুর্গুণম্॥
বাসা গোক্ষুর সত্বাভ্যাং মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।
দ্বিযামং বালুকাযন্ত্রে স্বেচ্ছমাদায় চূর্ণয়েৎ॥
গুঞ্জাদ্বয়ং নিহস্ত্যাশু কাসং শ্বাসং ক্ষতোদ্ভবম্।
রসস্তালেশ্বরো নাম্না অনুপানঞ্চ কথ্যতে॥
বচাকুষ্ঠ হরিদ্রাভিঃ সৈন্ধবং টঙ্কণং বিষম্।
সপাঠা লাঙ্গলীব্যোষং চাঙ্কং প্রত্যেকভাগকম্॥

ভাবিতং ভৃঙ্গরাজেন দিনৈকং তঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
মাসং তালেশ্বরোনাম্না হিক্কাবৈস্বর্য্যকাসজিৎ॥

পারা ১ ভাগ এবং রৌপ্য, মনঃশিলা, হরিতাল, প্রত্যেকে ৪ ভাগ লইয়া বাসক ও গোক্ষুররসে ২ প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে ২ প্রহর পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান বচ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধব, সোহাগা, বিষ, আকনাদী, ইসলাঙ্গলিয়া ও ত্রিকটুচূর্ণ ভৃঙ্গরস দ্বারা ১ দিন ভাবনা দিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদ্বারা কাসাদি নষ্ট হয়।

ক্ষয়কাসঃ।

গাত্রশূলং জ্বরোদাহো মোহঃ শ্বাসশ্চ যস্য বৈ।
শুষ্কং নিষ্ঠীবয়েৎ কৃচ্ছ্রাৎ সপূয়ং শোণিতঞ্চ যঃ॥
ইত্যেষঃ ক্ষয়জঃ কাসঃ সাধ্যো বলবতাং ক্বচিৎ।
ক্ষীণানাং দেহনাশায় স একাং সাধ্যতাং ব্রজেৎ॥

গাত্রশূল, জ্বর, দাহ, মোহ, শ্বাস এবং অতিকষ্টে শুষ্ক কাসিয়া পশ্চাৎ সপূজ রক্তযুক্ত কাসোদ্গীরণ হইলে ক্ষয়জ কাস বলা যায়। ইহা বলবান্ ব্যক্তির ক্বচিৎ সাধ্য এবং ক্ষীণ ব্যক্তির অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

অগ্নিরসঃ।

শুদ্ধ সূতং দ্বিধাগন্ধং কুর্য্যাত্খল্লেন কজ্জলীম্।
তয়োঃ সমং তীক্ষ্ণচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কনকদ্রবৈঃ॥
দ্বিযামান্তে কৃতং গোলং তাম্রপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ।
আচ্ছাদ্যৈরণ্ডপত্রেণ যামার্দ্ধেঽত্যুষ্ণতা ভবেৎ॥
ধান্যরাশৌ ন্যসেৎ পশ্চাদ্দ্বিযামান্তে সমুদ্ধরেৎ।
সংপেষ্য গোলয়েদ্বস্ত্রে সত্যোবারিতরং ভবেৎ॥

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈলা জাতীফল লবঙ্গকম্।
এষাঞ্চ পরভাগানাং সম,পূর্ব্বরসোভবেৎ॥
সংচূর্ণ্যালোড়য়েৎ ক্ষৌদ্রে ভৈক্ষ্যং নিষ্কদ্বয়ং দ্বয়ম্।
অয়মগ্নিরসোনাম্না ক্ষয়কাসনিকৃন্তনঃ॥
ইন্দ্রবারুণিকা মূলং ভৃঙ্গং কৃষ্ণতিলৈঃ সহ।
ভক্ষয়েৎ ক্ষয়কাসার্ত্তো নিষ্কমাত্রং প্রশান্তয়ে॥

ইতি কাসাধ্যায়ঃ।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ এবং লৌহ ৩ ভাগ একত্র কনক ধুতুরার রসে ২ প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া তাম্র পাত্রে রাখিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে অর্দ্ধপ্রহরমধ্যে উহা উষ্ণ হইবে, তৎপরে উহা ধান্যরাশির মধ্যে ২ প্রহর রাখিয়া পেষণ পূর্ব্বক বস্ত্রে ঢালিয়া তৎসহ ত্রিকটু. ত্রিফলা, এলাচি, জাতীফল ও লবঙ্গচূর্ণ উহার সমান মিশ্রণ করিয়া লইবে। পরিমাণ ২ তোলা। এই ঔষধ সেবনান্তে রাখালশশার মূল, দারুচিনি ও কৃষ্ণতিল একত্র মিশাইয়া ২ তোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহা কাসাদি রোগ ধ্বংস করে।

ইতি কাসরোগাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ হিক্কাশ্বাসয়োশ্চিকিৎসামাহ।

হিক্কাশ্বাসার্ত্তয়োঃ পূর্ব্বং তৈলাক্তে স্বেদ ইষ্যতে।
স্নিগ্ধৈর্ল বণযোগৈশ্চ মৃদুবাতানুলোমনম্॥
ঊর্দ্ধাধঃ শোধনং শক্তে দুর্ব্বলে শমনং মতম্।
প্রস্রাপয়েদ্দিবা যত্নাৎ নরং হিক্কাতুরং ভিষক্॥

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা।
নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবণত্রয়ম্॥

নাবণং নস্যম্।

স্তন্যেন মাক্ষিকা বিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥

হিক্কা ও শ্বাসরোগীকে তৈলাক্ত স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এবং ইহাতে স্নিগ্ধ লবণযোগ দ্বারা ঊর্দ্ধগত বায়ুর অনুলোমন করে জানিবে। হিক্কা ও শ্বাসরোগী বলবান্ হইলে বমন ও বিরেচন এবং দুর্ব্বল হইলে শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। চিকিৎসক হিক্কারোগীকে দিবায় কফাদি স্রাব করাইবেন। যষ্টিমধু মধুসহ, অথবা পিপুল শর্করাসহ বা শুণ্ঠি গুড়সহ কিংবা স্তনদুগ্ধসহ মক্ষিকার বিষ্ঠা অথবা অলক্তক রস মক্ষিকার বিষ্ঠা বা স্তন্যসহ রক্তচন্দন দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে হিক্কা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদি লৌহম্।

পিপ্পল্যামলকী দ্রাক্ষা কোলাস্থি মধুশর্করাঃ।
বিড়ঙ্গ পুষ্করৈর্যুক্তো লোহোহন্তি সুদুর্জ্জয়াম্॥
ছর্দ্দিং তৃষ্ণাং তথা হিক্কাং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহম্।

পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলের আঠির শাঁস, মধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও পুষ্করমূল, প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ সকলের সমান। এই লৌহ সেবন দ্বারা হিক্কাদি রোগ নষ্ট হয়।

কটুতৈলেন সহ যোগঃ।

কুষ্মাণ্ডপ্রভবং মূলং পীত্বা তক্রস্য বারিণা।
অজস্রমুত্থিতা হিক্কা শান্তির্ভবতি তৎক্ষণাৎ॥

আষ্ঠীল কদলী কন্দরসং খণ্ডবিমিশ্রিতম্ ।
পীত্বা হিক্কাং জয়ত্যুগ্রাং বাতপিত্তসমুদ্ভবাম্ ॥
হিক্কাশ্বাসী ভজেৎ সর্ব্বং পানার্থং কফবাতনুৎ ।
দশমূল্যা কুলথৈর্ব্বা সিদ্ধং জাঙ্গলজৈঃ রসৈঃ ॥
ভুঞ্জীত শালিগোধূম যবান্নং জীর্ণমেব চ ।
হিক্কাশ্বাসী পিবেদুষ্ণং দশমূলীশৃতং জলম্ ॥
দেবদারু শৃতং বাপি ভার্গীশৃতমথাপি বা ।
সনাগরাভয়া তুল্যা কাসশ্বাসৌ ব্যপোহতি ॥
অভয়া নাগরং কল্কং পৌষ্করযাবশূকমরিচকল্কং বা ।
তোয়েনোষ্ণেন পিবেৎ শ্বাসী হিক্কীচ তচ্ছান্ত্যৈ ॥
গুড়ং কটুক তৈলেন মিশ্রয়িত্বাঽসমং লিহেৎ ।
ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেন শ্বাসং নির্ম্মূলতাং নয়েৎ ॥
কৃষ্ণা সৈন্ধব সংযুক্তং চূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য ।
যো লেঢ়ি শয়নকালে চ জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্ ॥
কৃষ্ণামলকশুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধুসিতাঘৃতম্ ।
মুহুর্ম্মুহুঃ প্রয়োক্তব্যং হিক্কা শ্বাসনিবারণম্ ॥
অমৃতানাগরকঞ্জী ব্যাঘ্রী পর্ণী সমাখিতঃ ।
ক্বাথঃ পীতঃ সকণা চূর্ণঃ কাসশ্বাসী জয়ন্ত্যাশু ॥
বিল্বাটরূষদলবারি সমূল শুক্ল-
দণ্ডোৎপলদলজলং কটুতৈলমিশ্রম্ ।
ভার্গী গুড়াদিরপি যত্র হতপ্রভাব-
স্তং শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহাপ্রভাবম্ ॥
বিল্ববাসাপত্ররসঃ সমূলপত্র শুক্লদণ্ডোৎপল রসশ্চ ।

কুমাণ্ডের মূল ভাতের জল দিয়া পান করিলে হিক্কা সারে ।

কদলী কন্দের রস খাঁড়সহ পান করিলে বাতপৈত্তিক হিক্কা প্রশমিত হয়। হিক্কা ও শ্বাস রোগী পানার্থ দশমূল, কুলথ, জাঙ্গলমাংসের যূষ ব্যবহার করিবে। এবং পুরাতন শালি, গোধূম ও যবের অন্ন ভোজন করিবে। উষ্ণদশমূলের কাথ, দেবদারু কাথ, ও বামনহাটীর কাথ পান দ্বারা হিক্কা ও শ্বাস বিনষ্ট হয়। শুণ্ঠি ও হরীতকী সমভাগে সেবন করিলে শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। হরীতকী, শুণ্ঠি দারুচিনি, পুষ্করমূল, যবক্ষার ও মরিচ উষ্ণজল সহ বাটিয়া সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা বিনষ্ট হয়। সরিষার তৈল গুড়সহ সেবন করিলে তিন সপ্তাহ মধ্যেই শ্বাস প্রশমিত হয়। শয়নকালে পিপুল ও সৈন্ধবচূর্ণ আদার রসের সহিত সেবন দ্বারা ১ সপ্তাহে শ্বাস বিনষ্ট হয়। পিপুল, আমলকী ও শুণ্ঠিচূর্ণ মধু, চিনি ও ঘৃতসহ সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নষ্ট হয়। গুলঞ্চ, শুণ্ঠি, বামনহাটী, কণ্টকারী ও টোকাপানা, ইহাদের কাথ পিপুলচূর্ণসহ সেবনে শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। বেল, বাসক এবং মূল ও পত্র সহিত শ্বেতদণ্ডোৎপলের রস সরিষার তৈলের সহিত পান করিলে বা ভার্গীগুড়াদি দ্বারাও অপ্রশমিত শ্বাসরোগ নিবারিত হয়।

শৃঙ্গাদি চূর্ণম্।

শৃঙ্গী কটুত্রয়ঞ্চ ফলত্রয় কণ্টকারী।
ভার্গী সপুষ্কর জটা লবণানি পঞ্চ।
চূর্ণং পিবেৎ শিশিরেণ জলেন হিক্কা।
শ্বাসোর্দ্ধবাতকসনাঽরুচি পীনসেষু।

কাকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামনহাটী,কুড়, পুরমু জটামাংসী ও পঞ্চলবণ একত্র চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাসাদি বিনষ্ট হয়।

কুলত্থষট্‌পলং ঘৃতম্।

কুলত্থাদ্দশমূলাচ্চ ভার্গ্যাঃ প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্।
ক্কাথয়িত্বা জলদ্রোণে পাদশেষে বিপাচয়েৎ॥
দ্বিক্ষীরং সর্পিষঃ প্রস্থং সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলকৈঃ।
পলিকৈস্তার্জ্জয়েৎ সিদ্ধং শ্বাসং কাসং সপীনসম্॥
প্লীহহিক্কা গ্রহণ্যর্শো গুল্মাংশ্চ বিষমজ্বরান্।
কুলত্থ ষট্‌পলং সর্পির্ব্বলবর্ণাগ্নিদীপনম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৮ সের, কল্কার্থ কুলত্থ, দশমূল ও বামনহাটী প্রত্যেকে /২ সের, জল ১ দ্রোণ, শেষ চতুর্থাংশ এবং কল্কার্থ যবক্ষার ও পঞ্চকোল প্রত্যেকে ১ পল। এই ঘৃত হিক্কা ও শ্বাসাদি বিনাশ করে।

কুলত্থগুড়ঃ।

কুলত্থো দশমূলশ্চ তথৈব দ্বিজযষ্টিকা।
শতং শতঞ্চ সংগৃহ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদাবশেষে তস্মিংশ্চ গুড়স্যার্দ্ধতুলাং ক্ষিপেৎ।
শীতীভূতে চ পক্কে চ মধুনোঽষ্টৌ পলানি চ॥
ষট্‌পলঞ্চ তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্‌পল্যাশ্চ পলদ্বয়ম্।
ত্রিসুগন্ধিসুগন্ধং তৎ খাদেদগ্নিবলং প্রতি॥
শ্বাসং কাসং জ্বরং হিক্কাং নাশয়েত্তমকস্তথা।
ক্কাথত্রয়ে জলদ্রোণত্রয়মেব।
পিপ্‌পলী মানসান্নিধ্যাত্রিসুগন্ধিপলদ্বয়ম্।

কুলত্থ, দশমূল ও বামনহাটী মিলিত ৩৭।।৹ সের, জল ৩ দ্রোণ, শেষ চতুর্থাংশ, এই ক্কাথসহ ৫০ পল গুড় পাক করিয়া ঘন হইলে

উহাতে মধু ৮ পল, বংশলোচন ৬ পল, পিপুলচূর্ণ ২ পল এবং চাতুর্জ্জাতক মিলিত ২ পল মিশাইয়া লইবে। ইহা শ্বাস ও কাসাদি নিবারণ করে।

বৃহৎকুলত্থগুড়ঃ।

চতুঃপলং মূলকশুণ্ঠকস্য তথৈব শুষ্কস্য কুলত্থকস্য।
তুলাং প্রদদ্যাদ্দশমূলকস্য দ্রোণেস্তসঃ সর্ব্বমিদং পচেচ্চ॥
পূতে রসে পাদচতুর্থশেষে প্রস্থপ্রমাণং রসমার্দ্রকস্য।
দত্ত্বা হবিস্তৈলপলাষ্টকঞ্চ গুড়স্য শুদ্ধস্য তুলাং পচেচ্চ।
চূর্ণৈর্যুতং জীরক চব্য শৃঙ্গী ভার্গী ত্রিসৌগন্ধিক কট্‌ফলৈশ্চ॥
মুস্তা যমানী শটিপুষ্করৈশ্চ সব্যোষকৈরর্দ্ধপলপ্রমাণৈঃ।
অর্দ্ধাং ক্ষিপেণ্মাক্ষিকপ্রস্থমাত্রাং পথ্যাশনঃ স্যাদুপযোগকালে॥
কফোদ্ভবা যে চ বিকারজাতাঃ শ্বাসঃ সকাশো হৃদয়ক্ষতশ্চ।
হৃৎপার্শ্বশূল জ্বরবাস্তি তৃষ্ণা স্বরক্ষয়ারোচকবহ্নিসাদাঃ।
তে নাশমায়ান্ত্যুপযোগকালে কুলত্থ সংজ্ঞস্য গুড়স্য শীঘ্রম্।

শুষ্কমূলা ৪ পল, কুলত্থ ৪ পল, এবং দশমূল ১০০ পল, জল ১ দ্রোণ শেষ চতুর্থাংশ, এই ক্বাথ এবং আদার রস /২ সের, ঘৃত ৮ পল, তৈল ৮ পল, গুড় ১০০ পল, একত্র পাক করিয়া ঘন হইলে, উহাতে জীরক, চই, কাকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী, ত্রিসুগন্ধি, কটফল, মুথা, যমানী, শঠী, পুষ্করমূল ও ত্রিকটু প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং মধু /২ সের মিশাইয়া লইবে। এই বৃহৎ কুলত্থগুড় সেবনে হিক্কা শ্বাস ও কাসাদি বিনষ্ট হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তো রসঃ।

সূতার্দ্ধং গন্ধকং মর্দ্যং যামৈকং কন্যকাদ্রবৈঃ।
দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ॥

দিনৈকং হণ্ডিকাযন্ত্রে পক্কমাদায় চূর্ণয়েৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তো রসো নাম দ্বিগুঞ্জং শ্বাসজিদ্ভবেৎ॥
ইন্দ্রবারুণিকামূলং দেবদারু কটুত্রিকম্।
শর্করাসহিতং খাদেদূর্দ্ধশ্বাস-প্রশান্তয়ে॥
নিষ্কৈকং লেহয়েদ্বাপি ক্ষৌদ্রেণ কটুরোহিণীম্।
শ্বাসশ্চারোচকং হন্তি মরিচং দাড়িমং গুড়ম্॥

২ ভাগ পারা ও ১ ভাগ গন্ধক ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা উভয়ের সমান তাম্রপত্র প্রলিপ্ত করিয়া ১ দিন হণ্ডিকাযন্ত্রে পাক পূর্ব্বক ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান রাখালশশার মূল, দেবদারু ও ত্রিকটুচূর্ণ চিনির সহিত অথবা কট্‌কীচূর্ণ মধু কিংবা মরিচ দাড়িম ও গুড় একত্র। ইহা শ্বাস ও অরুচি নিবারণ করে।

উদয়ভাস্কর রসঃ।

ধান্যাভ্রং সূতকং গন্ধং শ্বেতাপামার্গজদ্রবৈঃ।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েচ্চাগ্নিযন্ত্রে পাতালকে পচেৎ॥
ঊর্দ্ধলগ্নন্তু সংগ্রাহ্যং রসোহ্যুদয়ভাস্করঃ।
শ্বাসং পঞ্চবিধং হন্তি দ্বিগুঞ্জমনুপানতঃ॥

ধান্যাভ্র, পারা ও গন্ধক, শ্বেতাপাং রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পাতালযন্ত্রে পাক পূর্ব্বক ঊর্দ্ধলগ্ন রস গ্রহণ করিবে। ইহা ২ রত্তি মাত্রায় সেবনে শ্বাস বিনাশ করে।

দাড়িমাদ্যং চূর্ণম্।

দাড়িমং নাগরং হিঙ্গু সর্জ্জসৈন্ধব-পৌষ্করাঃ।
রাস্না চাত্র সমং চূর্ণং কর্ষং ঘৃতেন সংপিবেৎ॥
কাসশ্বাসহরং চূর্ণং দাড়িমাদ্যং ন সংশয়ঃ।

দাড়িম, শুণ্ঠী, হিং, ধুনা, সৈন্ধব, পুষ্করমূল, এবং রাস্না ইহাদের সমভাগচূর্ণ ঘৃতসহ পান করিলে কাস ও শ্বাস রোগ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদি চূর্ণম্।

বিড়ঙ্গ পিপ্পলীচৈলা ত্বচঞ্চ প্রতিকার্ষিকম্।
ত্রিকর্ষং মরিচস্যাপি নাগরাচ্চ চতুঃপলম্॥
সর্ব্বতুল্যা সিতা যোজ্যা কর্ষমাত্রঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
কাসশ্বাস-জ্বরপ্লীহ-পাণ্ডুরোগক্ষয়াপহম্॥

বিড়ঙ্গ, পিপুল, এলাচি, দারুচিনি প্রত্যেকে ২ তোলা, মরিচ ৬ তোলা, শুণ্ঠী ৪ পল, এবং সকলের সমান চিনি। এই চূর্ণ ঔষধ সেবন দ্বারা শ্বাস ও কাসাদি বিনষ্ট হয়।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং পিবেদ্বাতকফাপহম্।
গন্ধকং ঘৃতপানেন শ্বাসযক্ষ্ম-ক্ষয়াপহম্॥

গন্ধক ও মরিচ একত্র ঘৃতসহ সেবন করিলে বাত ও কফ নষ্ট হয় এবং গন্ধক ঘৃত সহ পান করিলে শ্বাস ও যক্ষ্মারোগ দূর হইয়া থাকে।

মেঘডম্বর রসঃ।

তণ্ডুলীয়দ্রবৈঃ পিষ্টং সূততুল্যঞ্চ গন্ধকম্।
বজ্রমূষাবৃতং পচ্যাদ্ভূধরে ভস্মতাং নয়েৎ।
দশমূল কষায়েণ ভাবয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
গুঞ্জাদ্বয়ং জয়ত্যাশু হিক্কা-শ্বাস-জ্বরপ্রণুৎ॥
অনুপানেন দাতব্যং রসোঽয়ং মেঘডম্বরঃ।
অভয়া পিপ্‌পলীভার্গী পুষ্করং কর্কটী শটী॥
শর্করাষ্টগুণং যোজ্যমনুপানং প্রযোজয়েৎ।

পারদ ও গন্ধক সমভাগ নটেশাকের রসে পেষণ পূর্ব্বক বজ্রমূষা মধ্যে পুরিয়া ভূধরযন্ত্রে ভস্ম করিয়া দশমূলের কাথে ২ প্রহর ভাবনা

দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে হরীতকী, পিপুল, বামনহাটী, পুষ্করমূল, বনকাকুড় ও শঠীচূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং শর্করা ৮ গুণ মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহা হিক্কা, শ্বাস ও জ্বর বিনাশ করে।

যোগবাহকঃ।

পাষাণভেদী মৎস্যাক্ষী দ্রবৈঃ পিষ্টন্তু মর্দ্দয়েৎ।
তদ্‌গোলং লেপয়েৎ বাহ্যে কল্কৈঃ পাষাণভেদকৈঃ॥
মৎস্যাক্ষীঞ্চ দলং লেপ্যং দত্ত্বা পাতালযন্ত্রকে।
স্বেদয়েদ্ যামমাত্রঞ্চ রসোঽয়ং যোগবাহকঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং প্রদাতব্যং হিক্কা বৈস্বর্য্যশ্বাসজিৎ।
দশমূলৈঃ পিবেচ্চানু সকুলত্থৈঃ কষায়কম্।

পারদ পাষাণভেদী ও মৎস্যাক্ষীরসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলাকৃতি করিয়া পাষাণভেদী ও মৎস্যাক্ষীর কল্কদ্বারা উহার বহির্ভাগ লেপন করতঃ ১ প্রহর পাতালযন্ত্রে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে বৈস্বর্য্য ও শ্বাস বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে দশমূল ও কুলত্থের কাথ পান করিবে।

চন্দ্রিকাবদ্ধ-রসঃ।

দ্বাভ্যাঞ্চ রসগন্ধ্যাভ্যাং কজ্জলীং কারয়েদ্বুধঃ।
নিশায়াং কারয়েন্মূষাং কজ্জলীং তাং বিনিক্ষিপেৎ॥
পলৈক-শুদ্ধতাম্রস্য পত্রিকাং তত্র নিক্ষিপেৎ
সম্যক্ নিরুদ্ধ্য সংশোষ্য ক্ষিপেৎ কুক্কুটকে পুটে॥
স্বাঙ্গশীতলমুদ্ধৃত্য ধমেট্টঙ্কণ সংযুতম্।
কাচ টঙ্কণ যোগেন ধমেত্তং চাষ্টধা পুটে॥
ঈষদ্ধঙ্গং সমাযোগঃ সমাবর্ত্তিত তারকম্।
সার্দ্ধং তেনৈব ভাবেন নিষ্কমাত্রেণ যোজয়েৎ॥

গোজলৈরষ্টধা ভিন্নং স্বল্পগন্ধক সংযুতম্।
মূষিকায়াং বিনিক্ষিপ্য রুদ্ধা তং প্রথমেত্ততঃ॥
দ্বিত্রিবারং কৃতে হ্যেবং তং তাম্রং তত্র জীর্য্যতি।
জীর্ণ স্নবর্ণ মানঞ্চ তত্র নাগং নিযোজয়েৎ॥
তদ্গোলং তত্র চাদায় কটুত্রিতয় কট্ফলৈঃ।
চূর্ণিতৈঃ সহ সংযোজ্য তুলামাত্রং নিসেবিতম্॥
শ্বাসং কাসং ক্ষয়ং শূলং প্লীহ গুল্মাগ্নি মন্দতাম্।
বাতরোগমশেষঞ্চ কফরোগ-মনেকধা॥
জ্বরং নানাবিধঞ্চৈব পীড়ামুদরসম্ভবাম্।
গ্রহণীং শ্বয়থুঞ্চৈব অর্শাংসি চ ভগন্দরম্॥
যকৃদ্বৃদ্ধিং তথা প্লীহ মেদো বৃদ্ধিঞ্চ বিদ্রধিম্।
এবমন্যান্ হরেদ্ব্যাধীন্ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥
তত্তদ্রোগহরৈর্যোগৈর্য্যোজনীয়ঃ সদারসঃ।
চন্দ্রিকাবদ্ধসূতোঽয়ং জলদোষনিবারণঃ॥
স্বস্থানং নিত্যমেবাত্র দেহলাঘবকারকম্।
রস গন্ধকয়োঃ পলমেকং গ্রাহ্যং নিশায়াং
নিশাকারমূষাম্।

ইতি হিক্কাশ্বাসাধ্যায়ঃ।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া উহা এবং একপল শুদ্ধ তাম্রপত্র নিশাকার মূষামধ্যে পুরিয়া কুক্কুটপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উহা গ্রহণ পূর্ব্বক সোহাগা সহযোগে কাচকূপীতে পুনরায় ৮ বার পুট পাক করিয়া ২ তোলা পরিমিত বঙ্গসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক গন্ধকসহ মিশাইয়া পুনর্ব্বার পুট পাক করিয়া লইবে। ইহা উচিত মাত্রায় ত্রিকটু ও কট্ফলচূর্ণসহ সেবন করিলে শ্বাস ও কাসাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি হিক্কাশ্বাসাধিকার সমাপ্ত।

অথ স্বরভেদ চিকিৎসামাহ।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।
কফে সক্ষারকটুকং ক্ষীরং কবড় ঈষাতে॥
গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রুতঃ।
তেন নিষ্কৃষ্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাস্য প্রসীদতি॥
পথ্যা পিপ্পলী সংযুক্তাং নাগরেণ গুড়েন বা।
বদরীপত্র কল্কং বা ঘৃত ভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেনং প্রয়োজয়েৎ।
অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণয়েৎ।
মধুসর্পির্যুতং লীঢ়া স্বরভেদং ব্যপোহতি॥
কলিতরুফল সিন্ধুকণা চূর্ণং তক্রেণ লীঢ়মপহরতি॥
স্বরভেদং গোপয়সা পিবতি বামলকচূর্ণম্॥
শর্করা মধুমিশ্রাণি শৃতানি মধুরৈঃ সহ॥
পিবেৎ পয়াংসি যস্যোচ্চৈর্ব্বদতো হি হতঃ স্বরঃ॥

বাতজন্য স্বরভেদে সলবণজল, পিত্তজন্য স্বরভেদে সঘৃত মধু এবং কফজ স্বরভেদে যবক্ষার ও ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত দুগ্ধের কবল ধারণ করিলে গল, তালু, জিহ্বা ও দন্তমূলগত শ্লেষ্মা নিঃসারিত হইয়া স্বর পরিষ্কার হয়। হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ অথবা শুণ্ঠিচূর্ণ গুড়সহ কিংবা কুলের কচিপাতা সৈন্ধবসহ বাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া অথবা বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতাচূর্ণ মধু ও ঘৃতসহ লেহন করিলে স্বরভেদ আরোগ্য হয়। বহেড়া, সৈন্ধব ও পিপুলচূর্ণ তক্রসহ অথবা আমলকীচূর্ণ গোদুগ্ধ সহ পান করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়। কাকোল্যাদি মধুর দ্রব্যগণ দুগ্ধসহ কাথ করিয়া শর্করা ও মধু মিশাইয়া পান করিলে উচ্চৈঃস্বরে কথন জনিত স্বরভেদ নিবারিত হয়।

চব্যাদি চূর্ণম্।

চব্যাম্ল বেতস কটুত্রিক তিন্তিড়ীকং
তালীশ বীজকতুগাদহনৈঃ সমাংশৈঃ।
চূর্ণং গুড়প্রমৃদিতং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং
বৈস্বর্য্য পীনস কফাকচিষু প্রশস্তম্।

চই, অম্লবেতস, ত্রিকটু, তেঁতুল, তালীশপত্র, ছোলঙ্গনেবুর কেশর, বংশলোচন, চিতা ও ত্রিসুগন্ধি চূর্ণ করিয়া গুড়সহ মিশাইয়া সেবন করিলে স্বরভেদাদি নিবারিত হয়।

ভৃঙ্গরাজাদ্যং ঘৃতম্।

ভৃঙ্গরাজামৃতাবল্লী বাসক দশমূল কাসমর্দ্দরসৈঃ।
সর্পিঃ সপিপ্পলীকং সিদ্ধং স্বরভেদ-কাসজিন্মধুনা॥
ভৃঙ্গরাজ-প্রভৃতীনাং চতুর্গুণঃ ক্বাথঃ
পিপ্পল্যাঃ পাদিকঃ কল্কঃ।

গব্যঘৃত ৴৮ সের, ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, বাসক, দশমূল ও কাসমর্দ্দের কাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ পিপুল ৴১ সের। এই ঘৃতপানে স্বরভেদ ও কাশী বিনষ্ট হয়।

পথ্যাদ্যং ঘৃতম্।

পথ্যা পাঠা কণা শুণ্ঠি সৈন্ধবং মরিচং বচা।
শিগ্রু প্রতিপলং কল্কং ঘৃতং দ্বাত্রিংশতং পলম্।
ঘৃতাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং আজং সর্পির্ব্বিপাচয়েৎ।
ঘৃতশেষং পিবেৎ নিত্যং বাঙ্মেধা স্মৃতি বুদ্ধিকৃৎ॥

গব্যঘৃত ৴৮ সের, ছাগদুগ্ধ বত্রিশ ৮২ সের এবং কল্কার্থ হরীতকী, আকনাদী, পিপুল, শুণ্ঠি, সৈন্ধব, মরিচ, বচ ও সজিনা প্রত্যেকে ৮ তোলা। এই ঘৃত পান দ্বারা স্বরভেদ বিনষ্ট হইয়া বাক্য, মেধা, স্মৃতি ও বুদ্ধি জন্মে।

অশ্বগন্ধাদ্যং ঘৃতম্।

অশ্বগন্ধাজমোদা চ পাঠা ত্রিকটুকন্ত্রিকম্।
শতপুষ্পং ব্রহ্মবীজং সৈন্ধবঞ্চ সমং সমম॥
এতদৰ্দ্ধং বচাচৈব চূর্ণিতং মধুসর্পিষা।
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রস্তু জীর্ণাগ্নিক্ষীরভোজনম্॥
সহস্রগ্রন্থধারী স্যাম্মৃতোবা বাক্পতির্ভবেৎ।
ব্রহ্মবীজং পলাশবীজ সর্ব্বচূর্ণাদৰ্দ্ধং গ্রাহ্যম্।

অশ্বগন্ধা, বনযমানী, আকনাদী, ত্রিকটু, শলুফা, পলাশবীজ ও সৈন্ধব, প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং উহাদের সকলের অৰ্দ্ধেক বচচূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে স্বর অত্যন্ত পরিষ্কার হয়।

কল্যাণাবলেহঃ।

সহরিদ্রা বচাকুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
অজাজী চাজমোদা চ যষ্টিমধুক সৈন্ধবম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্য প্রত্যহং ভক্ষয়েৎ নরঃ॥
একবিংশতিরাত্রেণ ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ।
মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিল নিস্বনঃ॥
জড় গদ্গদ মূকত্বং লেহঃ কল্যাণকো জয়েৎ।

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল শুণ্ঠী, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব, একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃতসহ সেবন করিলে ২১ রাত্রির মধ্যে স্বর নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়।

ব্রাহ্মীঘৃতম্।

সমূলপত্রমাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষাল্য বারিণা।
উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥
রসে চতুর্গুণে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ঔষধানি তু পেষ্যাণি তানীমানি প্রদাপয়েৎ॥
হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সহরীতকী।
এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ শেষাণি কার্ষিকানিহ॥
পিপ্পল্যাথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা।
সর্ব্বমেতৎ সমালোড্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
এতৎ প্রাশিত মাত্রেণ বাখিশুদ্ধিশ্চ জায়তে।
সপ্তরাত্র প্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥
অৰ্দ্ধমাস প্রয়োগেন সোমরাজবপুর্ভবেৎ।
মাসমেকং প্রয়োগেণ স্মৃতমাত্রন্তু ধারয়েৎ॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি অর্শাংসি বিবিধানি চ।
পঞ্চ গুল্মান্প্রমেহাংশ্চ কাসং পঞ্চবিধং জয়েৎ॥
বন্ধ্যানাঞ্চৈব নারীণাং নরাণামল্পরেতসাম্।
ঘৃতং সারস্বতং নাম বল-বর্ণাগ্নিবৰ্দ্ধনম্॥

ইতি স্বরভেদাধ্যায়ঃ।

গব্যঘৃত /৪ সের, ব্রাহ্মীশাকের রস ।৬ সের এবং কল্কার্থ হরিদ্রা, মালতী, কুড়, তেউড়ী, হরীতকী, প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি ও বচ, প্রত্যেকে ২ তোলা। এই ঘৃত পান দ্বারা স্বরভঙ্গ নষ্ট হইয়া কিন্নরের ন্যায় তীক্ষ্ণ মিষ্ট স্বর হয় এবং কুষ্ঠাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি স্বরভেদাধ্যায় সমাপ্ত।

অথারোচক-চিকিৎসামাহ।

বস্তিং সমীরণে পিত্তে বিরেকং বমনং কফে।
কুর্য্যাৎ হৃদ্যানুকূলানি হর্ষণঞ্চ মনোম্নজে॥
বান্তো বচাম্ভিরনিলে বিধিবৎ পিবেত্তু
স্নেহোষ্ণতোয় মদিরান্যতমেন চূর্ণম্।
কৃষ্ণা বিড়ঙ্গযবভস্ম হরেণুভার্গী
রাস্নৈল হিঙ্গুলবণোত্তমনাগরাণাম্॥
সর্ব্বত্র মদনফলযোগ ইতি বোদ্ধব্যঃ।
পিবেদ্ গুড়াম্বু মধুরৈর্ব্বমনং প্রশস্তম্॥
লেহঃ সসৈন্ধবসিতা মধুসর্পি রিষ্টঃ।
নিম্বাম্বুচ্ছর্দ্দিতবতঃ কফজেচ পানং
রাজদ্রুমাম্বু মধুনা সহ দীপ্যকাঢ্যম্॥
চূর্ণং যদুক্তমথবানিলজে তদেব
সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বকৃতমেবমুপক্রমেচ্চ॥
পানানি চ বিচিত্রাণি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
কর্পূরাদি সুগন্ধীনি প্রযুঞ্জীত যথাবিধি॥
কুষ্ঠ-সৌবর্চ্চলাজাজী শর্করা মরিচং বিড়ম্।
ধাত্র্যেলা পদ্মকোশীর পিপ্পল্যশ্চন্দনোৎপলে॥
লোধ্রং তেজোবতীপথ্যাত্র্যষণং সযবাগ্রজম্।
আর্দ্রদাড়িম নির্য্যাসশ্চাজাজী শর্করান্বিতঃ॥
সতৈল লবণাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ।
চত্বারোঽরোচকান্ হন্যুর্ব্বাতাদ্যেকজসর্ব্বজান্॥
আর্দ্রক দাড়িমফলস্বরসঃ।
অথবামাংসীধান্যানি মুস্তমামলকত্বচঃ॥

ত্বক্ চ দার্ব্বী যমান্যশ্চ পিপ্পল্যস্তেজবত্যপি।
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখশোধনাঃ॥
শ্লোকপাদৈরভিহিতাঃ সর্ব্বারোচকনাশনাঃ।
বিট্ চূর্ণমধুসংযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ॥
অসাধ্যমপি সংহন্যাদরুচিং বক্ত্রধারিতঃ॥
অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলা মরিচান্বিতম্।
অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড় ধারণম্॥
অম্লিকা তিন্তিড়ীফলং।

বাতজন্য অরুচিতে, বস্তিক্রিয়া পিত্তজন্য অরুচিরোগে বিরেচন এবং কফজন্য অরুচিতে বমন প্রয়োগ করিবে। সর্ব্ববিধ অরুচিতে হৃদয়ানুকূল দ্রব্য এবং হর্ষজনক বিষয় প্রয়োগ করিবে। বাতজ অরুচিরোগীকে বচের কাথ দ্বারা বমন করাইয়া ঘৃত তৈলাদি স্নেহ, উষ্ণজল অথবা মদিরা-সহ ---- বিডঙ্গ, যবক্ষার, রেণুকা, বামনহাটী, রাস্না, এলাচি, হিং, সৈন্ধব, শুণ্ঠী, ইহাদের অন্যতম চূর্ণ মদনফল সহ পান করিতে দিবে। মধুর দ্রব্যগণের চূর্ণসহ গুড়াম্বু প্রশস্ত বমনকারক। চিনির সহিত সৈন্ধব ঘৃত ও মধু মিশ্রণ পূর্ব্বক পান করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়। কফজ অরুচিতে নিমের কাথ অথবা সোণালুর কাথ মধু ও যমানীচূর্ণসহ অথবা বাতজ অরুচিতে কথিতচূর্ণ সমস্ত একত্র পান করিলে বমি হইয়া মহোপকার সাধিত হয়। বিবিধ বিচিত্র অন্নপান এবং কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য অরুচি রোগে প্রয়োগ করিবে। কুড়, সচললবণ, জীরা, শর্করা, মরিচ ও বিট্-লবণ অথবা আমলকী, এলাচি, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, পিপুল, চন্দন ও উৎপল, কিম্বা লোধ, চই, হরীতকী, ত্রিকটু ও যবক্ষার অথবা আদার রস, দাড়িমের রস, জীরা ও চিনি, এই ৪ যোগ তৈল ও সৈন্ধবসহ কবল ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচিরোগ নিবারিত হয়। জটামাংসী ও ধনে অথবা মুথা ও আমলকীফলের ছাল বা দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানী কিংবা পিপুল

ও চই অথবা যমানী ও তেঁতুল এই ৫টীর যে কোন একটিযোগ চূর্ণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখ বিশোধিত ও সর্ব্ববিধ অরুচি বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিট্‌লবণ চূর্ণ মধু ও দাড়িমছালের রসসহ অথবা তেঁতুল, গুড় ও জলসহ দারুচিনি, এলাচি ও মরিচচূর্ণ মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি বিনষ্ট হয়।

কারব্যজাজী মরিচং দ্রাক্ষাবৃক্ষাম্ল দাড়িমম্।
সৌবর্চ্চলং গুড়ং ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচক-নাশনম্॥
এভিশ্চতুর্মাষ প্রমিতা গুড়িকা কার্য্যা॥

মৌরী, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, তেঁতুল, দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ৪ মাষা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অরুচি নিবারিত হয়।

যমানীষাড়বঃ।

যমানীতিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরঞ্চাম্লবেতসম্॥
দাড়িমং বদরং চাম্লং কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ।
ধান্য-সৌবর্চ্চলাজাজী বরাঙ্গঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্॥
পিপ্‌পলীনাং শতঞ্চৈকং দ্বে শতে মরিচস্য চ।
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র কারয়েৎ॥
জিহ্বা বিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্ত-রোচনম্।
কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ।
পিপ্‌লী মরিচয়োর্গুড়কেণ মানম্।

যমানী, তেঁতুল, শুণ্ঠী, অম্লবেতস, দাড়িম ও কুল প্রত্যেকে ২ তোলা ধনে সচললবণ, জীরা ও দারুচিনি প্রত্যেকে ৪ তোলা, মরিচ ২০০,

পিপুল ১০০ এবং শর্করা ৪ পল, এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া সেবন করিলে অরুচি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কলহংসকঃ।

অষ্টাদশ শিগ্রুফলানি দশ মরিচানি
বিংশতিশ্চ পিপ্পল্যঃ।
আর্দ্রকপলং প্রস্থত্রয়মারণালস্য ॥
বিড়্লবণ সহিতমেতৎ খজাহতং সুরভি গন্ধাঢ্যং ॥
ব্যঞ্জন সহস্র ঘাতিজ্ঞেয়ং স কলহংসকো নাম।

সজিনাবীজচূর্ণ ১৮ পল, মরিচচূর্ণ ১০ পল, পিপুলচূর্ণ ২০ পল, আদার রস ১ পল, কাঁজি ।২ সের এবং বিটলবণ, এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া ত্রিসুগন্ধিচূর্ণ মিশাইয়া লইবে। ইহা উচিত মাত্রায় সেবন করিলে অরুচি নিবারিত হয়।

যবক্ষারস্তু কর্ষৈকং দ্বাবিংশৎ গুণকৈর্জ্জলৈঃ।
পাদশেষং হরেৎ ক্বাথং শ্লেষ্মঘ্নং মুখশুদ্ধিকৃৎ ॥
কণাপথ্যা প্রিয়ঙ্গুশ্চ দার্বীতেজোবতী নিশা।
লোধ্রঞ্চ প্রতিকর্ষৈকং দত্ত্বা ত্রিংশদ্ গুণৈর্জলৈঃ ॥
পাদশেষং হরেৎ ক্বাথং পলৈকঞ্চ মধু ক্ষিপেৎ।
গণ্ডূষশ্বাসকাসঞ্চ মুখরোগঞ্চ নাশয়েৎ ॥
পক্বদাড়িমবীজঞ্চ গ্রাহয়েচ্চ পলাষ্টকম্।
অজাজীভৃষ্টচূর্ণঞ্চ কর্ষাংশং সিতশর্করাঃ ॥
পলং ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তং পীতং রুচিকরং মুখে ॥
শর্করা দাড়িমক্বাথ দ্রাক্ষা খর্জ্জুরমেব বা।
কেশরং মাতুলুঙ্গস্য সৈন্ধবং মধুনাপি বা ॥

আস্য বৈরস্য শাম্যার্থং ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রকম্।
মুস্তাদ্রাক্ষামৃতাশুণ্ঠী কিরাততিক্তকং জলৈঃ।
ক্কাথয়িত্বা পিবেদুষ্ণ মাস্য বৈরস্য শান্তয়ে ॥
কণাতগর সৌরাষ্ট্রী তুল্যতেজোবতী জলে।
মধুযুক্তং পিবেৎ ক্কাথং বৈরস্যং শ্লৈষ্মিকং জয়েৎ ॥
কপিত্থমজ্জ ত্রিকটু চূর্ণং ক্ষৌদ্র সিতাযুতম্।
অরোচকেষু সর্ব্বেষু প্রসন্নং ধারয়েন্মুখে ॥
ইতি অরোচকাধ্যায়ঃ ॥

২ তোলা যবক্ষার ৬৪ তোলা জলসহ পাক করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া পান করিলে কফ নষ্ট ও মুখ বিশুদ্ধ হয়। পিপুল, হরীতকী, প্রিয়ঙ্গু, দারুহরিদ্রা, চই, হরিদ্রা, লোধ, প্রত্যেকে ১ তোলা মাত্রায় লইয়া ৩০ গুণ জলসহ পাক করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া ৮ তোলা মধু মিশ্রণ পূর্ব্বক গণ্ডূষ ধারণ করিলে শ্বাস, কাস ও মুখরোগ বিনষ্ট হয়। পাকা দাড়িমের বীজ ৮ পল, ভাজা জীরাচূর্ণ ৮ পল, চিনি ২ তোলা এবং মধু ৮ তোলা একত্র মিশাইয়া পান করিলে মুখে রুচি জন্মে। দাড়িমের ক্কাথ চিনিসহ অথবা দ্রাক্ষা ও খেজুর কিম্বা ছোলনলেবুর কেশর সৈন্ধব ও মধুসহ সেবন করিলে অরুচি দূর হয়। মুথা, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শুঠি ও চিরতা, ইহাদের ক্কাথ উষ্ণ অবস্থায় পান করিলে মুখের বিরসতা বিনষ্ট হয়। পিপুল, তগরপাদিকা, সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকা, চই, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে কফজ বিরসতা বিনষ্ট হয়। কয়েদবেলের মজ্জা ও ত্রিকটুচূর্ণ মধু ও চিনিসহ মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি বিনষ্ট হয়।

ইতি অরোচকাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ ছর্দ্দিচিকিৎসামাহ।

আমাশয়োৎক্লেশভবাহি সর্ব্বা শ্ছর্দ্দ্যো মতা লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ।
প্রাক্কারয়েন্মারুতজাং বিমুচ্য সংশোধনং বা কফপিত্তহারি॥

হন্যাৎ ক্ষীরোদকং পীতং ছর্দ্দিং পবন সম্ভবাম্।
সসৈন্ধবং পিবেৎ সর্পির্বাতছর্দ্দি নিবারণম্॥
মুদ্গামলক যূষং বা সসর্পিষ্কং সসৈন্ধবম্।
যবাগূং মধুমিশ্রাং বা পঞ্চমূলীকৃতাং পিবেৎ॥

পঞ্চমূলীস্বল্পা।

সোদীচ্যং গৈরিকং পেয়ং সেব্যং বা তণ্ডুলাম্বুনা।
চন্দনঞ্চ মৃণালঞ্চ বালকং নাগরং বৃষং॥
সতণ্ডুলোদকঃ ক্ষৌদ্রঃ পীতঃ কফোবমিং জয়েৎ।
ক্বাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশ্ছর্দ্দিনাশনঃ॥
কষায়ো ভৃষ্টমুদ্গস্য সলাজমধুশর্করঃ।
ছর্দ্দ্যতীসার তৃড্দাহ জ্বরঘ্নঃ সংপ্রকাশিতঃ॥
গুড়ূচী ত্রিফলা নিম্ব পটোলৈঃ কথিতং পিবেৎ।
ক্ষৌদ্রযুক্তং নিহন্ত্যাশু ছর্দ্দিং পিত্তাম্ল সম্ভবাম্॥
কোলামলকমজ্জানৌ মক্ষিকা বিট্সিতা মধু।
সকৃষ্ণাতণ্ডুলোলেহঃ ছর্দ্দিমাশু নিযচ্ছতি॥
অশ্বত্থ বল্কলং শুষ্কং দগ্ধ্বা নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পানমাত্রেণ ছর্দ্দিং জয়তি দুস্তরাম্॥
লাজাকপিত্থমধুমাগধিকোষণানাম্
ক্ষৌদ্রাভয়া ত্রিকটুধান্যক জীরকাণাম্।
পথ্যামৃতা মরিচ মাক্ষিক পিপ্পলীনাম্
লেহাস্ত্রয়ঃ সকল বম্যরুচি প্রশান্ত্যৈ॥

কৃতং গুড়ূচ্যা বিধিবৎ কষায়ং হিমসংজ্ঞিতম্।
তিস্ৃস্বপি ভবেৎ পথ্যং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্॥

সর্ব্বপ্রকার ছর্দ্দিরোগই আমাশয়ের উৎক্লেশ প্রযুক্ত জন্মিয়া থাকে, একারণ বাতজ ব্যতীত ছর্দ্দিমাত্রেই প্রথমে লঙ্ঘন অথবা কফপিত্তঘ্ন সংশোধন প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ ও জল অথবা ঘৃত ও সৈন্ধব একত্র পান করিলে বাতজ বমি নিবারিত হয়। মুগ ও আমলকীর যূষ ঘৃত ও সৈন্ধব সহ অথবা স্বল্পপঞ্চমূল সহযোগে প্রস্তুত যবাগু মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ ছর্দ্দি নষ্ট হয়। বালা ও গেরিমাটী তণ্ডুলোদক সহ অথবা রক্তচন্দন, মৃণাল, বালা, শুণ্ঠী ও বাসক তণ্ডুলোদক সহ বাটিয়া মধুসহ কিংবা ক্ষেৎপাপড়ার কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে ছর্দ্দি নিবারিত হয়। ভাজামুগের কাথ খৈ, মধু ও চিনিসহ পান দ্বারা ছর্দ্দি, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিম ও পটোল, এই সকলের কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে অম্লপিত্তজন্য ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়। কুলের মজ্জা, আমলকীর মজ্জা, মক্ষিকার বিষ্ঠা, মধু, চিনি, পিপুল ও তণ্ডুল, এই সকল দ্বারা প্রস্তুত লেহ অথবা অশ্বত্থের শুষ্কছালের ক্ষার জল পান করিলে ছর্দ্দি নিবারিত হয়। খৈ, কয়েদবেল, মধু, পিপুল ও মরিচ অথবা মধু, হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা কিংবা হরীতকী, গুলঞ্চ, মরিচ, মধু ও পিপুল দ্বারা লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বমি ও অরুচি বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের শীতলকাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে সর্ব্ববিধ বমি বিনষ্ট হয়।

এলাদিচূর্ণং।

এলালবঙ্গগজকেশর কোলমজ্জ-
লাজাপ্রিয়ঙ্গুঘনচন্দন পিপ্পলীনাং।
চূর্ণানি মাক্ষিক সিতা সহিতানি লীঢ়া
ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুত পিত্তজাঞ্চ॥

এলাচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলের মজ্জা, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন

ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার বমি নিবারিত হয়।

পদ্মকাদ্যং ঘৃতম্।

চন্দনং মধুকং ক্ষীরং পীতং রুধির বান্তিজিৎ।
পদ্মকং গুড়ূচী নিম্বং ধন্যাকরক্তচন্দনং।
কল্কে কাথেচ হবিষঃ প্রস্থং ছর্দ্দি নিবারণম্।
তৃষ্ণারুচি প্রশমনং দাহজ্বর নিবারণম্॥
খণ্ডনারিকেল খণ্ডকুষ্মাণ্ড চ্যবনপ্রাশাদয়োঽত্র যোজ্যা।

ইতি ছর্দ্দ্যধিকারঃ।

রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধসহ পান করিলে রক্তবমন স্থগিত হয়। পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিম, ধনে ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য কল্কার্থ /১ এক সের, উহাদের ক্বাথ ।৬ সের এবং গব্যঘৃত /৪ সের। এই ঘৃত এবং নারিকেলখণ্ড, খণ্ডকুষ্মাণ্ড ও চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধ সেবন দ্বারা ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি ছর্দ্দিচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ তৃষ্ণাচিকিৎসা।

বান্তিঃ সর্ব্বাসু তৃষ্ণাসু ক্ষয়াদন্যত্র পূজ্যতে।
বিলোড়নঞ্চ সর্ব্বাসাং প্রয়োগৈ র্বিবিধৈর্হিতম্॥
বাতপিত্তহরঃ কৃৎস্নো বিধিঃ প্রায়োঽত্র শস্যতে।
তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে॥
রসাশ্চ বৃংহণাঃ সিতা গুড়ূচ্যা রসএব বা।
লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্॥

কাশ্মর্য্যাঃ শর্করাযুক্তং পিবেৎ তৃষ্ণার্দ্দিতো রসম্।
ওদনং রক্তশালীনাং শীতং মাক্ষিক সংযুতম্॥
ভোজয়েত্তেন শাম্যেত ছর্দ্দি স্তৃষ্ণাচিরোত্থিতা।
আম্রজম্বুকষায়ং বা পিবেন্মাক্ষিক সংযুতম্॥
ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাং চৈবাপকর্ষতি।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দি তৃষ্ণাদাহ স্ত্রীমত্তভৃশ কর্ষিতাঃ॥
পিবেয়ুঃ শীতলং তোয়ং রক্তপিত্তে মদাত্যয়ে॥
দাড়িমস্য তু বীজানি জীরকং নাগকেশরম্।
চূর্ণং সশর্করক্ষৌদ্রো লেহস্তৃষানিবারণম্॥
পৈত্তে তৃষি সিতাযুক্তঃ পক্কোড়ুম্বরজো রসঃ।
তৎক্কাথো বা হিমস্তদ্বচ্ছারিবাদিগণাম্বুবা॥
বট শৃঙ্গাময় ক্ষৌদ্র লাজা নীলোৎপলৈর্দ্দৃঢ়া।
গুড়িকাবদনে ন্যস্তা ক্ষিপ্রং তৃষ্ণামুদস্যতি॥
মুস্তকং চন্দনোশীরপদ্মকং রক্তচন্দনম্।
এতৈঃ শিরসি লেপেন ক্ষিপ্রং তৃষামুদস্যতি॥
শুষ্কং ন্যগ্রোধকাষ্ঠঞ্চ দগ্ধ্বা নির্ব্বাপয়েজ্জলে।
তজ্জলং পানমাত্রেণ ক্ষিপ্রং তৃষ্ণা বিনশ্যতি॥
পুনর্ণবাহ্যপামার্গ মূলকং জীরকদ্বয়ম্।
তক্রপিষ্টং পিবেদ্ যস্তু মুখশোষপ্রশান্তয়ে॥
খর্জ্জুরং দাড়িমং দ্রাক্ষা তিন্তিড়ীকং পরূষকম্।
চিত্রকামলকস্তোয়ৈঃ ক্কাথং পাদাবশেষিতম্॥
সংযুক্তং নিখিলঞ্চৈব তৃষ্ণাদাহহরং পরম্।
পলৈকং চন্দনং তোয়ৈর্দ্বাত্রিংশদ্ গুণিতৈঃ পচেৎ॥
অর্দ্ধশেষং পিবেন্নিত্যং দাহতৃষ্ণাজ্বরাপহম্।

দ্রাক্ষা খর্জ্জুরকোলানাং প্রতিপঞ্চ পলং ভবেৎ ॥
পচেদষ্টগুণে তোয়ে পাদশেষং সুশীতলম্।
ত্বগেলা পত্রকং চূর্ণং প্রতিনিষ্কদ্বয়ং ক্ষিপেৎ ॥
ক্ষৌদ্রঞ্চ পলচত্বারি পাণাত্তৃষ্ণাস্রশোষজিৎ।
খর্জ্জুরোশীরমৃদ্বীকা পদ্মকং পদ্মকেশরম্ ॥
ধাত্রী পরূষকং ব্যাঘ্রী বলা যষ্টিকচন্দনম্।
মধুক পুষ্পকাশ্মর্য্যং তোয়েশ্চৈব চতুর্গুণৈঃ ॥
পক্কং পর্য্যুষিত রাত্রৌ স্থিতং ভাণ্ডে নবে দৃঢ়ে।
লাজা চূর্ণঞ্চ তদ্যুক্তং শর্করা মধুসংযুতম্।
তৃষ্ণাদাহ হরং পানে জাতীপুষ্পাধিবাসিতম্।
মূর্চ্ছাদাহ ভ্রমং হন্তি তৃষ্ণামত্যন্তদারুণাম্ ॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণং প্রমুঞ্চতি।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্বারি বার্য্যতে।

ইতি তৃষ্ণাধ্যায়ঃ।

ক্ষয়জব্যতীত সকল প্রকার তৃষ্ণারোগে বমন, বিবিধ প্রয়োগ সহযোগে বিলোড়ন ও বাতপিত্তনাশক ঔষধ হিতকর বলিয়া জানিবে। গুড় ও দধি একত্র ভোজন দ্বারা বাতজ তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়। পুষ্টিকারক মাংসরস, চিনি, গুলঞ্চের রস এবং শীতল লাজোদক গুড় ও মধু সহযোগে কিংবা গাম্ভারীর কাথ শর্করাসহ অথবা রক্তশালির শীতল অন্ন মধুসহ ভোজন করিলে তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি নিবারিত হয়। আম্র ও জামের কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি নষ্ট হয়। মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, দাহ, স্ত্রীসঙ্গম ও মদ্যপান জনিত ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে এবং রক্তপিত্ত ও মদাত্যয়রোগীকে শীতল জল পান করিতে দিবে। দাড়িমের বীজ, জীরা ও নাগকেশরচূর্ণ ও চিনি মধুসহ লেহন করিলে অথবা মধুযুক্ত পাকাডুমুরের রস বা কাথ এবং শারিবাদিগণের শীতল কাথ মধুসহ সেবনে পৈত্তিক তৃষ্ণা বিনাশ করে।

বটের শুঙ্গা,কুড়,মধু, খৈ ও নীলোৎপল এই সকল দ্বারা প্রস্তুত গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে অথবা মুথা, রক্তচন্দন, বেনামূল, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে কিংবা শুষ্ক বটকাষ্ঠ ভস্মের ক্ষারজল পান করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। পুনর্ণবা, আপাংমূল, শ্বেতজীরা ও কৃষ্ণজীরা সমভাগে তক্রসহ বাটিয়া সেবন করিলে মুখশোষ নিবারিত হয়। পিণ্ডখেজুর দাড়িম, দ্রাক্ষা তেঁতুল, পরূষফল, চিতা ও আমলকী, ইহাদের চতুর্থাংশাবশিষ্ট কাথ অথবা ৮ তোলা রক্তচন্দন ৩২ গুণ জলসহ পাক পূর্ব্বক অর্দ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ নিবারিত হয়। দ্রাক্ষা, পিণ্ডখেজুর ও কুল, প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ৮ গুণ এবং শেষ চতুর্থাংশ, এই কাথে দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্রচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা ও মধু ৪ পল মিশাইয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা ও রক্তশোষ নিবারিত হয়। পিণ্ড-খর্জ্জুর, বেনামূল, দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, আমলকী, পরূষফল, কণ্টকারী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মৌলফুল ও গাম্ভারী, এই সকল চতুর্গুণ জলসহ রাত্রিতে কাথ করিয়া নূতন ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া পরদিবস খৈচূর্ণ, শর্করা ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া জাতীপুষ্পদ্বারা সুগন্ধি করতঃ পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা ও ভ্রম বিনষ্ট হয়। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ হইতেই প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, একারণ সকল অবস্থাতেই তৃষ্ণাতুর জনকে জলপান করিতে দিবে।

ইতি তৃষ্ণাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ মূর্চ্ছামাহ।

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলাশ্চ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাসু নিবারিতানি॥
কুর্য্যাচ্চ নাসাবদনাবরোধং ক্ষীরং পিবেদ্বাথ মানুষীণাম্।
মূর্চ্ছাং প্রশক্তাস্তু শিরোবিরেকৈর্জ্জয়েদভীক্ষ্ণং বমনৈশ্চ তীক্ষ্ণৈঃ॥

স্নেহ স্বেদোপপন্নানাং যথাদোষং যথাবলম্।
পঞ্চ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত মূর্চ্ছায়েষু মদেষু চ॥
সিদ্ধানি বর্গে মধুরে পয়াংসি সদাড়িমা জাঙ্গলজারসাশ্চ।
তথা যবা লোহিতশালয়শ্চ মূর্চ্ছাসু শস্তাঃ সসতীনমুদ্গাঃ॥
যথাদোষং কষায়াণি জ্বরঘ্নানি প্রযোজয়েৎ।
রক্তজায়ান্তু মূর্চ্ছায়াং হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ।
মদ্যজায়াং বমেন্মদ্যং নিদ্রাং সেবেৎ যথাসুখম্।
বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভোজনানি প্রযোজয়েৎ॥
কোলমজ্জোষণোশীর কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং জলে লীঢ়া কৃষ্ণাং বা মধুসংযুতাম্॥
মহৌষধামৃতাক্ষুদ্রা পৌষ্করং গ্রন্থিকোদ্ভবম্।
পিবেৎ কণাযুতং কাথং মূর্চ্ছায়েষু মদেষুচ॥
ক্ষুদ্রা কণ্টকারী।
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগোবা প্রয়োগঃ পয়সোঽপিবা।
রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষোবা প্রশস্যতে॥
কৌম্ভং দশবর্ষস্থিতং ঘৃতং।
পিবেদ্দুরালভা কাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে।
শতাবরী বলামূল দ্রাক্ষাসিদ্ধং পিবেৎ পয়ঃ॥
সঘৃতং ভ্রমনাশায় বীজং বাট্যালকস্য বা।
আভাশতাবরী ব্যোষ সৌবর্চ্চল রজঃ পিবেৎ॥
উষ্ণাম্বুনা ভ্রমে কাসে শ্বাসে নেত্ররুজি ত্র্যহম্।
আভাআহা।
কল্যাণ ঘৃতাদিকমত্র বিধাতব্যমিতি॥

জলসেক, অবগাহন, মণিময়হার ধারণ, শীতল প্রলেপ ব্যজনবায়ু

সেবন ও সুগন্ধি শীতল পানীয় পান, এই সকল মূর্চ্ছারোগে হিতকারক। নাসিকা ও মুখবন্ধ করিলে, নারীদুগ্ধ পান করিলে, শিরোবিরেচন ঔষধ অথবা সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছা নষ্ট হয়। মূর্চ্ছা ও মদাত্যয় রোগীকে যথাদোষ স্নেহ ও স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক পশ্চাৎ বলানুসারে পঞ্চকর্ম্ম প্রয়োগ করিবে। মধুরবর্গীয় দ্রব্য সহযোগে সিদ্ধ দুগ্ধ দাড়িম রস সংযুক্ত জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংসরস, যব ও রক্তশালিধান্যের অন্ন, মটর মুগের যূষ, এবং দোষানুসারে জ্বরঘ্ন কষায় মূর্চ্ছারোগে হিতকারক জানিবে। রক্তমূর্চ্ছায় শীতলক্রিয়া, মদ্যজ মূর্চ্ছায় মদ্যবমন ও নিদ্রাসেবন এবং বিষজমূর্চ্ছারোগে বিষঘ্ন ভোজন প্রয়োগ করিবে। কুলের মজ্জা, মরিচ, বেনামূল ও নাগকেশর চূর্ণ শীতল জলসহ অথবা পিপুলচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে মূর্চ্ছা নিবারিত হয়। শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, পুষ্করমূল ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথ পিপুলচূর্ণসহ পান করিলে মূর্চ্ছা ও মদরোগ বিনষ্ট হয়। ত্রিফলার প্রয়োগ, দুগ্ধের প্রয়োগ ও দশবর্ষস্থিত ঘৃত মূর্চ্ছারোগে হিতকারক। দুরালভার কাথ ঘৃতসহ অথবা শতাবরী, বেড়েলামূল ও দ্রাক্ষাসহ পাক করা দুগ্ধ ঘৃতসহ পান করিলে ভ্রমরোগ বিনষ্ট হয়। আভা, শতাবরী, ত্রিকটু ও সচললবণচূর্ণ উষ্ণজলসহ পান করিলে ৩ দিনেই ভ্রম, কাস, শ্বাস ও চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কল্যাণঘৃতাদি ও ভ্রমরোগে বিশেষ উপকারী।

শক্তাননদ্রুতাভাষং চলস্খলিত চেষ্টিতম্॥
বিদ্যাদ্বাতমদাবিষ্টং রক্তপীত শীতাকৃতিম্।
সক্রোধপরুষাভাষী সংপ্রহার কলিপ্রিয়ম্॥
বিদ্যাৎ পিত্তমদাবিষ্টং রক্তপীতশীতাকৃতিম্।
স্বল্পসংবন্ধ বচনং তন্দ্রালস্য সমন্বিতম্॥
বিদ্যাৎ কফমদাবিষ্টং পাণ্ডুপ্রধান তৎপরম্॥

বাতজমদরোগী সজোরে, দ্রুত কথা বলে, চঞ্চলভাবে গমনাদি-কার্য্যে অকৃতকার্য্য হয় এবং দেহ রক্ত বা পীতবর্ণ ও শীতল হয়। পিত্তজ মদরোগে রোগী সক্রোধে পরুষ বাক্য বলে, প্রহার ও কলহ করিতে ভালবাসে এবং দেহ রক্ত বা পীতবর্ণ ও শীতল হয় এবং কফজ মদরোগে রোগী অল্প স্পষ্ট কথা বলে এবং তন্দ্রা, আলস্য, পাণ্ডুবর্ণতা ও চিন্তাযুক্ত হয় জানিবে।

বন্যকরীষঘ্রাণাচ্ছীতলজলপানাল্লবণভক্ষণাদ্বাপি।
শাম্যতি পূগফলমদ চূর্ণরুজা শর্করাকবলাৎ॥
পথ্যাক্বাথেন সংসিদ্ধং সর্পির্ধাত্রী রসেনবা।
সর্পিঃ কল্যাণকং বাপি মদমূর্চ্ছাহরং পিবেৎ।

ঘৃত ৩২ পল, হরীতকী ৬৪ পল, পানীয় ৫২৪ পল শেষ ১২৮ পল

অকল্কমিদং ঘৃতম্।

অঞ্জনান্যবপীড়াশ্চ ধূমাঃ প্রধমনানি চ।
সূচীভি স্তোদনং শস্ত্রৈর্দ্দাহঃ পাড়ানখান্তরে॥
লুঞ্চনং কেশলোম্নাঞ্চ দন্তৈর্দ্দংশনমেবচ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিত স্তস্যাববোধনে॥
অবপীড়ানিগু ণ্ডী পত্ররসাদিভির্নস্যং।
প্রধমনং ত্রিকটু কাদি চূর্ণস্য নাসায়াং ক্ষেপঃ।

শস্ত্রৈঃ পীড়েতি যোজনা।

প্রবুদ্ধসংজ্ঞমন্নৈস্তু লঘুভিস্তমুপাচরেৎ।
বিস্মায়নৈঃ সংস্মরণৈঃ প্রিয়ৈঃ শ্রুতিভিরেবচ॥
পটুভির্গীতবাদিত্রৈঃ শব্দৈশ্চিত্রৈশ্চ দর্শনৈঃ।
বিরেক বান্ত্যস্হক্ স্রাবৈর্ব্ব্যায়ামামোদ ঘর্ষণৈঃ॥
প্রাতর্গুড়ার্দ্রকং খাদেৎ তথা মধু লিহন্নিশি।
মূর্চ্ছোন্মাদ মদং কাসং সপ্তাহাৎ পথ্যভুক্ জয়েৎ॥

বস্ত্র ঘুটের ঘ্রাণ, শীতল জলপান ও লবণ ভক্ষণ দ্বারা সুপারীর মত্ততা এবং চিনির কুলি করিলে চুনের বেদনাদি বিনষ্ট হয়। হরীতকীর কাথ অথবা আমলকীর কাথ সহ পাক করিয়া ঘৃত পান দ্বারা মদ ও মূর্চ্ছারোগ বিনষ্ট হয়। কেশ লোমাদি দ্বারা অঞ্জন, দন্তদ্বারা দংশন, নিসিন্দাপাতার রসদ্বারা অবপীড়ন (নস্য) ধূমপ্রদান, ত্রিকটুচূর্ণদ্বারা প্রধমন (নাসিকায় প্রক্ষেপ), আলকুশীর শুঁয়াবর্ষণ, সূচীদ্বারা বিন্ধন, শস্ত্রদ্বারা তোদন এবং লৌহ শলাকাদি দ্বারা মূর্চ্ছা রোগীকে সজ্ঞান করিবে। সংজ্ঞা প্রাপ্ত রোগীকে লঘু অন্নক্রিয়া, বিস্মাপন, সংস্মরণ, প্রিয়কার্য্য, শ্রুতি, সুন্দর গীতবাদ্যাদি শব্দ, বিচিত্র দর্শন, বিরেচন, বমি, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, আমোদ ও ঘর্ষণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। প্রাতঃকালে গুড় আদা ও রাত্রিতে মধু লেহন করিলে মূর্চ্ছা, উন্মাদ, মদ ও কাস বিনষ্ট হয়।

পুনর্ণবাদ্যং ঘৃতম্।

পয়ঃ পুনর্ণবা ক্বাথে যষ্টিকল্কপ্রসাধিতম্।
ঘৃতং পুষ্টিকরং পানাৎ মদ্যপানহতৌজসঃ॥

গব্যঘৃত /৪ সের পুনর্ণবার কাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু /১ সের। এই ঘৃত পুষ্টিকারক এবং মদ্যপান জনিত ওজোহীনতা বিনষ্ট করে।

মুস্তকং সৈন্ধবঞ্চৈব বৃহতী ফলমেবচ।
যষ্টিমধু সমাযুক্তং নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্॥

ইতি মূর্চ্ছাভ্রমনিদ্রাতন্দ্রাধ্যায়ঃ।

মুথা, সৈন্ধব, বৃহতীফল ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে তন্দ্রা বিনষ্ট হয়।

ইতি মূর্চ্ছা ভ্রমনিদ্রাতন্দ্রাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ দাহচিকিৎসামাহ।

যৎ পিত্তজ্বর দাহোক্তং দাহে তৎ সর্ব্বমিষ্যতে।
শতধৌত ঘৃতাভ্যক্তো লেপোবা যবশক্তুভিঃ॥
কোলামলক যুক্তৈর্ব্বা ধান্যাম্লৈরপি বুদ্ধিমান্।
ছাদয়েত্তস্য সর্ব্বাঙ্গমারনালার্দ্রবাসসা॥
লামজ্জকেন শুক্তেন চন্দনেনানুলেপয়েৎ।
চন্দনাম্বু কণাস্যন্দি তালবৃন্তোপবীজিতে॥
সুপ্যাৎ দাহার্দ্দিতোঽম্ভোজকদলীদলসংস্তরে।
পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনানাঞ্চ সেচনে॥
শস্যতে শিশিরং তোয়ং তৃষ্ণাদাহোপশান্তয়ে।
ক্ষীরৈঃ ক্ষীরকষায়ৈশ্চ সুশীতৈশ্চন্দনান্বিতৈঃ॥
অন্তর্দ্দাহং প্রশময়েদেতৈশ্চান্যৈশ্চ শীতলৈঃ।
ফলিনী লোধ্রসেব্যাম্বু হেমপত্রং কুটন্নটম্॥
কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্।
সেব্যাম্বুশীরং বালাচ হেম নাগেশ্বর চূর্ণম্॥
কুটন্নটং কৈবর্ত্তমুস্তকম্।
ধাতুক্ষয়োত্থে কুর্ব্বীত ক্ষীরমাংসাদি বৃংহণম্॥

পিত্তজ্বরে দাহে যে সকল ঔষধাদি কথিত হইয়াছে, তৎ সমস্ত দাহরোগে হিতকারক। দাহযুক্তব্যক্তিকে প্রথমতঃ শতধৌত ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া যবের ছাতু অথবা কুল ও আমলকী সংযুক্ত কাঁজি পান করাইয়া কাঁজির দ্বারা ভিজা কাপড় দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবে, তদনন্তর বেণামূল, কাঁজি অথবা রক্তচন্দন দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া চন্দনাম্বুকণা প্রসারিত তালবৃন্ত দ্বারা বাতাস দিতে দিতে কমলপত্র বা কদলীপত্রে শয়ন করাইয়া শিশির জল দ্বারা পরিষেক

অবগাহন ও পাখাদ্বারা সেচন করিবে। ইহাতে তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত হয়। চন্দনযুক্ত শীতল দুগ্ধ, ক্ষীরকষায় ও অন্যান্য শীতল প্রয়োগ দ্বারা অন্তর্দ্দাহ নিবারিত হয়। প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণা, বালা, নাগকেশর এবং কেউটামুথা, এই সকল কালীয়ক রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে দাহ উপশমিত হয়। ধাতুক্ষয়জনিত দাহরোগে ক্ষীর, মাংসাদি পুষ্টিকারক খাদ্য প্রদান করিবে।

কুশাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ।

কুশাদি শালপর্ণীভির্জীবকাদ্যেন সাধিতম্।
তৈলং ঘৃতং বা দাহঘ্নং বাতপিত্ত বিনাশনম্।
কুশাদি পঞ্চতৃণ স্বল্পপঞ্চমূলী মিলিত্বা ৩২ পলম্॥
কল্কার্থং জীবকাদ্যষ্টবর্গঃ।

তিল তৈল অথবা ঘৃত ৴৪ সের, কুশাদি পঞ্চতৃণ ও স্বল্পপঞ্চমূলের কাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ জীবকাদি অষ্টবর্গ ৴১ সের মাত্র। ইহা দ্বারা তৈল বা ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে বাতপিত্ত প্রশমিত হয়।

শ্রীমহৎকল্যাণকং ঘৃতম্।

চতুর্গুণে শতাবর্য্যা রসে ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
সর্পিঃ প্রস্থং বলাজাজী মঞ্জিষ্ঠা পীবরী নিশা॥
কাকোল্যৌ মধুমেদে দ্বে ঋদ্ধির্দ্বে দেবদারু চ।
এষামষ্টপলৈঃ কল্কৈঃ পচেৎ কল্যাণকং মহৎ॥
বৃংহণীয়ং বিশেষেণ পরং পুষ্টিকরং মতম্।
অর্দ্দিতং কর্ণশূলঞ্চ নেত্ররোগং সুদারুণম্।
দাহোন্মাদমপস্মারং বাতরুক্ বাতশোণিতম্।
উদাবর্ত্তং গুল্মরোগং হৃদ্রুজং মূত্রকৃচ্ছ্রকম্॥

মূত্রবন্ধোপদংশঞ্চ গ্রহণী মতিদুস্তরাম্।
গুদাঙ্কুরং মন্দমগ্নিং শ্বাসকণ্ঠিষমজ্বরৌ॥
হলীমকং তথাশূলং রক্তপিত্তস্বরক্ষয়ম্॥
কাসঞ্চৈব স্বরং ভিন্নং ছর্দ্দিং তৃষ্ণাং প্রমেহকম্॥
স্ত্রীণাং কজ্বং জয়েৎ শীঘ্রং ক্ষয়রোগং সকামলম্।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্॥
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যেতৎ মহৎ কল্যাণকং ঘৃতম্।

ইতিদাহাধ্যায়ঃ।

গব্যঘৃত /৪ সের শতাবরীর রস।৬ সের, দুগ্ধ।৬ সের এবং কল্কার্থ বেড়েলা, জীবা, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূল হরিদ্রা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও দেবদারু, সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই ঘৃত দ্বারা দাহ, উন্মাদ, চক্ষুরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

ইতি দাহাধ্যায় সমাপ্ত।

অথোন্মাদচিকিৎসামাহ।

উন্মাদে বাতজে পূর্ব্বং স্নেহপানং বিরেচনম্।
কুর্য্যাদাবৃতবাতেতু সস্নেহ মূর্দ্ধশোধনম্॥
পৈত্তিকে রেচনং শস্তং বমনস্তু কফোত্তরে।
স্নিগ্ধস্বিন্নে যথাদোষং বস্তিনস্যঞ্চ যোজয়েৎ॥
শুদ্ধস্যাচারবিভ্রংশে তীক্ষ্ণং লাবণমঞ্জনম্।
তাড়নঞ্চ মনোবুদ্ধি স্মৃতি সংবেজনং হিতম্॥

তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং ভয়ম্।
বিস্ময়ো বিস্মৃতের্হেতোর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ॥

সান্ত্বনমাশ্বাসনম্।

সর্পৈরদন্তৈশ্চ গজৈর্ব্যাঘ্রৈস্তথারিভিঃ।
ত্রসয়েদ্রাজপুরুষৈঃ শস্ত্রহস্তৈর্ব্বধোদ্যতৈঃ॥
প্রদেহোচ্ছাদনাভ্যঙ্গ ধূমপানঞ্চ সর্পিষঃ।
প্রয়োক্তব্যং মনোবুদ্ধিস্মৃতি সংজ্ঞা প্রবোধনম্॥
প্রযোজ্যং সার্ষপং তৈলং নস্যাভ্যঞ্জনয়োস্তথা।
বদ্ধং সর্ষপতৈলাক্ত মুত্তানঞ্চাতপে ন্যসেৎ॥
সিদ্ধার্থকো বচাহিঙ্গু করঞ্জৌ দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক কটুত্রিকম্॥
সমাংসানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্।
বস্তমূত্রেণ পিষ্টোঽয়মগদঃ পানমঞ্জনম্।
নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনস্তথা।
অপস্মারবিষোন্মাদ হৃত্যালক্ষ্মী জ্বরাপহঃ॥
ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চ শস্যতে।
সর্পিরেতৈশ্চ সিদ্ধং বা সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ॥
শ্বেতা শ্বেতাপরাজিতা শিরীষস্য বীজম্।

বাতজ উন্মাদরোগে প্রথমে স্নেহ ও বিরেচন এবং বাতসমন্বিত উন্মাদে সস্নেহ শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে। এবং পিত্তজে বিরেচন এবং কফজ উন্মাদে বমন হিতকারক। আর স্নেহ ও স্বেদযুক্ত ব্যক্তিকে বস্তি ও নস্য প্রদান করিবে। শুদ্ধাচারভ্রষ্ট ব্যক্তির তীক্ষ্ণ নস্য, অঞ্জন ও তাড়নদ্বারা মন, বুদ্ধি ও স্মৃতি জন্মে। তর্জ্জন, ত্রাসন, দান, আশ্বাসন, হর্ষণ, ভয়, বিস্ময় ও বিস্মৃতি দ্বারা চিত্ত প্রকৃতিস্থতা প্রাপ্ত হয় জানিবে।

দন্তহীন বা সদন্ত সর্প, হস্তী, ব্যাঘ্র, শক্র ও শস্ত্রহস্ত বধোদ্যত রাজপুরুষ দ্বারা ভয় প্রদর্শন, প্রলেপ, উচ্ছাদন, অভ্যঙ্গ, ধূমপান ও ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা মন বুদ্ধিজ্ঞান ও স্মৃতি জন্মিয়া থাকে। সর্ষপতৈলের নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিলে উন্মাদ নষ্ট হয়। উন্মাদরোগীকে সর্ষপতৈলাক্ত করিয়া রৌদ্রে উত্তান (চিৎ) ভাবে শোয়াইয়া রাখিলে তাহার রোগমুক্তি হয়। শ্বেতসরিষা, বচ, হিং, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেতাপরাজিতা, শতকট্‌কী, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, শিরীষবীজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল সমভাগে গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক পান, অঞ্জন, নস্য, আলেপন ও উদ্বর্ত্তন দ্বারা প্রয়োগ করিলে অথবা গোমূত্র ও উক্ত দ্রব্য গুলি ঘৃতসহ পাক-পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপে প্রয়োগ করিলে অপস্মার ও উন্মাদাদি রোগ ধ্বংস পায়।

ত্র্যূষণাদ্যাবর্ত্তিঃ।

ত্র্যূষণং হিঙ্গুলবণং বচাকটুকরোহিণী॥
শিরীষ নক্তমালানাং বীজং শ্বেতাশ্চ সর্ষপাঃ।
গোমূত্র পিষ্টৈরেভৈস্তু বর্ত্তির্নেত্রাঞ্জনে হিতা॥
চাতুর্থক মপস্মারং উন্মাদঞ্চ নিযচ্ছতি।

ত্রিকটু, হিং, সৈন্ধব, বচ, কট্‌কী, শিরীষবীজ, করঞ্জবীজ, শ্বেতা পরাজিতা ও সর্ষপ এই সকল গোমূত্র সহ বাটিয়া বর্ত্তি করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে উন্মাদাদি বিনষ্ট হয়।

উন্মাদে সমধুঃ পেযো রসোনা তালশাখাজঃ কেবলোঽপি।
ব্রাহ্মী কুষ্মাণ্ডীফল বড়্‌গ্রন্থা শঙ্খপুষ্পিকাঃ স্বরসাঃ॥
উন্মাদহরা দৃষ্টাঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রাঃ।
কুষ্মাণ্ড ফলস্য মজ্জা।

দশমূলাম্বু সঘৃতং যুক্তং মাংসরসেন বা।
সসিদ্ধার্থক চূর্ণং বা পুরাণং চৈককং ঘৃতম্॥

পানাভ্যঞ্জননস্যেষু হিতমুন্মাদিনাং সদা ।
উগ্রগন্ধং পুরাণং স্যাদ্দশবর্ষস্থিতং ঘৃতম্ ।
লাক্ষারসনিভং শীতং প্রপুরাণমতঃপরম্ ॥

তালশাখার রস মধুসহ অথবা ব্রাহ্মীশাক, কুমড়া ফলের মজ্জা, বচ ও চোরপুষ্পী, ইহাদের যে কোন একটির রস কুড়চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে উন্মাদ রোগ বিদূরিত হয়। সঘৃত দশমূলের ক্বাথ অথবা মাংসরস শ্বেতসরিষাচূর্ণসহ কিংবা কেবল পুরাণ ঘৃত দ্বারা উন্মাদ বিনষ্ট হয়। উগ্রগন্ধি, দশবর্ষীয়, লাক্ষাসমবর্ণ ঘৃতকে পুরাতন বলা যায় এবং ইহার পরবর্ত্তী বহুকালীয় ঘৃতকে প্রপুরাণ ঘৃত বলে। ইহা পান মর্দ্দন ও নস্য দ্বারা উন্মাদ রোগ বিনষ্ট হয় ।

হিঙ্গ্বাদ্যং ঘৃতম্ ।

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং ব্যোষৈর্দ্বিপলাংশৈর্ঘৃতাঢ়কম্ ।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে সিদ্ধমুন্মাদনাশনম্ ।

ঘৃত ৬৪ সের, গোমূত্র ৬ সের, এবং কল্কার্থ হিং সচললবণ ও ত্রিকটু, প্রত্যেকে ৮ তোলা। এই ঘৃত উন্মাদ নাশক ।

স্বল্পচৈতসং ঘৃতং ।

পঞ্চমূল্যাবকাশ্মর্য্যো রাস্নৈরণ্ড ত্রিবৃদ্বলা ।
মূর্ব্বাশতাবরী চেতি ক্বাথৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈঃ ॥
কল্যাণকস্য চাঙ্গেন তৎঘৃতং চৈতসং স্মৃতম্ ।
সর্ব্বচেতোবিকারাণাং শমনং পরমং মতম্ ॥
অকাশ্মর্য্যো গাম্ভারীমূল রহিত—
দশমূলং এষাং ক্বাথঃ কল্যাণঘৃতস্য কল্কঃ ।

ঘৃত ৴৪ সের গাম্ভারীবিহীন দশমূল, রাস্না, এরণ্ড, তেউড়ী,

বেড়েলা, সূচমুখী, শতাবরী, ইহাদের কাথ ১৬ সের এবং কল্যাণ ঘৃতোক্ত ২৮টী দ্রব্যের প্রত্যেক ২ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কল্ক /১। এই ঘৃত উন্মাদাদি সর্ব্ববিধ মনোবিকার নাশ করে।

মহাপৈশাচিকং ঘৃতম্।

জটিলাপূতনাকেশী চারটী মর্কটী বচা।
ত্রায়মাণা জয়া বীরা চোরকং কটুরোহিণী॥
কায়স্থাশূকরীচ্ছত্রা সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কষা।
মহাপুরুষদন্তাচ বয়স্থা লাঙ্গলীদ্বয়ম্॥
কটম্ভরা বৃশ্চিকালী স্থিরাচৈব চ তৈর্ঘৃতম্॥
সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ গ্রহাপস্মার নাশনম।
মহাপৈশাচিকং নাম ঘৃতমেতত্তথামৃতম্॥
মেধাস্মৃতি বুদ্ধিকরং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্।
জটিলা জটামাংসী পুতনা হরীতকী কেশীভূকেশঃ॥

চারটীকুস্তাড়ুব্রাহ্মী রামকর্কটীশুকশিম্বী জয়া জয়ন্তী বীরা ক্ষীরকাকোলী পৃশ্নিপর্ণীবা চোরকশ্চোরহেলীঃ কায়স্থা সিন্ধুবারঃ শূকরী বারাহী কন্দঃ তদভাবে চর্ম্মকারত্বক্ ছত্রামধুরিকৈব ন তু জীরকং মিসীতি জত্রুকর্ণাৎ অতিচ্ছত্রা শতপুষ্পাপলঙ্কষা গুগ্গুলুঃ মহাপুরুষদন্তা শতাবরী বয়স্থা ব্রাহ্মী গুড়ূচী বা লাঙ্গলীদ্বয়ং রাস্নাদ্বয়ং একা তত্র গন্ধরাস্না তদভাবে ভাগদ্বয়ম্। কটম্ভরা ভদ্রাণিকা কটভী বা বৃশ্চিকালী বিছাতী। স্থিরা শালপর্ণী ঘৃতপ্রস্থে কল্কার্থং প্রত্যেকমেষাং রক্তিত্রয়োপেত ষণ্মাষাধিক কর্ষএকঃ কর্ষং ১মা ৬ রতি ৩ জলং ঘৃতাচ্চতুর্গুণম্। মহাপৈশাচিকমিতি মহচ্ছব্দঃ পূজাবচনঃ স্বল্পস্যাভাবাৎ।

ঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ জটামাংসী, হরীতকী,

ভূকেশী, ব্রাহ্মী, আলকুশী, বচ, বলালতা, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোরহেলী কট্‌কী, নিসিন্দা, বারাহীকন্দ, মৌরি শলুকা, গুগ্‌গুল শতাবরী, গুলঞ্চ, রাস্না, গন্ধরাস্না, লতাফট্‌কী, বিছাতী ও শালপানী, সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে উন্মাদ, অপস্মারাদি রোগ নাশ ও মেধাদি বৃদ্ধি হয়।

শিবাঘৃতম্।

শিবায়াস্তু সুপুত্রায়াঃ পলং পঞ্চাশতন্তথা।
পঞ্চ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলযুগাৎ পৃথক্॥
কুট্টয়িত্বা চতুষষ্টিশরাবৈরম্ভসাৎ পৃথক্।
পক্ত্বা পাদাবশিষ্টেন তেন ক্কাথোদকেন চ॥
ক্ষীরস্যাষ্টভিরাজ্যস্য শরাবাণাঞ্চতুষ্টয়ম্।
যষ্টীমধুকমঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠচন্দন পদ্মকৈঃ।
বিভীতক শিবাধাত্রী ত্রিবৃৎ তগরপাদিকৈঃ।
বিড়ঙ্গ দাড়িমং দেবদারুদন্তী হরেণুকৈঃ॥
তালীশ কেশরং শ্যামা বিশালা শালপর্ণীভিঃ।
প্রিয়ঙ্গু মালতীপুষ্প কাকোলীযুগলোৎপলৈঃ॥
হরিদ্রা যুগলানন্তা হরিবালুক বালকৈঃ।
পৃশ্নিপর্ণী সমৈরেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
সিদ্ধমেতদ্ঘৃতং যচ্চ তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
দেবাসুরগ্রহৈর্গ্রস্তে মানুষে রাক্ষসৈঃ ক্ষতে॥
গন্ধর্ব্বধর্ষিতে চৈব পিতৃগ্রহনিপীড়িতে।
ভূতৈরপ্যভিভূতে চ পিশাচৈশ্চ পরিপ্লুতে॥
ভুজঙ্গমগৃহীতে চ তথা জাঙ্গলভক্ষিতে।
ঋক্ষৈরপি পরিক্ষিপ্তে ভয়ৈরপ্যর্দ্দিতে ভৃশম্॥

শস্যতে সর্ব্ববাতে চ সর্ব্বশূলে প্রশস্যতে।
শোষে বক্ষঃক্ষতে কাসে শ্বাসে মেদে মদাত্যয়ে॥
মেহে মূত্রগ্রহে চৈব জ্বরে চৈতৎ প্রশস্যতে।
বৃষ্যং বলকরং হৃদ্যং বন্ধ্যানামপি পুত্রদম্॥
শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদেন নির্ম্মিতং ঘৃতমুত্তমম্।
শিবাঘৃতমিদং নাম্না শিবায়োন্মাদিনাং সদা॥

অথ শৃগালীমাংসং প্রশস্যতে।

পলপঞ্চ সংখ্যায়া দশমূল ৫০ পলং ক্বাথদ্বয়ম্।

গব্যঘৃত ৴৪ সের, দুগ্ধ ৴৮ সের, ক্বাথার্থ শৃগালীর মাংস ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং দশমূল, ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু মঞ্জিষ্ঠা, কুড় রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বয়ড়া হরীতকী, আমলা, তেউড়ী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমছাল, দেবদারু, দন্তী, রেণুকা, তালীশপত্র, নাগকেশর, শ্যামালতা, রাখালশশা, শালপানী, প্রিয়ঙ্গু, মালতীপুষ্প, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, এলবালুকা, বালা ও চাকুলে, প্রত্যেকে ২ তোলা। এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়।

নিম্বপত্র বচা হিঙ্গু সর্পনির্ম্মোক সর্ষপৈঃ।
ডাকিন্যাদিহরোধূপো ভূতোন্মাদবিনাশনঃ॥
কার্পাসাস্থি ময়ূরপুচ্ছ বৃহতী নির্ম্মাল্য পিণ্ডীতকৈঃ।
ত্বগ্ধাশিবাতথাহিবিষ্ঠাবচা কেশাহিনির্ম্মোককৈঃ।
গোশৃঙ্গ দ্বিপদন্ত হিঙ্গু মরিচৈ স্তুল্যৈস্তু ধূপঃ কৃতঃ॥
স্কন্দোন্মাদ পিশাচ রাক্ষসসুরাবেশো জ্বরঘ্নঃ স্মৃতঃ॥

নিমপাতা, বচ, হিং সাপের খোলস ও সরিষা, ইহাদের ধূপ প্রদান করিলে ডাকিনী ও ভূতজনিত উন্মাদ দূরীভূত হয়। কার্পাসের

আঠি, ময়ূরপুচ্ছ, বৃহতী, নির্ম্মলীফল, মদনফল ছুধ্‌লে, হরীতকী, সর্পবিষ্ঠা, কেশ, বচ, সর্পনির্ম্মোক, গোশৃঙ্গ, হস্তীদন্ত, হিং ও মরিচ তুল্যমাত্রায় লইয়া তদ্দ্বারা ধূপ দিলে পিশাচাদি জনিত জ্বরযুক্ত উন্মাদ নিবারিত হয়।

ভূতাঙ্কুশরসঃ।

সূতায়স্তার তাম্রঞ্চ মুক্তা চৈব সমং সমম্।
সূতপাদং তথা বজ্রং তালং গন্ধং মনঃশিলা॥
তুত্থং শিলাঞ্জনং সীসমহিফেনং রসাঞ্জনম্।
পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ প্রতিভাগং রসোন্মিতম্॥
চিত্রকং মূলকঞ্চৈব বজ্রীদুগ্ধেন মর্দ্দয়েৎ।
দিনান্তে গোলকং কৃত্বা রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ॥
ভূতাঙ্কুশরসো নাম ততো গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ভূতোন্মাদসমীরজিৎ॥
পিপ্‌পল্যাক্তং পিবেচ্চানু দশমূল কষায়কম্।
স্বেদয়েৎ কটু তুম্বীনাং তীক্ষ্ণং রুক্ষঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
মাহিষঞ্চ ঘৃতং ক্ষীরং ভক্ষয়েচ্চ ততঃ পরম্।
সঘৃতং ক্বথিতং ক্ষীরং শুষ্কশাকং বিবর্জ্জয়েৎ।
অভ্যঙ্গং কটুতৈলেন গুর্ব্বন্নং ভোজনে হিতম্॥

পারদ, লৌহ, রৌপ্য, তাম্র, মুক্তা, প্রত্যেকে ১ ভাগ, হীরক, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুতে, মনঃশিলরসাঞ্জন, সীসা, সমুদ্রফেন ও রসাঞ্জন, প্রত্যেকে সিকি ভাগ এবং পঞ্চলবণ, মরিচ ও চিতা প্রত্যেকে ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মনসার আঠায় মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া গজপুটে পাক করিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহা আদার রসের সহিত সেবন করিয়া পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া দশমূলের কাথ পান করিতে হয়। রোগীকে তিৎলাউর স্বেদ, মাহিষ ঘৃত ও দুগ্ধ পান,

গুর্ব্বন্ন ভোজন ও সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। কিন্তু সঘৃত পাক করা দুগ্ধ ও শুষ্ক শাক কদাচ দিবে না।

চণ্ডভৈরব-রসঃ।

হেমপাদং মৃতং সূতং নিষ্কং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ।
শোভাঞ্জনং বিষং তুল্যং মর্দ্দ্যঞ্চ ত্রিশূলীদ্রবৈঃ॥
দেবদাল্যা দ্রবৈশ্চাহিতদ্দেগোলং পাচয়েদ্দিনং।
গন্ধকোথেন তৈলেন তত উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ॥
মাসৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং পিবেদ্ব্রাহ্মীঘৃতং হ্যনু।
সর্ব্বভূতগ্রহং হন্তি রসোঽয়ং চণ্ডভৈরবঃ॥

স্বর্ণ সিকিভাগ এবং পারদ, শোভাঞ্জন ও বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক গোক্ষুরের কাথে ও ঘোষাফলের কাথে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া গন্ধকোথ তৈল দ্বারা পাক পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। ইহা প্রত্যহ ১ মাষা মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ ব্রাহ্মীঘৃত পান করিবে। উহা সর্ব্ববিধ উন্মাদ বিনাশক।

নারসিংহস্য মন্ত্রেণ সকৃদুচ্চারিতৈ র্হরেৎ।
ডাকিনীগ্রহভূতাদি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা

ওঁ নমো নরসিংহায় হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষস্থলবিদারণায় ত্রিভুবন ব্যাপকায় ভূতায় প্রতিসারণায় ডাকিনী কুলোন্মূলনায় সমস্ত-দোষান্ হর হর বিসর বিসর বল বল কম্প কম্প মথ হুং হুং হুং ফট্ ফট্ চট্ চট্ এহি এহি রুদ্রা জ্ঞাপয়তি স্বাহা।

ইতি নরসিংহ মন্ত্রঃ।

সর্ষপা নিম্বপত্রাণি ভূর্জ্জপত্রং বচাঘৃতম্।
ধূপ বাজিনখৈর্যুক্তং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্॥

ইত্যুন্মাদাধ্যায়ঃ।

ওঁ নমো নরসিংহায় জ্বাপয়তি স্বাহা, মন্ত্রটী একবার পাঠ করিলেই ডাকিনী, গ্রহ ও ভূতজনিত উন্মাদ দূরীভূত হয়। সর্ষপ, নিমপাতা, ভূর্জ্জপত্র, বচ, ঘৃত ও ঘোড়ারখুর, এই সকল দ্বারা ধূপ প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ গ্রহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি উন্মাদাধ্যায় সমাপ্ত।

অথাপস্মার চিকিৎসামাহ।

চিকিৎস্যোঽপস্মারী চ চিরকালী মহাগদঃ।
তস্মাদ্রসায়নৈরেনং প্রায়শঃ সমুপাচরেৎ॥
বাতিকং বস্তিভিঃ প্রায়ঃ পিত্তং প্রায়ো বিরেচনৈঃ।
শ্লৈষ্মিকং বমনৈঃ প্রায়োঽপস্মারমুপাচরেৎ॥
সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধস্য সম্যগাশ্বাসিতস্য চ।
অপস্মার বিমোক্ষার্থং যোগান্ সংশমনান্ শৃণু॥
পিপ্পলী বৃশ্চিকালী চ কুষ্ঠঞ্চ লবণানি চ।
প্রদদ্যাচ্চূর্ণিতং নস্যমেতৎ প্রশমনং পরম্।
ভূতোন্মাদোত্থিতঞ্চাত্র যোজ্যং নস্যাঞ্জনাদিকম্।
মনোহ্বা তার্ক্ষ্যজঞ্চৈব শকৃৎ পারাবতস্য চ॥
অঞ্জনং হন্ত্যপস্মার মুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ॥
তার্ক্ষ্যজং রসাঞ্জনম্।
যষ্টী হিঙ্গু বচা বক্র শিরীষলশুনাময়ৈঃ।
অজাঘৃতৈরপস্মারে সোন্মাদে চাঞ্জনং হিতম্।
বক্রং তগরপাদিকা।

পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্।
তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং মতম্।
নকুলোলূকমার্জ্জারগৃধ্রকীটাহিকাকজৈঃ।
তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ভিষক্।
কীটোবৃশ্চিকঃ।
যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তাশী মাক্ষিকেণ বরারজঃ।
অপস্মারং মহাঘোরং সচিরোত্থং জয়েৎ ধ্রুবম্॥
বরা ত্রিফলা।
কুষ্মাণ্ডকফলোত্থেন রসেন পরিশোধিতম্।
অপস্মারবিনাশায় যষ্টিমধু পিবেৎত্র্যহম্॥
প্রযোজ্যং তৈললশুনং পয়সাঽথ শতাবরী।
ব্রাহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মারনাশনম্॥

বহুকাল চিকিৎসা না করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হয় না, একারণ রসায়ন প্রয়োগ দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে। বস্তি প্রয়োগ দ্বারা বাতজ, বিরেচন দ্বারা পৈত্তিক এবং বমন দ্বারা শ্লৈষ্মিক অপস্মার রোগের চিকিৎসা করিবে। সর্ব্বপ্রকার সংশুদ্ধ ও আশ্বাসিত অপস্মার রোগীকে পশ্চাদুক্ত সংশমন ঔষধ প্রদান করিবে। পিপুল, বিছাতী, কুড়, ও পঞ্চলবণ ইহাদের নস্য, ভূতোন্মাদোক্ত নস্য ও অঞ্জন এবং মনছাল, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়। যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষবীজ, রসুন, কুড় ও ছাগঘৃত, ইহাদের অঞ্জন, পুষ্যানক্ষত্রে সংগৃহীত কুকুরের পিত্তের অঞ্জন ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ ও বেজী, হুতুমপেচা বিড়াল, শকুন, বিছা, সাপ ও কাক ইহাদের মুণ্ড, পক্ষ ও পুরীষ দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়। ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে বহুকালীয় অপস্মারও নিবারিত

হয়। কুষড়াফলের রসে শোধিত যষ্টিমধু ৩ দিন পান কিংবা তৈল ও রশুন একত্র অথবা শতাবরী দুগ্ধসহ কিংবা ব্রাহ্মীশাকের রস মধুর সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বল্পপঞ্চগব্যঘৃতম্।

গোশকৃদ্রস দধ্যম্ল ক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ সর্ব্বাপস্মারনাশনম্॥

গোময় রস, গব্য অম্লদধি, গব্যদুগ্ধ, গোমূত্র ও গব্যঘৃত সমভাগে একত্র করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ ও সর্ব্বপ্রকার অপস্মার নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃতম্।

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলাংরজন্যৌ কূটজত্বচঃ।
সপ্তপর্ণমপামার্গং নীলিনীং কটুরোহিণীম্॥
শম্পাকং ফল্গুমূলঞ্চ পৌষ্করং সদুরালভম্।
দ্বিপলানি জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতম্॥
ভার্গী পাঠা ত্রিকটুকং ত্রিবৃতা নিচূলানি চ।
শ্রেয়সী মাগধী মূর্ব্বা দন্তী ভূনিম্ব চিত্রকৌ।
দ্বে শারিবে রোহিষঞ্চ ভূতিকাং মদয়ন্তিকাম্।
ক্ষিপেৎ পিষ্টাক্ষমানানি তৈঃ প্রস্থোসর্পিষঃ পচেৎ॥
গোশকৃদ্রস দধ্যম্ল ক্ষীরমূত্রৈশ্চ তৎ সমৈঃ।
পঞ্চগব্যমিতি খ্যাতং মহত্তদমৃতোপমম্॥
অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বয়থাবুদরেষু চ।
গুল্মার্শঃ পাণ্ডুরোগেষু কামলায়াং হলীমকে॥
অলক্ষ্মী গ্রহরক্ষোঘ্নং চাতুর্থক-নিবারণম্।

শ্রেয়সী গজপিপ্পলী রোহিষং গন্ধতৃণভেদঃ।
ভূতিকং গন্ধতৃণং রোহিষাভাবে ভাগদ্বয়ং গ্রাহ্যম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, গোমূত্র /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, গোময় রস /৪ সের, গব্যদধি /৪ সের কল্কার্থ দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুটজ, ছাতিমছাল, আপাং, বননীল, কটুকী, সোনালু, কাকড়ুমুরের মূল, পুষ্করমূল, দুরালভা প্রত্যেকে ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং কল্কার্থ বামনহাটী, আকনাদী, ত্রিকটু, তেউড়ী, গজপিপুল, পিপুল, সূচমুখী, দন্তী, চিরতা, চিতা, অনন্তমূল, শারিবা, গন্ধতৃণ, ভূতিকা ও মদনফল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। এই ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ অপস্মার, উন্মাদ, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

মহাচৈতসং ঘৃতম্।

শণস্ত্রিবৃত্তথৈরণ্ডো দশমূলী শতাবরী।
রাস্না মাগধিকা শিগ্রুঃ ক্বাথ্যং দ্বিপলিকং ভবেৎ॥
বিদারী মধুকং মেদে দ্বে কাকোল্যৌ সিতা তথা।
এভিঃ খর্জ্জুরমৃদ্বিকা ভীরু গুঞ্জাথ গোক্ষুরৈঃ॥
চৈতসস্য ঘৃতস্যাঙ্গৈঃ পক্তব্যং সর্পিরুত্তমম্।
মহাচৈতসসংজ্ঞন্তু সর্ব্বাপস্মারনাশনম্॥
গরোন্মাদ প্রতিশ্যায়স্তৃতীয়ক চতুর্থকান্।
পাপালক্ষ্মীর্জ্জয়েদেতৎ সর্ব্বগ্রহ নিবারণম্॥
শ্বাসকাসহরঞ্চৈব শুক্রার্ত্তববিশোধনম্।
নিত্যং যুঞ্জাত্তকাভাবে তালমস্তকমিষ্যতে॥

শণাদি শিগ্রুপর্য্যন্তং ক্বাথঃ ঘৃতমানং ক্বাথবিধিঃ বিদার্য্যাদিভিঃ।
কল্যাণকস্যাষ্টাবিংশতিভিঃ সহ কল্কঃ।
শণস্য বীজং।

গব্যঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ শণবীজ, তেউড়ি, এরণ্ড, দশমূল, শতাবরী, রাস্না, পিপুল ও সজিনা, প্রত্যেকে ২ পল, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের এবং কল্কার্থ বিদারী, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, হরীতকী, খেজুর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, গুঞ্জামূল, গোক্ষুর এবং কল্যাণঘৃতোক্ত কল্কদ্রব্য, সমস্তে /১ সের। এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে অপস্মার, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। যুগ্লাতকের অভাবে তালমস্তক ব্যবহৃত হইয়া থাকে জানিবে।

ব্রাহ্মীঘৃতম্।

ব্রাহ্মীরসে বচাকুষ্ঠ শঙ্খপুষ্পীভিরেব চ।
পুরাণং মেধ্যমুন্মাদ গ্রহাপস্মারনাশনম্॥
ব্রাহ্মীরসশ্চতুগু ণঃ পুরাণং ঘৃতমত্রযোজ্যম্।

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, ব্রাহ্মীশাকের রস ।৬ সের এবং কল্কার্থ ব্রাহ্মী, দুরালভা, কুড় ও চোরপুষ্পী, সমভাগে /১ সের। এই ঘৃত উন্মাদ ও অপস্মারাদি নাশক।

প্রচণ্ডভৈরবরসঃ।

পার্ব্বতী কাশীশসূতং দরদো মধুপুষ্পকম্।
গুড়ূচী শাল্মলী ধান্য ভূনিম্বামরতুম্বুরুম্॥
তিলমুদ্গ পটোলানাং দ্রাক্ষাকুষ্মাণ্ডভস্মানি।
বটিকা কন্যকাভস্ম বলাদ্বয় নিযোজিতম॥

সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য গব্যাজ্যে গুটিকা শুভা।
উন্মাদ পবন চ্ছর্দ্দিমপস্মারং বিশেষতঃ॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং দুর্নামঞ্চ প্রমেহকম্।
পিত্তজ্বরারুচিঞ্চৈব তিমিরং চক্ষুরাময়ম্॥
গলরোগেষু সর্ব্বেষু কর্ণস্তব্ধং হরেদ্ ধ্রুবম্।
পার্ব্বতী গন্ধকং মধুপুষ্প মহুল অমর দেবদারু।

গন্ধক, হিরাকস, পারদ, হিঙ্গুল, মৌলপুষ্প, গুলঞ্চ, সিমূল, ধনে, চিরতা, দেবদারু, লাউ, তিল, মুগ, পটোল, দ্রাক্ষা, কুষ্মাণ্ডভস্ম, ঘৃতকুমারীভস্ম, বেড়েলা ও গোরক্ষচাউলা, এই সকল চূর্ণ গব্যঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ অপস্মারাদি নাশ করে।

ভূতভৈরবঃ।

মৃতসূতার্ক লৌহঞ্চ তালং গন্ধং মনঃশিলা।
স্রোতোঽঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং নরমূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ॥
তদ্গোলং দ্বিগুণং গন্ধং লোহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ।
পঞ্চগুঞ্জামিতং খাদেদপস্মারহরং ঘৃতৈঃ॥
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং ত্র্যূষং নরমূত্রেণ সর্পিষা।
কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসোঽয়ং ভূতভৈরবঃ॥

পারদ, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, স্রোতাঞ্জন সমভাগে নরমূত্রসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া দ্বিগুণ গন্ধকসহ লৌহপাত্রে ক্ষণকাল পাক করিয়া লইবে। ইহা ৫ রতি মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ হিং, সচললবণ ও ত্রিকটু নরমূত্র ও ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার বিনষ্ট হয়।

ইন্দ্রব্রহ্মবটী।

মৃতং সূতাভ্রং সতীক্ষ্ণং তারতাপ্য বিষং সমম্।
পদ্মকেশরসংযুক্তং দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্ দ্রবৈঃ॥
স্নুক্‌বহ্নি বিজয়ৈরণ্ডবচানিষ্পাবশূরণৈঃ।
নির্গুণ্ড্যাশ্চ দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং তদ্‌গোলং পাচয়েৎ পুনঃ॥
কর্ণিকা সর্ষপোত্থেন তৈলেন গন্ধসংযুতম্।
ততঃ পক্ত্বা সমুদ্ধৃত্য চণমাত্রা বটী কৃতা।
ইন্দ্রব্রহ্মবটী নাম ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
দশমূলকষায়ঞ্চ কণাযুক্তং পিবেদনু।
অপস্মারং নিহন্ত্যাশু যথা সূর্য্যোদয়ে তমঃ॥

পারদ, অভ্র, লৌহ রোপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, বিষ ও পদ্মকেশর, সমভাগে লইয়া মনসা, চিতা, সিদ্ধি, এরণ্ড, বচ, শিম্বী, ওল ও নিসিন্দা, ইহাদের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া পাক করতঃ পুনরায় কর্ণিকা এবং সর্ষপতৈল ও গন্ধকসহ মিশ্রিত করিয়া পাক পূর্ব্বক চনক প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবনান্তে দশমূলের কাথ পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিবে। ইহঃ অপস্মার নাশক।

মানুষাস্থি বসা হিঙ্গুলশুনং সর্পকঞ্চুকম্।
গোধূমং সর্পিষা পিষ্ট্বা ধূপোঽপস্মারনাশনঃ॥

ইতি অপস্মারাধ্যায়ঃ।

মানুষের হাড় ও বসা, হিং রসুন, সাপের খোলস ও গোধূম ঘৃতসহ পেষণ পূর্ব্বক ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার নাশ পায়।

ইতি অপস্মারাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ বাতব্যাধিচিকিৎসামাহ।

স্বাদ্বম্ললবণস্নিগ্ধৈরাহারৈর্ব্বাতরোগিণঃ।
অভ্যঙ্গ-স্নেহবস্ত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ॥
সর্পিস্তৈলবসামজ্জপানাভ্যঞ্জনবস্তয়ঃ।
স্বেদঃ স্নিগ্ধো নিবাতঞ্চ স্থানং প্রাবরণানি চ॥
বৃংহণং যচ্চ তৎ সর্ব্বং প্রশস্তং বাতরোগিণাম্।
নিরামং কেবলং বাতমাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ॥
যূষৈর্গ্র্াম্যাম্বুজানূপে রসৈর্ব্বা স্নেহসংস্কৃতৈঃ।
কৃশরাপায়সশ্চান্নৈঃ সুস্বিন্নং স্বেদয়েত্ততঃ॥
অভ্যক্তং স্নেহ-সংযুক্তৈঃ স্বেদনৈঃ শাল্বণাদিভিঃ।
স্নেহাক্তং স্বিন্নমঙ্গন্তু বক্রং সর্ব্বমথাপি বা।
যথেষ্টমানমশিতুং শক্যতে শুষ্কদারুবৎ॥
স্বিন্নস্যাশু প্রশাম্যন্তি রুক্ স্তম্ভঃ সুগ্রহাদয়ঃ।
স্নেহো মৃষ্ণাতি সংশুষ্কান্ ধাতূন্ পুষ্টিবলপ্রদঃ॥
অতঃ পুনঃ পুনঃ স্নেহৈঃ স্বেদৈশ্চাপ্যুপপাদয়েৎ।
অতোঽপ্যশান্তৌ মৃদুভিঃ সস্নেহৈস্তং বিরেচয়েৎ॥
পয়সৈরণ্ডতৈলং বা পায়য়েদ্দোষশোধনম্।
পটোল ফলকৈর্যূষো বৃষ্যো বাতহরো লঘু॥
বাট্যালকক্বৃতৈর্যূষঃ পরং বাতবিকারনুৎ।
উভয়ত্রৈব যূষার্থং মুদ্গান্ বা কুলত্থান্ ক্ষিপেৎ।
বাট্যালকযূষস্তু মাষকলায়াদ্যঃ প্রায়ঃ
প্রচরতি ঘৃতে পরিভজ্য সৈন্ধবমনুরূপং
দেয়ং এবমন্যত্রাপি যূষরসাদৌ।

বলায়াঃ পঞ্চমূলস্য দশমূলস্য বা রসে।
অজশীর্ষাম্বুজানূপ ক্রব্যাদপিশিতৈঃ পৃথক্॥
সাধয়িত্বা রসান্ স্নিগ্ধান্ দধ্যম্লস্নেহসংস্কৃতান্॥
ভোজয়েদ্বাতরোগার্ত্তং তৈলাক্ত লবণৈর্যুতান্॥
অম্বুজাঃ কূর্ম্মাদয়ঃ। আনূপা বরাহাদয়ঃ।
ক্রব্যাদাদীনাং ব্যাঘ্র-শ্যেন-গৃধ্রাদীনাম্।
পঞ্চমূলী বলা সিদ্ধং ক্ষীরং বাতাময়ে হিতম্॥
কোলং কুলথঃ সুরদারু রাস্না মাষাতসী তৈলফলানি কুষ্ঠম্।
বচা শতাহ্বাযবচূর্ণমম্ল-মুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ॥
তৈলফলানি সর্ষপাদীনি অম্লং কাঞ্জিকং পেষণার্থম্।
আনুপবেশবারোষ্ণ প্রদেহো বাতনাশনঃ।
নিরস্থি পিশিতং পিষ্টং স্বিন্নং ঘৃতগুড়ান্বিতম্॥
কৃষ্ণামরিচ-সংযুক্তং বেশবার ইতি স্মৃতম্॥

মধুর অম্ল, লবণ ও স্নিগ্ধ আহার এবং অভ্যঙ্গ স্নেহ ও বস্তি প্রয়োগ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাতরোগীর চিকিৎসা করিবে। ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা পান, অভ্যঞ্জন ও বস্তি প্রয়োগ, স্নিগ্ধস্বেদ, নিবাতস্থান, প্রাবরণ এবং যাবতীয় পুষ্টিকারক দ্রব্য বাতরোগে হিতকর। কেবল নিরাম বাতরোগে স্নেহ দ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং গ্রাম্য, জলজ ও আনূপ পশু পক্ষীর মাংস, স্নেহ সংস্কৃত যুষ করিয়া এবং কৃশরা, পায়স ও রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন দ্বারা এবং স্নেহসংযুক্ত ব্যক্তিকে শাম্বনাদি স্বেদ দ্বারা পুনঃপুনঃ স্বেদ প্রদান করিবে। ইহাতে রোগী যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিতে সমর্থ হয় এবং স্তম্ভ, বেদনাদি নিবারিত হয়। স্নেহ বাতরোগীর শুক্র ধাতুর পোষণ এবং শরীরের পুষ্টি ও বল প্রদান করে। এবং প্রকারে উপকার না হইলে স্নেহ-সংযুক্ত বিরেচন প্রয়োগ করিবে। এরণ্ডতৈল দুগ্ধসহ পান করিলে

উত্তম দাস্ত হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। মুগ ও কুলথকলায় সহ পটোল ও বেড়েলার যুষে অথবা পঞ্চমূল বা দশমূলের কাথে সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতে সন্তলন করিয়া পান করিলে এবং ছাগীমস্তক এবং আনূপ, জলজ ও ক্রব্যাদি পশু পক্ষীর মাংস যূষ, তৈল, লবণ ও অম্লদধি সহযোগে পাক করিয়া পান করিলে বাতরোগ প্রশমিত হয়। পঞ্চমূলী ও বেড়েলা সহ দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলেও বাতরোগ নিবারিত হয়। কুল, কুলথ, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, তিসী, সর্ষপ, কূড়, বচ, শলুফা ও যবচূর্ণ, এই সকল কাঁজিসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অথবা শূকরাদির অস্থিবিহীন মাংস পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত, গুড়, পিপুলচূর্ণ ও মরিচচূর্ণসহ মিশ্রিত করিয়া বেশবার প্রস্তুত পূর্ব্বক উষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

বাতরোগাশ্মরী কুষ্ঠমহোদরভগন্দরাঃ॥
অর্শাংসি গ্রহণী দুষ্টা মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

আধ্মান স্তম্ভ রৌক্ষ্য স্ফুটন বিমথন ক্ষোভ কম্প প্রতোদাঃ কণ্ঠোর্দ্ধং সাদমাদৌ শ্রমক বিলপনং স্রংস শূল প্রভেদাঃ। পারুষ্যং কর্ণনাদো কেশ পরিণতিভ্রংশ দৃষ্টি প্রমোহা বিস্পন্দো-দ্ঘট্টনানি গ্লপনমশয়নং তাড়নং পীড়নঞ্চ॥

নামোন্নামৌ বিষাদো ভ্রম পরিসদনং জৃম্ভণং রোমহর্ষো বিক্ষেপাক্ষেপ শোষ গ্রহণী শুষিরতা ছেদনং বেষ্টনঞ্চ। বর্ণঃ শ্যাবোহরুণো বা তৃড়পি চ মহতী স্বাপবিশ্লেষ সঙ্গা
বিদ্যাৎ কর্ম্মাণ্যমূনি প্রকুপিতমরুতঃ স্যাৎকষায়ো রসশ্চ।

কটি বিকটি যকৃৎ ক্লোম্নি পার্শ্বাজ্রি পৃষ্ঠে
জঠর বৃষণ বক্ষঃ কুক্ষিস্কন্ধাংসকেষু।
প্রসরতি গুরু শূলং রাত্রিনিদ্রা বিপর্য্যয়
স্থিতি পবনবিকারৈর্লক্ষণৈর্লক্ষণীয়াঃ॥

বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, উদর, ভগন্দর, অর্শ ও গ্রহণী এই সকলকে মহারোগ বলা যায়। আধ্মান, স্তম্ভ, রৌক্ষ্য, স্ফুটন, বিমথন, ক্ষোভ, কম্প, প্রতোদ, কণ্ঠোর্দ্ধভাগ শ্রম, বিলাপ, স্রংসন, শূল, পারুষ্য, কর্ণনাদ, কেশপকতা, ভ্রংশদৃষ্টি, প্রমোহ, স্পন্দন, উদ্‌ঘট্টন, গ্লানি, অনিদ্রা, তাড়ন, পীড়ন ও বিক্ষেপাদি, প্রকুপিত বায়ুর কার্য্য জানিবে।

চিত্রকেন্দ্রযবা পাঠা কটুকাতিবিষাভয়াঃ।
মহাব্যাধি প্রশমনো যোগঃ ষড়্ধরণঃ স্মৃতঃ॥
হরীতকী বচা রাস্না সৈন্ধবং সাম্লবেতসম্।
ঘৃতমাত্রা সমাযুক্ত মপতন্ত্রক-নাশনম্॥

চিতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী, অতৈস ও হরীতকী, এই সকল একত্র সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। হরীতকী বচ, রাস্না, সৈন্ধব ও অম্লবেতস, সমভাগে ঘৃত সহ সেবন করিলে অপতন্ত্রক আরোগ্য হয়।

।বভীতকাদিচূর্ণম্।

বিভীতক বিষামুস্তং শুণ্ঠীং ভার্গীঞ্চ পিপ্পলীম্॥
কৃত্বা চূর্ণানি মদ্যেন পীতান্যুষ্ণোদকেন বা।
নাশয়ন্তি নৃণাং ক্ষিপ্রং হিক্কাশ্বাসাপতন্ত্রকম্॥

বয়ড়া, অতৈস, মুথা, শুণ্ঠী, বামনহাটী, ও পিপুল চূর্ণ করিয়া মদ্য অথবা গরমজল সহ সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস ও অপতন্ত্রক বিনষ্ট হয়।

তৈলদ্রোণ্যাস্তু শমনং ধনুস্তাম্ভে পরং হিতম্।
পত্রোত্থাম্বুপরস্তৈলদ্রোণ্যঃ স্যুরবগাহনে॥
পত্রোত্থাম্বু প্রসারণ্যশ্বগন্ধাদীনাং পত্ররসঃ।
পক্ষাঘাতিনমক্ষীণং স্নিগ্ধস্বিন্নং বিরেচনম্।
বস্তিভির্যোজয়েৎ পিত্তকফোদ্রেকে বিরেচয়েৎ॥

মাষাত্মগুপ্তৈকেরণ্ড বাট্যালক শৃতং জলম্।
হিঙ্গুসৈন্ধব-সংযুক্তং পক্ষাঘাত-নিবারণম্॥

গাঁধাইল ও অশ্বগন্ধাদির পত্ররস, দুগ্ধ ও তৈল পূর্ণ দ্রোণীতে নিমগ্ন থাকিলে ধনুস্তম্ভরোগ বিনষ্ট হয়। অক্ষীণ স্নিগ্ধ স্বিন্ন পক্ষাঘাত রোগীকে পিত্তকফাধিক্য থাকিলে বস্তি দ্বারা বিরেচন প্রয়োগ করিবে। মাষকলাই শূকশিম্বী, এরণ্ড ও বেড়েলার কাথ করিয়া হিং ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত রোগ নিবারিত হয়।

মাষবলাদিঃ।

মাষবলাশূকশিম্বী কত্তৃণ রাস্নাশ্বগন্ধোরুবুকাণাম্।
ক্কাথো নস্যনিপীতো বা সর্ব্বলবণান্বিতঃ কোষ্ণঃ॥
অপহরতি পক্ষবাতং মন্যাস্তম্ভং সকলকর্ণনাদরুজ-
দুর্জ্জয়মর্দ্দিতবাতং সপ্তাহাজ্জয়তি চাবশ্যম্।

মাষকলাই, বেড়েলা শূকশিম্বী, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও এরণ্ড ইহাদের কাথ করিয়া মুখ অথবা নাসিকা দ্বারা পান করিলে পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি প্রনষ্ট হয়।

রাস্নাগুগ্‌গুলুঃ।

রাস্নায়াস্তু পলঞ্চৈকং কর্ষান্ পঞ্চ চ গুগ্‌গুলোঃ।
সপিষা বটকং কৃত্বা খাদেদ্ধন্তি চ গৃধ্রসীম্॥

৮ তোলা রাস্না এবং ১০ তোলা গুগ্‌গুলু ঘৃতসহ মিশাইয়া বটক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী রোগ নষ্ট হয়।

দশমূলী কষায়েণ পিবেদ্বা নাগরাম্ভসা।
কটীশূলেষু সর্ব্বেষু তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্॥
দশমূলস্য নির্য্যূহো হিঙ্গুপুষ্করসংযুতম্।
শময়েৎ পরিপীতস্তু বাতঝিনিঝিনি-সংজ্ঞিতম॥

এরণ্ডতৈল দশমূলের কাথ অথবা শুণ্ঠীর কাথ সহ পান করিলে কটীশূল নিবারিত হয়। দশমূলের কাথে হিং ও পুষ্করমূলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঝিনিঝিনি বাত বিনষ্ট হয়।

স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ।

পলমর্দ্ধপলং বাপি রসোনস্থ সুকুট্টিতম্।
হিঙ্গুজীরক-সিন্ধূত্থৈঃ সৌবর্চ্চল-কটুত্রয়ৈঃ॥
চূর্ণিতৈর্মাসিকোন্মানৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্।
যথাগ্নিভক্ষিতং প্রাতঃ রুবুকাথানুপানতঃ॥
দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং মাসমেকং নিরন্তরম্।
বাতরোগান্নিহন্ত্যাশু চার্দ্দিতং সাপতানকম্॥
একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে।
ঊরুস্তম্ভেচ গৃধ্রস্যাং ক্রিমিদোষে বিশেষতঃ॥
কটিপৃষ্ঠাময়ং হন্যাতুদরঞ্চ বিশেষতঃ।
বাশব্দেন সার্দ্ধপলমিত্যর্থঃ।

কুট্টিত রসুন ১২ তোলা এবং হিং, জীরা, সৈন্ধব, সচললবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেকে ১ মাষা মাত্রায় লইয়া উচিত মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ এরণ্ড কাথ পান করিলে অর্দ্দিতাদি সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলুঃ।

আভাশ্বগন্ধা হবুষা গুড়ূচী
শতাবরী গোক্ষুর বৃদ্ধদারকম্।
রাস্না শতাহ্বাসশঠী যমানী
সনাগরাশ্চেতি সমৈশ্চ চূর্ণম্॥

তুল্যং ভবেৎ কৌশিকমত্র মধ্যে

দেয়ং তথা সর্পিরথার্দ্ধভাগম্।

অর্দ্ধাক্ষমাত্রং ত্বথ তৎপ্রয়োগাৎ

কৃতানুপানং সুরয়াথ যূষৈঃ॥

মদ্যেন বা কোষ্ণজলেন বাথ

ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি।

কটিগ্রহে গৃধ্রসীবাহুপৃষ্ঠে

হনুগ্রহে জানুনি পাদযুগ্মে॥

সন্ধিস্থিতে চাস্থিগতে চ বাতে

মজ্জাশ্রিতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে।

রোগান্ জয়েদ্রাত্রককানুবিদ্ধান্

বাতেরিতান্ হৃদ্গ্রহযোনিদোষান্।

ভগ্নাস্থিবিদ্ধেষু চ খঞ্জবাতে

ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি ধীরাঃ।

আভা, অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারক, রাস্না, শলুকা, শঠি, যমানী ও শুণ্ঠী, প্রত্যেকে ১ ভাগ, গুগ্গুলু সকলের সমান এবং ঘৃত সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক। পরিমাণ ১ তোলা অনুপান সুরা, যূষ, মদ্য, উষ্ণজল, উষ্ণদুগ্ধ অথবা মাংসরস। ইহা কটীগ্রহ গৃধ্রসী প্রভৃতি নানারোগ বিনাশ করে।

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

আজং চর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ত্যক্তশৃঙ্গখুরাদিকম্।

পঞ্চমূলীদ্বয়ঞ্চৈব জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।

তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।

জীবনীয়ৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষীরঞ্চৈব শতাবরীম্॥

ছাগলাদ্য-মিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
অর্দ্দিতে কর্ণশূলে চ বাধির্য্যে মূকমিম্মিনে॥
জড়গদ্গদপঙ্গূনাং খঞ্জে গৃধ্রসীকুব্জয়োঃ।
অপতানেঽপতন্ত্রেচ সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে॥
তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণ ইতিবাক্যবলাদিহ।
পৃথক্ তুলার্দ্ধং চক্রেষ্টং দশমূলাজমাংসয়োঃ॥

তুলার্দ্ধং পঞ্চাশৎ পলানি। ছাগমাংস ৫০ পল, দশমূল ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ক্বাথ্যাচ্চতুর্গুণং বারীত্যাদি-বাক্যবলাৎ পুনঃ।

চতুঃষষ্টিপলং ক্বাথং বৃন্দকুণ্ডস্য শময়তাং এতন্মতেন ছাগমাংস ৩২ পল এতচ্চাকৃতিমানাদিতি বকুলঃ। দশমূলস্য প্রত্যেক-মষ্টরক্তিকোপেতদ্বাদশমাসকাধিকপলত্রয়ম্। যত্র দশমূলস্য প্রত্যেকং ৩ পল ১২ মাসা ৮ রতি জলং পূর্ব্ববৎ।

চক্রমতেন প্রায়ঃ প্রচারঃ।

পৃথগেব জলদ্রোণার্দ্ধেন মাংসক্বাথমেকাহেন কৃত্বা ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ। দশমূলেন সহ ক্বাথকরণে তু ব্যুষিতোঽপি মাংসক্বাথো ন দোষলঃ। যদুক্তং কেবল ব্রীহি প্রাণ্যঙ্গক্বাথো ব্যুষ্টস্তু দোষল ইতি। ক্ষীরং ঘৃতং সমম্। ক্ষীরসাহচর্য্যাৎ শতাবর্য্যা রসোঽপি ঘৃতসমঃ। জীবনীয়ং জীবনীয়দশকং অত্র প্রবিষ্টমপি যষ্টিমধু পুনরুক্তং ভাগদ্বয়ং-গ্রহণার্থম্।

যদুক্তং ঘৃততৈলে চ যোগে চ তদ্দ্রব্যং পুনরুচ্যতে।
তজ্জ্ঞাতব্যমিহার্য্যেণ ভাগতো দ্বিগুণেন চেতি॥
জলস্থলজভেদাৎ যষ্টিমধুদ্বয়-গ্রহণাস্থমিতি তু চক্রঃ।

জীরকাদিলবণং প্রত্যেকং ষড্রক্তিকোপেতং যথা মাষাধিক-

তোলক পঞ্চত্রয়ম্। যত্র ৬ তোলা ৬ মাসা ৬রতি যষ্টিমধুনোর-ত্রিদ্বয়াধিক মাষকোপেতৈকাদশ-তোলকাঃ।

যত্র যষ্টিমধু ১১ তোলা ৬ মাসা ২ রতি।

ছাগমাংস ৫০ পল, জল ৩২ সের শেষ /৮ সের, দশমূল ৫০ পল, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের, দুগ্ধ /৪ সের, শতাবরীর রস /৪ সের, গব্য ঘৃত /৪ সের এবং কল্কার্থ জীবনীয় দশক ও যষ্টিমধু সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় পান করিলে অর্দ্দিতাদি বিবিধ বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

বৃহদ্বলাতৈলম্।

বলামূলকষায়স্য দশমূলীকৃতস্য চ।
যবকোল-কুলত্থানাং ক্বাথস্য পয়সস্তথা॥
অষ্টাবষ্টৌ শুভা ভাগাস্তৈলাদেকস্তদেকতঃ।
কল্কীকৃত্য পচেদ্ধীমান্ কাকোলাদি সসৈন্ধবম্॥
তথাগুরু সর্জ্জরসং সরলং দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং কুষ্ঠমেলা তগরপাদিকম্॥
মাংসী শৈলেয়কং পত্রং তগরং শারিবাং বচাম্।
শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্ণবাম্॥
তৎসিদ্ধং স্থাপয়েৎ কুম্ভে সুবর্ণাদৌ সুরক্ষিতে।
রাজার্হণ মিদং তৈলং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥
সূতিকারোগশমনং গর্ভদং শুক্রবর্দ্ধনম্।
গুল্মাগ্নিমন্দ হিক্কার্ত্তি শ্বাস কাসান্ত্রবৃদ্ধিনুৎ॥
ভগ্নে মর্ম্মগতে গ্রন্থে সর্ব্বথৈবোপযোজয়েৎ।
প্রত্যগ্রধাতুঃ পুরুষো ভবেচ্চ স্থিরযৌবনঃ॥

যবকোলকুলত্থানাং ক্বাথঃ।

বলাদীনাং তৈলাষ্টভাগাপেক্ষয়া দ্বাত্রিংশদ্‌গুণো দ্রবঃ।
বলাক্বাথোঽষ্টগুণঃ। দশমূল ক্বাথোঽষ্টগুণঃ।
যবাদীনাং ক্বাথোঽষ্টগুণঃ। দুগ্ধমষ্টগুণম্।
কাকোল্যাদ্যষ্টবর্গঃ।

তিল তৈল ৴৮ সের, বেড়েলার কাথ ৴৮ সের, দশমূলের কাথ ৴৮ সের, যব, কুল ও কুলত্থের কাথ ৴৮ সের দুগ্ধ ৴৮ সের এবং কল্কার্থ কাকোল্যাদি দ্রব্য, সৈন্ধব, অগুরু, সর্জ্জরস, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচি, জটামাংসী, তগরপাদুকা, শৈলজ, তেজপত্র, তগরপুষ্প, অনন্তমূল, বচ, শতাবরী, অশ্বগন্ধা, শলুফা ও পুনর্ণবা সমভাগে সমস্তে ৴২ সের। এই তৈল পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি ও সূতিকা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বিষ্ণুতৈলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা গোক্ষুর তণ্ডুলাঃ।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
শতাবরী সহচরং পচেদেতৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
তৈলপ্রস্থং পয়োদত্ত্বা গব্যং বাজং চতুর্গুণম্॥
বাতার্ত্তা নরনাগাশ্বাঃ পীত্বা স্যুর্নিশ্চয়ং দৃঢ়াঃ।
হৃৎ-পার্শ্বশূল-বাতেষু গলগণ্ডার্দ্দিতে ক্ষয়ে॥
সশর্করাশ্মরী পাণ্ডুকামলার্দ্ধাবভেদকে।
ক্ষীণেন্দ্রিয়েঽল্পবৃদ্ধৌ চ জরয়া জর্জ্জরে হিতম্॥
স্ত্রীণামশ্বতরীণাস্তু গর্ভস্থিতি করং পরম্।
এতদঙ্গবরস্তৈলং বিষ্ণুনা পরিকল্পিতম্॥
বৃহত্যৌ বৃহতী কণ্টকারী চ পূতিকো নাটাকরঞ্জঃ।

তিলতৈল /৪ সের, গব্যদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ ১৬ সের এবং কল্কার্থ— শালপানী, চাকুলে, বেড়েলা, গোক্ষুর, গোরক্ষচাউলা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জ, শতাবরী ও ঝিণ্টি সমস্তে /১ সের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে নানাপ্রকার বাতব্যাধি বিনাশ পায়।

ছাগলক্ষণং যথা।

নাতিবালা ন সূতাচ ন বৃদ্ধা নচ রোগিণী।
মধ্যস্থা তরুণী গ্রাহ্যা কৃষ্ণা বৃষ্যা বিশেষতঃ॥

বৃহচ্ছাগলাদ্যঘৃতম্।

ছাগমাংসং তুলাং গৃহ্য দশমূল্যা স্তথা শতম্।
অশ্বগন্ধা পলশতং বাট্যালক-শতন্তথা॥
ঘৃতাঢ়কং পচেত্তেন চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
ক্ষীরং স্নেহসমন্দদ্যাৎ শতাবর্য্যা রসন্তথা॥
তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈব শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্॥
জীবন্তী মধুকং দ্রাক্ষা কাকোলী নীলমুৎপলম্।
মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিনীদ্বয় শারিবে॥
মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী।
দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশ-পদ্মকৌ॥
এলাপত্রং বরীনাগ জাতীকুসুমধান্যকম্।
মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমং দারু এলবালুক-রেণুকম্॥
বিড়ঙ্গক্ষীরকশ্চৈব পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করা-প্রস্থসংযুতম্॥
নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধভাণ্ডে মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ভাজনে।

অস্যৌষধস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্॥
দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য গণনায়কম্।
পিবেৎ পাণিতলং তত্র বারি বীক্ষ্যানুপানকম্॥
সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ।
সোন্মাদে পক্ষাঘাতে চ আধ্মানে কোষ্ঠবিড়্গ্রহে॥
কর্ণরোগে শিরোরোগে ব্যাধির্যো সাপতন্ত্রকে।
ভূতোন্মাদে চ গৃধ্রস্যাং সোদগারে চাম্লপিত্তজে॥
পার্শ্বশূলে তথা শূলে বাহ্যায়ামর্দ্দিতে তথা।
ক্রোষ্টুশীর্ষে তথা খঞ্জে কুব্জে গদ্গদমিম্মিনে।
অপতানেঽন্তরায়ামে রক্তপিত্তে তথোর্দ্ধগে॥
আনাহেঽর্শোবিকারেষু চাতুর্থকজ্বরেষু চ।
হনুগ্রহে তথা শোষে ক্ষীণে চৈবাববাহুকে॥
দণ্ডাপতানকে ভগ্নে দাহে চাক্ষেপকে তথা।
জীর্ণজ্বরে বিষে কুষ্ঠে শেষস্তম্ভে মদাত্যয়ে॥
আঢ্যবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ বাতরক্তগদেষু চ।
একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে॥
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে জিহ্বাস্তম্ভে জড়ে গদে।
ক্ষীণেন্দ্রিয়ে নষ্টশুক্রে শুক্রনিঃসরণে তথা॥
স্ত্রীণাং বাতহতে রক্তে প্রদরে সর্ব্বসম্ভবে।
যোনিমধ্যগতে বাতে যোনিশূলে চ শস্যতে॥
ক্ষীণগর্ভে নষ্টগর্ভে মূঢ়গর্ভে বিশেষতঃ।
অর্দ্ধাবভেদকে চৈব তিমিরে বাতপঙ্গুকে॥
নক্তান্ধ্যে চাশ্রুপাতে চ পটোলে চাক্ষিস্পন্দনে।
একাঙ্গস্পন্দনে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গস্পন্দনে॥

নগাদিপতিতে বাতে স্ত্রীণামপ্রাপ্তিহেতুকে।
আভিচারিকদোষে চ মনঃসন্তাপহেতুকে।
যে বাতসম্ভবা রোগা যে চান্যে পিত্তসম্ভবাঃ।
শিরোমধ্যগতা যে চ জঙ্ঘাপার্শ্বেষু সংস্থিতাঃ।
কুক্ষিবস্তিগতা যে চ যে চান্যে হৃদিসংস্থিতাঃ।
মাতৃগ্রহাভিভূতেন শিশুর্যশ্চ বিশুষ্যতি॥
প্রক্ষীণবলমাংসশ্চ ন বর্ত্মগমনক্ষমঃ।
স্তন্যং শুষ্যতি যস্যাশ্চ যাবৎস্তন্যং ন বিন্দতি॥
ঘৃতেনানেন সিদ্ধ্যন্তি বজ্রমুক্তিরিবাসুরান্।

রসায়নং বহ্নিবলপ্রদঞ্চ
বপুঃপ্রকর্ষং বিদধাতি রূপম্॥
গজেন্দ্রতুল্যেন সমানতেজাঃ
চিরায়ুষং পুত্রশতং করোতি।
স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি চাতিরেকং
ন যাতি তৃপ্তিং স রসঃ সমাঙ্গঃ।
অপুত্রিণী পুত্রশতঙ্করোতি
শতায়ুষং কামসমং বলিষ্ঠম্।
মহদ্ঘৃতং নাম তু ছাগলাদ্যং
বিনির্ম্মিতং বায়ুনিসূদনঞ্চ॥
শিবং শুভং রোগভয়াপহঞ্চ
চকার হারীতমুনির্বরিষ্ঠঃ।

অত্র ছাগমাংস ১০০ পল, দশমূল ১০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০, বেড়েলা ২০০ পল প্রত্যেক কাথার্থ জল ৫১২ পল, পাকার্থ ঘৃত ১০০ পল, ক্ষীর ১২৮ পল, শতাবরী স্বরস ১২৮ পল কল্কার্থ

জীবন্তী যষ্টিমধু দ্রাক্ষা কাকোলী নীলোৎপল মুথা রক্তচন্দন রাস্না শালপর্ণী চাকুলিয়া শ্যামালতা অনন্তমূল মেদ মহামেদ কুড় জীবক ঋষভক শটী দারু-হলদি প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা শিয়লী-থোড় তালীশপত্র পদ্মকাষ্ঠ এলাইচ তেজপত্র শতাবরী নাগেশ্বর মালতী ধনিয়া মঞ্জিষ্ঠা অম্ল দাড়িম দেবদারু এলবালুক রেণুক বিড়ঙ্গ জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা বস্ত্রপূতে শীতে সিতশর্করা ১৬ পল।

গব্যঘৃত ১২৮ পল, দুগ্ধ ১২৮ পল, শতাবরীরস ১২৮ পল, কন্ধার্থ ছাগমাংস, দশমূল, অশ্বগন্ধা ও বেড়েলা প্রত্যেকে ১০০ পল জল ৫১২ পল, শেষ ১২৮ পল এবং কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, নীলোৎপল, মুথা, রক্তচন্দন, রাস্না, শালপানী, চাকুলে, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মেদা, মহামেদা, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাচি, তেজপত্র, শতাববী, নাগকেশর, জাতীফুল, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, দেবদারু, এলবালুকা, রেণুকা, বিড়ঙ্গ ও জীরক প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই তৈল যথাবিধানে পাক পূর্ব্বক অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে নানাপ্রকার বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

নারায়ণ-তৈলং।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক পাটলা পারিভদ্রকঃ।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
বলাচাতিবলাচৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্ণবা।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা॥

চন্দনং তগরং কুষ্ঠং এলাপর্ণী চতুষ্টয়ম্।
রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্ণবম্।
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
শতাবরী রসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ।
আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রযোজিতম্॥
অশ্বো বা বাতসংভগ্নো গজো বা যদি বা নরঃ।
পঙ্গুলঃ পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি॥
অধোভাগে চ যে বাতাঃ শিরোমধ্যগতাশ্চ যে।
মন্যাস্তম্ভে হনুস্তম্ভে দন্তরোগে গলগ্রহে।
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ।
বধিরাশ্চাল্পজিহ্বাশ্চ মন্দমেধস এবচ॥
অল্পপ্রজাচ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
বাতার্ত্তৌ বৃষণৌ যেষা মন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা॥
এতত্তৈলবরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতঃ।

তিল তৈল ১৬ সের, শতাবরীর রস ১৬ সের, কল্কার্থ বেল, গণিয়ারী, শোনা, পারুল, পারিভদ্র, গাঁধাইল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাউলা, গোক্ষুর ও পুনর্ণবা, প্রত্যেকে ১০ পল, জল ৪ দ্রোণ, শেষ চতুর্থাংশ এবং কল্কার্থ শলুফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচি; মুগানী; মাষাণী, শালপানী, চাকুলে, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবও পুনর্ণবা প্রত্যেকে ২ পল। এই তৈল যথাবিধানে পাক পূর্ব্বক অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে নানাপ্রকার বাতব্যাধি পঙ্গুতা, অধোবাত, শিরোরোগ,

মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ একাঙ্গ শোষ, সকম্পনগতি, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ এবং স্ত্রীলোকের গর্ভগ্রহণ ব্যাঘাত নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহদ্বিষ্ণুতৈলম্।

জলধরাশ্বগন্ধাজাজী জীবকর্ষভকৌ শটী।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী মধুযষ্টিকা॥
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্।
মাংসী এলাত্বচং কুষ্ঠং বচাশৈলজ চন্দনম্॥
মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দন কুঙ্কুমম্।
পদ্মিনী কুন্দখোটিশ্চ গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ স্তৈলস্যাপি সহাঢ়কম্।
শতাবরীরসসমং দুগ্ধঞ্চাপি সমন্তবেৎ॥
এতৎ সংভৃত্য সম্ভাব্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
বিষ্ণুতৈলবরং শ্রেষ্ঠং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥
ঊর্দ্ধবাতে তথাবাতে হঙ্গবিগ্রহ এবচ।
শিরোমধ্যগতে বাতে মন্যাস্তম্ভে শিরোগ্রহে॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা।
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চান্যে পিত্তসম্ভবাঃ॥
সর্ব্বাংস্তান্নাশয়ত্যাশু তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।

তিলতৈল ১ আঢ়ক, শতাবরীর রস ১ আঢ়ক, দুগ্ধ ১ আঢ়ক, এবং কল্কার্থ মুথা, অশ্বগন্ধা, অজাজী, জীবক, ঋষভক, শঠী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাচি, দারুচিনি, কুড়, বচ, শিলারস, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, পদ্মিনী, কুন্দুরখোটী, গেঁটেলা ও নখী

প্রত্যেকে ১ পল। এই তৈল যথাবিধানে পাক পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে ঊর্দ্ধগ বায়ু, অঙ্গুলীগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, সন্ধিগত বায়ু, মজ্জাশ্রিত বায়ু এবং বাতিক পৈত্তিক নানাপ্রকার বাতবিকার বিনষ্ট হয়।

মহানারায়ণং তৈলম্।

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতীশ্বদংষ্ট্রাশ্যোনাক বাট্যালকপারিভদ্রম্।
ক্ষুদ্রা কঠিল্লাতিবলাগ্নিমন্থং মূলানি চৈষাং শরণীযুতানাম্॥
মূলং বিদধ্যাদথ পাটলীনাং সপাদপ্রস্থং বিধিনোদ্ধৃতানাম্।
দ্রোণৈরপামষ্টভিরেব পক্ত্বা পাদাবশেষেণ রসেন তেন॥
তৈলাঢ়কাভ্যাং সমমেব দুগ্ধমাজং বিদধ্যাদথবাপি গব্যম্।
একত্র সম্যক্ বিপচেৎ সুবুদ্ধির্দদ্যাদ্রসঞ্চৈব শতাবরীণাম্॥
তৈলেন তুল্যং পুনরেব তত্র রাস্নাশ্বগন্ধা মিসিদারুকুষ্ঠম্।
পর্ণীচতুষ্কাগুরু কেশরাণি সিন্ধূত্থ মাংসীরজনীদ্বয়ঞ্চ॥
শৈলেয়কং চন্দন পুষ্করাণি এলাস্রযষ্টি তগরাব্দপত্রম্।
ভৃঙ্গাষ্টবর্গাম্বুবচা পলাশং বৃশ্চীরস্থৌণেয়ক চোরকাখ্যম্॥
এতৈঃ সমস্তৈর্দ্বিপলপ্রমাণৈরালোড্য সর্ব্বং বিধিনা বিপক্বম্।
নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলং কর্পূর কাশ্মীর মৃগাণ্ডজানাম্।
দদ্যাৎ সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ প্রস্বেদদৌর্গন্ধ্যনিবারণায়।
চূর্ণীকৃতানাং দ্বিপলপ্রমাণং সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্বিধিবৎ প্রযোজ্যম্॥
আশ্বেব পুংসাং পবনার্দ্দিতানাং সৈকাঙ্গশোষার্দ্দিতবেপনানাম্।
যে পঙ্গবঃ পীঠবিসর্পিণশ্চ ব্যাধির্য্যশুক্রক্ষয়পীড়িতাশ্চ॥
মন্যাহনুস্তম্ভ শিরোগদার্ত্তা মুক্তাময়াস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ।
সংসেব্য তৈলং সহসা ভবন্তি বন্ধ্যা চ নারী লভতে সুপুত্রম্॥
দেবোপমং সর্ব্বগুণোপপন্নং সুমেধসং শ্রীবিজয়ান্বিতঞ্চ।
শাখাশ্রিতে কোষ্ঠগতে চ বাতে বৃদ্ধৌ বিশেষং পবনার্দ্দিতানাম্॥

জিহ্বানিলে দন্তগতে চ শূলে বাতাপহং তৈলবরং প্রদিষ্টম্।
উন্মাদ কুব্জ জ্বরকর্ষিতানাং নাতঃ পরং তৈলবরং প্রদিষ্টম্॥
বাতাময়ে বৈদ্যবরেণ যোজ্যং আয়ুঃপ্রকর্ষং প্রমদাপ্রিয়ত্বম্।
প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীং বিজয়ঞ্চ নিত্যং রক্ষাংসি দুষ্টানি নিহন্তি নূনম্॥
তৈলোপসেবী জরয়া বিমুক্তো জীর্ণজ্বরী চাশুভয়েণুরেব।
দেবাসুরে যুদ্ধপরে সমীক্ষ্য স্নায়ুস্থিভগ্নানসুরৈঃ সুরাংশ্চ॥
নারায়ণে নাপি সুবৃংহণার্থং স্বনামতৈলং বিহিতন্তু তেষাম্।

ক্ষুদ্রা কণ্টকারিকা কঠিল্লা পুনর্ণবা অতিবলা শ্বেতবলা কিন্তুক্ত নারায়ণ তৈলে গোরক্ষতণ্ডুলয়া ব্যবহরন্তি। শরণী ভদ্রালিকা প্রত্যেকমেষাং সপাদং প্রস্থং বিংশতি পলানি জলস্যাষ্টৌ দ্রোণাঃ দ্বাদশশরাবাধিকা পঞ্চশত শরাবাঃ ৫১২। শেষ সরাবাঃ ২২৮। তৈল স্যাঢ়কদ্বয়াংশঃ ৩২ মিষিঃ শতপুষ্পা ষষ্টি মঞ্জিষ্ঠা যষ্টি মধুরা ভৃঙ্গং গুড়ত্বক্ অষ্টবর্গো যথা জীবক ঋষভক মেদ মহামেদ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী ঋদ্ধি বৃদ্ধি পলাশ শটী বৃশ্চীরঃ শ্বেতপুনর্ণবা স্থৌণেয়কং গ্রন্থিপর্ণং চোরকঃ চোবগুলী সিদ্ধে পূতোষ্ণে কর্পূর কুঙ্কুমকস্তুরীণাং প্রত্যেকং পলদ্বয়ং চূর্ণয়িত্বা প্রক্ষিপ্য কেচিদিতি বচনাৎ কর্পূরাদীন্ দীয়তে।

যথালাভঞ্চ দীয়ত ইত্যাহুঃ।

তিলতৈল ।৬ সের' শতাবরীর রস ।৬ সের, দুগ্ধ ।৬ সের, ক্বাথার্থ বেল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, সোণা, বেড়েলা, পারিভদ্র, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, গোরক্ষচাকুলে, গনিয়ারী, প্রসারণী ও পারুল প্রত্যেকে ২ সের একপোয়া, জল ৮ দ্রোণ, শেষ ২ দ্রোণ এবং কল্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, গুলুফা, দেবদারু, কুড়, মুগানী, মাষাণী, শালপানী চাকুলে, অগুরু, নাগকেশর, সৈন্ধব, জটামাংসী; হরিদ্রা; দারুহরিদ্রা,

শৈলজ, রক্তচন্দন, পুষ্করমূল, এলাচি, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা তেজপত্র, দারুচিনি, অষ্টবর্গীয় দ্রব্য বালা, বচ, পলাশ, শ্বেতপুনর্ণবা, গেঁটেলা ও চোরপুষ্পী, এই সকল প্রত্যেকে ২ পল। যথাবিধানে এই মহানারায়ণ তৈল পাক পূর্ব্বক, কর্পূর, কুঙ্কুম ও কস্তুরী প্রত্যেকে ২ পল মাত্রায় উহার সহিত মিশাইয়া গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার বাতব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

মাষতৈলম্।

মাষক্কাথে বলাক্কাথে রাস্নায়া দশমূলজে।
যব কোল কুলত্থানাং ছাগমাংস ভবে পৃথক্॥
প্রস্থে চ তিলতৈলস্য ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
রাস্নাত্মগুপ্তা সিন্ধূত্থ শতাহ্বৈরণ্ড মুস্তকৈঃ॥
জীবনীয় বলা ব্যোষৈঃ পচেদক্ষসমৈর্ভিষক্।
বাধির্য্যে কর্ণশূলে চ কর্ণনাদে চ দারুণে।
বিসূচ্যামর্দ্দিতে বাতে কুব্জে গৃধ্রস্যামপতানকে॥
বস্ত্যভ্যঞ্জনপানেষু লাবণেষু প্রযোজয়েৎ।
মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মূর্দ্ধজত্রু গদাপহম॥
ক্বাথঃ প্রস্থাঃ ষড়েবাত্র বিভক্তাস্তেন কীর্ত্তিতাঃ।

যথা মাষপল ১৬ জলশরাব ১৬ শেষশরাব ৪ এবং সর্ব্বত্র॥

তিলতৈল ৴৪ সের, মাষকলায়ের ক্বাথ, বেড়েলার ক্বাথ, রাস্নার ক্বাথ, দশমূলের ক্বাথ, যব কুল কুলথের ক্বাথ ও ছাগমাংসের ক্বাথ ৴৪ সের, দুগ্ধ ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—রাস্না, আলকুশী, সৈন্ধব, শলুফা, এরণ্ড, মুথা, জীবনীয় দশক, বেড়েলা এবং ত্রিকটু, প্রত্যেকে ২ তোলা। এই তৈল পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহুশোষ, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণশূল, কর্ণনাদ, গৃধ্রসী প্রভৃতি নানাবিধ রোগ দূরীভূত হয়।

বৃহন্মহামাস তৈলং।

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দত্ত্বা তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ ।
পলানি ছাগমাংসস্য ত্রিংশদ্দ্রোণেহম্ভসঃ পচেৎ ॥
পূতে শীতে কষায়ে চ চতুর্থাংশাবশেষিতে ।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়োদত্ত্বা চতুর্গুণম্ ॥
আত্মগুপ্তোরুবুকঞ্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ম্ ।
জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্যচিত্রক কট্‌ফলম্ ॥
সব্যোষং পিপ্পলীমূলং রাস্না মধুক সৈন্ধবম্ ।
দেবদার্ব্বমৃতাকুষ্ঠং বাজিগন্ধা বচা শটী ॥
এতৈরক্ষসমৈঃ কল্কৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা ।
পক্ষাঘাতাদিতে বাতে চার্দ্দিতে হনুসংগ্রহে ॥
কর্ণমন্যাশিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে ।
পাণি পাদ শিরোগ্রীবা ভ্রমণে মন্দচংক্রমে ॥
কলায়খঞ্জে পাঙ্গুল্যে গৃধ্রস্যামববাহুকে ।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গ নস্য কর্ণাক্ষি পূরণৈঃ ॥
তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ব্ববাতরুজাপহম্ ।

তিলতৈল /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কাথার্থ—মাষকলায় /৪ সের, দশমূল /৬৷৹ সের ও ছাগমাংস ৩০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং কল্কার্থ—শূকশিম্বী, এরণ্ড, শলুফা, সৈন্ধব, সচললবণ, বিট্‌লবণ, জীবনীয় ১০টী দ্রব্য মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতা, কটফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী প্রত্যেকে ২ তোলা। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বধিরতা, হনুগ্রহ, কর্ণশূল, শিরঃশূল, হস্তপদাদির কম্প, গৃধ্রসী প্রভৃতি বিবিধ বাতব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্।

ত্রিকত্রয়সমাযুক্তং জীবনীয়য়ুতন্ত্রয়ঃ।
হন্ত্যপস্মারমুন্মাদং বাতব্যাধিং সুদুর্জ্জয়ম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা মুথাচিতা বিড়ঙ্গ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ ও জীবনীয় দশকচূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহচূর্ণ সকলের সমান মিশাইয়া লইবে। ইহা অপস্মার, উন্মাদ ও বাতব্যাধি নাশ করে।

মহাসুগন্ধি লক্ষ্মীবিলাসতৈলম্।

জিঙ্গীচোরক দেবদারু শবরব্যাঘ্রী বচাচেলক-
ত্বক্‌পত্রৈঃ সহগন্ধপত্রকশটীপথ্যাক্ষধাত্রীঘনৈঃ।
এতৈঃ শোধিতসংস্কৃতৈঃ পলযুগৈরাখ্যাতয়া সংখ্যয়া
তৈলপ্রস্থমবস্থিতৈঃ স্থিরমতিঃ কল্কৈঃ পচেদ্গান্ধিকৈঃ॥
মাংসী মুরাদমনচম্পক সুন্দরীত্বক্
গ্রন্থ্যম্বুরুক্মরুবকৈর্দ্বিপলৈঃ সযূষৈঃ।
শ্রীবাসকুন্দুরু নখী নলিকামিষীনাং
প্রত্যেকতঃ পলমুপার্য্য পুনঃ পচেচ্চ।
এলালবঙ্গ চল চন্দন জাতিযূতী
কক্কোলকাগুরু লতাঘুসৃণৈঃ পলার্দ্ধৈঃ।
কস্তুরিকাঙ্কসহিতানলদীপ্তিযুক্তৈঃ
পক্বীষ্ট মন্দশিখিনৈব মহাসুগন্ধম্॥
পঙ্ক দ্বিকেন চার্দ্ধেন মদাৎ কর্পূর মিষ্যতে।
কর্পূর মদয়োর্বন্ধং পত্রকল্কাদিহেষ্যতে॥
পঙ্ক পত্রাম্বুনাত্রাদ্যো দ্বিতীয়ো গন্ধবারিণা।

তৃতীয়োঽপি চ তেনৈব পাকোবা ধূপিতাম্বুনা॥

চেলকং গুবাকস্য ত্বক্।

মঞ্জিষ্ঠা, চোরক, দেবদারু, সাবরলোধ, কণ্টকারী, বচ, সুপারীর খোসা, চোরপুষ্পী, পচাপাতা, শঠী, হরীতকী, বয়ড়া, আমলকী ও মুথা প্রত্যেকে ২ পল মাত্রায় লইয়া পঞ্চপত্রোদক ও ৴৪ তিলতৈল সহ পাক করিবে। তদনন্তর জটামাংসী, মুরামাংসী, দনা, চম্পক, প্রিয়ঙ্গু, দারুচিনি, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মরুবক ও তুঁৎ প্রত্যেকে ২ পল এবং শ্রীবাস, কুন্দুরখোটী, নখী, নালুকা, শলুফা প্রত্যেকে ১ পল ও গন্ধোদক সহ পুনর্ব্বার পাক করিবে। তৎপরে এলাচি, লবঙ্গ, শিলারস, চন্দন, জাতীফুল, যুঁইফুল, কাকলা, অগুরু, লতাকস্তুরী ও কুঙ্কুম প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং কস্তুরী ২ তোলা মিশাইয়া কর্পূর, গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা গন্ধোদক সহ তৃতীয়বার পাক করিয়া লইবে। ইহা নানাবিধ বাতব্যাধি নাশক।

মহারাজপ্রসারণী তৈলম্।

শতত্রয়ং প্রসারণ্যা দ্বে চ পীতসহাচরাৎ॥
অশ্বগন্ধেরণ্ডবলাবরী রাস্না পুনর্ণবা।
কেতকী দশমূলঞ্চ পৃথক্ত্বক্ পারিভদ্রতঃ॥
প্রত্যেকমেষান্তু তুলা তুলার্দ্ধং দেবদারুতঃ।
তুলার্দ্ধং শিরীষস্যৈব লাক্ষায়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥
পলানি লোধ্রাচ্চ তথা সর্ব্বমেকত্র সাধয়েৎ।
জলপঞ্চাঢ়কশতে সপাদে তত্র শেষয়েৎ॥
দ্রোণদ্বয়ং কাঞ্জিকঞ্চ ষড়্বিংশত্যাঢ়কোন্মিতম্।
ক্ষীরদধ্নোঃ পৃথক্ প্রস্থান্ দশমত্বাঢ়কং তথা॥
ইক্ষোরসাঢ়কে চৈব ছাগমাংস তুলাত্রয়ে।
জল পঞ্চচত্বারিংশৎ প্রস্থে প্রস্থে তু শেষয়েৎ॥

সপ্তদশ রস প্রস্থা মঞ্জিষ্ঠা কাথ এবচ।
কুড়বো নাড়কোম্মানে দ্রব্যেরেভিস্তু সাধয়েৎ ॥
সুশুদ্ধ তিলতৈলস্য দ্রোণং প্রস্থেণ সংযুতম্।
আছ্য এভির্দ্রবৈঃ পাকে কল্কো ভল্লাতকং কণা ॥
নাগরং মরিচং চৈব প্রত্যেকং ষট্পলোম্মিতম্।
পথ্যাক্ষধাত্র্যঃ সরলং শতাহ্বা কর্কোটী বচা ॥
চোরপুষ্পী শটী মুস্তদ্বয়ং পদ্মশ্চ সোৎপলঃ।
পিপ্পলীমূল মঞ্জিষ্ঠা সাশ্বগন্ধা পুনর্ণবা ॥
দশমূলং সমুদিতং চক্রমর্দ্দো রসাঞ্জনম্।
গন্ধতৃণং হরিদ্রা চ জীবনীয়গণস্তথা ॥
এষাং দ্বিপলিকৈর্ভাগৈরাদ্যপাকো বিধীয়তে।
দেবপুষ্পী বোলপত্রং শল্লকী রস শৈলজে ॥
পিয়ঙ্গু শীর মধুরীমাংসী দারু বলাচলাঃ।
শ্রীবাসোনলিকা খোটিঃ সূক্ষ্মৈলাকুন্দুরুমুরা ॥
নখীত্রয়ঞ্চ ত্বক্ পত্রীপয়স্যা পূতিচম্পকম্।
মদনং রেণুকা পৃকা মরুবঞ্চ পলত্রয়ম্ ॥
প্রতেকং গন্ধতোয়েন দ্বিতীয়ঃ পাক ইষ্যতে।
গন্ধোদকস্তু ত্বক্ পত্রী পত্রকোশীরমুস্তকম্ ॥
প্রত্যেকং সবলামূলপলানি পঞ্চবিংশতিঃ।
কুর্য্যার্দ্ধ ভাগোঽত্র জলপ্রস্থস্তু পঞ্চবিংশতিঃ ॥
অর্দ্ধাবশিষ্টঃ কর্ত্তব্যঃ পাকোগন্ধাম্বু কর্ম্মণি।
গন্ধাম্বু চন্দনাম্বুভ্যাং তৃতীয়ঃ পাক ইষ্যতে ॥
কল্কোঽত্র কেশরং কুষ্ঠং ত্বক্ কালীয়ক কুঙ্কুমম্।
ভদ্রশ্রিয়ং গ্রন্থিপর্ণং লতা কস্তুরিকা তথা ॥

লবঙ্গাগুরু কক্কোল জাতীকোষ ফলানি চ।
এলা লবঙ্গবল্লী চ প্রত্যেকং ত্রিপলোন্মিতম্॥
কস্তুরী ষট্পলং চন্দ্রাৎপলং সার্দ্ধঞ্চ গৃহ্যতে।
বেধার্থঞ্চ পুনশ্চন্দ্রমদৌ দেয়ৌ তথোন্মিতৌ॥
মহারাজপ্রসারণী সেয়ং রাজযোগ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
গুণান্ প্রসারণীনান্তু বহন্ত্যেষা বলোত্তমান্॥

সপাদং পঞ্চাঢ়কশতং পঞ্চবিংশত্যধিকং পঞ্চশতান্যাঢ়কানি ভবন্তি।

তেষু চ দ্রোণদ্বয়ং স্থাপ্যম্।

তত্র প্রতিশতমেকবিংশতি রাঢ়কানি শরাবাশ্চ ষট্কিঞ্চিন্ন্যূন সপ্ত পলান্বিতা এতেন কিঞ্চিন্ন্যূন সপ্তপলাধিকন্নাচ্চত্বারিংশৎ উত্তর শরাব শতত্রয়ং ভবতি। স্থাপ্যশ্চ কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ পলান্বিতাঃ পঞ্চশরাবাঃ প্রতিশতং দেয়ং জলশরাবঃ ৩৪২ কিঞ্চিদূন পল ২৭ শেষ ৫ পল ১ কিঞ্চিদধিককর্ষ ৩ সমুদায়েন দেয় জলস্য চতুঃ শতাধিকাষ্ট সহস্র শরাবাঃ ৮৪০০ স্থাপ্যঞ্চাষ্টা বিংশচতুর শরাব শতং ১২৮ কিংবা সমুদায়েন ষোড়শ শরাব পরিমিত কলসেন পঞ্চবিংশত্যুত্তর কলস পঞ্চশতানি।

স্থাপ্যাশ্চাষ্টৌ কলসাঃ।

কাঞ্জিকস্যাঢ়কানি ষড়্বিংশতির্যদ্যপি তথাপি কাঞ্জিক দ্রোণ মাত্রেণ ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ। কাঞ্জিকং শুক্তং গ্রাহ্যং অতএবোক্তং চকেণ কাঞ্জিক মানতো দ্রোণঃ শুক্তেনৈব বিধীয়তে। শুক্তন্তু পরগ্রন্থে প্রস্থং তণ্ডুলতোয়ত ইত্যাদিনা গ্রহণ্য মুক্তং চক্রমতং পুনরন্যথা তথা।

অত্র শুক্তিবিধির্মগু প্রস্থঃ পঞ্চাঢ়কোন্মিতম্॥

কাঞ্জিকং সযবোদগ্নো গুড়প্রস্থোহম্ল মূলকাৎ।
পলান্যষ্টৌ শোধিতার্দ্রাৎপল ষোড়শকস্তথা॥
কণা মরিচ সিন্ধূত্থ হরিদ্রা জীরকং পৃথক্।
দ্বিপলস্তাবিতে ভাণ্ডে ঘৃতে নষ্টে দিনস্থিতম্॥
সিদ্ধস্তবতি তচ্ছুক্তং যদাবতার্য্য গৃহ্যতে।
তদা দেয়ং চতুর্জ্জাতং পৃথক্ কর্ষত্রয়োম্মিতম্।

অত্র মণ্ডস্য ভক্তমণ্ডসা প্রস্থঃ।

অম্লমূলকং কাঞ্জিকমূলকং শোধিতর্দ্রাৎ নিস্বগার্দাৎ ক্ষীরদগ্না প্রত্যেকং প্রস্থাদশেতিভেদঃ। ছাগমাংস পল ৩০০ জলশ ১৮০ শেষ শ ৬৮ মঞ্জিষ্ঠা পল ৬০ জলশ ৬০ শেষ ১৫ গান্ধিক ব্যবহারং সিধ্যতি তৈলশ ৬৪ উপক্ষয়ার্থমপর তৈলশ ৪ কল্কে ভল্লাতকস্য সহ দ্বে তস্য স্থানে রক্তচন্দনমেব বদন্তি বৃদ্ধাঃ অক্ষং বিভীতকং পদ্মোৎপলয়োঃ পুষ্পং দশমূলস্য মিলিত্বা পলত্রয়ং চক্রমর্দ্দ এড়গজা বীজং কল্ক দ্রব্যং তপ্তোদক প্রক্ষালিতং শ্লক্ষ চূর্ণিতং সুপিষ্টং দত্বা কাথাদি সর্ব্বত্র বৈ বাচ্যঃ পাকঃ সচাতিমৃদুঃ কার্য্যানিষ্পত্তি-পাকোঽন্ত্যেব যতঃ। দ্বিতীয়ে পাকে দেবপুষ্পী দেবহুলীতি প্রসিদ্ধা বোলো গন্ধরসঃ পত্রং বাটীয় গন্ধপত্রকং শল্লকী রসঃ কুন্দুরু যদুক্তং শব্দার্ণবে।

কুন্দুরু ভাগদ্বয়ং পুনরুক্তত্বাৎ বালা বালকং সুগন্ধিত্বাৎ চলঃ সিহ্লকং শ্রীবাসো নবনীতখোটিঃ নখী ত্রয়মশ্বখুর বদরপত্রোৎ-পল গজকর্ণাখ্য নখীমধ্যাজ্জ্যাদুম্পত্রা তেজোবতী পূতিঃ খাটাসী গন্ধোদকে বলামূলং বলানিকরঃ ত্বম্পত্রাদীনাং প্রতিপল ২৫ তোলা উৎপলং ১২ তোলা ৪ জলশরাব ১০০ শেষ শ ৫০ তৃতীয়পাকে গন্ধোদকং পূর্ব্ববৎ। চন্দনোদকার্থং শ্বেতচন্দন পল

৫৩৭ কর্ষ ২ ক্ষোদয়িত্বা জলশরাব ১০০ শ৫০ কিংবা উক্তার্দ্ধ-মানেন কৃতগন্ধোদশ ২৫ অন্যে তু সুপিষ্টেন সুঘৃষ্টেন বা গন্ধোদক এবার্দ্ধমান চন্দনে গোলিত মর্দ্ধাবশিষ্ট গন্ধোদকমানং গৃহ্নন্তি। ইত্থং ব্যবহারোঽপি কল্কে ভদ্রশ্রিয়ং সিতচন্দনং জাড্যাদোষঃ কলঙ্ক লবঙ্গস্যৈব ছল্লী চন্দ্রঃ কর্পূরঃ বেধার্থং মদঃ কস্তুরী সিদ্ধতৈলস্য কিঞ্চিত্তৈলেন কস্তুরী পিষ্ট্বা পাত্রস্থ সিদ্ধতৈলে মিশ্রয়িত্বাচ্ছাদ্য স্থাপয়েদিতি বেধ শব্দার্থঃ।

গাঁধাইল ৩শত পল, পীতঝিণ্টী ২ শত পল, অশ্বগন্ধা, এরণ্ড, বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না, পুনর্ণবা, কেতকী, দশমূল ও পারিভদ্রছাল প্রত্যেকে ১ শত পল, দেবদারু ৫০ পল, শিরীষ ৫০ পল, লাক্ষা ২৫ পল, এবং লোধ ২৫ পল পাকার্থ জল ৫২৫ আঢ়ক, শেষ দুই দ্রোণ; কাঁজি ২৬ আঢ়ক, দুগ্ধ ও দধি প্রত্যেকে ১০ প্রস্থ, দধির মাত ১ আঢ়ক, ইক্ষুরস ১ আঢ়ক; ছাগ মাংস ৩০০ পল, পাকার্থ জল ১৮০ সের, শেষ ৬৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের, তিল তৈল ১ দ্রোণ ১ প্রস্থ এবং কল্কার্থ—ভেলা পিপুল, শুণ্ঠী ও মরিচ প্রত্যেকে ৬পল,হরীতকী, বয়ড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, শলুকা, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরপুষ্পী, শঠী, মুথা, নাগরমুথা, পদ্ম, উৎপল, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্ণবা, দশমূল, চাকুন্দে, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা এবং জীবনীয় প্রত্যেকে ২ পল পরিমাণ লইয়া প্রথম পাক সমাপ্ত করিবে। তৎপরে লবঙ্গলতা, বোল, তেজপত্র, মোচরস, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণা, মৌরী, জটামাংসী, দেবদারু, বেড়েলা, শিলারস, টার্পিণ, নালুকা, কুন্দরখোটী, ছোটএলাচি, নবনীতখোটী, মুরামাংসী, নখীত্রয়, দারুচিনি, পচাপাতা, কাকলা, নাটাকরঞ্জ, চম্পক, মদন, রেণুকা, পিড়িংশাক ও মরুবক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৩ পল এবং গন্ধোদক সহ দ্বিতীয় পাক সমাপ্তি করিবে। তদনন্তর গন্ধোদক এবং নাগকেশর, কুড়, দারুচিনি, কালীয়ক, জাফরাণ, শ্বেতচন্দন, গেঁটেলা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, কাকলা, জাতী-

ফল, জৈত্রী, এলাচি ও লবঙ্গলতা প্রত্যেকে তিনপল, কস্তুরী ৫ পল, কর্পূর ১॥ পল এই সকল কল্কদ্রব্য সহ তৃতীয়বার পাক শেষ করিয়া উক্ত তৈল সহ কস্তুরী ও কর্পূর প্রত্যেকে ১॥ দেড় তোলা মাত্রায় মিশাইয়া লইবে। এই মহারাজ প্রসারণী তৈল সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি নাশ করে।

বাতকুলান্তকং তৈলম্।

মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধায়া গৃহীত্বা খণ্ডশঃ শতম্।
পঞ্চাশৎ পলমানন্তু জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে হরেৎ ক্কাথং ক্কাথাংশং তিলতৈলকম্।
তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং গব্যং বা মাহিষন্তথা॥
শতপুষ্পা কণা চেলা কুষ্ঠঞ্চ কণ্টকারিকা।
শুণ্ঠী যষ্টী দেবদারু শালপর্ণী পুনর্ণবা॥
মঞ্জিষ্ঠা পত্রকং রাস্না বচা পুষ্করমূলকম্।
যমানী ভূতিকং মাংসী নির্গুণ্ডী পয়স্যা বলা॥
বহ্নি গোক্ষুরকঞ্চৈব মৃণালং বহুপুত্রিকা।
প্রতিকর্ষমিদং যোজ্যং সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ॥
তৈলশেষং সমুদ্ধৃত্য সিদ্ধং বাতকুলান্তকম্।
অভ্যঙ্গে যোজয়েৎ পানে নস্যকর্ম্মণি সর্ব্বদা॥
ভগ্নানাং খঞ্জপঙ্গূনাং শান্তিমাপ্নোতি নান্যথা।

তিলতৈল ।৪ সের, গব্যদুগ্ধ বা মাহিষ দুগ্ধ ১৬ সের, ক্কাথার্থ অশ্বগন্ধা ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং কল্কার্থ—শলুফা, পিপুল, এলাচি, কুড়, কণ্টকারী, শুণ্ঠি, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপানী, পুনর্ণবা, তেজপত্র, মঞ্জিষ্ঠা রাস্না, তেজপত্র, বচ, পুষ্করমূল, যবানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, কাকৃলা, বেড়েলা, চিতা, গোক্ষুর, বেণামুল ও শতাবরী প্রত্যেকে ২ তোলা। এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে ভগ্ন, পঙ্গুতাদি বিবিধ বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গন্ধরাজতৈলম্ ।

তিলতৈলাঢ়কে ক্ষিপ্ত্বা তক্রং তৎপরিমাণকম্ ।
বচা চতুষ্পলং দত্ত্বা শুক্তং তচ্চ চতুর্গুণম্ ॥
ত্রিফলায়াঃ পলান্যষ্টৌ মঞ্জিষ্ঠায়াস্তথৈবচ ।
পুনরষ্টপলান্যস্যা অর্দ্ধদগ্ধানিধাপয়েৎ ॥
পূগচেল শটীপত্র শরণ্যম্বুদ দারুণঃ ।
পলান্যষ্টৌ বিনিঃক্ষিপ্য ঘৃতস্য তু পলদ্বয়ম্ ॥
আদ্যে পাকে পচেদিত্থং তৈলং যাবচ্চতুর্গুণম্ ।
গালয়িত্বা পরং কুর্য্যাত্তত্র পাকত্রয়ং বুধঃ ॥
চণ্ডাচল মরুচ্ছত্রা ত্বক্ পত্রী চোলশৈলজম্ ।
বিষাণ বীরণ গ্রন্থি দেবতাকুসুমানি চ ॥
প্রত্যেকমেষাঞ্চত্বারি পলান্যাদায় গান্ধিকঃ ।
পাকং দ্বিতীয়ং তৈলস্য কারয়েৎ ক্রমযোগতঃ ॥
স্পৃক্কা মাংসীমুরাবালং লবঙ্গচ্ছল্লিকামলা ।
নগুরুকাষ্ঠ খোটী চ চম্পকুন্দু প্রিয়ঙ্গবঃ ॥
এষাং খট্টাসিকায়াশ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ম্ ।
আদায় কারয়েৎ পাকং তৃতীয়ং গন্ধকোবিদঃ ॥
ফণি লাবলতাকোল কলৈলাগুরু সিহ্লকৈঃ ।
ত্বক্ কোষার্কৈ দ্বিপলিকৈরিতি পাকচতুর্থকঃ ॥
বেধঃ পলযুগেনেন্দোর্ম্মদস্য ত্বষ্টভিঃ পলৈঃ ।
গন্ধরাজাহ্বয়ং তৈলমিদং নৃপমনোহরম্ ॥

মঞ্জিষ্ঠায়া অর্দ্ধদগ্ধানি কিঞ্চিদ্ভৃষ্টানি ঘৃত্স্য নবনীতখোট্যাঃ মরুর্ম্মরুবকঃ ছত্রামহুরী বিষাণং কুষ্ঠং দেবতাকুসুমং দেবহুলী চম্প চম্পক কলিকা কুন্দঃ কুন্দুরুঃ ফণী শ্বেতচন্দনং লাবো লবঙ্গ-

ফলং লতা শতাকস্তুরী কোলং কক্কোলং ফলং জাতীফলং কোষো জাতীকোষঃ অর্কঃ কুঙ্কুমমিতি।

তিলতৈল ১ আঢ়ক, তক্র ১ আঢ়ক, বচ ৪ পল, কাঁজি ৪ আঢ়ক ত্রিফলা ৮ পল, অল্পদগ্ধ মঞ্জিষ্ঠা ৮ পল এবং সুপারির খোসা, শঠী, তেজপত্র, গাঁধাইল, মুথা ও চিতা, প্রত্যেকে ৮ পল ও ঘৃত ২ পল, একত্র করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া পুনরায় উক্ত তৈল সহ চোরক দারুচিনি, মকবক মৌরী, শিলাবস, পচাপাতা, চোল, শৈলজ, কুড়, বেনামূল, গেঁটেলা ও লবঙ্গ, প্রত্যেক ৪ পল মাত্রায় মিশ্রণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় বার পাক পূর্ব্বক আবার ছাকিয়া উক্ত তৈল সহিত পিড়িশাক, জটামাংসী, মুরামাংসী বালা, লবঙ্গছাল, ভূইআমলা, অগুরু নবনীতথোটী চম্পককলিকা, কুন্দ-বখোটী, প্রিয়ঙ্গু ও খাটাসী, প্রত্যেক ২ পল মাত্রায় মিশাইয়া তৃতীয় পাক সমাপ্ত করিবে। তদনন্তর উহা ছাকিয়া শ্বেতচন্দন, লবঙ্গফল, লতাকস্তুরী, কাকলা, জাতীফল, এলাচি, অগুরু, শিলারস দারুচিনি, জৈত্রী এবং কুঙ্কুম মিলাইয়া চতুর্থবার পাক শেষ করিয়া ২ পল কর্পূর এবং ৮ পল মৃগনাভি মিশাইয়া লইবে। এই গন্ধরাজ তৈল নানাপ্রকার বাতব্যাধি বিনাশ করে।

পরগ্রন্থে।

পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধানাং ক্ষালনং তথা।
শোষণঞ্চাপি সংস্কারো বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে॥
আম্রজম্বুকপিত্থানাং বীজপূরক বিল্বয়োঃ।
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্॥

পঞ্চপল্লবের জলদ্বারা গন্ধদ্রব্য সকল ধৌত করিয়া আতপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। আম্র, জাম, কৎবেল, ছোলঙ্গলেবু ও বেল, এই ৫টি বৃক্ষের পত্রকে পঞ্চপল্লব বলে।

নখী কর্কটশুদ্ধিঃ।

চণ্ডীগোময়তোয়েন যদি বা তিন্তিড়ী জলৈঃ।
নখং সংকাথয়েদেভিরভাবে মৃজ্জলেন তু॥
পুনরুদ্ধৃত্য প্রক্ষাল্য ভর্জ্জয়িত্বা নিসেচয়েৎ।
গুড়পথ্যাম্বুনা হ্যেবং শুষ্যতে কর্কটোঽপি চ॥
সম্মর্দ্দ্য চন্দনাদ্যৈস্তু বাসয়েৎ কুসুমৈঃ শুভৈঃ॥

চণ্ডী মহিষী মৃত্তিকা কৃষ্ণা গ্রাহ্যা কুসুমৈর্জ্জাতীমল্লিকাবকাদিভিঃ। অধিবাসনঞ্চ শরাবসং পুটে কৃত্বা এবং সর্ব্বেষামেব শুদ্ধানামধিবাসনং জ্ঞেয়ম্।

মহিষীর বা গাভীর গোময় রস অথবা তেতুলের জল কিংবা কৃষ্ণ মৃত্তিকার জল সহ নখী ও কাকড়াশৃঙ্গী সিদ্ধ করিয়া গন্ধোদক দ্বারা ধৌত করতঃ ভর্জ্জন পূর্ব্বক ও গুড়সংযুক্ত হরীতকীর জল দ্বারা সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চন্দনাদি দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক জাতীমল্লিকাদি কুসুমদ্বারা সুবাসিত করিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়।

বচা হরিদ্রা শুদ্ধিঃ।

গোমূত্রে চালম্বুষকে পক্ত্বা পঞ্চদলোদকে।
পুনঃ সুরভিতোয়েন স্নিগ্ধমাতপশোষিতম্॥
গুড়াম্বুনা সিচ্যমানং ভর্জ্জয়েচ্চূর্ণয়েত্ততঃ।
অলম্বুষা মুণ্ডীরী সুরভিতোয়ং গন্ধোদকম্।

বচ ও হরিদ্রা গোমূত্র ও মুণ্ডিরী সহ পাক করিয়া পঞ্চ পল্লবোদক দ্বারা ধুইয়া পুনরায় গন্ধোদক সহ সিদ্ধ করতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়াম্বু সহ সিক্ত করতঃ ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

মুস্তকশুদ্ধিঃ।

মুস্তকঞ্চ মনাক্ ক্ষুণ্ণং কাঞ্জিকে ত্রিদিনোষিতম্।
পঞ্চপল্লবতোয়েন স্বিন্নমাতপশোষিতম্॥
গুড়াম্বুনা সিচ্যমানং ভর্জ্জয়েচ্চূর্ণয়েত্ততঃ।
আজ সৌভাঞ্জন জলৈর্ভাবয়েচ্চেতি শুধ্যতি॥

অজস্য জলং মূত্রম্।

মুতা অল্প কুটিয়া ৩ দিন কাঁজিতে রাখিয়া, পঞ্চপল্লবোদক সহ পাক করিয়া শুকাইয়া গুড়াম্বু দ্বারা সিক্ত করতঃ ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ ছাগমূত্রে ও সজিনারসে ভাবিত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়।

শৈলজশুদ্ধিঃ।

কাঞ্জিক ক্বথিতং শৈলং ভৃষ্ট্বা পথ্যা গুড়াম্বুনা।
সিঞ্চেদেবং ততঃ পুষ্পৈর্বিবিধৈরধিবাসয়েৎ॥
কাঞ্জিকে বিপচ্যে পঞ্চপল্লব তোয়েন ক্ষালনমিত্যুপদেশঃ।

শৈলজ কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া পঞ্চপল্লবোদক দ্বারা ধুইয়া ভর্জ্জন পূর্ব্বক হরীতকী ও গুরাম্বু সহ সিক্ত করতঃ বিবিধ পুষ্পযোগে সুবাসিত করিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়।

খট্টাসীশুদ্ধিঃ।

যথালাভমপামার্গ স্নুহ্যাদি ক্ষীরলেপিতম্।
বাস্পস্বেদনং সংস্বেদ্য পূতিং নির্লোমতাং নয়েৎ॥
দোলাপাকং পচেৎ পশ্চাৎ পঞ্চপল্লববারিণি।
খলঃ সাধুমিবোৎপীড্য ততোনিঃস্নেহতাং নয়েৎ॥
আজ সৌভাঞ্জন জলৈর্ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।

শিগ্রুমূলে চ কেতক্যাঃ পুষ্পপত্রপুটে চ তম্॥
পচেদেবং বিশুদ্ধঃ সন্ মৃগনাভিসমো ভবেৎ।

খাটাসী, আপাং, মনসা প্রভৃতির আটাদ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া ধূপিত করিলে উহা দুর্গন্ধ হীন ও লোমশূন্য হয়, তৎপরে পঞ্চপল্লব জল দ্বারা দোলাপাকে পাক করিয়া শুষ্ক করিয়া ছাগমূত্রে ও সজিনারসে ভাবনা দিয়া সজিনামূল এবং কেতকীর পুষ্প পত্র দ্বারা প্রস্তুত পুটে স্থাপন পূর্ব্বক পাক করিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়।

সিহ্লকং মধুনা ভাব্যং কুঙ্কুমঞ্চাপি সর্পিষা।
কুঙ্কুমেনাগুরু প্রাজ্ঞৈর্গোমূত্রে গ্রন্থিপর্ণকম্॥
মধূদকেন মধুরী পত্রকং তণ্ডুলাম্বুনা।
ভাব্যমিতি সর্ব্বত্র যোজ্যন্।
কুষ্ঠং পঞ্চদলোৎস্বিন্নমৌর্ব্বী কুন্দুরু ধূপিতম্।
বাসিতং কুসুমৈরেভিঃ শুদ্ধিমায়াতি নির্ম্মলাম্॥
ধ্যামকশ্চূর্ণিতঃ শুদ্ধিঃ শর্করা জলসেচিতম্।
ঘৃত গুগ্‌গুলু ধূপেন যাতি চন্দনবাসিতঃ॥
ধ্যামকো গন্ধতৃণম্।
কুন্দুরুশ্চূর্ণিতোঽত্যর্থং কুঙ্কুমেন বিমর্দ্দিতঃ।
ধূপিতে গুড়সর্জ্জাভ্যাং বাসিতঃ শুধ্যতে তরাম্॥
রেণুকো ভাবিতোঽত্যর্থং মধুনা তক্রভাবিতঃ।
আতপে শোষিতঃ পুষ্পবাসিতঃ শুদ্ধিঃ সম্ভবেৎ॥
সর্ব্বেষাং গন্ধবস্তূনাং পঞ্চপল্লববারিণা।
গন্ধাম্বুনা চ কর্ত্তব্যং ক্ষালনং রৌদ্রশোষণম্॥
ততো গুগ্‌গুলুতোয়েন সিক্ত্বা যুক্ত্যা তু ভর্জ্জয়েৎ।
কুষ্ঠাদিকস্তু ন ভর্জ্জনীয়ম্

যদুক্তং।

রুগ্‌গ্রন্থি লঘুনির্য্যাস পত্রপুষ্পফলেষু চ।
চন্দনেন চ কর্ত্তব্যং ভর্জ্জনং গন্ধকোবিদৈঃ॥ ৬৭

সিলারস মধুসহ, কুঙ্কুম ঘৃতসহ, অগুরু কুঙ্কুম সহ, গেঁটেলা গোমূত্র সহ, মৌরী মধূদক সহ এবং তেজপত্র তণ্ডুলোদক সহ ভাবিত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়। কুড় পঞ্চপল্লবোদক সহ সিদ্ধ করিয়া কোঁগা ও কুন্দুরখোটীর যোগে ধূপিত করিয়া পুষ্প সমূহ দ্বারা সুবাসিত করিয়া লইলে উহা বিশুদ্ধ হয়। গন্ধতৃণ চূর্ণ করিয়া চিনির জলের সহিত সিক্ত করিয়া এবং গুগ্‌গুলু ঘৃতদ্বারা ধূপিত করিয়া চন্দন বাসিত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়। কুন্দুরখোটি অত্যন্ত চূর্ণ করিয়া কুঙ্কুম সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গুড় ও ধুনা দ্বারা ধূপিত করিয়া পুষ্পবাসিত করিলে বিশুদ্ধ হয়। রেণুকা মধু ও তক্র সহভাবিত করিয়া আতপে শুকাইয়া পুষ্পবাসিত করিলে উহা শোধিত হয়। সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য পঞ্চপল্লবোদক ও গন্ধোদক সহ ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুগগুলুর কাথ দ্বারা সিক্ত করিয়া ভাজিয়া লইতে হয়। (কিন্তু কুড় প্রভৃতি ভাজিবার আবশ্যক নাই জানিবে)। গন্ধবিৎপণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, রুক্, গ্রন্থি, লঘু, নির্য্যাস, পত্র, পুষ্প ও ফলমধ্যে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই চন্দনসহ ভর্জ্জন কর্ত্তব্য জানিবে।

মৃগনাভী, কর্পূর, চন্দন, অগুরুকাষ্ঠ ইত্যাদি পরীক্ষা।

কেতকী যূথিকা জাতিশ্চম্পকশ্চাতিমুক্তকঃ।
কদম্বো মল্লিকা নাগঃ পুন্নাগঃ কুটজস্তথা॥
পাটলা করুণা মৌর্ব্বী পুষ্পৈরেভিঃ সমাচরেৎ।
বাসনং দবসংভিন্নৈ স্তথান্যৈরপি শোভনৈঃ॥
শোধিতাশোধিতং দ্রব্যং ন কুর্য্যাদেকভাজনে।

অসাধুসঙ্গতঃ সাধুরপ্যসাধুর্ভবতো ভবে
পীতঃ কিঞ্চিল্লঘুরতিশয়ং কেতকীতুল্যগন্ধঃ।
স্নিগ্ধোগন্ধঃ মিসিমিসিকরো ভস্মভাবং ন যাতি।
ঈষত্তিক্ত কটুরপি মনাক্ ক্ষারগন্ধানুবিদ্ধম্।
শুদ্ধঃ সম্যক্ মদ ইতি মহীপালযোগ্যোমনোজ্ঞঃ॥
করস্থতোয়ে নিক্ষিপ্তা কস্তুরী চেন্মুহূর্ত্ততঃ।
রক্তপিত্তং জলং কুর্য্যাৎ কৃত্রিমাং তাং তদা ভবেৎ॥
পক্বাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্বং গুণবত্তরম্।
অত্রাপি স্যাদ্যদক্ষুদ্রং স্ফটিকাভং তদুত্তমম্॥
আকৃষ্যমাণং যচ্চাপি করে রেফাকরং ভবেৎ।

অত্রাচ্ছপক্বে।

পক্বঞ্চ সদলং স্নিগ্ধং হরিতদ্যুতি চোত্তমম্।
ভঙ্গে মনাগপি নচেন্নিপতন্তি ততঃ কণাঃ॥
চন্দনং গুরু গন্ধাঢ্যং রক্তসারং বিদুর্বুধাঃ।
মধ্যমং পীতসারং স্যাৎ অধমং পাণ্ডুরচ্ছবিঃ॥
বিশেষেণ গুণস্তত্র গ্রন্থিকোটরসংগতাঃ।
আকৃষ্ণমুত্তমং মূলং রক্তচ্ছায়ঞ্চ মধ্যমম্॥
আরক্ত মধ্যমং বিদ্ধি রক্তচন্দনকল্পিধা।
কাকতুণ্ডচ্ছবি স্নিগ্ধং গুরু চাগুরু শস্যতে॥
মধ্যং তিত্তিরিপক্ষাভং হেয়ং শাল্মলিকাষ্ঠবৎ।
রক্ত স্নিগ্ধং সুগন্ধঞ্চ সরলং সম্মতং সতাম্॥
স্নিগ্ধ সুগন্ধি লঘু চ দেবদারু প্রশস্যতে।
খট্টাসীধূপজঃ শ্রেষ্ঠো বর্চ্চলো মাংসলশ্চ যঃ॥

মৃগ শৃঙ্গোপমং কুষ্ঠং কীটদোষোজ্ঝিতং মতম্।
কিঞ্চিৎ পীতা মুরা শস্তা মাংসী পিঙ্গজটাকৃতিঃ॥
শৈলজঃ শুকপিচ্ছাভো জলাগ্নিভ্যামদূষিতঃ।
বেণুকোমুদ্গতুল্যোঽত্র শ্রেষ্ঠঃ স্থূলস্তু নিন্দিতঃ॥
মুস্তং শস্তমনূপোত্থং নিশাস্থূলা হরুণান্তরা।
জাতীফলং সশব্দঞ্চ গুরুস্নিগ্ধং প্রশস্যতে॥
এলা কক্কোলবীজাভা গ্রাহ্যা লোকোঽত্রবাকৃতিঃ।
এলা সূক্ষ্মবীজা শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ।
কক্কোলাভা চ কর্পূরস্বেদা শ্রেষ্ঠা ক্রুটির্ম্মতা।
কক্কোলকং গুরু স্নিগ্ধং সূক্ষ্মাগ্রস্থিতং শুভম্॥
গুড়ত্বক্ সুরসা ভদ্রা সুদৃঢ়া কীটবর্জ্জিতা।
গ্রন্থিকঃ পাণ্ডবঃ কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠা মধ্যমো মতঃ॥
উত্তমঃ কৃষ্ণবর্ণো যঃ স্থূলোঽতীব স নিন্দিতঃ।
শস্তাপ্রিয়ঙ্গুর্বাপাণ্ডু শামাকীটৈরদূষিতা॥
মলকোষ্ঠোজ্ঝিতং শস্তং সর্জ্জশ্রীবাস কুন্দুরুঃ।
সিহ্লকস্তু স্বচ্ছঃ পিঙ্গঃ শস্তোমধুনিভোঽধমঃ॥
ভূকেশঃ সূক্ষ্মমূলোঽত্র শস্যতে সরসো নবঃ।
কীটাগ্নিতোয়ৈরক্লিষ্টং সরসং পত্রকং শুভম্॥
দীর্ঘমূলং দৃঢ়ং স্নিগ্ধং পুরাণং দ্রব সংযুতম্।
দেশে সাধারণে জাত মুশীরং ভদ্রকস্তবেৎ॥

কেতকী, যুঁই, জাতী, চম্পক, মাধবী, কদম্ব, মল্লিকা, নাগকেশর, পুন্নাগপুষ্প, কুটজপুষ্প, পারুল, করুণা, মৌর্ব্বী এবং অন্যান্য পুষ্পসকল গন্ধার্থে ব্যবহৃত হয়। শোধিত ও অশোধিত দ্রব্য কদাচ এক পাত্রে রাখিবে না, যেহেতু সাধু অসাধুর সঙ্গে থাকিলে অসাধু হইয়া

যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ, অত্যন্তলঘু, কেতকীতুল্য গন্ধবিশিষ্ট, স্নিগ্ধগন্ধ, মিসমিস আভাযুক্ত ইষত্তিক্ত, অল্প ক্ষারগন্ধি হইলে মৃগনাভি শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। করস্থজলে কস্তুরী নিক্ষেপ করিলে, যদি মুহূর্ত্ত মধ্যে উজ্জ্বল রক্তপিত্তবর্ণ বিশিষ্ট হয়, তবে তাহা কৃত্রিম বলিয়া জানিবে। কর্পূর—পক্ক হইতে অপক্ক কর্পূর অধিক গুণশালী। তন্মধ্যে আবার যে অপক্ক কর্পূর অক্ষুদ্র, স্ফটিকাভ এবং তুলিবার সময়ে হাতে রেখা জন্মায় তাহাই উত্তম বলিয়া জানিবে। পক্ক কর্পূর দলবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ হরিতাভাযুক্ত এবং অল্প ভাঙ্গিলে কণা পতিত হইলে তাহা উত্তম জানিবে। চন্দন—ভারী গন্ধাঢ্য ও রক্তসারযুক্ত হইলে উত্তম, পীতসারবিশিষ্ট হইলে মধ্যম এবং পাণ্ডুবর্ণ হইলে অধম জানিবে। বিশেষ যে চন্দন গ্রন্থি ও কোটরযুক্ত তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রক্তচন্দন তিনপ্রকার, তন্মধ্যে যাহার মূল ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ তাহা উত্তম; যাহা রক্তবর্ণ তাহা মধ্যম এবং যাহা অল্প রক্তবর্ণ, তাহা অধম বলিয়া জানিবে। অগুরুকাষ্ঠ—কাকতুণ্ডবর্ণযুক্ত, স্নিগ্ধ ও ভারী হইলে উত্তম, তিত্তিরপক্ষীর পক্ষবর্ণ যুক্ত হইলে মধ্যম এবং সিমুলকাষ্ঠের ন্যায় হইলে নিকৃষ্ট জানিবে। সরলকাষ্ঠ—স্নিগ্ধ সুগন্ধ ও রক্তবর্ণ হইলে উত্তম। দেবদারু স্নিগ্ধ, সুগন্ধি ও লঘু হইলে উৎকৃষ্ট। খট্টাস (মুস্ক)—ধূপজ সশব্দ ও মাংসল হইলে শ্রেষ্ঠ। কুড়—মৃগশৃঙ্গসদৃশ ও কীটদোষত্যক্ত হইলে শ্রেষ্ঠ। মুরামাংসী—কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ হইলে, জটামাংসী—পিঙ্গলবর্ণ ও জটাকৃতি হইলে, শৈলজ—শুকপুচ্ছাভাবিশিষ্ট ও জল বা অগ্নি দ্বারা অদূষিত হইলে,রেণুকা—মুগতুল্য ও অস্থূল হইলে; মুথা—অনূপদেশজ হইলে, হরিদ্রা—মোটা ও অরুণার্ণযুক্ত হইলে, জাতীফল—সশব্দ, গুরু ও স্নিগ্ধ হইলে, বড়এলাচি—কাকুলার বীজসদৃশ হইলে, ছোট এলাচি—কাকলার ন্যায় আভাযুক্ত ও কর্পূরের ন্যায় তাপবিশিষ্ট হইলে, কাকলা—ভারী, স্নিগ্ধ ও সূক্ষ্মাগ্র হইলে, দারুচিনি—সুরস, সুদৃঢ় ও কীটত্যক্ত হইলে, পিপুলমূল—কৃষ্ণবর্ণ হইলে (উহা পাণ্ডু ও ক্ষুদ্রাকৃতি

হইলে মধ্যম এবং অত্যন্ত মোটা হইলে নিকৃষ্ট হয়), প্রিয়ঙ্গু—পাণ্ডুবর্ণ হইলে, শ্যামালতা—কীট কর্ত্তৃক অদূষিত হইলে, সর্জ্জশাল ও কুন্দুরখোটী—কীট বর্জ্জিত হইলে, শিলারস—স্বচ্ছ ও পিঙ্গলবর্ণ হইলে (উহা মধুনিভ হইলে নিকৃষ্ট), তেজপত্র—কীট, অগ্নি ও জল কর্ত্তৃক অদূষিত ও সরস হইলে, লামজ্জক তৃণ—দৃঢ়, স্নিগ্ধ, পুরাণ ও দ্রবযুক্ত হইলে এবং বেণামূল—সাধারণ দেশজাত হইলে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।

চম্পককলিকা, নাগকেশর বচ ইত্যাদির পরীক্ষা।

গ্রাহ্যা প্রশোষ্য সম্যক্ চম্পককলিকা প্রদীপকলিকৈব।
কীটাদি-দোষ-বিরহিত মভিনবমিতি কেশরং গ্রাহ্যম্॥
অত্যুগ্রাপি সরাগাপি গ্রন্থিলাপি পদে পদে॥
অন্তঃ শুদ্ধিত্বমাত্রেণ বচাবাহ্যন্ন মুঞ্চতি॥
অসারমধ্যসবলা নিষ্কীটা নলিকা মতা।
গজকর্ণাশ্ব খুরকৌ বদযু্যৎপল পত্রকৌ॥
বরাহকর্ণঃ পঞ্চৈতে নখাস্ত্যাজ্যা ইহান্তিমাঃ॥
নামানুরূপাৎসাত্রতে।
লাক্ষা চ নূতনা গ্রাহ্যা মৃত্তিকাদিবিবর্জ্জিতা।
কুষ্ঠুস্তং নূতনং স্পক্কামব্যাপন্নাং নবাং বিদুঃ॥
চৌরপুষ্পীং নবাং শ্যামা মামনন্তি মনীষিণঃ।
মধ্যপাকোগুড়ঃ শ্রেষ্ঠো নির্ম্মলঃ কাষ্ঠবর্জিতঃ॥
হরীতকীচিহ্নং রসায়নাধ্যায়েঽস্তি।
ভাদ্রক্যাং কীর্ত্তিতং যেষাং বিরুদ্ধত্বং ন কীর্ত্তিতম্॥
তেষাং তদ্বিপরীতত্বাদ্বিরুদ্ধমপি লক্ষয়েৎ।
এতেষামপরেষাঞ্চ ন বাতপ্রভবোগুণঃ॥

মাংসীপত্রং মুরাদারু কেশরং কুষ্ঠরেণুকম্।
এলাপ্রিয়ঙ্গু কাশ্মীরং মিথো মিত্রগণো মতঃ॥
পরমাগুরু পত্রাম্বু চৌরাব্দ শ্বেতচন্দনম্।
নখী গ্রন্থি কচোরস্পৃক্ দেবপুষ্পীতু মধ্যমঃ॥
স্পৃক্ স্পৃক্কা।
শ্রীবাসতৈলে মদকুন্দচন্দ্রা মিসির্দ্বিষড়্বর্গ ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
ভাগক্রমাত্তৈলবিধৌ বিধেয়ৌ ভবেদমীষাং সকলোর্দ্ধপাদিকঃ।

মিত্রদ্রব্য ১০ প্রতিশং এষাং প্রত্যেকং মাষা ৪ রতি ৫ মধ্য দ্রব্য ১২ প্রত্যেকং প্রতিশরাব মেষাং মাহর ৭ শক্রদ্রব্য ৬ এষাং প্রত্যেকং প্রতিশরাবং মা ১ র ৯ এ ভিস্ত্রিভির্ম্মিলিত্বৈকত্বেন কল্কপল ২ তৈলপল ৮ এতদ্দেগৌড়াস্তবঙ্গ শ্রীগয়দাসেন লিখিতম্।

সুগন্ধিতৈলপাকার্থং বালানাং গন্ধযোজনম্॥

চম্পককলিকা—প্রদীপকলিকার ন্যায় হইলে এবং নাগকেশর—কীটাদিত্যক্ত ও নূতন হইলে, উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। বচ—অত্যন্ত উগ্র, সরাগ এবং বহুতর গ্রন্থিযুক্ত হইলেও উহা অন্তঃশুদ্ধিত্ব দ্বারা বাহ্যত্ব পরিত্যাগ করে। মধ্যভাগ অসার, শক্ত ও নিষ্কীট হইলে নালুকা উত্তম জানিবে। হস্তীকর্ণ, অশ্বখুর কুলপাতা, উৎপল পত্র ও বরাহকর্ণ এই ৫প্রকার নখ ত্যাজ্য। লাক্ষা নূতন ও মৃত্তিকাদি বর্জ্জিত হইলে, কুসুমফুল—নূতন ও কীটাদিবর্জ্জিত হইলে, চোরপুষ্পী—নূতন ও শ্যামবর্ণ হইলে, নির্ম্মল ও কাষ্ঠবর্জ্জিত হইলে শ্রেষ্ঠ হয়। হরীতকীর লক্ষণ রসায়নাধ্যায়ে গুড় মধ্যপাকে লিখিত হইবে। যে সকল দ্রব্যের সমগুণী দ্রব্য বলা হইয়াছে, তাহার বিপরীত গুণযুক্ত দ্রব্যই তাহার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে। এই সকল দ্রব্যের এবং অন্যান্য দ্রব্য সমূহের বাতজনিত গুণ নাই জানিবে। জটামাংসী, তেজপত্র, মুরামাংসী, দেবদারু, নাগকেশর; কুড়, রেণুকা এলাচি, প্রিয়ঙ্গু ও জাফরাণ, এই সকল মিলিত দ্রব্যকে মিত্রগণ বলে।

গন্ধশঠী, অগুরু, তেজপত্র, বালা চোর নামক গন্ধদ্রব্য মুথা, শ্বেতচন্দন, নখী, গেঁটেলা, চোরক, পিড়িংশাক ও লবঙ্গলতা, এই সকলকে মধ্যমগণ বলে। টার্পিণ, শিলারস, মৃগনাভি, কুন্দপুষ্প, কর্পূর ও শলুকা এই সকলকে শক্রবর্গ বলে। ইহাদের মাত্রা তৈলবিধিতে ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর সিকিভাগ কম বলিয়া জানিবে। সুগন্ধিতৈল পাকার্থে বালা প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয় জানিবে।

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতং লৌহং তাপ্যগন্ধক তালকম্॥
পথ্যাগ্নিমন্থ নির্গুণ্ডী ত্র্যূষণং টঙ্গণং বিষম্।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে দিনং নির্গুণ্ডিকাদ্রবৈঃ॥
শুণ্ঠী দ্রাবৈর্দ্দিনৈকন্তু দ্বিগুঞ্জাং বটকীকৃতাম্।
ভক্ষয়েৎ সর্ব্বশূলার্ত্তো নাম্না স্বচ্ছন্দভৈরবঃ॥
অমৃতা দেবকাষ্ঠঞ্চ শুণ্ঠী বাতারিতৈলকম্।
গুগ্গুলুং সর্ব্বতুল্যাংশং কুট্টয়েচ্চ সদা দৃঢ়ম্॥
কর্ষাংশং খাদয়েচ্চাপি খ্যাতং ষড়ঙ্গগুগ্গুলুম্।

পারদ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, গণিয়ারী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, সোহাগা ও বিষ, সমভাগে নিসিন্দাপাতার রসে ও শুণ্ঠীর কাথে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাতজনিত শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে গুলঞ্চ, দেবদারু, শুণ্ঠী ও এরণ্ডতৈল প্রত্যেক ১ ভাগ এবং সকলের সমান গুগ্গুলু মিশ্রণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে।

ত্র্যূষণাদি গুড়িকা।

ত্র্যূষণং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং রজনীদ্বয়ম্।
অজমোদা যমানী চ পথ্যাতুল্যা সুবর্চ্চলৈঃ॥

সৈন্ধবং বাকুচীবীজং যবক্ষারং বিড়ং বচা।
প্রত্যেকঞ্চ ত্রিমাষন্তু সর্ব্বতুল্যঞ্চ গুগ্‌গুলুম্॥
অম্লবেতস কর্ষৈকং কিঞ্চিদাজ্যেন কুট্টয়েৎ।
গুড়িকা চ হিতা বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে॥
দৃঢ়ঙ্করোতি ভগ্নঞ্চ জঠরানলদীপনী।

ত্রিকটু, পিপুল মূল, চিতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, যমানী, হরীতকী, সচল লবণ, সৈন্ধব, সোমরাজীর বীজ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ ও বচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৩ মাষা, সকল দ্রব্যের সমান গুগ্‌গুলু এবং অম্লবেতস ২ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া উচিত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা বিবিধ বাতব্যাধি নাশক।

বাতারিরসঃ।

ক্রমোত্তর গুণং শুদ্ধং রসং গন্ধং ফলত্রিকম্।
চিত্রকং গুগ্‌গুলুং পঞ্চ মর্দ্দয়েরণ্ডতৈলকৈঃ॥
পুন্নাগ বৃহতীযুগ্ম দেবদারু সুচূর্ণিতম্।
এতৎ পূর্ব্বৌষধি সমং মর্দ্দয়েৎ যামমাত্রকম্॥
কর্ষং খাদেৎ পিবেৎ ক্বাথং নাগরৈরণ্ডমূলকৈঃ।
সংমর্দ্দ্যেরণ্ডতৈলেন পৃষ্ঠে স্বেদঞ্চ কারয়েৎ॥
বিরেচনং ভবেত্তেন স্নিগ্ধ মুষ্ণঞ্চ ভোজনম্।
রসো বাতারি নামায়ং সর্ব্ববাতহরঃ পরঃ॥
পঞ্চেতি সংখ্যাকরণা ত্রিফলা একভাগকঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, চিতা ৪ ভাগ এবং ৫ ভাগ গুগ্‌গুলু, এরণ্ডতৈল সহ ১ প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক ইহার সহিত পুন্নাগপুষ্প, বৃহতী, কণ্টকারী ও দেবদারু চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে রোগী শুণ্ঠী ও

ভেরেণ্ডা মূলের ক্বাথ পান করিবে। এবং রোগীর উদরে এরণ্ডতৈল মালিস করতঃ পৃষ্ঠদেশে স্বেদ দিলে উত্তম বিরেচন হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ভোজন প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা নানাপ্রকার বাত-বিকার নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বড়বানলরসঃ।

সূতবজ্রার্ক কান্তানাং ভস্মমাক্ষিক হাটকম্।
তালং নীলাঞ্জনং তুত্থ মব্ধিফেণ সমাংশিকম্॥
পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ ভাগৈশ্চৈকং বিমর্দ্দয়েৎ।
বজ্রীক্ষীরৈর্দ্দিনৈকন্তু রুদ্ধা তং ভূধরে পচেৎ॥
মাষৈকং চার্দ্রকদ্রাবৈর্লেহয়েদ্বড়বানলম্।
পিপ্পলীমূলজং ক্বাথং পিপ্পল্যা সহ পাচয়েৎ॥
ধনুর্বাতং দণ্ডবাতং শৃঙ্খলাবাতকং জয়েৎ।

পারদ, হীরক, তামা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, হরিতাল, লৌহ, নীলাঞ্জন, তুঁতিয়া, সমুদ্রফেনা ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ ভাগ মাত্রায় লইয়া মনসার দুগ্ধ দ্বারা ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া ১ মাষা মাত্রায় আদার রসের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে পিপুল সহ পিপুলমূলের ক্বাথ করিয়া তাহা পান করিবে। ইহা দ্বারা ধনুর্ব্বাত, দণ্ডবাতাদি নানাবিধ বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

স্বচ্ছন্দনায়করসঃ।

মৃতং সূতং তীক্ষ্ণকান্তং তালং মাক্ষিকগন্ধকম্।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্দ্রবৈ র্বিদার্য্যার্দ্রকসম্ভবৈঃ॥
ভৃঙ্গ্যুত্থৈঃ কাকমাচ্যুত্থৈ র্গিরিকর্ণীদ্রবৈর্দ্দিনম্।
সংমর্দ্দ্য ভাণ্ডগং রুদ্ধা পচেন্মন্দাগ্নিনা দিনম্॥
ব্যোষাগ্নি গন্ধকবিষৈঃ সরণ্যাভয়টঙ্গণৈঃ।
সমাংশৈশ্চূর্ণিতং মিশ্রৈস্তুল্যাংশং পূর্ব্বপাতিতম্।

ত্রিদিনং মর্দ্দয়েদ্দ্রাবৈর্মুণ্ডী নির্গুণ্ডী ভৃঙ্গজৈঃ।
অষ্টগুঞ্জামিতং খাদেদ্রসঃ স্বচ্ছন্দনায়কঃ॥
সর্ব্ববাতহরঃ খ্যাতোহ্যনুপানমিদং পিবেৎ।
লশুনং সৈন্ধবং তৈলং কর্ষমাত্রং সুখাবহম্॥

পারদ, তীক্ষ্ণলোহ, হরিতাল, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগে, বিদারী, আদা, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী ও অপরাজিতার রসে এক এক দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ভাণ্ডমধ্যে পূরিয়া মৃদু অগ্নিযোগে ১ দিন পাক করিয়া উহার সহিত ত্রিকটু, চিতা, গন্ধক, বিষ, গাঁধাইল, হরীতকী ও সোহাগা সমভাগে মিশাইয়া তিনদিবস মুণ্ডিরী, নিসিন্দা ও ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৮ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে রসুন, সৈন্ধবলবণ ও তিলতৈল মিশ্রিত ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার বাতব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিগুণাখ্যো রসঃ।

গন্ধকাষ্টগুণং সূতং শুদ্ধং মৃদ্বগ্নিনা ক্ষণম্।
পক্ত্বাবতার্য্য সংচূর্ণ্য চূর্ণতুল্যাভয়াযুতম্॥
সপ্তগুঞ্জামিতং খাদেদ্বর্দ্ধয়েচ্চ দিনে দিনে।
গুঞ্জৈকৈকং ক্রমেণৈব যাবৎ স্যাদেকবিংশতিঃ॥
ক্ষীরাজ্যশর্করাভিশ্চ শাল্যন্নং পথ্যমাচরেৎ।
কম্পবাতপ্রশান্ত্যর্থং নির্ব্বাতে নিবসেৎ সদা॥
ত্রিগুণাখ্যো রসো নাম ত্রিপক্ষাৎ কম্পবাতজিৎ॥

১ ভাগ গন্ধক ও ৮ ভাগ পারদ একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া চূর্ণ করতঃ তৎসহ চূর্ণের সমান হরীতকীচূর্ণ মিশাইয়া লইবে। ইহা সাত রতি হইতে প্রত্যহ ১ রতি বাড়াইয়া ২০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায়

সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনি সহ শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য করিবে। ইহা দ্বারা কম্পবাত নিবারিত হয় জানিবে।

বাতগজাঙ্কুশঃ।

মৃতাভ্রতীক্ষ্ণতাম্রঞ্চ সূত তালক গন্ধকম্।
ভার্গী শুণ্ঠি বলা ধান্যং কট্‌ফলং চাভয়া বিষম্॥
মর্দ্দ্যঞ্চ চপলাদ্রাবৈর্নিষ্কৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীং।
বাতশ্লেষ্মহরোহ্যেষা গুরুবাতগজাঙ্কুশঃ॥

অভ্র, লৌহ, তাম্র, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, বামনহাটি, শুণ্ঠি, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী ও বিষ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পিপুলের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা প্রমাণ বটী করিবে। ইহা দ্বারা বাতশ্লেষ্মা রোগ ও গুরুতর বাতব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে।

বিজয়ভৈরবতৈলম্।

রস গন্ধশিলা তালং চূর্ণং সংমর্দ্দ্য কাঞ্জিকৈঃ।
লিপ্ত্বা বস্ত্রে কৃতা বর্ত্তিস্তৈলাক্তা জ্বালয়েচ্চ তাম্॥
তদ্দ্রুতং গ্রাহয়েত্তৈলমধঃ পাত্রে ধৃতে সতি।
তত্তৈর্লের্লেপয়েদ্‌গাত্রং নাগবল্ল্যা তু ভক্ষয়েৎ।
বাহুকম্পং শিরঃকম্পং একাঙ্গং জানুকম্পনম্।
নাশয়েৎ ভক্ষণাল্লেপাৎ তৈলং বিজয়ভৈরবম্॥

পারা, গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতালচূর্ণ করিয়া কাঁজির সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র লেপন পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ তৈলাক্ত করিয়া অগ্নিযোগে জ্বালাইবে। ইহাদ্বারা তাহা হইতে যে তৈল বাহির হইবে, অধোভাগে পাত্র রাখিয়া সেই তৈল ধরিয়া তদ্দ্বারা গাত্র লেপন অথবা উক্ত তৈল পাণের সহিত সেবন করিলে বাতকম্প শিরঃকম্পাদি বিনষ্ট হইয়া যায়।

সর্ব্বাঙ্গকম্পারি-রসঃ।

মৃতং সূতং মৃতং তাম্রং মর্দ্দয়েৎ কটুকদ্রবৈঃ।
একবিংশতিবারঞ্চ শোষ্যং পেষ্যং পুনঃ পুনঃ।
চণমাত্রা বটী ভক্ষ্যা রসঃ সর্ব্বাঙ্গকম্পজিৎ।

পারদ ও তাম্র একত্র ত্রিকটুর কাথে পুনঃপুনঃ ২১ বার মর্দ্দন ও আতপে শুষ্ক করিয়া চণক প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গকম্প নিবারিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধাঙ্গবাতারি-রসঃ।

সূতস্য চ পলাৎ পঞ্চ পলৈকং মৃততাম্রকম্।
জম্বীরাণাং দ্রবৈঃ পিষ্টং সূততুল্যঞ্চ গন্ধকম্॥
নাগবল্লীদলৈঃ পিষ্টং স্থিত্বা মূষাং বিলেপয়েৎ।
রুদ্ধা মধুপুটে পচ্যাৎ ত্র্যূষণেন সমন্বিতম্॥
অর্দ্ধাঙ্গকম্পবাতার্ত্তো ভক্ষয়েচ্চ দ্বিগুঞ্জকম্।

পারদ ৫ পল ও তাম্র ১ পল জম্বীর রসে পেষণ পূর্ব্বক তৎসহ ৫ পল গন্ধক মিশ্রণ করিয়া পাণের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে রাখিয়া লঘুপুটে পাক করতঃ ত্রিকটুচূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি সেবন করিলে অর্দ্ধাঙ্গকম্প নিবারিত হয়।

বাতপিত্তারি-রসঃ।

দাহ সন্তাপ মূর্চ্ছাঃ স্যুর্ব্বাতে পিত্তসমন্বিতে।
মৃতং সূতং মৃতং তাম্রং শিলা তালং বিশোষণম্॥
কুষ্ঠং নাগবলা পথ্যা ত্রিকণ্টঞ্চ বিদারিকা।
এরণ্ডং মর্দ্দয়েৎ তুল্যং দ্রবৈশ্চাগ্নিপুনর্ণবৈঃ॥
নিষ্কমাত্রাং বটীং খাদেদ্বাতপিত্তহরো ভবেৎ।

পিত্তযুক্ত বাত ব্যাধিতে দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা জন্মে। পারা তাম্র,

মনছাল, হরিতাল, বিষ, মরিচ, কুড়, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, গোক্ষুর, ভুইকুমড়া ও এরণ্ড সমভাগে চিতা ও পুনর্ণবার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বাতপিত্ত নষ্ট হয়।

স্নিগ্ধোষ্ণ স্থির বৃষ্যবল্য লবণস্বাদ্বম্ল তৈলাতপ—
স্নানাভ্যঞ্জন মৎস্যমাংস মদিরা সংবাহনোন্মর্দ্দনৈঃ।
স্নেহ স্বেদ নিরূহনস্য শমন স্নেহোপনাহাদিক—
পানাহার বিহার ভেষজমিদং বাতং প্রশান্তিং নয়েৎ॥

ইতি বাতরোগাধ্যায়ঃ।

স্নিগ্ধ, উষ্ণ, স্থির, বৃষ্য, বলকারক লবণ, অম্ল ও মধুর দ্রব্য, তৈল, আতপ, স্নান, অভ্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস মদিরা, সংবাহন, উন্মর্দ্দন, স্নেহস্বেদ, নিরূহন, নস্য, শমনদ্রব্যাদি, স্নেহ ও উপনাহাদি, পান, আহার ও বিহারার্থে প্রয়োগ করিলে বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইতি বাতরোগাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ বাতরক্তচিকিৎসামাহ।

বাহ্যলেপাভ্যঙ্গ সেকোপনাহৈর্ব্বাতশোণিতম্।
বিরেকাস্থাপন স্নেহ পানৈর্গম্ভীর মাচরেৎ॥
দ্বয়োর্ম্মুঞ্চেদসৃক্ শৃঙ্গ সূচ্যলাবু জলৌকসা।
দেশাদ্দেশং ব্রজেৎ স্রাব্যং শিরোভিঃ প্রচ্ছলেন বা॥
অঙ্গগ্লানৌ নচ স্রাব্যং রূক্ষে বাতোত্তবে তু যৎ।
পুরাণা যব গোধূম শালয়ো ভোজনে মতাঃ॥
মুদ্গাদি যূষঃ সঘৃতোমাংসং প্রাতুদবৈষ্কিরম্।
শাকং বাস্তুক বেত্রাগ্র সুনিষণ্ণাদিকং হিতম্॥

শস্তা বাতকফে কোষ্ণা লেপাদ্যাঃ পৈত্তিকে হিমাঃ।
দশমূলীশৃতং ক্ষীরং সদ্যঃ শূল নিবারণম্।
পরিসেকোঽনিলপ্রায়ে তদ্বৎ কোষ্ণেণ সর্পিষা।
ক্ষীর পরিসেক ইতি।
যোজনা নতু পেয়ং শূলং ব্যথা।
লেপো বরুণশিগ্রুভ্যাং শূলং হন্তি স কাঞ্জিকঃ।
গোধূমচূর্ণং ছগলীপয়শ্চ
সচ্ছাগদুগ্ধো রুবুবীজকল্কঃ॥
লেপোবিধেয়ঃ শতধৌতসর্পিঃ
সেকে পয়শ্চাবিকমেব শস্তম্।
অগস্তিপুষ্পচূর্ণেন মাহিষং জনয়েৎ পয়ঃ॥
তদুত্থ নবনীতাক্তো দেহজং স্ফুটনং জয়েৎ।
মাহিষং নবনীতঞ্চ খলি গোমূত্র সৈন্ধবম্॥
ক্ষীরঞ্চাগ্নৌ প্রতাপ্যাঙ্গমুদ্বর্ত্ত্য স্ফুটনং জয়েৎ।
লেপঃ পিষ্ট্বা স্তিলাস্তদ্বৎ ভৃষ্টাঃ পয়সি নির্বৃতাঃ॥
দুগ্ধেন পিষ্ট্বা হি ততো ভৃষ্ট্বা দুগ্ধে নির্বাপিতাঃ।
অমৃতা নাগর ধান্যক কর্ষত্রিতয়েন পাচনং সিদ্ধম্॥
জয়তি সরক্তং বাতং সামং কুষ্ঠান্যশেষাণি।
ইতি প্রত্যেকং কর্ষাৎ কর্ষত্রিতয়ম্।

বাহ্য প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, সেক, উপনাহস্বেদ, বিরেচন, আস্থাপন ও স্নেহ পান দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। শৃঙ্গ, সূচী, অলাবু ও জলৌকা দ্বারা উভয়বিধ বাতরক্ত রোগে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। এক স্থানেই রক্ত মোক্ষণ না করিয়া শিরাপ্রদেশের স্থানে স্থানে রক্তস্রাব করাইবে। অঙ্গগ্লানিতে রূক্ষ বাতজনিত বাতরক্তে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য

নহে জানিবে। পুরাতন যব, গম, শালিধান্য, মুদ্গাদির যূষ, প্রতুদ ও বিষ্কির পক্ষীর সঘৃত মাংস, বেতোশাক, বেতাগ্ ও সুষিণীশাক বাতরক্ত রোগে হিতকারক। বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে ঈষদুষ্ণ প্রলেপ এবং পিত্তপ্রধান বাতরক্তে শীতলপ্রলেপ হিতকারক। দশমূলসহ সিদ্ধ দুগ্ধ পান, ঈষদুষ্ণ ঘৃতসহ মিশ্রিত দুগ্ধদ্বারা পরিষেক অথবা কাঁজির সহিত বরুণ ও সজিনাছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শূল নিবারিত হইয়া থাকে। গোধূমচূর্ণ ছাগ দুগ্ধে মিশাইয়া অথবা ভেরেণ্ডার বীজ ছাগ দুগ্ধসহ বাটিয়া কিম্বা শতধৌত ঘৃত দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা উষ্ট্রদুগ্ধদ্বারা পরিষিক্ত করিলে কিংবা বকফুলচূর্ণ মহিষের দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া তাহা হইতে নবনীত প্রস্তুত করিয়া সেই ননী দ্বারা প্রলেপ দিলে বা মহিষ-নবনীত, খলি, গোমূত্র, সৈন্ধব ও দুগ্ধ একত্র অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে অথবা তিল দুগ্ধসহ বাটিয়া ভর্জ্জন পূর্ব্বক দুগ্ধে ফেলিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কিংবা গুলঞ্চ, শুণ্ঠী ও ধনে প্রত্যেকে ১ তোলা মাত্রায় লইয়া পাচন প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠব্যাধি নিবারিত হয়।

গুড়ূচ্যাঃ স্বরসং কল্কং চূর্ণং বা কাথমেব বা।
প্রভূতকাল মাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ॥
পীতঃ সগুগ্গুলুঃ ক্বাথো গুড়ূচ্যা বাতরক্তজিৎ।
ঘৃতেন বাতং সগুড়াবিবন্ধং পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ॥
বাতাস্রমুগ্রং রুবুতৈলমিশ্রা শুণ্ঠ্যামবাতং শমদ্বেদগুড়ূচী।
চূর্ণেন স্বরসেন ক্বাথেন বা।
বাসা গুড়ূচী চতুরঙ্গুলানামেরণ্ডতৈলেন পিবেৎ কষায়ম্।
ক্রমেণ সর্ব্বাঙ্গজমপ্যশেষং জয়েদসৃগ্বাতভবং বিকারম্॥
চতুরঙ্গুলং শোণালুমূলম্।

তিস্রোঽথ বা পঞ্চগুড়েন পথ্যা জগ্ধ্বা পিবেৎ ছিন্নরুহাকষায়ম্।
তদ্বাতরক্তং শময়ত্যুদীর্ণং আজানুজং ভিন্নমপি হ্যবশ্যম্॥
রুবুবীজামৃতাকল্কো বাতাস্রং হন্তি সেবিতঃ।
কফবাতাস্র বীসর্প কণ্ডূজিৎ সগুড়ং ঘৃতম্॥
পটোল কটুকাভীরু ত্রিফলামৃত সাধিতম্।
ক্বাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্॥
কটুকামৃত যষ্ট্যাহ্ব শুণ্ঠি কল্কঃ সমাক্ষিকঃ।
গোমূত্রপাতো জয়তি সকফং বাতশোণিতম্॥
ধাত্রীমুস্ত হরিদ্রাণাং কষায়ং বা কফাধিকে।
কোকিলাক্ষামৃতা ক্বাথে পিবেৎ কৃষ্ণাং কফাধিকে॥
পথ্যভোজী ত্রিসপ্তাহান্মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ॥

গুলঞ্চের স্বরস, কল্ক, চূর্ণ অথবা ক্বাথ কিছুকাল সেবন করিলে কিংবা গুলঞ্চের ক্বাথ গুগ্‌গুল সহ পান করিলে বাতরক্ত নিবারিত হয়। গুলঞ্চ ঘৃত সহ সেবনে বাত, গুড়সহ সেবনে বিবন্ধ, চিনি সহ সেবনে পিত্ত, মধু সহিত সেবন করিলে কফ, এরণ্ডতৈল সহ সেবনে বাতরক্ত এবং শুণ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন দ্বারা আমবাত নিবারিত হয়। বাসক, গুলঞ্চ ও সোনালুমূল একত্র ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া এরণ্ডতৈল সহ পান দ্বারা সর্ব্বাঙ্গগত বাতরক্ত নিবারিত হয়। ৩বা ৫টী হরীতকী গুড় সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে জানু পর্য্যন্ত স্ফুটিত বাতরক্ত নিবারিত হয়। এরণ্ডবীজ ও গুলঞ্চ বাটিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত নষ্ট হয়। গুড় ও ঘৃত একত্র পান করিলে কফ, বাতরক্ত, বিসর্প ও কণ্ডু বিনষ্ট হয়। পটোল, কটুকী, শতাবরী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ একত্র ক্বাথ করিয়া পান করিলে দাহসংযুক্ত বাতরক্ত নিবারিত হইয়া থাকে। কটুকী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুণ্ঠি মধুর সহিত বাটিয়া গোমূত্র সহ পান করিলে কফ ও বাতরক্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমলকী, মুথা ও গুলঞ্চের কাথ পান দ্বারা কফাধিক বাতরক্ত এবং কোকিলাক্ষ ও গুলঞ্চের কাথ পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ৩ সপ্তাহ মধ্যে কফাধিক্য বাতরক্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

নবকার্ষিকঃ।

ত্রিফলা নিম্ব মঞ্জিষ্ঠা বচা কটুকরোহিণী॥
বৎসাদনী দারুনিশা কষায়ো নবকার্ষিকঃ।
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পামানং রক্তমণ্ডলম্।
কুষ্ঠং কপালিকাকুষ্ঠং পানাদেবাপকর্ষতি।
প্রত্যেকং কর্ষকম্।
পঞ্চরক্তিকমাসেন কর্ষো গ্রাহ্যঃ।

ত্রিফলা, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কট্‌কী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় লইয়া কাথ করিয়া পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শতাবরী গুড়ূচী ঘৃতম্।

শতাবরীরসে কল্কে গুড়ূচ্যাঃ কাথকল্কয়োঃ।
তুল্যং ক্ষীরং ঘৃতং সিদ্ধং বাতাসৃক কুষ্ঠজিৎ পরম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, শতাবরীর রস বা গুলঞ্চকাথ /৪ সের এবং কল্কার্থ শতাবরী ও গুলঞ্চ /১ সের। এই শতাবরী ঘৃত বা গুড়ূচীঘৃত পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে।

অমৃতাদ্যং ঘৃতম্।

অমৃতা যষ্টি কাশ্মর্য্য দ্রাক্ষাব্দারগ্বধামরৈঃ।
গোক্ষুরিক্ষুরবৃশ্চীর বৃদ্ধদার বলা বৃষৈঃ॥
রাস্নৈরণ্ডবরা তিক্তাভীরু শুণ্ঠি কণোৎপলৈঃ।
ধাত্রীরসসমং সর্পিঃ সাধিতং ত্রিগুণে জলে॥

গম্ভীরোত্তান বাতাস্রং ত্রিকজঙ্ঘোরুজাং রুজম্।
হন্ত্যগ্রং ক্রোষ্টুশীর্ষঞ্চ রুগ্দাহ সানিলং জ্বরম্॥
মেদোদাবর্ত্ত ব্রধ্নাদীনিদমায়ুর্বলপ্রদম্।
অমরং দেবদারু ইক্ষুরঃ কোকিলাক্ষমূলম্।
বৃশ্চীরঃ শ্বেতপুনর্ণবা॥
ব্যক্তমন্যৎ।

গব্যগৃত /৪ সের, আমলকীর রস, /৪ সের, জল ১২ সের এবং কল্কার্থ গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, গাম্ভারী, দ্রাক্ষা, মুথা, সোনালু, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষমূল, শ্বেতপুনর্ণবা, বিস্তাড়ক, বেড়েলা, বাসক, রাস্না, ভেরেণ্ডা, কট্‌কী, ত্রিফলা, শতমূলী, শুণ্ঠি, পিপুল ও উৎপল, সমভাগে সমস্তে /১ একসের। এই ঘৃত পাক করিয়া উচিত মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত, মেদ উদাবর্ত্ত প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গুড়ূচ্যাদি তৈলানি ত্রীণি।

গুড়ূচীকাথকল্কাভ্যাং তৈলং দ্রাক্ষারসেন বা।
সিদ্ধং মধুককাশ্মর্য্যরসৈর্ব্বা বাতরক্তজিৎ॥
গুড়ূচীকাথ দুগ্ধাভ্যাং ইতি চক্রে পাঠান্তরম্।

তিলতৈল /৪ সের; কল্কার্থ গুলঞ্চ /১ সের এবং গুলঞ্চের কাথ বা দ্রাক্ষারস কিংবা যষ্টিমধু ও গাম্ভারীর কাথ ১৬ সের। এই ত্রিবিধ তৈল পাক পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে বাতরক্ত নিবারিত হয়।

খুড্ডাকপদ্মক তৈলম্।

পদ্মকোশীর যষ্ট্যাহ্বরজনীকাথ সাধিতম্
স্যাৎ পিষ্টৈঃ সর্জ্জমঞ্জিষ্ঠাবীরা কাকোলি চন্দনৈঃ॥
খুড্ডাকপদ্মকমিদং তৈলং বাতাস্রদাহনুৎ।

তিলতৈল ১ সের, কল্কার্থ ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, শতাবরী, কাকোলী ও রক্তচন্দন, সমভাগে সমস্তে ৵১ সের এবং পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রার ক্বাথ ১৬ সের। এই তৈল বাতরক্ত ও দাহ নাশ করে।

গুড়ূচীতৈলম্।

তুলাং পচেজ্জলদ্রোণে গুড়ূচ্যাঃ পাদশেষিতম্।
ক্ষীরদ্রোণস্তু তাভ্যাঞ্চ পচেত্তৈলাঢ়কং শনৈঃ॥
কল্কৈর্ম্মধুক মঞ্জিষ্ঠা জীবনীয়গণ স্তথা।
কুষ্ঠৈলাগুরু মৃদ্বীকা মাংসীব্যাঘনখং নখী॥
হরেণুং শ্রাবণীব্যোষং শতাহ্বা শৃঙ্গিশারিবে।
ত্বক্ পত্রার্জ্জুনবিক্রান্তা স্থিরা ত্বামলকী তথা॥
নতঃ হ্রীবেরকেশরং পদ্মকোৎপলচন্দনম্।
সিদ্ধং কর্ষসমৈর্ভাগৈঃ পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ॥
সেব্যং বাতাস্রজোহন্তি সর্ব্বধাত্বন্তরাশ্রিয়া।
স্বেদকণ্ডুরুজায়াস শিরঃকম্পাময়ার্দ্দিতঃ।
হন্যাদ্‌ব্রণকৃতান্ দোষান্ গুড়ূচীতৈলমুত্তমম্॥

তিল তৈল ১৬ সের, কল্কার্থ যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, জীবনীয়গণ, কুড়, এলাচি, অগুরু, দ্রাক্ষা, জটামাংসী, ব্যাঘ্রনখী, নখী, রেণুকা, ঋদ্ধি ত্রিকটু, শলুফা, কাকড়াশৃঙ্গী, অনন্তমূল, দারুচিনি, তেজপাতা, অর্জ্জুন, ইন্দুরকানী, শালপানী, ভূম্যামলকী, তগরপাদিকা, নাগকেশর, বালা, পদ্ম, উৎপল ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা, দুগ্ধ ৬৪ সের এবং কাথার্থ গুড়ূচী ১২॥ সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতরক্তাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শতাবরীতৈলম্।

শতং পক্ত্বা শতাবর্য্যা জলদ্রোণাবশেষিতম্।
বিস্রাব্য বিপচেত্তৈলং ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্॥

কল্কৈর্ম্মৃণাল শালূক বিসকিঞ্জল্ক মালতী।
পুষ্পৈহ্রীবের মধুক শারিবা পদ্মকেশরৈঃ॥
মেদা পুনর্ণবা দ্রাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা বৃহতীদ্বয়ম্।
গন্ধকস্য চ মূলানি মূলং সহচরস্য চ॥
অশ্বগন্ধা চ বিল্বঞ্চ শ্বদংষ্ট্রা ত্রিকটুস্তথা।
নিঃকাথ্য মূলমেতেষাং যস্মিন্ তৈলে বিনিক্ষিপেৎ॥
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বলে।
চন্দনং তগরং কুষ্ঠং মেলা চাংশুমতী বচা॥
বৃদ্ধদারক কাকোলী মেদামধুক মুৎপলম্।
সর্ব্বমেতৎ সমং কৃত্য কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে নস্যেৎ চৈব প্রদাপয়েৎ।
অঙ্গশূলং শিরঃশূলং মেহদণ্ডাপতানকম্॥
বাতরক্তং সদাহঞ্চ বাতপিত্তাদিকং মদম্।
শোথপাণ্ড্বাময়প্লীহ কামলাগ্নর গৃধ্রসী॥
যোনিশূলং ত্বগ্গ্ দোষমাধ্মানে বিনিহন্তি চ।
ক্ষীণশুক্রৌজসাং পুংসাং শস্তং বন্ধ্যা শুভপ্রদম্॥
শতাবরী তৈলমিদং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতম্॥

তিলতৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের, কাথার্থ শতমূলী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এবং কল্কার্থ মৃণাল, শালুক, পদ্মকিঞ্জল্ক, মালতীপুষ্প, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, নাগকেশর, মেদ, পুনর্ণবা, দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী, বৃহতী, এরণ্ডমূল, ঝিণ্টীমূল, অশ্বগন্ধা, বেলামূল, গোক্ষুর, ত্রিকটু শলুফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, রক্তচন্দন, তগরপাদিকা, কুড়, এলাচি, চাকুলে, বচ, বিত্তাড়ক, কাকোলী, মেদ, মৌলপুষ্প ও উৎপল প্রত্যেকে

২ তোলা। এই তৈল পাক করিয়া পানাদিতে প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত, বাতপিত্ত ও শোথাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কামকলা বটিকা।

অঙ্কোঠমূলং ত্রিফলা কুণ্ডলী মরিচং নিশা।
সপ্তচ্ছদাকুটীকুষ্ঠং প্রত্যেকং কার্ষিকং ভবেৎ।
বিড়ঙ্গ মুস্তকং কাচং তালকং টঙ্গণং ত্রিবৃৎ।
রসগন্ধক লোহানাং প্রত্যেকার্দ্ধং পলং ক্ষিপেৎ॥
গুগ্গুলুং ত্রিপলং দত্বা ঘৃতেন পরিপেষিতম্।
বটীকামকলানাম গহনানন্দভাষিতা॥
চতুর্মাসাবটী খাদ্যা গোমূত্রেণ জড়ীকৃতা।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষসমুদ্ভবম্॥
কুষ্ঠং নানাবিধং হন্তি নানাদোষসমুদ্ভবম্।
দদ্রু কণ্ডুবিচর্চ্চঞ্চ ব্রণার্শোগণ্ডমালিকা॥
ভগন্দরোপদংশাশ্চ বিদ্রধিং গর্দ্দভার্ব্বুদে।
শ্লীপদং শোথশূলানি কাসশ্বাস মরোচকম্॥
প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলা মেহ মেদোগলাময়ান্।
জীর্ণজ্বর মানাহঞ্চ পাণ্ড্বাদিত্রিতয়ঞ্জয়েৎ॥
সংগ্রহগ্রহণীং দুষ্টাং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনীম্।

অঙ্কোঠমূল, ত্রিফলা, মরিচ, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, ছাতিম, মুরামাংসী ও কুড় প্রত্যেকে ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, মুথা, কাচ, হরিতাল, সোহাগা, তেউড়ী, পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং গুগ্গুলু ২৪ তোলা, সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র ঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক ৪ মাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি নানারোগ উপশমিত হয়।

পিণ্ডতৈলম্।

মধূচ্ছিষ্টং সমঞ্জিষ্ঠং সসর্জ্জরস শারিবম্।
পিণ্ডতৈলং তদভ্যঙ্গাৎ বাতরক্তরুজাপহম্॥
অগালিতমিদং তৈলং বৃদ্ধাস্তু গালয়ন্তি চ।

তৈল /৪ সের, মোম, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা ও অনন্তমূল সমভাগে সমস্তে ১ সের এবং জল ।৬ সের এই তৈল বাত'রক্তনাশক।

শারিবাদ্যং তৈলম্।

শারিবারিষ্ট কুষ্মাণ্ড পোতকীভস্মবাষনাঃ।
গুড়ূচীকাথ দুগ্ধঞ্চ কর্ম্মরঙ্গরসেন চ॥
পচেত্তৈলঞ্চ তিলজং দত্ত্বৈতানি ভিষগ্বরঃ।
কাকোল্যৌ জীরকে মেদে শতাহ্বা ক্ষীরিণীযুতৈঃ॥
জিঙ্গীসিকৃথামৃতানন্তা সর্জ্জ-সৈন্ধব-চন্দনৈঃ।
ষড়্গুঞ্জাধিক চতুর্মাসং কর্ষদ্বিতয়সংযুতম্॥
হন্তি বাতাসৃজং ঘোরং স্ফুটিতং গলিতন্তথা।
চর্ম্মদলঞ্চ পামাদী ত্বগ্দোষঞ্চ বিপাদিকা॥
কুষ্ঠান্যর্শাংসি সর্ব্বাণি ব্রণশোথভগন্দরান্।
নাসাক্ষি বাতরক্তস্য বিকারৈরভি বর্দ্ধিতম্॥
তন্নিহন্ত্যাচ্ছারিবাদ্যং তৈলমেতদ্বিনিশ্চিতম্॥

তিলতৈল /৪ সের, অনন্তমূল, নিম, কুমড়া ও পুঁইশাক ইহাদের ক্ষার জল /৪ সের, গুলঞ্চের কাথ /৪ সের, দুগ্ধ, /৪ সের, কামরাঙ্গার রস /৪ সের এবং কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মোম, জীরা, মেদ, মহামেদ, ক্ষীরিণী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধুনা সৈন্ধব ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৩ কর্ষ ও ৪ মাষা। এই তৈল বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি বিনাশ করে।

বাতরক্তান্তকো রসঃ।

লোহং ফলত্রিকং চৈব শাণমানং সমাহরেৎ।
ষট্শাণং বাগুজীবীজং যত্নতঃ পরিকল্পয়েৎ॥
ত্রিবৃচ্চিত্রকমূলঞ্চ শাণং শাণং সমাহরেৎ।
শুণ্ঠি শাণত্রয়ং দদ্যাৎ শাণৈকং পিপ্পলীং তথা॥
তোলদ্বয়ং গুড়ূচ্যাশ্চ তথা পৌনর্ণবং দলম্।
তথা বাসকবল্কঞ্চ মুস্তং শাণদ্বয়ং তথা॥
শাণদ্বয়ং ঘোষাবতী ফলং দদ্যাদ্বিষপ্নরঃ।
পিষ্টৈকত্র জলং দত্বা শুষ্কং ভক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥
মাসমেকং প্রয়োগেণ প্রাতঃকালে দিনে দিনে।
মধুনা লেহপিষ্টঞ্চ বাতরক্তং বিনাশয়েৎ॥
গম্ভীরং দ্বন্দ্বজং চৈব ত্রিদোষজমথাপি বা।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বকুষ্ঠং তথৈবচ॥
বাতরক্তান্তকো নাম প্রয়োগো মুনিসম্মতঃ॥

লৌহ ও ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ তোলা, সোমরাজী বীজ ৬ তোলা. তেউড়ী, চিতা, শুন্ঠি, পিপুল, প্রত্যেকে ১ তোলা, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা, বাসকছাল. মুথা, ঘোষাফল প্রত্যেকে ২ তোলা জল সহ বাটিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে মধু সহ ১ মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে বাতরক্তাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

কৈশোরক গুগ্গুলুঃ।

বরমহিষলোচনোদর সন্নিভবর্ণস্থ গুগ্গুলোঃ প্রস্থম্।
প্রস্থদ্বয়ং গুড়ূচ্যাঃ ত্রিফলায়াঃ পৃথগপি প্রস্থম্॥
পক্ত্বা শতাঢ়কং জলে শেষিতমর্দ্ধং পচেৎ পূত্বা।
দত্বা পিণ্ডিত গুগ্গুলু মস্মিন্ গুড়বৎসাধিতে শীতে॥

ত্রিফলা ত্রিকটু বিড়ঙ্গং পৃথক্ পলার্দ্ধং গুড়ূচ্যাশ্চ।
কর্ষং কর্ষং ত্রিবৃতা দন্ত্যোঃ সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেত্তদনু॥
জলমুষ্ণাদ্যনুপানং ভেষজমুপযুজ্য যন্ত্রণাহীনঃ।
বাতাস্রং হন্ত্যখিলং স্রুতশুষ্কং স্ফুটিতমাগতং জানু॥
ব্রণ কাসগুল্ম শ্বয়থূদর পাণ্ডুমেহাংশ্চ।
মন্দাগ্নিত্ব বিবন্ধং প্রমেহ পিড়কাংশ্চ নাশয়ত্যাশু॥
সততং নিসেব্যমানঃ কালবশাৎ হন্তি গদান্।
অভিভূয় জরাদোষং যাতি চ কৈশোরকং রূপম্॥
কিশোর স্তরুণস্তস্যরূপম্।

মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু, গুলঞ্চ এবং ত্রিফলা প্রত্যেকে /২ সের, জল একশত আঢ়ক শেষ ৫০ আঢ়ক। ছাকিয়া পুনরায় উক্ত জলে সিদ্ধ গুগ্‌গুলু দিয়া পাক পূর্ব্বক ঘন হইলে ত্রিফলা ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৪ তোলা, গুলঞ্চ, তেউড়ী ও দন্তী প্রত্যেকে ২ তোলা মিশাইয়া লইবে। উষ্ণজল অনুপানে সেবন করিলে বাতরক্তাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

অমৃতা গুগ্‌গুলুঃ।

প্রস্থং গুড়ূচ্যাঃ প্রস্থার্দ্ধং প্রত্যেকং ত্রিফলা পুরম্।
পক্ত্বা দ্রোণেঽম্ভসঃ শিষ্টে পাকাদ্ঘনে ততঃ ক্ষিপেৎ॥
কোষ্ণে দন্ত্যমৃতা ব্যোষ বিড়ঙ্গ ত্রিফলারজঃ।
প্রত্যেক মর্দ্ধপলিকং ত্রিবৃচ্চূর্ণঞ্চ কার্ষিকম্॥
বাতাস্রং কুষ্ঠমেহার্শ উরুস্তম্ভং ভগন্দরান্।
আমবাতং ব্রণং শোথমমৃতা গুগ্‌গুলুর্জ্জয়েৎ॥

গুলঞ্চ /২ সের এবং ত্রিফলা ও গুগ্‌গুলু প্রত্যেকে /১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। ছাকিয়া উক্ত কাথ পুনরায় দিয়া পাক করিতে করিতে ঘন হইলে উহাতে দন্তী, গুলঞ্চ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও

ত্রিফলা প্রত্যেকে ৪ তোলা ও তেউড়ী চূর্ণ ২ তোলা দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে।

যোগসারামৃতঃ।

শতাবরী নাগবলা বৃদ্ধদারক মুচ্চটাঃ।
পুনর্ণবামৃতা কৃষ্ণা বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকম্॥
পৃথক্ দশপলান্যেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
সর্পিঃ প্রস্থমাঢ়কার্দ্ধং ক্ষৌদ্রং চূর্ণার্দ্ধ শর্করা॥
পৃথক্ ত্রিজাতকপলং দত্ত্বা মত্ত্ব চ ভক্ষিতম্।
বাতাসৃক্ ক্ষয় কুষ্ঠাসৃক্ পিত্তমন্যাংস্তথা গদান্॥
হত্বা করোতি পুরুষং পলীপলিতবর্জ্জিতম্।
যোগসারামৃতো নাম লক্ষ্মীকান্তি বিবর্দ্ধনঃ॥
উচ্চটা রক্তা গ্রাহ্যা শ্রেষ্ঠত্বাৎ মিলিতচূর্ণার্দ্ধসমা শর্করা।

শতমূলী, গোরক্ষচাউলা, বিস্তাড়ক শ্বেতগুঞ্জামূল, পুনর্ণবা, গুলঞ্চ, পিপুল, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরচূর্ণ প্রত্যেকে ১০ পল, ঘৃত /৪ সের, মধু /৮ সের এবং চিনি চূর্ণসমূহের অর্দ্ধেক ও ত্রিজাতক প্রত্যেকে ৮ তোলা। সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন দ্বারা বাতরক্তাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বায়ম্ভুবো গুগ্‌গুলুঃ।

অলম্বুষা লোহচূর্ণ ময়োর্দ্ধপলে পৃথক্।
পলত্রয়ঞ্চ তাপ্যস্য বাকুচ্যাশ্চ পলত্রয়ম্॥
শিলাজতু তয়োস্তুল্যং পলানি দশ গুগ্‌গুলোঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
শাণং কষার্দ্ধং কর্ষং বা ততঃ খাদেৎ প্রযত্নতঃ।
বাতরক্তানি কুষ্ঠানি শ্বিত্রাণি বিবিধানি চ॥

ভগন্দরান্ দুষ্টব্রণান্ গ্রহণীঞ্চ ব্রণস্তথা।
বস্তিজান্ গুদজান্ দোষান্ পাণ্ডুতামুদরাণি চ॥
শোথ শ্লীপদমানাহং যক্ষ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ।
নাড়ীব্রণান্ নিহন্ত্যাশু অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ বিদ্রধীন্॥
বৃষ্যোবল্যশ্চ কেশ্যশ্চ মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনঃ।
আয়ুর্ব্বর্ণকরস্তচ্যঃ পুত্রসৌভাগ্যদস্তথা॥
ভগ্নসন্ধানকৃৎ প্রোক্তো গৃধ্রদৃষ্টিকরঃ পরঃ।
জালপাদেন বিখ্যাতো নাম্না স্বায়ম্ভুবো ভুবি॥

মুণ্ডিরী ও লৌহচূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ও সোমরাজীবীজ প্রত্যেকে ৩ পল, শিলাজতু ৬ পল এবং গুগ্গুলু ১০ পল একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন দ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ভগন্দরাদি নানা প্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাকোল্যাদি ঘৃতম্।

কাকোলীযুগ্মমধুকং সশিবা চ ধাত্রী
জীবন্তীমেদযুগলাবপি পৃশ্নিপর্ণ্যৌ।
দ্রাক্ষাসপদ্মক তুগাচকুলীরশৃঙ্গী
দ্বৌ জীরকাবপি সমস্ত চতুঃপলাধিক।
যষ্টিং বিচূর্ণ্য বিপচেচ্চ শনৈর্ঘটেহপাং
প্রস্থং ঘৃতস্য চ তথা স্বরসং গুড়ূচ্যাঃ॥
ঘৃতস্য পাদং পুরমেব দত্বা পুনঃ পচেদ্বৈদ্যবরো বিধিজ্ঞঃ।
কৃত্বা বিরেকং বমনঞ্চ পশ্চাত্তথানুপানং সুদিনে প্রযুজ্যাৎ॥
বাতরক্তং মহাঘোরং দ্বন্দ্বজং সর্ব্বজস্তথা।
আমবাতঞ্চ বাতঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

কাকোল্যাদি ঘৃতং হ্যেতৎ বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
বৃষ্যং রসায়নং মেধ্যং বাতরক্তান্তকং বিদুঃ॥
বাতরক্তগজেন্দ্রায় কেশরীমুনি-নির্ম্মিতঃ।

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, জীবন্তী, মেদ, মহামেদ, চাকুলে, দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, বংশলোচন, কাকড়াশৃঙ্গী, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা এই সকল প্রত্যেকে ৪ পল মাত্রায় লইয়া চূর্ণ করতঃ ৬৪ সের জল সহ পাক পূর্ব্বক ছাকিয়া পুনরায় পাক করিতে থাকিবে, ঘন হইলে /৪ সের গুলঞ্চরস ও ঘৃত এবং গুগ্গুলু /১ সের মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্তাদি নানাবিধ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বাতরক্তান্তকো রসঃ।

গন্ধকং পারদং লৌহং ঘনতালমনঃশিলাঃ।
শিলাজতুপরং শুদ্ধং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
বিড়ঙ্গং ত্রিফলাব্যোষ মক্ষিকেনং পুনর্ণবা।
দেবদারুং চিত্রকঞ্চ দার্বী শ্বেতাপরাজিতা॥
চূর্ণমেষাং পৃথক্ তুল্যং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
ত্রিফলা ভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা॥
ভাবনা খলু দাতব্যা ততঃ সংচূর্ণ্য ভক্ষয়েৎ।
মধুনা মাষমাত্রঞ্চ প্রাতঃকালে দিনে দিনে।
কৃত্বাঽনুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমম্॥
শাণমাত্রং ঘৃতৈঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্ববাতবিকারণুৎ।
বাতরক্তং মহাঘোরং গাম্ভীরং সর্ব্বজং জয়েৎ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যলম্।

গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ,

ত্রিফলা, ত্রিকটু, সমুদ্রফেনা, পুনর্ণবা, দেবদারু, চিতা, দারুহরিদ্রা, ও শ্বেতাপরাজিতা প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। অনুপান মধু, পরিমাণ ১ মাষা। এই ঔষধ সেবনান্তে নিম্বের পাতা, পুষ্প ও ছাল ১ তোলা মাত্রায় ঘৃত সহ সেবন কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা বাতরক্তাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

বজ্রগুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী চিত্রকং ত্রিবৃতা শটী।
বিড়ঙ্গং মুস্তকং রাত্রি বাগুজীন্দ্রযবং বচা॥
অস্ফোঠমূলং কুষ্ঠঞ্চ রাজবৃক্ষস্য মূলকম্।
এতেষাং পলিকং গ্রাহ্যং তৎসমং গুগ্‌গুলুং গুরুঃ॥
ভল্লাতনৈলং দ্বিপলং গোঘৃতেন জড়ীকৃতম্।
তত্র তাম্র হরিতালং দ্বয়োঃ কুর্য্যাৎ পলদ্বয়ম্॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যত্নাৎ পেষয়িত্বা সুপিণ্ডকম্।
ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য খাদেন্মাসচতুষ্টয়ম্॥
গুগ্‌গুলুর্ব্বজ্রনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ।
দেশ কালবয়ো বহ্নিং দৃষ্ট্বা বা ক্রটিবর্দ্ধনম্॥
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষ সমুদ্ভবম্।
শ্লীপদং শোথশূলানি মেহ মেদো গলাময়ান্॥
প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলা কাসশ্বাস মরোচকম্।
জীর্ণজ্বরঞ্চ সানাহং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
সংগ্রহগ্রহণীং দুষ্টাং পাণ্ড্বাদিত্রিতয়ং জয়েৎ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, চিতা, তেউড়ী, শঠী, বিড়ঙ্গ, মুথা, হরিদ্রা, সোমরাজী, ইন্দ্রযব, বচ, অস্ফোটমূল, কুড়, সোণালুমূল, প্রত্যেকে ৮

তোলা, গুগগুলু সকলের সমান, ভেলার তৈল ২ পল এবং গব্য ঘৃত ২ পল এবং হরিতাল ও তামা প্রত্যেকে ২ পল, সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ঘৃতভাণ্ডমধ্যে রাখিবে। ইহা উচিত মাত্রায় পান করিলে বাতরক্তাদি নানা রোগ দূরীভূত হয়।

ত্রিনেত্রো রসঃ।

গরুত্মান্ দরদ স্তীক্ষ্ণং স্বর্ণাহ্বা বঙ্গশক্তিকা।
শুল্বঞ্চ গগনং ফেনং রুধিরঞ্চ ত্রিনেত্রকম্॥
পাতালনৃপতিশ্চৈব বহ্নিমূলঞ্চ রামঠম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা শিগ্রু চাজমোদা যমানিকা।
পিপ্পলীমূল ভার্গী চ লশুনং জীরকদ্বয়ম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
মন্দানলামবাতঘ্নং শ্লেষ্মাণঞ্চ জলোদরম্।
অশীতির্ব্বাতজান্ রোগান্ প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্॥
ঘ্রাণাক্ষি কর্ণজিহ্বানাং গদঞ্চৈব ত্রিদোষজম্।
গলিতাঙ্গং বাতরক্তং সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি॥
গরুত্মান্ স্বর্ণমাক্ষিকঃ দরদো হিঙ্গুলং
তীক্ষ্ণং লৌহং স্বর্ণাহ্বা স্বর্ণক্ষীরা শক্তিকা
গন্ধকং শুল্বং তাম্রং গগনমভ্রং
ফেনমব্ধিফেনং রুধিরং গৈরিকম্।
পাতাল নৃপতিঃ সীসকঃ ব্যক্তমপরম্।

স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, স্বর্ণক্ষীরী, বঙ্গ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রফেনা, গৈরিক, স্বর্ণসীসক, চিতামূল, হিং, ত্রিকটু, ত্রিফলা, সজিনা, বনযমানী, যমানী, পিপুল মূল, বামনহাটি, রসুন, জীরক, কৃষ্ণজীরক, এই সকল সমভাগে আদার রসে মর্দন পূর্ব্বক গুড়িকা

প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, মেহ, কুষ্ঠাদি নানাবিধ রোগ নিবারণ হইয়া থাকে।

লাঙ্গলাদ্যং লৌহম্।

বিমদ্য যত্নতঃ পচ্যাৎ গুড়িকাকোল-সম্মিতা।
লাঙ্গল্যামূল মুদ্ধৃত্য ত্রিফলা ত্রিকটুকামৃতা।
দ্রাক্ষা গুগ্‌গুলুভিস্তুল্যং লোহচূর্ণং নিযোজয়েৎ॥
মাতুলুঙ্গরসেনৈব ত্রিফলায়া রসেন চ।
ভক্ষয়েন্মধুনা সার্দ্ধং শৃণু কুর্ব্বন্তি যৎ ফলম্।
পাদস্ফোটং মহাঘোরং সর্ব্বগাত্রস্য স্ফোটনম্॥
তৎসর্ব্বং নাশয়ন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যঞ্চ শোণিতম্।

বিষলাঙ্গলিয়ার মূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা গুগগুলু প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সকলের সমান লৌহ, সমস্ত দ্রব্য মাতুলুঙ্গ রসে ও ত্রিফলা রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক কুল প্রমাণ বটী করিবে। ইহা বাতরক্তাদি বিনাশক।

গুড়ূচ্যাদ্যং লৌহম্।

গুড়ূচীসার সংযুক্তং ত্রিকত্রয়-সমন্বিতম্।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরোঽপি সন্॥
সর্ব্বচূর্ণ সমং লোহচূর্ণং গ্রাহ্যং।
ইতি বাতরক্তাধ্যায়ঃ।

গুলঞ্চের পালো, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও ত্রিমদ প্রত্যেক ১ ভাগ এবং সকলের সমান লৌহ একত্র সেবন করিলে বাতরক্ত প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি বাতরক্তাধ্যায় সমাপ্ত।

অথোরুস্তম্ভচিকিৎসামাহ।

উরুস্তম্ভে বিধিঃ কার্য্যো বাতকোপী কফাপহঃ।
যুক্ত্যা জিত্বা কফং রূক্ষৈঃ পশ্চাদ্বাতং জয়েদ্ভিষক্ ॥
পুরাণশালি-শ্যামাক-যবকোদ্রবমোদনং।
অঘৃতৈর্জ্জাঙ্গলৈর্ম্মাংসৈস্তথাচালবণৈর্হিতং ॥
বাস্তুক বায়সী নিম্ববেত্রাগ্র কুলকাদিভিঃ।
শুষ্কমূলকযূষেণ পটোলস্য রসেন বা ॥
কফক্ষয়ার্থং ব্যায়ামেষ্বেনং শক্যেষু যোজয়েৎ।
স্থানান্যাক্রাময়েৎ প্রাতঃ প্রতিস্রোতো নদীন্তরেৎ ॥
লিম্পেদূরুগ্রহং মূত্র-করঞ্জফল-সর্ষপৈঃ।
ক্ষৌদ্রসর্ষপ-বল্মীকমৃত্তিকা-গজপিপ্পলীঃ ॥
ত্বক্-পত্র-ফল-মূলানি করঞ্জাৎ সর্ষপ স্তথা।
প্রলেপোদ্বর্ত্তনং পিষ্ট্বা মূত্রেণোরুগ্রহাপহং ॥
শিলাজতু গুগ্‌গুলুং বা পিপ্পলীং বাথ নাগরং।
উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দ্দশমূলীরসেন বা ॥
ভল্লাতকামৃতা শুণ্ঠী দারু পথ্যা পুনর্ণবা।
পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ।
কাথেন।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ভল্লাত কাথএব বা।
কল্কো বা সমধুর্দ্দেয় উরুস্তম্ভবিনাশনঃ।
দারু-চব্যাগ্নি-পথ্যানাং কল্কঞ্চ মধুনা লিহেৎ।
লিহ্যাদ্বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকাযুতম্ ॥
কটুকেন ত্রিকটুকেন যুতং কিম্বা কটুকং কটুকী।
সুখাম্বুনা পিবেদ্বাপি চূর্ণং ষড়্‌ধরণং নরঃ।
ইতি ষড়্‌ধরণং বাতোক্তম্।

উরুস্তম্ভরোগে বাতপ্রকোপক অথচ কফনাশক বিধি প্রযোজ্য অর্থাৎ প্রথমে রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা কফ বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ বায়ু নিবারণ করিবে। পুরাতন শালি, শ্যাম, যব, কোদ্রব ধান্যের অন্ন, ঘৃত ও লবণবিহীন জাঙ্গলমাংসের যূষ, বেতোশাক, কাকমাচীশাক, নিম, বেতাগ, পল্‌তা ও শুষ্ক মূলা ইহাদের যূষ এবং পটোলের রস উরুস্তম্ভরোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে। বলবান্ রোগীর পক্ষে ব্যায়াম, পথচলা ও স্রোতের বিপরীতদিকে নদীতে সন্তরণ উরুস্তম্ভ রোগীর পক্ষে হিতকারক। করঞ্জফল ও সর্ষপ গোমূত্র সহ বাটিয়া অথবা মধু, সরিষা, উইমাটি ও গজপিপুল গোমূত্র সহ বাটিয়া কিংবা করঞ্জের ছাল, পত্র, ফল, মূল ও সরিষা গোমূত্র সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে উরুস্তম্ভ রোগ নষ্ট হয়। শিলাজতু ও গুগগুলু, পিপুল অথবা শুণ্ঠী গোমূত্র বা দশমূলের কাথের সহিত কিংবা ভল্লাতক, গুলঞ্চ, শুণ্ঠি, দেবদারু, হরীতকী ও পুনর্ণবা দশমূলের কাথের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। পিপুল, পিপুলমূল ও ভল্লাতক ইহাদের কাথ বা কল্ক মধুসহ, দেবদারু চই চিতা ও হরীতকী অথবা ত্রিফলা, চই ত্রিকটু ও পিপুলমূল কিংবা ত্রিফলাচূর্ণ ও কটুকী মধুর সহিত অথবা বাতোক্ত ষড়্‌ধরণযোগ ঈষদুষ্ণজল সহ পান করিলে উরুস্তম্ভ নষ্ট হয় জানিবে।

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

কুষ্ঠং শ্রীবেষ্টকোদীচ্যং সরলং দারু কেশরম্।
অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলস্তৈঃ সার্ষপং পচেৎ॥
সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তস্য উরুস্তম্ভার্দ্দিতঃ পিবেৎ।
জলং চতুর্গুণম্।

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, কল্কার্থ কুড়, ধূনা, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই তৈল পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয় জানিবে।

অষ্টকট্বরং তৈলম্।

দ্বিপলং গ্রন্থিকং বিশ্বং সমং দধ্যষ্টকট্বরম্।
কটুতৈলং পচেৎ প্রস্থং গৃধ্রসূরুগ্রহাপহম্॥
দ্বিপলং প্রত্যেকম্।
অষ্টকট্বরমষ্টগুণ-সস্নেহ-দধিঘৃততক্রকম্।
সৈন্ধবাদি তৈলমত্র যোজ্যম্।
ইতি উরুস্তম্ভাধ্যায়ঃ।

সর্ষপতৈল /৪ সের, দধি ৩২ সের এবং কল্কার্থ পিপুল ২ পল ও শুন্ঠ ২ পল। এই তৈল মালিস করিলে গৃধ্রসী ও উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়। উরুস্তম্ভ রোগে সৈন্ধবাদিতৈলও বিশেষ হিতকারক জানিবে।

ইতি উরুস্তম্ভ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ আমবাতচিকিৎসামাহ।

লঙ্ঘনং স্বেদনং তিক্তং দীপনানি কটূনি চ।
বিরেচনং স্নেহপানং বস্তয়শ্চামমারুতে॥
রুক্ষঃ স্বেদো বিধাতব্যো বালুকাপুটকৈস্তথা।
কার্পাসাস্থি কুলত্থকা তিল যবৈরেরণ্ডমূলাতসী
বর্ষাভূ-শণ-বীজ-কাঞ্জিকযুতৈরেকীকৃতৈর্ব্বা পৃথক্।
স্বেদঃ স্যাদত্তি কূর্পরোদরশিরঃস্ফিক্‌পাণিপাদাঙ্গুলী
গুল্‌ফস্কন্ধকটীরুজো বিজয়তে সামাঃ সমীরা মুগাঃ॥
গোজলং পিষ্ট্বা হিংস্রাকেবুক শিগ্রূভিরত্র নাঙ্গযুতৈঃ।
লেপঃ সামসমীরে বিহিতঃ সহ বেদনে শোথে॥
হিংস্রা গুড়কাণ্ডোয়ি।
নাঙ্গ বল্মীকমৃত্তিকা।

কোষ্ণং কৃত্বা লেপঃ সবেদনে শোথে।
পটোলং গোক্ষুরশ্চৈব বরুণং কারবেল্লকম্।
যব-কোদ্রব-শল্যাদি প্রপুরাণং সতিক্তকম্॥
লাবাদীনাং তথা মাংসং তক্রেণ মস্তুনা হিতম্।
কুলত্থ যূষ সূপৈশ্চ রূক্ষমন্নং প্রদাপয়েৎ॥
শুণ্ঠিগোক্ষুরককাথঃ প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ।
সামে বাতে কটীশূলে পাচনো রুক্ প্রণাশনঃ॥

উপবাস, স্বেদ, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক দ্রব্য, কটু দ্রব্য, বিরেচন, স্নেহপান, পিচকারী এবং বালুকা পুটক দ্বারা রুক্ষ স্বেদ আমবাত রোগে বিশেষ হিতসাধক। কার্পাসের আটী, কুলথকলায়, তিল, যব, এরণ্ডমূল, তিসী, পুনর্ণবা, শণবীজ, এই সকল দ্রব্য একত্র অথবা এক একটি কাঞ্জিক সহ বাটিয়া তদ্বারা স্বেদ দিলে কূর্পর, উদর, মস্তক, হস্ত, পদাদির আমবাত নিবারিত হয়। গুড়কামাই, কেঁউ সজিনা ও উইমাটি সমভাগে গোমূত্র সহ বাটিয়া উষ্ণ করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে বেদনাযুক্ত আমবাত সারে। পটোল, গোক্ষুর, বরুণ, করলা, যব, কোদ্রব, পুরাতন শালি ধান্য, পল্‌তা, লাবাদি পক্ষীর মাংস, তক্র, মস্তু, কুলথের যূষ, সূপসহ রূক্ষ অন্ন আমবাতরোগীকে প্রদান করিবে। শুণ্ঠী ও গোক্ষুরের কাথ প্রাতঃকালে সেবন করিলে আমবাত ও কটিশূল নিবারিত হয়।

রাস্নাসপ্তকম্।

রাস্না-মৃতারগ্বধ-দেবদারু-ত্রিকণ্টকৈরণ্ড-পুনর্ণবানাম্।
ক্বাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরু-পৃষ্ঠত্রিক-পার্শ্বশূলী॥

রাস্না, গুলঞ্চ, সোণালু, দেবদারু গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্ণবা, ইহাদের কাথ পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে, জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও পার্শ্ব শূল বিনষ্ট হয়।

রাস্নাপঞ্চকম্।

রাস্না গুড়ূচী মেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধম্ ।
পিবেৎ সর্ব্বাঙ্গকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে ॥
ভেদার্থমেরণ্ডতৈলং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ ।

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ড, দেবদারু, শুণ্ঠী, ইহাদের কাথে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত আমবাত নিবারিত হয় ।

রাস্না দশমূলকম্।

দশমূলামৃতৈরণ্ড রাস্নানাগর দারুভিঃ ।
কাথোরুবুকতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুম্ ॥

দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ড, রাস্না, শুণ্ঠি ও দেবদারু, ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রণ পূর্ব্বক পান করিলে আমবাত নিবারিত হয় ।

আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ ।
এক এব নিহন্ত্যাশু এরণ্ডস্নেহকেশরী ॥
আমবাতে কণাযুক্তং দশমূলীজলম্পিবেৎ ।
খাদেদ্বাপ্যভয়া বিশ্বং গুড়ূচীং নাগরেণ বা ॥
শতপুষ্পা বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং মরিচং সমম্ ।
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমামঘ্নং বহ্নিদীপনম্ ॥

একমাত্র এরণ্ড তৈল দ্বারা অথবা দশমূলের কাথ শুণ্ঠিচূর্ণ প্রক্ষেপে কিংবা হরীতকী, শুণ্ঠী ও গুলঞ্চের কাথ শুণ্ঠিচূর্ণ প্রক্ষেপ বা শলুফা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব ও মরিচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলসহ পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয় ।

বৈশ্বানর চূর্ণম্।

মাণিমন্থস্য ভাগৌ দ্বৌ যমান্যাস্তদ্বদেব তু ।
ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া নাগরাদ্ ভাগপঞ্চকম্ ॥

দশদ্বৌ চ হরীতক্যাঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ।
মস্ত্বারনালতক্রেণ সর্পিযোষ্ণোদকেন বা॥
পীতং জয়ত্যামবাতং গুল্মহৃদ্বস্তিজান্ গদান্।
প্লীহানং গ্রন্থিশূলাদীন্ অর্শাংস্যানাহমেব চ॥
বিবন্ধং জাঠরান্ রোগান্ তথা বৈ দুষ্টপাদজান্।
বাতানুলোমনমিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতম্।

সৈন্ধব ২ ভাগ, যমানী ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, শুণ্ঠি ৫ ভাগ, হরীতকী ১২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া উচিত মাত্রায় মস্তু, কাঁজি, তক্র, ঘৃত বা উষ্ণোদক সহ সেবন করিলে আমবাত, শূল, গুল্মাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

অলম্বুষাদ্যং চূর্ণম্।

অলম্বুষাং গোক্ষুরকং গুড়ূচীং বৃদ্ধদারকম্।
পিপ্পলীং ত্রিবৃতাং মুস্তা বরুণং সপুনর্ণবম্॥
ত্রিফলাং নাগরঞ্চৈব শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মস্ত্বারনালতক্রেণ পয়ো-মাংসরসেন বা॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু শ্বয়থুং সন্ধিজস্থিতম্।

মুণ্ডিরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বিস্তাড়ক, পুনর্ণবা, পিপুল, তেউড়ি, মুথা, বরুণছাল, ত্রিফলা ও শুণ্ঠি, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ উচিত মাত্রায় মস্তু, কাঁজি, তক্র, দুগ্ধ, বা মাংসরস সহযোগে পান করিলে আমবাত ও সন্ধিজাত শোথ বিনষ্ট হয়।

যোগরাজগুগ্‌গুলঃ।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানী কারবীস্তথা।
বিড়ঙ্গান্যজমোদাঞ্চ জীরকং সুরদারু চ॥

চব্যৈলাং সৈন্ধবং রাস্নাং তথা গোক্ষুরধান্যকম্।
ত্রিফলামুস্তকং ব্যোষং ত্বগুশীরযবাগ্রজম্॥
তালীশপত্রং পত্রঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রস্তু গুগ্‌গুলুম্॥
সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ততোমাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারবানপি।
যোগরাজ ইতিখ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ॥
আমবাতাঢ্যবাতাদীন্ ক্রিমিকুষ্ঠব্রণানপি।
প্লীহগুল্মোদরানাহ দুর্নামানি বিনাশয়েৎ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।
বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জগতানপি॥

চিতা, পিপ্পলমূল, যমানী, মৌরী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীবক, দেবদারু, চই, এলাচি, সৈন্ধব, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুথা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বেণামূল যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগগুলু, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক একটি ঘৃতময় স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিবে। এই ঔষধ উচিত মাত্রায় সেবন করিলে আঢ্যবাত, আমবাতাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

বাতারিগুগ্‌গুলুঃ।

বাতারি তৈলসংযুক্তং গুগ্‌গুলুং পরিপেষয়েৎ।
গন্ধকং ত্রিফলাচূর্ণৈঃ সুশ্লক্ষ্ণৈর্মিশ্রয়েত্ততঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রত্যহং প্রাতরুষ্ণ তোয়ানুপানতঃ।
আমবাতং কটীশূলং গৃধ্রসীং খঞ্জপঙ্গুতাম্॥
বাতরক্তং সশোথঞ্চ সদাহং ক্রোষ্টুশীর্ষকম্।
শময়েচ্ছতশো দৃষ্টমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্॥

এরণ্ডতৈল গুগ্‌গুলু সহ উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক তৎসহ গন্ধকচূর্ণ ও ত্রিফলা চূর্ণ মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে উষ্ণজল সহ সেবন করিলে আমবাত, কটীশূলাদি নিবারিত হয়।

সিংহনাদ গুগ্‌গুলুঃ।

পলত্রয়ং কষায়স্য ত্রিফলায়াঃ সুচূর্ণিতম্।
সৌগন্ধিকপলঞ্চৈকং কৌশিকস্য পলস্তথা॥
কুড়বং চিত্রতৈলস্য সর্ব্বমাদায় যত্নতঃ।
পাচয়েৎ পাকবিদ্বৈদ্যঃ পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে॥
হন্তি বাতং তথা পিত্তং শ্লেষ্মাণং খঞ্জপঙ্গুতাম্।
শ্বাসং সুদুর্জ্জয়ং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
কুষ্ঠানি বাতরক্তঞ্চ গুল্মশূলোদরাণি চ।
আমবাতং জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্॥
এতদভ্যাসযোগেন বলিপলিতনাশনঃ।
সর্পিস্তৈলরসোপেতমশ্নীয়াচ্ছালিষষ্টিকম্॥
সিংহনাদ ইতি খ্যাতো রোগবারণদর্পহা।
বহ্নের্ব্বৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা॥
চিত্রতৈলমেরণ্ডতৈলং তস্য কুড়বো কৃতদ্বৈগুণ্যঃ।
অন্যথা তৈলবহুত্বাৎ পাকঃ বহুর্বিজ্ঞেয়ঃ স্যাৎ।

ত্রিফলার কাথ ৩ পল, গন্ধকচূর্ণ ১ পল গুগ্‌গুলু ১ পল এবং এরণ্ডতৈল ৵১ সের, একত্র করিয়া লৌহময় পাত্রে পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে আমবাতাদি বিবিধ রোগ নিবারিত হয় জানিবে।

ব্যাধিশার্দ্দূল-গুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিফলায়াঃ পলান্যষ্টৌ প্রত্যেকং বীজবর্জ্জিতম্।
গুগ্‌গুলোর্দ্বিপলঞ্চাত্র নিক্ষিপেত্তং সুকুট্টিতম্॥

সর্ব্বং সংক্ষুদ্য যত্নেন সার্দ্ধাঢ়কজলে পচেৎ।
একরাত্রৌ স্থিতঞ্চৈতৎ পক্ত্বা পাদাবশেষিতম্॥
দ্বিপলং কটুতৈলস্য মিলিত্বৈকত্র পাচয়েৎ।
ত্রিকটু-ত্রিফলা-মুস্তবিড়ঙ্গামলকানি চ।
গুড়ূচ্যগ্নি-ত্রিবৃদ্দন্তী চব্যং শূরণমানকম্॥
অষ্টাষ্টৌ মাসকানেতান্ প্রত্যেকস্তু সুচূর্ণিতম্।
সহস্রার্দ্ধপলং দেয়ং কালকং বিধিশোধিতম্॥
রসগন্ধককর্ষার্দ্ধং প্রত্যেকং কজ্জলীকৃতম্।
সম্যক্ সিদ্ধং তু বিজ্ঞায় স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ॥
ততো মাসদ্বয়ং জগ্ধা প্রাতরুষ্ণোদকং পিবেৎ।
প্রথমং কুরুতে বহ্নিং শরীরং স্থিরযৌবনম্।
ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলং সুবিপুলন্তথা॥
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দুর্নামং সভগন্দরম্।
আমবাতং শিরোবাতং অম্লপিত্তং নিহন্তি চ॥
কামলাং পাণ্ডুতাং শ্বাসং প্রমেহং গুদনির্গমম্।
প্লীহানং শ্লীপদং শ্বাসং কাসং পঞ্চবিধন্তথা॥
শময়ত্যুদরাণ্যষ্টৌ শূলান্যষ্টৌ বিশেষতঃ।
ভগ্নাস্থিবিদ্ধবাতেষু শকৃথিগ্রহবিমোক্ষয়ে॥
হন্যাদেবং বিধান্ ব্যাধীনামবাতং বিশেষতঃ।
গ্রন্থিবাতং তথাকুষ্ঠং বিষমজ্বরমেব চ॥
মেদঃ কফাময়ং বাতং ব্যাধিবারণদর্পহা।
ব্যাধিশার্দ্দূলবিখ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ॥

ত্রিফলা প্রত্যেকে ৮ পল, গুগ্গুলু ২ পল, একত্র ২৪ সের জল সহ পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। পরদিন

উহাতে ২ পল সর্ষপ তৈল এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, আমলকী, গুলঞ্চ, চিতা, তেউড়ি, দন্তী, চই, ওল, মানকচু, প্রত্যেকে ৮ মাষা মাত্রায় ও শোধিত কালক ৫০০ এবং কজ্জলী ১ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া পাক সমাপ্তি করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে উষ্ণোদক সহ প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আমবাতাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিফলামুস্তকং ব্যোষং বিড়ঙ্গ পুষ্করং বচা।
চিত্রকং মধুকঞ্চৈব পলাংশং শ্লক্ষচূর্ণিতম্॥
অয়শ্চূর্ণপলান্যষ্টৌ গুগ্‌গুলুস্তাবদেবচ।
প্রাতর্বিমৃজ্য ভুঞ্জানো জীর্ণে তস্মিন্ জয়েদ্ রুজঃ।
আমবাতং তথা গুল্মং শ্বয়থুং বিষম জ্বরম্॥
জীর্ণাম্লুসম্ভবং শূলং পাণ্ডুরোগং হলীমকম।

ত্রিফলা, মুথা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, পুষ্করমূল, বচ, চিতা, যষ্টিমধু, ইহাদের চূর্ণ, প্রত্যেকে ১ পল এবং লৌহচূর্ণ ও গুগ্‌গুলু প্রত্যেকে ৮ ভাগ এবং মধু ১২ ভাগ একত্র আলোড়ন করিয়া লইবে। প্রাতঃকালে ইহা উচিত মাত্রায় সেবন করিয়া জীর্ণ হইলে আমবাতাদি নানাপ্রকার ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধদারকাদি লৌহম্।

বৃদ্ধদার-ত্রিবৃদ্দন্তী-করিকর্ণাগ্নিমানকৈঃ।
ত্রিকত্রয়যুতো লোহ আমবাতান্তকো মতঃ॥
সর্ব্বানেতান্ গদান্ হন্তি দন্তিনঃ কেশরী যথা।

বৃদ্ধদারক, তেউড়ী, দন্তী, হস্তিকর্ণপলাশ, চিতা, মানকচু, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ সকলের সমান পরিমাণে

গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আমবাতাদি বিনষ্ট হয়।

পঞ্চাননো রসঃ।

যোগরত্নাকরস্য।

জারিতং পুটিতং লৌহ-চূর্ণং পঞ্চপলন্ততঃ।
গুগ্‌গুলোঃ পলপঞ্চাথ লৌহার্দ্ধং মৃতমভ্রকম্।
শুদ্ধসূতমভ্রসমং গন্ধকঞ্চ তথা মতম্।
ত্রিগুণাময়সশ্চূর্ণাদভ্রান্তাত্রিফলাং নয়েৎ।
দত্ত্বাদ্বিরষ্টপানীয়-মষ্টভাগাবশেষয়েৎ॥
তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেল্লোহাভ্রগুগ্‌গুলুম্।
ঘৃততুল্যং শতাবর্য্যারসং দত্ত্বা তথা শুভম্॥
প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দুগ্ধস্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্।
লৌহময্যা পচেদ্দার্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃণ্ময়ে॥
ততঃ পাকবিধিজ্ঞস্তু পাকসিদ্ধে বিনিক্ষিপেৎ।
রসকজ্জলিকাং কৃত্বা দত্ত্বা চাপি বিশুদ্ধয়েৎ॥
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্বজীরকম্।
পঞ্চকোলং ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলৈলা চ মুস্তকম্॥
সুচূর্ণিতঞ্চ প্রত্যেকং চূর্ণমর্দ্ধপলন্তথা।
উত্তার্য্য স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে স্নিগ্ধে চাপি সুরক্ষিতম্॥
ঘৃতেন মধুনা পশ্চান্মর্দ্দয়িত্বানুপানতঃ।
ভক্ষয়েৎ শুদ্ধদেহস্তু শুভেঽহনি বিপৃচ্ছ্য চ॥
আমবাত মহাব্যাধি বিনাশায় মহৌষধম্।
সন্ধিবাতং কর্ণশূলং কুক্ষিশূলং সুদারুণম্॥

জঙ্ঘা-পদাঙ্গুলীশূলং গৃধ্রসীমগ্নিমান্দ্যতাম্।
গুল্মং শোথং কামলাঞ্চ পাণ্ডুরোগং সুদুঃসহম্॥
আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী মুনিনির্ম্মিতঃ।

জারিত পুটিত লৌহচূর্ণ ৫ পল, তথা শোধিত গুগ্‌গুলু ৫ পল, জারিতাভ্র ২ পল ৪ তোলা, ক্বাথার্থং ত্রিফলা প্রতি ১২ পল ৫ তোলা মিলিত্বা ৩৭ পল ৫ তোলা পাকার্থং জল ৬০০ পল শেষ ৭৬ পল ঘৃত ৩২ পল দুগ্ধ ৩২ পল শতমূলী ৩২ পল, এভিশ্চ শুভে লৌহপাত্রে লৌহচূর্ণাভ্রগুগ্‌গুলুং পচেদিতি। ততঃ পাকসিদ্ধে কিঞ্চিদুষ্ণং শোধিত গন্ধক ২ পল ৫ তোলা দ্বাভ্যাং কজ্জলীং কৃত্বা বিমর্দ্দ্য বিড়ঙ্গাদ্যষ্টাদশ দ্রব্যাণাং প্রত্যেকং চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপয়েদিতি।

জারিত পুটপাক করা লৌহচূর্ণ ৫ পল, শোধিত গুগ্‌গুলু ৫ পল, জারিতাভ্র ২ পল ৪ তোলা, ক্বাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেকে ১২ পল ৫ তোলা, জল ৬০০ পল, শেষ ৭৬ পল, ঘৃত, দুগ্ধ ও শতাবরীর রস প্রত্যেকে ৩২ পল। একটী লৌহপাত্রে করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ সহ লৌহ, অভ্র ও গুগ্‌গুলু পাক করিয়া কিঞ্চিদুষ্ণ থাকিতে উহার সহিত কজ্জলী ২ পল ৫ তোলা এবং বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, ধনে, গুলঞ্চের সত্ত্ব, জীরা, পঞ্চকোল, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিফলা, এলাচি ও মুথা চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার অনুপান ঘৃত ও মধু, ইহাদ্বারা আমবাত, শোথাদিবিবিধ রোগ নিবারিত হয় জানিবে।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলুঃ।

রসার্ণবস্য।

পিট্টিতাং গুগ্‌গুলুমানীং কটুতৈলপলাষ্টকে।
প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থৌ সার্দ্ধদ্রোণে জলে পচেৎ॥

পাদশেষঞ্চ পূতঞ্চ পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ।
ত্রিকটুত্রিফলামুস্তবিড়ঙ্গামলকান্বিকম্।
গুড়ূচ্যগ্নি-ত্রিবৃদ্দন্তী চবী-শূরণ-মাণকম্।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্॥
সহস্রং কানকফলং সিদ্ধে সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ।
ততোমাসদ্বয়ং জগ্ধ্বা পিবেদুষ্ণজলাদিকম্॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্।
ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলবৃদ্ধিকরন্তথা॥
আমবাতং শিরোবাতং সন্ধিবাতং ভগন্দরম্।
জানুজঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটীগ্রহমেব চ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ ভগ্নঞ্চ তিমিরোদরম্।
অম্লপিত্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহগুদনির্গমম্॥
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষমজ্বরম্।
প্লীহানং শ্লীপদং গুল্মং পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
শোথান্ত্রবৃদ্ধিশূলানি গুদজানি বিনাশয়েৎ।
মেদঃকফামসংজাতব্যাধিবারণদর্পহা॥
সিংহনাদ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ॥

গুগ্‌গুলু ৮ পল, সরিষার তৈল ৮ পল এবং ত্রিফলা প্রত্যেকে ২ সের, পাকার্থজল দেড়দ্রোণ, শেষ চতুর্থাংশ। পুনরায় ছাকিয়া পাক করিতে করিতে যখন ঘন হইবে তখন উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মুথা, আমলকী, চন্দন, গুলঞ্চ, চিতা, তেউড়ী, দন্তী, চই, ওল, মানকচু, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ তোলা এবং ১০০০ কানকফল চূর্ণ মিশাইয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় গরমজল অনুপান সহ ২ মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে আমবাতাদি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

দগ্ধমনির্গতধূমং মৃগশৃঙ্গং গোঘৃতেন সহপীতম্।
হৃদয়নিতম্বজ শূলং হরতি শিখীদারুনিবহমিব ॥

হরিণ শৃঙ্গং চাঁচয়িত্বা গুণ্ডকং গ্রাহ্যং তচ্চ নূতন মৃত্তিকাপাত্রে কৃত্বা শরাবং দত্বা মৃত্তিকাং প্রলিপ্য অধো জ্বালা দেয়া।
ততঃ ক্ষারং ঘৃতেন পেয়ম্।

অভিস্যন্দকরা যে চ যে চান্যে গুরুপিচ্ছিলাঃ।
বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নেন আমবাতার্দ্দিতৈর্নরৈঃ ॥

হরিণের শিং চাঁচিয়া গুড়া করিয়া নূতন মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া শরার দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক লেপিয়া অধোদিকে অগ্নির জ্বাল দিয়া দগ্ধ করতঃ চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত সহ সেবন করিলে হৃদয়শূল ও নিতম্বশূল বিনষ্ট হয়। অভিষ্যন্দকারক, গুরু ও পিচ্ছল দ্রব্য সমস্তই আমবাতরোগের পক্ষে অহিতকারক বলিয়া জানিবে।

রসোনপিণ্ডঃ।

পরগ্রন্থে।

পলশতং রসোনস্য তিলস্য কুড়বস্তথা।
হিঙ্গু ত্রিকটুকং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ ॥
শতপুষ্পা তথা কুষ্ঠং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ।
অজমোদা যমানী চ ধান্যকঞ্চৈব বুদ্ধিমান্ ॥
প্রত্যেকন্তু পলঞ্চৈষাং শ্লক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে দৃঢ়ে চৈতৎ স্থাপয়েদ্দিনষোড়শ ॥
প্রক্ষিপ্য তৈলমানীঞ্চ প্রস্থার্দ্ধং কাঞ্জিকস্য চ।
খাদেৎ কর্ষপ্রমাণঞ্চ তোয়ং মদ্যং পিবেদনু ॥
আমবাতে তথা বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ে।
অপস্মারে হনলে মন্দে কাসে শ্বাসে জ্বরেষু চ ॥
সোন্মাদে বাতভগ্নে চ শূলে জন্তুষু শস্যতে ॥

ক্ষারৌ যবক্ষার-সর্জ্জিকাক্ষারৌ যমান্যা ভাগদ্বয়ং কেচিদজ-মোদাং কোকান্ধীমেব গৃহ্নন্তি মানীপলাষ্টকং। রসোনঞ্চ তিলং নিস্তুষং কৃত্বা পিষ্ট্বা চূর্ণাদিনা মিশ্রয়িত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে কৃত্বাশু-ধান্যরাশৌ স্থাপয়েৎ।

কর্ষং কর্ষার্দ্ধং বা খাদিত্বা তপ্তজলানুপানং।

রসোনপিণ্ডাদ্যপযোগজাতে দাহে বিদধ্যাদ্বপুষঃ প্রলেপনম্।

ধুস্তুরপত্রস্বরসেন পিষ্টং নাগেশচূর্ণং নবনীতযুক্তম্॥

১২॥০ সেব রসুন, অর্দ্ধসের তিল এব হিং, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার পঞ্চলবণ, শলুফা, কুড, পিপুলমূল, চিতা, যমানী, বনযমানী ও ধনে, প্রত্যেকে ১ পল মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ ৮ পল তৈল ও ১ সের কাঁজির সহিত মিশাইয়া একটি ঘৃতভাণ্ডে ১৬ দিন রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ উচিত মাত্রায় তপ্তজল ও মদ্য অনুপানে সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনকারি ব্যক্তি ধুতুরার পাতার রস সহ নাগেশ্বর চূর্ণ করিয়া মাখন সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক আমবাতের বেদনা স্থলে প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা আমবাতাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহৎ রসোনপিণ্ডঃ।

রসোনস্য শতং ক্ষুণ্ণং তদর্দ্ধং নিস্তুষাৎ তিলাৎ।
পাত্রে গব্যস্য তক্রস্য পিষ্টৈর্দ্রব্যৈঃ সমং ক্ষিপেৎ॥
ত্রিকটু ধান্যকং চব্যং চিত্রকং গজপিপ্পলী।
অজমোদা ত্বগেলাচ গ্রন্থিকঞ্চ পলাংশিকম্॥
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ পঞ্চাজাজ্যাঃ পলানি চ।
কৃষ্ণাজাজ্যাশ্চ চত্বারি মধুকস্য গুড়স্য চ॥
আর্দ্রকস্য চ চত্বারি সর্পিষোষ্টৌ পলানি চ।
তিলতৈলস্য তাবন্তি শুক্তস্যাপি চ বিংশতিঃ॥

সিদ্ধার্থকস্য চত্বারি রাজিকায়াস্তথৈবচ।
কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্॥
একীকৃত্য-দৃঢ়ে ভাণ্ডে ধান্যমধ্যে নিধাপয়েৎ।
দ্বাদশাহাৎ সমুদ্ধৃত্য প্রাতঃ খাদেদ্যথাবলম্॥
সুরা সৌবীরকং সীধু মধু চানু পিবেন্নরঃ।
জীর্ণে যথেপ্সিতং ভোজ্যং দধিপিষ্ট-বিবর্জ্জিতম্॥
আমবাতার্দ্দিতার্দ্ধাঙ্গ-সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গ-মারুতান্।
মাসাৎ সর্ব্বগদান্ হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবান্॥
প্রমেহোদর-কুষ্ঠার্শঃশোথ-গুল্মক্ষয়-জ্বরান্।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্বৃষ্যং দৃষ্ট্যায়ুর্ব্বলবর্ণদম্॥

পাত্রং শরাবঃ।

মধুকস্য গুড়স্যেত্যত্র মধুনঃ কুড়বস্তথেতি পাঠান্তরং তেনাপি ব্যবহারঃ শুক্তাভাবে কাঞ্জিকম্।

রসুন ১২॥০ সের ও তিল ৬।০ সের একত্র ১৬ সের গব্যতক্রসহ পেষণ পূর্ব্বক ত্রিকটু, চই, ধনে, চিতা, গজপিপুল, বনযমানি, এলাচি, দারুচিনি ও পিপুলমূল প্রত্যেকে ৮ তোলা, চিনি ৮ পল, জীরক ৫ পল, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু ও গুড় প্রত্যেকে ৪ পল, আদা ৪ পল, ঘৃত ৮ পল, তিলতৈল ৮ পল, শ্বেতসরিষা ও রাইসরিষা প্রত্যেকে ৪ পল এবং হিংও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রা। সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া একটি ঘৃত ভাণ্ডমধ্যে পূরিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ১২ দিন রাখিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক সুরা, কাঁজি, মধু ও সীধু অনুপান করিবে। এই ঔষধসেবী ব্যক্তি কদাচ দধি ও পিষ্টক ভোজন করিবে না। এই ঔষধ দ্বারা আমবাতাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং ত্রিফলা রাস্না পিপ্পলী গজপিপ্পলী।
সর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥
যমান্যৌ পুষ্করাজাজী মধুকং শত পুষ্পিকাম্।
পলার্দ্ধিকৈঃ পচেদেতৈঃ প্রস্থমেরণ্ডতৈলতঃ॥
প্রস্থান্তু শতপুষ্পায়াঃ প্রত্যেকং মস্তুকাঞ্জিকে।
দত্ত্বা দ্বিগুণিতে পানে তত্র সম্যক্ প্রযোজিতম্॥
আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং সর্ব্ববাতঘ্নমগ্নিদম্।
কটীজানূরুসন্ধিস্থে পার্শ্বহৃদ্বঙ্ক্ষণাশ্রয়ে॥
শস্তং বাতাস্রবৃদ্ধৌ চ সৈন্ধবাদ্যমিদং মহৎ।

কুষ্ঠ যমান্যৌ দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ ১৬ পলং জলং ।৬ সের শেষ শরাবঃ! মাথুকাঞ্জিক প্রংশং ৮।

ভেরেণ্ডার তৈল /৪ সের, শলুফার কাথ /৪ সের, দধির মাত ও কাঁজি প্রত্যেকে ৮ সের এবং কল্কার্থ সৈন্ধব, ত্রিফলা, রাস্না, পিপুল, গজপিপুল, সাচিক্ষার, মরিচ, শুণ্ঠী, সচললবণ, বিট্লবণ, পুষ্করমূল, বনযমানী, যষ্টিমধু ও শলুফা প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং কুড় ও যমানী প্রত্যেকে ৮ তোলা। এই তৈল আমবাতাদি নাশক।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

প্রকারান্তরম্।

সৈন্ধবং শ্রেয়সীরাস্না শতপুষ্পা যমানিকা।
সর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥
বচাজমোদা জীরকং পৌষ্করং মধুকং কণা।
এতান্যর্দ্ধ পলাংশানি শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা প্রদাপয়েৎ॥
প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থান্তু শতপুষ্পজম্।
কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্ত্বা মস্তুচ দ্বিগুণস্তথা॥

সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যং আমবাতহরং পরম্!
পানাভ্যঞ্জন বস্তৌ চ কুরুতে হগ্নিবলং ভৃশম্॥
বাতার্ত্তে বঙ্ক্ষণে শস্তং কটীজানূরুসন্ধিজে।
শূলে হৃৎপার্শ্বজে বৃদ্ধৌ কৃচ্ছ্রে হশ্মরী প্রপীড়িতে॥
বাহ্যায়মার্দ্দিতে বাতে স্বন্ত্রবৃদ্ধি নিপীড়িতে॥
অন্যাংশ্চানিলজান্ রোগান্ নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্॥
ইতি আমবাতাধ্যায়ঃ।

এরণ্ডতৈল /৪ সের, দধির মাত /৮ সের, কাঁজি /৮ সের, শলুফার কাথ /৪ সের, এবং কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ, গজপিপুল, রাস্না, শলুফা, যমানী, সাচিক্ষার, মরিচ, কুড় শুণ্ঠী, সচললবণ, বিট্লবণ, বচ, বনযমানী, জীরা, পুষ্করমূল, যষ্টিমধু ও পিপুল প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই তৈল পাক করিয়া পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তি ক্রিয়াদিতে প্রয়োগ করিলে আমবাতাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি আমবাতাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ শূলচিকিৎসামাহ।

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ।
ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে॥
পুংসঃ শূলাভিপন্নস্য স্বেদ এব সুখাবহঃ।
পায়সৈঃ কৃশরৈঃ পিষ্টৈঃ স্নিগ্ধৈর্ব্বাপি সিতোৎকরৈঃ॥

বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষার, চূর্ণ ও গুড়িকা শূলরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে। শূলরোগী পুরুষ হইলে, তাহার পক্ষে স্বেদই বিশেষ হিতকর জানিবে। এবং পায়স, খিচুড়ী, পিষ্টক, স্নিগ্ধ ও চিনি যুক্ত দ্রব্য শূলরোগীর পক্ষে প্রযোজ্য জানিবে।

শূলে তু বাতিকেঽভ্যঙ্গস্বেদমর্দ্দন বস্তয়ঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণমনুপানঞ্চ সস্নেহ মুপনাহনম্॥
বিল্বমূলতিলৈরণ্ড কাঞ্জিকৈর্ব্বাথবা তিলৈঃ।
গুড়িকাং ভ্রাময়েদুষ্ণাং বাতশূল বিনাশিনীম্॥
নাভিলেপাজ্জয়েচ্ছূলং মদনঃ কাঞ্জিকান্বিতঃ।
বলাপুনর্ণবৈরণ্ড বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরৈঃ॥
সহিঙ্গুলবণক্কাথঃ সদ্যোবাতরুজাপহঃ।
তুম্বুরুণ্যভয়াহিঙ্গু পুষ্করং লবণত্রয়ম্॥
পিবেদ্যবাম্বুনা বাতগুল্মশূলাপতন্ত্রকী।
যমানী হিঙ্গু সিন্ধূত্থ ক্ষারসৌবর্চ্চলাভয়াঃ॥
সুরামণ্ডেন পাতব্যা বাতশূলনিসূদনাঃ।
বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং ক্কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ॥
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃশূলনিবারণম্।
বিশ্বৈরণ্ড যবক্কাথঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ॥

বাতজন্য শূলরোগে অভ্যঙ্গ, স্বেদ, মর্দ্দন, বস্তি, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অনুপান এবং সস্নেহ উপনাহ স্বেদ হিতসাধক জানিবে। বেলমূল, তিল, এরণ্ড কাঁজির সহিত অথবা তিল বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ উষ্ণ অবস্থায় স্বেদ দিলে বাতজ শূল নিবারিত হয়। মদনফল কাঁজি সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ড, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের ক্কাথ হিং ও সৈন্ধব প্রক্ষেপে পান করিলে বাতজনিত শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ধনে, হরীতকী, হিং, পুষ্করমূল, সচললবণ, সৈন্ধব ও বিট্‌লবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া যবের ক্কাথ সহ পান করিলে বাতজনিত গুল্ম, শূল ও অপতন্ত্রক বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

যমানী, হিং, সৈন্ধব, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী সমভাগে চূর্ণ করিয়া সুরামণ্ড সহ সেবন করিলে বাতজ শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। শুণ্ঠী ও এরণ্ডমূলের কাথ হিং ও সচললবণ প্রক্ষেপে পান করিলে অথবা শুণ্ঠী, এরণ্ড ও যবের কাথ পান করিলে সদ্যই শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

গুড়ঃ শালির্যবাঃ ক্ষীরং সর্পিঃ পানং বিরেচনম্।
জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভেষজং পিত্তশূলিনাম্॥
প্রাতর্ব্বরীরসঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রো দাহশূলহা।
বৃহত্যৌ গোক্ষুরৈরণ্ড কুশকাশেক্ষুবালিকা॥
পীতাঃ পিত্তভবং শূলং সদ্যোহন্তি সুদারুণম্।
ইক্ষুবালিকা বালিখাগড়ী বৃহত্যাদি।
ত্রিফলা নিম্বযষ্ট্যাহ্ব কটুকারগ্বধৈঃ স্মৃতম্।
পায়য়েন্মধুমিশ্রং বা দাহশূলোপশান্তয়ে॥

গুড়, যব, শালিধান্য, দুগ্ধ, ঘৃত, বিরেচন ও জাঙ্গলমাংস পিত্তশূল-রোগিদিগের পক্ষে হিতকারক। প্রাতঃকালে শতমূলীর রস মধুর সহিত পান করিলে দাহসংযুক্ত শূল নিবারিত হইয়া থাকে। বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ড, কাশ, কুশ ও ইক্ষুবালিকা ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্তজশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। ত্রিফলা, নিম, যষ্টিমধু, কট্‌কী ও সোঁদালু, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে দাহ ও শূল নিবারিত হয়।

কফশূলে বস্তিনস্যং লঙ্ঘনং কটুরুক্ষকম্।
পঞ্চমূলকৃতা পেয়া দীপনং কফশূলনুৎ॥
অর্দ্ধশৃতেন কল্কেন বা।
লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্।
সুখোষ্ণেনাম্বুনাপেয়ং কফশূল-নিবারণম্॥

চূর্ণং সমভাগেন।

বিল্বমূলমথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গু সৈন্ধব সংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥
মাতুলুঙ্গ রসোবাপি শিগ্রুক্বাথ স্তথাপরঃ।
সক্ষারো মধুনাপীতঃ পার্শ্ব হৃদ্বস্তি শূলনুৎ॥
দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্।
চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্॥

ইতি তপ্তজলেন পেয়ম্।

বস্তি, নস্য, লঙ্ঘন, কটু ও রুক্ষদ্রব্য কফজশূলরোগে হিতকারক জানিবে। পঞ্চমূলের অর্দ্ধাবশিষ্ট ক্বাথ বা কল্ক সহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত ও কফজশূল বিনষ্ট হয়। সৈন্ধব, সচললবণ, বিট্‌লবণ, পঞ্চকোল ও হিং সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জল সহ পান করিলে কফজশূল নিবারিত হয়। বেলমূল, এরণ্ডমূল, চিতা, শুণ্ঠির ক্বাথ হিং ও সৈন্ধব সহযোগে পান করিলে সত্বরই শূল নিবারিত হইয়া থাকে। মাতুলুঙ্গের রসে অথবা সজিনার ক্বাথে যবক্ষার ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তিদেশের শূল নিবারিত হয়। যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুণ্ঠি সমভাগে চূর্ণ করিয়া তপ্ত জল সহ পান করিলে শূল বিনষ্ট ও মন্দাগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

বৃহদ্বিশ্বাদিঃ।

বিশ্বোরুবুক দশমূল যবাম্ভসাতু দ্বিক্ষার-
হিঙ্গু লবণত্রয়পুষ্করাণাম্।
চূর্ণং পিবেৎ হৃদয়পার্শ্ব কটীগ্রহামপকাশয়াংশ-
ভূশরুগজ্বর গুল্মশূলী॥

অত্র চূর্ণাপেক্ষী চতুর্দ্রবঃ।

শুণ্ঠী, এরণ্ড, দশমূল ও যব, ইহাদের চতুর্গুণ কাথ সহ যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিং, সৈন্ধব, সচললবণ, বিট্‌লবণ ও পুষ্করমূল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদয়, পার্শ্ব কটী, আমশূল, পক্বাশয় ও স্কন্ধদেশের বেদনা সংযুক্ত জ্বর, গুল্ম ও শূলরোগ নিবারিত হয় জানিবে।

বিদারী দাড়িমরসঃ সব্যোষলবণান্বিতঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তো জয়ত্যাশু শূলং দোষত্রয়োদ্ভবম্॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড ও দাড়িমের রসে ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সান্নিপাতিক শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

এরণ্ড সপ্তকঃ।

এরণ্ড বিল্ব বৃহতীদ্বয় মাতুলুঙ্গ-
পাষাণভিৎ ত্রিকণ্টকমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সক্ষার হিঙ্গু লবণোরুবুতৈলমিশ্রঃ
শ্রোণ্যাং সমেঢ্রহৃদয়-স্তম্বরুক্ষপেয়ঃ॥

এরণ্ড, বিল্ব, বৃহতী, কণ্টকারী, মাতুলুঙ্গকেশর, পাষাণভেদী ও গোক্ষুর ইহাদের কাথে হিং, সৈন্ধব, যবক্ষার ও এরণ্ডতৈল মিশ্রণ পূর্ব্বক পান করিলে কটী সন্ধি, মেঢ্র ও হৃদয় শূল নিবারিত হয় জানিবে।

তুম্বুরুণ্যভয়াহিঙ্গু পৌষ্করং লবণত্রয়ম্।
যমানী চ যবক্ষারো বিড়ঙ্গানি সমানি চ॥
ত্রিবৃত্ত্রিগুণিতং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
আনাহ মুদরাষ্মষ্ঠৌ বিদ্রধিংগুল্মমেবচ॥
নিহন্তি সর্ব্বইতি তুম্বুর্ব্বাদ্যচূর্ণশূলানি
তুম্বুর্ব্বিদ্ভোঽতিবিশ্রুতঃ॥

ধনে, হরীতকী, হিং, পুষ্করমূল, সৈন্ধব, সচললবণ, বিট্‌লবণ, যমানী, যবক্ষার ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং তেউড়ীচূর্ণ সকলের ৩ গুণ মাত্রায় একত্র চূর্ণ করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণোদক সহ পান করিলে আনাহ, উদর গুল্ম, বিদ্রধি ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

চিত্রকাদ্যং চূর্ণম্‌।

শুদ্ধ লোহমলাচ্চূর্ণং ষট্‌পলং পঞ্চকার্ষিকম্‌॥
হরীতক্যাঃ কঠিন্যাশ্চ রসগন্ধকয়োঃ পৃথক্‌।
অর্দ্ধকর্ষং ততঃ কর্ষং চিত্রকং নাগরং কণা॥
সূক্ষ্মৈলা তেজপত্রঞ্চ বাট্যালং ভদ্রমুস্তকম্‌।
যমানীধান্যকং ধূপং বিভীতক্যামলক্যপি॥
বিড়ঙ্গং শঙ্খনাভিশ্চ অর্জ্জুনাসনয়োস্ত্বচঃ।
অপামার্গভবং মূলং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্‌॥
পীঠোপরিপদং ন্যস্য প্রস্তরে ঘৃতভাজনে।
ভুক্তোপরি চ তচ্চূর্ণং কর্ষং কর্ষার্দ্ধমাচরেৎ॥
তপ্তোদকানুপানঞ্চ তাম্বূলং ভক্ষয়েত্ততঃ।
ততো ভূমৌ পদং দত্ত্বা ভূমেঃ কিঞ্চিত্তথাসুখম্‌॥
প্রত্যহং ভক্ষয়েত্তক্ত্যা বহ্নিসন্দীপনং পরম্‌।
শূলমষ্টবিধং হন্তি বিশেষাৎ পরিণামজম্‌।
অম্লদ্রবকৃতং শূলং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
কটীপার্শ্বভবং শূলং যকৃৎ প্লীহকৃতঞ্চ যৎ॥
শূলানামপি সর্ব্বেষামৌষধং নাস্তি তৎপরম্‌
কামলা-পাণ্ডু-রোগঘ্নং হলীমক-বিনাশনম্‌॥
মানবানাং কৃপাহেতো র্দেবদেবেন নির্ম্মিতম্‌।
চিত্রকাদ্যমিদং চূর্ণং সর্ব্বশূলান্তকৃন্মতম্‌॥

লৌহমল ৬ পল, হরীতকী ও খড়ী প্রত্যেকে ১০ তোলা, পারদ, গন্ধক, চিতা, শুণ্ঠী, পিপুল, ছোটএলাচি, তেজপত্র, বেড়েলা, মুথা, যমানী, ধনে, ধুনা, বহেড়া, আমলকী, বিড়ঙ্গ, শঙ্খনাভি, অর্জ্জুনছাল, অসনবৃক্ষের ছাল এবং আপাং মূল প্রত্যেকে ৩ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণোদক সহ পান করিয়া পশ্চাৎ তাম্বূল ভক্ষণ করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্ব প্রকার শূল, গুল্মাদি নানা প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বেশ্বর চূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলাচূর্ণং চূর্ণং শম্বুকজ্ঞাননম্।
যবক্ষারং তথারক্তকঠিনী কামরূপিণী ॥
শক্রচূর্ণং সমধিকং ক্ষারং দানদলোদ্ভবম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডূরং দ্বিগুণস্ততঃ ॥
মণ্ডূরং দ্বিগুণং কার্য্যং গোমূত্রৈঃ সপ্ত চৈবহি।
কলম্বীস্বরসৈঃ শুষ্কং শোধয়েৎ সুবিচক্ষণঃ ॥
একীকৃত্য প্রযত্নেন চূর্ণং সর্ব্বেশ্বরাহ্বয়ম্।
প্রাঙ্ মধ্যান্তক্রমেণৈব ভোজনস্য প্রযোজয়েৎ ॥
মাত্রয়া চানুপানঞ্চ শুষ্কপত্রজলং পয়ঃ।
গব্যমৰ্দ্ধশৃতং কৃত্বা শূলাদন্তকমন্বিতাৎ ॥
চিরজাৎ সর্ব্বতো ধীমান্ দুস্তরাৎ মুচ্যতে নরঃ।
পক্তিশূলাৎ তথৈবাম্লদ্রবশূলাচ্চ সর্ব্বশঃ।
মুচ্যতে মানবো যাদৃক্ বিষ্ণুমারাধনে ভবাৎ ॥
প্লীহ গুল্মোদরাদীংশ্চ মন্দাগ্নিঞ্চ মরোচকম্ ॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চাপি উরুস্তম্ভামবাতকৈঃ ॥

হন্ত্যাদেব প্রয়োগোঽয়মশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতঃ পুরা।
অত্র কামরূপিণী কঠিনীতি কামরূপদেশজা।

ত্রিকটু, ত্রিফলা শামুকের মুখ, যবক্ষার, কামরূপ দেশজাত রক্তখড়ী, ইন্দ্রযব, ছাতিমছালের ক্ষার প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গোমূত্র ও কলমীরসে শোধিত মণ্ডুর সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে অথবা অন্তে নাল্‌তের জল ও অর্দ্ধসিদ্ধ গব্যদুগ্ধ অনুপানে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা শূল গুল্ম, প্লীহাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিঙ্গু ব্যোষ সংযুতম্।
উষ্ণোদকেন তৎ পীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্।

শঙ্খ, সৈন্ধব ও হিং ত্রিকটু একত্র চূর্ণ করিয়া উষ্ণোদক সহ পান করিলে ত্রিদোষজ শূল নিবারিত হয়।

ত্রিফলামণ্ডূরম্।

গোমূত্র শুদ্ধমণ্ডূরং ত্রিফলাচূর্ণ সংযুতম্।
বিলিহন্ মধুসর্পিভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্॥
সর্ব্বচূর্ণ সমং মণ্ডূরং গ্রাহ্যং প্রধানত্বাৎ।

ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গোমূত্র শোধিত মণ্ডুর ৩ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে সান্নিপাতিক শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বীজপূরাদ্যং ঘৃতম্।

বীজপূরক মেরণ্ডং রাস্নাং গোক্ষুরকং বলাম্।
পৃথক্ পঞ্চপলান্ ভাগান্ যব প্রস্থ সমাযুতান্॥
বারিদ্রোণেন সংসাধ্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন কল্কং দত্বাক্ষসম্মিতম্॥

তুম্বুরুণ্যভয়া ব্যোষ হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং বিড়ম্।
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ সর্জ্জিকাময়বেতসম্॥
পুষ্করং দাড়িমঞ্চৈব বৃক্ষাম্লং জীরকদ্বয়ম্।
মস্তু প্রস্থদ্বয়ং সিদ্ধং ততো মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
পানমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হন্যাত্রিদোষজম্।
বাতশূলং যকৃৎ শূলং গুল্মপ্লীহাপহং পরম্॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ অঙ্গশূলঞ্চ যদ্ভবেৎ।
বলবর্ণকরং হৃদ্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

গব্যঘৃত ৴৪ সের, দধির মাত ৴৮ সের, ক্বাথার্থ ছোলঙ্গলেবু, রাস্না, গোক্ষুর, বেড়েলা, প্রত্যেক ৫ পল ও যব ৴২ সের, পাকনিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কল্কার্থ ধনে, হরীতকী, ত্রিকটু, হিং, সচললবণ, বিটলবণ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অম্লবেতস, পুষ্করমূল, দাড়িম, তেতুল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা সমভাগে সমস্তে ৴১ সের; যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া উচিত মাত্রায় সেবন করিলে যকৃৎ, কুক্ষিশূলাদি অনেক রোগ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাস্নাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

রাস্নাশ্বগন্ধা কপিকচ্ছু ভূমি-
কুষ্মাণ্ড গোকণ্টক শালপর্ণী।
ছিন্নারুহৈরণ্ড বলা শতাহ্বা-
পুনর্ণবানাং বিধিনোদ্ধৃতানাম্।
প্রত্যেকশঃ পঞ্চপলং গৃহীত্বা
পচেদ্ঘটেঽপাং কৃতপাদশেষে॥
শতাবরীরসং পূতং দত্বাত্রপলষোড়শম্।

ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং তৈলমেরণ্ডমেব বা।
দত্ত্বাষ্টবর্গ কল্কঞ্চ গুগ্গুলোর্ব্বা পলাষ্টকম্॥
সিদ্ধং ঘৃতঞ্চ তৈলং বা দদ্যাদ্বাতগদাতুরে।
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব সর্ব্বগঞ্চ বিশেষতঃ॥
আমবাতগদং হন্তি ঘৃতমেতদনুত্তমম্।
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং কটিশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥
পাদমন্যাভিসন্ধীনাং শূলং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

গব্য ঘৃত বা এরণ্ডতৈল /৪ সের, শতাবরীর রস /৪ সের, কাথার্থ রাস্না অশ্বগন্ধা, আলকুশী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, শালপানী, গুলঞ্চ, এরণ্ড, বেড়েলা, শলুফা ও পুনর্নবা প্রত্যেকে ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কল্কার্থ অষ্টবর্গ বা গুগ্গুলু /১ সের। এই রাস্নাদ্যঘৃত বা রাস্নাদ্য তৈল ব্যবহার দ্বারা বাতরোগ, আমবাত ও শূলাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

অগ্নিমুখরসঃ।

মৃতঃ সূতাভ্রকং চাম্লবেতসং তাম্রগন্ধকম্॥
বিষং ফলত্রয়ং তুল্যং চূর্ণং মর্দ্দ্যং দিনাবধি।
বিষমুণ্ডিতিকা বাসা বিজয়া রক্তশালিনী॥
বৃহতী চ মহারাষ্ট্রী ধুস্তুরং পদ্মপত্রকম্।
অস্তমত্যমৃতা জম্বুর্গব্যং নীলোৎপলদ্রবৈঃ॥
সমাংশং পঞ্চলবণং দত্ত্বার্দ্রকরসেন চ।
দিনং পেষ্যং ততঃ কুর্য্যাদ্বটিকাং চণমাত্রকম্॥
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন রাত্রৌ চ ভক্ষয়েদ্বটিকাত্রয়ম্।
মাংসেক্ষু পিষ্টগুর্ব্বন্নং গোপয়শ্চ পিবেচ্ছনৈঃ॥

ভক্ষয়েদ্বাতশূলার্ত্তঃ সোঽয়মগ্নিরসোত্তমম্ ।
হরীতকী প্রতিবিষা হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং বচা ॥
কলিঙ্গেন্দ্রযবাতুল্যং পায়য়েদুষ্ণবারিণা ।
কর্ষৈকমনুপানং স্যাৎ বাতশূলহরং পরম্ ॥

পারা, অভ্র, অম্লবেতস, তাম্র, গন্ধক, বিষ ও ত্রিফলা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ১ দিন বিষমুণ্ডিতিকা, বাসক, সিদ্ধি, রক্তশালিনী, বৃহতী, জলজ পিপুল, ধুতুরা, পদ্মপত্র, শালপানী, গুলঞ্চ, জাম ও নীলোৎপল ইহাদের রসে ও গব্যদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক উহাতে সমভাগ পঞ্চলবণ মিশাইয়া আদার রসে পেষণ করতঃ চণক প্রমাণ বটী করিয়া প্রাতঃ-কালে, মধ্যাহ্নকালে ও রাত্রিতে ৩টি বটি সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ হরীতকী অতৈস, হিং, সচললবণ, বচ, কুটজ ও ইন্দ্রযব সমভাগ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণবারি সহ পান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া মাংস, ইক্ষুবিকৃতি দ্রব্য, পিষ্টক, পোলাও প্রভৃতি গুরুপাক অন্ন ও গোদুগ্ধ ক্রমশঃ ভোজন করা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা বাতজ শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

উদয়ভাস্কর-রসঃ ।

ভস্মসূত সমং চাভ্রং শিলা-গন্ধক-তালকম্ ।
হিঙ্গুকং কুষ্ঠমুস্তঞ্চ তুল্যং চূর্ণং বিভাবয়েৎ ॥
স্নুহ্যুষ্মস্য নিগুণ্ডৌ মহারাষ্ট্রীদ্রবৈঃ পুনঃ ।
প্রতিদ্রাবৈর্দ্দিনং ভাব্যং শুষ্কং তদ্গোলকং কুরু ॥
বস্ত্রে বদ্ধা মৃদালেপ্যং শুষ্কস্তু সংপুটে পচেৎ ।
চতুর্যামার্দ্ধমাত্রেষু তমাদায় বিচূর্ণয়েৎ ॥
গুঞ্জাষ্টং ঘৃত শুণ্ঠীভ্যাং লেহশ্চোদয়ভাস্করঃ।
বাতশূল প্রশান্ত্যর্থং তিলক্ষারং সকুষ্ঠকম্ ॥
মধুনা লেহয়েচ্চানু মূলং বা কাকতুণ্ডজম্ ।

পারা, অভ্র, মনঃশিলা, গন্ধক, হরিতাল, হিং, কুড় ও মুথা সমভাগে লইয়া সিজ, ধুতুরা, নিসিন্দা ও জলজ পিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া গোলক করতঃ শুষ্ক করিয়া বস্ত্রদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা লেপিয়া ৪॥০ প্রহর পুটপাক দ্বারা পাক করিয়া লইবে। ইহা ৮ রতি মাত্রায় ঘৃত ও শুণ্ঠীচূর্ণ সহ লেহন করিলে বাতশূল নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে তিল, যবক্ষার, কুড়, ইহাদের চূর্ণ একত্র বা কাকঠুটির মূল চূর্ণ মধু সহ লেহন করিবে।

ভূদারো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃতার্কায়োমনঃশিলা।
সৈন্ধবং মাক্ষিকং তালং ধূস্তুরং হিঙ্গুশূরণম্॥
মহারাষ্ট্র্যর্কে নিগু´ণ্ডী বাসৈরণ্ড দ্রবৈর্দ্দিনম্।
মর্দ্দ্যং রুদ্ধা পুটে পচ্যাৎ কুক্কুটাখ্যে সমুদ্ধরেৎ॥
অষ্টগুঞ্জাং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্ভূ´দারো বাতশূলজিৎ।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং শুণ্ঠীমক্ষমুষ্ণাম্বুনাঽপ্যনু॥

পারা, গন্ধক, তামা, লৌহ, মনঃশিলা, সৈন্ধব, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, ধুতুরা, হিং, ও ওল, এই সকল সমভাগে লইয়া জলজ পিপুল, আকন্দ, নিসিন্দা, বাসক ও এরণ্ড, ইহাদের রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক কুক্কুট যন্ত্রে পুটপাক করিয়া লইবে। ইহা ৮ রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক হিঙ্গু সচললবণ ও শুণ্ঠীচূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে উষ্ণোদক সহ পান করিবে। ইহাদ্বারা বাতশূল বিনষ্ট হয় জানিবে।

শিলাবদ্ধরসঃ।

মৃতসূতস্য ভাগৈকং ভাগৈকং শোধিতাং শিলাম্॥
দিনং জম্বীরজৈর্দ্রাবৈর্ম্মর্দ্দ্যং রুদ্ধা ধমেল্লঘু।
শিলাবদ্ধো রসোনাম গুঞ্জৈকং পিত্তশূলজিৎ॥
একং হিঙ্গুশতং পথ্যা ত্রিশুণ্ঠী দ্বিসুবর্চ্চলা॥

ভাগাচ্চূর্ণঞ্চ কর্ষৈকমনু স্যাচ্ছূলশান্তয়ে।

পারদ ও মনঃশিলা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জম্বীর রসে মর্দ্দন করতঃ লঘুপুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা ১ রত্তি পরিমাণে সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ ১ ভাগ হিং, ১০০ ভাগ হরীতকী, ৩ ভাগ শুণ্ঠী ও ২ ভাগ সচললবণ চূর্ণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে পিত্তশূল নষ্ট হয় জানিবে।

শূলসিংহরসঃ।

বিষকর্ষং বচাকর্ষং ত্রিকটু ত্রিফলা চ ষট্।
ভার্গী মুস্তা বিড়ঙ্গানাং প্রতিকর্ষঞ্চ চূর্ণয়েৎ।
গুড়েন সর্ব্বতুল্যেন গুড়িকাচণমাত্রকা।
শূলসিংহপ্রয়োগোঽয়ং কফশূলহরং ভবেৎ॥
এরণ্ডতৈল শুণ্ঠীভ্যাং হিঙ্গু সৌবর্চ্চলান্বিতম্।
উষ্ণোদকৈঃ পিবেচ্চানুরসো বানন্দভৈরবঃ।

বচ, ত্রিকটু, ত্রিফলা বিষ, বামনহাটি, মুথা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং সকলের সমান গুড়, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে হিং ও সচললবণ এরণ্ডতৈল ও শুণ্ঠীর সহিত অথবা উষ্ণোদক সহ সেবনীয়। ইহাদ্বারা কফজশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রসঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতং তাম্রং শিলামাক্ষিক-তালকম্।
চূর্ণয়েল্লবণং পঞ্চ এতদ্দশক তুল্যকম্॥
সূততুল্যং বৎসনাভং চূর্ণং ভাব্যং দিনাবধি।
বিষমুষ্ট্যা জয়ন্ত্যা'বা বিজয়া রক্তশাকিনী॥
শোভাঞ্জনং মহারাষ্ট্রী দ্রবৈর্ধুস্তূরজৈস্তথা।
রুদ্ধা তু সংপুটে পচ্যাৎ সমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো নাম রসো গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
ভক্ষয়েদ্ধিঙ্গু শুণ্ঠিভ্যাং কফশূলঞ্চ গুল্মনুৎ॥
ব্যোষং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু করঞ্জবীজ সংযুতম্।
পিবেদুষ্ণাম্বুনা চানু কফশূলহরং পরম্॥

পারদ, তাম্বা, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, পঞ্চলবণ ও বৎসনাভ, বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ১ দিন পর্য্যন্ত বিষমুষ্টী, জয়ন্তী, সিদ্ধি, রক্তশাকিনী, সোভাঞ্জন, জলজপিপুল ও ধুতুরা-পাতার রসে ভাবনা দিয়া পুটপাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ রতি মাত্রায় হিং ও শুণ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ ত্রিকটু, সচললবণ, হিঙ্গু ও করঞ্জবীজ চূর্ণ উষ্ণোদক সহ পান করিবে। ইহা দ্বারা কফজশূল ও গুল্ম রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শূলবজ্রিণী বটিকা।

রসগন্ধকলৌহানাং পলার্দ্ধেন সমন্বিতম্।
টঙ্গণং রামঠং শুণ্ঠি ত্রিকটু ত্রিফলা শটী॥
ত্বগেলা পত্রতালীশং জাতীফল লবঙ্গকম্।
যমানী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্॥
মাষৈকা বটিকা কার্য্যা ছাগীদুগ্ধপ্রপেষিতা।
গণেশযোগিনী শম্ভু হরি সূর্য্যান্ প্রপূজ্য চ॥
শীতনীরানুপানেন ছাগীদুগ্ধেন বা পুনঃ।
একৈকা ভক্ষিতা চেয়ং বটিকা শূলবজ্রিণী॥
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্লীহগুল্মোদরং জ্বরম্।
অষ্ঠীলানাহ মেহাংশ্চ মূত্ররোগং হলীমকম্॥
অম্লপিত্তামবাতঞ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগকম্।

শোথং গলগ্রহং বৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ ভগন্দরম্।
কাসং শ্বাসং ব্রণং কুষ্ঠং কৃমি হিক্কামরোচকম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীং দুষ্টাং সর্ব্বাতীসারনাশনম্।
বিসূচীকঞ্চ মন্দাগ্নিং পিপাসাং পানসং গদম্।
একজং দ্বন্দ্বজং বাপি দোষত্রয়সমুদ্ভবম্।
বুদ্ধিকান্তিপ্রদা নিত্যং সেবিতা চ চিরায়ুষী।
গুরুণা চন্দ্রনাথেন মহামেষা প্রকীর্ত্তিতা॥
সংসারলোকরক্ষার্থং বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেকে ৪ তোলা, সোহাগা, হিং, শুণ্ঠি, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শঠী, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, তালীশপত্র জাতীফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরক ও ধনে প্রত্যেকে ১ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ঠাণ্ডাজল অথবা ছাগদুগ্ধ অনুপানে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা, শূল, প্লীহা, গুল্ম, পাণ্ডু প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

অগ্নিমুখোরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং রসার্দ্ধং মৃততাম্রকম্।
দিনৈকং শাকজৈর্দ্রাবৈর্ম্মর্দ্দ্যঞ্চ ক্ষীরিণীদ্রবৈঃ॥
রুদ্ধা লঘুপুটে চৈব পচ্যাদগ্নিমুখোরসঃ।
যমানীন্দ্রযবা পাঠা বিল্বশুণ্ঠি রসাঞ্জনম্॥
চূর্ণং শূলহরঞ্চাসু পিবেদুষ্ণাম্বুনা সহ।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ এবং তাম্র অর্দ্ধভাগ একত্র করিয়া শাক বৃক্ষ ও ক্ষীরিণীবৃক্ষ সমূহের আটা দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক লঘুপুটে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদী, বেল, শুণ্ঠী ও রসাঞ্জন চূর্ণ উষ্ণোদক সহ সেবনীয়। ইহাদ্বারা শূল বিনষ্ট হয়।

মৃততাম্রং পলৈকন্তু চিঞ্চাক্ষার পলাষ্টকম্।
হিঙ্গুং হরীতকীং ব্যোষং করঞ্জবীজচোরকম্।
প্রত্যেকং পলমাত্রন্তু চূর্ণং কোষ্ণোদকে পিবেৎ॥
কর্ষৈকং শূলশান্ত্যর্থং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥

তাম্র ১ পল, তেতুল ক্ষার ৮ পল, হিং, হরীতকী, ত্রিকটু, করঞ্জ-বীজ, চোরক প্রত্যেকে ১ পল, সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণোদক সহ পান করিলে সর্ব্ব প্রকার উপদ্রব সংযুক্ত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শূলকেশরী রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং যামৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্।
দ্বয়োস্তুল্যং শুল্বপত্রসংপুটে তং নিরোধয়েৎ॥
ঊর্দ্ধাধো লবণং দত্ত্বা সম্ভাণ্ডে ধারয়েদ্ভিষক্।
রুদ্ধা গজপুটে পচ্যাৎ স্বাঙ্গশৈত্যং সমুদ্ধরেৎ॥
সংপুটং চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুঞ্জকম্।
ভক্ষয়িত্বানুপানঞ্চ হিঙ্গু শুণ্ঠী চ জীরকম্।
বচা মরিচচূর্ণঞ্চ কর্ষমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ॥
অসাধ্যং নাশয়েচ্ছূলং রসোঽয়ং শূলকেশরী।

১ ভাগ পারা ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৩ ভাগ তাম্র পাত্রের পুটমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক রুদ্ধ করতঃ ঊর্দ্ধও অধোদিকে লবণ দিয়া ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় পানের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ হিং শুণ্ঠী, জীরক, বচ ও মরিচ চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে উষ্ণোদক সহযোগে পান করিবে। ইহাদ্বারা অসাধ্য শূলব্যাধি নিবারিত হয়।

শূলগজকেশরী রসঃ।

তোলকাশ্চতুরঃ সূতাদষ্টৌ গন্ধাশ্মনস্তথা।
সমাদায় ততঃ কার্য্যং পলং তাম্রস্য সংপুটম্ ॥
একস্মিন্নথ পাত্রে দ্বৌ কৃত্বা গন্ধকপারদৌ।
অনেন তাম্রপাত্রেণ পিধাতব্যং দৃঢ়ং ততঃ ॥
ক্ষিপ্ত্বা স্থাল্যাঞ্চ লবণং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা রসং পুটেৎ।
তস্যোপরি পুটং ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধা স্থাল্যামথাপি চ ॥
নিরুধ্যাতিপ্রযত্নেন পুটেদ্গজপুটেন চ।
স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা সংপুটং পরিচূর্ণ্য চ ॥
নিহন্ত্যষ্টবিধং শূলং গুল্ম-প্লীহ-যকৃদ্গদম্।
মন্দাগ্নিং গ্রহণীং পাণ্ডুং কামলাঞ্চ হলীমকম্ ॥
শ্লেষ্মবাতোত্থরোগাংশ্চ জ্বরানপি তথাবিধান্।
হরীতক্যনুপানেন দাতব্যোঽয়ং ভিষগ্বরৈঃ ॥
পথ্যং দোষানুসারেণ শাস্ত্রপ্রোক্তং প্রদাপয়েৎ।

৪ তোলা পারদ ও ৮ তোলা গন্ধক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া ৮ তোলা তাম্রের সংপুটে রুদ্ধ করতঃ স্থালী মধ্যে লবণ দিয়া তদুপরি উক্ত পুটকটি রাখিয়া গজপুটে পাক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় হরীতকী অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শূল, যকৃতাদি অনেক প্রকার ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে।

গৌড়রসঃ।

সূতং শুদ্ধং মৃতং তীক্ষ্ণং পঞ্চমং ভাগসম্মিতম্।
চূর্ণং তয়োর্ভাবয়িত্বা শতাবর্য্যা রসেন চ ॥
ধাত্র্যা গুড়ূচ্যা স্ত্রিদিনং খল্লে মর্দ্দ্যং পুনঃ পুনঃ ॥
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ঘৃতেন মধুনা পয়ঃ ॥

অনুপানং পিবেৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বশূল নিবারণম্।
বাতরোগান্ পিত্তরোগান্ কফরোগান্ সুদুস্তরান্॥
ত্বগ্দোষ দেহকার্শ্যঞ্চ দাহমুগ্রং নিবারয়েৎ।
গৌড়রসঃ সমুদ্দিষ্টো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

১ ভাগ পারদ ও পঞ্চমাংশ লৌহচূর্ণ করিয়া শতাবরী, আমলকী, গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ শূল, পিত্তব্যাধি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

ষণ্মুখোরসঃ।

সূতং গন্ধং সমং শুদ্ধং সূতাংশং মৃততাম্রকম্।
সৌবর্চ্চলঞ্চ সূতাংশং জম্বীরৈর্দ্দিনসপ্তকম্॥
মর্দ্দয়েদাতপে তীক্ষ্ণং রুদ্ধা লঘুপুটে ত্রয়ম্।
দত্ত্বাদায় তু তচ্চূর্ণং সমং ত্রিকটুকং পচেৎ॥
ষণ্মুখোঽয়ং রসো নাম ত্রিগুঞ্জনামশূলজিৎ।
এরণ্ডতৈল ষড়্ভাগং লশুনস্য দশাষ্টকম্॥
একং হিঙ্গু ত্রিসিন্ধূত্থং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
ত্রিনিষ্কং ভক্ষয়েচ্চানু আমশূল-প্রশান্তয়ে॥

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তামা ১ ভাগ ও সচললবণ ১ ভাগ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জম্বীররসে সাত দিবস মর্দ্দন করতঃ আতপে শুকাইয়া সমভাগ ত্রিকটু মিশাইয়া ৩ বার লঘু পুটে পাক করিয়া লইবে। ইহা ৩ রতি মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ এরণ্ডতৈল ৬ ভাগ, লসুন ১৮ ভাগ, হিং ১ ভাগ ও সৈন্ধব ৩ ভাগ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ৬ তোলা পরিমাণে ভোজন করিবে। ইহাদ্বারা আমশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্।

ত্রিকত্রয়সমাযুক্তং তালমূলী শতাবরী।
লোহো নিহন্তি শূলানি দারুণান্যয়সোরজঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতা, তালমূলী ও শতাবরী প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ সকলের সমান পরিমাণে মিশাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার শূলব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে।

শর্করালৌহম্।

ত্রিফলায়া স্তথা ধাত্র্যাশ্চূর্ণং বা কাললৌহজম্।
শর্করাচূর্ণ সংযুক্তং সর্ব্বশূলেষু লেহয়েৎ॥
পুনরুক্তত্বাৎ ধাত্র্যা ভাগদ্বয়ং গ্রাহ্যম্।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহচূর্ণম্।

ত্রিফলা ও আমলকী প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং কাললৌহ চূর্ণ সকলের সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক চিনির সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শূলব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

চতুঃসমং লৌহম্।

অভ্রং তাম্রং রসং লৌহং প্রত্যেকং সংস্কৃতং পলম্।
সর্ব্বমেতৎ সমাকৃত্য গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥
আজ্যে পলদ্বাদশকে দুগ্ধেঽপি ঘৃতসংক্ষয়ে।
পক্ত্বা তত্র ক্ষিপেচ্চূর্ণং সুপূতং ঘনতন্তুভা॥
বিড়ঙ্গ ত্রিফলা বহ্নি ত্রিকটূনাস্তথৈবচ।
পিষ্ট্বা পলোন্মিতানেতান্ যথা সংমিশ্রিতান্ নয়েৎ॥
ততঃ পিষ্টেষু ভাণ্ডেষু স্থাপয়েচ্চ বিচক্ষণঃ।
আত্মনঃ শোভনে চাহ্নি পূজয়িত্বা পরং গুরুম্॥

ঘৃতেন মধুনামর্দ্ধ্য ভক্ষয়েন্মাষকোন্মিতান্।
অষ্টৌ মাসান্ ক্রমেণৈব বর্দ্ধয়েচ্চ সমাহিতঃ॥
অনুপানঞ্চ দুগ্ধেন নারিকেলোদকেন বা।
জীর্ণে লোহিতশাল্যন্নং মুদ্গমাংস রসাদয়ঃ॥
রসায়নবিরুদ্ধানি চান্যান্যপি ন কারয়েৎ॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ আমবাতং কটীগ্রহম্॥
গুল্মশূলং শিরঃশূলং যকৃৎ প্লীহৌ বিশেষতঃ।
অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কাসং শ্বাসং বিচর্চ্চিকাম্॥
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ যোগেনানেন নাশয়েৎ।

অভ্র, তাম্র, পারদ ও লৌহ প্রত্যেকে ১ পল মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ১২ পল ঘৃত ও দুগ্ধসহ পাক করিয়া ঘন হইলে, উহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতা ও ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা মাত্রায় মিশাইয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। ঘৃত ও মধু অনুপানে ১ মাষা মাত্রা হইতে বাড়াইয়া সেবন করিয়া পশ্চাৎ দুগ্ধ ও নারিকেলের জল অনুপান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে রক্তশালির অন্ন, মুগ, মাংসাদির যূষ ভক্ষণ করিবে। ইহাতে রসায়ন বিরুদ্ধ দ্রব্য সকল কদাচ আহার করিবে না। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার শূল প্লীহা, যকৃৎ ও কাসাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কটুবৈদলম্।
বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জ্জয়েচ্ছূলবান্নরঃ।

ইতি শূলাধ্যায়ঃ।

ব্যায়াম, মৈথুন, মদ্য, লবণ, কটুদ্রব্য বিদল, (দাইল,) দ্রব্য, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, শোক ও ক্রোধ, এই সকল শূলরোগী অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

ইতি শূল চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ পরিণাম শূলচিকিৎসামাহ।

বমনং তিক্ত মধুরৈ র্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥
বস্তয়শ্চ হিতাঃ শূলে পরিণামসমুদ্ভবে।
বিড়ঙ্গ ব্যোষ দন্ত্যগ্নি ত্রিবৃচ্চূর্ণং গুড়ৈঃ কৃতম্॥
মোদকঃ সর্ব্বজং পক্তিশূলং হন্ত্যগ্নিদীপনম্।
দ্বিগুণো গুড়ঃ উষ্ণোদকানুপানম্।
নাগর তিল গুড়কল্কং পয়সা সংসাধ্য যঃ পুমানদ্যাৎ।
উগ্রং পরিণতিশূলং তস্যাভ্যুপৈতি সপ্তরাত্রেণ॥
শম্বূকজং ভস্মপীতং জলেনোষ্ণেন বারিণা।
পক্তিজং বিনিহন্ত্যাশু শূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্॥
রসোনপত্রস্বরসঃ পীতো মধুনাপি দুস্তরং শূলম্।
পরিণামজং নিহন্যাৎ পিত্তপ্রবলং ত্রিরাত্রেণ॥

তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দ্বারা বমন ও বিরেচন এবং বস্তি প্রয়োগ পরিণাম শূলে হিতকর বলিয়া জানিবে। বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, দন্তীমূল, চিতা ও তেউড়ী মূল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গুড় দ্বিগুণ লইয়া একত্র মোদক প্রস্তুত করিয়া উষ্ণোদক অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার পরিণাম শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। শুণ্ঠি, তিল ও গুড় একত্র দুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেবন করিলে সপ্তরাত্রির মধ্যেই পরিণাম শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। শামুকভস্ম উষ্ণজলের সহিত পান করিলে পরিণাম শূল বিনষ্ট হইয়া যায়। রসুনের পাতার স্বরস মধুর সহিত পান করিলে ত্রিরাত্রির মধ্যেই পরিণাম শূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

পিপ্পলী ঘৃতম্।

পিপ্পলী ক্বাথকল্কাভ্যাং সিদ্ধং সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।
পক্তিশূলং প্রবৃদ্ধঞ্চ হন্তি ক্ষীরানুপানতঃ॥
শীতে মধুপাদিকম্।

গব্যঘৃত /৪ সের, পিপুলের কাথ ।৬ সের, কল্কার্থ পিপুল /১ সের, এই ঘৃত পাক করিয়া /১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত পান করিলে অতি প্রবৃদ্ধ পরিণাম শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নারিকেল-খণ্ডম্।

কুড়বং নারিকেলস্য শ্লক্ষ্ণং দৃষদি পেষিতম্।
শুদ্ধখণ্ডস্য কুড়বং সর্ব্বমেতচ্চতুর্গুণে॥
আলোড্য নারিকেলস্য জলে মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
ধন্যাকং পিপ্পলীমুস্তং চাতুর্জ্জাতং সুচূর্ণিতম্॥
শানপ্রমাণং তদ্গ্রাহ্যং শীতীভূতে ক্ষিপেন্মধুঃ।
নারিকেলস্য খণ্ডোঽয়ং পুংসো নিদ্রাবলপ্রদঃ॥
অম্লপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
নাশয়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ শুষ্কং দার্ব্বনলো যথা॥
পলে সর্পিষি ভৃষ্টঞ্চ শস্যং চাদৌ মধুপ্রভম্।
অত্র নারিকেলস্য কুড়বকৃত দ্বৈগুণ্যং গ্রাহ্যম্।

ঝুনা নারিকেলের শাঁস /১ সের পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ৮ তোলা ঘৃতের সহিত ভাজিয়া অর্দ্ধসের খাঁড়গুড় সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক চতুর্গুণ নারিকেলের জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে উহা ঘন হইয়াছে, তখন উহাতে ধনে, পিপুল, মুথা, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক চুল্লী হইতে নামাইয়া লইবে। এই নারিকেলখণ্ড ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অম্লপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, পরিণামশূল ও রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয় এবং নিদ্রা ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহন্নারিকেল খণ্ডম্।

নারিকেল পলান্যষ্টৌ শর্করা প্রস্থমেবচ ॥
তজ্জলং পাত্রমেকন্তু সর্পিঃ পঞ্চপলানি চ।
শুণ্ঠিচূর্ণস্য কুড়বং প্রস্থার্দ্ধং ক্ষীরমেবচ ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
তুগাত্রিকটুকং মুস্তং চাতুর্জ্জাতক ধান্যকম্ ॥
দ্বিকণা কর্ষযুগ্মন্তু জীরকঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি নিক্ষিপ্য স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে ॥
খাদেৎ প্রতিদিনং শাণং যথেষ্টাহারসেবিনঃ।
সর্ব্বদোষোদ্ভবং শূলমামবাতং বিনাশয়েৎ ॥
পরিণামভবং শূলমম্লপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বাজীকরণমুত্তমম্ ॥
রক্তপিত্তহরং শ্রেষ্ঠং ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশনম্।
অগ্নিসন্দীপনকরং সর্ব্বরোগনিসূদনম্ ॥
ধন্বন্তরিকৃতং হ্যেতন্নারিকেলমিদং মহৎ।

ঝুনা নারিকেলের শস্য ⁄১ সের, চিনি ⁄২ সের, নারিকেলের জল ।৬ সের ঘৃত ৫ পল, শুণ্ঠী চূর্ণ অর্দ্ধসের, দুগ্ধ ⁄১ সের, সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া, পাক করতঃ ঘন হইলে, উহাতে বংশলোচন, পিপুল, মরিচ, শুণ্ঠী, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, এলাচি, ধনিয়া, পিপুল, গজপিপুলও জীরক প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে পরিণামশূল, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, ছর্দ্দি, হৃদ্রোগ প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

খণ্ডামলকী।

স্বিন্ন পীড়িত কুষ্মাণ্ডাত্তুলার্দ্ধং ভৃষ্টমাজ্যতঃ।
প্রস্থার্দ্ধে খণ্ডতুল্যস্তু পচেদামলকীরসাৎ॥
প্রস্থে সুস্বিন্ন কুষ্মাণ্ডরস প্রস্থে বিঘট্টয়ন্।
দার্বীপাকং গতে তস্মিন্ চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ॥
দ্বে দ্বে পলে কণাজাজী শুণ্ঠিনাং মরিচস্য চ।
পলং তালীশ ধন্যাকং চাতুর্জ্জাতক মুস্তকম্॥
এতৎপ্রমাণং প্রত্যেকং প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকস্য চ।
পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতদ্দোষত্রয়কৃতঞ্চ যৎ॥
ছর্দ্দ্যম্লপিত্ত মূর্চ্ছাশ্চ শ্বাসকাস মরোচকম্।
হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তঞ্চ পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং খণ্ডামলকসংজ্ঞিতম্॥

/১ সের ঘৃত ভর্জ্জিত বস্ত্র নিষ্পীড়িত কুষ্মাণ্ড /৬৷৷০ সের, খাঁড়গুড় /৬৷৷০ সের, আমলকীর রস /২ সের, কুষ্মাণ্ডের রস /২ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিতে করিতে যখন ঘন হইবে, তখন উহার সহিত পিপুল, জীরক, শুণ্ঠী ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, তালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, মুথা, নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও মধু /১ সের মিশাইয়া আলোড়িত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে ত্রিদোষজ পরিণাম শূল, ছর্দ্দি, অম্লপিত্ত, মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাস, অরোচক, হৃদয়শূল, রক্তপিত্ত ও পৃষ্ঠশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

সামুদ্রাদ্যং ঘৃতম্।

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারৌ রুচকং রোমকং বিড়ম্।
দন্তী লৌহরজঃ কিট্টং ত্রিবৃচ্ছূরণকং সমম্॥

দধি গোমূত্রপয়সা মন্দপাবকপাচিতম্।
তদ্যথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত মাংসাদি ঘৃতসাধিতম্।
নাভিশূলং যকৃচ্ছূলং প্লীহগুল্মকৃতঞ্চ যৎ॥
বিদ্রধ্যষ্ঠীলিকাং হন্তি কফবাতোদ্ভবং তথা।
শূলানামপি সর্ব্বেষামৌষধং নাস্তি তৎসমম্॥
পরিণামসমুত্থস্য বিশেষেণান্তকৃন্মতম্।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ৴৪ সের, কল্কার্থ সামুদ্র লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচললবণ, রৌমকলবণ, বিট্‌লবণ, দন্তীমূল, লৌহ, মণ্ডুর, তেউড়ী ও শূরণক, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে সমস্তে ৴১ সের এবং দধি গোমূত্র ও দুগ্ধ প্রত্যেকে ৴৪ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উচিত মাত্রায় সেবন করিলে নাভিশূল, যকৃৎশূল, প্লীহা ও গুল্মজনিতশূল, বিদ্রধি, অষ্ঠীলা এবং সর্ব্বপ্রকার পরিণাম শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

তারামণ্ডুরম্।

বিড়ঙ্গ চিত্রকং চব্যং ত্রিফলা ত্র্যূষণানি চ।
নবভাগানি চৈতানি লৌহকিট্ট সমানি চ॥
গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্ত্বা মূত্রার্দ্ধিক গুড়ান্বিতম্।
শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পক্ত্বা সুসিদ্ধং পিণ্ডতাং গতম্॥
স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রয়া।
প্রাঙ্মধ্যান্ত ক্রমেণৈব ভোজনস্য প্রযোজিতঃ॥
যোগোঽয়ং শময়ত্যাশু পক্তিশূলং সুদারুণম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দাগ্নিতামপি॥

অর্শাংসি গ্রহণীদোষং ক্রিমি গুল্মোদরাণি চ।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ স্থৌল্যং চৈবাপকর্ষতি ॥
বর্জ্জয়েৎ শুষ্কশাকানি বিদাহ্যম্ল গুরূণি চ।
পক্তিশূলান্তকো হ্যেষ গুড়োমণ্ডূরসংজ্ঞকঃ ॥
শূলার্ত্তানাং কৃপাহেতো স্তারয়া পরিকীর্ত্তিতঃ।

বিড়ঙ্গ, চিতা, চই, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, শুণ্ঠী, পিপ্পল, মরিচ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং মণ্ডূরচূর্ণ ৯ ভাগ, আর গোমূত্র দ্বিগুণ ও গোমূত্রের অর্দ্ধেক গুড় একত্র মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ তোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবন করিলে পরিণাম শূল, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, মন্দাগ্নি, অর্শ, গ্রহণী, ক্রিমি, গুল্ম, উদর, অম্লপিত্ত ও মেধদোষরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনকারী ব্যক্তি শুষ্কশাক, বিদাহি দ্রব্য, অম্লদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য কদাচ সেবন করিবে না। ইহার নাম তারামণ্ডূর।

বৃহচ্ছতাবরী মণ্ডূরম্।

তপ্ত্বা বরাম্বুসিক্তস্য মণ্ডূরস্য পলাষ্টকম্।
অষ্টৌ বরীরসাদ্দুগ্ধাদ্দধ্নো ধাত্রীরসাদপি ॥
সর্পিশ্চতুঃপলং পক্ত্বা চতুঃশাণং রজঃ পৃথক্।
ক্ষিপেৎ মুস্তকণাজাজী ধান্য পথ্যা ত্বিজাতকম্ ॥
ত্রিদোষ পক্তিশূলাম্লপিত্তারোচকবাতনুৎ।

বরাম্বু ত্রিফলা ক্বাথঃ।

ত্রিফলার ক্বাথে শোধিত মণ্ডুর ৮ পল, শতাবরীর রস ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, দধি ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল, ঘৃত ৪ পল এবং মুথা, পিপুল, জীরক, ধনে, হরীতকী, দারুচিনি ও ছোট এলাচি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা। যথানিয়মে এই ঔষধ প্রস্তুত

করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সান্নিপাতিক পক্তিশূল, অম্লপিত্ত, অরুচি ও বাত নিবারিত হয়।

শতাবরী মণ্ডূরম্।

শতাবরী রসাদ্দুগ্ধাদ্দধ্নোমণ্ডুর চূর্ণকাৎ।
পৃথক্ পৃথক্ পলান্যষ্টৌ ঘৃতাৎ পলচতুষ্টয়ম্॥
পক্ত্বাত্বাদ্বাতপিত্তোত্থং পক্তিশূলং জয়েৎ ধ্রুবম্।

শতাবরীর রস, দুগ্ধ, দধি ও মণ্ডুর চূর্ণ প্রত্যেকে ৴১ সের এবং ঘৃত অর্দ্ধ সের, যথানিয়মে এই ঔষধ প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে নিশ্চয়ই ত্রিদোষজ শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

শর্করামণ্ডূরম্।

শতাবরীরস প্রস্থে প্রস্থে চ সুরভীজলে।
অজায়াঃ পয়সঃ প্রস্থে প্রস্থে ধাত্রীরসস্য চ॥
লৌহকিট্ট পলান্যষ্টৌ শর্করা পল ষোড়শঃ।
দত্বা চাষ্টপলং সর্পিঃ পচেন্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥
সিদ্ধশীতে ঘনীভূতে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
ত্রিফলা ব্যোষ যমানী পিপ্পলী গজপিপ্পলী॥
দ্বিজীরক ঘনানাঞ্চ শ্লক্ষ্মান্যক্ষসমানি চ।
মধুন স্ত্রিপলঞ্চাত্র সিদ্ধে শীতে প্রদাপয়েৎ॥
ভক্ষয়েচ্চ ত্বনাপেক্ষী ভক্তস্যাদৌ বিচক্ষণঃ।
শূলং সর্ব্বোদ্ভবং হন্তি পক্তিশূলং বিশেষতঃ॥
রক্তপিত্তাঙ্গদাহঞ্চ সাম্লপিত্তং বমিস্তথা।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তি গুদোদ্ভবম্॥
কাসং শ্বাসং তথা শোষং গ্রহণীদোষনাশনম্।
যকৃৎ প্লীহোদরং গুল্মং রাজযক্ষ্ম জরাপহম্॥

বিষ্টম্ভমাম দৌর্ব্বল্যমগ্নিমান্দ্যং তথৈবচ।
ভূর্ণাম পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাঞ্চ হলীমকম্॥
সর্ব্বানেতান্নাশয়ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং যথা।
দুগ্ধে নির্ব্বাপণং কার্য্যং মণ্ডূরং বা গবাং জলে।
সপ্তবারাষ্টবারং বা রুদ্ধা নির্ম্মলতাং ব্রজেৎ।

শতাবরীর রস, গোমূত্র, ছাগদুগ্ধ ও আমলকীর রস প্রত্যেকে ⁄২ সের, মণ্ডূর ⁄১ একসের, শর্করা (চিনি) ⁄২ সের এবং ঘৃত ⁄১ সের, এই সকল একত্র করিয়া পাক করিতে করিতে ঘন হইলে, উহার সহিত আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী, পিপুল, গজপিপুল, জীরক, কৃষ্ণজীরক ও মুথা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং মধু ৩ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পরিণাম শূল, রক্তপিত্ত, অঙ্গদাহ, বমী, যকৃৎ ও প্লীহাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রসমণ্ডূরম্।

কুড়বং পথ্যাচূর্ণং দ্বিপলং গন্ধাশ্মলোহকিট্টঞ্চ।
শুদ্ধরসার্দ্ধপলং ভৃঙ্গস্য রসং সকেশরাজস্য॥
প্রস্থোন্মিতঞ্চ দত্ত্বা পাত্রে লৌহে চ দণ্ডসংঘৃষ্টম্।
শুষ্কং ঘৃতমধুযুক্তং মৃদিতং স্থাপ্যঞ্চ ভাজনে স্নিগ্ধে॥
উপযুক্তমেতদচিরান্নিহন্তি কফপিত্তজান্ রোগান্।
শূলং তথাম্লপিত্তং গ্রহণীঞ্চ কামলামুগ্রাম্॥
ভৃঙ্গরাজ কেশরাজয়োঃ প্রত্যেকং রসপ্রস্থম্।

হরীতকী চূর্ণ অর্দ্ধসের, গন্ধক ও মণ্ডূর প্রত্যেকে ২ পল, শোধিত পারদ ৪ তোলা, ভৃঙ্গরাজের রস ও কেশুর্য্যার রস প্রত্যেকে ⁄২ সের, যথানিয়মে পাক করিয়া ঘৃত ও মধু প্রত্যেকে অর্দ্ধসের

পরিমাণে মিশাইয়া একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে কফপৈত্তিক রোগ, শূল, অম্লপিত্ত, গ্রহণী ও কামলা বিনষ্ট হয়।

ত্রিনেত্রাখ্যরসঃ।

টঙ্গণং হরিণ-শৃঙ্গং স্বর্ণং শুদ্ধং মৃতং রসঃ।
আর্দ্রকস্য দ্রবৈশ্চাহ্নি মর্দ্দ্যং রুদ্ধা পুটে পচেৎ॥
ত্রিনেত্রাখ্য রসো নাম মাসৈকং মধুসর্পিষা।
সৈন্ধবং জীরকং হিঙ্গু মধ্বাজ্যাভ্যাং লিহেদনু॥
পক্তিশূলহরং খ্যাতো মাসমাত্রান্ন সংশয়ঃ।

সোহাগা, হরিণশৃঙ্গ, স্বর্ণ ও শোধিত পারদ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক আদার রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ সৈন্ধব, জীরক ও হিং সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিবে। ইহা একমাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে পক্তিশূল বিনষ্ট হয়।

অমৃতমণ্ডূরম্।

মণ্ডূরস্য পলান্যষ্টৌ শতাবর্য্যা রসস্তথা।
ক্ষীরাজ্য দধি প্রত্যেকং পিষ্ট্বা চতুঃপলং পিবেৎ॥
যাবৎ পিত্তং তণ্ডুলার্য্য নিষ্কৈকং ভোজয়েৎ সদা।
প্রাতঃ সন্ধ্যা সদা খাদেৎ পক্তিশূলপ্রশান্তয়ে॥
বাতজং পিত্তজং মিশ্রমমৃতাখ্যোহি মৃত্যুজিৎ।

মণ্ডূর ৮ পল, শতাবরী রস ৮ পল এবং দুগ্ধ, ঘৃত ও দধি প্রত্যেকে ৪ পল একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে বাতজ ও পিত্তজ পক্তিশূল বিনষ্ট হয়।

পথ্যাদ্যং লৌহম্।

পথ্যালোহরজঃ শুণ্ঠি তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা।
পরিণামোদ্ভবং শূলং সদ্যো হন্তি ত্রিদোষজম্॥

হরীতকীচূর্ণ, লৌহচূর্ণও শুণ্ঠিচূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ এবং মধু ও ঘৃত একত্র মিশাইয়া সেবন দ্বারা কফজ, পিত্তজ ও বাতজ পরিণাম শূল সদ্যই নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

কৃষ্ণাদ্যং লৌহম্।

কৃষ্ণাভয়ালোহচূর্ণং লেহয়েন্মধু সর্পিষা।
পরিণামোদ্ভবং শূলং সদ্যোহন্তি ত্রিদোষজম্॥

পিপুল, হরীতকী ও লৌহচূর্ণ প্রত্যেকে তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে সদ্যই পরিণাম শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহত্রিফলাদ্যং লৌহম্।

দ্ব্যাঢ়কং ত্রিফলায়াশ্চ চতুর্গুণজলে পচেৎ।
পাদাবশিষ্টং বিজ্ঞায় কষায় মবতারয়েৎ॥
সুতপ্তং নির্ব্বপেৎ প্রাজ্ঞো গুড়ূচার্দ্ধং শতস্তথা॥
সর্পিষঃ ষোড়শপলং তচ্চূর্ণৈঃ সহ যোজয়েৎ।
গুড়ূচী কন্দকদলী তালমূলীয় বাসকম্॥
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং চবিকা জীরকদ্বয়ম্॥
ত্বগেলারুস্করোব্যোষ দ্বিক্ষার লবণত্রয়ম্॥
বিড়ঙ্গং টঙ্গণ ক্ষারৌ যমানী দ্বিপলিকাংশিকান্।
লোহং পচেৎ তদৈকধ্যং যাবৎ সান্দ্রত্বমাগতম্॥
ভক্ষয়েন্মধুসর্পিভ্যাং যথাসাম্যঞ্চ ভোজনম্।
বাতজং পিত্তজং শূলং কফজং দ্বন্দ্বজং তথা॥

পরিণামসমুত্থঞ্চ সন্নিপাতসমুদ্ভবম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগং ভগন্দরম্॥
মন্দাগ্নি গুদজঞ্চৈব জয়েদেতৎ ন সংশয়ঃ।
সুতপ্তং জারণ-পুটনাদি শোধিতম্।

।৬ সের ত্রিফলা চতুর্গুণ জল সহ পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া, উক্ত কাথ সহ ৵৬।০ সের কাললৌহ বা তীক্ষ্ণলৌহ, গুলঞ্চের রস ৵৬।০ সের, ঘৃত ৵২ সের এবং গুলঞ্চ, পিপুলমুল, কদলীকন্দ, তালমূলী, যবক্ষার, চিতা, চই, জীরক, কৃষ্ণজীরক, দারুচিনি, ভেলা, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচললবণ, বিট্‌লবণ সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও যমানী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে বাতজ, পিত্তজাদি সর্ব্ব প্রকার পরিণাম শূল, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, ভগন্দর, মন্দাগ্নি ও অর্শোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ধাত্রীলৌহম্।

ধাত্রীচূর্ণস্যাষ্টপলানি চত্বারি লৌহচূর্ণস্য।
যষ্টিমধুকরজশ্চ দ্বিপলং দত্তাৎ পটে ঘৃষ্টম্॥
অমৃতাকাথেনৈতস্তাব্যং চূর্ণন্তু সপ্তাহম্।
চণ্ডাতপেষু শুষ্কং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা নবে ঘটে স্থাপ্যম্॥
ঘৃত মধুনা সহযুক্তং ভক্তাদৌ মধ্যতোঽন্তে চ।
ত্রীনপি বারান্ খাদেৎ পথ্যং দোষানুবন্ধেন।
ভক্তস্যাদৌ নাশয়তি ব্যাধীন্ পিত্তানিলোদ্ভূতান্
মধ্যেঽন্ন বিষ্টম্ভং জয়তি নৃণাং বিদহ্যতে নান্নম্।

পানান্নকৃতান্ দোষান্ ভুক্ত্যন্তে শীলিতং জয়তি।
এবং জীর্য্যতি চান্নে শূলং নৃণাং সুকষ্টমপি ॥
হরতি চ সহসা যুক্তো যোগশ্চায়ং জরৎপিত্তম্।
চক্ষুষ্যং পলিতঘ্নং কফপিত্ত-সমুদ্ভবান্ জয়েদ্রোগান্ ॥
প্রসাদয়ত্যপি রক্তং পাণ্ডুত্বং কামলাং জয়তি।

আমলকী চূর্ণ ১ সের, লৌহচূর্ণ অর্দ্ধসের ও যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল মাত্রায় একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ৭ দিবস পর্য্যন্ত গুলঞ্চের কাথে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ একটী নূতন ঘটে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও শেষভাগে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পরিণামশূল প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

শুণ্ঠী শমীবারি পুনর্ণবানাং জলং সশম্বুজভস্মপীতম্।
সৈরণ্ডতৈলং জয়তি প্রসহ্য শূলং সমস্তং চ পুরুষস্য সিদ্ধম্ ॥

শুণ্ঠী, শমী, বালা ও পুনর্ণবা ইহাদের কাথে শামুক ভস্ম ও এরণ্ড তৈল প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

হিঙ্গাদ্যোবটকঃ।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং পাঠা দ্বৌ ক্ষারৌ লবণত্রয়ম্।
চূর্ণীকৃতং বিধাতব্যং বটকং লশুনে রসে ॥
হৃচ্ছূলে পার্শ্বশূলে চ মন্যাস্তম্ভে চ দারুণে।
প্রয়োজ্য কুক্ষিশূলে চ ভিষজা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥

হিং, সচললবণ, আকনাদী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিট্‌লবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে রসুনের রসের সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক বটক প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, মন্যাস্তম্ভ, ও কুক্ষিশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলামোদকঃ।

ফলতিক্তা ব্যোষগুড় শর্করাস্তিবৃতার্দ্ধিকাঃ।
মোদকং ভক্ষয়েচ্চানু পিবেৎ কোষ্ণং জলং পুনঃ॥
পার্শ্বশূলেঽরুচৌ কাসে জ্বরে চানিলসম্ভবে।

ইতি পক্তিশূলাধ্যায়ঃ।

হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, কট্‌কী, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, শর্করা ও তেউড়ীচূর্ণ সকলের অর্দ্ধেক এবং গুড় সকলের দ্বিগুণ মিশ্রণ পূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিবে। উহ উপযুক্ত পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে পার্শ্বশূল, অরুচি, কাস ও বাতজ্বর বিনষ্ট হয় জানিবে।

ইতি পরিণাম শূল চিকিৎসা সমাপ্ত।

অন্নদ্রব জরৎ পিত্তচিকিৎসামাহ।

জীর্ণে জীর্য্যত্যজীর্ণে বা যচ্ছূলমুপজায়তে।
পথ্যাপথ্যপ্রয়োগেণ ভোজনাভোজনেন চ॥
ন শমং যাতি নিয়মাৎ যোঽন্নদ্রবউদাহৃতঃ।
অন্নদ্রবাখ্যশূলেষু তাবন্ন স্বাস্থ্যমশ্নুতে।
যাবৎ কটুক পীতাম্লমন্নং ন ছর্দ্দয়েদ্দ্রবম্॥
বান্তমাত্রে জরৎপিত্তে শূলমাশু প্রশাম্যতি।
পিত্তান্তং বমনং কৃত্বা কফান্তঞ্চ বিরেচনম্॥
অন্নদ্রবে চ তৎকার্য্যং জরৎপিত্তে যদীরিতম্।
আমপক্বাশয়ে শুদ্ধে গচ্ছেদন্নদ্রবঃ শমম্॥

যে শূলরোগ আহারের জীর্ণাবস্থায়, পরিপাক হইবার সময়ে অথবা অজীর্ণাবস্থায় উৎপন্ন হয় এবং পথ্যাপথ্য প্রয়োগ, ভোজন ও অভোজন প্রভৃতি কোন প্রকার নিয়মে উপশমিত না হয়, তাহাকে অন্নদ্রব শূলব্যাধি কহে জানিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পীতবর্ণ অম্লাত্মক দ্রব অন্ন বমি হইয়া উঠিয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্নদ্রব শূলরোগে স্বাস্থ্য লাভ করা যায় না অর্থাৎ পিত্ত বমন হওয়া মাত্রেই অন্নদ্রব শূল প্রশমিত হয় জানিবে। পিত্ত নির্গমন হওয়া পর্য্যন্ত বমন এবং কফনিঃসরণ হওয়া পর্য্যন্ত বিরেচন প্রয়োগ পূর্ব্বক জরৎপিত্তোক্ত ক্রিয়া সকল অন্নদ্রব শূলরোগে প্রয়োগ করিবে। এবম্প্রকারে আমাশয় ও পক্কাশয় বিশুদ্ধ হইলে অন্নদ্রব শূল উপশম প্রাপ্ত হয় জানিবে।

মাসেণ্ডরীং সকচকাং সুধিন্নাং বহ্নিপাচিতাম্।
তাদৃশীং সর্পিষা খাদেৎ অন্নদ্রবনিপীড়িতঃ॥
লিহ্যাৎ ধাত্রীফলচূর্ণ ময়শ্চূর্ণসমাযুতম্।
যষ্টীচূর্ণেন বা যুক্তং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ তদ্গদে॥
শ্যামাক তণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং সিদ্ধং তণ্ডুলকোদ্রবৈঃ।
প্রিয়ঙ্গু তণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং পায়সং শর্করান্বিতম্॥
গৌড়িকং শূরণং কন্দং কুষ্মাণ্ডঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ।
কলায় যবশক্তূন্ বা শক্তূন্ বা লাজসম্ভবান্॥
কুলত্থ শক্তুমথবা দুগ্ধসরেণ তু।
চণকানামথো শক্তূন্ কোদ্রবস্যোদনং যথা॥
গোধূমমণ্ডকং তত্র সর্পিষা গুড়সংযুতম্।
সসিতং শীত দুগ্ধেন সূদিতং বাহিতং চ যৎ॥
পটোলপত্রযূষেণ খাদেৎ কণিকশক্তুকান্।
ভৃষ্টান্ বা চণকান্ খাদেদ্রুজাবান্ বাপি নিষ্টবান্॥

কলায়ান্ বা নিরাহারস্তৃষিতঃ ক্ষীরপো ভবেৎ।
কলায় যব গোধূম শ্যামাকাঃ ককুভস্য চ ॥
এর্ব্বারুবীজতোয়েন পিবেদ্বা লবণাকৃতম্।
শর্করেক্ষু রসং ক্ষীরং দ্রাক্ষারস মথাপি বা ॥
সর্ব্বথোপপ্রযুঞ্জীত মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীভিদাম্ ॥

অন্নদ্রব শূলরোগী সুস্বিন্ন সৈন্ধবসংযুক্ত মাসেগুরী অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া ঘৃত সংযোগে ভোজন করিবে। আমলকীচূর্ণ লৌহ সহ অথবা যষ্টিমধুচূর্ণ মিশাইয়া মধুর সহিত সেবন করিলে অন্নদ্রবশূলব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে। শ্যামাধ্যান্যের তণ্ডুল, কোদ্রব ধান্যের তণ্ডুল অথবা প্রিয়ঙ্গুধান্যের তণ্ডুল দ্বারা চিনির সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া অন্নদ্রবরোগীকে ভোজন করিতে দিবে। গৌড়িক মণ্ড, শূরণকন্দ ও কুষ্মাণ্ড এবং কলায়, যব, খৈ, কুলথ ও চণক, ইহাদের ছাতু কোদো-ধানের অন্ন দধি ও দুধের সরের সহিত, গমের মণ্ড ঘৃত, গুড়, চিনি ও দুগ্ধের সহিত, সুজীর ছাতু অথবা ভাজা বুটের কলায়ের ছাতু পল্তার যূষের সহিত ভোজন পূর্ব্বক অন্নদ্রব শূলরোগী পশ্চাৎ দুগ্ধপান করিবে। মটর কলায়, যব, গম ও শ্যামাধানের তণ্ডুল চূর্ণ করতঃ উপযুক্ত মাত্রায়, অর্জ্জুন ছালের ও কাঁকুড়বীজের জল ও লবণ সহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগ নিবারিত হয় জানিবে।

অন্নদ্রবো দুশ্চিকিৎস্যো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো মহাগদঃ ॥
তস্মাত্তস্য প্রশমনে পরং যত্নং সমাচরেৎ।
অন্নদ্রবে জরৎপিত্তে বহ্নির্ম্মন্দো ভবেত্ততঃ ॥
তস্মাত্তত্রান্নপানানি মাত্রাহীনানি কারয়েৎ।
কলায় যব গোধূম শ্যামাকাঃ কোরদূষকাঃ ॥
রাজমাষাঃ স্থূলমাষাঃ স্থূলস্থাঃ কঙ্গুশালয়ঃ।
ভোজনার্থে প্রশস্তাশ্চ পুরাণাঃ সপ্রিয়ঙ্গবঃ ॥

দধি লুপ্তসরং ক্ষীরং গব্যমাজং সমাহিষম্।
ঘৃতং পুরাণং শাকার্থে বাস্তুকো নিম্বপল্লবাঃ॥
কর্কোটকা চ বেল্লানাং পত্রাণি স্বরসস্য চ।
যানি কানি প্রযোজ্যানি কাসমর্দ্দদলানি চ॥
বর্হিণো হরিণা মৎস্যা রোহিতাঃ সকপিঞ্জলাঃ।
ভূতীকৃতাঃ শস্ততরা রসার্ত্তে চোপপাদিতাঃ॥

অন্নদ্রব শূল দুশ্চিকিৎস্য, দুর্ব্বিজ্ঞেয় ও মহাব্যাধি বলিয়া জানিবে, একারণ অতি যত্নের সহিত উক্তরোগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিবে। জরৎপিত্তও অন্নদ্রবশূল রোগে অত্যন্ত অগ্নিমান্দ্য জন্মিয়া থাকে, একারণ উক্তরোগে অতি অল্প মাত্রায় অনুপান সকল প্রয়োগ করিবে। কলায়, যব, গোধূম, শ্যামাধান, কোদোধান্য, রাজমাষ (বরবটী), বড়মাষকলায়, পুরাতন স্থূলস্থ কাঙনি, শালিও প্রিয়ঙ্গুধান্যের অন্ন দধি, লুপ্তসর দুগ্ধ, পুরাতন ঘৃত, বেতোশাক, নিমপাতা, কাঁকরোল ও করলার পত্র ও স্বরস কাসমর্দ্দের পাতা, ময়ূর, হরিণ, রোহিতমৎস্য ও তিত্তির পক্ষীর মাংসের যূষ এই সকল দ্রব্য অন্নদ্রব শূলরোগে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে।

গুড়মণ্ডূরম্।

গুড়ামলক পথ্যানাং চূর্ণং প্রত্যেকশঃ পলম্।
ত্রিপলং লোহকিট্টস্য তৎসর্ব্বং মধুসর্পিষা॥
সমালোড্য ততঃ খাদেদক্ষমাত্র প্রমাণতঃ।
আদ্যমধ্যাবসানেষু ভোজনস্য নিহন্তি তৎ॥
অন্নদ্রবং জরৎ পিত্ত মম্লপিত্তং সুদারুণম্।
পরিণাম সমুত্থস্য শূলং সংবৎসরোত্থিতম্॥

গুড়, আমলকী ও হরীতকীচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং লৌহমল ও পল, এই সকল একত্র করিয়া মধু ও ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক ২

তোলা মাত্রায় ভোজনের আদিতে মধ্যে ও শেষভাগে সেবন করিলে অম্লদ্রব, জরৎপিত্ত, অম্লপিত্ত এবং বৎসরাতীত পরিণাম শূল বিনষ্ট হয়।

বিদ্যাধরাভ্রকম্।

বিড়ঙ্গমুস্ত ত্রিফলা গুড়ূচী দন্তী ত্রিবৃদ্বহ্নি কটুত্রিকাণি।
প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগচূর্ণং পলানি চত্বার্য্যয়সো মলস্য॥
গোমূত্র শুদ্ধস্য পুরাতনস্য যদ্বায়সস্তানি চিরাটিকায়াঃ।
কৃষ্ণাভ্রকাচ্চূর্ণপলং বিশুদ্ধং নিশ্চন্দ্রকং শ্লক্ষ্ণমতীব সূত্যাৎ॥
পাদোনকর্ষং স্বরসেন খল্ল শিলাতলে মন্ত্যমনীদলস্য।
সংমর্দ্দ্য যত্নাদতিশুদ্ধগন্ধ পাষাণচূর্ণেন পিচুম্মিতেন॥
যুক্ত্যাততঃ পূর্ব্বরজাংসি দত্বা সর্পির্ম্মধুভ্যামবমর্দ্দ্য যত্নাৎ॥
সংস্থাপয়েৎ স্নিগ্ধ ঘটে বিশুদ্ধে ততঃ প্রযোজ্যাঽস্য রসায়নস্য।
প্রাগু্ মাষকৌ দ্বাবথবাত্রয়ো বা গব্যঞ্চ পথ্যং শিশিরং জলং বা॥
পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভূতকাল-প্রনষ্টানলদীপকঃ স্যাৎ।
যোগোঽপি হন্যাৎ পরিণামশূলং তথাপি চাম্লদ্রবসংজ্ঞকঞ্চ॥
যক্ষ্মাম্লপিত্তং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং জীর্ণজ্বরং লোহিতপিত্তমুগ্রম্।
ন সন্তি তে যান্ন নিহন্তি রোগান্ যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ॥

অস্য পত্রীশোধিত পুরাতন লৌহমলং ৪ পলং অথবা লৌহস্য পাতাড়ী পুটিত শুদ্ধচূর্ণং ৪ পলং নিশ্চন্দ্রীকৃত কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং ১ পলং শুদ্ধপারদং ১২ মাষা শুদ্ধগন্ধকং ২ তোলা কজ্জলিকাং কারয়েৎ। সর্ব্বমেকীকৃত্য উপরি লিখিত বিড়ঙ্গাদি দ্বাদশানাং চূর্ণং প্রত্যেকং কর্ষমাণেনৈকীকৃত্য ক্ষিপেৎ পুনঃ সর্ব্বমেকীকৃত্য ঘৃতমধুভ্যাং সংমর্দ্দ্য গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ।

বিড়ঙ্গ, মুথা ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দন্তী, তেউড়ী, চিতা ও ত্রিকটু

প্রত্যেকে ২ তোলা গোমূত্র সিদ্ধ লৌহমল বা লৌহপত্রিকা ৪ পল, কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ১ পল, থানকুনীর রসে শোধিত পারদ ১৷৷৹ তোলা ও গন্ধক ১৷৷৹ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক একটি স্নিগ্ধ ঘটের মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ ভোজনের পূর্ব্বে ১ মাষা বা ২ মাষা পরিমাণে গব্যদুগ্ধ বা শিশির জল সহ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, পরিণাম শূল, অন্নদ্রব শূল, অম্লপিত্ত, গ্রহণী, পুরাতন জ্বরাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

লৌহগুড়িকা।

লৌহস্য রজসোভাগ স্ত্রিফলায়া স্তথাত্রয়ঃ।
গুড়স্যাষ্টৌ তথা ভাগা গুড়াম্মূত্রং চতুর্গুণম্॥
এতৎসর্ব্বন্তু বিপচেৎ গুড়পাক বিধানবৎ।
লিহেচ্চ তদ্যথাশক্তি শূলং চাম্লদ্রবং জয়েৎ॥
লৌহস্যৈক ভাগঃ।

লৌহচূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, গুড় ৮ ভাগ এবং গোমূত্র ৩২ ভাগ, সমস্ত একত্র গুড় পাকের বিধিনানুসারে পাক করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অন্নদ্রব শূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

কলায়-গুড়িকা।

কলায় চূর্ণভাগৌ দ্বৌ লৌহচূর্ণস্য চাপরঃ।
কারবিল্ব পলাশানাং রসেনৈব বিমর্দ্দয়েৎ॥
কর্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েৎ গুড়িকাং নরঃ।
মণ্ডাম্বুপানাৎ সা হন্তি জরৎপিত্তং সুদুর্জ্জয়ম্॥
অত্র কলায়ো বর্ত্তুলকলায়ঃ।

লৌহস্যৈকভাগঃ মাষকাদিক্রমেণ ভক্ষণীয়ম্।

ইতি অম্লদ্রব জরৎপিত্তাধ্যায়ঃ।

মটর কলায়চূর্ণ ২ ভাগ ও লৌহচূর্ণ ১ ভাগ একত্র করিয়া কয়লাপাতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ১ মাষা মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া মণ্ড অনুপানে সেবন করিলে জরৎপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি অম্লদ্রব জরৎপিত্তাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ উদাবর্ত্তচিকিৎসামাহ।

ফলবর্ত্ত্যাদিঃ।

ত্রিবৃৎ সুধাপত্র তিলাদি শাক গ্রাম্যৌদকানূপ রসৈর্যবান্নম্।
অন্যৈশ্চ সৃষ্টানিলবিস্তিরস্থাৎ তথা প্রসন্না গুড়সীধুপায়ী॥
প্রসন্না সুরামণ্ডঃ গুড়কৃতং সীধু গুড়সীধু।
আস্থাপনং মারুতজে সিন্নস্ত শস্যতে॥
পুরীষজে তু কর্ত্তব্যো বিধিরানাহিকস্তু যঃ।
আনাহিকো বিধিঃ।

তেউড়ী, সিজের পাতা, তিলাদির শাক এবং গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ পশু পক্ষীর মাংসযূষ সহ অন্ন এবং সুরামণ্ড ও গুড় দ্বারা প্রস্তুত সীধু এবং অন্যান্য বায়ু নিঃসারক দ্রব্য উদাবর্ত্ত রোগে বিশেষ হিতকারক বলিয়া জানিবে। বাতজ উদাবর্ত্তে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন ব্যক্তির পক্ষে আস্থাপন (নিরূহবস্তি) এবং পুরীষজ উদাবর্ত্তে আনাহিক বিধি (ফলবর্ত্ত্যাদি) বিশেষ হিতসাধক বলিয়া জানিবে।

ক্ষার বৈতরণৌ বস্তী যুজ্যাস্তত্র চিকিৎসকঃ।
সর্পিস্তৈল রজঃ ক্কাথং কল্কৈরন্যতমেন চ॥
উদাবর্ত্তোদরানাহ বিষগুল্ম বিনাশনঃ।
ত্রিবৃৎ কৃষ্ণা হরীতক্যোদ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ॥
গুড়িকা গুড়তুল্যাস্তু বিড়্বিবন্ধ গদাপহাঃ।

ক্ষার, বৈতরণ নিরূহবস্তি, অনুবাসনবস্তি, ঘৃত, তৈল, চূর্ণ, ক্কাথ, কল্ক ও অন্যান্য নানাপ্রকার যোগ দ্বারা উদাবর্ত্ত, আনাহ, বিষদোষ এবং গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ এবং হরীতকী ৫ ভাগ এবং সকলের সমান গুড় মিশাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা উচিত মাত্রায় সেবন করিলে উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

নারাচচূর্ণম্।

খণ্ডপলং ত্রিবৃতা সম মুপকুল্যা কর্ষং চূর্ণিতং শ্লক্ষ্ণম্॥
প্রাগ্ ভোজনস্য মধুনা বিড়ালপদকং নরো লিহ্যাৎ।
এতদ্গাঢ়পুরীষে পিত্তে চ বিনিযোজ্যম্।
স্বাদুর্নৃপ যোগ্যোহয়ং চূর্ণং নারাচকং নাম্না॥

খাঁড়গুড় ৮ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ৮ তোলা এবং পিপুলচূর্ণ ২ তোলা সমস্তদ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রার আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে গাঢ়পুরীষ সংযুক্ত পিত্ত ও কফ ব্যাধিতে বিশেষ হিত সাধিত হয়।

গুড়াষ্টকম্।

সব্যোষং পিপ্পলীমূলং ত্রিবৃদ্দন্তী সচিত্রকম্।
তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥
এতদ্গুড়াষ্টকং নাম্না বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
প্লীহোদাবর্ত্ত গুল্মঘ্নং শোথ পাণ্ডু জ্বরাপহম্॥

পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, পিপুলমূল, তেউড়ী, দন্তীমূল ও চিতামূল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমান ভাগ এবং সকলের সমান গুড় একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি এবং মোহ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, শোথ, পাণ্ডু ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

হিঙ্গুমাক্ষিক সিন্ধূথৈঃ পক্ত্বা বর্ত্তিং সুনির্ম্মিতাম্।
ঘৃতযুক্তাং গুদে দদ্যাদুদাবর্ত্তবিনাশিনীম্॥

হিঙ্গু ৪ মাষা সৈন্ধব ৪ মাষা মধু ১ পল গুড়বৎ পক্ত্বা শীঘ্রং বর্ত্তিকা কার্য্যা।

ত্রিবৃৎ হরীতকী শ্যামা স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
বটিকামূত্রপীতাস্তাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চানাহভেদিকাঃ॥
ইতি শ্যামা শ্যামমূলৈব ত্রিবৃৎ।

হিং ৪ মাষা, মধু ৮ তোলা এবং সৈন্ধবলবণ ৪ মাষা একত্র করিয়া গুড়বৎ পাক পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ গুহ্যদেশে প্রয়োগ দ্বারা উত্তম দাস্ত হইয়া উদাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়। শ্যামবর্ণ তেউড়ী-মূল ও হরীতকী সমভাগে চূর্ণ করিয়া সিজের আঠার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক দুগ্ধসহ পান করিলে আনাহ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

স্থিরাদিঘৃতম্।

স্থিরাদিবর্গস্য পুনর্ণবায়াঃ শম্পাক পূতীক করঞ্জয়োশ্চ।
সিদ্ধঃ কষায়ে দ্বিপলাংশিকানাং প্রস্থো ঘৃতাৎ স্যাৎ প্রতিবদ্ধবাতে॥
ইতি স্থিরাবর্গঃ।

জল ৫১২ পল শেষ ১২৮ পল।

গব্যঘৃত /৪ সের, জল ।৬ ষোল সের এবং স্থিরাদিবর্গ, পুনর্ণবা, সোণালু, নাটাকরঞ্জ ও ডহর করঞ্জ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, পাকার্থজল

৬৪ সের এবং অবশিষ্ট কাথ ।৬ ষোলসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে বাতবদ্ধতা নিবারিত হয় জানিবে।

শুষ্কমূলাদ্যং ঘৃতম্।

মূলকং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ বর্ষাভূমূলপঞ্চকম্।
আরেবতফলঞ্চাপি পিষ্ট্বা তেন পচেদ্ঘৃতম্।
তৎ পীয়মানং শময়েৎ উদাবর্ত্তমশেষতঃ।
স্বল্পপঞ্চমূলং স্বল্পমিদং আর্দ্রং আর্দ্রকম্।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ শুষ্কমূলা, আদা, পুনর্ণবা স্বল্প পঞ্চমূল ও সোণালুফল সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে পান করিলে উদাবর্ত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

নারাচযোগ।

ত্রিবৃৎ খণ্ডঞ্চ পলিকং কর্ষং কৃষ্ণারজো মধু।
বিষ্টম্ভে কফপিত্তে চ নারাচাখ্যং নৃপোচিতম্॥
কর্ষং কর্ষার্দ্ধং বা মধুনা লিহ্যাৎ।

ইতি আনাহোদাবর্ত্তাধ্যায়ঃ।

তেউড়ীমূল চূর্ণ ৮ তোলা, খাঁড়গুড় ৮ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে কফ ও পিত্তজনিত বিষ্টম্ভ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি আনাহচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ গুল্মচিকিৎসা।

লঙ্ঘনং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণবাতানুলোমনম্।
বৃংহণং যদ্ভবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥
স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্বণম্॥
ভিত্ত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মমপোহতি।
স্নিগ্ধস্য স্বেদনং কুর্য্যাৎ কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকাদিভিঃ॥
শাল্বণাদ্যুপনাহশ্চ সুখোষ্ণং গুল্মশান্তয়ে।

বাতহরক্কাথে চ কুম্ভীং পূরয়িত্বা ভূমৌ নিখন্য তদুপরি শয্যাং কৃত্বা বাস্পস্বেদো গ্রাহ্যঃ।

ইতি পিণ্ডমাংসাদি পিণ্ডঃ।

উপবাস, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বায়ুর অনুলোমক ও পুষ্টিকারক দ্রব্যমাত্রই গুল্ম রোগীর পক্ষে হিতকর বলিয়া জানিবে। চিকিৎসক গুল্মরোগীকে প্রথমে স্নিগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। যেহেতু স্নিগ্ধব্যক্তির স্বেদ স্রোতঃসমূহের মৃদুতা জন্মাইয়া প্রকুপিত বায়ুকে প্রশমিত করতঃ বিবদ্ধতা বিনাশ পূর্ব্বক গুল্মরোগকে বিনাশ করিয়া থাকে জানিবে। গুল্মরোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া কুম্ভী মাংসপিণ্ড ও ইষ্টকাদি দ্বারা শাল্বণ সহযোগে উপনাহস্বেদ প্রয়োগ করিলে গুল্মরোগ দূরীভূত হইয়া যায়। বাতনাশক কাথ দ্বারা কুম্ভী পূরিত করিয়া ভূমিতে পুতিয়া, তদুপরি শয্যা পাতিয়া বাস্পস্বেদ প্রদান করিলে গুল্মরোগ প্রশমিত হয় জানিবে।

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়সৈন্ধবম্।
সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরুজাপহম্॥

ছোলঙ্গলেবুর রস, হিং, দাড়িমফলের খোসা, বিট্ লবণ ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে সুরামণ্ডের সহিত পান করিলে বাতগুল্ম বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণম্।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শটীম্।
অজমোদাশ্বগন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসম্॥
দাড়িমং পৌষ্করং ধান্যমজাজীং চিত্রকং বচাম্।
দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বে চ চব্যং চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণমেতৎ প্রয়োক্তব্য মন্নপানেষ্বনবায়ম্।
প্রাগুক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা॥
পার্শ্বহৃদ্বস্তি শূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে।
আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ শূলে চ গুদযোনিজে॥
গ্রহণ্যর্শোবিকারেষু প্লীহ-পাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ।
উরোবিবন্ধে হিক্কায়াং কাসে শ্বাসে গলগ্রহে॥
ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা।
বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কার্ম্মুকাঃ স্যুস্ততোঽধিকম্।

হিং, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, আকনাদী, হবুষা, হরীতকী শঠী, বনযমানী, অশ্বগন্ধা, তেঁতুল, অম্লবেতস, দাড়িম, পুষ্করমূল, জীরক, ধনে, রক্তচিতা বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও চই, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উচিত মাত্রায় উপযুক্ত অনুপান সহ অথবা মদ্য কিংবা উষ্ণোদক সহ পান করিলে পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল, বস্তিশূল, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয় জানিবে। এই ঔষধ মতান্তরে মাতুলুঙ্গের রসে ভাবনা দিয়া লইতে হয় জানিবে।

পূতিকপত্রগজচির্ভটচব্যবহ্নি-
ব্যোষঞ্চ সংস্তরচিতং লবণোপাধানম্।
দগ্ধ্বা বিচূর্ণ্য দধি মস্তুযুতং প্রযোজ্যং
গুল্মোদরশ্বয়থু-পাণ্ডু-গদোস্তবেষু॥
পূতিকো নাটাকরঞ্জস্তস্য মূলং গজচির্ভট গোরক্ষকর্কটী।
লবণং সৈন্ধবং তচ্চ পূতিকমত্রাপি সমম্।
ইতি সর্ব্বমন্তর্ধূমেন দগ্ধব্যম্।

নাটাকরঞ্জার মূল, তেজপাতা, রাখালশশার মূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল এবং মরিচ, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্ধবলবণ সহযোগে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় দধির মাত সহ সেবন করিলে গুল্ম, উদর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাঙ্কায়নগুড়িকা।

শটীং পুষ্করমূলঞ্চ দন্তীং চিত্রকমাঢ়কীম্।
শৃঙ্গবেরং বচাঞ্চৈব পলিকানি সমাহরেৎ॥
ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকং কুর্য্যাত্রীণি চ হিঙ্গুলঃ।
যবক্ষারপলে দ্বে চ দ্বে পলে চাম্লবেতসাম্॥
যমান্যজাজী মরিচং ধান্যকঞ্চেতি কার্ষিকম্।
উপকুঞ্চ্যজমোদাভ্যাং পৃথগর্দ্ধপলং ভবেৎ॥
মাতুলুঙ্গরসেনৈতদ্‌গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
তাসামেকাং পিবেৎ দ্বে বা তিস্রো বাথ সুখাম্বুনা॥
অম্লৈর্ম্মদ্যৈশ্চ যূষৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা।
এষা কাঙ্কায়নেনোক্তা গুড়িকা গুল্মনাশিনী॥

অর্শোহৃদ্রোগশমনী ক্রিমীণাঞ্চ বিনাশিনী।
গোমূত্রযুক্তা শময়েৎ কফগুল্মমচিরোত্থিতম্॥
ক্ষীরেণ পিত্তগুল্মন্তু মদ্যৈরম্লৈশ্চ বাতিকম্।
ত্রিফলা রসমূত্রৈশ্চ নিযচ্ছেৎ সান্নিপাতিকম্।
রক্তগুল্মন্তু নারীণামুষ্ট্রীক্ষীরেণ পায়য়েৎ।
উপকুঞ্চিকা কৃষ্ণজীরা।

শঠী, পুষ্করমূল, দন্তীমূল, রক্তচিতার মূল, অড়হর, আদা ও বচ, প্রত্যেকে ৮ তোলা, তেউড়ীমূল, ৮ তোলা, হিঙ্গুল ২৪ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, অম্লবেতস ১৬ তোলা, যমানী, জীরক, মরিচ ও ধনে প্রত্যেকে ২ তোলা এবং পিপুল ও বনযমানী প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছোলঙ্গলেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা ১টী, ২টী, অথবা ৩টা উষ্ণোদক, অম্লদ্রব্য, মুগাদির যূষ, ঘৃত অথবা দুগ্ধ সহযোগে সেবন করিলে গুল্ম, অর্শঃ হৃদ্রোগ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। পরন্তু উহা গোমূত্র সহ সেবনে কফ গুল্ম দুগ্ধসহ সেবন দ্বারা পিত্তগুল্ম, মদ্য ও অম্ল সহ সেবন করিলে বাতগুল্ম, ত্রিফলার কাথ ও গোমূত্র সহ সেবন দ্বারা সান্নিপাতিক গুল্ম এবং উষ্ট্রীদুগ্ধ সহ সেবন দ্বারা নারীদিগের রক্তজগুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হবুষাদিঘৃতম্।

হবুষা ব্যোষ পৃথ্বীকা চব্যং চিত্রকসৈন্ধবৈঃ।
সাজাজী পিপ্পলীমূলদীপ্যকৈর্বিপচেদ্ ঘৃতম্॥
সকোলমূলকরসং সক্ষীরং দধি দাড়িমম্।
তৎপরং বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিবন্ধনুৎ॥
যোন্যর্শোগ্রহণীরোগশ্বাসকাসারুচি জ্বরান্।
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥

কোলস্য মূলককাথঃ দধ্যার্দ্রস্য রসস্তথা।
দাড়িমবীজস্বরসঃ কাথো বা স্বরসাভাবে॥
পঞ্চদ্রবাণি প্রত্যেকং স্নেহসমানি চ তথা।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, কুলের কাথ /৪ সের, মূলার কাথ /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দধি /৪ সের, দাড়িমের রস /৪ সের, এবং কল্কার্থ হবুষা, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বড়এলাচি, চই, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরক, পিপুলমূল ও যমানী, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে শূল, আনাহ, বাতজ গুল্ম, মলবিবন্ধ, যোনিরোগ, অর্শোরোগ, শ্বাস, কাস অরুচি জ্বর, পার্শশূল ও হৃদয়শূল, বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাদ্যং ঘৃতম্।

দ্রাক্ষামধুকখর্জ্জূরং বিদারীং সশতাবরীম্।
পরুষকাণি ত্রিফলাং সাধয়েৎ পলসংমিতাম্॥
জলাঢ়কে পাদশেষে রসমামলকস্য চ।
ঘৃতমিক্ষুরসং ক্ষীরমভয়াং কল্কপাদিকাম্॥
সাধয়েচ্চ ঘৃতং সিদ্ধং শর্করা-ক্ষৌদ্রপাদিকম্।
প্রয়োগাৎ পিত্তগুল্মঘ্নং সর্ব্বপিত্তবিকারনুৎ॥
আমলকীরস ইক্ষুরস ক্ষীরাণি ঘৃতসমানি ঘৃতস্য প্রস্থঃ।

হরীতকী ৮ পলসিদ্ধে শীতে প্রক্ষেপার্থং মধু শর্করয়োর্মিলিত্বা ৮ পলম্।

গব্যঘৃত /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের; কাথার্থ দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, খেজুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতাবরী, পরুষকাল, হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়া, প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের, এবং কল্কার্থ কুট্টিত হরীতকী

/১ সের। যথা বিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক তৎসহ /॥০ অর্দ্ধসের চিনি ও /॥০ অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত প্রতিদিন উচিত পরিমাণে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ গুল্ম ও সর্ব্ববিধ পিত্তবিকার বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ভার্গীষট্‌পলকং ঘৃতম্।

ষড়্ভি পলৈর্ম্মগধজাফলমূলচব্যং
বিশ্বৌষধজ্বলনযাবককল্কপকম্।
প্রস্থং ঘৃতস্য দশমূল্যারুবুকভার্গী
কাথেঽপ্যথো পয়সি দধ্নি চ ষট্‌পলাখ্যম্।
গুল্মোদরারুচি ভগন্দরবহ্নি-শ্বাস-
কাসজ্বরক্ষয়শিরোগ্রহণী বিকারান্।
সদ্যঃ শমং নয়তি যে চ কফানিলোত্থা।
ভার্গাখ্য ষট্‌পলঘৃতং প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ॥
মগধজা পিপ্‌পলী তস্যাঃ ফলং মূলঞ্চ।
জ্বলনশ্চিত্রকমূলং যাবকো যবক্ষারঃ॥
কাথশ্চতুর্গুণঃ ক্ষীরং স্নেহসমং দধি চতুর্গুণম্
কিংবা কাথদধ্নী প্রত্যেকং দ্বিগুণে।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, এবং দধি ।৬ ষোলসের ও দশমূল, ভেরেণ্ডামূল ও বামনহাটী, ইহাদের কাথ ।৬ ষোলসের অথবা দধি ও দশমূলাদির প্রত্যেকে /৮ সের এবং পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুণ্ঠি, চিতা ও যবক্ষার প্রত্যেকে ৬ পল। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে পান করিলে গুল্ম, উদর, অরুচি, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, জ্বর, শিরোরোগ, গ্রহণীরোগ ও কফপৈত্তিক ব্যাধি সকল আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

দন্তীহরীতকী।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চাভয়াঃ।
দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ॥
তেনাষ্টভাগশেষেণ পচেদ্দন্তীসমং গুড়ম্।
তাশ্চাভয়াস্ত্রিবৃচ্চূর্ণাত্তৈলাচ্চাপি চতুঃপলম্॥
পলমেকং কণাশুণ্ঠ্যোঃ সিদ্ধে লেহেঽথ শীতলে॥
ক্ষৌদ্রং তৈলসমং দদ্যাৎ চাতুর্জ্জাতপলন্তথা।
ততো লেহপলং লীঢ়্বা জগ্ধ্বা চৈকাং হরীতকীম্॥
সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষপ্রস্থমনাময়ঃ।
প্লীহশ্বয়থুগুল্মার্শো হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীগদাঃ।
শাম্যন্ত্যুৎক্লেশবিষমজ্বরকুষ্ঠান্যরোচকাঃ।

কণাশুণ্ঠ্যোঃ পলং মিলিত্বা পোটলীবদ্ধহরীতকী গোটক ২৫ ক্কাথার্থ জলশরাব ৬৫ শেষ ৷৮ সের পুরাতন গুড় ২৫ পলং পক্ত্বা হেলে সিদ্ধে প্রক্ষেপঃ শীতে মধু ভক্ষণার্থং কর্ষং কর্ষার্দ্ধং বা হরীতক্যাশ্চতুর্থোঽষ্টমো বা ভাগঃ।

পুট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টি, দন্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল পিপুল ৪ তোলা ও শুণ্ঠী ৪ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৷৮ আটসের, বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া এই ক্কাথ সহ ২৫ পল পুরাতন গুড় পাক করিতে করিতে যখন ঘন হইবে, তখন উহাতে তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪ পল, তৈল ৪ পল, উক্ত ২৫টি হরীতকী, মধু ৪ পল ও চাতুর্জ্জাতক চূর্ণ ১ পল মিশ্রণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় ও ১টি হরীতকী সেবন করিলে সুখে বিরেচন হয় এবং প্লীহা, শোথ, গুল্ম, অর্শ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লৌহগুগ্‌গুলুঃ।

স্নুহীত্বক্ খাদিরং কাষ্ঠং কোষ্ঠোডুম্বরজং ফলম্।
বল্কলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চপলমষ্টগুণে জলে॥
পক্ত্বা পাদাবশেষেণ লৌহপঞ্চপলং পচেৎ।
পিণ্ডীভাবে দ্রবে কিঞ্চিদবশিষ্টে তু নিক্ষিপেৎ॥
শোভাঞ্জনকমূলস্য কল্কেনাবৃত্য পাচিতম্।
করীষাগ্নৌ সমুদ্ধৃত্য হরিতালং পলদ্বয়ম্॥
চূর্ণিতদ্বিপলং তচ্চ গুগ্‌গুলোর্ঘৃতপিট্টিতম্।
একীকৃত্য পচেদ্ভূয়ো যাবল্লেহত্বমাগতম্॥
গুল্মে কুষ্ঠে ক্ষয়ে স্থৌল্যে শোথে শূলে চ পাকজে।
পাণ্ডুরোগে প্রমেহে চ বাতরোগে তথৈব চ॥
সিদ্ধমেতৎ প্রযুঞ্জীত বলীপলিতনাশনম্।

সিজের ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কানডুমুরের ফল, ও ছাল প্রত্যেক ৫ পল, পাকার্থজল ১/ মণ, শেষ ।০ দশ সের, এই কাথ বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া তৎসহ ৫ পল লৌহ পাক করিতে করিতে যখন কিঞ্চিৎ ঘন কম থাকিবে, তখন উহাতে সজিনামূল বাটা ২ পল, হরীতাল ২ পল ও ঘৃত পিট্টিত গুগ্‌গুলু ২ পল মিশাইয়া লেহবৎ পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গুল্ম, কুষ্ঠ, ক্ষয়, স্থৌল্য (মেদোরোগ), শোথ, পরিণাম শূল, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহ বাতব্যাধি ও বলীপলিত বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে।
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায়ৈ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্॥
কম্পিল্লস্য রজঃ শ্রেষ্ঠং সসিত মধু রেচনম্।
শতাহ্বা চিরবিল্বত্বক্ দারু ভার্গীকণোদ্ভবঃ॥

কল্কং পীত্বা হরেদ্‌গুল্মং তিলক্বাথেন রক্তজম্।
তিলক্বাথো গুড়ব্যোষহিঙ্গু ভার্গীযুতো ভবেৎ॥
পানং রক্তভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাম্।
সক্ষারত্র্যূষণং মদ্যং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী॥
ক্ষারো ঘণ্টা প্যাটল্যাদেঃ পলাশক্ষা-
রতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা।
উষ্ণৈরুক্ষবীর্য্যৈঃ।
ন প্রভিদ্যেত যদ্যেবং দদ্যাদ্যোনিবিশোধনম্।
ক্ষারেণ যুক্তং কলকং স্নুহীক্ষীরেণ বা পুনঃ॥
ক্ষীরেণ পলাশস্য কলকং তিলপিণ্ডকম্।
সূক্ষ্মবস্ত্রং ম্রক্ষয়িত্বা বর্ত্তিং কৃত্বা যোনৌ ধারয়েৎ॥
কিণ্বং সগুড়ক্ষারং দদ্যাদ্যোনিবিশোধনম্।
কিণ্বং সুরাবীজং জলেন বর্ত্তিঃ।
রুধিরেতি প্রবৃত্তে তু রক্তপিত্তহরী ক্রিয়া।

রক্ত (আর্ত্তব) জনিত গুল্মরোগে গর্ভকাল ব্যতিক্রম করিয়া অর্থাৎ ১২ মাসের মধ্যে ও গর্ভ প্রসূত না হইলে, তখন উহা নিশ্চয় রোগ জানিয়া রোগিণীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া বিরেচনার্থ স্নেহযুক্ত জোলাপ প্রদান করিবে। কমলাগুঁড়ী চূর্ণ ও চিনি মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে রক্তগুল্মরোগিণীর উত্তম দাস্ত হইয়া থাকে। শলুকা, করঞ্জার ছাল, দেবদারু, বামনহাটী ও পিপুল তিলের ক্বাথের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে আর্ত্তব জনিত গুল্ম রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে। গুড়, পিপুল, মরিচ, শুণ্ঠি, হিং ও বামনহাটি সমভাগে তিলের ক্বাথের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে স্ত্রীদিগের রক্ত গুল্ম বিনষ্ট হয় এবং নষ্ট পুষ্প (রজঃ) পুনরুদ্ভূত হইয়া থাকে। পলাশাদি ক্ষার ও ত্রিকটু চূর্ণ সহ মদ্য পান করিলে রক্তগুল্ম সারে। ঘণ্টা-

পারুল্যাদির ক্ষার জল ও পলাশের ক্ষার, জল সহ প্রস্তুত ঘৃত পান করিলেও আর্ত্তবজনিত গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে। নারীগণের অসৃগ্দর রোগে হিতকারক উষ্ণবীর্য্য ভেদকারক বিধি দ্বারা চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ দূষিত রক্ত সকল স্রাবিত করিয়া ফেলিবে, যদ্যপি তাহাতেও রক্তস্রাব না হওয়ায় রোগের ভেদাভেদ বুঝিতে না পারা যায়, তবে যোনিবিশোধক ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। পলাশাদির ক্ষার অথবা সিজের ক্ষীরদ্বারা ফলবর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিবিশোধন জন্য প্রয়োগ করিবে। পলাশের ক্ষার ও তিল একত্র বাটিয়া পিণ্ডবৎ করতঃ তদ্দারা বস্ত্র ম্রক্ষিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক যোনিমধ্যে ধারণ করিলে দূষিত রক্ত সকল নিঃসৃত হইয়া যোনি বিশোধিত হয়। সুরাবীজ, গুড় ও ক্ষার একত্র জল সহ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াও যোনিশোধনার্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে জানিবে। নারীদিগের যোনি দ্বার দিয়া অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্তপিত্ত নাশক ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ভল্লাতকঘৃতম্।

ভল্লাতকান্ কল্ককষায়পক্বং সর্পিঃ পিবেৎ শর্করয়া বিমিশ্রম্।
তদ্রক্তগুল্মং বিনিহন্তি পীতং বলাসগুল্মং মধুনাসমেতম্॥
সিদ্ধশীতে শর্করা প্রক্ষেপ্যা।
কফগুল্মে শর্করাস্থানে মধু পাদিকম্।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, ভল্লাতকের কাথ ১৬ ষোল সের এবং কল্কার্থ কুট্টিত ভল্লাতক /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় চিনির সহিত সেবন করিলে নারীদিগের রক্তজগুল্ম এবং মধুর সহিত সেবন দ্বারা কফজ গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

শিখিবাড়বোরসঃ।

মারিতং সূততাম্রাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্।
মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযুতং দিনম্॥
ত্রিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন বা।
বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোঽয়ং শিখিবাড়বঃ॥
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলত্র্যূষসিন্ধুদাড়িমদীপ্যকৈঃ।
প্রতি চূর্ণং কর্ষমাত্রং প্রস্থং প্রস্থং ঘৃতং দধি॥
পাচ্যং ঘৃতাবশেষং তং কর্ষার্দ্ধমনুপানতঃ।
বাতগুল্মঞ্চ শূলঞ্চ আনাহঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

পারদ, তাম্র, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ১ দিন চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পানের রসের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ হিং, সচললবণ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ দাড়িম-ফলের ছাল ও যমানী ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, ঘৃত /২ সের এবং দধি /২ সের যথাবিধানে ঘৃতাবশেষ পর্য্যন্ত পাক করিয়া ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাদ্বারা বাতজ গুল্ম শূলব্যাধি ও আনাহ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ডড্ডামররস।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং সূতাংশং মৃততাম্রকম্।
পঞ্চাংশং শাকবৃক্ষস্য দ্রবৈর্ম্মর্দ্যং দিনদ্বয়ম্॥
সর্পাক্ষ্যোঽথ দ্রবৈশ্চাহ্নি রুদ্ধা লঘুপুটে পচেৎ।
পঞ্চধা ভূধরে বাথ চূর্ণং জৈপালতুল্যকম্॥
ত্রিগুঞ্জং ভক্ষয়েচ্চাজ্যৈঃ পিত্তগুল্মপ্রশান্তয়ে।
দ্রাক্ষা হরীতকীক্বাথ মনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥

রসোডড্ডামরো নাম পিত্তগুল্মং নিযচ্ছতি।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও তাম্র সিকিভাগ, সকলের সমান জয়পাল চূর্ণ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক পঞ্চমাংশ শাক বৃক্ষের রস দ্বারা ১ দিন এবং পর্ণাক্ষীরসে ১দিন মর্দ্দিত করিয়া ৫ বার ভূধর-যন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩ রতি মাত্রায় ঘৃত সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দ্রাক্ষা ও হরীতকীর ক্বাথ পান করিবে। ইহাদ্বারা পিত্তগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

নারাচরসঃ।

তাম্রং সূতং সমং গন্ধং জৈপালং ত্রিফলাসমম্।
ত্রিকটুং পেষয়েৎ ক্ষারৈর্নিষ্কং গুল্মহরং লিহেৎ॥
উষ্ণোদকং পিবেচ্চানু নারাচোঽয়ং মহারসঃ।

তামা, পারদ, গন্ধক, জয়পাল, আমলকী, বয়ড়া, হরীতকী, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ঘণ্টাপারল্যাদির ক্ষারজল দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণজল পান করিলে গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

বিদ্যাধররসঃ।

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃততাম্রং মনঃশিলা।
শুদ্ধসূতং চ তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েদ্দিনম্॥
পিপ্পল্যাস্তু কষায়েণ বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈর্গুল্মং প্লীহং বিনাশয়েৎ॥
রসো বিদ্যাধরো নাম গোমূত্রঞ্চ পিবেদনু।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, হরিতাল ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক পিপুল ক্বাথ ও সিজ আঠার দ্বারা ভাবিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণে মধুসহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ গোমূত্র পান করিলে গুল্ম ও প্লীহা রোগ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্চনমোহন-রসঃ।

মৃতং সূতং মৃতং তাম্রং তাপ্যং কাঞ্চনীং মর্দ্দয়েৎ।
অর্কবজ্রীরসেনৈব দিনান্তে বটকীকৃতম্॥
গুঞ্জৈকং গুড়সংযুক্তং তথা গন্ধসুবর্চ্চলম্।
নিষ্কৈকং গুল্মশান্ত্যর্থং রসঃ কাঞ্চনমোহনঃ॥
বিশালা কটুকা মুস্তং কুষ্ঠমিন্দ্রযবং সমম্।
চূর্ণয়েদ্দেবদারুঞ্চ কর্ষৈকং মধুনা লিহেৎ॥
গুল্মোদর জ্বরস্তাপ মসৃপানং নিহন্ত্যলম্॥

পারদ, তাম্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিদ্রা, সচললবণ ও গুড়, সমস্ত দ্রব্য একত্র আকন্দ ও সিজের রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রত্তি পরিমাণে বটী করিবে। ইহা সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ রাখালশশা, কট্‌কী, মুথা, কুড়, ইন্দ্রযব ও দেবদারু সমানভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাদ্বারা গুল্ম, উদর, জ্বর ও দাহ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

পিত্তশ্লেষ্মোত্থিতে গুল্মে দেয়ো নারাচকো রসঃ॥
পারদং শিখিতুত্থঞ্চ জৈপালং গন্ধকং সমম্॥
আরগ্বধফলং কৃষ্ণা বজ্রীদুগ্ধেন মর্দ্দয়েৎ।
ধাত্রীফলরসৈঃ খাদেৎ ত্রীণাং রক্তদরং হরেৎ॥
চিঞ্চাফলরসঞ্চাসু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্।
রক্তদরং হরেৎ সৈব কঠিনং লেপনেন তু॥
রুধিরে তু প্রবৃত্তেঽপি রক্তপিত্তহরীক্রিয়া।
কার্য্যা বাতরুজার্ত্তানাং সর্ব্ববাতহরীক্রিয়া॥

পিত্তশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে পূর্ব্বোক্ত নারাচরস ঔষধটী বিশেষ হিত-সাধক বলিয়া জানিবে। পারদ, তুঁতিয়া, জয়পাল, গন্ধক, সোণালুফল

ও পিপুল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সিজের আঠায় মর্দ্দন পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় আমলকীর রসের সহিত সেবন করিলে স্ত্রীদিগের রক্তপ্রদর রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে পশ্চাৎ তেঁতুলের রস পান করিবে এবং দধি সহ অন্ন পথ্য করিবে। খড়ী বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলেও রক্তপ্রদর প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে। রক্তস্রাব অধিক পরিমাণে হইতে থাকিলে রক্তপিত্ত নাশক ক্রিয়াসকল করিবে। এবং স্ত্রীদিগের উদরে বাতজনিত বেদনা উপস্থিত হইলে সর্ব্ববিধ বাতনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ধাত্রীষট্‌পলকং ঘৃতম্।

ধাত্রীফলানাং স্বরসৈঃ ষট্‌পলং বিপচেদ্ ঘৃতম্।
শর্করা সৈন্ধবোপেতং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ৬ পল, আমলকীর রস ২৪ পল এবং কল্কার্থ সৈন্ধব লবণ ও শর্করা ১॥ পল। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক পান করিলে সর্ব্ব প্রকার গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবং সাম্লবেতসম্।
যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণাম্বুনা ভৃশম্॥
এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহম্।
ভিনত্তি সপ্তরাত্রেণ বহ্নেৰ্ব্বৃদ্ধিঙ্করোতি চ॥

বচ, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, হিং, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণোদক সহ পান করিলে ৭ সাত রাত্রির মধ্যেই মূলের সহিত সর্ব্বপ্রকার শূলবৎ বেদনাযুক্ত গুল্মরোগ বিনষ্ট ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণম্।

হিঙ্গু ত্রিকটুকবচাজমোদা ধন্যাজগন্ধা দাড়িমতিন্তিড়ীক পাঠা চিত্রক চব্য সৈন্ধব বিড় সৌবর্চ্চল যবক্ষার সর্জ্জিকাঃ।

পিপ্পলী-মূলাম্লবেতসং শটী পুষ্কর হবুষাজাজী পথ্যাঃ সংচূর্ণ্য
মাতুলুঙ্গাম্লেন বহুশঃ পরিভাব্যাক্ষমাত্রা গুটিকাঃ কারয়েৎ।
ততঃ প্রাতরেকৈকাং ভক্ষয়েৎ।
এষ খলু যোগো গুল্মশ্বাসকাস রোচক হৃদ্রোগ পার্শ্বো-
দরবস্তি শূলানাহ-মূত্রকৃচ্ছ্রার্শঃ-প্লীহ-পাণ্ডুরোগান্ পতন্তি।
দূলী প্রতিতুল্যাশ্চাত্যর্থমুপযুজ্যতে।

হিং, বচ, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, বনযমানী, ধনে, অশ্বগন্ধা, দাড়িম-ফলের ছাল, তেঁতুল, আকনাদী, চিতা, চই, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অম্লবেতস, পিপুলমূল, শঠী, হরীতকী, পুষ্করমূল হবুষা ও জীরক, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছোলঙ্গলেবুর রসে বহুবার ভাবনা দিয়া ২ তোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক উহার এক একটি বটিকা প্রাতঃকালে সেবন করিলে গুল্ম, শ্বাস, কাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, উদরশূল, বস্তিশূল, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শঃ প্লীহা ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

কহ্লারাদ্যং ঘৃতম্।

কহ্লারমুৎপলং পদ্মকুমুদং মধুযষ্টিকা।
পক্ত্বাম্বুনাথ তৎকাথ জীবনীয়োপকল্কিতম্॥
ঘৃতং পক্বং নবং পীতং রক্তপিত্তাস্রগুল্মনুৎ।
দাহতৃষ্ণাজ্বর চ্ছর্দ্দি যোনিদোষহরং পরম্॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ⁄৪ সের, কল্কার্থ জীবনীয় দশক ⁄১ সের, এবং কাথার্থ কহ্লার, কুমুদ, নীলোৎপল, পদ্ম ও যষ্টিমধু সমভাগে সমস্তে ⁄৪ সের জল ৸৪ সের, শেষ ।৬ ষোল সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে অম্লশূল, রক্তপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি ও যোনিরোগ বিনষ্ট হয়।

বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্কশাকানি বৈদলম্।
ন খাদেচ্চানূপং গুল্মী মধুরাণি ফলানি চ॥
ইতি বল্লূরং শুষ্কমাংসম্।
ইতি গুল্মরোগাধ্যায়ঃ।

শুষ্কমাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্কশাক, দাইল, আনূপমাংস ও মধুর ফল সকল গুল্মরোগী কদাচ ভক্ষণ করিবে না।

ইতি গুল্মরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ হৃদ্রোগচিকিৎসামাহ।

পিপ্পল্যাদি চূর্ণম্।

হৃদ্রোগিণং স্নেহয়িত্বা বময়েদ্রেচয়েত্তথা।
সুচিরোত্থং লঙ্ঘয়েচ্চ হৃদ্রোগং বাতিকং বিনা॥
পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্।
সৌবর্চ্চল মথো শুণ্ঠী চাজমোদাবচূর্ণিতম্॥
ফল ধান্যাম্ল কৌলথ-দধিমস্ত্বাসবাদিভিঃ।
পায়য়েচ্ছুদ্ধদেহঞ্চ স্নেহেনান্যতমেন বা॥

হৃদ্রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া বমন ও বিরেচন প্রদান করিবে এবং বহুকালীয় বাতিক হৃদ্রোগ বিনা অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন প্রদান করিবে। পিপুল, এলাচি, বচ, হিং যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ সচললবণ শুণ্ঠী ও বনযমানী সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ফলাম্ু, কাঁজি, কুলথকলায়ের যূষ, দধি, মস্ত, আসব অথবা অন্তকোন প্রকার স্নেহ দ্রব্য সহ বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ হৃদ্রোগীকে পান করিতে দিবে।

শীতা প্রদেহাঃ পরিসেচনানি
তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে।
দ্রাক্ষা সিতা ক্ষৌদ্রপরুষকৈঃস্যা-
চ্ছুদ্ধে চ পিত্তে হ্যনুপানকং স্যাৎ॥
অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যঞ্চ পৈত্তিকে।
সিতয়া পঞ্চমূল্যা চ বলয়া মধুকেন বা॥
ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা
পিবন্তি চূর্ণং ককুভস্য তোয়ে।
হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বর রক্তপিত্তং
হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥

শীতল প্রলেপ, শীতলপরিষেচন এবং বিরেচন পৈত্তিক হৃদ্রোগে বিশেষ হিতসাধক বলিয়া জানিবে। বমন, বিরেচনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হৃদ্রোগীকে পশ্চাৎ দ্রাক্ষা, চিনি, মধু ও পরুষফলের মজ্জা একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক পান করিতে দিবে। অর্জ্জুনছাল অথবা পঞ্চমূল কিম্বা বেড়েলা ও যষ্টিমধু সহ দুগ্ধ পাক করিয়া চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। ঘৃত, দুগ্ধ বা গুড়াম্বু সহ অর্জ্জুনছাল চূর্ণ উচিত পরিমাণে পান করিলে হৃদ্রোগ, কফজ্বর ও রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হয়।

বচা নিম্ব কষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে।
গোধূমককুভচূর্ণং ছাগপয়ো গব্যসর্পিষা পক্বম্॥
মধু-সর্পিশর্করা-সমেতং শময়তি হৃদ্রোগমুদ্ধতং পুংসাম্॥
দশমূলী কষায়স্তু সযবক্ষার সৈন্ধবম্॥
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়বিশ্বকৃষ্ণা কুষ্ঠাভয়াচিত্রক যাবশূকম্॥
পিবেৎ সসৌবর্চ্চল পুষ্করাঢ্যং যবাম্ভসা শূল হৃদাময়ন্নম্।

কফজ হৃদ্রোগীকে বচের কাথ দ্বারা অথবা নিমের কাথ দ্বারা বমন করাইবে। গোধূম চূর্ণ ও অর্জ্জুনছাল চূর্ণ ছাগদুগ্ধ ও গব্যঘৃত সহ পাক পূর্ব্বক মধু ও শর্করা সহ মিশাইয়া সেবন করিলে প্রবল হৃদ্রোগও বিনষ্ট হয়। দশমূলীর কাথ যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। হিং, বচ, বিট্‌লবণ শুণ্ঠী, পিপুল, সচললবণ, পুষ্করমূল, (কুড়,) হরীতকী, চিতা ও যবক্ষার সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া যবের কাথ সহ পান করিলে শূলও হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বল্লভঘৃতম্।

মুখ্যং শতার্দ্ধঞ্চ হরীতকীনাং সৌবর্চ্চলস্যাপি পলদ্বয়ঞ্চ ॥
পক্বং ঘৃতং বল্লভকেতি নাম্না হৃদ্রোগ শূলোদরমারুতঘ্নম্।
মুখ্যং প্রশস্তম্।

৫০ পঞ্চাশটি হরীতকী এবং ১৬ তোলা সৈন্ধবলবণ ও উপযুক্ত জল সহ ঘৃত পাক করিয়া উচিত মাত্রায় পান করিলে হৃদ্রোগ শূল, উদর ও বায়ু নিবারিত হয় জানিবে।

পাঠাদ্যং চূর্ণম্।

পাঠা বচা শটী ক্ষার পথ্যাগ্নি ব্যোষ দাড়িমম্॥
মহার্দ্রকঞ্চ ত্রিফলা কুষ্ঠযাসাম্লবেতসম্।
মাতুলুঙ্গস্য মূলঞ্চ চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।
মদ্যেন বা জয়েদ্‌গুল্মং হৃদ্রোগং শূলমাশু তৎ॥

আকনাদী, বচ, শঠী, যবক্ষার, হরীতকী, চিতা, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, দাড়িমফলের ছাল, মহাদা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, দুরালভা, অম্লবেতস ও ছোলঙ্গ নেবুর মূল এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজল বা মদ্য সহ পান করিলে গুল্ম, হৃদ্রোগ ও শূলরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

শ্বদংষ্ট্রাদ্যং ঘৃতম্।

শ্বদংষ্ট্রোশীরমঞ্জিষ্ঠা বলা কাশ্মর্য্যকট্‌ফলম্।
দর্ভমূলং পৃশ্নিপর্ণী পলাশর্ষভকৌ স্থিরা॥
পলিকান্ সাধয়েত্তেষাং রসে ক্ষীরচতুর্গুণে।
কল্কৈঃ স্বগুপ্তর্ষভকৌ জীবন্তী জীবকৈঃ সমৈঃ॥
শতাবর্য্যা দ্বিমৃদ্বীকা শর্করা শ্রাবণী বিসৈঃ।
প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাৎ বাতপিত্ত হৃদ্রোগ শূলনুৎ॥
মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহার্শঃ কাসশ্বাস ক্ষয়াপহঃ।
বল্যঃ স্ত্রীমদ্যভারাধ্ব ক্ষীণানাং বলমাংসদঃ।

শ্রাবণী মুণ্ডিরীবিসং মৃণালম্।

গব্যঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ।৬ ষোল সের, কাথার্থ গোক্ষুর, বেণা, বেড়েলা, মঞ্জিষ্ঠা, গাম্ভারী, শোণা, কুশমূল, চাকুলে, পলাশ, ঋষভকও শালপাণী, এই সকল প্রত্যেকে ৮ তোলা, পাক নিমিত্ত জল ৮২ সের, শেষ /৮ সের এবং কল্কার্থ আলকুশী, ঋষভক, জীবন্তী, জীবক, শতাবরী, দ্রাক্ষা, আঙ্গুর, শর্করা, মুণ্ডিরী ও মৃণাল, এই দ্রব্য সকল সমান মাত্রায় সমস্তে /১ এক সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতপৈত্তিক হৃদ্রোগ, শূল মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ, প্রমেহ, কাস, শ্বাস ও ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা অতীব বলপ্রদ ও মৈথুন, মদ্যপান, ভারবহন ও পথপর্য্যটনদ্বারা ক্ষীণ ব্যক্তির বল ও মাংস জন্মায়।

বলাদ্যং ঘৃতম্।

ঘৃতং বলানাগবলার্জ্জুনাম্বু সিদ্ধং সযষ্টি মধুকল্কপাদম্।
হৃদ্রোগ শূলক্ষতরক্তপিত্তকাসানিলাসৃক্ শময়ত্যুদীর্ণম্॥

অম্বু কাথঃ।

গব্যঘৃত /৪ সের, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছাল ইহাদের

কাথ ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু ৴১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক যথামাত্রায় সেবন করিলে হৃদ্রোগ, শূল, উরঃক্ষত রক্তপিত্ত, কাস ও বাতরক্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন-ঘৃতম্।

পার্থস্য কল্কস্বরসেন সিদ্ধং শস্তং ঘৃতং সর্ব্বহৃদাময়েষু।
স্বরসাভাবে ক্বাথঃ।

গব্যঘৃত ৴৪ সের, অর্জ্জুনছালের স্বরস ।৬ ষোলসের অথব অভাবে অর্জ্জুনছালের কাথ ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ কুট্টিত অর্জ্জুনছাল ৴১ একসের মাত্র। এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চসার রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ধাত্রীফলদ্রবৈর্দ্দিনম্।
যষ্টীখর্জ্জূরদ্রাক্ষাণাং ক্বাথেন মর্দ্দয়েৎ দিনম্॥
পঞ্চসাররসো নাম ভক্ষয়েৎ মাষমাত্রকম্।
ধাত্রী চূর্ণং সিতানু পিত্তহৃদ্রোগজিৎ ভবেৎ॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া আমলকী ফলের রসে এক দিন ও যষ্টিমধু, খেজুর ও দ্রাক্ষা, ইহাদের কাথদ্বারা একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য জল অনুপান সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ আমলকী চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রণ করিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা পিত্তজ হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

হৃদয়ার্ণব রসঃ।

শুদ্ধসূতসমং গন্ধং মৃতং তাম্রং দ্বয়োঃ সমম্॥
মর্দ্দয়েৎত্রিফলাদ্রাবৈঃ কাকমাচী দ্রবৈর্দ্দিনম্॥

চণমাত্রাং বটীং খাদেদ্রসোঽয়ং হৃদয়ার্ণবঃ।
কাকমাচীফলং শুষ্কং ত্রিফলাফলসংযুতম্।
দ্বাত্রিংশৎপলকং তোয়ং কাথমষ্টাবশেষকম্॥
অনুপানং পিবেচ্ছান্ত্যৈ হৃদ্রোগে চ কফোত্থিতে।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং মৃত তাম্র ২ ভাগ একত্র ত্রিফলার কাথে ১ দিন ও কাকমাচীর রসে ১ এক দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক চণকপ্রমাণ বটি প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে কাকমাচীর শুষ্ক ফল ও ত্রিফলা মিলিত ১ পল লইয়া ৩২ পল জল সহ সিদ্ধ করিয়া ৮ পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেই কাথ পান করিবে। ইহাতে কফজ হৃদ্রোগ নষ্ট হয়।

চতুর্বিংশতিপলং ক্ষীরং সরোত্থং পাচয়েচ্ছনৈঃ।
দ্বিরষ্টপলকং বারি তাবৎ কুর্য্যাৎ সুশীতলম্॥
কর্ষৈকং পিপ্পলীং ক্ষিপ্ত্বা পায়য়েচ্চ দশাষ্টকম্।
সর্ব্বদোষোত্থহৃদ্রোগং জ্বরং শ্বাসং ক্ষয়ং জয়েৎ॥

২৪ পল সরতোলা দুগ্ধ, ১৬ পল জল এবং ২ তোলা পিপুল একত্র পাক করিয়া ১৮ পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল করতঃ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ, জ্বর, শ্বাস ও ক্ষয় রোগ নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

গুঞ্জাভদ্ররসঃ।

নিষ্কত্রয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কদ্বাদশগন্ধকম্।
গুঞ্জাবীজঞ্চ ষড়্নিষ্কং নিম্ববীজং জয়া তথা॥
প্রত্যেকং নিষ্কমাত্রন্তু সমং জৈপালবীজকম্।
জয়া জম্বীর ধুস্তূর কাকমাচী দ্রবৈর্দ্দিনম্॥
মর্দ্দ্যং সর্ব্বরসং কুর্য্যাদ্‌ ভৈগুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ।
গুঞ্জাভদ্ররসো নাম হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুতম্॥

শময়ত্যেব কিং চিত্রমুরঃস্তম্ভাতিদুঃসহম্।
অর্কক্ষীরেণ সিন্ধূত্থং লেপোবক্ষসি দাপয়েৎ॥
পদ্মকেশরকং দ্রাক্ষা নিম্ববীজং জয়া তথা।
তুল্যং চতুর্গুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষং পচেৎ সর্ব্বং সক্ষৌদ্রং পায়য়েদ্ভিষক্।
উদরাণি ক্ষতং বক্ষো হৃদ্রোগং রক্তপিত্তনুৎ॥

৬ তোলা পারদ, ২৪ তোলা গন্ধক, ১২ তোলা গুঞ্জাবীজ, নিম্ববীজ ও জয়ন্তী প্রত্যেকে ২ তোলা এবং সকল দ্রব্যের সমান জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া জয়ন্তী, জম্বীরনেবু, ধুতুরা ও কাকমাচী, ইহাদের রসে ১ একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি মাত্রায় ঘৃত এবং হিং ও সৈন্ধব লবণ সহ লেহন করিলে অতি দুঃসহ উরঃস্তম্ভ নিবারিত হয়। সৈন্ধবলবণ আকন্দের আঠার সহিত বাটিয়া বক্ষঃস্থলে প্রলেপ দিলে কিংবা পদ্মকেশর, দ্রাক্ষা, নিম্ববীজ ও জয়ন্তী, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা এবং জল ৩২ তোলা, যথাবিধানে এই দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে উদররোগ, উরঃক্ষত, বক্ষোরোগ, হৃদ্রোগ, ও রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

চূর্ণং পুষ্করজং লিহ্যাম্মাক্ষিকেণ সমাযুতম্।
হৃৎশূল শ্বাসকাসঘ্নং ক্ষয়হিক্কানিবারণম্।

ইতি হৃদ্রোগাধ্যায়ঃ।

পুষ্করমূল চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে হৃদয়শূল, শ্বাস, কাস, ক্ষয় ও হিক্কারোগ নিবারিত হয়।

ইতি হৃদ্রোগচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথোরোগ্রহাধিকারঃ।

অত্যভিস্যন্দিগুর্ব্বন্ন শুষ্কপূত্যামিষাশনাৎ।
সান্দ্রং মাংসং যকৃৎ প্লীহ্নোঃ সদ্যো বৃদ্ধিং যদাগতম্॥
উরোগ্রহং তদাকুক্ষৌ কুরুতঃ কফমারুতৌ।
সংস্তম্ভং সজ্বরং ঘোরং রুক্ষং স্পর্শাসহং গুরুম্॥
আধ্মানারুচিহৃচ্ছোথ বাতবিণ্মূত্ররোধিতা।
তন্দ্রারোচকশূলানি তত্র লিঙ্গানি নির্দ্দিশেৎ॥
অত্রাশু স্বেদনং কুর্য্যাদ্দহনং রক্তমোক্ষণম্।
তীক্ষ্ণৈর্ম্নিরূহণ কৈকং ক্রমাল্লঙ্ঘনমাদরাৎ॥
পুত্রঞ্জীবক শিগ্রু ত্বক্ সূর্য্যাবর্ত্তদলোদ্ভবাঃ।
রসা একৈকশঃ কোষ্ণা দ্বিশো বা রামঠান্বিতাঃ॥
সপঞ্চলবণাঃ পেয়াস্ত্রিবৃদ্গুড়সকল্কিতাঃ।
তন্নিবৃত্তং যথাশাস্ত্রংমূত্রতৈল সুরাসবৈঃ॥
চব্যাম্লবেতস ক্ষারান্ সরামঠ সচিত্রকান্।
পিবেত্তৈলারনীলাভ্যাং উরোগ্রহ নিবৃত্তয়ে॥
যথাতুরস্যাত্র কৃতস্য কর্ম্ম
ব্যাধের্ব্বিরোধো ন ভবেম্মনাগপি।
যথাবলং বীক্ষ্য চ শুদ্ধবিগ্রহং
তথাবিধং পথ্যমপি প্রযোজয়েৎ॥

ইতি উরোগ্রহ নিদানচিকিৎসাধিকারঃ।

অত্যন্ত অভিষ্যন্দি দ্রব্য গুরু অন্ন এবং শুষ্ক ও দুর্গন্ধি মৎস্য মাংস ভক্ষণ হেতু মাংস রক্তের সহিত মিশিয়া যকৃৎ এবং প্লীহাকে যখন সদ্যই বর্দ্ধিত করে, তখন কফ ও বাত কুক্ষিতে যাইয়া উরোগ্রহ উৎপাদন করিয়া থাকে। সংস্তম্ভ, জ্বর, রুক্ষতা, স্পর্শাসহতা, গুরুতা, আধ্মান,

অরুচি, হৃদয়ে শোথ, অধোবায়ুর অবরোধ, বিষ্ঠাবদ্ধ, মূত্ররোধ, তন্দ্রা ও শূল এই সকল লক্ষণ উরোগ্রহ রোগে জন্মিয়া থাকে জানিবে। এই উরোগ্রহ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বেদ, লৌহশলাকাদি দ্বারা দহন, রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণদ্রব্য দ্বারা পিচকারী ও উপবাস প্রদান করিবে। পুত্রজীব, সজিনাছাল, সূর্য্যাবর্ত্ত পাতা, ইহাদের একটির বা দুইটির রস উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা হিং ও পঞ্চলবণ একত্র করিয়া পান করিলে অথবা তেউড়ী মূল ও গুড় একত্র গোমূত্র, তিলতৈল, সুরা বা আসবের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে কিংবা চই, অম্লবেতস, যবক্ষার, হিঙ্গু ও চিতা সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তৈল ও কাঁজির সহিত পান করিলে উরোগ্রহ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। উরোগ্রহ-রোগীকে বলানুসারে বমন, বিরেচনাদি দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধ করিয়া রোগের অবিরোধি পথ্য সকল সেবন করিতে দিবে।

ইতি উরোগ্রহনিদান ও চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্রচিকিৎসামাহ।

স্বেদাভ্যঞ্জনসেকাদি নিরূহোত্তরবস্তয়ঃ।
স্থিরাদ্যৈর্ম্মারুতঘ্নৈশ্চ ক্বাথাদ্যা বাতকৃচ্ছ্রিণাম্॥
তৈলকুচকমূলং পিষ্ট্বা ব্যুষিতেন বারিণা তস্ত।
স্বরসো নিপীতমাত্রঃ শময়তি মূত্রস্য সংরোধম্॥
অশ্বগন্ধামৃতা শুণ্ঠী ধাত্রী গোক্ষুরজং জলম্।
বাতজং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ শূলঞ্চাশু বিনাশয়েৎ॥
এরণ্ডতৈল সিন্ধূত্থরুবুক্বাথং সবাতিকে।
এর্ব্বারুবীজকল্কো বা কাঞ্জিকেন চ সৈন্ধবঃ॥

স্বেদ, অভ্যঙ্গ, সেকাদি, নিরুহ বস্তি, উত্তর বস্তি এবং বাতঘ্ন শালপানী প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত কাথ সকল মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীর পক্ষে হিতসাধক বলিয়া জানিবে। তেলাকুচার মূল বাসী জল সহ বাটিয়া সেই রস পান করিবামাত্রই মূত্ররুদ্ধতা নিবারিত হয়। অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, আমলকী ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ পান করিলে বাতজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র ও শূলবেদনা প্রশমিত হয়। ভেরেণ্ডার কাথে এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা কাঁকুড়ের বীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপে সেবন করিলে বাতজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহাঃ
স্নেহো বিধির্ব্বস্তিপয়োবিকারাঃ।
দ্রাক্ষা বিদারীক্ষুরসৈর্ঘৃতৈশ্চ
কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু কার্য্যা॥

সেক, অবগাহন, শীতলপ্রলেপ, স্নেহ, বস্তিপ্রয়োগ, দুগ্ধবিকৃতি দ্রব্য সকল (ছানা মাখন প্রভৃতি) এবং দ্রাক্ষারস, ভূমিকুষ্মাণ্ডরস ও ইক্ষুরস, এই সকল প্রয়োগ দ্বারা পিত্তজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা করিবে।

পঞ্চতৃণ মূলম্।

কুশঃ কাশঃ শরোদর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণাহ্বয়ম্।
পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্॥
এতৎ পীতং পয়ঃ সিদ্ধং মেঢ্রগং হন্তি শোণিতম্॥

কুশ, কাশ, দর্ভ, শর ও ইক্ষু, ইহাদের মূল সহ দুগ্ধ পাক পূর্ব্বক পান করিলে পিত্তজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয় ও বস্তি বিশোধিত হয় এবং মেঢ্রগত রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

শতাবর্য্যাদিঃ।

শতাবরী কাশ কুশ শ্বদংষ্ট্রা-
বিদারীশালুককশেরুকাণাম্।
ক্বাথং সুশীতং মধুশর্করাভ্যাং
পিবন্ জয়েৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রম্॥

শতাবরী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালুক ও কেসুর্য্যা ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া মধু ও শর্করা সহযোগে পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয়।

হরীতক্যাদিঃ।

হরীতকী গোক্ষুর রাজবৃক্ষ-
পাষাণভিদ্বিল্বযবাসকানাম্।
ক্বাথং পিবেৎ মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং
কৃচ্ছ্রে সদাহে সরুজে বিবন্ধে॥
ইতি পাষাণভিৎ কুলত্থম্।

হরীতকী, গোক্ষুর, শোণালু, কুলথ, বিল্ব ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে দাহ ও বেদনা সংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

যবাগ্রক্ষার তীক্ষ্ণোষ্ণং তৈলাজ্য তিক্তকৈঃ শৃতম।
মূত্রেণ সুরয়া বাপি কদলীস্বরসেন বা॥
কফপিত্তবিনাশায় শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা ত্রুটিং পিবেৎ।
ত্রুটিং সূক্ষ্মৈলাম্।
শুণ্ঠী গোক্ষুরতোয়ং বা কফ কৃচ্ছ্র বিনাশনম্।
যবক্ষারং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।

বৃহতীধাবনী পাঠা যষ্টিমধুকলিঙ্গকাঃ।
পাচনীয়ো বৃহত্যাদিঃ কৃচ্ছ্র দোষত্রয়াপহঃ॥
ধাবনী চাকুল্যা॥

গুড়েন মিশ্রিতং ক্ষীরং কদুষ্ণং কামতঃ পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রেষু সর্ব্বেষু শর্করা বাতরোগনুৎ॥
ত্রিকণ্টকারগ্বধ-দর্ভকাশ দুরালভা পর্ব্বতভেদপথ্যাঃ।
নিঘ্নন্তি পীতা মধুনাশ্মরীঞ্চ সংপ্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছ্রম্॥
আসন্নমৃত্যোরিত্যর্থঃ।

শিলা তুল্যা যবক্ষারঃ সর্ব্বকৃচ্ছ্র নিবারণঃ।
কণ্টকারীরসো বাপি সক্ষৌদ্রঃ কৃচ্ছ্রনাশনঃ॥

যবান্ন, ক্ষার, তীক্ষ্ণদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, তৈল, ঘৃত বা তিক্ত দ্রব্য সহ পাক করা অথবা গোমূত্র, সুরা অথবা কদলীর রস সহযোগে ছোট এলাচি চূর্ণ সেবন করিলে কফ ও পিত্তজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। শুণ্ঠী ও গোক্ষুরের কাথ যবক্ষার প্রক্ষেপে পান করিলে কফজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। বৃহতী, চাকুলে, আকনাদী, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করিলে ত্রিদোষজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়। দুগ্ধ ও গুড় একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র, শর্করা মেহ ও বাতরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। গোক্ষুর, শোণালু, দর্ভমূল, কাশমূল, দুরালভা, পাষাণভেদী ও হরীতকী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মনঃশিলা ও যবক্ষার একত্র সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নিবারিত হয়। কণ্টকারীর রস মধুর সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

শতাবরী ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ।

সরক্তে মূত্রকৃচ্ছ্রে তু পৈত্তিকবিধিমাচরেৎ।
শতাবরী কাশ কুশ শ্বদংষ্ট্রা
বিদারী কেক্ষ্বামলকে সুসিদ্ধম্॥
সর্পিঃ পয়ো বা সিতয়া বিমিশ্রং
কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু কুর্য্যাৎ।

শতাবর্য্যাদি কল্কঃ।

জল চতুর্গুণম্ শর্করা প্রক্ষেপ্যা।

রক্ত সংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত বিধি প্রয়োগ করিবে। শতাবরী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল ও আমলকী, এই সকল দ্রব্য সহযোগে চতুর্গুণ জলের সহিত ঘৃত ও দুগ্ধ পাক করিয়া চিনি মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে পিত্তজন্য মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্টকাদিঘৃতম্।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ডকুশাদ্য ভীরু কর্কারুকেক্ষু স্বরসেন সিদ্ধম্।
সর্পিগুর্ড়ার্দ্ধাংশযুতং প্রদেয়ং কৃচ্ছ্রাশ্মরী মূত্রবিঘাতহেতোঃ॥

কুশাদি তৃণপঞ্চমূলম্।

ত্রিকণ্টকাদীনাং স্বরসাভাবে ক্বাথঃ।

ব্যবহারস্তু গোক্ষুরৈরণ্ড তৃণপঞ্চমূলানাং মিলিত্বা ৪৪ পলানি জল-শরাবাঃ ৪৪ শেষঃ ১১ শতাবরী কর্কারুকেক্ষূণাং মিলিত্বা রসাঃ পঞ্চশরাবাঃ। অকল্কোঽয়ং পাকঃ সিদ্ধে ঘৃতার্দ্ধমানো গুড়ঃ।

ঘৃত /৪ সের, গুড় /২ সের, গোক্ষুর, এরণ্ড মূল ও তৃণপঞ্চ মূল ইহাদের স্বরসাভাবে ঐ সকল মিলিত ৪৪ পল, জল

১/৪ সের, শেষ ।১ সের, শতাবরী, কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষু ইহাদের রস মিলিত /৫ পাঁচ সের, যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

সুকুমারযমকম্।

পুনর্ণবামূলং তুল্যং দশমূলং শতাবরী।
বলা তুরগগন্ধা চ তৃণমূলং ত্রিকণ্টকম্॥
বিদারীগন্ধা নাগাহ্ব গুড়ূচ্যতিবলা তথা।
পৃথগ্দশপলান্ ভাগানপাং দ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।
মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষা সৈন্ধব পিপ্পলী॥
দ্বিপলীনাং পৃথগ্দদ্যাৎ যমান্যাঃ কুড়বং তথা।
ত্রিংশদ্গুড় পলান্যত্র তৈলমেরণ্ডকস্য চ॥
প্রস্থং দত্ত্বা সমালোড্য সম্যঙ্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতদীশ্বরপুত্রাণাং প্রাগ্ভোজনমনিন্দিতম্॥
রাজ্ঞাং রাজসমানানাং বহুস্ত্রীপতয়শ্চ যে।
মূত্রকৃচ্ছে কটিস্তম্ভে তথা গাঢ়পুরীষিণাম্॥
মেঢ্রবঙ্ক্ষণশূলে চ যোনিশূলে চ শস্যতে।
যথোক্তানাঞ্চ গুল্মানাং বাতশোণিতিকাশ্চ যে॥
বল্যং রসায়নং শীতং সুকুমারকুমারকম্।

দশমূলস্য মিলিত্বা দশপলানি।
এবং তৃণপঞ্চমূলস্য।
দ্রোণে জলদ্রোণদ্বয়ম্।
দ্রব্যতুল্যত্বং যস্ত বিভ্যমানত্বাৎ।

দ্বিপলীনাং প্রত্যেকং দ্বিপলপ্রমাণম্।
ঘৃতস্য প্রস্থদ্বয়ম্।
ঘৃততৈলাদ্যেকীকৃত্য পাকঃ।

গব্যঘৃত /৮ সের, গুড় ৩০ পল, এরণ্ডতৈল /৪ সের, কাথার্থ পুনর্ণবামূল ১২॥ সের, দশমূল, শতাবরী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোরক্ষ, ভূমিকুম্মাণ্ড, নাগকেশর, গুলঞ্চ ও গোক্ষুরচাউলা প্রত্যেকে দশপল, জল ১২৮ সের, শেষ ৮২ সের, এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু, আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল প্রত্যেকে ২ পল এবং যমানী অর্দ্ধসের, যথাবিধানে এই ঘৃত ও তৈল একত্র পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, কটীস্তম্ভ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্রহর-লৌহঃ।

অয়োরজঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণং মধুনা সহ যোজিতম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যেতৎ ত্রিভির্লেহৈর্ন সংশয়ঃ॥

৩ ভাগ লৌহচূর্ণ ও ১ ভাগ মধু একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে নিঃসংশয়ে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকোরসঃ।

শতাবরী রসৈঃ পিষ্ট্বা মৃতসূতঞ্চ তাম্রকম্।
শিখিতুত্থঞ্চ তুল্যাংশং দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্॥
তদ্গোলং সর্ষপে তৈলে পাচ্যং যামঞ্চ চূর্ণয়েৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকঃ ক্ষৌদ্রৈর্লিহন্ গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্॥
ভক্ষয়েন্নাত্র সন্দেহো মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যলম্।
তুলসী তিলপিণ্যাকং বিল্বমূলং তুষাম্বুনা।
কর্ষৈক মনুপানেন সুরয়া বা সুবর্চ্চলৈঃ॥

পারদ, তাম্র ও তুতিয়া সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া শতাবরীর

রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া সর্ষপতৈলে ১ প্রহর পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তুলসী, তিলের খইল, সচললবণ ও বিল্বমূল সমভাগে কাঁজির সহিত অথবা সুরাসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয়।

লঘুলোকেশ্বরোরসঃ।

রসভস্মস্য ভাগৈকং চত্বারঃ শুদ্ধগন্ধকাঃ।
পিষ্ট্বা বরাটিকা পূর্য্যা রসপাদেন টঙ্গণম্॥
ক্ষীরপিষ্টেন রুদ্ধাস্যং ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পচেৎ।
স্বাঙ্গশৈত্যং বিচূর্ণ্যাথ লঘুলোকেশ্বরো রসঃ॥
চতুর্গুঞ্জা ঘৃতৈর্দ্দেয়ং মরিচৈঃ সহ বুদ্ধিমান্।
ধাত্রীমূলফলৈঃ কল্কমজাক্ষীরেণ পায়য়েৎ॥
শর্করাভাবিতং বা তু পীত্বা কৃচ্ছ্রহরঃ পরঃ।
যষ্টিগোক্ষুরকং পথ্যা বিদারী চ কশেরুকম্।
কষায়ং সসিতাক্ষৌদ্রং রসভস্মযুতং পিবেৎ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং হরত্যাশু সপ্তাহাৎ পিত্তসম্ভবম্।

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্ররোগাধ্যায়ঃ।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, শোধিতগন্ধক ৪ ভাগ একত্র পেষণ পূর্ব্বক কড়িব মধ্যে পুরিয়া, সিকিভাগ সোহাগা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া তদ্দ্বারা উক্ত কড়ির মুখ রুদ্ধ করতঃ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মরিচচূর্ণ সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ আমলকীর মূল ও ফল ছাগী দুগ্ধ বা চিনির সহিত পান করিলে অথবা যষ্টিমধু, গোক্ষুরমূল, হরীতকী ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কেসুর্য্যা ইহাদের কাথের সহিত চিনি, মধু ও রসসিন্দূর মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে ৭ দিনের মধ্যেই পিত্তসম্ভূত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মূত্রাঘাতচিকিৎসামাহ।

মূত্রাঘাতান্ যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্র হরৈর্জ্জয়েৎ।
বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥
জলেন খদিরীবীজং মূত্রাঘাতাশ্মরীহরম্।
মূলং রুদ্রজটায়াশ্চ তক্রপীতং তদর্থকৃৎ॥
কল্কমের্ব্বারুবীজানাং অক্ষমাত্রং সসৈন্ধবং।
ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বা চ মূত্রাঘাতাদ্বিমুচ্যতে॥
তোয়েন ত্রিফলাকল্কঃ পাতব্যঃ সৈন্ধবান্বিতঃ।
স্বরসঃ কণ্টকার্য্যাশ্চ কেবলো মধুনাপি বা॥
গোধাবত্যা মূলং কথিতং ঘৃত-তৈল-গোরসৈর্ম্মিশ্রম্।
পীতং নিরুদ্ধমচিরাৎ ভিনত্তি মূত্রস্য সঙ্ঘাতম্॥
ইতি গোধাবতী গোহালিয়া।

মূত্রাঘাতরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। উহাতে বস্তি, উত্তরবস্তি ও স্নিগ্ধ বিরেচন বিশেষ হিতকারক বলিয়া জানিবে। খৈরীশাকের বীজ জল সহ বাটিয়া সেবন করিলে অথবা রুদ্রজটার মূল বাটিয়া তক্রসহ পান করিলে মূত্রাঘাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২ তোলা কাঁকুড়ের বীজ সৈন্ধবলবণ সহযোগে বাটিয়া কাঁজির সহিত পান করিলে কিংবা ত্রিফলা জল সহ বাটিয়া সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপে পান করিলে বা কেবলমাত্র কণ্টকারীর রস মধুর সহিত পান করিলে অথবা গোহালিয়ার মূলের ক্বাথ করিয়া ঘৃত, তৈল ও গোদুগ্ধ সহ মিশাইয়া পান করিলে শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্।

চিত্রকং শারিবাচৈব বলাকালানুশারিবা।
দ্রাক্ষাবিশালা পিপ্পল্যস্তথা চিত্রা নতস্তবেৎ॥

তথৈব মধুকং দত্বাদ্দত্বাদামলকানি চ।
ঘৃতাঢ়কং পচেদেতৈঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
ক্ষীরদ্রোণে জলদ্রোণে তৎসিদ্ধমবতারয়েৎ।
শীতং পরিস্রুতঞ্চৈব শর্করাপ্রস্থসংযুতম্॥
তুগাক্ষীর্য্যাশ্চ তৎ সিদ্ধং মতিমান্ প্রতিমিশ্রয়েৎ।
ততোমিতং পিবেৎ কালে যথাদোষং যথাবলম্॥
বাতরেতাঃ পিত্তরেতাঃ শ্লেষ্মরেতাশ্চ যো ভবেৎ।
রক্তরেতা গ্রন্থিরেতাঃ পিবেদিচ্ছন্ন রোগিতাম্॥
জীবনীয়ঞ্চ বৃষ্যঞ্চ সর্পিরেতন্মহাগুণম্।
প্রজাহিতঞ্চ ধন্যঞ্চ সর্ব্বরোগাপহং শিবম্॥
সর্ব্বৈরেতৎ প্রযুঞ্জানং স্ত্রীগর্ভং লভতেঽচিরাৎ।
অসৃগ্দোষান্ জয়েচ্চাপি যোনিদোষাংশ্চ সংহৃতান্॥
মূত্রদোষেষু সর্ব্বেষু কুর্য্যাদেতচ্চিকিৎসিতম্।

ইতি মূত্রাঘাতাধ্যায়ঃ।

গব্যঘৃত /৮ সের, দুগ্ধ ১৷৷৪ সের, জল ১৷৷৪ সের এবং কল্কার্থ—চিতা, অনন্তমূল, বেড়েলা, শিউলীছোপ, দ্রাক্ষা, পিপুল, রাখালশশা, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, ষষ্টিমধু ও আমলকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক নামাইয়া শীতল হইলে ছাকিয়া উক্ত ঘৃত সহ শর্করা /২ সের এবং বংশলোচন /২ সের মিশাইয়া লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধাদি অনুপানের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতাদি জনিত মূত্ররোগ ও যোনিরোগ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি মূত্রাঘাতাধিকার সমাপ্ত।

অথ অশ্মরীচিকিৎসামাহ।

অশ্মরীদারুণা ব্যাধিস্তবধাতং নবং জয়েৎ।
ভিন্দ্যাৎ প্রবৃদ্ধং প্রাগ্রূপে মূত্রকৃচ্ছ্র ক্রমোমতঃ॥

ক্রমঃ স্নেহাভ্যঙ্গাদিঃ।

বিশীর্ণধারং মূত্রস্য গন্ধং কৃচ্ছ্রং জ্বরোঽরুচিঃ।
নাতি পীতো ভবেদ্বাতে সকৃদল্পঞ্চ মূত্রতি॥
বরুণস্য ত্বচং শুণ্ঠী গোক্ষুরং ক্বাথয়েজ্জলে।
গুড়ক্ষারযুতং পীত্বা চিরবাতাশ্মরীং জয়েৎ॥

অশ্মরীরোগ অত্যন্ত ভয়ানক। ইহা নূতন হইলে আঘাত দ্বারা অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইলে অস্ত্র দ্বারা ভেদ পূর্ব্বক এবং উহার পূর্ব্বরূপে মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত স্নেহাভ্যঙ্গাদি চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বাতজন্য অশ্মরীরোগে অতিকষ্টে সূক্ষ্মধারে দুর্গন্ধ মূত্রত্যাগ জ্বর, অরুচি, রোগীর ঈষৎ পীতবর্ণতা ও এক একবার অতি অল্প প্রস্রাব হইয়া থাকে। বরুণ-বৃক্ষের ছাল, শুণ্ঠী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ গুড় ও যবক্ষার প্রক্ষেপে পান করিলে চিরকালীন বাতাশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুণ্ঠ্যাদিঃ।

শুণ্ঠ্যগ্নিমন্থপাষাণ শিগ্রু বরুণ গোক্ষুরৈঃ।
সপথ্যারথধৈঃ ক্বাথঃ সহিঙ্গুক্ষারসৈন্ধবঃ॥
কৃচ্ছ্রাশ্মরীকটীকোষ্ঠ-মেঢ্রবাতাপহোঽগ্নিদঃ।

পাষাণঃ কুলথঃ।

শুণ্ঠী, গণিয়ারী, কুলথ, সজিনাছাল, বরুণবৃক্ষের ছাল, গোক্ষুর হরীতকী ও শোণালু, ইহাদের কাথে হিঙ্গু যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কটী, কোষ্ঠ ও মেঢ্রগত বাতদোষ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

বরুণাদি কষায়ঃ।

বরুণত্বক্ কষায়ন্তু পীতঞ্চ গুড়সংযুতম্।
অশ্মরীং পাতয়ত্যাশু বস্তিশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥
ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতম্।
অবিক্ষীরেণ সপ্তাহং পেয়মশ্মরীভেদনম্॥
মূত্রবিরোধে কর্পূরচূর্ণং লিঙ্গং প্রবেশয়েৎ॥
স্ত্রীণামপি প্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য সিচ্যতে॥
মৈথুনোপরমশ্চাস্য বৃংহণীয়ো হিতো বিধিঃ॥

বরুণ ছালের কাথ গুড় সহযোগে পান করিলে অশ্মরী পতিত ও বস্তিশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। গোক্ষুরবীজ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক ভেড়ার দুধের সহিত পান করিলে ৭ সাত দিনের মধ্যে অশ্মরী পাথরী পতিত হইয়া যায়। প্রস্রাব বন্ধ হইলে কর্পূর চূর্ণ লিঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যাহার অত্যন্ত স্ত্রী-প্রসঙ্গ হেতু লিঙ্গ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহার পক্ষে মৈথুন, পুংমৈথুন, বৃংহণীয় বিধি বিশেষ হিতকর জানিবে।

বরুণাদ্যং ঘৃতম্।

বরুণস্য তুলাং ক্ষুণ্ণাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
বরুণং কদলী বিল্বং তৃণজং পঞ্চমূলকম্॥
অমৃতা চাশ্মজং পথ্যা বীজঞ্চ ত্রপুষোদ্ভবম্।
শতপর্ব্বা তিলক্ষারং পলাশক্ষারমেব চ॥
যূথিকায়াশ্চ মূলানি কার্ষিকাণি সমাবপেৎ।
অস্য মাত্রাং পিবেজ্জন্তুর্দ্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া॥
জীর্ণে চাস্মিন্ পিবেৎ পূর্ব্বং গুড়ং জীর্ণন্তু মস্তুনা।
অশ্মরীং শর্করাঞ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥

ঘৃত /৪ সের, কাথার্থ কুট্টিত বরুণ বৃক্ষের ছাল ১২॥ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ।৬ সের এবং কল্কার্থ বরুণ বৃক্ষের ছাল, কদলী, বেল তৃণপঞ্চমূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, হরীতকী, কাঁকুড়বীজ, শতপর্ব্বা, ইক্ষু, তিলক্ষার পলাশক্ষার ও যুঁইফুলের মূল, এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিয়া পশ্চাৎ পুরাতন গুড় দধির মাতের সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শরাদিপঞ্চমূল্যাদি ঘৃতম্।

শরাদিপঞ্চমূল্যা বা কষায়েণ পচেদ্ঘৃতম্।
প্রস্থং গোক্ষুরকল্কেন সিদ্ধমস্থাৎ সশর্করম্॥
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং রেতোমার্গরুজাপহম্।

গব্যঘৃত /৪ সের, শরাদি পঞ্চমূলের কাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ গোক্ষুর /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক পান করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেঢ্ররোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

পাষাণবজ্রকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং দ্রবৈঃ শ্বেতপুনর্ণবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা দিনং খল্লে রুদ্ধা তং ভূধরে পচেৎ॥
দিনান্তে তং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্।
পাষাণভেদসংযুক্তং চূর্ণতুল্যং দ্বিমাষকম্॥
ভক্ষণাদশ্মরীং হন্তি রসঃ পাষাণবজ্রকঃ।
গোপালকর্কটীমূলকাথং মধুযুতং পিবেৎ॥
গোকণ্টক শুভা ভদ্রামূলকাথং পিবেন্নিশি।

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র শ্বেতপুনর্ণবার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটমধ্যে রুদ্ধ করতঃ ভূধরযন্ত্রে ১ একদিন পাক করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ মাষা মাত্রায় সমভাগ

পাষাণভেদীয় রসের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ রাখালশশার মূলের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিবে এবং রাত্রিতে গোক্ষুর, বংশলোচন ও মুথার ক্বাথ পান করিবে। ইহা অশ্মরীরোগ বিনাশ করে জানিবে।

ত্রিবিক্রমো রসঃ।

তাম্রভস্মং অজাক্ষীরৈঃ পাচ্যং তুল্যৈঃ কৃতে দ্রবে।
তত্তাম্রং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমং সমম্॥
নির্গুণ্ডি স্বরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং দিনং তদ্গোলমুদ্ধরেৎ।
দিনৈকং বালুকাযন্ত্রে পাচ্যং যোজ্যং দ্বিগুঞ্জকম্॥
বীজপূরস্য মূলঞ্চ পিষ্ট্বা তং চানুপায়য়েৎ।
রস স্ত্রিবিক্রমো নাম শর্করামশ্মরীং জয়েৎ॥

তাম্র ভস্ম ও ছাগীদুগ্ধ সমভাগে একত্র পাক করিয়া দ্রব হইলে সেই তাম্র পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে সমান ভাগে নিসিন্দারসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একদিন বালুকা যন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ ছোলঙ্গনেবুর মূল পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিবে। ইহাদ্বারা ১ এক মাসের মধ্যে অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পাষাণভেদ-রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং শিখিতুত্থং রসোপমম্।
শ্বেতা পুনর্ণবা বাসা গিরিকর্ণীরসোদ্ভবৈঃ॥
প্রতিদ্রাবৈস্ত্র্যহং মর্দ্দ্যং শুষ্কং তচ্চারুসংপুটে।
স্বেদয়েদ্দোলিকাযন্ত্রে দিনৈকং তং বিচূর্ণয়েৎ॥
রসঃ পাষাণভিন্নাম দ্বিগুঞ্জোঽশ্মরীহরঃ।
কুলত্থক্বাথ সংপীত মধুপানং প্রশস্যতে।
সঘৃতৈর্গোক্ষুরক্বাথং রাত্রৌ তৈলেন লেহয়েৎ॥

ইত্যশ্মরীরোগাধ্যায়ঃ।

পারদ ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ এবং তুতিয়া ১ ভাগ একত্র করিয়া শ্বেতপুনর্ণবা, বাসক ও শ্বেত অপরাজিতা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক দিন করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক শুষ্ক করতঃ পুটমধ্যে পুরিয়া একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রত্তি মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক রাখালশশার আঠার সহিত ভূম্যামলকী পেষণ পূর্ব্বক কুলথকলায়ের কাথসহ পান এবং রাত্রিতে গোক্ষুরের কাথ ঘৃত ও তৈল সহ পান করিবে। ইহাদ্বারা অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি অশ্মরীরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ প্রমেহচিকিৎসামাহ।

যৈর্হেতুভির্যে প্রভবন্তি মেহাস্তেষু প্রমেহেষু ন তে নিষেব্যাঃ।
হেতো রসে বা বিহিতা যথৈব জাতস্য রোগস্য ভবেচ্চিকিৎসা॥
শ্যামাক কোদ্রবোদ্দাল গোধূম চণকাঢ়কী।
কুলথাশ্চ হিতা ভোজ্যে পুরাণা মেহিনাং সদা॥
রূক্ষমুদ্বর্ত্তনং গাঢ়ং ব্যায়ামং নিশি জাগরম্।
যচ্চান্যৎ শ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বহিরন্তশ্চ তদ্ধিতম্॥

যে সকল আহার বিহারাদি দ্বারা মেহরোগ সকল উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত আহারাদি মেহরোগী অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। কারণ রোগোৎপাদক হেতু সকল পরিত্যাগ করা সঞ্জাতরোগের পক্ষে এক প্রকার চিকিৎসা বলিয়া জানিবে। শ্যামাক, কোদ্রব, উদ্দালক, গোধূম, বুট, অড়হর ও কুলথকলায়, এই সকল পুরাতন দ্রব্য মেহরোগীর নিয়ত হিতকারী বলিয়া জানিবে। রুক্ষ দ্রব্য গাঢ় উদ্বর্ত্তন, ব্যায়াম, রাত্রি জাগরণ এবং অন্যান্য বাহ্য ও আন্তরিক শ্লেষ্ম ও পিত্তনাশক ক্রিয়াদি মেহরোগে প্রযোজ্য জানিবে।

দূর্ব্বা কশেরু পূতীক কুন্তীকপ্লবশৈবলম্।
জলেন কথিতং পীতং শুক্রমেহহরং পরম্॥
পূতিকো নাটাকরঞ্জ।
কুন্তীকঃ পাদ্মী প্লবঃ কৈবর্ত্তমুস্তকঃ।
অত্রাপি মধু প্রক্ষেপ্যং সুশ্রুতবচনাৎ।
ক্ষৌদ্রেণামলকং খাদেৎ শুক্রমেহহরং পরম্।
ত্রিফলারগ্বধ দ্রাক্ষা কষায়ো মধুসংযুতঃ॥
পীতো নিহন্তি ফেণাখ্যং প্রমেহং নিয়তং নৃণাম্॥

দূর্ব্বা, কেশুর, নাটাকরঞ্জ, টোকাপান, কেউটামুথা ও শেওলা, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে শুক্রমেহ বিনষ্ট হয়। আমলকী চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে শুক্রমেহ বিনষ্ট হয়। ত্রিফলা, শোণালু ও দ্রাক্ষা ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে ফেনাখ্যমেহ প্রশমিত হয় জানিবে।

হরীতকী কট্‌ফল মুস্তলোধ্রাঃ পাঠা বিড়ঙ্গার্জ্জুন ধন্বনশ্চ॥
উভে হরিদ্রে তগরং বিড়ঙ্গ কদম্বশালার্জ্জুন দীপ্যকাশ্চ।
দার্ব্বী বিড়ঙ্গঃ খদিরোধবশ্চ মূর্থার্দ্ধং কুষ্ঠাগুরুচন্দনানি॥
দার্ব্ব্যগ্নিমন্থৌ ত্রিফলা সপাঠা পাঠা চ মূর্ব্বা চ তথা শ্বদংষ্ট্রা।
যমান্যুশীরাণ্যভয়া গুড়ূচী জম্বভয়া চিত্রক সপ্তপর্ণাঃ॥
পাদৈঃ কষায়াঃ কফপ্রমেহিণাং ভেদোপদিশ্যা মধুসংপ্রযুক্তাঃ॥

হরীতকী, কট্‌ফল, মুথা ও লোধ, ইহাদের কাথ পান করিলে উদকমেহ বিনষ্ট হয়। আকনাদী, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল ও ধন্বনবৃক্ষের ছাল, ইহাদের কাথ পান দ্বারা ইক্ষুমেহ নিবারিত হয় জানিবে। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগরপাদিকা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের কাথ পান দ্বারা সান্দ্রমেহ বিনষ্ট হয়। কদম্ব, শাল, অর্জ্জুন ও যমানী ইহাদের কাথ পান করিলে সুরামেহ বিনষ্ট হয়। দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদিরকাষ্ঠ

ও ধববৃক্ষ, ইহাদের কাথ পান করিলে পিষ্টমেহ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। মুথা, পরিণত কুড়, অগুরু ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ পান করিলে শুক্রমেহ বিনষ্ট হয়। দারুহরিদ্রা, গনিয়ারী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও আকনাদী ইহাদের কাথ পান করিলে সিকতামেহ নিবারিত হয়। আকনাদী, সূচীমুখী ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ পান করিলে শীতমেহ নষ্ট হয়। যমানী, বেনারমূল, হরীতকী ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পান দ্বারা শনৈর্মেহ নিবারিত হয়। এবং জাম, হরীতকী, চিতা ও ছাতিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে লালামেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। পূর্ব্বোক্ত উদকমেহাদি দশপ্রকার মেহনাশক কাথ সকলে মধু প্রক্ষেপ দিতে হয়।

অশ্বথাচ্চতুরঙ্গুলা ন্যগ্রোধাদেঃ ফলত্রয়াৎ ॥
সজিঙ্গী রক্তসারাচ্চ কাথাঃ পঞ্চ সমাক্ষিকাঃ।
নীলহারিদ্র শুক্রাখ্যক্ষার মঞ্জিষ্ঠকাহ্বয়ান্ ॥
মেহান্ হন্যুঃ ক্রমাদেতে সক্ষৌদ্রো রক্তমেহজিৎ।

ন্যগ্রোধাদি পঞ্চ।

জিঙ্গী মঞ্জিষ্ঠা রক্তসারো রক্তচন্দনঃ।

আসামেকো যোগঃ।

সক্ষৌদ্র ইত্যাদি রক্তমেহে কাথঃ।

খর্জ্জুরকাশ্মর্য্যতিন্দুকাস্ত্যমৃতা কৃতঃ।
খর্জ্জুর কাশ্মর্য্যোঃ ফলং তিন্দুকঃ তিন্দুকস্য ফলমজ্জা ॥

অশ্বথবৃক্ষের ছালের কাথ পান করিলে নীলমেহ নষ্ট হয়। শোণালুর কাথ পান দ্বারা হারিদ্রমেহ নিবারিত হয়। বটাদি পঞ্চবৃক্ষের কাথ পান করিলে শুক্রমেহ সারে। ত্রিফলার কাথ পান দ্বারা ক্ষারমেহ বিনষ্ট হয়। মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের কাথ পান করিলে মাঞ্জিষ্ঠমেহ বিনষ্ট হয় এবং অশ্বথ, শোণালু বটাদি পঞ্চবৃক্ষ, ত্রিফলা,

মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দন, ইহাদের মিলিত কাথ পান করিলে রক্তমেহ বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কাথেই মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে। খেজুর গাম্ভারীফল, গাব ফলের মজ্জা ও শুলফ, ইহাদের কাথ পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয় জানিবে।

লোধ্রার্জ্জুনোশীর কুচন্দনানা-
মরিষ্টঃসেব্যামলকাভয়ানাম্।
ধাত্র্যর্জ্জুনারিষ্টক বৎসকানাং
নীলোৎপলৈলাতিবিষার্জ্জুনানাম্॥
চত্বার এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ
পিত্তপ্রমেহে মধুসংপ্রযুক্তাঃ॥
(কুটজস্য ত্বক্ অসাধ্যোঽপি যাপনার্থং যোগা যথা)
ছিন্না বহ্নি কষায়েণ পাঠা কুটজ রামঠম্॥
তিক্তাং কুষ্ঠঞ্চ সংচূর্ণ্য সর্পির্মেহী পিবেন্নরঃ।
পাঠাদীনাং প্রক্ষেপঃ।
কদর খদিরপূগ কাথং ক্ষৌদ্রাহ্বয়ে পিবেৎ।
কদরো বিটখদিরঃ পূগস্য ফলম্।
অগ্নিমন্থ কষায়ন্তু বসামেহে প্রযোজয়েৎ।
পাঠা শিরীষ দুস্পর্শ মূর্ব্বা কিংশুক তিন্দুকম্॥
কপিত্থানাং ভিষক্ কাথং হস্তিমেহে প্রযোজয়েৎ।
ইতি তিন্দুক-কপিত্থয়োঃ ফলম্॥

লোধ, অর্জ্জুনছাল, বেণারমূল ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ দ্বারা অথবা নিমছাল, বেণারমূল, আমলকী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ দ্বারা বা আমলকী অর্জ্জুনছাল, নিমছাল ও কুটজ, ইহাদের কষায় দ্বারা কিংবা নীলোৎপল, এলাচি অতৈস ও অর্জ্জুনছাল, ইহাদের

ক্বাথ পান করিলে পিত্তপ্রমেহ বিনষ্ট হয়। সমস্ত ক্বাথেই মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে। গুলঞ্চ ও চিতার ক্বাথে আকনাদী, কুটজছাল, হিং, কটুকী ও কুড় ইহাদের চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে সর্পিমেহ বিনষ্ট হয়। বিটখদির, খদির ও সুপারীফল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ক্ষৌদ্রমেহ নষ্ট হয়। গণিয়ারীর ক্বাথ পানে বসামেহ নিবারিত হয়। আকনাদী, শিরীষছাল, দুরালভা, সুচমুখী, পলাশছাল, গাবফল ও কয়েদবেল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে হস্তিমেহ নিবারিত হয়।

সিদ্ধানি তৈলানি ঘৃতানি চৈব
যোজ্যানি মেহেষ্বনিলাত্মকেষু।
মেদঃ কফশ্চৈব কষায়যোগৈঃ
স্নেহৈশ্চ বায়ুঃ শমমেতি তেষাম্॥

বাতে।

গুণ্ডারোচনিকাসপ্তপর্ণশাল বিভীতকাৎ।
রোহীতকাৎ কপিত্থাচ্চ পুষ্পাণি কুটজাদপি॥
চূর্ণানি মধুনা লিহ্যাৎ প্রমেহে কফপিত্তজে।
কার্ষিকাণি পিবেৎ পিষ্ট্বা রসেনামলকস্য বা॥
ত্রিফলামুস্তকং দারুহরিদ্রা দেবদারু চ।
তৎ ক্বাথং মধুসংযুক্তং পিবেৎ সর্ব্বে প্রমেহজিৎ॥
সর্ব্বমেহহরো ধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাযুতঃ।
কষায়স্ত্রিফলাদারু মুস্তকৈরথবা কৃতঃ।
অত্র ক্ষৌদ্র হরিদ্রা প্রক্ষেপো নাস্তি।
গোধাবতীজটায়াঃ ক্বাথো ঘৃতদুগ্ধতৈলসংস্নিগ্ধঃ॥
দুর্জ্জয়মেহান্ হন্যাৎ প্রাতঃ পীতো ন সন্দেহঃ।

ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং
মুস্তঞ্চ নিষ্কাথ্য নিশাংশকল্কম্।
পিবেৎ কষায়ং মধুসংপ্রযুক্তং
সর্ব্বপ্রমেহেষু সমুত্থিতেষু।
অংশশব্দোঽর্থাভিধায়ী নিশায়াঽংশোঽর্দ্ধভাগঃ কল্কোঽয়মিত্যর্থঃ॥
কিংবাংশশ্চতুর্থো ভাগঃ।
কটঙ্কটেরী মধুকং ত্রিফলাচিত্রকৈঃ সমৈঃ।
সিদ্ধঃ কষায়ঃ পাতব্যঃ প্রমেহাণাং বিনাশনঃ।
মধুনা ত্রিফলা চূর্ণমথবাশ্মজতূদ্ভবম্।
লোহো জম্ব্বাভয়োথম্বা লিহ্যান্মেহনিবৃত্তয়ে॥

বাতজ প্রমেহরোগে সিদ্ধ তৈল ও ঘৃত বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে। মেদ ও কফ কষায় ঔষধ দ্বারা এবং বায়ু স্নেহ দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয় জানিবে। গুণ্ডারোচনী, ছাতিম, শালবৃক্ষ, বহেড়া, রয়না ও কুটজ, ইহাদের পুষ্প সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত অথবা আমলকীর রসের সহিত পান করিলে কফপৈত্তিক প্রমেহ বিনষ্ট হয়। হরীতকী, আম্লা, বহেড়া, মুথা, দারুহরিদ্রা ও দেবদারু ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়। আমলকীর রসে মধু ও হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগ নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। ত্রিফলা, দেবদারু ও মুথা ইহাদের কাথ পান করিলেও সর্ব্ববিধ প্রমেহরোগ নিবারিত হয়। গোহালিয়ালতার মুলের কাথে ঘৃত, তৈল ও দুগ্ধ মিশাইয়া প্রাতঃকালে পান করিলে অসাধ্য মেহও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখালশশা ও মুথা, ইহাদের কাথে অল্প পরিমাণে অথবা চতুর্থাংশ হরিদ্রাচূর্ণ ও কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু,

ত্রিফলা ও চিতা, ইহাদের কাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়। ত্রিফলাচূর্ণ অথবা শিলাজতুচূর্ণ কিংবা লৌহ, জাম ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ উচিতমাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে সর্ব্ববিধ মেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ন্যগ্রোধাদ্যং চূর্ণম্।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থশ্যোনাকারগ্বধাঽশনম্।
আম্রজম্বুকপিত্থঞ্চ পিয়ালং ককুভং ধবম্॥
মধুকং মধুকো লোধ্রং বরুণং পারিভদ্রকম্।
পটোলমেষশৃঙ্গী চ দন্তী চিত্রকমাঢ়কী॥
করঞ্জ ত্রিফলাশক্র ভল্লাতকফলানি চ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
ন্যগ্রোধাদ্যমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ।
ফলত্রয় রসঞ্চানু পিবেন্মূত্রং বিশুধ্যতি॥
এতেন বিংশতির্ম্মেহা মূত্রকৃচ্ছ্রাণি যানি চ।
প্রশমং যান্তি যোগেন পীড়িকা ন চ জায়তে॥
ন্যগ্রোধাদ্যমিদং যত্র আম্রজম্ব্বস্থি গৃহ্যতে।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শোণা, শোণালু অশনবৃক্ষ, আঁবের আটি, জামের আটি, কয়েদবেল, পিয়ালবীজ, অর্জ্জুনবৃক্ষ, ধববৃক্ষ, মৌল যষ্টিমধু, লোধ, বরুণ, পালিদামান্দার পটোল, মেড়াশিঙ্গী, দন্তী, চিতা, অড়হর, করঞ্জ, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব ও ভেলাফল, ইহাদের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ লেহন পূর্ব্বক পশ্চাৎ ত্রিফলার কাথ পান করিলে মূত্র বিশুদ্ধ হয়, এবং বিংশতিপ্রকার প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয় এবং প্রমেহজনিত পিড়কারোগ উৎপন্ন হইতে পারে না জানিবে।

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

ত্রিকণ্টকাশ্মর্য্যক লোমবল্কৈ-
র্ভল্লাতকৈঃ সাতিবিষৈঃ সলোধ্রৈঃ॥
বচা পটোলার্জ্জুননিম্বমস্তৈ-
র্হরিদ্রয়া পদ্মকদীপ্যকৈশ্চ॥
মঞ্জিষ্ঠা পাঠাগুরুচন্দনৈশ্চ
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ কফবাতজেষু।
মেহেষু তৈলং বিপচেদ্ ঘৃতঞ্চ
পৈত্তেষু মিশ্রং ত্রিষু লক্ষণেষু॥

গব্যঘৃত অথবা তিল তৈল প্রত্যেকে অথবা মিলিত /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ—গোক্ষুর, গাম্ভারীছাল, শ্বেতখদির, ভল্লাতক, অতৈস, লোধ, বচ, পটোল, অর্জ্জুন, নিম, মুথা, হরিদ্রা, পদ্মকাষ্ঠ, যমানি, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদী, অগুরু ও রক্তচন্দন সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই ঘৃত, তৈল বা যমক প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিত্তমেহ ও সান্নিপাতিক প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

দাড়িমস্য চ বীজানি ক্রিমিঘ্নস্য চ তণ্ডুলাঃ।
রজনী চবিকাজাজী নাগরং ত্রিফলা কণা॥
ত্রিকণ্টকস্য বীজানি যমানী ধান্যকস্তথা।
বৃক্ষাম্লং বদরঞ্চৈব সিন্ধুস্তৈব সমাযুতম্॥
অম্লবেতসকং দ্রাক্ষা যষ্টীমধুকপাকলৈঃ।
দার্ব্বীত্বচশিলাধাতু নীলোৎপল রসাঞ্জনৈঃ॥
এতৈঃ কল্কৈরক্ষমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ভোজ্যে পানে প্রদাতব্যং সর্ব্বর্ত্তুষু চ মাত্রয়া॥

প্রমেহান্ বিংশতিশ্চৈব মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্।
কৃচ্ছ্রান্ সুদারুণাংশ্চৈব হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥
বিবন্ধানাহশূলঘ্নং কামলাজ্বরনাশনম্।
দাড়িমাদ্যং ঘৃতংনাম অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥
শিলাধাতুঃ শিলাজতু স্তচ্চ শোধিতং গ্রাহ্যম্।

গব্যঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ—দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরক, শুণ্ঠী, ত্রিফলা, পিপুল, গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনে, তেঁতুল, কুল, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কুড়, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, শিলাজতু, নীলোৎপল ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

ধান্বন্তরং ঘৃতম্।

দশমূলকরঞ্জৌ দ্বৌ দেবদারুহরীতকী।
বর্ষাভূর্ব্বরুণোদন্তী চিত্রকং সপুনর্ণবম্॥
সুধানীপকদম্বাশ্চ বিল্বং ভল্লাতকানি চ।
শটীপুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলীমূলমেব চ॥
পৃথগ্দশপলান্ ভাগান্ এতান্ তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
যবকোল কুলত্থানাং প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দাপয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
নিচুলং ত্রিফলা ভার্গী রোহিষং গজপিপ্পলী॥
শৃঙ্গবেরং বিড়ঙ্গানি বচা কম্পিল্লকং তথা।
গর্ভেণানেন সিদ্ধং স্যাৎ পায়য়েচ্চ যথাবলম্॥

এতদ্ধান্বন্তরং নাম বিখ্যাতং সর্পিরুত্তমম্।
গুল্মকুষ্ঠ প্রমেহাংশ্চ শ্বয়থুং বাতশোণিতম্॥
প্লীহোদরং তথার্শাংসি বিদ্রধিং পিড়কাশ্চ যাঃ।
অপস্মারং তথোম্মাদং সর্পিরেতন্নিযচ্ছতি॥
করঞ্জস্য ফলং সিতরক্তভেদাৎ পুনর্ণবা।
নীপকদম্ব স্বল্পবৃহদ্ভেদাত্মক্তং ফলদ্বয়ম্।
কিংবা কদম্বেন ধৃকদম্বঃ অলম্বুযেত্যর্থঃ॥
কল্কেনিচুলো হিজ্জলস্য মূলম্।

দশমূলাদীনাং প্রত্যেকং দশপল ভাগা যবাদীনাঞ্চ প্রত্যেকং ষোড়শপলভাগাদষ্টাদশ পলাধিক পলশতত্রয়ম্। তত্র প্রতিশতং জলদ্রোণস্তুলার্দ্রদ্রব্যত্বাৎ অতস্তোয়ার্ম্মণ ইত্যত্রাপি যোজ্যম্। অর্মণো দ্রোণঃ অষ্টাদশপলেষু চাষ্টগুণ জলে সেকোৎসর্গ সিদ্ধমিতি। এতেন দশ শরাবাধিক পলশরাবশতদ্বয়ম্।

২১০ শেষ শরাব ৫২ পল ৪।

গব্যঘৃত /৪ সের, কাথার্থ দশমূল, রক্তফলকরঞ্জ, শ্বেতফলকরঞ্জ, দেবদারু, হরীতকী, রক্তপুনর্ণবা, বরুণ, দন্তীমূল, চিতা, শ্বেত পুনর্ণবা, সিজ, ছোটকদম্ব, বড়কদম্ব, বেল, ভেলাবীজ, শঠী, পুষ্করমূল ও পিপুলমূল প্রত্যেকে ১০ দশ পল এবং যব, কুল ও কুলথকলায় প্রত্যেকে ১৬ পল কন্বার্থ জল ২১০ সের, শেষ ৫২ সের ও ৪ পল এবং কন্বার্থ হিজ্জলমূল, ত্রিফলা, বামনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপুল, আদা, বিড়ঙ্গ, বচ ও কমলাগুঁড়ী, এই সকল দ্রব্য সমস্তে /৪ চারি সের। যথাবিধানে এই ধান্বন্তর ঘৃত পাকপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ববিধপ্রমেহ, কুষ্ঠ, গুল্ম, শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহদ্ধান্বন্তরং ঘৃতম্।

দন্তী চিত্রকমূলানামষ্টাবষ্টৌ পলানি চ।
অভয়া বিংশতির্দ্দেয়া ষট্ পলং দেবদারু চ॥
কদম্বনীপ বরুণ সম্পাকাম্র পুনর্নবাঃ।
চিরবিল্বশ্চ সর্ব্বেষাং ষট্ পলানি পৃথক্ পৃথক্॥
দ্বে পঞ্চমূল্যৌ সংকুট্য পৃথগাঢ়কসম্মিতে।
পক্ত্বা চতুর্গুণে তোয়ে পাদশেষে ঘৃতাঢ়কম্॥
বিপচেৎ পঞ্চলবণৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ কার্ষিকৈঃ।
বৃহদ্ধান্বন্তরমিদং ঘৃতং বিংশতিমেহনুৎ॥
গুল্ম শ্বয়থু কুষ্ঠার্শঃ শ্বাস হিক্কোদরাপহম্।
আগ্নেয়ং বৃংহণঞ্চৈব হন্তি নানাবিধং নৃণাম্॥
রসায়নমিদং সর্পিঃ শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাভিপূজিতম্।

ঘৃত ।৬ সের কাথার্থ দন্তীমূল ৮ পল, চিতার মূল ৮ পল, হরীতকী ২০ পল, দেবদারু ৬ পল, বড় কদম্ব ছোট কদম্ব, বরুণছাল, শোণালু, আম্রছাল, পুনর্ণবা, করঞ্জা প্রত্যেকে ৬ পল, স্বল্প পঞ্চমূল ও বৃহৎ পঞ্চমূল প্রত্যেকে ৵৮ সের, জল সকলের চতুর্গুণ, শেষ চতুর্থাংশ এবং কল্কার্থ পঞ্চ লবণ ও পঞ্চকোল প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে ২০ প্রকার প্রমেহ, গুল্ম শোথাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

শিলাজতু লেহঃ।

শিলাজতু পলান্যষ্টৌ সিতায়াশ্চ পলাষ্টকম্।
বৃহত্যাস্তু ফলং মূলং শৃঙ্গী ধাত্রীকণা তুগা॥

পৃথগেষাং পলঞ্চাতুর্জ্জাতস্য মিলিতং পলম্।
সংচূর্ণ্য মিলিতং কৃত্বা নিহন্তি মধুনা লিহন্॥
প্রমেহ-শুক্রদোষাসৃক্-শ্বাস-কাসক্ষয়াশ্মরীম্।
মূত্রাঘাতাগ্নিমান্দ্যামগুল্মপ্লীহাগ্নিমারুতম্॥
জীর্ণজ্বরাকচিহরো লেহ এষ শিলাজতোঃ।
শিলাজতু শিবাগুড়িকান্যায়েন শোধিতং ভাবিতং গ্রাহ্যম্॥

শোধিত শিলাজতু ৮ পল, চিনি, ৮ পল, বৃহতী ফল ও মূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, আমলকী, পিপুল ও বংশলোচন প্রত্যেকে ১ পল এবং চাতুর্জ্জাতক মিলিত ১ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে প্রমেহ, শুক্রদোষ, রক্তস্রাব, শ্বাস ও কাসাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

দশমূল ঘৃতম্।

দশমূলী শটী দন্তী দেবদারু পুনর্ণবা।
মূলং স্নুহ্যর্কয়োঃ পথ্যা ভূকন্দঞ্চ সপুষ্করম্॥
করঞ্জ বরুণমূলং পিপ্পলী চ সমং সমম্।
প্রতিদশপলং যোজ্যং কুলত্থ বদরী যবাঃ॥
প্রত্যেকং ষোড়শপলং সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ।
তেষামষ্টগুণে তোয়ে পাদশেষং সমাহরেৎ॥
বস্ত্রপূতং কষায়ন্তং পুনঃ পাচ্যমিমৈঃ সহ।
চব্যং দ্বি পিপ্পলী ভার্গী বচা ত্রিবৃদ্বিড়ঙ্গকম্॥
লোধ্রং কম্পিল্লকং শুণ্ঠী প্রত্যেকং পলসম্মিতম্॥
চূর্ণিতং যোজয়েত্তত্র ঘৃতপ্রস্থযুতং পচেৎ॥
ঘৃতাবশেষমুত্তার্য্য কর্ষমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
প্রমেহোপদ্রবাণাঞ্চ শমনং পবনং হিতম্॥

পিড়কা ব্রণ-গণ্ডানাং সর্ব্বোপদ্রবশান্তিকৃৎ।
স্বভাবিতং সারসারৈঃ রবিচন্দ্রাংশুশোধিতম্॥
পানীয়শালি ভুঞ্জানো জাঙ্গলানাং রসৈঃ শুভৈঃ।
সর্ব্বানিতি হরেন্মেহান্ সর্ব্বোপদ্রবকং জয়েৎ॥

অস্য পত্রিকা দশমূলাদি দ্বাবিংশ দ্রব্যাণাং মিলিত্বা ৩৫২ পল পাকার্থং পানীয়ং ২৮১৬ পল শেষ ৭০৪ পল। কল্কার্থং চব্যাদি শুণ্ঠিনাং মিলিত্বা চূর্ণ ১০ পল।

গব্যঘৃত /৪ সের, কাথার্থ দশমূল, শঠী, দন্তী, দেবদারু, পুনর্ণবা, মনসাসিজের মূল, আকন্দমূল, হরীতকী, বন ওল, পুষ্কর মূল, করঞ্জা, বরুণ বৃক্ষের মূল ও পিপুল, প্রত্যেকে ১০ দশ পল, কুলথকলায়, কুল ও যব প্রত্যেকে ১৬ পল, পাকার্থ জল সকলের ৮ গুণ, শেষ চতুর্থাংশ এবং চই, পিপুল, গজপিপুল, বামনহাটী, তেউড়ী, বচ, বিড়ঙ্গ, লোধ কমলাগুঁড়ী, ও শুণ্ঠি প্রত্যেকে দশ পল। যথা-বিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ ও প্রমেহ জনিত পিড়কা সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জয়ন্তী লাজয়া বাথ মধুনা সর্ব্বমেহজিৎ॥

জয়ন্তী ও খৈচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদি লৌহঃ।

বিড়ঙ্গং ত্রিফলামুস্তৈঃ পিপ্পল্যা নাগরেণ চ॥
জীবকাষ্ঠা যুতোহন্তি প্রমেহানতিদারুণান্।
লোহো মূত্রবিকারাংশ্চ সর্ব্বানেব ন সংশয়ঃ॥
সর্ব্বচূর্ণ সমং লৌহচূর্ণং সংগ্রাহ্যম্।

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুল, শুণ্ঠী ও জীবনীয় দশক, এই সকল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহচূর্ণ সকলের সমান।

এই বিড়ঙ্গাদিলৌহ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে সর্ব্ববিধ মূত্রবিকার বিনষ্ট হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদি লৌহঃ।

শ্বদংষ্ট্রা ত্রিফলামুস্ত গুড়ূচী ফল্গুপল্লবান্।
দর্ভং কুশঞ্চ মঞ্জিষ্ঠাং রোহিষস্য চ পল্লবান্॥
বলা পুনর্ণবা শ্যামা শারিবে দেবদারু চ।
পিপ্পলী নাগরঞ্চৈব বিড়ঙ্গ মরিচানি চ॥
পাঠা কম্পিল্লকং ভার্গী দ্বে হরিদ্রে নিদিগ্ধিকাম্।
এরণ্ডমূলং দন্তী চ চিত্রকং কটুরোহিণীম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
দ্বিগুণং সর্ব্বচূর্ণেভ্যো লৌহচূর্ণং প্রদাপয়েৎ॥
মাষকত্রিতয়ং তস্মাৎ চতুষ্টয়মথাপি বা।
পিবেদুষ্ণেন তোয়েন মদ্যেনাপি চ মদ্যপঃ॥
মেহ শূলোদরং প্লীহ শোথার্শঃ পাণ্ডুরোগনুৎ।
গোমূত্র পিষ্টৈরেতৈশ্চ বটিকাস্তদগদাপহাঃ॥
ফল্গুশ্চ কোষ্ঠোডুম্বরী তস্যাঃ পল্লবঃ।

গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, গুলঞ্চ, কাঠডুমুরের পাতা, দর্ভ কুশ, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধতৃণের পাতা, বেড়েলা, পুনর্ণবা, শ্যামালতা, শ্যামবর্ণ মূল তেউড়ী, অনন্তমূল, দেবদারু, পিপুল, শুণ্ঠি, বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকনাদী, কমলাগুঁড়ী, বামনহাটী, হরিদ্রা, চিতা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, দন্তীমূল, এবং কটুকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ এক ভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ লৌহ চূর্ণ একত্র মিশাইয়া লইবে অথবা গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত

করিবে। এই চূর্ণ অথবা বটিকা সেবন করিলে মেহ, শূল, উদর, প্লীহা, শোথ, অর্শ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে। অনুপান গরম জল এবং মদ্যপায়ীর পক্ষে মদ্য।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা।

ক্রিমিরিপুদহন ব্যোষ ত্রিফলাঽমরদারু চব্য ভূনিম্বম্।
মাগধীমূলমুস্তং সশটিবচং মাক্ষিকঞ্চৈব।
লবণক্ষারনিশাযুগ কুস্তুম্বুরু গজকণাতিবিষাঃ॥

কার্ষাংশিকান্যেব সমানি কুর্য্যাৎ
পলাষ্টকং চাশ্মজতোর্বিদধ্যাৎ।
নিষ্পত্রশুদ্ধস্য পুরস্য বিদ্বান্
পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব॥
সিতাচতুষ্কং পলমত্রবাংশ্যা
নিকুম্ভকুম্ভত্রিসুগন্ধিযুক্তম্।
চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা
অর্শাংসি নির্ণাশয়তে যত্নেব॥
ভগন্দরং পাণ্ডু চ কামলাঞ্চ
নির্ণষ্টবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্।
হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্
নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ॥
গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধি রাজযক্ষ্মো-
র্মেহে ভগাখ্যে প্রবলে প্রযোজ্যা॥
শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রে
শুক্রপ্রবাহেঽপ্যুদরাময়ে চ॥

তক্রস্য পূর্ব্বং সততং প্রযোজ্যা
তক্রানুপানাপ্যথ মস্তুপানা।
আজরসো জাঙ্গলজোরসো বা
পয়োঽথবা শীতজলানুপানম্॥
বলেন নাগস্তুরগোজবেন দৃষ্ট্যা
সুপর্ণৈঃ শ্রবণৈর্ব্বরাহঃ।
শুক্রদোষান্নিহন্ত্যষ্টৌ প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্॥
বলীপলিতনির্ম্মুক্তো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি
ন শীতবাতাতপমৈথুনে চ।
শম্ভুং সমভ্যর্চ্চ্য কৃতপ্রণামাৎ
প্রাপ্তা গুড়ী চন্দ্রমসঃ প্রসাদাৎ।
অত্র বচাত্যাগেন পাঠস্তন্ত্রান্তরবিরুদ্ধঃ
মাক্ষিকং স্বর্ণমাক্ষিকম্।
পাঠান্তরে তাপ্যমিত্যুক্তেঃ।
যুগশব্দস্য ত্রিযেব সম্বন্ধঃ।
তেন সৈন্ধব সৌবর্চ্চলে যবক্ষার সর্জ্জিকাক্ষারৌ
হরিদ্রা দারুহরিদ্রে গ্রাহ্যে।

কিঞ্চিদ্ দশমূলক্কাথে চতুগুর্ণে উষ্ণে পত্রাদিরহিত নিরবকর-গুগ্গুলুং প্রক্ষিপ্যালোড্য বস্ত্রপূতং বিধায় প্রচণ্ডাতপে বিশোষ্য পিট্টিতগুগ্গুলোঃ পলদ্বয়ং গ্রাহ্যম্। তথা নাগার্জ্জুনোক্তামৃত-সারলৌহোক্ত জারণ পুটনাদিশোধিত যথা ব্যাধিপ্রত্যনীকদ্রব্য বিশেষ পুটিতকান্ত বজ্রাদিলৌহচূর্ণস্য পলদ্বয়ম্। তথা শিলা-জতুন্ ত্রিফলা দশমূলানি ক্কাথে উষ্ণে প্রক্ষিপ্য কেবলোষ্ণজল

এব বা প্রক্ষিপ্য প্রচণ্ডাতপতাপিতাম্ভার্দ্রীভূতসরং গৃহীত্বা শোধিতস্যাষ্টপলান্যাদায় রসায়নাধিকারোক্ত শিবাগুড়িকোক্ত-ক্রমেণ ত্রিফলা দশমূল গুড়ূচীক্কাথাদিভির্ভাব্যং শিলাজতু সমৈঃ প্রচণ্ডাতপশোষণং তথা তথৈবোক্ত কাকোল্যাদ্যষ্টাবিংশতি দ্রব্য যথোক্ত কাথার্দ্ধভাবিতস্য চ তথা বিশেষতঃ। সালসারাদিগণ ক্কাথেন চরকোক্ত মহাকষায় জীবনীয়াদিদশগণমধ্যে যথা ব্যাধি প্রত্যনীকগণ ক্কাথেন চ তথা বাভটোক্ত যথা দোষভেদোক্ত ভাবনদ্রব্য ক্কাথৈশ্চ ভাবনং কর্ত্তব্যম্। তদনু লোহচূর্ণ গুগ্গুলুভ্যাং শিলাজতুং মিশ্রয়িত্বা পুনঃ শিবাগুড়িকোক্ত কাকোল্যাদ্যষ্টা বিংশতি দ্রব্যক্কাথেন বিশেষতঃ সালসারাদিগণ ক্কাথাদিভিশ্চ মিলিত্বা ভাবনাং বিধায় বিড়ঙ্গচিত্রকাদ্যৌষধ চূর্ণানি সংযোজ্য ধান্যপটোল ক্কাথাষ্টপলৈর্বিমৃদ্য কিলাদিষু পিষ্ট্বা চ্ছায়াশুষ্কাঃ কার্য্যাঃ কিঞ্চ সিতাচতুষ্কমিতি পলচতুষ্টয়মিত্যর্থঃ।

নিকুম্ভোদন্তী কুম্ভস্ত্রিবৃতা এতয়োর্মিলিত্বা পলমেকং পাঠা-ন্তরদর্শনাৎ ত্রিসুগন্ধেন মিলিত্বা পলমেকম্।

বাংশী বংশলোচনা।

কিঞ্চ শিলাজতু ভাবনার্থং শিলাজতু সমং গৃহীত্বা চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশিষ্টং কৃত্বা তেন ভাবনমিত্যেকঃ পক্ষঃ বাভটমতেন ক্কাথদ্রব্যং শিলাজতু সমমেব গৃহীত্বাষ্টগুণং জলং দত্ত্বাষ্টভাগাবশেষং কৃত্বা তেন ভাবনমিত্যুভয়থৈব ব্যবহারঃ।

বিড়ঙ্গ, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, চই, পিপুলমূল, চিরতা, মুথা, শঠী, বচ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে দুই তোলা, শোধিত শিলাজতু ৮ পল, শোধিত গুগ্গুলু ২ পল, লৌহচূর্ণ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, তেউড়ী ও

দন্তী মিলিত ১ পল এবং ত্রিসুগন্ধি মিলিত ১ পল ও সৈন্ধবলবণ সচললবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপুল, অতৈস, যবক্ষার ও সাচিক্ষার, প্রত্যেকে ২ দুই তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জলসহ বাটিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ভোজনের পূর্ব্বে তক্র, ছাগমাংসের যূষ, দুগ্ধ, শীতল জল, অথবা মস্তু অনুপানে সেবন করিলে সকলপ্রকার মেহ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদরাময় প্রভৃতি সকলপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

লৌহো রসায়নোঽপ্যত্র পাণ্ডুভ্যঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
ব্যায়ামজাতমখিলং ভজন্ মেহান্ ব্যপোহতি॥
পাদত্র ছত্ররহিতো ভৈক্ষাশী মুনিবদ্ যতঃ।
যোজনানাং শতং গচ্ছেৎ অধিকম্বা নিরন্তরম্॥
মেহান্ জেতুং বনে চাপি নীবারামলকাশনঃ॥

লৌহ রসায়ন পাণ্ডুরোগাপেক্ষা মেহরোগে বিশেষ উপকারী, অধিক পরিমাণে ব্যায়াম (পরিশ্রম) করিলে মেহরোগ বিনষ্ট হয়। মেহরোগী পাদুকা ও ছত্রবিহীন ও ভিক্ষাজীবী হইয়া মুনিবৎ আচরণ (ব্রহ্মচর্য্য) অবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর শতযোজন বা তাহার অধিক পথ পর্য্যটন করিবে এবং বনবাস পূর্ব্বক উড়ীধানের অন্ন ও ক্ষুদ্রামলকী ভোজন করিবে।

নবান্ন দধিমণ্ডাম্বু গুড়ক্ষীর নিষেবণাৎ॥
দূষয়ন্তি মলং মেদঃ শুক্রমজ্জা বসা রসঃ।
বিংশন্মেহাঃ প্রজায়ন্তে দশ সাধ্যাঃ কফোত্থিতাঃ।
পিত্তোত্থিতাশ্চ ষট্ যাপ্যা হ্যসাধ্যা মারুতোত্তরাঃ॥
আস্য স্বাদুত্বষা দাহো দন্তানাং মলসঞ্চয়ঃ।
দেহচিক্কণতা পাতা দাহশ্চ পাণিপাদয়োঃ॥

প্রভৃতাবিলমূত্রঞ্চ মেহ লক্ষণমগ্রজম্।
উদকেক্ষুরসং সান্দ্রং সুরাসিকতা শুক্রজম্॥
পীতং পিষ্টকলালাখ্যং বহুমূত্রং ততঃ পরম্।
ক্ষারং হরিত রক্তঞ্চ মাঞ্জিষ্ঠং স্যাচ্চতুর্দ্দশ॥
নীলং কালং বসা মজ্জা ক্ষৌদ্রং বিদ্যাদ্দশোত্তরং।
হস্তি মেহং বিংশতমং যাতে বর্ণে বলক্ষয়াৎ॥

নবান্ন, দধি, মন্ত, জল, গুড় ও দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে শরীরস্থ মল, মেদ, শুক্র, মজ্জা, বসা ও রস দূষিত হইয়া বিংশতি প্রকার মেহরোগ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কফজ ১০ প্রকার সাধ্য, পিত্তজ ৬ প্রকার যাপ্য এবং বাতজ ৪ প্রকার অসাধ্য বলিয়া জানিবে। মুখের মধুরতা, তৃষ্ণা, দাহ দন্তসমূহে মলাধিক্য, দেহের চিক্কণতা, পীতবর্ণতা, হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে দাহ এবং মূত্রের আধিক্য ও আবিলবর্ণতা, এই সকল মেহরোগের সাধারণ লক্ষণ জানিবে। উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, সিকতামেহ, শুক্রমেহ, পীতমেহ, পিষ্টমেহ, লালামেহ, বহুমূত্রমেহ, ক্ষারমেহ, হারিত-মেহ, রক্তমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ, বিবর্ণতা ও বলক্ষয় প্রযুক্ত এই বিংশতি প্রকার মেহরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে জানিবে।

উদকমেহঃ।

স্বচ্ছং বহু সিতং শীতং নির্গন্ধ মুদকোপমম্।
মেহং হ্যুদকমেহেন কিঞ্চিদাবিলপিচ্ছিলম্॥

প্রস্রাব স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, নির্গন্ধ, জলের ন্যায় এবং কিঞ্চিৎ ঘোলাটে ও পিচ্ছিল হইলে, উদকমেহ বলিয়া জানিবে।

মেহিনো বলিনঃ কুর্য্যাদাদৌ বমনরেচনে॥

বলবান্ মেহরোগীকে প্রথমে বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

মেঘবন্ধোরসঃ।

ভস্মসূতং মৃতং কান্তং তীক্ষ্ণ ভস্ম শিলাজতু॥
শুদ্ধং তাপ্যং শিলাব্যোষং ত্রিফলাকোলবীজকম্।
কপিত্থং রজনীচূর্ণং তুল্যং ভাব্যন্তু ভৃঙ্গিণা॥
বিংশদ্বারং বিশোষ্যাথ মধুযুক্তং লিহেৎ সদা।
নিষ্কমাত্রং হরেন্মেহান্ মেঘবন্ধো রসো মহান্॥
মহানিম্বস্য বীজানি ষড়নিষ্কং পেষিতানি চ।
পলং তণ্ডুলতোয়েন ঘৃতনিষ্কদ্বয়েন চ॥
একীকৃত্য পিবেচ্চানু হন্তি মেহং চিরোত্থিতম্॥

পারাভস্ম, কান্তলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, অঙ্কোটবীজ, কয়েদবেল এবং হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ২০ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ মহানিম্বের বীজ ৩ তোলা মাত্রায় ৮ তোলা তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা চিরকালজাত মেহরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ইক্ষুমেহঃ।

ইক্ষোরসসমং রূপং মধুরঞ্চেক্ষুমেহকম্।

প্রস্রাব ইক্ষুরসের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও মিষ্টাস্বাদযুক্ত হইলে, ইক্ষুমেহ বলিয়া জানিবে।

গন্ধকং গুড়সংযুক্তং কর্ষং ভুক্ত্বা প্রমেহজিৎ॥

শোধিতগন্ধক ২ তোলা মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে সকলপ্রকার প্রমেহরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বঙ্গেশ্বরো রসঃ।

বঙ্গভস্মমৃতং সূতং তুল্যং ক্ষৌদ্রৈর্বিমর্দ্দয়েৎ ॥
দ্বিগুঞ্জং লেহয়েন্নিত্যং হন্তি মেহং চিরোত্থিতম্।
গুঞ্জামূলং পিবেচ্চানু ক্ষীরৈরেব প্রশাম্যতি ॥

বঙ্গভস্ম এবং রসসিন্দূর সমানভাগে ২ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে কুঁচের মূল দুগ্ধসহ বাটিয়া পান করিতে হয়।

সান্দ্রমেহঃ।

সান্দ্রং ভবেৎ পর্য্যুষিতং সান্দ্রমেহং তদুচ্যতে।

প্রস্রাব রাত্রিতে ধরিয়া রাখিবে পরদিবস প্রাতে যদি উহা ঘন বলিয়া বোধ হয়, তবে উহা সান্দ্রমেহ বলিয়া জানিবে।

পঞ্চবক্ত্র রসোঽপ্যত্র দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্।
চিত্রকং ত্রিফলা ক্বাথং সুশীতঞ্চ মধুপ্লুতম্ ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং সুরামেহ-প্রশান্তয়ে।
দার্ব্বীমুস্তা দেবদারু ত্রিফলা কথিতে জলে ॥
যোজয়েদনুপানেন মেঘবন্ধরসোঽপি বা ॥

পঞ্চবক্ত্র রস ২ রতি মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ চিতা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের শীতল ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে সুরামেহ প্রশমিত হয়। অথবা মেঘবন্ধরস সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দারুহরিদ্রা, মুথা, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সুরামেহ বিনষ্ট হয় জানিবে।

সুরামেহঃ।

সুরামেহী সুরাতুল্যং উপর্য্যচ্ছ মধো ঘনম্ ॥

যাহার প্রস্রাব সুরার ন্যায় উপরিভাগ স্বচ্ছ ও অধোভাগ ঘন তাহাকে সুরামেহ বলিয়া জানিবে।

মৃগমালা রসঃ।

মার্কণ্ডীং ত্রপুষশীর্ষং সুদগ্ধং মৃগশৃঙ্গকম্।
কার্পাস-বীজমজ্জা চ তুল্যমঙ্কোল-বীজকম্॥
পেষয়েন্মহিষীতক্রৈর্দ্দিনৈকং বটকীকৃতম্।
মাষদ্বয়ং সদা খাদেৎ মৃগমালা প্রমেহজিৎ॥
অক্ষ পাঠাভয়া দার্বী কষায়মনুপায়য়েৎ।

কাঁকরোল, শশার মাথা, মৃগশৃঙ্গভস্ম, কার্পাসবীজের মজ্জা এবং অঙ্কোটবীজ, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মহিষের দুগ্ধের ঘোল দ্বারা ১ দিন পেষণপূর্ব্বক ২ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ আকনাদী, হরীতকী ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের কষায় পান করিবে। এই মৃগমালারস সেবন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ত্রিনিষ্কং কেতকীমূলং ঘৃষ্ট্বা জলেন পায়য়েৎ।
জয়ন্ত্যা বা জয়াযুক্তং মেহং হন্তি সমুৎকটম্॥

দেড়তোলা মাত্রায় কেতকীমূল জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক জয়ন্তী বা জয়ার সহিত সেবন করিলে, উৎকট প্রমেহরোগ বিনষ্ট হয়।

সিকতামেহঃ।

মূর্ত্রানুন সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্।

যে মেহরোগে লিঙ্গদ্বার দিয়া সূক্ষ্ম চিনির ন্যায় কণাবিশিষ্ট মল নির্গত হয়, তাহাকে সিকতামেহ বলে জানিবে।

নাগেন্দ্রগুড়িকা।

মৃতনাগস্য ভাগৈকং ভাগৈকেন শুভাভয়া।
দার্বী কোলফলং ধাত্রী মুক্তবীজং পলং পলম্॥

কনকস্য ফলঞ্চৈব পিষ্ট্বা তদ্‌গুড়িকাকৃতা।
নাগেন্দ্রগুড়িকা খ্যাতা তক্রৈঃ পীতাতিমেহজিৎ॥
নিশামৃতা দ্বিনিষ্কঞ্চ মধুনা লেহয়েদনু।
বেদবিদ্যা বটী চাত্র অনুপানঞ্চ যোজয়েৎ॥

মারিত সীসক, বংশলোচন,হরীতকী, দারুহরিদ্রা, কুলফল, আমলকী, ঘণ্টাপারলীর বীজ ও কনকধুতুরার ফল, প্রত্যেকে ১ পল মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা তক্রসহ সেবনপূর্ব্বক পশ্চাৎ হরিদ্রা ও গুলঞ্চের রস ২ তোলা পরিমাণে মধু প্রক্ষেপে পান করিবে। অথবা এবম্প্রকার অনুপান সহ বেদবিদ্যা বটী প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুক্রমেহঃ।

শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি।

শুক্রাভাযুক্ত অথবা শুক্রমিশ্র প্রস্রাব নির্গত হইলে, শুক্রমেহ বলে।

মেহদ্বিরদসিংহ-রসঃ।

পারদাভ্রকয়োর্ভস্মমৃত লৌহাষ্টমং সমম্।
টঙ্গণঞ্চৈব মধ্বাজ্যং প্রত্যেকং সূততুল্যকম্॥
চণ্ডালী রাক্ষসীপুষ্পৈ র্দ্দিনং মর্দ্দ্যং নিরুধ্য চ।
মুষায়ামন্তরে পক্বং দিনৈকং তচ্চ চূর্ণয়েৎ॥
মেহদ্বিরদসিংহোঽয়ং রসঃ ক্ষৌদ্রৈর্দ্বিমাষকম্।
লিহেচ্চানু পিবেৎ তক্রৈর্নিষ্কৈকং টঙ্গণং সদা॥
পঞ্চবক্ত্র রসোঽপ্যত্র দেয়ঃ শুক্রপ্রমেহজিৎ।

পারদ ও অভ্র প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ৮ তোলা এবং সোহাগার খৈ, মধু ও ঘৃত প্রত্যেকে ১ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র

চাঁড়ালেগাছ ও চোরপুষ্পীরস দ্বারা ১ দিন ভাবনা করিয়া মূষামধ্যে পূরিয়া ১ দিন পাক পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ মাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবনপূর্ব্বক পশ্চাৎ ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সোহাগার খৈচূর্ণ, মধুর সহিত লেহন করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা অথবা পঞ্চবক্ত্র রস সেবন দ্বারা শুক্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

শীতমেহঃ।

শীতমেহী সুবহুশো মধুরঞ্চাতিশীতলম্।

পুনঃপুনঃ মিষ্টাস্বাদযুক্ত ও অত্যন্ত শীতল মূত্র নির্গত হইলে, তাহাকে শীতমেহ বলিয়া জানিবে।

নিত্যারোগ্যেশ্বরো রসঃ।

সূতং মৃতাভ্র বঙ্গাভ্যাং তুল্যভাগং প্রকল্পয়েৎ।
মহানিম্বোত্থ বীজস্য চূর্ণং যোজ্যং ত্রিভিঃ সমম্॥
মধুনা লেহয়েন্মাষং লালামেহস্য শান্তয়ে।
সক্ষৌদ্র রজনী বাত্র লিহ্যাৎ নিষ্কত্রয়ং সদা॥
অসাধ্যং নাশয়েন্মেহং নিত্যারোগ্যেশ্বরো রসঃ।

পারদ ২ ভাগ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ একভাগ এবং মহানিম্বের বীজ ৪ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া, ১ মাষা পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিলে লালামেহ বিনষ্ট হয়। দেড় তোলা হরিদ্রারস বা চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলেও অসাধ্য প্রমেহ রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পাঠার্জ্জুন বিড়ঙ্গানাং কষায়ং মধুসংযুতম্।
অনুপানং প্রযুঞ্জীত মেহং হন্তি চিরন্তনম্॥
গুঞ্জামূলং পিবেৎ ক্ষীরৈরনুপানং প্রশস্যতে॥

আকনাদী, অর্জ্জুনছাল ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে অথবা কুঁচের মূল বাটিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে চিরকালীন প্রমেহ রোগ সকল নিবারিত হইয়া যায়।

লালামেহঃ।

শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্ম্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি॥
লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্।

আস্তে আস্তে অল্প অল্প প্রস্রাব নির্গত হইলে, তাহাকে শনৈর্ম্মেহ বলিয়া জানিবে। মূত্র লালা ও সূত্রবৎ এবং পিচ্ছিল হইলে, তাহাকে লালামেহ বলিয়া জানিবে।

প্রমেহগজসিংহোঽত্র দেয়স্তদনুপানকম্।
পঞ্চবক্ত্র রসোঽপ্যত্র মহানিম্বস্য বীজকম্॥
অনুপানং প্রদাতব্যং তস্য মেহস্য শান্তয়ে॥

প্রমেহদ্বিরদসিংহ ঔষধ অনুপানসহ অথবা পঞ্চবক্ত্র রস ঔষধ মহানিম্বের বীজ অনুপানে সেবন করিলে শনৈর্ম্মেহ ও লালামেহ বিনষ্ট হয়।

পিষ্টমেহঃ।

সংহৃষ্টরোমাবিষ্টেন পিষ্টবদ্বহুলং সিতম্॥

যে মেহরোগী প্রস্রাবকালে রোমাঞ্চিত হয় অর্থাৎ শিহরিয়া উঠে এবং যাহার প্রস্রাব পিষ্টকবৎ বহুপরিমিত শ্বেতবর্ণ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাকে পিষ্টমেহ বলিয়া জানিবে।

বঙ্গভস্মমৃতং সূতং তুল্যাং ক্ষৌদ্রে বিমর্দ্দয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং লেহয়েন্নিত্যং হন্তি মেহং চিরন্তনম্॥

বঙ্গভস্ম ও রসসিন্দূর সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত

ঘাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগ সকল বহুকালীন হইলেও নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বহুমূত্রম্ ।

শোষস্তাপোঽঙ্গকার্শাঞ্চ বহুমূত্রং তৃষাভ্রমঃ ।
অস্বাস্থ্যং সর্ব্বগাত্রেষু মেহোঽয়ং বহুমূত্রজঃ ॥

শোষ, তাপ, অঙ্গকৃশতা, বহুমূত্র, পিপাসা, ভ্রম ও সর্ব্বগাত্রে অস্বাস্থ্য জন্মিলে, বহুমূত্র প্রমেহ বলিয়া জানিবে।

তারকেশ্বররসঃ ।

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গং মৃতলৌহাভ্রকং সমম্ ।
মর্দ্দয়েন্মধুনা চাহ্নি রসোঽয়ং তারকেশ্বরঃ ॥
মাসমেকং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্ব্বহুমূত্রং প্রণাশয়েৎ ।
উডুম্বরফলং পক্বং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রতঃ ॥
সংলেহ্যং মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্ ।

পারদ, বঙ্গ, লৌহ ও অভ্র, এইসকল দ্রব্য তুল্য মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক এক দিবস মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ মাষামাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে বহুমূত্র প্রমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে পাকা যজ্ঞডুমুরের ফল চূর্ণ ২ তোলামাত্রায় মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক অনুপান করিবে।

পঞ্চবক্ত্ররসোঽপ্যত্র দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্ ।
মহানিম্বস্য বীজানি ষট্ নিষ্কং পেষিতানি চ ॥
পলং তণ্ডুলতোয়েন নিষ্কদ্বয়-ঘৃতেন চ ।
একীকৃত্য পিবেন্নিত্যং অনুপানং প্রমেহজিৎ ॥

পঞ্চবক্ত্র রস ২ তোলা মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ মহানিম্বের বীজ

৩ তোলা, তণ্ডুলোদক ৮ তোলা ও ঘৃত ১ তোলা একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক অনুপান করিলেও বহুমূত্রজ প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়।

ক্ষারমেহঃ।

গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈঃ ক্ষারেণ ক্ষারতোয়বৎ।

প্রস্রাব ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ, রস ও স্পর্শ সংযুক্ত হইলে ক্ষারমেহ বলিয়া জানিবে।

চন্দ্রপ্রভাবটী।

মৃতসূতঞ্চ কাশীশমেলাজাতীফলং জটা।
মধুকং মধুযষ্টী চ ধাত্রীদাড়িম শর্করা॥
কর্পূরং খাদিরং সারং শতাহ্বা কণ্টকারিকা।
অম্লবেতস তুল্যাংশং দিনৈকং লাঙ্গলীদ্রবৈঃ॥
ভাবয়েন্মেষীদুগ্ধৈশ্চ নাগবল্ল্যা দিনং দিনম্।
বটিকা বদরাকারা নাম্না চন্দ্রপ্রভাবটী॥
ভক্ষয়েত্তীব্রমেহার্ত্তো মেহান্ হন্তি সুদুস্তরান্।
ধাত্রীপটোলপত্রাণাং কষায়ং বা ঘৃতান্বিতম্॥
সক্ষৌদ্রং পায়য়েচ্চানু মেহসর্ব্বপ্রশান্তয়ে॥

পারদ, হিরাকস, এলাচি, জাতীফল, জটামাংসী, মৌলপুষ্প, যষ্টিমধু, আমলকী, দাড়িমফলের ছাল, শর্করা, কর্পূর, খদিরসার, শলুফা, কণ্টকারী ও অম্লবেতস, এই সকল দ্রব্য সমানপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লাঙ্গলিয়ার রসে ১ একদিন, মেষীদুগ্ধদ্বারা একদিন এবং পানের রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক বদর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ আমলকী ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথ ঘৃত ও মধু প্রক্ষেপে পান করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

হারিদ্রমেহঃ।

হারিদ্রমেহী কটুকং হরিদ্রাসন্নিভং দহৎ।

কটুরসাত্মক, হরিদ্রার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও দাহজনক প্রস্রাব নির্গত হইলে, হারিদ্রমেহ বলিয়া জানিবে।

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গং অর্জ্জুনস্য ত্বচং সিতা।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে শাল্মলি মূলজদ্রবৈঃ॥
দিনান্তে বটিকা কার্য্যা মাসমাত্রা প্রশান্তয়ে।
দ্রবৈঃ শাল্মলিমূলানাং বেদবিদ্যা বটী তথা॥

পারদ, বঙ্গ, অর্জ্জুনছাল ও চিনি সমানমাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া শীমুলমূলের রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক একমাষা পরিমাণে সেবন করিলে অথবা সীমুলফুলের রস দ্বারা বেদবিদ্যাবটী সেবন করিলে হারিদ্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তমেহঃ।

বিস্রমুষ্ণং সলবণং রক্তাভং রক্তমেব চ।

দুর্গন্ধি, উষ্ণ, লবণরসাত্মক ও রক্তাভাযুক্ত রক্তসদৃশ মূত্রনির্গত হইলে রক্তমেহ বলিয়া জানিবে।

বীরকাষ্ঠকষায়ঞ্চ বোলযুক্তং পিবেদনু।
বাসায়া মূলকং কাথং সঘৃতং পায়য়েন্নিশি॥
বিদ্যাবাগীশ্বরোঽপ্যত্র তদ্দ্র্যব্যঞ্চানুপায়য়েৎ।
রক্তমেহ প্রশান্ত্যর্থং যোজ্যং বা মৃতবজ্রকম্॥
দ্বিকর্ষং মুষলীমূলং চূর্ণং ক্ষৌদ্রসিতাযুতম্।
কর্ষৈকং লেহয়েচ্চানু রক্তমেহপ্রশান্তয়ে।

অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল দ্বারা কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক বোলসংযুক্ত করিয়া তাহা অথবা বাসকমূলের কাথ রাত্রিতে ঘৃত সহ পানপূর্ব্বক বিদ্যা-

বাগীশ্বর রস সেবন করিলে কিংবা মারিত হীরক সেবন করিলে বা ২ তোলা তালমূলীচূর্ণ মধুর সহিত ও চিনির সহিত পান করিলে রক্তমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

মাঞ্জিষ্ঠমেহঃ।

বিস্রং মাঞ্জিষ্ঠমেহেন মাঞ্জিষ্ঠসলিলোপমম্।

আমগন্ধযুক্ত ও মঞ্জিষ্ঠার কাথের ন্যায় মূত্র নির্গত হইলে মাঞ্জিষ্ঠমেহ বলিয়া জানিবে।

মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং কর্ষঃ ক্বাথঞ্চাপ্যনুপায়য়েৎ।
মৃগমালারসোঽপ্যত্র দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্॥

মৃগমালা রস ২ রতি মাত্রায় সেবনপূর্ব্বক পশ্চাৎ মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের কাথ পান করিলে মাঞ্জিষ্ঠমেহ বিনষ্ট হয়।

নীলমেহঃ।

নীলমেহেন নীলাভং কালমেহময়োনিভম্।

নীলবর্ণ প্রস্রাব বহির্গত হইলে নীলমেহ বলা যায়। এবং লৌহের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট মূত্রত্যাগ হইলে কালমেহ বলিয়া জানিবে।

হরিশঙ্কর রসঃ।

মৃতসূতাভ্রকং তুল্যং ধাত্রীফলনিজৈর্দ্রবৈঃ।
সপ্তাহং ভাবয়েৎ খল্লে যোগোঽয়ং হরিশঙ্করঃ॥
মাসমেকং বটীং খাদেৎ নীলকালপ্রশান্তয়ে।
মহানিম্বস্য বীজানি পূর্ব্ববৎ তণ্ডুলোদকৈঃ॥
সঘৃতং পায়য়েচ্চানু অসাধ্যং সাধয়েৎ ক্ষণাৎ।
অনেনৈবানুপানেন পঞ্চবক্ত্র রসো হিতঃ॥

পারদ ও অভ্র সমভাগে আমলকীর রসে ৭ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক একমাষা মাত্রায় সেবন করিয়া অথবা পঞ্চবক্ত্র রস উপযুক্ত পরিমাণে

সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ মহানিম্বের বীজ তণ্ডুলোদক সহপেষণ পূর্ব্বক ঘৃত সহযোগে পান করিলে নীলমেহ ও কালমেহ বিনষ্ট হয়।

বসামেহঃ।

বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েন্মুহুঃ।

বসামিশ্র ও বসার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মূত্র মুহুর্মুহুঃ নির্গত হইলে, তাহাকে বসামেহ বলিয়া জানিবে।

মেহকুলান্তকো রসঃ।

সূতং বঙ্গং মৃতং তুল্যং মৃতাভ্রং সূতকাত্রিধা।
লশুনং সর্ব্বতুল্যাংশং নিষ্কমেকং বিচূর্ণয়েৎ॥
বদরাভাং বটীং কুর্য্যান্নাম্না মেহকুলান্তকঃ।
লশুনং ছাগমূত্রেণ বসামেহী চ পায়য়েৎ॥

পারদ ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, অভ্র ৩ ভাগ এবং রসুন ৬ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া কুলপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে রসুন ছাগমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে ইহা দ্বারা বসামেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পঞ্চবক্ত্ররসোঽপ্যত্র মহানিম্বস্য বীজকম্।
তণ্ডুলোদকপানেন সঘৃতৈর্ম্মেহজিদ্ভবেৎ॥

পঞ্চবক্ত্ররস, মহানিম্বের বীজ ও তণ্ডুলোদক সহ পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতমিশ্রিত করিয়া তদনুপানে সেবন করিলেও বসামেহ বিনাশ পায়।

মজ্জমেহঃ।

মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহী মুহুর্মুহুঃ।

মজ্জাভাবিশিষ্ট অথবা মজ্জামিশ্র প্রস্রাব মুহুর্মুহু নির্গত হইলে, তাহাকে মজ্জমেহ বলা যায় জানিবে।

বসামেহী চিকিৎসা বা সা চিকিৎসাত্র যোজয়েৎ॥

বসামেহরোগে যে প্রকার চিকিৎসা প্রয়োগ করিতে হয়, মজ্জমেহরোগেও সেই প্রকার চিকিৎসা প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

ক্ষৌদ্রমেহঃ।

কষায়ং মধুরং রুক্ষং ক্ষৌদ্রবৎ ক্ষৌদ্রমেহকম্॥

প্রস্রাবে কষায়রসাত্মক, মধুরস্বাদবিশিষ্ট ও মধুর ন্যায় হইলে, তাহাকে ক্ষৌদ্রমেহ বলিয়া জানিবে।

ইন্দ্রবটী।

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গং অর্জ্জুনস্য ত্বচং সিতা।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে শাল্মল্যা মূলজৈর্দ্রবৈঃ॥
দিনান্তে বটিকা কার্য্যা মাসমাত্র প্রমেহহা।
এষা ইন্দ্রবটী নাম্না মধুমেহ প্রশান্তয়ে॥
ক্রুটিং শাল্মলি মূলানাং মধুনা চানুপায়য়েৎ।
প্রমেহগজসিংহোঽত্র দেয়ো বানন্দভৈরবঃ॥
অনেনৈবানুপানেন বেদবিদ্যাবটী বাপি॥

পারদ, বঙ্গ, অর্জ্জুনছাল ও চিনি সমানপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একদিবস সীমুলের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে সীমুলমূল ও ছোটএলাচি মধুর সহিত চাটিয়া সেবন করিলে ক্ষৌদ্রমেহ (মধুমেহ) নিবারিত হয়। প্রমেহগজসিংহরস, আনন্দভৈরব রস অথবা বেদবিদ্যাবটী উক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে ও মধুমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হস্তিমেহঃ।

হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং বেগবিবর্জ্জিতম্॥
সলসীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহস্য লক্ষণম্।

মত্তহস্তীর ন্যায় পুনঃপুনঃ বেগবর্জ্জিত লসীকাসংযুক্ত ও বিবদ্ধ মূত্র নির্গত হইলে, তাহাকে হস্তিমেহ বলিয়া জানিবে।

হরগৌরীসৃষ্টিরসঃ।

শুদ্ধসূতং চতুর্ভাগা সূতার্দ্ধং মৃততাম্রকম্।
গন্ধকঞ্চ দ্বয়োস্তুল্যং মস্তুনা মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
গোলকং বন্ধয়েদ্বস্ত্রে বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ।
মন্দাগ্নিনা পচেত্তাবত্তাবত্তপ্তাশ্চ বালুকাঃ॥
স্পষ্টং ন শক্যতে তাপং ততোদ্ধৃতা বিচূর্ণয়েৎ।
ধাত্রীফলরসে ভাব্যং সপ্তধা গোক্ষুরস্য চ॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণং ততঃ কৃত্বা বিংশদ্ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ।
ভাগৈকং পূর্ব্বজং চূর্ণং সর্ব্বং ক্ষীরেণ গোলয়েৎ॥
নিষ্কদ্বয়ং বটীং কুর্য্যাদ্ঘৃতমধ্যে বিপাচয়েৎ।
স্বাঙ্গশীতলতাং খাদেৎ প্রত্যহং পাচিতাং ঘৃতৈঃ॥
মহিষীক্ষীরকর্ষৈকং অনুপানঞ্চ সর্ব্বদা।
হরগৌরীসৃষ্টিরসঃ সর্ব্বমেহ কুলান্তকঃ॥
দুগ্ধোদনং ঘৃতং পথ্যং শাকং চিঞ্চাফলন্তবেৎ॥

পারদ ৪ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ ও গন্ধক ৬ ভাগ একত্র দধির মাতের সহিত একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলকাকৃতি করতঃ বস্ত্রে বান্ধিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিতে থাকিবে, যখন বালুকা অত্যন্ত তপ্ত হইবে অথচ তাহাতে হাত দেওয়া যাইবে, তখন উহা উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করতঃ আমলকীর রসে ও গোক্ষুরের কাথে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া উহা ২০ ভাগ করিবে। পরে উহার এক একভাগ দুগ্ধের সহিত গুলিয়া ৷৷০ অর্দ্ধ-তোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক ঘৃত মধ্যে পাক করিয়া শীতল হইলে সেবন করিবে এবং ২ তোলা পরিমাণে মহিষীর দুগ্ধ অনুপান করিবে। এবম্প্রকারে এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই হরগৌরী-

সৃষ্টরস ঔষধ সেবনকারিব্যক্তি দুগ্ধান্ন, ঘৃত, শাক ও তেঁতুল সুপথ্য রূপে ব্যবহার করিবে।

নিশা গোক্ষুরকারিষ্ট সোমবল্কল জাঙ্গলৈঃ ॥
লোধ্র পদ্ম সমঞ্জিষ্ঠা চন্দনাগুরুদীপ্যকৈঃ।
পটোলমুস্ত ভল্লাতৈর্যুক্তং তৈলং বিপাচয়েৎ ॥
অবিপাকোঽরুচিচ্ছর্দ্দি নিদ্রাকাসঃ সপীনসঃ ॥
উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে মেহিনাং কফজন্মনাম্।
বস্তি মেহনয়ো স্তোদো মুষ্কাবদরণং জ্বরঃ ॥
দাহ তৃষ্ণাম্লিকা মূর্চ্ছাবিড়্ভেদঃ পিত্তজন্মনাম্।
বাতজানামুদাবর্ত্তং ঘর্ম্মহৃদ্গ্রহলোলতা ॥
শূলমুন্নিদ্রতা শোষঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ জায়তে।

বাতে

যথোক্তোপদ্রবারিষ্টমতিপ্রস্রুতমেব চ।
পিড়কাপীড়িতং গাঢ়ং প্রমেহো হন্তি মানবম্ ॥

উপদ্রবে।

উপদ্রবাণাং শান্ত্যর্থং ঘৃতমত্রৈব কথ্যতে ॥

তৈল /৪ সের, জল /।৬ সের এবং কল্কার্থ হরিদ্রা, গোক্ষুর, নিম্ব, শ্বেতখদির, ঝিঙ্গে, লোধ পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, অগুরুকাষ্ঠ, যমানী, পটোল, মুথা ও ভেলা, সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে বাতজ, কফজ ও পিত্তজ প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়। কিন্তু ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিকমেহ নিবারণার্থে তৈল /৪ সের না দিয়া ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত /৪ সের অর্থাৎ ঘৃত /২ সের ও তৈল /২ সের দিয়া পাক করিবে। ইহাকে যমক বলে জানিবে।

দশমূলঘৃতম্।

দশমূলী শটী দন্তী দেবদারু পুনর্ণবা॥
মূলং স্নুহ্যর্কয়োঃ পথ্যাভূকদম্বঞ্চ পুষ্করম্।
করঞ্জ বরুণমূলং পিপ্পলী চ সমং সমম্॥
প্রতিদশপলং যোজ্যং কুলথ বদরী যবাঃ।
ইত্যেবং ষোড়শ পলং সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ॥
অষ্টত্রিংশদ্গুণে তোয়ে পাদশেষং সমাহরেৎ।
বস্ত্রপূতং কষায়ন্তং পুনঃ পাচ্যমিমৈঃ সহ॥
চব্যং দ্বিপিপ্পলী ভার্গী বচা ত্রিবৃদ্বিড়ঙ্গকম্।
লোধ্রকং পিণ্যাকং শুণ্ঠী প্রত্যেকং পলমাত্রকম্॥
চূর্ণিতং যোজয়েদত্র ঘৃতপ্রস্থযুতং পচেৎ।
ঘৃতাবশেষমুত্তার্য্য কর্ষমাত্রং প্রযোজয়েৎ॥
প্রমেহোপদ্রবাণাঞ্চ শমনং পরমং হিতম্।
পিড়কা ব্রণ কাশঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবশান্তিকৃৎ॥

অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রা, কাস ও পীনস, এই সকল লক্ষণ কফজ প্রমেহ রোগে উৎপন্ন হয়। তলপেটে ও লিঙ্গে বেদনা, অণ্ডকোশে বিদারণবৎ বেদনা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লদোষ, মূর্চ্ছা ও মলভেদ এই সকল লক্ষণ পিত্তজ প্রমেহরোগে জন্মিয়া থাকে। উদাবর্ত্ত, ঘর্ম্ম, হৃদয়ে বেদনা, লোলতা, শূলবৎবেদনা, নিদ্রানাশ, শোষ, কাস ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ বাতজ প্রমেহরোগে জন্মিয়া থাকে। উল্লিখিত উপদ্রবরূপ লক্ষণযুক্ত, অত্যধিক শুক্রস্রাবিত এবং পিড়কায় অত্যন্ত পীড়িত হইলে, মেহরোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয় জানিবে। পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সকল নিবারণার্থ পশ্চাৎ ঘৃত ঔষধ কথিত হইতেছে।

গব্যঘৃত /৪ সের, কাথার্থ দশমূল, শঠী, দন্তী, দেবদারু, পুনর্ণবা, সিজেরমূল, আকন্দমূল, হরীতকী, ভূকদম্ব, পুষ্করমূল, করঞ্জমূল, বরুণমূল ও পিপুল প্রত্যেকে ১০ দশপল, কুলথকলায়, কুলশুঁঠ ও যব প্রত্যেকে ১৬ পল, জল সমস্ত দ্রব্যের ৬৮ গুণ, শেষ চতুর্থাংশ এবং কল্কার্থ পিপুল, গজপিপুল, চই' বামনহাটি, বচ, তেউড়ী, বিড়ঙ্গ, লোধ, তিলের খইল ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ পল। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে হেমন্তজনিত পিড়কা, ব্রণ, কাসাদি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

স্বভাবিতং সারজলৈলা হি পিষ্ট্বা শিলোদ্ভবাঃ।
শালিং ঘৃতৈশ্চ ভুঞ্জানঃ শালিং জাঙ্গলজৈ রসৈঃ॥

সারজলে ভাবিত পার্ব্বতীয় ছোটএলাচি পেষণপূর্ব্বক সেবন করিয়া ঘৃত ও জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংসরসের সহিত অন্নভোজন করিলে প্রমেহরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

শুক্রমাতৃকা বটিকা।

গোক্ষুরবীজং ত্রিফলা পত্রমেলা রসাঞ্জনম্।
ধন্যাকঞ্চবিকা জীরং তালীশং টঙ্গ দাড়িমৌ॥
প্রত্যেকার্দ্ধপলং দত্বা গুগ্‌গুলোঃ কার্ষিকন্তথা।
রসাভ্র লৌহ গন্ধানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং ক্ষিপেৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং বৈদ্যো দণ্ডযন্ত্রৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য মাসমেকন্তু খাদয়েৎ॥
দাড়িম স্বরসেনৈব ছাগীদুগ্ধেন বাম্ভসা।
চন্দ্রনাথেন গদিতা বটিকা শুক্রমাতৃকা॥

বিংশন্মেহান্নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তসমুদ্ভবান্।
দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীগদান্॥
বলবর্ণাগ্নিজননী জ্বরদোষনিসূদনী।

গোক্ষুরবীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, ছোটএলাচি, রসাঞ্জন, ধনে, চই, জীরক, দাড়িমছাল, তালিশপত্র ও সোহাগার খৈ প্রত্যেকে ৮ তোলা, গুগ্গুলু ২ তোলা, পারদ, অভ্র, লৌহ ও গন্ধক প্রত্যেকে ৮ তোলা, এই সকল চূর্ণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক একটী ঘৃত ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা ১মাষা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। ইহার অনুপান, ছাগদুগ্ধ, দাড়িমের রস অথবা জল। ইহাতে বল বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি ও কফদোষ বিনষ্ট হয়

সোমেশ্বর-রসঃ।

শালার্জ্জুনক লোধ্রাণাং কদম্বাগুরু-চন্দনম্।
অগ্নিমন্থ নিশাদ্বন্দ্বং ধাত্রী দাড়িম গোক্ষুরম্॥
জম্বূবীরণমূলঞ্চ ভাগমেষাং পলার্দ্ধকম্।
রস গন্ধক ধান্যাভ্র মেলাপত্রঞ্চ পদ্মকম্॥
লৌহং রসাঞ্জনং পাঠা বিড়ঙ্গ টঙ্গজীরকে।
প্রত্যেকং পলিকং ভাগং পলার্দ্ধং গুগ্গুলোরপি॥
ঘৃতেন বটিকা কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শ রক্তিকাম্।
গহনানন্দনাথেন রসো যত্নেন নির্ম্মিতঃ॥
সোমেশ্বরো মহাতেজা বাতমেহং নিহন্ত্যলম্।
একজং দ্বন্দ্বজং চোগ্রং সন্নিপাত সমুদ্ভবম্॥
উপদ্রব সমাযুক্তং চিরকাল সমুদ্ভবম্।
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং কামলাঞ্চ হলীমকম্॥

ভগন্দরোদরার্শাংশ্চ বিবিধান্ পীড়কান্ ব্রণান্।
বিস্ফোটার্ব্বুদ কণ্ডুশ্চ রক্তপিত্তাম্লপিত্তকে॥
যকৃৎ প্লীহোদরং গুল্ম শূলার্শঃ কাস বিদ্রধীন্।
বলবর্ণাগ্নিজনকো গ্রহবৈগুণ্যনাশনঃ॥
ছাগীদুগ্ধাম্বুপানেন নারিকেলজলেন বা।
শীতেন পাকতৈলেন যব যূষাদি যোগতঃ॥
কুর্য্যাদ্ব্যক্ত্যা পবিত্রোঽপি যুক্ত্যা বা রুচিবর্দ্ধনম্।

পদ্মকং পদ্মকাষ্ঠম্।

শালবৃক্ষের ছাল, অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল, লোধ, কদম্ব, অগুরুকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, গনিয়ারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম, গোক্ষুর জাম ও বেণারমূল প্রত্যেকে ৪ তোলা, পারদ, গন্ধক, ধান্যাভ্র, এলাচি, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন, আকান্দীলতা, বিড়ঙ্গ, সোহাগার খৈ ও জীরক প্রত্যেকে ৮ তোলা ও গুগ্গুলু ৪ তোলা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃতসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ১৬ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান ছাগদুগ্ধ, নারীকেলের জল, শীতল পাক তৈল ও যবাদির যূষ। ইহা দ্বারা সকলপ্রকার মেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, কামলা, প্লীহাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

মেহমুদ্গর-বটিকা।

রসাঞ্জনং বিড়ং দারু বিল্ব গোক্ষুর দাড়িমাঃ।
ভূনিম্ব পিপ্পলীমূলং ত্রিকণ্ট ত্রিফলা ত্রিবৃৎ॥
প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লোহচূর্ণন্তু তৎসমম্।
পলৈকং গুগ্গুলুং দত্ত্বা ঘৃতেন বটিকাং কুরু।
মাষৈকা নির্ম্মিতা চেয়ং মেহমুদ্গর সংজ্ঞিনী॥

শ্রীমহদ্গহননাথেন লোকনিস্তারকারিণা।
অনুপানং প্রকর্ত্তব্যং ছাগীদুগ্ধং জলঞ্চ বা॥
বিংশন্মেহং নিহন্ত্যাশু মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্।
অশ্মরী কামলা পাণ্ডু মূত্রাঘাত মরোচকম্॥
ষড়র্শাংসি ব্রণং কুষ্ঠং ভগন্দর মসূরিকা।
সুখিনে যদি কর্ত্তব্যা ত্রিসুগন্ধি সমন্বিতাঃ॥

গোক্ষুরং গোক্ষুরবীজম্।

রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িমফলের ছাল, চিরতা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, ত্রিফলা ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এবং সকলের সমান লৌহ একত্র চূর্ণ করিয়া তৎসহ ৮ তোলা গুগ্‌গুলু মিশ্রণ পূর্ব্বক ঘৃতসহ মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সুখীব্যক্তির নিমিত্ত করিতে হইলে, উহাতে ত্রিসুগন্ধি চূর্ণ মিশাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনুপান ছাগদুগ্ধ অথবা জল।

কণা মধুক কুষ্ঠৈলা রেণুকা রজনীদ্বয়ৈঃ।
সমঙ্গা শারিবা লোধ্র ধাতকীভির্বিপাচিতম্॥
শোধনং রোপণং তৈলং পিড়কায়াং প্রশস্যতে।
কণাভিঃ কল্কঃ।
ইতি জলং চতুর্গুণম্।

তিলতৈল /৪ সের, জল ।৬ সের এবং পিপুল, যষ্টিমধু, কুড়, এলাচি, রেণুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, লোধ ও ধাইফুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক মেহজনিত পিড়কায় প্রয়োগ করিলে ব্রণ শোধিত ও রূঢ় হয়।

ত্রিফলামুস্তকং দারুহরিদ্রা দেবদারু চ।
তৎ ক্বাথং মতিমান্ মেহান্ বহুপত্ররজং জয়েৎ॥

ত্রিফলা, মুথা, দারুহরিদ্রা ও দেবদারু, ইহাদের কাথ অভ্রচূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে ২০ প্রকার প্রমেহরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

লোধ্রমূর্ব্বা শটী বিল্ব ভার্গী কুষ্ঠ বিড়ঙ্গকম্।
প্রিয়ঙ্গু তিবিষা বহ্নি ভূনিম্ব কটুরোহিণী॥
চাতুর্জ্জাতকযুগ্মঞ্চ কন্দুকং ইন্দ্রবারুণী।
যমানী পুষ্করং পাঠা গ্রন্থি চব্যং ফলত্রয়ম্॥
কর্ষসমমম্লকরসে ক্বাথে পাদাবশেষিতে।
সুশীতলে বিনিক্ষিপ্য তস্মিন্ প্রস্থদ্বয়ং মধু॥
পক্ষৈকং রক্ষয়েদ্ভূমৌ সিদ্ধং রুদ্রাসনং ভবেৎ।
প্রমেহার্শাংসি কুষ্ঠানি পাণ্ডুত্বং গ্রহণী-ক্রিমীন্॥

লোধ, শুচমুখী, বেলশুঁঠ, শঠী, বামনহাটী, কুড়, বিড়ঙ্গ, প্রিয়ঙ্গু, আতৈস, চিতা, চিরতা, কট্‌কী, চাতুর্জ্জাতক, তেজপত্র, এলাচি, দারুচিনি, নাগকেশর, কন্দ, ইন্দ্রবারুণী, যমানী, পুষ্করমূল, আকনাদী, পিপুলমূল, চই ও ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, জল ৸২ সের, শেষ ⁄৮ সের তেঁতুলের রস এবং শীতল হইলে ⁄৪ সের মধু মিশ্রণ পূর্ব্বক ১৫ দিন মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। ইহা পান করিলে প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, গ্রহণী, ক্রিমি ও প্রমেহ জনিত উপদ্রব সকল বিনষ্ট হয়।

জাতঃ প্রমেহী মধুমেহিনো বা
ন সাধ্যরোগঃ সহি বীজদোষাৎ।
যে চাপি কেচিৎ কুলজা বিকারা
ভবন্তি তাংশ্চ প্রবদন্ত্যসাধ্যান্॥

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিতে রসরত্নাকরে মেহচিকিৎসা নাম দ্বাদশোপদেশঃ।

মধুমেহরোগীর মেহ, বীজদোষজাত মেহ ও কুলজাত প্রমেহরোগ অসাধ্য।

ইতি শ্রীপার্ব্বতীপুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত রসরত্নাকরে
মেহচিকিৎসানামক দ্বাদশ উপদেশ সমাপ্ত।

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ স্থৌল্যচিকিৎসামাহ।

শ্রমচিন্তা ব্যবায়াধ্ব ক্ষৌদ্র জাগরণ প্রিয়ঃ।
হন্ত্যবশ্যমতিস্থৌল্যং যব শ্যামাক ভোজনঃ॥
ব্যায়াম যুক্তোঽজীর্ণাশী যব গোধূম ভোজনঃ।
সন্তর্পণ কৃতৈর্দ্দোষৈঃ স্থৌল্যমুক্তো বিমুচ্যতে॥
প্রশান্তকা প্রিয়ঙ্গুশ্চ শ্যামাক যবকা যবাঃ।
চূর্ণকা কোদ্রবা যুক্তৈঃ কুলত্থৈশ্চ তথা হিতৈঃ॥
আঢ়কীনাঞ্চ বীজানি পটোলামলকৈঃ সহ।
ভোজনান্তে প্রশস্যন্তে পানাসুঞ্চ মধূদকম্॥
অরিষ্টাংশ্চানুপানার্থে মেদোমাংস কফাপহান্।
অতিস্থৌল্য-বিনাশায় প্রবিভজ্য প্রযোজয়েৎ॥
অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতি বিবর্দ্ধয়েৎ॥
প্রাতর্মধ্ব্যুষিতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনম্।
কেচিৎ ক্ষারত্বেন কর্ষণত্বাৎ কৌপং জলমাহুঃ॥
উষ্ণমন্নস্য মণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ॥

পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথচলা, মধুপান রাত্রিজাগরণ, যব ও শ্যামাধানের অন্ন ভোজন দ্বারা অতি স্থৌল্য দূরীভূত হয়। পরিশ্রান্ত ব্যক্তি অজীর্ণে ভোজন পূর্ব্বক যব ও গোধূম ভোজন করিলে সন্তর্পণ কৃত দোষ কর্তৃক অতিস্থৌল্য বিনষ্ট হয়। প্রশান্তক, শ্যামাক, প্রিয়ঙ্গু, যবক, যব, চূর্ণক ও কোদ্রব, এই সকল ধান্যের অন্ন পটোল, আমলকী, কুলথকলায় ও অড়হরের যূষ সহ ভোজন করিবে, ভোজনান্তে অল্পউষ্ণ জলসহ মধুপান করিবে এবং অনুপানার্থ অরিষ্টক সকল রোগ বিশেষে প্রয়োগ করিলে অতিস্থৌল্য বিনষ্ট হয়। প্রাতঃকালে মধু ও বাসীজল একত্র পান করিলে অথবা কূপের জল পান করিলে কিংবা উষ্ণঅন্নমণ্ড পান করিলে স্থৌল্যরোগ বিনষ্ট হয়।

ব্যোষাগ্নি গুগ্‌গুলুঃ।

ব্যোষাগ্নি ত্রিফলামুস্ত বিড়ঙ্গং গুগ্‌গুলুং সমম্॥
খাদেৎ সর্ব্বান্ জয়েদ্ব্যাধীন্ মেদঃ শ্লেষ্মমবাতজান্।

ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা, মুথা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গুগগুলু সকলের সমান, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মেদ, কফ ও আমবাত জনিত সর্ব্বপ্রকার মেদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলাতিবিষা মূর্ব্বা ত্রিবৃচ্চিত্রক বাসকৈঃ।
নিম্বারগ্বধ ষড়্গ্রন্থা সপ্তপর্ণ নিশাদ্বয়ৈঃ।
গুড়ূচীন্দ্র মুরা কৃষ্ণা কুষ্ঠসর্ষপ নাগরৈঃ॥
তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্বং স্বরসাদিরসাপ্লুতম্।
পানাভ্যঞ্জন গণ্ডূষ নস্য বস্তিষু যোজিতম্।
স্থূলতালস্য কণ্ঠাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্॥

সুরসাদিগণং যথা।

সুরসা ত্রিবিধা শুক্লকৃষ্ণভেদান্।
কঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা কট্ তৃণ
গন্ধতৃণ কটঙ্কসংমূলান্ প্রসিদ্ধিঃ।
কাসমর্দ্দঃ কালকাশুন্দা বিড়ঙ্গকুরকৌ
গোখুরা কোকিলাক্ষ বলম্বুযে অজাজীদ্বয়ম্॥

শুক্লকৃষ্ণভেদান্ কাকজাম্বু কাকজঙ্ঘা দন্তী ইন্দ্রত্বরি কাক-মাচী এষাং মিলিত্বা ৬৪ পল জল ৫১২ পল শেষ ৩২ পল কল্কার্থং ত্রিফলাদি বিংশতিদ্রব্যাণি মিলিত্বা ৮ পল।

তিলতৈল ৴৪ সের, কল্কার্থ সুরসাদিগণ ৬৪ পল, জল ৫১২ পল এবং শেষ ৩২ পল, এবং কল্কার্থ ত্রিফলা, অতৈস, সূচমুখী, তেউড়ী, চিতা, বাসক, নিম্ব, সোণালু, বচ, ছাতিম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, মুরামাংসী, পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুণ্ঠী, সমভাগে সমস্তে ৴১ সের। এই তৈল পাকপূর্ব্বক পান, অভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, নস্য ও বস্তিদ্বারা প্রয়োগে কফকৃত স্থূলতা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিঞ্চাপত্র স্বরসং ম্রক্ষিতকল্কাদি যোজিতম্।
জয়তি দুগ্ধহরিদ্রোদ্বর্ত্তন মচিরাদ্দেহস্য দৌর্গন্ধ্যম্॥
তিন্তিড়ীপত্রস্বরসে প্রথমতঃ কল্কাদি ম্রক্ষণম্।
কৃত্বা পিষ্টয়া দুগ্ধহরিদ্রোদ্বর্ত্তনম্।
হরীতকী লোধ্রমরিষ্টপত্র চূতত্বচো দাড়িমবল্কলঞ্চ।
এষোঽঙ্গরাগঃ কথিতোঽঙ্গনানাং জঙ্ঘাকষায়াশ্চ নরাধিপানাম্॥

তেঁতুলপাতার রসে কল্কাদি ম্রক্ষণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও হরিদ্রাদ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে স্থৌল্যরোগ বিনষ্ট হয়। হরীতকী, লোধ, নিমপাতা আঁবের ছাল ও দাড়িমফলের ছাল, ইহাদের কাথ দ্বারা স্থৌল্যনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বাড়বাগ্নি রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং তাম্রং তালং সমং সমম্।
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং ক্ষৌদ্রের্লে হ্যং দ্বিগুঞ্জকম্॥
পলং ক্ষৌদ্রং পলং তোয়মনুপানং পিবেৎ সদা॥
বাড়বাগ্নিরসো নাম স্থৌল্যঞ্চাপি নিযচ্ছতি।

পারা, গন্ধক, তামা ও হরিতাল, সমানভাগে চূর্ণ করতঃ আকন্দক্ষীরে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে স্থৌল্যরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ১ পল মধু ও ১ পল জল একত্র অনুপান করিবে।

লৌহরসায়নম্।

গুগ্‌গুলুস্তালমূলী চ ত্রিফলা খদিরং বৃষম্।
ত্রিবৃতালম্বুষা চৈব নির্গুণ্ডী চিত্রকং স্নুহী।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ তোয়পঞ্চাঢ়কে পচেৎ॥
পাদশেষং ততঃ কৃত্বা কয়ায়মবতারয়েৎ॥
পলদ্বাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণলৌহং সুচূর্ণিতম্।
পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাষ্টপলান্বিতম্॥
পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারয়েৎ।
প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং দেয়ং শিলাজতু পলদ্বয়ম্।
এলাত্বচঃ পলার্দ্ধঞ্চ বিড়ঙ্গানি পলত্রিকম্।
মরিচং চাঞ্জনং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফলান্বিতম্॥
পলদ্বয়স্তু কাশীশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং বুধৈঃ।
চূর্ণং কৃত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ততঃ সংশুদ্ধদেহস্তু ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকম্॥
অনুপানং পিবেৎ ক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসস্তথা।

কামলা পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুং সভগন্দরম্।
মূর্চ্ছামোহ বিষোন্মাদ গরাণি বিবিধানি চ॥
স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠং মেদুরে পরমৌষধম্।
কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রেণ কুক্ষিং পাতালসন্নিভাম্॥
বল্যং রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমম্।
শ্রীকরং বুদ্ধিজননং বলী পলিতনাশনম্॥
নাশ্নীয়াৎ কদলীকন্দং কাঞ্জিকং করমর্দ্দকম্।
করীরং কারবিল্বঞ্চ ষট্ককারাণি বর্জ্জয়েৎ॥

ক্বাথার্থং তালমূল্যাদি একাদশ দ্রব্যানাং প্রত্যেকং ১০ পল শ্লথ পোটলবদ্ধ গুগ্গুলু ১০ পল গুগ্গুলু ক্বাথাদবতার্য্য জারিত লৌহং শৃতং সর্ব্বমেকীকৃত্য পচনীয়ম্। সিদ্ধে প্রক্ষেপার্থং শিলাজতু ২ পল এলা গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ১ কর্ষ বিড়ঙ্গ ৩ পল মরিচ রসাঞ্জন পিপ্পলী ত্রিফলা প্রত্যেক ২ পল ধাতুকাশীশ ২ পল শীতে মধু ১৬ পল।

ক্বাথার্থ গুগ্গুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদির, বাসক, তেউড়ী, মুণ্ডিরী, নিসিন্দা, চিতা ও মনসাসীজ প্রত্যেকে ১০ পল, পাকার্থ জল ৫ আঢ়ক, শেষ ৴।০ সের, এই ক্বাথ জারিত লৌহ ১২ পল, পুরাণ ঘি ৴২ সের এবং চিনি ৴১ সের, একত্র পাক করিতে করিতে ঘন হইলে শিলাজতু ২ পল, এলাচি ও দারুচিনি প্রত্যেকে ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৩ পল, মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল ও ত্রিফলা প্রত্যেকে ২ পল এবং ধাতুকাশীস ২ পল উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া শীতল লইলে ৴১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা, শোথ, কুষ্ঠ, উদরাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনুপান দুগ্ধ ও জাঙ্গল পশু, পক্ষীর মাংস যূষ।

বিড়ঙ্গাদি লৌহম্।

বিড়ঙ্গ নাগরক্ষার কাল লৌহরজো মধু।
যবামলক চূর্ণঞ্চ প্রয়োগঃ স্থৌল্যনাশনঃ॥

কাল লৌহবজ্রাদি জারিত-পুটিতং সর্ব্বেষাং সমভাগমিতি নিশ্চলকরঃ। লৌহস্য মহাবীর্য্যত্বেন প্রাধান্যান্মিলিত সর্ব্বচূর্ণং সমত্বং যুক্তমিতি ত্রিবিক্রমদেবঃ। মধুনাবলেহঃ।

বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, যবক্ষার যব, আমলকী, প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং কাললৌহ সমভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া উচিতমাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে স্থৌল্য নষ্ট হয়।

ত্র্যূষণাদি লৌহম্।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা চব্যং চতুর্ল বণমভ্রকম্।
বাগুজী লৌহচূর্ণঞ্চ ভক্ষয়েন্মধু সর্পিষা॥
পরং স্থৌল্যহরং বহ্নি বলবর্ণ বিবর্দ্ধনম্।
শ্রেষ্ঠং রসায়নং মেহ কুষ্ঠঘ্নং যন্ত্রণাং বিনা॥
চতুর্ল বণং কড়কচাং বিনা সর্ব্বচূর্ণসমম্।
লৌহং নবায়সাদিবৎ ক্রিয়া।

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, সৈন্ধব, সচললবণ, বিটলবণ ও সামুদ্রলবণ, অভ্র ও সোমরাজী প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ সকলের সমান; সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে স্থৌল্য বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি পায়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন। অপিচ ইহা দ্বারা মেহ ও কুষ্ঠব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্।

ত্রিকত্রয়ং ত্রিবৃদ্দন্তী শশী ভল্লাতকানি চ।
লৌহং স্থৌল্যং নিহন্ত্যাশু মহাবায়ুরিবাম্বুদম্॥
ত্রিকত্রয়ং পূর্ব্বোক্তং শশী কর্পূরম্।

ইতি স্থৌল্যাধিকারঃ।

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, কর্পূর ও ভেলা, সমভাগে এবং লৌহ সকলের সমান একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে স্থৌল্য বিনষ্ট হয়।

ইতি স্থৌল্যাধিকার সমাপ্ত।

অথোদরচিকিৎসামাহ।

সর্ব্বমেবোদরং প্রায়োদোষসংহতিজং মতম্।
অতো বাতাদিশমনী ক্রিয়া সর্ব্বা প্রশস্যতে॥
বহ্নিমন্দত্ব মায়াতি কুক্ষৌ দোষপ্রপূরিতে।
অজীর্ণাম্ললিনৈশ্চান্নৈর্ম্মন্দাগ্নৌ মলসঞ্চয়াৎ॥
রুদ্ধা স্বেদাম্বুবাহীনি জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাম্।
আধ্মান মামতাদ্যঞ্চ গতিরল্পা কৃশাঙ্গতা॥
শোথঃ সদনমঙ্গানাং দাহস্তন্দ্রা বিবর্ণতা।
সংগোবিড়্বাত পস্যাঞ্চ শ্বয়থুশ্চাশু লক্ষণম্॥

ইতি পূর্ব্বরূপম্।

সর্ব্বপ্রকার উদররোগ ত্রিদোষজনিত, একারণ উহাতে বাতাদিত্রিদোষ প্রশমক চিকিৎসা করিবে। বাতাদি দোষত্রয় কুক্ষিদেশে আশ্রয়

গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিমান্দ্য জন্মায়, এই অগ্নিমান্দ্য প্রযুক্ত অজীর্ণ জন্মিয়া মলিন অন্ন দ্বারা মলসঞ্চয় প্রযুক্ত স্বেদবহ ও অম্বুবহ স্রোতসমূহকে রুদ্ধ করায় উদর রোগ উৎপন্ন হয় জানিবে। আধ্মান, আমতা, অল্পগতি, কৃশাঙ্গতা, শোথ, অবসন্নতা, দাহ, তন্দ্রা, বিবর্ণতা, মলরোধ, অধোবায়ুর রোধ এবং পাদদ্বয়ে শীঘ্র শোথোৎপত্তি এই সকল উদররোগের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলী লবণান্বিতম্।
শর্করা মরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ॥
যমানী সৈন্ধবাজাজী ব্যোষযুক্তং কফোদরী।
পিবেন্মধুযুতং তক্রং ব্যক্তাম্লং নাতিপেলবম্॥

নাতিতনু।

মধু তৈল বচা শুণ্ঠী শতাহ্বা কুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
যুক্তং প্লীহোদরী জাতং সব্যোষন্তূদকোদরী॥
বদ্ধোদরী তু হবুষা দীপ্যকাজাজী সৈন্ধবৈঃ।
পিবেচ্ছিদ্রোদরী তক্রং পিপ্পলী ক্ষৌদ্রসংযুতম্॥
ত্র্যষণক্ষার লবণৈর্যুক্তং ত্রৈদোষিকোদরী॥

বাতোদররোগী পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবচূর্ণ প্রক্ষেপে তক্র পান করিবে। পিত্তোদররোগী শর্করা ও মরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপে তক্র পান করিবে। কফোদররোগী যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ত্রিকটু চূর্ণ এবং মধু প্রক্ষেপে অম্লতক্র সেবন করিবে। প্লীহোদররোগী মধু, তৈল এবং বচ, শুণ্ঠি, শলুফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপে তক্র পান করিবে। জলোদররোগী ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘোল পান করিবে। বদ্ধোদরী হবুষা, যমানী, জীরক ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তক্র পান করিবে। ছিদ্রোদররোগী পিপুল চূর্ণ ও মধু সহযোগে

তক্র সেবন করিবে এবং ত্রৈদোষিকোদরী ত্রিকটু যবক্ষার ও সৈন্ধব-লবণ চূর্ণ প্রক্ষেপে তক্র পান করিবে।

সামুদ্রাদি চূর্ণম্।

সামুদ্র সৌবর্চ্চল সৈন্ধবানি
ক্ষারং যমানীমজমোদকঞ্চ॥
সপিপ্পলীচিত্রক শৃঙ্গবেরং
হিঙ্গুং বিড়ঞ্চেতি সমানি কুর্য্যাৎ।
এতানি চূর্ণানি ঘৃতপ্লুতানি
ভুঞ্জীতপূর্ব্বং কবলং প্রশস্তম্।
বাতোদরী গুল্মমজীর্ণযুক্তং বায়ুং
প্রকোপং গ্রহণীঞ্চ দুষ্টাম্।
অর্শাংসি দুষ্টানি চ পাণ্ডুরোগং
ভগন্দরাংশ্চৈব নিহন্তি সদ্যঃ॥

সামুদ্রলবণ, সচললবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল চিতা, শুণ্ঠী, হিং ও বিটলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃতাপ্লুত করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে কবল ধারণ করিলে বাতোদর, গুল্ম, অজীর্ণাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

পিত্তোস্তবে তু বলিনং পূর্ব্বমেব বিরেচয়েৎ।
অথাবাল্যাবলং ক্ষীরবস্তি শুদ্ধং বিরেচয়েৎ॥

পৈত্তিক উদররোগী বলবান্ হইলে, তাহাকে প্রথমতঃ বিরেচন প্রয়োগ করিবে কিন্তু দুর্ব্বল হইলে ক্ষীরবস্তি প্রয়োগ দ্বারা দাস্ত করাইবে।

নারায়ণ চূর্ণম্।

যমানীহবুষাধান্য ত্রিফলা সোপকুঞ্চিকা।
কারবী পিপ্পলীমূলমজগন্ধা শটী বচা॥

শতাহ্বা জীরকং ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী চ চিত্রকা।
দ্বৌ ক্ষারৌ পুষ্করমূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্॥
বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা ভাগত্রয়ং তথা।
ত্রিবৃদ্বিশালে দ্বিগুণে সাতলা স্যাচ্চতুর্গুণা॥
এষ নারায়ণো নাম চূর্ণো রোগগণাপহঃ।
নৈনং প্রাপ্যাভিবর্ত্তন্তে রোগাবিষ্ণু মিবাসুরাঃ।
তক্রেণোদরিভিঃ পেয়ো গুল্মিভির্ব্বদরাম্বুনা॥
আনদ্ধবাতে সুরয়া বাতরোগে প্রসন্নয়া।
দধিমণ্ডেন বিট্ সঙ্গে দাড়িমাম্বুভিরর্শসৈঃ॥
পরিকর্ত্তে চ বৃক্ষাম্লৈরুষ্ণাম্বুভিরজীর্ণকে।
ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে শ্বাসে কাসে গলগ্রহে॥
হৃদ্রোগে গ্রহণীরোগে কুষ্ঠে মন্দেঽনলে জ্বরে।
দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে সগরে কৃত্রিমে বিষে।
তথার্হং স্নিগ্ধকোষ্ঠেন পেয়মেতদ্বিরেচনম্॥

অশ্বগন্ধা ক্ষৌদ্রযমানী।

উপকুঞ্চিকাকারবেৌ স্থূলকানি কৃষ্ণজীরা স্বল্পকাল জীরা চ দ্বয়ম্। দন্তীভাগত্রয়ং প্রথমভাগাপেক্ষয়া।

যমানী, হবুষা, ধনে হরীতকী, আম্‌লা, বহেড়া কৃষ্ণজীরা, মোটাজীরা, পিপুলমূল, ক্ষুদ্রযমানী, শঠী, বচ, শলুফা, ক্ষুদ্রজীরা, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, করকচলবণ, সামুদ্রলবণ ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেকে ১ ভাগ, দন্তী ৩ ভাগ, তেউড়ী ও রাখালশশার মূল প্রত্যেকে ২ ভাগ ও চামরকষা আলু ৪ ভাগ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায়

তক্রসহ সেবন দ্বারা উদররোগ, কুলের কাথ সহ সেবনে গুল্মরোগ, সুরাসহ সেবনে আনদ্ধবাত, সুরামণ্ডসহ সেবনে বাতরোগ, দধির মাত সহ সেবন দ্বারা মলবদ্ধতা, দাড়িমের রস সহ সেবন দ্বারা অর্শ, অম্লবেতস সহ সেবন দ্বারা পরিকর্ত্তিকা, উষ্ণ জলসহ সেবন দ্বারা অজীর্ণ, ভগন্দর, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি অনেক রোগ বিনষ্ট হয়।

পুনর্ণবা নিম্বপটোল শুণ্ঠী-
তিক্তামৃতা দার্ব্বভয়া কষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদর কাশশূল-
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

পুনর্ণবা, নিম, পটোল, শুণ্ঠী, কট্‌কী গুলঞ্চ, দেবদারু এব হরীতকী, ইহাদের কাথ পানদ্বারা সর্ব্বাঙ্গশোথ, উদর, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

বিন্দুঘৃতম্।

অর্কক্ষীর পলে দ্বেচ স্নুহীক্ষীর পলানি ষট্।
পথ্যা কম্পিল্লকং শ্যামা শম্পাক গিরিকর্ণিকা॥
নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকস্তথা।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অথাস্য মলিনে কোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ।
যাবতোঽস্য পিবেদ্বিন্দূন্ তাবদ্বেগান্ বিরিচ্যতে॥
গুল্মকুষ্ঠ মুদাবর্ত্তশ্বয়থুঞ্চ ভগন্দরম্।
শময়েদুদরাণ্যষ্টৌ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
এতদ্বিন্দুঘৃতংনাম যেনাত্যক্তো বিরিচ্যতে।
জলং চতুর্গুণম্।

গব্যঘৃত ৸৶ সের, জল ।৩ সের এবং কল্কার্থ আকন্দের আঠা ২ পল, সিজের আঠা ৬ পল, এবং হরীতকী; কমলাগুঁড়ী, শ্যামা-

লতা, সোণালু অপরাজিতা, নীলগাছ, তেউড়ী, দন্তী, চোরপুষ্পী ও চিতার মূল প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক যত বিন্দু সেবন করিবে, ততবার দাস্ত হইয়া উদর, গুল্ম, কুষ্ঠ, শোথ ও ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নারাচঘৃতম্।

লোধ্রচিত্রক চব্যানি বিড়ঙ্গং ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
শঙ্খিন্যতিবিষা ব্যোষ মজমোদা নিশাদ্বয়ম্॥
দন্তী চ কার্ষিকং সর্ব্বং গোমূত্রস্য পলাষ্টকম্।
চতুঃপলং স্নুহীক্ষীরং রাজবৃক্ষফলস্তথা॥
এতৈশ্চতুর্গুণে তোয়ে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
উদরঞ্চামবাতঞ্চ প্লীহগুল্ম ভগন্দরান্॥
নিহন্ত্যচিরযোগেন গৃধ্রসী স্তম্ভমূরুজম্।
বৃহন্নারাচকংনাম ঘৃতমেতত্তথামৃতম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, গোমূত্র /১ সের, সিজের আঠা /॥০ সের এবং কল্কার্থ লোধ, চিতা, চই, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বয় তেউড়ী চোরপুষ্পী অতৈস, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও দন্তী ইহাদের কাথ ।৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় পান করিলে উদর, আমবাত, প্লীহা ও গুল্মাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহদগ্নিমুখ-চূর্ণম্।

স্বর্জিক্ষারং যবক্ষারং ভল্লাতং গজপিপ্পলীম্।
অজমোদা বচা মুস্তা দেবদারু বিড়ঙ্গকম্॥
পাঠা দারুনিশা হিঙ্গুধাত্রী দাড়িম পুষ্করম্।
বৃদ্ধদার ত্রিবৃচ্চিঞ্চা যমানী জীরকদ্বয়ম্॥

কর্পূরো নাগরং ভার্গী মরিচঞ্চাম্লবেতসম্।
মণ্ডুরমভয়া শুণ্ঠী চাতুর্জ্জাত করঞ্জকম্॥
আরগ্বধং তথা পঞ্চ লবণানি বিচূর্ণয়েৎ।
শিগ্রু ব্রধ্নত্বচঃ ক্ষারং বারুণীপত্র চিঞ্চিকা॥
তিলকাণ্ড কোকিলাক্ষঃ ক্ষারঞ্চৈবাপমার্গজম্।
তুল্যাংশং মাতুলুঙ্গাম্লৈর্ভাবনাত্রয়ভাবিতম্॥
মুস্তাকাথৈস্ত্রিধা ভাব্যমার্দ্রকোত্থদ্রবৈস্ত্রিধা।
বৃহদগ্নিমুখো নাম্না কর্ষৈক মুদরাপহম্॥
গোমূত্রৈর্ব্বা সুরাপানৈ রারনালৈ রথাপি বা।
অসাধ্যোদর সাধ্যঞ্চ গুল্মং হন্তি ত্রিদোষজম্॥

সাচিক্ষার, যবক্ষার, ভেলা, গজপিপুল, বনযমানী, বচ, মুথা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, আকনাদী, দারুহরিদ্রা, হিং, আমলকী, দাড়িম, পুষ্করমূল, বিস্তাড়ক, তেউড়ী, তেঁতুল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, সাজীরা, কর্পূর, শুণ্ঠী, বামনহাটী, মরিচ, অম্লবেতস, মণ্ডুর, হরীতকী, শুণ্ঠী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি, নাগকেশর, করঞ্জা, সোণালু, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, করকচলবণ, সামুদ্রলবণ, সজিনামূলের ছাল, রাখালশশার পত্র, তিন্তিড়ী, তিলকাণ্ড ও কোকিলাক্ষ, আপাংক্ষার, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ ছোলঙ্গনেবুর রসে ৩ বার, মুথার কাথে ৩ বার ও আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া শিলায় পেষণ করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্র, সুরা অথবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে সকলপ্রকার উদররোগ ও গুল্মরোগ বিনাশ পায়।

ত্রৈলোক্যসুন্দরোরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মৃতাভ্রং সৈন্ধবং বিষম্।
কৃষ্ণজীরং বিড়ঙ্গঞ্চ গুড়ূচীসত্ত্বমেবচ॥

বচা চৈব যবক্ষারং প্রত্যেকং স্যাদ্রসার্দ্ধকম্।
নির্গুণ্ডিকাদ্রবৈশ্চাঙ্কি বীজপূরররসৈর্দ্দিনম্॥
মর্দ্দয়েৎ শোষয়েৎ সোঽয়ং রস ত্রৈলোক্যসুন্দরঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং ঘৃতৈলের্হ্যং বাতোদরকুলান্তকম্॥
পলৈকং চিত্রকং শ্লক্ষ্নং দ্বিগোমূত্র শকৃজ্জলৈঃ।
পাচ্যং পাদাবশেষঞ্চ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
পলৈকঞ্চ যবক্ষারং পিষ্ট্বা পক্ত্বাবতারয়েৎ।
তৎ কার্ষিকং পিবেচ্চানু স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ এবং সৈন্ধবলবণ, অভ্র, অমৃতবিষ, কৃষ্ণজীরক, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চের সত্ত্ব, বচ ও যবক্ষার প্রত্যেকে অর্দ্ধেকভাগ, সমস্তদ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া নিসিন্দারসে ১ দিন ছোলঙ্গনেবুর রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিয়া এই বটী ঘৃত সহ সেবন করিলে বাতোদর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে অনুপানস্বরূপ ঘৃত ।৪ সের, গোমূত্র ।৮ সের, গোময়রস ।৮ সের এবং কল্কার্থ চিতার মূল চূর্ণ ৮ তোলা ও যবক্ষার ৮ তোলা একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিবে।

উদরারি-রসঃ।

রসেন তাম্রায়সভস্মগন্ধং শিলা হরিদ্রা জয়পাল তুল্যম্।
শিলাজতুং টঙ্গণকঞ্চ সর্ব্বং বিমর্দ্য সম্যক্ পরিভাবয়েচ্চ॥
নির্গুণ্ডিকা ত্র্যূষণ ভৃঙ্গরাজ চিত্রার্কতোয়েন দিনপ্রমাণম্।
কাথেন নিম্বস্য দিনপ্রমাণং সিদ্ধোরসঃ স্যাদুদরারিসংজ্ঞঃ॥
যথাশনির্ভূধরপক্ষপাতে তথা রসোঽয়ং উদরং নিহন্তি॥

পারদ, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, মনঃশিলা, হরিদ্রা, জয়পাল, শিলাজতু ও সোহাগার খৈ, প্রত্যেকে সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে

চূর্ণ করতঃ নিসিন্দা, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও আকন্দ, ইহাদের কাথে ১ দিন ও নিমের কাথে ১ দিন ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ উচিত মাত্রায় সেবন করিলে উদররোগ বিনষ্ট হয়।

বৈশ্বানরী বটী।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃতায়ঃ সশিলাজতু।
রসমানং প্রকর্ত্তব্যং রসস্য দ্বিগুণং বিষম্॥
ত্রিকটুশ্চিত্রকং কুষ্ঠং নির্গুণ্ডী মুষলীরজঃ।
অজমোদা দশাংশেন প্রত্যেকঞ্চ প্রকল্পয়েৎ॥
পঞ্চাঙ্গনিম্বকাথেন ভাবনাচৈকবিংশতিঃ।
ভৃঙ্গরাজরসে সপ্ত দত্বা ক্ষৌদ্রেণ লোড়য়েৎ॥
ভক্ষয়েদ্বদরীমাত্রাং বটিকাং তাং দিবানিশি।
শ্লেষ্মোদরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বৈশ্বানরী বটী॥
দেবদারু বহ্নিমূলং কল্কং ক্ষীরামুপায়য়েৎ।
ভোজনং ব্যোষদুগ্ধঞ্চ কুলত্থেন রসেন বা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও শিলাজতু প্রত্যেকে ১ ভাগ, বিষ ২ ভাগ এবং ত্রিকটু, চিতা, কুড়, নিসিন্দা, তালমূলী ও বনযমানী প্রত্যেকে দশাংশ, এই সকল দ্রব্য যথামাত্রায় চূর্ণ করিয়া ফল, পুষ্প, পত্র, মূল ও ছালসহ মহানিমের কাথ করিয়া তদ্দারা ২১ বার এবং ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ কুলপ্রমাণ মধুর সহিত সেবনীয়। অনুপান দেবদারু ও চিতামূল ক্ষীর (দুগ্ধ) সহ বাটিয়া পান এবং ত্রিকটু, দুগ্ধ ও কুলত্থকলায়ের দ্বারা অন্ন পথ্য করিবে। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মোদর বিনষ্ট হয়।

জলোদরারি-রসঃ।

রসেন গন্ধ দ্বিগুণং শিলা চ
নিশা চ বীজং জয়পালকস্য।
ফলত্রয়ং ত্র্যষণকঞ্চ চিত্রং
সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাপি বিভাবয়েচ্চ॥
দন্তী স্নুহী ভৃঙ্গরসে পৃথক্ চ
সংভাব্য সংশোষ্য চ সপ্তবারান্।
বয়োবলং বীক্ষ্যমিদং দদীত
জাতে বিবেকে চ দদীত পথ্যম্॥
অল্পং সতক্রং শিশিরানুপায়ী
জাতে বলে তৎ পুনরেব দদ্যাৎ।
তক্রেণ রোগঃ সমুপৈতি শান্তিং
সিদ্ধোরসোনাম জলোদরারিঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ এবং মনঃশিলা, হরিদ্রা, জয়পাল-বীজ, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও চিতা প্রত্যেকে ১ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া দন্তী সিজ ও ভৃঙ্গরাজের রসে পৃথক্ পৃথক্ সাতবার ভাবনা দিয়া উচিত মাত্রায় বটিকা করিয়া সেবন করিলে জলোদর বিনষ্ট হয়। অনুপান তক্র ও শিশির জল।

বড়বাগ্নিমুখোরসঃ।

হিঙ্গু ত্রিকটু ত্রিফলা দেবদারু নিশাদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং শিগ্রুফলং কটুকীং চবিকাং বচাম্॥
শুণ্ঠীতুল্যং পঞ্চপটু তুল্যং দধ্না বিপেষয়েৎ।
অন্তর্দ্ধূমগতো দগ্ধঃ ক্ষারোঽয়ং বড়বানলঃ॥

ত্রিদিনং মদিরাযুক্তং পিবেদ্বা কাঞ্জিকৈঃ সহ।
মন্দোষ্ণেনাথবা পেয়মুদরং গুল্মশূলনুৎ॥

হিং, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলা, সজিনাফল, কটুকী, চই, বচ, শুণ্ঠি, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, করকচলবণ, সামুদ্রলবণ ও বিট্‌লবণ, সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে, সকলসমান দধি সহ পেষণ পূর্ব্বক অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে। ইহা উচিত মাত্রায় সুরা, কাঁজি বা উষ্ণোদক সহ পান করিলে উদর গুল্ম ও শূল নষ্ট হয়।

অগ্নিকুমারোরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং শুদ্ধতালং মনঃশিলা।
তুল্যাংশং চিত্রকমূলং যব মাসূরজৈর্দ্রবৈঃ॥
জম্বীরৈশ্চ তথা মর্দ্দ্যং তদ্গোলং গ্রাবসংপুটে।
রুদ্ধা বহির্ম্মাষপিষ্টৈঃ তয়োর্লেপ্যঞ্চ সংপুটম্॥
গোধূম পিষ্টিকা বাথ বিলিপ্য বস্ত্রমৃত্তিকা।
বিশোষ্য পাচয়েদ্যন্ত্রে দ্বিষট্ যামং সুবালুকে॥
ক্রমবৃদ্ধ্যাগ্নিনা পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
দশমাংশং বিষং দত্ত্বা বিষাংশং মৃততাম্রকম্॥
জ্বালামুখ্যা দ্রবৈঃ সর্ব্বং ভাবয়িত্বা ত্রিসপ্তধা।
ত্র্যূষণঞ্চ সজীরার্দ্রদ্রবৈর্ভাব্যং ত্রিসপ্তধা॥
রসোহ্যগ্নিকুমারোঽয়ং সেব্যং গুঞ্জাদ্বয়ং সদা।
তাম্বুলপত্রসংযুক্তং উদরং বাতগুল্মজিৎ॥
কাকজঙ্ঘাকষায়ঞ্চ হ্যনুপানং সদা পিবেৎ।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা ও চিতামূল, সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক যব ও মসুরের ক্বাথে ১ বার এবং জম্বীর রসে একবার মর্দ্দন

পূর্ব্বক গোলক করিয়া প্রস্তর পুটে রুদ্ধ করতঃ মাষকলায় পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা অথবা ময়দা দ্বারা বহির্ভাগ লেপিয়া বস্ত্রমৃত্তিকা দ্বারা জড়াইয়া সূর্য্যাতাপে শুকাইয়া ৮ প্রহর পর্য্যন্ত বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। পরে উহা শীতল হইলে, উহার সহিত দশমাংশ বিষ ও বিষের চতুর্থাংশ তাম্র মিশ্রণ পূর্ব্বক সূর্য্যাবর্ত্তের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া উহাতে ত্রিকটু চূর্ণ মিশাইয়া পুনবায় আদার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পানের সহিত সেবন করিলে উদররোগ ও বাতজ গুল্মরোগ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে কাকজঙ্ঘার ক্কাথ অনুপান করিবে।

বহ্নিবীর্য্যোরসঃ।

চতুঃ সূতস্য গন্ধাষ্টৌ রজনী ত্রিফলাশিলা।
প্রত্যেকং স্যাদ্বিভাগেন ত্রিবৃৎভেপাল চিত্রকম্॥
প্রত্যেকঞ্চ বিভাগং স্যাৎ ক্রাষণং জীরদন্তিকা।
প্রত্যেকমষ্টভাগং স্যাৎ শ্লক্ষ্ণীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
জয়ন্তীস্নুকৃপয়ো ভৃঙ্গী তথা চৈরগুতৈলকৈঃ।
প্রত্যেকেন ক্রমাদ্ভাব্যং সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্॥
বহ্নিবীর্য্যরসো নাম নিষ্কমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
বিরেচনং ভবেত্তেন তক্রভক্তং সসৈন্ধবম্।
দিনান্তে দাপয়েৎ পথ্যং বজ্জয়েচ্ছীতলং জলম্।
নাভ্যুত্তরে জলং স্রাব্যং কুর্য্যাদ্বস্তি জলোদরম্॥

পারদ ৪ ভাগ এবং গন্ধক, হরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, মনঃশিলা, তেউড়ী, জয়পাল, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরক ও দন্তীমূল, প্রত্যেকে ৮ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য উত্তম রূপে চূর্ণ করতঃ জয়ন্তীরসে ৭ বার, ভৃঙ্গরাজ রসে ৭ বার, সিজের আঠায় ৭ বার এবং

ভেরেণ্ডার তৈলে ৭ বার ভাবনা দিয়া লইবে। ইহা উষ্ণোদক সহ সেবন করিলে দাস্ত হয়, একারণ দিনান্তে তক্র ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে অন্ন পথ্য বিধেয়। কদাচ শীতল জল পান করিবে না। এই ঔষধ সেবন করিলে নাভির উপরে জলস্রাব করণীয় জানিবে। ইহাদ্বারা জলোদর বিনষ্ট হয়।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররসঃ।

গন্ধকং পারদং শুদ্ধং ত্র্যূষণং জীরকদ্বয়ম্।
শটীশৃঙ্গীযমানী চ পুষ্করং রামঠং তথা॥
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ টঙ্গণং গজপিপ্পলী।
জাতীকোষাজমোদা চ বচাযাস লবঙ্গকৌ॥
ধোস্তুরং কানকং বীজং কট্‌ফলং চব্যকস্তথা।
প্রত্যেকং তোলকং চৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
পাষাণে বিমলে পাত্রে ঘৃষ্টং পাষাণমুদ্গরৈঃ।
বিল্বমূলরসং দত্ত্বা অর্কচিত্রক দন্তিকা॥
শিখরী ফঞ্জিকা বাসা নির্গুণ্ডী গণিকারিকা।
ধূস্তুর কৃষ্ণজীরঞ্চ পারিভদ্রক পিপ্পলী॥
কণ্টকার্য্যার্দ্রকং তত্র মূলান্যেতানি চাহরেৎ।
এবং মূলরসং দত্ত্বা ঘৃষ্টমাতপশোষিতম্॥
গুঞ্জাপ্রমাণ বটিকাং কারয়েচ্চ চিকিৎসকঃ।
ততশ্চতুর্ব্বটীং খাদেন্নিত্যমার্দ্রকসংযুতাম্॥
উষ্ণতোয়ানুপানঞ্চ সর্ব্বব্যাধিং নিযচ্ছতি।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব সন্নিপাতান্ সুদারুণান্॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব পঞ্চগুল্মং তথাপরম্।
উদরাষ্টক দুর্নাম আমবাতং বিনাশয়েৎ॥

পঞ্চ পাণ্ড্বাময়ান্ হন্তি ক্রিমিস্থৌল্যাময়াপহান্।
যথা শুষ্কানলে বহ্নি স্তথা চাগ্নিবিবর্দ্ধনম্॥
শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররুদ্রোঽয়ং রসেন্দ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

গন্ধক, পারদ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, সাজীরা, শঠী, যমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুষ্করমূল, হিং, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সোহাগার খৈ, গজপিপুল, জৈত্রি, বনযমানী, বচ, দুরালভা, লবঙ্গ, কনক ধুতুরার বীজ, কট্‌ফল ও চই প্রত্যেকে ১ এক তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ প্রস্তরময় পাত্রে রাখিয়া প্রস্তরময় মুদগর দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক বিল্ব, আকন্দ, চিতা, দন্তী, আপাং, বামনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, গণিকারী, ধুতুরা, কৃষ্ণজীরা, পালিধামন্দার, আদা, পিপুল, ও কণ্টকারী, ইহাদের মূলের রস সহ অত্যন্ত পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ৪ বটি আদার রসের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ উষ্ণোদক অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা উদর, মেহ, শ্লেষ্মারোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ব্রহ্মবটী।

বিড়ঙ্গং দাড়িমং কুষ্ঠং নিম্বত্বগ্দহনং বচা।
ত্র্যষং পাঠা দেবদারু নিশাব্যাঘ্রনখাভয়া॥
বিল্বকং রোহিণী চৈলা ত্রিবৃৎ প্রত্যেককার্ষিকম্।
জৈপালবীজচূর্ণঞ্চ দন্তীমূলং পলং পলম্॥
ব্রহ্মদণ্ডীরসপ্রস্থং পলমাজ্যং পুরাতনম্।
পূর্ব্বকল্কযুতং পাচ্যং মৃদ্বগ্নিনা সুপাচিতম্॥
ভক্ষয়েদ্বদরাকারাং নিত্যং ব্রহ্মবটীং শুভাম্।
চতুঃষষ্ট্যুত্তরব্যাধীন্ সাধ্যাসাধ্যান্নিহন্ত্যলম্॥

বিড়ঙ্গ, দাড়িম, কুড়, নিমছাল, চিতা, বচ, শুন্ঠী, পিপুল, মরিচ, আকনাদী, দেবদারু, হরিদ্রা, ব্যাঘ্রনখী, হরীতকী, বেলশুঁঠ, কটুকী, ছোটএলাচি ও তেউড়ী চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, জয়পালবীজ ও দন্তীমূল চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, ব্রহ্মদন্তীর রস ৴২ দুই সের এবং পুরাতন ঘৃত ৮ তোলা, এই সকল বস্তু একত্র মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া কুলপ্রমাণ সেবন করিলে চৌষট্টি প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

উদরারি লৌহম্।

স্নুহ্যর্কদন্তীধববহ্নি কণ্টীশোণারিপাশীশনকন্দকন্দঃ।
জামাতৃপালিঙ্কীমাণাগ্নিবাণাবগুঞ্জতালং খরমঞ্জরীকঃ॥
প্রত্যেকশঃ ক্ষীরচতুঃপলাংশস্তথা পলাশস্য সমৈঃ সমঃ স্যাৎ।
চতুর্গুণে ক্বাথজলাষ্টশেষে পচেৎ বিধিজ্ঞো বিধিশুদ্ধলৌহম্॥
চূর্ণীকৃতং তৎপুটিতং পুটেন তস্মচ্যুতং ষোড়শিকং পলানাম্।
বর্ষাভূ ভল্লাতক বহ্নিদন্তী ত্রিবৃদ্‌গবাক্ষীরবিবুদ্ধমূলম্॥
কঞ্চুকী তালমূলী চ পীবরী গিরিকর্ণিকা।
নীলিনী চ বৃহৎপত্রং সম্পাক বলামসনম্॥
চতুঃপলাংশং ক্বথিতাষ্টশেষং স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন পলাষ্টকেন।
দত্ত্বা পচেৎ তাম্রময়ে চ পাত্রে পলৈর্দ্বিরষ্টহবিষস্তথৈব॥
অমুনি চূর্ণানি চ সিদ্ধশীতে ক্ষিপেত্তথা লৌহরজঃ সমানি।
লবণানি চ সর্ব্বাণি ক্ষারাঃ পঞ্চোষণানি চ।
মরিচঞ্চাজমোদা চ হিঙ্গু ভল্লাতকানি চ॥
চিত্রকস্তালমূলী চ গবাক্ষী ত্রিবৃতামৃতা।
বর্ষাভু শূরণো মাণো বিড়ঙ্গং দন্তিগ্রন্থিকম্॥
পলং মাক্ষিক চূর্ণস্য কাঙ্গুষ্ঠস্য শিলাজতোঃ।
গুগ্‌গুলোর্গন্ধকস্যাপি পারদস্য পলং পৃথক্॥

শীতে পলাষ্টকং ক্ষৌদ্রং দত্ত্বা মধুঘৃতান্বিতম্।
লৌহচূর্ণেন সংঘৃষ্য লৌহপাত্রে চিরং ভিষক্॥
বিধিজ্ঞোক্তেন বিধিনা হিতাহারবিহারবান্।
অনুপানং তথা সাত্ম্যং কুর্ব্বন্নিত্যং নিরাময়ঃ॥
উদরেষু চ সর্ব্বেষু শোথেষু বিবিধেষু চ।
অর্শোরোগবিশেষেণ গুল্মে পাণ্ডৌ সকামলে॥
বিধিনোক্তেন কুর্ব্বাণো নরো রোগান্ ন বিন্দতি।
বহ্নিঃভল্লাতকম্। শোথারিঃ পুনর্ণবা।

পাশীবরুণা শনকন্দচর্ম্মকষাকন্দং বনওলজামাতৃ সূর্য্যাবর্ত্ত-বাণাঝিন্টিবগুতাল শাস্তাখরমঞ্জরী অপামার্গ পলাশস্তাপি সমো ভাগঃ। চতুঃপল এব এষামষ্টাদশদ্রব্যাণাং প্রত্যেকং ক্ষারপলচতুষ্টয়ং গ্রাহ্যম্। মিলিত্বা ক্ষার ৭২ পল তত্র এব দ্বৈগুণ্যাজ্জলশরাব ৭২ শেষ শরাব ৯ তত্র ক্বাথে কৃতে স্বর্ণ-মাক্ষিকাদি লিপ্তং কান্তাদিলৌহং বহ্নৌ ধ্মাত্বা জারণার্থং নির্ব্বাপ-ণীয়মিতি। বর্ষাহ্বাদীনাং মূলং প্রত্যেকং পলচতুষ্টয়ং গ্রাহ্যং। রবিরর্ক কঞ্চুকী ক্ষীরকঞ্চুকী ত্রিবৃৎপত্রং বটপত্রম্। বলাবাট্যা-লকঃ। এষাং মিলিত্বা ৬৪ পল জলশরাব ৬৪ শেষ শরাব ৮ স্নুহ্যর্কয়োর্দুগ্ধং প্রত্যেকং পলাষ্টকং ঘৃতস্য ষোড়শ পলানি সিদ্ধে লবণাদিপ্রক্ষেপ্যং ক্ষারাক্ষারত্রয়ং পঞ্চোষণ পঞ্চকোলম্। এষাং গ্রন্থিকানাং মিলিত্বা চূর্ণানি লৌহচূর্ণসমানি ষোড়শ-পলানীত্যর্থঃ। অপ্রাপ্তৌ কাঙ্কুষ্ঠং বিনাপি ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।

মনসাসীজ, আকন্দ, দন্তী, ধবরৃক্ষ, ভেলা, বামনহাটী, পুনর্ণবা, বরুণ, চর্ম্মকষা, আলু, বনওল, সূর্য্যাবর্ত্ত, শ্যামালতা, মানকচু, চিতা, শান্তা, ঝিণ্টি, আপাং ও পলাশ ইহাদের ক্ষার ৪ পল, জল ১৮২

সের, শেষ /৯ সের, এই ক্ষারজলে বিশুদ্ধ লৌহ অগ্নিতে পোড়াইয়া পুনঃ পুনঃ নিমগ্ন করতঃ জারিত করিয়া লইবে। পরে পুনর্ণবা, ভেলা, চিতা, দন্তী, তেউড়ী, গোরক্ষচাউলা, আকন্দমূল, ক্ষীরকঞ্চুকী, তালমূলী, শতমূলী, অপরাজিতা, নীলগাছ, বটপত্র, সোণালু, বেড়েলা অসনগাছ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ পল, জল সকলের ৪ গুণ এবং শেষ অষ্টমাংশ এই কাথ; সিজের আঠা ৪ পল আকন্দের আঠা ৪ পল ও গব্যঘৃত ১৬ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিয়া ঘন হইলে পূর্ব্বোক্ত লৌহচূর্ণ ১৬ পল, পঞ্চলবণ, ত্রিক্ষার, পঞ্চকোল, মরিচ, বনযমানী, হিং, ভেলা, চিতা, তালমূলী, গোরক্ষচাউলা, তেউড়ী, শুলফ, পুনর্ণবা, ওল, মানকচু, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল, পিপুলমূলচূর্ণ, প্রত্যেকে ১ পল, মাক্ষিকচূর্ণ, কন্থুষ্ঠ, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে ১ পল এবং শীতল হইলে /১ সের মধু মিশাইয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় মধু, ঘৃত ও লৌহচূর্ণ সহ লৌহপাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক সেবন করিবে। ইহাদ্বারা উদররোগ, শোথ, অর্শ প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বহ্নিকুমারোরসঃ।

গুল্মরামঠটঙ্গাণি সৈন্ধবং ধান্যজীরকে।
যমানী মরিচং শুন্ঠি লবঙ্গৈলা বিড়ঙ্গকম্॥
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং লৌহচূর্ণন্তু তৎসমম্।
সরস্য গন্ধকস্যাপি পলৈকং কজ্জলী শুভা॥
ঘৃতেন মধুনা খাদ্যো রসো বহ্নিকুমারকঃ।
যকৃৎ প্লীহোদরানাহং হন্তি গুল্মং হলীমকম্॥
বলবর্ণাগ্নিজননঃ কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ।
মাসমেকং প্রকর্ত্তব্যং যুক্ত্যা বা ত্রুটিবর্দ্ধনম্॥
শ্রীমদ্‌গহননাথেন রচিতো বিশ্বসম্পদি।

গেঁঠেলা, হিং, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, ধনিয়া, জীরক, যমানী, মরিচ, শুণ্ঠি, লবঙ্গ, এলাচি ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ১২ তোলা এবং কজ্জলী ৮ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে যকৃদুদর, প্লীহোদর, গুল্ম ও হলীমক বিনষ্ট হয় এবং ইহা দ্বারা বল, বর্ণ, অগ্নি, কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয় জানিবে।

পিপ্পল্যাদি লৌহম্।

পিপ্পলীমূলপিণ্ডাভ ত্রিকত্রয়েন্দুসৈন্ধবৈঃ।
যোজিতো নিয়তং হন্তি লৌহঃ সর্ব্বোদরাময়ম॥
পিণ্ডাভঃ গন্ধরসঃ।
ইন্দুঃ কর্পূরং সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহচূর্ণং গ্রাহ্যম্।
নবায়সমত্র শ্রেষ্ঠম্।

পিপুলমূল, বোল, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, কর্পূর ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্যচূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহচূর্ণ সকলের সমান পরিমাণ গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

ত্রিকট্বাদ্যং লৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী মার্গত্রিমদশুণ্ঠকৈঃ।
পুনর্ণবা সমাযুক্তৈর্যুক্তো হন্তি সুদুর্জ্জয়ম্॥
লৌহঃ শোথোদরং স্থৌল্যং মেদোগদসমং সমম্।
মার্গোঽপামার্গঃ শুণ্ঠকো মূলকশুণ্ঠকঃ॥

শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তী, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতা, অপামার্গ, শুষ্কমূলা, পুনর্ণবা এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সমস্তের সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শোথোদর স্থৌল্য ও মেদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শোথোদরারি-লৌহম্।

পুনর্ণবামৃতা বহ্নি গবাক্ষীমাণকং স্নুহী।
সূর্য্যাবর্ত্তার্কমূলঞ্চ পৃথগষ্টপলং জলে॥
পাদশেষে শৃতং দ্রোণে সুপূতে বস্ত্রগালিতে।
বিধিবন্মারিতং পূতং পুটিতং পুটনৌষধৈঃ॥
লৌহচূর্ণাষ্টপলিকং পচেদাজ্যসমং ভিষক্।
অর্কস্য দ্বিপলং ক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং চতুঃপলম্॥
পলদ্বয়ং কৌশিকস্য গন্ধকস্য পলন্তথা।
পলার্দ্ধং পারদং তত্র বিধিবৎ শোধিতং ক্ষিপেৎ॥
সিদ্ধেঽবতারিতে চূর্ণং বক্ষ্যমাণং নিধাপয়েৎ।
কঙ্গুষ্ঠ বহ্নি কন্দানাং গবাক্ষ্যা ঘণ্টকর্ণজম্॥
পলাশস্য চ বীজানাং কঞ্চুকী তালমূলিকা।
ত্রিফলায়াঃ ক্রিমিরিপো স্ত্রিবৃদ্দন্তীভবস্তথা॥
সূর্য্যাবর্ত্তা গবাক্ষ্যাশ্চ বর্ষাভূ বজ্রবল্লিজম্।
এষাং লৌহসমাং মাত্রাং ভাণ্ডে স্নিগ্ধে সুগোপিতে॥
সংস্থাপিতে ততঃ শুদ্ধোগুড়ীঃ কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
যে চ শোথাঃ সুদুর্ব্বারাশ্চিরকালানুবন্ধিনঃ॥
উদরাঃ পাণ্ডুরোগাশ্চ কামলাঃ সহলীমকাঃ॥
অর্শো ভগন্দরং গুল্মং ক্রিমিকুষ্ঠহরং পরম্।
যে চান্যে বিবিধা রোগাশ্চিরকালানুবন্ধিনঃ॥
তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি প্রয়োগাদস্য শাসনাৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্ছোথোদরবিনাশনঃ॥
অত্র পুনর্ণবাদীনামষ্টদ্রব্যাণাং প্রত্যেকমষ্টপলম্।
বজ্রবল্লীহাড়়াচ।

পুনর্ণবা, শুলফ, চিতা, গোরক্ষচাকুলে, মানকচু, শীজ, সূর্য্যাবর্ত্ত, আকন্দমূল, প্রত্যেকে ৮ পল, জল ১ দ্রোণ, শেষ ।৬ সের, এই কাথে লৌহচূর্ণ ৵১ সের, ঘৃত ৵১ সের, আকন্দক্ষীর ২ পল, সিজআঠা ৪ পল, গুগ্‌গুলু ২ পল, গন্ধক ১ পল ও পারদ ৪ তোলা মিশাইয়া পাক করিয়া ঘন হইলে, কন্টুষ্ঠ, চিতা, ওল, গোরক্ষচাকুলে, ঘণ্টাকর্ণ, পলাশবীজ, ক্ষীরকঞ্চুকী, তালমূলী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, তেউড়ী, দন্তী, শুল্‌টে, রাখালশশা, পুনর্ণবা এবং হাতযোড়া ইহাদের চূর্ণ সমভাগে সমস্তে লৌহের সমান দিয়া শীতল হইলে একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ উচিত মাত্রায় সেবন করিলে শোথোদরাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

ঔদকানুপজং মাংসং শাকং পিষ্টকৃতং তিলাঃ।
ব্যায়ামাধ্ব দিবাস্বপ্নং যানপানং বিবর্জ্জয়েৎ॥
তথোষ্ণ লবণাম্লানি বিদাহীনি গুরূণি চ।
নাদ্যাদন্নানি জঠরী তোয়পানং বিবর্জ্জয়েৎ॥

ইত্যুদরাধ্যায়ঃ।

কচ্ছপাদির মাংস, বরাহাদির মাংস, শাক, পিষ্টকৃতদ্রব্য, তিল, ব্যায়াম, পথচলা, দিবানিদ্রা, অশ্বাদিতে আরোহণ, মদ্যপান, উষ্ণ, লবণ, অম্ল, বিদাহী ও গুরুপাকী দ্রব্য এবং জলপান এই সকল উদররোগী ত্যাগ করিবে।

ইতি উদররোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ যকৃৎপ্লীহোদরচিকিৎসামাহ।

বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ
প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রসিদ্ধাং
প্লীহাহ্বমেনং জঠরং বদন্তি॥

তদ্বামপার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি
বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
প্লীহানির্ব্বেদনঃ শ্বেতঃ কঠিনঃ স্থূলএবচ॥
মহাপরিগ্রহঃ শীতঃ শ্লেষ্মসম্ভবঃ উচ্যতে।
সজ্বরঃ সপিপাসশ্চ স্বেদনস্তীব্রবেদনঃ॥
পীতমাদৌ বিশেষেণ প্লীহা পৈত্তিক উচ্যতে।
নিত্যমাবদ্ধকোষ্ঠশ্চ নিত্যোদাবর্ত্তপীড়িতঃ॥
বেদনাভিঃ পরীতশ্চ প্লীহা বাতিক উচ্যতে।
ক্লমো বিদাহঃ সংমোহো বৈমল্যং গাত্রগৌরবম্॥
রুক্‌তোদভ্রম মূর্চ্ছাভির্জ্ঞেয়ং রক্তজলক্ষণম্।
ত্রয়াণামপি রূপাণি প্লীহা সাধ্যো ভবন্তি হি॥
স্নেহস্বেদবিরেকাদি বিধেয়ং প্লীহরোগিণে।
অগ্নিকর্ম্ম চ কুর্ব্বীত ভিষগ্বাতকফোত্থজে॥

বিদাহী ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজনকারী ব্যক্তির রক্ত ও কফ অত্যন্ত দূষিত হইয়া উদরের বামপার্শ্বে প্লীহাকে বৃদ্ধি করিয়া শরীরের অবসন্নতা জন্মায়, ইহাকেই প্লীহারোগ বলে। কফজাত প্লীহা, বেদনা শূন্য, শ্বেতবর্ণ, কঠিন, স্থূল, দৃঢ়মূল ও শীতল হয়। পিত্তজন্য প্লীহা রোগে জ্বর, পিপাসা, ঘর্ম্ম, অত্যন্ত বেদনা ও পীতবর্ণতাযুক্ত হয়। বাতজন্য প্লীহা রোগে সর্ব্বদা মলবদ্ধতা, উদাবর্ত্ত ও বেদনা জন্মে। রক্তজন্য প্লীহারোগে ক্লান্তি দাহ, মোহ, বিমলতা, গাত্রভার, বেদনা, ভ্রম, শূলবেদনা ও মূর্চ্ছা জন্মে। ত্রিদোষের লক্ষণাক্রান্ত প্লীহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। সর্ব্ববিধ প্লীহায় স্নেহ, স্বেদ ও বিরেচনাদি এবং কফবাতজ প্লীহারোগে অগ্নিকর্ম্ম বিধেয় জানিবে।

যমানিকা চিত্রক যাবশূক ষড়্‌গ্রন্থি দন্তী মগধোদ্ভবানাম্।
প্লীহানমেতদ্বিনিহন্তি চূর্ণমুষ্ণাম্বুনামস্তু সুরাসবৈর্ব্বা॥

তালপুষ্পভবক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ।
রসেন জম্বীরফলস্য শঙ্খনাভিরজঃ পীতমবশ্যমেব ॥
কর্ষপ্রমাণং শময়েদশেষং প্লীহাময়ং কূর্ম্মসমানমাশু।
সপ্তরাত্রান্নিহন্ত্যাশু প্লীহানমতিদারুণম্ ॥
প্লীহজিচ্ছরপুঙ্খায়াঃ কল্কস্তক্রেণ সেবিতঃ ॥

যমানী, চিতা, যবক্ষার, পিপুলমূল, দন্তী ও পিপুল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ উষ্ণোদক ও দধির মাত সুরা ও আসবের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনাশ পায় জানিবে। তালপুষ্পের ক্ষার গুড়সহ সেবন করিলে প্লীহা নিবারিত হয়। শঙ্খনাভিচূর্ণ জম্বীর রস সহ সেবন করিলে প্লীহা নিশ্চয়ই বিনাশ পায়। হরীতকী ও পুষ্করবীজ চূর্ণ দ্বিগুণ গুড়সহ সেবন করিলে প্লীহা বিনাশ পায়। শরপুঙ্খা মূলের কল্ক তক্র. সহ পান করিলে প্লীহা বিনাশ পায়।

অভয়ালবণম্।

পারিভদ্রপলাশার্ক স্নুহ্যাপামার্গচিত্রকম্ ॥
বরুণাগ্নিমন্থমুষ্ক শ্বদংষ্ট্রা বৃহতী দ্বয়ম্।
পূতিকাস্ফোত কুটজ কোষাতক্যঃ পুনর্ণবাঃ ॥
সমূল পত্রশাখাশ্চ ক্ষোদয়িত্বাপ্যুদুখলে।
তিলনালপ্রদীপ্তাগ্নি সুদগ্ধং ভস্মশীতলম্ ॥
ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বা তু ন্যসেৎ পাত্রে দৃঢ়ে নবে।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্ ॥
পূর্ব্ববৎ ক্ষারকল্কেন সাধয়েচ্চ বিচক্ষণঃ।
প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধঞ্চ হরীতকী ॥
তুল্যাম্বুভাগ গোমূত্রং সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
কিঞ্চিদ্বাস্পেন সান্দ্রেণ সম্যক্ সিদ্ধন্তু রক্ষয়েৎ ॥

অজাজী ত্র্যূষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শটী ।
এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণীকৃত্য প্রদাপয়েৎ ।
লবণঞ্চাভয়ানাম ভক্ষণীয়ং যথাবলম্ ॥
ব্যাধিঞ্চাবেক্ষ্য মতিমান্ অনুপানং যথাহিতম্ ।
যাবৎ কোষ্ঠগতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ন সংশয়ঃ ॥
যকৃৎ প্লীহোদরানাহ গুল্মাষ্ঠীলাগ্নিসাদজিৎ ।
প্রতিতূন্যার্ত্তহৃদ্রোগশর্করাশ্মবিনাশনম্ ॥

লবণং সৈন্ধবম্ ।

পালিদামান্দার, পলাশ, আকন্দ, সিজ, আপাং চিতা,বরুণ, গণিয়ারী. ঘণ্টাপারুল, গোক্ষুর. বৃহতী কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জা, ভূপলাশ, কুড়চি, ঝিঙ্গে ও পুনর্ণবা এই সকল গাছ মুল, পত্র ও শাখার সহিত লইয়া উদূখলে উত্তমরূপে কুটিয়া তিলের কাষ্ঠাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শীতল হইলে ৴২ দুইসের ক্ষার গ্রহণ পূর্ব্বক একদ্রোণ জলসহ পাক করত ।৬ সের থাকিতে নামাইবে। তদনন্তর উক্তক্ষার জল ।৬ সের সহ সৈন্ধবলবণ ৴২ সের, হরীতকী চূর্ণ ৴১ একসের এবং গোমূত্র ।৬ সের একত্র অগ্নি সংযোগে পাক করিয়া ঘন হইলে জীরক. শুণ্ঠি, পিপুল মরিচ, হিং, যমানী, পুষ্করমূল ও শটীচূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া লইবে। এই অভয়ালবণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা ও আনাহাদি নানাপ্রকার রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে জানিবে।

গুড়পিপ্পলী।

পলৈকং গুড়মাদায় পিপ্পলীঞ্চ তথৈব চ।
হিঙ্গুত্রিকটুকাদীনাং সৈন্ধবানাং দ্বিমাসিকম্ ॥
চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব দ্বৌ ক্ষারৌ শিখরীস্তথা।
তালপুষ্পং কোকিলাক্ষং চিঞ্চাক্ষারং সফেনকম্ ॥
স্নুহীক্ষীরসমাযুক্তং প্লীহজ্বরবিনাশনম্।

গুড় ৮ তোলা. পিপ্পলচূর্ণ ৮ তোলা এবং হিং, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, চিতা. বিট্‌লবণ, যবক্ষার. সাচিক্ষার, অপামার্গ, তালপুষ্প. কোকিলাক্ষ তেতুলক্ষার. সমুদ্রফেণা ও সিজের আঠা প্রত্যেকে ২ মাষা, এই সকল দ্রব্য গুড়পাকের নিয়মানুসারে পাক করিয়া উচিত মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহাজ্বর বিনাশ হয়।

চিত্রকঘৃতম্।

চিত্রকস্য তুল্যকাথে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
আরনালস্তু দ্বিগুণং দধিমণ্ডং চতুর্গুণম্॥
পঞ্চকোলকতালীশক্ষারৈর্লবণসংযুতৈঃ।
দ্বিজীরক নিশাযুগ্মে মরিচন্তত্র দাপয়েৎ॥
প্লীহগুল্মোদরাধ্মান পাণ্ডুরোগারুচিজ্বরান্।
বস্তি হৃৎপার্শ্বকট্যুরু প্লীহোদরাবর্ত্ত পীনসান্॥
হন্যাৎ পীতং তদর্শোঘ্নং শোথঘ্নং বহ্নিদীপনম্।
পুনর্ণবকরঞ্জাপি ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।

দধিমণ্ডো দধিমস্তু।
ক্ষারো যবক্ষারঃ।

লবণং সৈন্ধবং কেচিচ্চ দ্বৌ ক্ষারৌ পঞ্চলবণানি দদাতি।

গব্যঘৃত /৪ সের, চিতার কাথ ।২॥০ সের, কাঁজি /৮ সের, দধির মাত ।৬ সের এবং কল্কার্থ পঞ্চকোল, তালিসপত্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ সমভাগে সমস্তে /১ সের। ইহা উচিত মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহা, গুল্মও উদরাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

মহারোহিতকং ঘৃতম্।

রোহিতকাৎ পলশতং ক্ষোদয়েদ্বদরাঢ়কম্।
সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥

ঘৃতপ্রস্থং সমাবাপ্য ছাগীক্ষীরং চতুর্গুণম্।
তস্মিন্ দত্ত্বাদিমান্ কল্কান্ সর্ব্বাংস্তানক্ষসংমিতান্॥
ব্যোষং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী তুম্বুরুং বিড়ম্॥
অজাজী কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ।
পুনর্ণবাং বিশালাং চ যবক্ষারং সপৌষ্করম্॥
বিড়ঙ্গঞ্চিত্রকঞ্চৈব হবুষা চবিকাং বচাম্।
এতৈর্ঘৃতং বিপক্বঞ্চ স্থাপয়েদ্ভাজনে শুভে॥
পায়য়েচ্চ পলং মাত্রাং ব্যাধিং বলমপেক্ষ্য চ।
রসকেনাথ যূষেণ পয়সা বাপি ভোজয়েৎ॥
উপযুক্তে ঘৃতে তস্মিন্ ব্যাধীন্ হন্ত্যাদিমান্ বহূন্।
যকৃৎ প্লাহোদরঞ্চৈব প্লীহশূলং যকৃত্তথা॥
কুক্ষিশূলং যকৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্।
বিবন্ধশূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগান্ সকামলান্॥
ছর্দ্দ্যতিসারশূলঘ্নং তন্দ্রীজ্বরবিনাশনম্।
মহারোহিতকং নাম প্লীহঘ্নন্তু বিশেষতঃ।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ ।৬ সের, কাথার্থ রয়না ।২॥০ সের ও কুলশুঠ /৮ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিং, যমানী, ধনে, বিট্‌লবণ, জীরক, কৃষ্ণলবণ, দাড়িমছাল, দেবদারু, পুনর্ণবা, রাখালশশা, যবক্ষার, পুষ্করমূল, বিড়ঙ্গ, চিতা, হবুষা, চই ও বচ প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে মাংসরস, মুদ্গাদির যূষ ও দুগ্ধ সহ অন্নাহার করিবে।

বঙ্গেশ্বরোরসঃ।

সূতভস্ম বঙ্গভস্ম পলৈকৈকং বিমর্দ্দয়েৎ।
গন্ধকং ত্রিফলা তাম্রং প্রত্যেকঞ্চ চতুঃপলম্॥
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং সর্ব্বংত মেলকীকৃতম্।
রুদ্ধাথ ভূধরে পচ্যাৎ পুটকেন সমুদ্ধরেৎ॥
এষ বঙ্গেশ্বরোনাম প্লীহগুল্মোদরং জয়েৎ।
ঘৃতৈর্গুঞ্জাদ্বয়ং লেহ্যং নিষ্কং শ্বেতপুনর্ণবা।
গবাং মূত্রৈঃ পিবেচ্চানু রজনীং বা গবাং জলৈঃ॥

পারদ ১ পল, বঙ্গ ১ পল, গন্ধক, ত্রিফলা ও তামা প্রত্যেকে ৪ পল, সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া আকন্দের আঠায় মর্দ্দন পূর্ব্বক ভূধর যন্ত্রে পুটপাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় ঘৃত সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ অর্দ্ধতোলা শ্বেত পুনর্ণবা বা হরিদ্রা গোমূত্র সহ পান করিলে প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগ বিনষ্ট হয়।

প্লীহাশনি রসঃ।

সূতেন বঙ্গস্তু সমং নিযোজ্যং তত্তুল্য খণ্ডেন চ গন্ধকেন।
বিমর্দ্দয়েদর্করসেন যোজ্যং বিলিপ্য মূষাঞ্চ পুটং দদীত॥
দেয়ো রসস্তেন বিভাবয়েচ্চ রসো ভবেদ্বাসুকিভূষণঃ সঃ।
সপ্লীহগুল্মস্য চ নাশনায় বিনির্ম্মিতো ভেষজরূপবজ্রঃ॥

পারদ ও বঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং খাঁড়গুড় ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ ভাগ একত্র আকন্দক্ষীরে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিয়া উচিত মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

অগ্নিগর্ভা বটিকা।

শুদ্ধং রসং পলং গ্রাহ্যং গন্ধকং দ্বিপলং ভবেৎ।
লৌহং টঙ্গং বচা কুষ্ঠং রামঠং ত্রিকটুং নিশাম্॥

রসার্দ্ধভাগমানেন সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
মাণৌল্ব ঘণ্টকর্ণানাং ত্রিফলানাং রসেন চ॥
রক্তী ষোড়শমানেন বটিকা পরিনির্ম্মিতা।
অগ্নিগর্ভেয়মুদিতা প্লীহগুল্মোদরাপহা॥
শূলঘ্নী যকৃতং হন্যাৎ অষ্ঠীলাং কামলানি চ।
হলীমকঞ্চ পাণ্ডুত্বং ক্রিমিকুষ্ঠবিনাশিনী॥
চন্দ্রনাথেন গদিতা রসমঙ্গলভূষিতা।
লবঙ্গযোগে কর্ত্তব্যা মহাগ্নিদায়িনী মতা॥
আনাহকাসশমনী ব্রণবিস্ফোটনাশনী।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্যাৎ শ্লেষ্মদোষোদ্ভবামপি॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, লৌহ, সোহাগা, বচ, কুড়, হিং, ত্রিকটু ও হরিদ্রা প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মানকচু, ওল, ঘণ্টাকর্ণ ও ত্রিকটুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহা গুল্ম ও উদরাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ লবঙ্গ সহ সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং আনাহ ও কাসাদি বিনষ্ট হয় জানিবে।

রোহিতকাদ্যং লৌহম্।

ত্রিকত্রয়সমাযুক্তং রোহিতকযুতং ত্বয়ঃ॥
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতং হন্তি দারুণম্।
অত্র ত্রিকটুত্রিফলাত্রিমদসর্ব্বচূর্ণসমং লৌহম্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, শুণ্ঠী, মরিচ, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতা ও রয়না, প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সমান লৌহ একত্র চূর্ণ করিয়া মিশ্রণ পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাস ও যকৃৎ বিনষ্ট হয়।

যকৃৎ প্লীহোদরহরলৌহম্।

লৌহার্দ্ধমভ্রকং শুদ্ধং সূতমভ্রার্দ্ধভাগিকম্।
ত্রিগুণাময়সশ্চূর্ণাত্রিফলাং সার্দ্ধচাভ্রকাৎ ॥
দ্বিরষ্টবারিণো ভাগমষ্টশেষন্তু কারয়েৎ।
তেন চাষ্টাবশেষেণ সমেনাজ্যেন যত্নতঃ ॥
রসেন বহুপুত্রায়া দ্বিগুণং ক্ষীরসম্মিতম্।
লৌহময্যা পচেৎ দার্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃণ্ময়ে ॥
দিব্যোষধিহতং লৌহং পুটিতং পুটনৌষধৈঃ।
পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনাশনৈঃ ॥
অভ্রকং নিহতং কৃষ্ণং সূতকং বিধিমূর্চ্ছিতম্।
অয়সশ্চার্দ্ধভাগৈস্তু আদৌ পাকে বিনিক্ষিপেৎ ॥
কন্দকাপালিকা চব্যং বিড়ঙ্গং স বৃহদ্দলম্।
শরপুঙ্খা চ পাঠা চ চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্ ॥
লবণানি চ সর্ব্বাণি সক্ষারং বৃদ্ধদারকম্।
দীপ্যকঞ্চ তথা সিক্থং লৌহাভ্রকসমং ক্ষিপেৎ ॥
প্লীহোদর যকৃৎ গুল্মান্ হন্তি ক্ষারাগ্নিভির্বিনা।
প্রয়োগোহয়ং মহাবীর্য্যো লৌহো লৌহবিদাং বরঃ ॥
প্লীহোদরবিনাশায় দত্তাদ্ দ্বে দ্বে পুটে পৃথক্।
মানেন ঘণ্টাকর্ণেন শূরণেনাধিকং পুনঃ।
মিলিতলৌহাভ্রকাৎ ত্রিগুণা ত্রিফলা।
শতাবরীরসং লৌহাভ্রকাৎ দ্বিগুণং ক্ষীরঞ্চ।
কন্দকাপালিকে আকন্দঃ শূরণোবা ॥

ত্রিফলা, লৌহ ও অভ্র অপেক্ষা ৩ গুণ পরিমাণে লইয়া ১৬ গুণ জলসহ পাক পূর্ব্বক অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে

উহার সহিত শতাবরীর রস ও দুগ্ধ লৌহাভ্র অপেক্ষা দ্বিগুণ, লৌহ ১ ভাগ, অভ্র অর্দ্ধ ভাগ, পারদ সিকি ভাগ এবং আকন্দমূল, চই, বিড়ঙ্গ, পাটিয়ালোধ, শরপুঙ্খা, আকনাদি, চিতা, শুণ্ঠী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বিন্তাড়ক, যমানী ও মোম প্রত্যেকে ১॥ দেড় ভাগ মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ উচিত পরিমাণে মাণকচু, ওল ও ঘণ্টাকর্ণ সহ পান করিলে প্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ত্রিলোচনো রসঃ।

ত্রিলোচনো হরিঃ পক্ষী পার্ব্বতীনাগভূষণম্॥
দরদং তীক্ষ্ণপুষ্পৌ চ বসূরুধিরং বাসকাঃ।
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গু পটোলামৃতমুস্তকম্॥
গোক্ষুরং মরিচং বহ্নি চবিকৈরণ্ডপিপ্পলী।
দেবদারুসমং চূর্ণং গুড়েন বটকীকৃতম্॥
উদরং কুক্ষিরোগঞ্চ প্লীহং গুল্ম বিনাশয়েৎ।
নেত্ররোগং পার্শ্বশূলং শিরঃশূলং প্রমেহকম্॥
হৃচ্ছূল মরুচিং সর্ব্বং দুর্ণামং চাশ্মরীং পরাম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথাবাত্তং সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি॥
রসঃ সাক্ষাদয়ং শম্ভুঃ শম্ভুদেহসমুদ্ভবঃ।
হরির্গুগ্গুলুঃ হরিরিন্দ্রঃ।

পক্ষীগরুড়ঃ স্বর্ণমাক্ষিকঃ গরুড়ঃ মাক্ষিকঃ পক্ষী বৃহদ্বর্ণ ইতিস্মৃতঃ।

নামমঞ্জরী।

পার্ব্বতী বেঙ্গা মৃত্তিকা সৌরাষ্ট্রী পার্ব্বতী মৃৎস্না তথা কাম্বোজপর্পটী শব্দপ্রকাশঃ।

নাগঃ শীশা শীশকো নাগপর্য্যায়ঃ।

বিশ্বঃ।

ভূষণং হরিতালং তালঞ্চ নটভূষণম্।
দরদো লিঙ্গুলং তীক্ষ্ণং কাললোহং
তীক্ষ্ণং লৌহমথ তীক্ষ্ণমিতি বিশ্বঃ।
পুষ্পকং রসাঞ্জনং শোভাঞ্জনঞ্চ
সৌবীরং তাম্তিকং পুষ্পকং তথা।

বসুগন্ধকঃ।

বোলোথ গন্ধপাষাণং পামাহরির্গন্ধকো বসু শব্দার্ণবঃ।
রুধিরং তাম্রং রক্তং রবিস্তু ম্লেচ্ছাখ্যমিতি বিশ্বঃ।

ইতি যকৃৎপ্লীহোদরাধ্যায়ঃ।

পারদ, গুগ্‌গুলু, স্বর্ণমাক্ষিক, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, সীসা, হরিতাল, হিঙ্গুল, কাললৌহ, রসাঞ্জন, গন্ধক, তাম্র, বাসক, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, হিং, পটোল, গুলঞ্চ, মুথা, গোক্ষুর, মরিচ, চিতা, চই, এরণ্ড, পিপুল ও দেবদারু, এই সকল উপযুক্ত মাত্রায় চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ গুড় সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক বটক প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা উদর, কুক্ষিরোগ, প্লীহা ও গুল্মাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি যকৃৎ ও প্লীহা রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শোথচিকিৎসামাহ।

শূয়ন্তে যস্য গাত্রাণি স্বপন্তীব রুজন্তি চ।
পীড়িতান্যুন্নমন্ত্যাশু বাতশোথং তমাদিশেৎ॥
যশ্চাপ্যরুণবর্ণাভঃ শোথো নক্তং প্রশাম্যতি।
স্নেহোষ্ণমর্দ্দনাভ্যাঞ্চ প্রণশ্যেৎ স তু বাতিকঃ॥

যে শোথরোগীর গাত্র স্ফীত, অসাড়, বেদনাযুক্ত এবং শোথ স্থান পীড়ন করিলে শীঘ্রই উন্নত অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ হয়, তাহাকে বাতিক শোথ বলে। অপিচ যাহার শোথ অরুণবর্ণ, রাত্রিতে প্রশমিত হয় এবং স্নেহ ও উষ্ণ মর্দ্দন দ্বারা বিলীন হয়, তাহাকেও বাতজ বলিয়া জানিবে।

যঃ পিপাসাজ্বরার্ত্তস্য পূয়তেঽথ বিদহ্যতে।
স্বিহ্যতে ক্লিশ্যতে গন্ধী স পৈত্ত শ্বয়থুঃ স্মৃতঃ॥
যঃ পীতমুখনেত্রত্বক্ পূর্ব্বং মধ্যাৎ প্রশূয়তে।
তনুত্বক্ চাতিসারী চ পিত্তশোথঃ স উচ্যতে॥

যে শোথরোগী পিপাসাতুর ও জ্বরাক্রান্ত, শোথ স্থান পূযস্রাবান্বিত, দাহসংযুক্ত, স্নিগ্ধ, ক্লিষ্ট ও দুর্গন্ধসংযুক্ত, তাহা পিত্তজশোথ জানিবে। অপিচ শোথরোগী পীতবর্ণ মুখ, নেত্র ও চর্ম্মবিশিষ্ট, মধ্য হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ফীত পাতলা চর্ম্মযুক্ত ও অতিসারান্বিত হইলেও পৈত্তিক শোথ বলা যায়।

যঃ শীতলঃ সক্তনতিঃ পাণ্ডুঃ কণ্ডূয়তেঽপি চ।
নিপীড়িতো নোন্নমতিঃ শ্বয়থুঃ সকফাত্মকঃ॥
যস্য শস্ত্রগণচ্ছেদাৎ শোণিতং ন প্রবর্ত্ততে।
কৃচ্ছ্রেণ পিচ্ছাং স্রবতি সচাপি কফসম্ভবঃ॥

যে শোথ শীতল, নম্রতাসংযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডুবিশিষ্ট ও টিপিলে উন্নত হয় না, তাহাকে কফজ শোথ বলিয়া জানিবে। অপিচ যে শোথ হইতে শস্ত্রদ্বারা ছেদ করিলে রক্তস্রাব হয় না এবং অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকেও কফাত্মক শোথ বলিয়া জানিবে।

পটোলপত্র বেত্রাগ্র কাকমাচী সুবর্চ্চলা।
শাকান্নে নিম্ববর্ষাভূ বালমূলকমেব চ॥
শুণ্ঠী পুনর্ণবৈরণ্ড পঞ্চমূলীশৃতং জলম্।
বাতিকে শ্বয়থৌ শস্তং পানাহারপরিগ্রহে॥

পলতা, বেতাগ্, কাকমাচীশাক, সুবর্চ্চলা, নিম্ব, পুনর্ণবা ও কচিমুলা, শাকার্থে, অন্ন সহ এবং শুঠি, পুনর্ণবা, ভেরেণ্ডা ও পঞ্চমূল, ইহাদের সহিত প্রস্তুত সিদ্ধ জল, সর্ব্বদা পানাহারকালে বাতজশোথে ব্যবহার করিবে।

পৃশ্নিপর্ণী ঘনোদীচ্য শুণ্ঠী সিদ্ধন্তু পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে পিপ্পলীমূলং দারু নাগরচিত্রকৈঃ॥
দশমূলং সদা শস্তং বাতশোথে বিশেষতঃ।
বাতজে তৈলমেরণ্ডং বিড়্গ্রহে পয়সা পিবেৎ॥

পৈত্তিকশোথে চাকুলে, মুথা, বালা ও শুঠি দ্বারা সিদ্ধ জল; কফজ শোথে পিপুলমূল, দেবদারু, শুঠি ও চিতা দ্বারা সিদ্ধ জল, দশমূলের কাথ বাতশোথ্ এবং বাতজ মলরুদ্ধ শোথে দুগ্ধসহ ভেরেণ্ডার তৈল উপকারী বলিয়া জানিবে।

ক্ষীরাশনঃ পিত্তকৃতে তু শোথে
ত্রিবৃৎ গুড়ূচী ত্রিফলা কষায়ঃ।
পিবেদ্গবাং মূত্রবিমিশ্রিতং বা
ফলত্রিকাচূর্ণমথাক্ষমাত্রম্॥
পুনর্ণবা বিশ্ব ত্রিবৃদ্গুড়ূচী
সম্পাক পথ্যা সুরদারুকল্কম্।
শোথে কফোত্থে মাহিষাক্ষমূত্র-
যুক্তং পিবেদ্বা সলিলং তথৈষাম্॥
অজাজী পাঠা ঘন পঞ্চকোল
ব্যাঘ্রীরজন্যা সুখতোয়পীতাঃ।
শোথং ত্রিদোষং বিরজং প্রবৃদ্ধং
নিঘ্নন্তি ভূনিম্বমহৌষধে চ।

বিল্বপত্র রসং পাতুঃ শোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে॥
বিট্‌সঙ্গে চৈব দুর্নাম্নি বিদধ্যাৎ কামলামপি॥

পিত্তশোথরোগী দুগ্ধান্নভোজী হইয়া তেউড়ী, গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথ অথবা ত্রিফলাচূর্ণ গোমূত্র সহ পান করিবে। কফশোথী পুনর্ণবা, শুণ্ঠি, তেউড়ী, গুলঞ্চ, সোণাগু, হরীতকী, দেবদারু ও মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু, গোমূত্রসহ বাটিয়া কিংবা ইহাদের কাথ করিয়া পান করিবে। জীরক, আকনাদী, মুথা, পঞ্চকোল, কণ্টকারী, হরিদ্রা. চিরতা ও শুণ্ঠী ইহাদের উষ্ণকাথ পান দ্বারা চিরকালীয় ত্রৈদোষিক শোথ নিবারিত হয়। ত্রৈদোষিক শোথে বিল্বপত্রের রস পান বিধেয় এবং উহা দ্বারা মলরোধ, অর্শ ও কামলারোগ বিনষ্ট হয়।

পথ্যাদিঃ।

পথ্যামৃতা ভার্গী পুনর্ণবাগ্নি-
দার্ব্বী নিশাদারু মহৌষধানাম্।
কাথং প্রপীয়োদর পাণিপাদ-
রক্তাশ্রিতং হন্ত্যচিরেণ শোথম্।

হরীতকী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, পুনর্ণবা, চিতা, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, দেবদারু ও শুণ্ঠি, ইহাদের কাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পাদ ও রক্তগত শোথ বিনষ্ট হয় জানিবে।

পুনর্ণবাষ্টকঃ।

পুনর্ণবা নিম্বপটোল শুণ্ঠী
তিক্তামৃতা দার্ব্ব্যভয়া কষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদরপার্শ্বশূল-
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

পুনর্ণবা, নিম্ব, পটোল, শুণ্ঠী, কটুকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ পান দ্বারা সর্ব্বাঙ্গগত শোথ বিনষ্ট হয়।

সৌবর্চ্চলাদ্যং ঘৃতম্।

সৌবর্চ্চলং যবক্ষারং যমানী পঞ্চকোলকম্।
মরিচং দাড়িমং পাঠা ধন্যাকমম্লবেতসম্॥
বারি বিল্বঞ্চ কর্ষাংশং ক্বাথয়েৎ সলিলাঢ়কে।
তৎ ক্বাথেন ঘৃতপ্রস্থং পাচ্যং ঘৃতাবশেষকম্॥
শোথার্শোগুল্মমেহার্ত্তিঘ্নতং সেব্যং প্রশান্তয়ে॥

ঘৃত ৴৪ সের, জল ।৬ সের, সচললবণ, যবক্ষার, যমানী পঞ্চকোল, মরিচ, দাড়িম্ব, আকনাদী, অম্লবেতস, ধনে, বালা ও বেলশুঁঠ প্রত্যেকে ২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৴৪ সের যথাবিধানে তৈল পাক পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে অর্শ গুল্ম ও মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

শুণ্ঠী পুনর্ণবৈরণ্ড পঞ্চমূলং শৃতং জলম্।
বাতিকে শ্বয়থৌ শস্তং পানাহারে পরিগ্রহে॥

শুণ্ঠী, পুনর্ণবা, এরণ্ড ও পঞ্চমূল, ইহাদের দ্বারা শোধিত জল পানাহারে প্রয়োগ করিলে বাতজ শোথ নিবারিত হয়।

পুনর্ণবাদ্যং ঘৃতম্।

পুনর্ণবা চিত্রক দেবদারু পঞ্চোষণক্ষার হরীতকীনাম্।
কল্কেন পক্বং দশমূলতোয়ে ঘৃতোত্তমং শোথ-নিসূদনঞ্চ॥

দশমূলং মিলিত্বা ৬০ পলপানীয় ৫১২ পল শেষ ১২৮ পল ঘৃত ৩২ পল কল্কার্থ পুনর্ণবামূল চিতা দেবদারু পঞ্চকোল যবক্ষার হরীতকী প্রত্যেকে ৮ তোলা।

গব্যঘৃত ৴৪ সের, ক্বাথার্থ দশমূল ৬০ পল, পাকনিমিত্ত জল ৫১২ পল, শেষ ৩২ পল অর্থাৎ ৴৪ সের এবং কল্কার্থ পুনর্ণবা, চিতা, দেবদারু,

পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও হরীতকী, প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে শোথ বিনষ্ট হয়।

মাণক-ঘৃতম্।

মাণকঃ কাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যপোহতি॥

গব্যঘৃত /৪ সের, মানকচুর কাথ /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ মানকচু /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্।

শুষ্কমূলক বর্ষাভূ দারু রাস্না মহৌষধৈঃ।
পঞ্চমভ্যঞ্জনং তৈলং সশূলং শ্বয়থুং জয়েৎ॥

তিলতৈলং ৩২ পলং পানীয় ১২৮ পল কল্কার্থ শুষ্কমূলা পুনর্ণবা দেবদারু রাস্না শুণ্ঠী প্রত্যেক ১ পল ৫ তোলা।

তিলতৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ শুষ্কমূলা পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না ও শুণ্ঠী, সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই তৈলে শূলযুক্ত শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্।

মূলকং দশমূলঞ্চ কণামূলং পুনর্ণবা।
প্রত্যেকং প্রস্থমানঞ্চ বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ॥
তেনাষ্টভাগশেষেণ তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং তথা॥
দাপয়েত্তৈলতুল্যেন গোমূত্রং কুশলো ভিষক্॥
মূলকঞ্চামৃতা শুণ্ঠী পটোলঞ্চ পলাবলা।
পাঠা পুনর্ণবামূলং বালোশীরঞ্চ শিগ্রুকং॥

নিগু´ণ্ডীন্দ্রযব শ্যামা করঞ্জ বাসকস্তথা।
কণা হরীতকী শুণ্ঠী বচা পুষ্করমুস্তকম্॥
রাস্না বিড়ঙ্গঞ্চব্যঞ্চ হরিদ্রে দ্বে চ ধান্যকম্।
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং পত্রং দেবদারু সপদ্মকম্॥
শটী করিকণা বিল্ব মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ।
প্রত্যেকার্দ্ধপলং চৈষাং পেষয়িত্বা ততঃ ক্ষিপেৎ॥
অভ্যঙ্গেনাশ্চ তৈলস্য যে গুণাঃ সন্তি তাং শৃণু।
নানাশোথাংশ্চ নশ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবান্॥
আমোদ্ভবাশ্চ যে কেচিদ্বিশেষেণ জলাশয়াঃ।
অবশ্যং নির্জ্জলা দেহা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

মূলা ১৬ পল দশমূল ১৬ পল পিপুল মূল ১৬ পল পুনর্ণবামূল ১৬ পল, পানীয় ৫১২ পল, শেষ ৬৪ পল, তিলতৈল ৬৪ পল গোমূত্র ৬৪ পল।

তিলতৈল ৴৮ সের, ক্কাথার্থ শুষ্কমূলা, পিপুলমূল, দশমূল, পুনর্ণবা, প্রত্যেকে ৴২ সের, জল সকলের ৮ গুণ, শেষ অষ্টমাংস এবং কল্কার্থ শুষ্কমূলা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠি, পটোল, পিপুল, বেড়েলা, আকনাদী, পুনর্ণবা বালা, বেণারমূল, সজিনামূল, নিসিন্দা, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, করঞ্জা, বাসক পিপুল, হরীতকী, শুণ্ঠী, বচ, পুষ্করমূল, মুথা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, তেজপত্র, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, গজপিপুল, বেল ও মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং গোমূত্র ৴৮ সের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কংসহরীতকী।

দ্বিপঞ্চমূলস্য কৃতে কষায়ে
কংসেঽভয়ানাঞ্চ শতং গুড়াচ্চ।

লেহে সুশীতে চ বিনীয় চূর্ণং
ব্যোষং ত্রিসৌগন্ধ্য মুবাগ্নিতে চ॥
প্রস্থার্দ্ধমানং মধুনঃ সুশীতে
কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশূকাৎ।
একাভয়াং প্রাশ্য ততশ্চ লেহাৎ
শুক্তিং নিহন্তি শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধম্।
শ্বাস জ্বরারোচক মেহ গুল্ম-
প্লীহত্রিদোষোদর-পাণ্ডুরোগান্।
কার্শ্যামবাতাবসৃগম্লপিত্তং
বৈবর্ণ্য-মূত্রানিল-শুক্রদোষান্॥

কংসে আঢ়কে অতো দশমূলস্য চতুযষ্টিপলানি জলস্য দ্রোণাঃ হরীতকীনাং গুড়কং শতম্। ত্রিজাতস্য পৃথক্ ইতি চক্রমতেন ব্যবহারঃ।

দশমূল /৮ সের ও হরিতকী ১০০, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, গুড় ১২॥০ সের, ইহা পাক করিতে করিতে ঘন হইলে, উহাতে ত্রিকটুচূর্ণ, ত্রিসুগন্ধিচূর্ণ ও যবক্ষার প্রত্যেকে ১ পল এবং মধু /১ একসের মিশাইয়া লইবে। এই লেহ উপযুক্ত মাত্রায় ও একটি হরীতকী সেবন করিলে শোথ, শ্বাস ও মেহাদিরোগ বিনষ্ট হয়।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ মণ্ডূরং গোমূত্রৈঃ পাচয়েদ্দিনম্।
বজ্রবল্ল্যা রসৈঃ পেষ্যং চিতা কুটমল সংযুতম্॥
ভক্ষিতং চাক্ষমাত্রঞ্চ হ্যসাধ্যং শ্বয়থুং জয়েৎ।
কাকমাচীরসৈঃ পেষ্যং মৃতলোহঞ্চ শোথজিৎ॥
হরীতক্যাঃ কষায়েণ হন্তি পানাচ্ছিলাজতু॥

মণ্ডুর উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রসহ পাক করিয়া হাড়ভাঙ্গার

রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক চিতার কলিকা চূর্ণ সহ পান করিলে অসাধ্য শোথও বিনষ্ট হইয়া থাকে। মারিত লৌহ কাকমাচীর রসের সহিত বা হরীতকীর কাথসহ শিলাজতু পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয় জানিবে।

কটুকাদ্যং লৌহম্।

কটুকাং ত্র্যষণং দন্তী বিড়ঙ্গং ত্রিফলা তথা॥
চিত্রকো দেবদারুশ্চ ত্রিবৃদ্বারণপিপ্পলী।
চূর্ণান্যেতানি তুল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ॥
ক্ষীরেণ পীতমেতচ্চ শ্রেষ্ঠং শ্বয়থুনাশনম্।
সর্ব্বচূর্ণাৎ দ্বিগুণং লৌহম্।

কটুকা, ত্রিকটু, দন্তী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতা, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপুল, এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহচূর্ণ উহাদের দ্বিগুণ উহার সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেবন করিলে শোথ দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে।

করঞ্জপত্রলেপেন সারনালেন শোথজিৎ।
কোকিলাক্ষকষায়েণ লেপঃ সর্ব্বাঙ্গশোথজিৎ॥

করঞ্জাপত্র কাঁজির সহিত বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা কোকিলাক্ষ কাথ দ্বারা প্রলেপ দিলে শোথ নিবারিত হয়।

মাণকঘৃতম্।

মাণককাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যপোহতি॥
মাণকস্য পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তন্ত্রান্তর দর্শনাৎ।

ঘৃত ৴৪ সের মানকচুর কাথ ।১৬ সের ও কল্কার্থ মানকচু ৴১ সের, ইহা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শোথ বিনষ্ট হয়।

মারুত রক্তমুৎ তক্রাকর্ষণাদিঃ।

খণ্ডকাদ্যেশ্বরমতোঽমৃতসার নবায়সম্
লোহান্যেতানি সর্ব্বাণি যোজয়ন্তি ভিষগ্বিদঃ॥
ভল্লাতক্যা জয়েচ্ছোথং সতিলা কৃষ্ণমৃত্তিকা।
মহিষীনবনীতং বা লেপাদ্ দুগ্ধতিলান্বিতম্॥
লেপোঽরুষ্কর শোথং নিহন্তি তিলদুগ্ধ মধুক নবনীতৈঃ।
তত্তরুতলমৃত্তির্ব্বা সালদলৈর্ব্বাতিচিরেণ॥
সালদলস্য চূর্ণমাহুঃ।
কান্তক্রামক লেপো বা লেপোবা তিলদুগ্ধয়োঃ।
ভল্লাতঃ শ্বয়থুং হন্তি পানং বা তিলদুগ্ধয়োঃ।
বানরকচ্ছূধূলীশোথে গোময় ঘর্ষেণ লেপৌ বিহিতৌ
বৃশ্চিকপত্রীপীড়াশোথে বিধিনা দুগ্ধস্থালীস্বেদঃ।
প্রায়োভিঘাতাদনিলঃ সরক্তঃ শোথং সবাতং প্রকরোতি সদ্যঃ॥
তত্রাবিসর্পঘ্নমাত্র তদ্বচ্চ কার্য্যং বিষঘ্নং বিষজেতু কর্ম্ম।

খণ্ডকাদ্যলোহ, অমৃতসারলোহ, নবায়সাদিলোহ, শোথরোগে প্রযোজ্য জানিবে। তিল কৃষ্ণমৃত্তিকা ও ভেলা, ইহাদের দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা মহিষের দুগ্ধের ননী, দুগ্ধ ও তিল একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শোথ বিনষ্ট হয়। ভেলা, তিল, দুগ্ধ, যষ্টিমধু ও ননী একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা অথবা ভেলাবৃক্ষতলের মাটী ও শালপত্র চূর্ণ একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। মুথার দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা তিলও দুগ্ধ একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কিংবা তিল ও দুগ্ধ সহ ভেলা বাটিয়া সেবন করিলে শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। আলকুশীর শুঁড়া লাগিয়া শোথ হইলে গোময় ঘষিয়া গোময় দ্বারা প্রলেপ দিলে উহা নিবারিত

হয়। চোক্‌তাপাতা লাগিয়া শোথ জন্মিলে দুগ্ধের স্থালী উষ্ণ করিয়া তদ্দারা স্বেদ দিলে শোথ বিনষ্ট হয় জানিবে। প্রায়ই অভিঘাত প্রযুক্ত বায়ু রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাতসংযুক্ত শোথ উৎপাদন করে, এই শোথ ক্রমশঃ প্রসারিত না হওয়ায় উহাতে কোন প্রকার চর্ম্ম সংশোধক পলেপাদিমাত্র প্রয়োগ করিবে। এবং বিষজ শোথে বিষঘ্ন কর্ম্ম করিবে।

পিষ্টান্নমম্লং লবণানি মদ্যং
শুষ্কং দিবাস্বপ্নমজাগরঞ্চ।
স্ত্রিয়োঘৃতং তৈলপয়ো গুরূণি
শোথং জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েচ্চ॥

ইতি শোথরোগাধ্যায়ঃ।

পিষ্টান্ন, টক, লবণ, মদ্য, শুষ্কমা'স, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্ত্রীসহবাস, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য, এই সকল শোথরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইতি শোথরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ অণ্ডবৃদ্ধিচিকিৎসামাহ।

প্রপৌণ্ড রীক মধুক রাস্না কুষ্ঠং পুনর্ণবৈঃ।
শরলাগুরু ভদ্রাখ্যৈর্ব্বাতজং সংপ্রলেপয়েৎ॥
নিচুলৈরণ্ডমূলানি যব গোধূম শক্তবঃ।
এতৈশ্চ বাতজং স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ সংপ্রলেপয়েৎ॥
গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বা গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বাতবৃদ্ধিং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্॥
সক্ষীরং বা পিবেত্তৈলং মাসমেরণ্ডসম্ভবম্।

পিত্তানুবন্ধে।

পুনর্নবায়াস্তৈলং বা তৈলং নারায়ণন্তথা।
পানে বস্তৌ রুবোস্তৈলং পেয়ং বা দশকাম্ভসা ॥
পুনর্নবায়াঃ ক্বাথকল্কৌ।
দশকং দশমূলম্।
ইতি বাতে।

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, রাস্না, কুড়, পুনর্নবা, অগুরু সরলকাষ্ঠ ও মুথা, এই সকল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপে বাতজ বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয়। হিজল, এরণ্ডমূল, যব ও গম, ইহাদের ছাতু স্নিগ্ধ ও উষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতজ অণ্ডবৃদ্ধি নিবারিত হয়। গুগ্গুলু অথবা এরণ্ডতৈল গোমূত্র সহ পান করিলে বাতজ বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এরণ্ডতৈল দুগ্ধ সহ পান করিলে পিত্তানুবন্ধ বাতজবৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুনর্নবাতৈল ও নারায়ণ তৈল পানে ও বস্তিতে প্রয়োগ করিলে অথবা এরণ্ডতৈল দশমূলের ক্বাথ সহ পান করিলে বাতজ বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গৈরিকাঞ্জনমঞ্জিষ্ঠা মধুকোশীর পদ্মকৈঃ।
সচন্দনোৎপলৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥
পদ্মোৎপলমৃণালৈশ্চ সসর্জ্জার্জ্জুন বেতসৈঃ।
সর্পিঃ স্নিগ্ধৈঃ সমধুকৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥

গেরীমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ও উৎপল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃত সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা পদ্মের গোঁড়া, উৎপল, মৃণাল, সর্জ্জবৃক্ষের ছাল, অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল, বেতস ও যষ্টিমধু একত্র ঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অণ্ডবৃদ্ধিরোগ বিনাশ হইয়া থাকে জানিবে।

মুহুর্ম্মুহুর্জ্জলৌকাভিঃ শোণিতং রক্তজে হরেৎ।
কুর্য্যাৎ পৈত্তিকবৎ সর্ব্বমামে পক্কে চ বুদ্ধিমান্ ॥

কুলখোষণ পিণ্যাকৈঃ পিষ্টৈ্যস্ত্রৈশ্চাপনাহনম্।
দেবদারুকষায়ঞ্চ পিবেন্মূত্রেণ মানবঃ॥
ত্রিকটুত্রিফলা কাথং পিবেৎ সক্ষারসৈন্ধবম্।
কফামবদ্ধকোষ্ঠেষু বিরেকঃ কফবৃদ্ধিনুৎ॥
সংপিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্।
লেপাদ্বৃদ্ধ্যাময়ং হন্তি বদ্ধমূলমপি ধ্রুবম্॥
স্যাত্তাবৎ চটকক্ষারঃ ক্ষারো বা কৃকলাসজঃ।
সতৈললবণোলেপঃ শীঘ্রং দুর্জ্জয়বৃদ্ধিনুৎ॥
বচাসর্ষপকল্কেন প্রলেপো বৃদ্ধিনাশনম্॥

রক্তজবৃদ্ধিরোগে পুনঃপুনঃ জলৌকা দ্বারা রক্তস্রাব করাইবে। এবং আম ও পক্ব বৃদ্ধিতে পৈত্তিক বৃদ্ধির ন্যায় কার্য্য প্রয়োগ করিবে। কুলথ, মরিচ ও তিলের খৈল, জল সহ একত্র বাটিয়া উষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে এবং দেবদারুকষায় গোমূত্র সহ পান করিলে বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হয়। ত্রিকটু ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথ যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপে পান করিলে কফ ও আম কর্ত্তৃক বদ্ধকোষ্ঠে বিরেচন হইয়া কফজনিত বৃদ্ধিরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। রক্তাকন্দ-মূলের ছাল, কাঁজির সহিত বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অণ্ড বৃদ্ধিরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। চটকপক্ষীর ক্ষার বা কৃকলাস জন্তুর ক্ষার তৈল ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অথবা বচ ও সর্ষপ একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মূত্রাৎ পাদিকং সৈন্ধবম্।

গোমূত্রসিদ্ধাং রুবুতৈলমিশ্রাং
হরীতকীং সৈন্ধবচূর্ণযুক্তাম্॥
খাদেন্নরঃ কোষ্ণজলানুপানং
নিহন্তি বৃদ্ধিং চিরজাং প্রবৃদ্ধাম্॥

ঐন্দ্রীমূলভবং চূর্ণং রুবুতৈলেন মর্দ্দিতম্।
ত্র্যহাদ্গোপয়সা পীতং সর্ব্ববৃদ্ধিবিনাশনম্॥
গব্যং ঘৃতং সৈন্ধবসংপ্রযুক্তং
শম্বুকভাণ্ডে নিহিতং প্রযত্নাৎ।
সপ্তাহমাদিত্যকরৈর্ব্বিপক্বং
নিহন্তি কুরণ্ডমতিপ্রবৃদ্ধম্॥

হরীতকী গোমূত্র সহ সিদ্ধ করিয়া এরণ্ডতৈল ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণ জলানুপান করিলে বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হয়। রাখালশশার মূল চূর্ণ এরণ্ডতৈল সহ পেষণ পূর্ব্বক গোদুগ্ধ সহ পান করিলে তিন দিনেই সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধিরোগ বিনাশ পায়। গব্যঘৃত সিকি সৈন্ধবলবণ সহযোগে শামুকের মধ্যে রাখিয়া সাত দিন সূর্য্যপক্ব করিয়া সেবন করিলে কুরণ্ডরোগ বিনাশ হয়।

গন্ধর্ব্বহস্তকং তৈলম্।

শতমেরণ্ডমূলস্য পলে শুণ্ঠ্যা যবাঢ়কম্।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্॥
তেন পাদাবশেষেণ পয়সা তৎ সমেন চ।
প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য তন্মূলাচ্চ চতুঃপলম্॥
ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য গর্ভং দত্বা বিপাচয়েৎ।
তৎপিবেন্নিয়তঃ শুদ্ধো নরঃ ক্ষীরান্নভুক্ সদা।
অন্ত্রবৃদ্ধিং নিহন্ত্যাশু তৈলং গন্ধর্ব্বহস্তকম্॥

এরণ্ডতৈল /৪ সের, কাথার্থ এরণ্ডমূল ।২॥০ সের, শুণ্ঠী ২ পল ও যব /৮ সের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, দুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ ভেরেণ্ডার মূল ৪ পল ও আদা ৩ পল। যথাবিধানে

এই তৈল পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় পান করিয়া তদ্ধায় সেবন করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি বিনাশ পাইয়া থাকে জানিবে।

সসৈন্ধবং ঘৃতাভ্যক্তং তাম্রভাজনমাতপে।
প্রতপ্তমূর্ণয়া ঘৃষ্ট্বা তন্মলেন দিবানিশম্॥
ম্রক্ষণাদেব কুরণ্ডং নাস্তীত্যাহ পুনর্ব্বসুঃ।
রুদ্রজটামূললিপ্তা করটব্যঙ্কচর্ম্মণা॥
অন্ত্রবৃদ্ধিঃ শমং যাতি চিরজাপি ন সংশয়ঃ।
করটবীবৃক্ষমূষিকা অস্যা অঙ্কচর্ম্ম ক্রোড়চর্ম্ম।

মেষের লোম সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক একটি তাম্রপাত্রে রৌদ্রে তপ্ত করিলে ঘর্ষণ করিয়া যে মল নির্গত হইবে, দিবারাত্রি তদ্দারা কুরণ্ডে ঘর্ষণ করিলে উহা নিশ্চয়ই বিনাশ পায়। শিবজটার মূল দ্বারা বৃক্ষমূষিকের ক্রোড়চর্ম্ম লেপন পূর্ব্বক তদ্দারা কুরণ্ড বেষ্টন করিয়া রাখিলে বহুকালীয় অন্ত্রবৃদ্ধিও বিনাশ পায় জানিবে।

শতপুষ্পাদ্যং ঘৃতম্।

শতপুষ্পামৃতাদারু চন্দনং রজনীদ্বয়ম্।
জীরকে দ্বে বচানাগ ত্রিফলা গুগ্গুলুত্বচম্॥
সমাংসী কুষ্ঠপত্রৈলা রাস্নাশৃঙ্গী চ চিত্রকম্।
ক্রিমিঘ্নমশ্বগন্ধা চ শৈলেয়ং কটুরোহিণীম্॥
সৈন্ধবং তগরঞ্চৈব কুটজাতিবিষে তথা।
এতৈশ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
বৃষমুণ্ডীতিকৈরণ্ড নিম্বপত্রভবো রসঃ।
কণ্টকার্য্যাস্তথা ক্ষীরং প্রস্থং প্রস্থং প্রদাপয়েৎ॥
সিদ্ধমেতদ্‌ঘৃতং পীতং অন্ত্রবৃদ্ধিং ব্যপোহতি।
বাতবৃদ্ধিং পিত্তবৃদ্ধিং মেদোবৃদ্ধিমথাপি বা॥

মূত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ যকৃৎ প্লীহানমেব চ।
শতপুষ্পাঘৃতঞ্চৈতৎ হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥
নাগং নাগকেশরং বৃষবাসকঃ মুণ্ডীতিকা মুণ্ডীরঃ।

ঘৃত ৴৪ সের, বাসকের রস মুণ্ডিরীর রস, ভেরেণ্ডারস, নিমপাতার রস, কণ্টকারীর রস ও দুগ্ধ এই সকল প্রত্যেকে ৴৪ সের এবং কল্কার্থ শলুফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতজীরা, বচ, নাগকেশর, ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাচি, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচিতা, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কট্‌কী, সৈন্ধবলবণ, তগরপাদুকা, কুড়চি ও অতৈস, এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধিরোগ, শ্লীপদ, যকৃৎ ও প্লীহারোগ বিনাশ পায়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং মদনং কুষ্ঠং শতাহ্বাং নিচুলং বচাম্।
হ্রীবেরং মধুকং ভার্গীং দেবদারু সনাগরম্॥
কট্‌ফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শটীম্।
বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামাং রেণুকাং নীলিনীং স্থিরাম্॥
বিল্বাজমোদে কৃষ্ণাং চ দন্তীং রাস্নাং প্রপিষ্য চ।
সাধয়েদরণ্ডজং তৈলং তৈলং বা কফবাতনুৎ॥
ব্রধ্নোদাবর্ত্ত গুল্মার্শঃ প্লীহমেহাঢ্যমারুতান্।
আনাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাত্তদনুবাসনাৎ॥

এরণ্ডতৈল বা সর্ষপতৈল ৴৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ মদনফল, কুড়, শলুফা, হিজল, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুঠী, কট্‌ফল, পুষ্করমূল, মেদা, চই, চিতা, শঠী, বিড়ঙ্গ, অতৈস, শ্যামালতা, রেণুকা, নীলগাছ, শালপানী, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপুল,

মরিচ, পিপুল, গজপিপুল, চই, দুরালভা, চিতা ও শুণ্ঠী

ষষ্টীমূল ও রাস্না, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমষ্টে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে ব্রধ্ন, (বাগী) উদাবর্ত্ত, ও গুল্মাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

একাদশায়সম্।

ধুস্তুরমূলসিদ্ধার্থং গবাং মূত্রেণ পেষয়েৎ।
প্রলেপনং ত্রিভিঃ কুর্য্যাৎ কোষ্ণং ব্রধ্নহরং পরম্
ঘৃতং সৌরেশ্বরং যোজ্যং ব্রধ্নবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে।
মৃতায়ঃ পুরুষঃ শুল্বঃ খগোদরদ গন্ধকঃ॥
গগনং পুষ্পরাগঞ্চ শোণিতঞ্চেশ্বরোরগঃ।
বিড়ঙ্গ ত্রিফলা হিঙ্গু যমানী জীরকদ্বয়ম্॥
সর্জ্জীফল বচা শৃঙ্গী মরিচং পিপ্পলীদ্বয়ম্।
চবী দুরালভা বহ্নি শুণ্ঠীদ্রাবৈর্বিমর্দ্দয়েৎ॥
অণ্ডবাতান্ত্রবৃদ্ধিশ্চ কচ্ছূমূরুগদাপহম্।
যে চ অণ্ডগতা রোগাস্তান্ সর্ব্বানপকর্ষতি॥

পুরুষো রসঃ।

খগ স্বর্ণমাক্ষিকঃ পুষ্পরাগমণিবিশেষঃ শোণিতং কুঙ্কুমং ঈশ্বরঃ পিত্তলঃ।

উরগঃ শীশা ব্যক্তমপরম্।

ধুতুরার মূল ও শ্বেতসর্ষপ গোমূত্রসহ পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রধ্নরোগ বিনষ্ট হয়। সৌরেশ্বর ঘৃত পান করিলেও ব্রধ্ন ও বৃদ্ধিরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। লৌহ, পারদ, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, গন্ধক, অভ্র পুষ্পরাগমণি, কুঙ্কুম, পিতল, সীসক; এই সকল সমভাগে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, হিং, যমানী, জীরক, কৃষ্ণজীরক, সাচিক্ষার, জাতীফল, বচ, কাকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, পিপুল, গজপিপুল, চই, দুরালভা, চিতা ও শুণ্ঠী

ইহাদের কাথ দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধিরোগাদি বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধবাদিগুড়িকা।

সসৈন্ধব কুষ্ঠকরেণুকাজাজী
সত্রৈফলারুষ্কর বালকঞ্চ।
বিড়ঙ্গ বিশ্বৌষধ চিত্রকামৃতা
ভার্গী বচা তস্কর দেবদারুকম্॥
সনীলিনী সাতিবিষাজমোদা
যমানিকা পিপ্পলীমূল মুস্তকম্।
চব্যং সকৃষ্ণা শটিচন্দনদ্বয়ং
সকট্ফলা বল্লূজ বিল্বজং স্থিরম্॥
দন্তী শতহ্বা কটুকাজগন্ধা
সবাজিগন্ধা গজপিপ্পলীনাম্।
মরীচ ত্রিজাত লবঙ্গ-গন্ধং
জাতীফলং শৈলজ জাতিপত্রী॥
কর্ষৈকমাত্রং ক্রমশশ্লক্ষ্ণচূর্ণং
পলাষ্টকং গুগ্গুলু নামধেয়ম্।
পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব
শিলাজতুশ্চৈব পলং চতুষ্কম্॥
সর্ব্বৈঃ সমশ্চৈব সিতা চ যোজ্যা
বিমর্দ্দ্য কৃত্বা বটিকাক্ষমাত্রম্।
প্রত্যেকশো ভক্ষ্যমথো বিধেয়ং
মদ্যং তথোষ্ণপয়সা চ ক্ষীরম্॥

নিহন্তি ব্রধ্নান্ত্রদরং সকৃচ্ছ্রং
পাণ্ড্বাময়ং কামলরাজরোগম্।
প্লীহোদরং কুষ্ঠবিকারজঞ্চ
মূত্রাঘাতং শ্বয়থুং প্রকম্পন্॥
অত্যগ্নিকারী জ্বরনাশনং পরং
বলং সুপুষ্টিং কুরুতে নরাণাম্।
প্রমেহবিংশং কফরোগবিংশং
চত্বারিংশৎ পিত্তগদং নিহন্যাৎ॥
অশীতিবাতাময়জান্ বিকারান্
নশ্যন্তি তে সর্ব্বমিদং নরাণাম্।

ইতি ব্রধ্নবৃদ্ধ্যধ্যায়ঃ।

সৈন্ধব, কুড় রেণুকা, জীরা, ত্রিফলা, ভেলা বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, চিতা, গুলঞ্চ, বামনহাটী, বচ, চোরক, দেবদারু, নীলগাছ, অতৈস, বনযমানী, যমানী, পিপুলমূল, মুথা, চই, পিপুল, শঠী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কট্‌ফল, সোমরাজী, বেলশুঁঠ, দন্তী, শলুফা, কট্‌কী, অজগন্ধা, অশ্বগন্ধা, গজপিপুল, মরিচ, ত্রিজাতক, লবঙ্গ, সজিনা, জাতীফল, শৈলজ, জৈত্রী; প্রত্যেকে ২ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ পল, লৌহ ২ পল, শিলাজতু ৪ পল, এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া সমান চিনি সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক জলসহ মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মস্ত, উষ্ণজল ও দুগ্ধসহপান করিলে ব্রধ্ন, উদররোগ, মূত্রকৃচ্ছ্রাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি ব্রধ্ন ও বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ গলগণ্ডগণ্ডমালাচিকিৎসামাহ।

যবমুদ্গ পটোলানি কটুরূক্ষঞ্চ ভোজনম্।
ছর্দ্দিং সরক্তমুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রযোজয়েৎ।
নিচুলং শিগ্রুবীজানি দশমূলমথাপি বা॥
বাতজে গলগণ্ডে তু সুখোষ্ণো লেপ ইষ্যতে।
সর্ষপান্ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসীযবান্॥
মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ।
গণ্ডাতিগ্রন্থয়শ্চৈব গণ্ডমালাঃ সুদারুণাঃ।
প্রলেপাত্তেন শাম্যন্তি বিলয়ং যান্তি চাচিরাৎ॥

গলগণ্ডরোগে যব, মুগ পটোল, কটুদ্রব্য রুক্ষদ্রব্য এবং বমন ও রক্তমোক্ষণ প্রয়োগ করিবে। হিজ্জল ও সজিনাবীজ অথবা দশমূল বাটিয়া উষ্ণকরতঃ, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতজ গলগণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, অতসী, যব ও মুলার বীজ একত্র তক্র ও কাঁজি সহ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা, গলগণ্ড ও গ্রন্থিরোগ অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

সিন্দূরাদি তৈলম্।

চক্রমর্দ্দকমূলস্য কল্কং কৃত্বা বিপাচয়েৎ।
কেশরাজরসেতৈলং কটুকং মৃদুনাগ্নিনা॥
পাকশেষে বিনিক্ষিপ্য সিন্দূরমবতারয়েৎ।
এতত্তৈলং নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্॥

কটুতৈল ৩২ পল কেশরিয়া রস ১২৮ পল কল্কার্থ চাকন্দা-বীজ ৪ পল সিন্দূর ৪ পল।

সর্ষপতৈল ৵৪ সের, কেস্থর্য্যার রস ।৩ সের, কল্কার্থ আকন্দের চাইমূল

/।৹ অর্দ্ধসের ও সিন্দূর অর্দ্ধসের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে গণ্ডমালা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে জানিবে।

তুম্বীতৈলম্।

বিড়ঙ্গক্ষার সিন্ধূগ্রাবাসাগ্নি ব্যোষ দারুভিঃ।
কটুতুম্বী ফলরসৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ॥
চিরোত্থমপি নস্যেন গলগণ্ডং বিনাশয়েৎ।

উগ্রাবচা।

কটুতৈল /৪ সের, তিক্তলাউর রস ।৬ সের এবং কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বচ, বাসক, চিতা, শুণ্ঠী পিপুল, মরিচ ও দেবদারু সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে চিরকালীন গলগণ্ড ও বিনাশ পাইয়া থাকে জানিবে।

শাখোটতৈলম্।

প্রিয়ঙ্গু যষ্টিমধুকং সকুষ্ঠং
সপিপ্পলী চন্দন মুস্তনিম্বম্।
কল্কং বিনিক্ষিপ্য বিপাচ্য তৈলং
চতুর্গুণে নস্য বিধিপ্রযুক্তম্॥
শাখোটবল্ক স্বরসে চ সিদ্ধং
হন্যাৎ প্রবৃদ্ধান্ গলগণ্ডরোগান্॥

কটুতৈল /৪ সের শেওড়ার ছালের রস ।৬ সের এবং কল্কার্থ প্রিয়ঙ্গু যষ্টিমধু কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে গলগণ্ড রোগ বিনষ্ট হয়।

নির্গুণ্ডীতৈলম্।

নির্গুণ্ডী স্বরসে বাপি লাঙ্গলীমূল কল্কিতম্।
তৈলং নস্যান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্॥

তৈল /৪ সের নিসিন্দার রস।৬ সের, কল্কার্থ বিষলাঙ্গলিয়ার মূল /১ সের এবং জল।৬ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয় জানিবে।

কাঞ্চনগুড়িকা।

ত্রিফলায়া স্ত্রয়োভাগা ব্যোষাচ্চ দ্বিগুণোমতঃ।
তস্মাচ্চ দ্বিগুণং জ্ঞেয়ং কাঞ্চনালস্য বল্কলম্॥
একীকৃতে তু চূর্ণেঽস্মিন্ সমে দেয়োঽথ গুগ্গুলুঃ।
ক্ষৌদ্রং দশগুণান্ দদ্যাৎ ত্রিফলাচূর্ণতো ভিষক্॥
সর্ব্বাসু গণ্ডমালাসু গলগণ্ডে তথৈবচ।
নাড়ীব্রণেষু গণ্ডেষু গুড়িকেয়ং প্রশস্যতে॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ ভাগ, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ২ ভাগ, রক্তকাঞ্চন ৪ ভাগ ও গুগ্গুলু সকলের সমান, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ১০ দশ গুণ মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা সেবন করিলে গণ্ডমালা, গলগণ্ড, নাড়ীব্রণ ও গণ্ডরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বচাদ্যং ঘৃতম্।

বচা শটী হরিদ্রে দ্বে দার্ব্বীন্দ্রযবমুস্তকম্।
পথ্যা চাতিবিষা শুণ্ঠী সর্ব্বং দশপলং পৃথক্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা পাদশেষে বিপাচয়েৎ।
সর্পিঃপ্রস্থং পলোন্মানৈঃ ক্বাথ্যদ্রব্যৈঃ সুপেষিতৈঃ।
প্রক্ষিপ্য ত্রিগুণং ক্ষৌদ্রং ব্যোষচূর্ণাৎ পলানি ষট্।
যথাবলং পিবেৎকালং যথেষ্টাহারমেবচ॥
গণ্ডমালাং নিহন্ত্যাশু বহুবর্ষসমুদ্ভবান্।
কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং গলগণ্ডং মুখাময়ম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, কাথার্থ বচ, শঠী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মুথা, হরীতকী, অতৈস ও শুণ্ঠি, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের কাথার্থ পূর্ব্বোক্ত কাথ্য দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল, যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক ছাকিয়া তৎসহ তিনগুণ মধু ও ৬ পল ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গণ্ডমালা, কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, গলগণ্ড ও মুখরোগ বিনষ্ট হয়।

প্রযোজ্যা গণ্ডমালায়াং পঞ্চতিক্তকগুগ্‌গুলুঃ।
বনকার্পাসিকামূলং তণ্ডুলৈঃ সহ যোজিতম্॥
পক্ত্বা পূপলিকাং খাদেদপচীনাশনায় তু॥

পঞ্চতিক্ত গুগ্‌গুলু সেবন দ্বারা গণ্ডমালারোগ বিনাশ পায়। বনকাপাসের মূল ও তণ্ডুল একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে অপচীরোগ বিনাশ পায়।

ত্রিগুণাখ্যং তাম্রম্।

দ্বিভাগগন্ধেন রসেন ভাগং
দিনং কুর্য্যাঃ স্বরসেন ঘৃষ্টম্।
নিক্ষিপ্য তাম্রস্য পুটে রসেন
তুল্যং মৃদা তত্র পুটং দদীত॥
পুটে ঘৃতাক্তং মধুনা সমেতং
ফলত্রয়েণ মধুনা ঘৃতেন।
ভগন্দরঘ্নো হি রসোঽয়মুক্তঃ
দদীত পথ্যং মধুরং হিতঞ্চ॥
স্ত্রিয়ং দিবাস্বাপঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।

২ ভাগ গন্ধক ও ১ ভাগ পারদ একত্র কুরীনামক তৃণ ধান্যের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক, পারার সমান তাম্রপুট প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে

উহা নিহিত করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন পূর্ব্বক পুটটি পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ঘৃত ও মধু সহ অথবা ত্রিফলাচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে ভগন্দররোগ বিনাশ পাইয়া থাকে জানিবে। ইহাতে স্ত্রীসম্ভোগ ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ব্যোষাদিতৈলম্।

ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ।
তৈলমেভিঃ সমং নস্যাৎ সকৃচ্ছ্রামপচীং জয়েৎ॥

তৈল ／৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও দেবদারু সমভাগে সমস্তে ／১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্যগ্রহণ করিলে অতিকষ্টতর অপচীরোগও বিনষ্ট হয়।

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনং সাভয়ালাক্ষা বচা চ কটুরোহিণী।
এভিস্তৈলং শৃতং পীতং সমূলামপচীং জয়েৎ॥

তৈল ／৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কট্‌কী, সমভাগে সমস্তে ／১ সের মাত্র, যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক পান করিলে অপচীরোগ সমূলে বিনষ্ট হয় জানিবে।

গুঞ্জাদ্যং তৈলম্।

গুঞ্জাভয়ারিশ্যামার্ক সর্ষপৈর্মূত্রসাধিতম্।
তৈলন্তু দশধা পশ্চাৎ কণা লবণপঞ্চকম্॥
মরিচৈশ্চূর্ণিতৈর্যুক্তং সর্ব্বাবস্থাগতং জয়েৎ।
অভ্যঙ্গাদপচীং নাড়ীং বল্মীকার্শোঽর্ব্বুদব্রণান্॥

ইতি গলগণ্ড-গণ্ডমালাধ্যায়ঃ।

তৈল /৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের এবং কল্কার্থ কুঁচমূল, আকন্দমূল, হরীতকী, শ্যামালতা, খদিরকাষ্ঠ ও সর্ষপ সমভাগে সমস্তে /১ সের এই তৈল দশবার পাক পূর্ব্বক পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচ চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রণ পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে অপচীরোগ, নাড়ীব্রণ, বল্মীকরোগ, অর্শ, অর্ব্বুদরোগ ও ব্রণ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি গলগণ্ড-গণ্ডমালা-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শ্লীপদচিকিৎসামাহ।

লঙ্ঘনালেপনস্বেদ রেচনৈ রক্তমোক্ষণৈঃ।
প্রায়ঃ শ্লেষ্মহরৈরুষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ॥
ভুঞ্জ্যাল্লঘূনি চান্নানি যবান্নঞ্চ হিতং তথা।
কটুতৈলং কূর্ম্মমাংস মশান্তৌ দাহমগ্নিনা॥

লঙ্ঘন, প্রলেপ, স্বেদ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া, উষ্ণক্রিয়া, লঘু অন্ন, যবান্ন, সর্ষপতৈল, কচ্ছপের মাংস ও অগ্নিদাহ, এই সকল প্রয়োগ দ্বারা শ্লীপদ (গোদ) রোগের চিকিৎসা করিবে।

শাম্যতি পিচ্ছিলগুড়িকা সর্ষপকল্কোপনাহতঃ সপদি।
সৈবলতাত্বং গচ্ছতি করচরণশোথতামপি চ॥
ধুস্তূরৈরণ্ডনির্গুণ্ডী বর্ষাভূ শিগ্রু সর্ষপৈঃ।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥
নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি ধ্রুবম্॥
হিতাশ্চালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু চ।
সিদ্ধার্থশিগ্রুকল্কো বা সুখোষ্ণো মূত্রপেষিতঃ॥
গোমূত্রেণ ত্রয়োযোগাঃ।

রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বর্ষোৎথং শ্লীপদং হন্তি দদ্রুকুষ্ঠং বিশেষতঃ॥

সর্ষপ বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিলে হস্তপদ গত শ্লীপদ জনিত শোথ নিবারিত হয়। ধুতুরা, ভেরেণ্ডা, নিসিন্দা, পুনর্ণবা, সজিনা ও সর্ষপ, এই সকল গোমূত্র সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বহুকালীন দারুণ শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। রক্ত আকন্দ বৃক্ষের মূলের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শ্লীপদের শোথস্থানে প্রলেপ দিলে উহা নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে জানিবে। রক্তচিতা ও দেবদারু গোমূত্র সহ বাটিয়া অথবা শ্বেতসরিষা ও সজিনামূলের ছাল গোমূত্র সহ বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই শোথসংযুক্ত শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হরিদ্রা ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে শ্লীপদ ও দদ্রু কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণাদ্যোমোদকঃ।

কৃষ্ণাচিত্রকদন্তীনাং কর্ষমর্দ্ধপলং পলম্।
বিংশতিশ্চ হরীতক্যা গুড়স্য চ পলদ্বয়ম্॥
মধুনা মোদকং খাদেৎ শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্॥

পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, চিতামূল চূর্ণ ৪ তোলা, দন্তীমূল চূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকী ২০টি এবং গুড় ১৬ তোলা, সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গুড় সহ মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে দুস্তর শ্লীপদ (গোদ) নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

জিঙ্গিণ্যাস্তু দলৈঃ পিষ্টৈঃ কাঞ্জিকেনোষ্ণতাং গতৈঃ।
স্বেদঃ শ্লীপদনাশায় কর্ত্তব্যঃ সংপ্রজানতা॥

স্বেদঃ স্নেহোপনাহাংশ্চ শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্।
মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিংস্রাং সপুনর্ণবাম্॥
পিষ্ট্বারনালেনলেপোঽয়ং পিত্তশ্লীপদনাশনঃ।
পূতীকস্বরসং কোষ্ণং ক্ষারসৈন্ধবসংযুতম্॥
পিবেৎ কটুকতৈলেন শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে।
গন্ধর্ব্বতৈলভৃষ্টাং হরীতকীং গোজলেন যঃ পিবতি॥
শ্লীপদবন্ধনমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাত্রেণ।
বর্ষাভূ ত্রিফলাচূর্ণং পিপ্পল্যা সহ যোজিতম্॥
সক্ষৌদ্রং বিলিহন লেহং চিরোত্থং শ্লীপদং জয়েৎ॥

ঝিঞ্জিনীর পাতা কাঁজি সহ পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ করতঃ তদ্দারা স্বেদ প্রদান করিলে শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হয জানিবে। চিকিৎসক বাতজ শ্লীপদরোগে স্বেদ, স্নেহ ও প্রলেপ প্রয়োগ করিবেন। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, কন্টকারী ও পুনর্ণবা এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। করঞ্জছালের রস উষ্ণ করতঃ যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ ও সর্ষপতৈল সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক পান করিলে শ্লীপদরোগ নিবৃত্ত হয়। এরণ্ডতৈলে ভর্জ্জিত হরীতকী গোমূত্র সহ পান করিলে ৭ রাত্রির মধ্যেই রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। পুনর্ণবা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিপুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া উচিত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃদ্ধদারচূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং দার্ব্বীবরুণ গোক্ষুরম্॥
অলম্বুষাং গুড়ূচীঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
সর্ব্বেষাং চূর্ণমাহৃত্য বৃদ্ধদারস্য তৎসমম্॥

কাঞ্জিকেন চ তৎ পেয়ঙ্কর্ষমাত্রং প্রমাণতঃ।
জীর্ণে চাপরিহারং স্যাদ্ভোজনং সার্ব্বকালিকম্॥
নাশয়েৎ শ্লীপদং স্থৌল্যং আমবাতঞ্চ দারুণম্।
গুল্মকুষ্ঠানিলহরং বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্॥
অলম্বুষা মুণ্ডিরী বৃদ্ধদারকং সমং চূর্ণম্।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, দারুহরিদ্রা, বরুণবৃক্ষের ছাল, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকেব চূণ এক এক ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টিব তুল্য বৃদ্ধদাবক চূর্ণ মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন কবিলে শ্লীপদ, স্থৌল্য, গুল্মও কুষ্ঠাদি নানারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্।

পিপ্পলী ত্রিফলা দারু নাগরং সপুনর্ণবম্।
ভাগৈর্দ্বিপলিকৈরেষাং তৎ সমং বৃদ্ধদারকম্॥
কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং কর্ষমাত্রং প্রমাণতঃ।
জীর্ণে চাপরিহারং স্যাদ্ভোজনং সার্ব্বকালিকম্॥
শ্লীপদং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ প্লীহানমেব চ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে ঘোরং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি॥

পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেডা, দেবদারু, শুন্ঠী, ও পুনর্ণবা, এই সকল দ্রব্য ২ পল এবং বিস্তাড়কবীজ উহাদের সকলের সমান গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ (গোদ), বাতরোগ ও প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং জঠরাগ্নি ভস্মকাগ্নিবৎ অতীব প্রদীপ্ত করে জানিবে।

নির্গুণ্ড্যাদি সন্ধানম্।

নির্গুণ্ডী তিন্তীড়িকা শিখিমন্থদল-পুনর্ণবামূলম্।
ভেত্তা পাষাণানাং গোক্ষুরকঃ পারিভদ্রশ্চ।

এতৈঃ পলার্দ্ধৈর্যোগ্রাশিস্ততঃ স্যাদ্দ্বিগুণঃ খলিঃ।
তৈলেন সর্ষপাণাঞ্চ তদেকীকৃত্য যত্নতঃ॥
শালের্ম্মণ্ডেন সংদধ্যাৎ সপ্তরাত্রং নবে ঘটে।
ততঃ সর্ষপতৈলেন পিবেৎ কর্ষপ্রমাণতঃ॥
জীর্ণে ভুঞ্জীত শাল্যন্নং মুদ্গানাং পক্ষিণাং রসৈঃ।
পঞ্চাশদ্বর্ষজাতঞ্চ জাতাঙ্কুরমপি ধ্রুবম্।
ত্রিসপ্তাহাজ্জয়ত্যাশু শ্লীপদং নাত্র সংশয়ঃ॥

শিখিমন্থো গণিকারিকা নির্গুণ্ড্যাদি ত্রয়স্য পত্রং সর্ব্বেষাং চূর্ণং সর্ষপখলিশ্চ বস্ত্রচ্ছাকনাদধঃপতিতো রৌদ্রেণ শোষিতো গ্রাহ্যঃ। মিশ্রয়িত্বা যোজ্যঃ কটুতৈলং মণ্ডস্বা-লোড়নযোগ্যঃ।

নিসিন্দাপাতা, তেতুঁলপাতা, গণিয়ারী, পুনর্ণবামূল, পাষাণভেদী, গোক্ষুর ও পালিধামান্দারের ছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং উহাদের দ্বিগুণ সরিষার খলি একত্র কুটিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সর্ষপ তৈল ও শালিধান্যের মণ্ড সহ আলোড়ন পূর্ব্বক সপ্ত রাত্রি একটি নূতন ঘটমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই নিগুণ্ড্যাদি সন্ধান ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সরিষার তৈল সহ পান করিলে নিশ্চয়ই শ্লীপদ রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে মুগ মুসুরাদি দাইলের যূষ ও কপোত লাবাদি পক্ষীর মাংস যূষ সহ শালিধান্যের অন্ন ভোজন বিধেয় জানিবে।

দন্ত্যাদিঘৃতম্।

দন্তীমূলং পলং দদ্যাৎ ত্রিবৃন্মূলপলস্তথা।
ত্রিফলাতিবিষা চিত্র বিড়ঙ্গার্দ্ধপলং পৃথক্॥
স্নুহী ক্ষীরসমং তোয়ে ঘৃতস্য কুড়বং পচেৎ।
বিন্দুমাত্র প্রয়োগেণ বেগঃ সমুপজায়তে॥

দুর্ব্বারং শ্লীপদং হন্তি বৃদ্ধমিত্রাশনির্যথা ॥
তোয়ে চতুর্গুণে ।

গব্যঘৃত /১ সের, জল /৪ সের, মনসাসিজের আঠা /১ সের এবং কল্কার্থ দন্তীমূল ১ পল, তেউড়িমূল ১ পল এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অতৈস, রক্তচিতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক বিন্দুমাত্র সেবন করিলে দুর্ব্বার শ্লীপদ রোগ বিনষ্ট হয়।

সৌরেশ্বরঘৃতম্ ।

সুরসো দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা ।
লবণানি চ সর্ব্বাণি বিড়ঙ্গান্যথ চিত্রকম্ ॥
চবিকা পিপ্পলীমূলং গুগ্গুলুর্হবুষা বচা ।
যবাগ্রজঞ্চ পাঠা চ বচৈলা বৃদ্ধদারকম্ ॥
কল্কৈশ্চ কার্ষিকৈরেতৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
দশমূলীকষায়েণ ধান্যযূষদ্রবেণ চ ।
দধিমণ্ডসমাযুক্তং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্ ॥
পক্বং স্যাদুদ্ধৃতং কল্কাৎ পিবেৎ কর্ষত্রয়ং হবিঃ ।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং মাংসরক্তাশ্রিতং জয়েৎ ॥
মেদাশ্রিতঞ্চ বাতোত্থং হন্যাদেতন্নসংশয়ঃ ।
অপচীং গণ্ডমালাং চ অন্ত্রবৃদ্ধিস্তথার্ব্বুদম্ ॥
নাশয়েদ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং গুদজানি চ ।
পরমগ্নিকরং হৃদ্যং কোষ্ঠক্রিমিবিনাশনম্ ॥
ঘৃতং সৌরেশ্বরং নাম শ্লীপদং হন্তি সেবিতম্ ।
জীবকেন কৃতং হ্যেতদ্রোগানীকবিনাশনম্ ॥

সুরসঃ পর্ণাসঃ লবণানি পঞ্চদশমূলং মিলিত্বা ১৬ পলানি জল-

শরাবাঃ ১৬ শেষঃ শ৪ ধান্যযূষদ্রবঃ ৪ কাঞ্জিকঃ অন্যে তু ধান্যযূষদ্রবশব্দেন ধান্যকং ক্বাথকাঞ্জিকে গৃহ্নন্তি কাঞ্জিকেন ব্যবহারঃ।

তুলসী, দেবদারু, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সচললবণ, সামুদ্রলবণ, করকচ লবণ, বিড়ঙ্গ, চিতা, চই, পিপুলমূল, গুগ্‌গুলু, হবুষা, বচ. যবক্ষার, আকনাদী, বচ, বড়এলাচি ও বৃদ্ধদারক, এই সকল দ্রব্য কল্কার্থ কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা, দশমূলের কাথ /৪ সের, ধনের যূষ /৪ সের, কাঞ্জি /৪ সের, দধির মাত /৪ সের, এবং গব্যঘৃত /৪ সের যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ, অপচী. গণ্ডমালাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহৎসৌরেশ্বরং ঘৃতম্।

সুরসানাং পলশতং পঞ্চমূলীদ্বয়স্য চ।
শতং সংগৃহ্য সংক্ষুদ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ধান্যযূষঞ্চ মণ্ডঞ্চ দধ্নঃ প্রস্থ চতুষ্টয়ম্॥
কল্কান্যেতানি দেয়ানি ত্রিকটু ত্রিফলানি চ।
নির্গুণ্ডী চিত্রকশ্চৈব দেবদারু চ যষ্টিকা॥
পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ যবক্ষারশ্চ পিপ্পলী।
চবিকা হবুষাদার্ব্বী গুগ্‌গুলুর্বৃদ্ধদারকম্।
শটী বচা বিড়ঙ্গৈলা পাঠা পালাশকং তথা।
পিচুভাগঃ প্রদাতব্যঃ পক্তব্যং সুসমাহিতৈঃ॥
বিরেকান্তরিতে কুর্য্যাদ্বিড়ালপদমাত্রকম্।
ইদং হি বিবিধান্ রোগান্ কফবাতোদ্ভবানপি॥

শ্লীপদান্ বিবিধান্ ঘোরান্ করকর্ণাশ্রিতানপি।
বিদ্রধিঞ্চার্ব্বুদঞ্চাপি বিবিধানুদরস্থিতান্॥
ব্রধ্নবৃদ্ধিগদাংশ্চাপি মেদোমাংসাশ্রিতানপি।
রক্তাশ্রিতান্ গদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
নাড়ীব্রণব্রণান্ ঘোরান্ শোথান গণ্ডমালাংশ্চ দারুণান্।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে শ্লীপদে গদে॥
সজ্বরং বিজ্বরঞ্চৈব চিরজং কুলজস্তথা।
প্রোক্তং হারীতমুনিনা মহাসৌরেশ্বরং ঘৃতম্॥

তুলসী ১০০ পল, জল ৫১২ পল, শেষ ১২৮ পল, দশমূল ১০০ পল, জল ৫১২ পল শেষ ১২৮ পল, ঘৃত ৩২ পল খনিয়া ৬৪ পল জল ৫১২ পল শেষ ১২৮ পল দধিমাথ ১২৮ পল ত্রিকটু ত্রিফলা নিগুণ্ডী চিত্রক দেবদারু যষ্টিমধু পঞ্চলবণ যবক্ষার পিপ্পলী চব্রি হবুষা দারুহরিদ্রা গুগ্গুলু বৃদ্ধদারক শটী বচ এলাইচ আকনাদী পর্ণাস ইহাদের প্রত্যেকের ১ কর্ষ।

গব্যঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ তুলসী ১০০ পল, দশমূল মিলিত ১০০ পল, জল ৬৪ সের শেষ ।৬ সের, ধনিয়ার যূষ ।৬ সের দধির মাত ।৬ সের এবং কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, নিসিন্দা, চিতা, দেবদারু, যষ্টিমধু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, পিপুল, চই, হবুষা, দারুহরিদ্রা, গুগ্‌গুলু, বৃদ্ধদারক, শঠী, বচ, বিড়ঙ্গ, বড় এলাচি, আকনাদিলতা ও পলাশবীজ প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদরোগ, বৃদ্ধি, ব্রধ্ন, নাড়ীব্রণাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বৃদ্ধদারকাদ্যং ঘৃতম্।

দ্বিপলং বৃদ্ধদারস্য তদর্দ্ধঞ্চ মহৌষধম্।
পিপ্পলী ত্রিফলা দার্ব্বী চিত্রকং সপুনর্ণবম্।

এভিশ্চার্দ্ধপলৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শ্লীপদং নাশয়ত্যাশু গৃধ্রসী শোথশূলনুৎ
পাণ্ডুরোগামবাতঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥

গব্যঘৃত ⁄৪ সের জল ।৬ সের কল্কার্থ বৃদ্ধদারক্ ২ পল, শুণ্ঠী ১ পল, পিপুল, ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, চিতা ও পুনর্ণবা প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে শ্লীপদ, গৃধ্রসী ও শোথাদি বিনষ্ট হয়।

বৃদ্ধদারকঘৃতং তৈলঞ্চ।

ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং সব্যোষং বৃদ্ধদারকৈঃ।
কল্কৈঃ সৌবীরসিদ্ধং স্যাৎ শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তমামবাতে চ শস্যতে।
এতৈঃ কটুপচেত্তৈলং পানাৎ শ্লীপদনাশনম্।

সৌবীরঃ সন্ধানবিশেষঃ।
তদভাবে কাঞ্জিকম্।

গব্যঘৃত অথবা সর্ষপতৈল ⁄৪ সের, সৌবীর, অভাবে কাঁজি ।৬ সের এবং কল্কার্থ ত্রিকটু ও বৃদ্ধদারক মিলিত ⁄১ সের এবং জল ।৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত ও তৈল পাক পূর্ব্বক পান করিলে শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

বিড়ঙ্গাদ্যং তৈলম্।

বিড়ঙ্গ মরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকে তথা॥
ভদ্রদার্ব্বেলকাখ্যে চ সর্ব্বেষু লবণেষু চ॥
তৈলং পক্বং পিবেদ্বাপি শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে॥

ভদ্রদারুর্দেবদারুঃ এলকাহোগলঃ পেটা বা বিড়ঙ্গাদিকল্কঃ জলং চতুর্গুণম্।

কটুতৈল ⁄৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুণ্ঠি, চিতা, দেবদারু, হোগল ও পঞ্চলবণ সমভাগে সমস্তে ⁄১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ধান্যাদিঘৃতগুগ্‌গুলুঃ।

ধাত্রী শিবামৃতা দন্তী বহ্নি গোক্ষুর রোহিণী।
কণা দার্ব্বীঙ্গুদো পূতি শুণ্ঠীনাং পলপঞ্চকম্॥
প্রত্যেকং কাথয়েৎ সর্ব্বং জলদ্রোণে ভিষগ্বিদা।
ঘৃতপ্রস্থো বিপক্তব্যো দত্বা পুরপলাষ্টকম্॥
ধান্যযূষস্য চ প্রস্থে শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা ততঃ।
কর্ষমাত্রস্তু কর্ত্তব্যং ঘৃতমেতদনুত্তমম্॥
কঠোরং শ্লীপদং হন্তি গণ্ডমালাং ত্রিদোষজাম্।
চিরোত্থমপি শোথঞ্চ আমবাতং সুদারুণম্॥
স্থৌল্যং পাণ্ডুং কামলাঞ্চ বাতশ্লেষ্মভবাং রুজম্।
জীর্ণজ্বরং তথা শূলং নাড়ীব্রণমথার্ব্বুদম্॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি।

গব্যঘৃত ⁄৪ সের, ধনিয়ার যূষ ⁄৪ সের, গুগ্‌গুলু ⁄১ সের কাথার্থ আমলকী, হরীতকী, গুলঞ্চ, দন্তী, চিতা, গোক্ষুর, কট্কী, পিপুল, দারুহরিদ্রা, ইঙ্গুদী, নাটাকরঞ্জা ও শুণ্ঠি, প্রত্যেকে ৫ পল, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, যথাবিধানে এই ঘৃত গুগ্‌গুলু পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শ্লীপদ, গণ্ডমালা, আমবাত, শোথ, স্থৌল্য, কামলা, পাণ্ডু, বাতশ্লেষ্মরোগ, জীর্ণজ্বর, শূল, নাড়ীব্রণ, অর্ব্বুদ, অপচী ও গণ্ডমালা রোগ নষ্ট হয়।

চক্রেশ্বরো রসঃ।

তাম্রং গন্ধং সমং সূতং শুদ্ধং মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম্।
মেঘনাদো নাগবল্লী পাঠা পুনর্ণবা দ্রবৈঃ।
গোমূত্রৈর্ম্মর্দ্দয়েদ্‌গাঢ়ং চক্রযন্ত্রে দিনং পচেৎ॥
মাসৈকং ভক্ষয়েদেতৎ শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্।
খদিরং পদ্মকাষ্ঠঞ্চ মধুনশ্চাষ্টমাষকম্॥
গবাং মূত্রৈঃ সমং পিষ্ট্বা পিবেৎ শ্লীপদশান্তয়ে।
গর্ত্তাদধো ভবেদ্বহ্নির্ম্মধ্যগর্ত্তাদ্রসং কুরু।
চক্রযন্ত্রমিদং সিদ্ধং বাহ্যগর্ত্তাদ্‌বৃহৎপুটম্।

তামা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ এবং পারদ ২ ভাগ একত্র নটেশাক, পান, আকনাদিলতা, পুনর্ণবার রস ও গোমূত্র সহ তিন দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ দিন চক্রযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে খদিরকাষ্ঠ পদ্মকাষ্ঠ চূর্ণ ও মধু গোমূত্রসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক ৮ মাষা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাদ্বারা অতি দুস্তর শ্লীপদ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। গর্ত্তের অধোভাগে অগ্নি, মধ্যগর্ত্তে রস এবং বাহ্যগর্ত্তে বৃহৎ পুট থাকিলে তাহাকে চক্রযন্ত্র বলা যায় জানিবে।

নিত্যানন্দরসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্।
কাংস্যং বঙ্গং হরিতালং তুত্থং শঙ্খং বরাটকম্॥
ত্রিকটুত্রিফলা লৌহং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্।
চবিকা পিপ্‌পলীমূলং হবুষা চ বচা তথা॥
শটী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকম্।
এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য বটিকাং কুরু॥

ত্রিবৃচ্চিত্রক দন্তীনাং ভাবয়িত্বা রসৈঃ পৃথক্।
হরীতকী রসং দত্ত্বা পঞ্চগুঞ্জানিভাং শুভাম্॥
একৈকাং ভক্ষয়েদ্রোগী শীতঞ্চানুপয়ঃ পিবেৎ।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ॥
মেদোগতং ধাতুগতং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ।
অর্বুদং গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং চিরন্তনীম্॥
বাতপিত্তে শ্লেষ্মবাতে গুদরোগে ক্রিমৌ তথা।
অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেষ বলবর্ণঞ্চ সুস্থতাম্॥
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদি।
নিত্যানন্দরসো নাম্না শ্লীপদব্যাধিনাশকঃ॥
আনন্দয়ত্রিলোকেশঃ শিবো বাণাসুরং যথা।
তথৈব রোগিণাং নিত্যং ত্রধ্নবৃদ্ধৌ চ সর্ব্বজে॥
রক্তজে পিত্তজে চাপি পথ্যং যোজ্যং সদা বুধৈঃ।
অভাবে বৃদ্ধদারস্য ত্রিবৃতাঞ্চ নিযোজয়েৎ॥

হিঙ্গুলোত্থিত পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরীতাল, তুঁতে শঙ্খ, কড়ি, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া লৌহ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, কনকচ লবণ, সামুদ্রলবণ, চই, পিপুলমূল, হবুষা, বচ, শটী, আকনাদী, দেবদারু, ছোট এলাচি এবং বৃদ্ধদারক (অভাবে তেউড়ি), এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া তেউড়ি, চিতা, দন্তী ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ এক এক বার ভাবনা দিয়া ৫ রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ শীতল জল অনুপানে সেবন করিলে সকল প্রকার শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, গণ্ডমালা, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি বহুতর রোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

কামদেব রসঃ।

রস গন্ধক তাম্রাণি কাচং সীসং সমং সমম্।
পিপ্পলী ত্রিবৃতা শুণ্ঠী ধন্যাকঞ্চ হরীতকী ॥
রসতস্ত্রিগুণো গ্রাহ্যঃ প্রত্যেকং চূর্ণমেবচ।
রসপাদং প্রদাতব্যং হিঙ্গুমেব যমানিকা ॥
অর্দ্ধমাষা বটী কার্য্যা খাদেদেকাং যথাবলম্।
নিহন্তি শ্লীপদং রোগং দোষত্রয়সমুদ্ভবম্ ॥
পৈত্তিকে ভক্ষয়েদ্‌যূষং শ্লৈষ্মিকে শুণ্ঠী সৈন্ধবম্।
বাতিকে তক্রভক্তানি বিষ্টম্ভং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
কামদেবরসশ্চায়ং তদ্বৎ দেহং করোত্যলম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন রচিতো বিশ্বসম্পদি ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাচ ও সীসা প্রত্যেকে ১ ভাগ, পিপুল, তেউড়ি, শুণ্ঠি, ধনে ও হরীতকী প্রত্যেকে ৩ ভাগ এবং হিং ও যমানী প্রত্যেকে সিকি ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধমাষা মাত্রার বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা ত্রৈদোষিক শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ সেবনকারী ব্যক্তিগণ পিত্তজ শ্লীপদরোগ হইলে মুগ মাংসাদির যূষ সহ অন্ন পথ্য করিবে, শ্লৈষ্মিক শ্লীপদরোগ হইলে শুণ্ঠি চূর্ণ ও সৈন্ধব চূর্ণ সেবন করিবে এবং বাতজ শ্লীপদ রোগ হইলে তক্রসহ অন্ন ভোজন করিবে, বিষ্টম্ভি দ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করিবে না।

পঞ্চাননঘৃতং তৈলঞ্চ।

শালঞ্চিকাপলদ্বন্দ্বং পলদ্বন্দ্বং পুনর্নবা।
ইন্দ্রসুরং পলদ্বন্দ্বং পলৈকং চমরীফলম্ ॥
গুঞ্জাদলং পলৈকন্তু কাথয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি।
পাদাবশেষে বিপচেৎ গোঘৃতং প্রাস্থিকং সুধীঃ ॥

অভয়াচিত্রকং ক্ষারং সৈন্ধবং বিশ্বভেষজম্।
এতেষাং কর্ষমানেন বস্ত্রপূতং সুচূর্ণিতম্॥
ঘৃতে সিদ্ধে প্রদাতব্যং তচ্চ মাষস্তু খাদয়েৎ।
পঞ্চাননঘৃতং নাম শ্লীপদে গদকুঞ্জিনি॥
প্লীহগুল্মোদরানাহ জ্বরশোথ বিনাশনম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পাদি॥
গোমূত্রং শৈষ্মিকে দেয়ং দুগ্ধং বাতে চ পৈত্তিকে।
সামান্যভোজনং দেয়ং অনুপানং প্রকীর্তিতম্॥
এতত্তৈলং প্রকর্ত্তব্যং কল্কেন বস্তুনা বিনা।
ঘৃতেন বা কৃতং তৈলং ঘৃততুল্যো গুণোভবেৎ॥

শালঞ্চী শাক ২ পল, পুনর্ণবা ২ পল, বাশালশশা ২ পল, সুপারি ফল ১ পল ও গুল্লাদল ১ পল, জল /৪ সের, শেষ /১ সের, গব্যঘৃত /৪ সের এব কল্কার্থ হরীতকী, চিত', যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও শুণ্ঠি প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে শ্লীপদ, প্লীহা, গুল্মাদি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে কফজ রোগ হইলে গোমূত্র এবং পৈত্তিক ও বাতজ রোগ হইলে দুগ্ধ পান করিতে হয় জানিবে। উক্ত নিয়মে কল্ক দ্রব্য বিনা তৈল পাক করিয়াও পূর্ব্বোক্ত রোগ সমুদায় বিনাশার্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপিচ উপযুক্ত বিধানমতে ঘৃত ও তৈল একসঙ্গে পাক করিলেও ঘৃতের ন্যায় গুণযুক্ত হইয়া বহু ইষ্ট সংসাধন করে জানিবে।

পুনর্ণবা দারু শিগ্রু দশমূল মহৌষধৈঃ॥
কফবাতকৃতে শোথে লেপঃ কোষ্ণো বিধীয়তে॥

পুনর্ণবা, দেবদারু, সজিনামূল, দশমূল ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জল সহ বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে কফ বাতকৃত শোথ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

শ্লীপদারি লৌহঃ।

হরীতক্যা বিভীতস্য ধাত্র্যাশ্চূর্ণং সুচূর্ণিতম্॥
ষট্‌তোলকপ্রমাণেন গ্রাহ্যং ত্রীণাং গুণৈষিণা।
তোলদ্বয়ং লৌহচূর্ণং কান্তলোহস্য জারিতম্॥
তোলদ্বয়ং ততো দেয়ং বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু।
কৃত্বৈকত্র সমস্তেষু ত্রিফলা কাথভাবনা॥
শ্লীপদাশু গদধ্বংসী সর্ব্বব্যাধি বিনাশনঃ।
শ্লীপদারিরিতিখ্যাতো লোহো মুনিভিরর্চ্চিতঃ॥

হরীতকী, বহেড়া, আমলকীচূর্ণ প্রত্যেকে ৬ তোলা, জারিতকান্ত লৌহ চূর্ণ ২ তোলা এবং শিলাজতু ২ তোলা একত্র করিয়া ত্রিফলার কাথে ১ একবার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ উচিত মাত্রায় সেবন করিলে নিশ্চয়ই শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

বাতরক্তান্তকো রসঃ।

গন্ধকং পারদং লৌহং ঘনতালং মনঃশিলা।
শিলাজতু পুরং শুদ্ধং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।
বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ মক্ষিকেণং পুনর্ণবা।
দেবদারু চিত্রকঞ্চ দার্বী শ্বেতাপরাজিতা॥
চূর্ণমেষাং পৃথক্ তুল্যং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
ত্রিফলা ভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা॥
ভাবনা খলু দাতব্যা ততঃ সংচূর্ণ্য ভক্ষয়েৎ।
মধুনা মাসমাত্রঞ্চ প্রাতঃকালে দিনে দিনে॥
কৃত্বানুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমম্॥
শাণমাত্রং ঘৃতৈঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্ববাত-বিকারণুৎ।

বাতরক্তং মহাঘোরং গম্ভীরং সর্ব্বজং জয়েৎ ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যলম্।

ইতি শ্লীপদাধ্যায়ঃ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, গুগ্গুলু বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, সমুদ্রফেন, পুনর্ণবা, দেবদারু, চিতা, দারুহরিদ্রা ও শ্বেত অপরাজিতা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ১ একমাষা মাত্রায় মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। অনুপান নিম্বের পত্র, পুষ্প ও ছাল সমভাগে চূর্ণ করিয়া ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ঘৃতসহ সেবন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাতবিকার, বাতরক্তাদি নিবারিত হয় জানিবে।

ইতি শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ বিদ্রধিচিকিৎসামাহ।

বিদ্রধিসর্ব্বমেবাত্র ত্বরয়া ব্রণশোথবৎ।
উপাচরেদ্যথাদোষং শোণিতঞ্চ হরেচ্ছনৈঃ ॥
জলৌকা পাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ।
মৃদুর্ব্বিরেকোলঘ্বন্নং স্বেদঃ পিত্তোদ্ভবং বিনা ॥

ব্রণশোথের চিকিৎসার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধিরোগের চিকিৎসা করিবে। এবং দোষানুসারে রক্ত মোক্ষণ করিবে। সর্ব্ববিধ বিদ্রধিরোগে রক্তমোক্ষণার্থে জলৌকা (জোঁক) প্রয়োগ করা অতি কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। পিত্তজ বিদ্রধি ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধিরোগে মৃদুজোলাপ, লঘু অন্ন ও স্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে জানিবে।

বাতঘ্নমূলকল্কৈশ্চ বসাতৈল ঘৃতাপ্লুতৈঃ।
সুখোষ্ণো বহলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ ॥

রাস্না হিংস্রাদেবদারুবিল্বমূলাগ্নিমন্থকৈঃ।
মাতুলুঙ্গাম্ল সংপিষ্টৈঃ সাজ্যৈর্লেপোঽত্র বাতিকে॥
স্বেদোপনাহাঃ কর্ত্তব্যাঃ শিগ্রুমূলসমন্বিতাঃ।
স্বেদঃ পয়োবেশবার কৃশরাপায়সৈর্ম্মতঃ॥
উপনাহশ্চ বাতোক্তঃ প্রযোজ্যঃ শাল্বনাদিকঃ।
যবগোধূমমুদ্গৈশ্চ স্বিন্নপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
বিলীয়তে ক্ষণেনৈব অপক্কশ্চৈব বিদ্রধিঃ।
দশমূলামৃতা পথ্যা বর্ষাভূদারুনাগরৈঃ॥
সশিগ্রু ক্বথিতং পেয়ং জ্বরে বাতজ বিদ্রধৌ।
পুনর্ণবা দারু বিশ্বদশমূলভয়াম্ভসা॥
গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বা পিবেন্মারুতবিদ্রধৌ।
কফানুবন্ধে গুগ্‌গুলুঃ
ইতি বাতে।

বাতজবিদ্রধিরোগে বাতঘ্ন দ্রব্যের মূল বাটিয়া ঘৃত তৈল ও বসা দ্বারা পরিপ্লুত করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। রাস্না, কণ্টকারী, দেবদারু, বিল্বমূল, গনিয়ারি, ছোলঙ্গনেবু ও তেঁতুল, এই সকল দ্রব্য পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতসহ মিশ্রণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতজবিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হয়। বিদ্রধিরোগে স্বেদ ও প্রলেপ দিতে হইলে সজিনা মূল সহযোগে দিবে এবং দুগ্ধ বেশবার, কৃশরা ও পায়সদ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে জানিবে। অপিচ বাতোক্ত শাল্বনাদি প্রলেপ ও বিদ্রধিরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে। যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করতঃ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে অপক্ক বিদ্রধি ক্ষণকালের মধ্যেই দূরীভূত হইয়া যায়। দশমূল, গুলঞ্চ, হরীতকী, পুনর্ণবা, দেবদারু, শুণ্ঠী ও সজিনামূল একত্র কাথ করিয়া পান করিলে বাতজবিদ্রধি রোগ বিনষ্ট হয়। পুনর্ণবা, দেবদারু, শুণ্ঠী,

দশমূল ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সহ গুগ্‌গুলু অথবা এরণ্ড তৈল সেবন করিলে বাতজ বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হয়। পুনর্ণবাদির ক্বাথ সহ গুগ্‌গুলু, কফানুবন্ধ বাতজবিদ্রধিতে প্রযোজ্য জানিবে।

পৈত্তিকে শর্করা লাজা মধুকৈঃ শারিবাযুতৈঃ।
প্রদিহ্যাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্ব্বা পয়স্যোশীরচন্দনৈঃ॥
যোগদ্বয়োঽপি ক্ষীরেণ লেপনং পিত্তবিদ্রধৌ।
পয়স্যা ক্ষীরকাকোলী।
পঞ্চবল্কলকল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপয়েৎ।
সর্পিষা শতধৌতেন নবনীতেন বা গবাম্॥
ত্রিবৃদ্ধরীতকীনাঞ্চ চূর্ণং মধুযুতং পিবেৎ।
পিবেদ্বা ত্রিফলাক্কাথং ত্রিবৃৎকল্কাক্ষসংযুতম্॥
ইতি পিত্তে।

শর্করা, খৈ যষ্টিমধু ও অনন্তমূল একত্র অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেণারমূলও রক্তচন্দন একত্র দুগ্ধ সহ বাটিয়াপ্রলেপ দিলে পিত্তজ বিদ্রধিরোগ নিবারিত হয় জানিবে। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুড় ও বেতস, এই পঞ্চ বৃক্ষের বল্কল অর্থাৎ ছাল বাটিয়া ঘৃতসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে পিত্তজবিদ্রধি নষ্ট হয়। শতধৌত ঘৃত অথবা ননী দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজবিদ্রধি বিনষ্ট হয় জানিবে। তেউড়ীচূর্ণ ও হরীতকী চূর্ণ সমানভাগে মধুর সহিত সেবন করিলে অথবা ত্রিফলার ক্বাথ তেউড়ীচূর্ণ সহযোগে পান করিলে পিত্তজনিত বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইষ্টকাসিকতা লৌহ গোশকৃত্তুষপাংশুভিঃ।
মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধৌ॥
কষায়পানৈর্ব্বমনৈরালেপৈরুপনাহকৈঃ।
হরেদ্দোষমভীক্ষ্ণঞ্চ তথৈবাসৃগলাবুনা॥

দশমূলীকষায়েণ সস্নেহেন রসেন বা।
শোথং ব্রণং বা কোষ্ণেন সশূলং পরিসেচয়েৎ॥
ত্রিফলা শিগ্রু বরুণ দশমূলাম্ভসা পিবেৎ।
গুগ্‌গুলুং মূত্রসংযুক্তং বিদ্রধৌ কফসম্ভবে॥
ইতি কফে।

ইষ্টক, বালী, লৌহ, গোশকৃৎ ও চর্ম্মপাংশু এই সকল দ্রব্য গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কফজ বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে। কফজ বিদ্রধিরোগে কষায়, বমন, প্রলেপ ও স্বেদ প্রয়োগদ্বারা দোষের ক্ষয় করিবে এবং অলাবু প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিবে। ঈষদুষ্ণ দশমূলীর কাথ অথবা স্নেহযুক্ত মাংসাদির রস দ্বারা পরিষেক করিলে শূলবৎ বেদনাযুক্ত ব্রণ শোথ নিবারিত হয়। ত্রিফলা, সজিনামূল, বরুণ ছাল ও দশমূল, ইহাদের কাথ গোমূত্র ও গুগ্‌গুলুসহ পান করিলে কফজন্য বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হয়।

ভূনিম্বাদ্যং চূর্ণম্।

ভূনিম্বার্দ্ধপলং নিশাপলযুতং দার্ব্বীপলে দ্বে তথা॥
দার্ব্যর্দ্ধেন পুনর্ণবাং কুরু সমাং দার্ব্বীসমঃ প্রগ্রহঃ।
বাসাদর্দ্ধযুতং পলন্তু কটুকা যোজ্যা তদর্দ্ধেন বৈ॥
বিন্ধ্যাহ্বং নিশায়াঃ সমানমমৃতা কর্ষাংস্তু পঞ্চৈব তু॥
সর্ব্বং বৎসক সপ্তকর্ষসহিতং সুশ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতম্।
বাসায়াঃ স্বরসেন ভাবিতমিদং ত্রীন্ পঞ্চবারান্ তথা॥
ভূয়স্তদ্‌গুড়বারিণা প্রতিদিনং পীতং পুরস্তেরবৌ।
পুংসাং বিদ্রধিনাশনন্তু কথিতং পথ্যং স্বয়ং ব্রহ্মণা॥
প্রগ্রহঃ শোণালুফলম্।
বিন্ধ্যাহ্বস্থানেঽশ্বাহ্বমিতি পাঠে অশ্বগন্ধা।

চিরতা ৪ তোলা, হরিদ্রা ৮ তোলা, দারুহরিদ্রা ১৬ তোলা পুনর্ণবা ৮ তোলা, সোণালু ১৬ তোলা, বাসক দেড়তোলা, কট্‌কী পৌনে ১ তোলা, ছোটএলাচি ৮ তোলা, শুলঙ্ক ১০ তোলা এবং কুটজছাল ১৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বাসক রসে ৩ বার বা ৫ বার ভাবনা দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিদ্রধি রোগ বিনষ্ট হয়।

উষকাদির্গণঃ।

মধুশিগ্রু শৃতং তোয়ং শিলাজতু সমন্বিতম্।
পিবেদভ্যন্তরোত্থে চ বিদ্রধাবাশুশান্তয়ে॥
বরুণাদিগণ কাথমপক্বেভ্যন্তরোত্থিতে।
উষকাদি প্রতীবাপং পিবেৎ সংশমনায় বৈ॥

রক্তসজিনার ক্বাথ শিলাজতু সহ সেবন করিলে আভ্যন্তরিক বিদ্রধি (ওড়া) শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বরুণাদির ক্বাথসহ উষকাদি দ্রব্য-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আভ্যন্তরিক অপক্ব বিদ্রধি বিনাশ পায়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদ্যং তৈলম্।

প্রিয়ঙ্গু ধাতকীলোধ্র কট্‌ফলং তিলসৈন্ধবম্।
এতৈস্তৈলং বিপক্তব্যং বিদ্রধৌ রোপণং পরম্॥
তিলবৎসকঃ।
তিলশত্বচমিতি পাঠঃ সুশ্রুতাদাবদর্শনাৎ।
এষাং কল্কঃ জলঞ্চতুর্গুণম্।

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্‌ফল, কুটজ ও সৈন্ধব সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে বিদ্রধির ক্ষত পূরিয়া উঠে।

দশমূলাদ্যং তৈলম্।

দ্বিপঞ্চমূলী ত্রিফলা কুলত্থৈ
ত্রিবৃদ্দযনৈর্মূলকশিগ্রুযুক্তৈঃ।
তৈলং তিলৈরণ্ডজমেতদেভিঃ
সিদ্ধং হিতং বিদ্রধি-গুল্মশূলে॥
দশমূলাদিকল্কঃ জলঞ্চতুর্গুণম্।

এরণ্ড তৈল /৪ সের, জল ।১ সের, কল্কার্থ দশমূল, ত্রিফলা, কুলথ, তেউড়ী, মুথা, মূলা, সজিনা মূল ও তিল সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই তৈল দ্বারা বিদ্রধি নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বরুণবল্কল ক্বাথে পিবেদ্বা সৈন্ধবং তথা।
শিলাজতু সমং হিঙ্গুমসাধ্য বিদ্রধিং জয়েৎ॥
ক্বাথশিগ্রু বচা বাথ হিঙ্গুসৈন্ধবচূর্ণিতম্।
সংযুক্তং পায়য়েচ্ছান্ত্যৈবিদ্রধিরোগপীড়িতম্॥

ইতি বিদ্রধ্যধ্যায়ঃ।

বরুণ ছালের কাথ সহ সৈন্ধব, শিলাজতু ও হিং একত্র সেবন করিলে অথবা সজিনামূল ও বচের কাথে সৈন্ধব ও হিং চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি বিদ্রধিরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ব্রণশোথচিকিৎসামাহ।

আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্দ্বিতীয়মবসেচনম্।
তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটনক্রিয়াম্॥
পঞ্চমং শোধনঞ্চৈব ষষ্ঠঃ রোপণমিষ্যতে।
এতে ক্রমা ব্রণস্যোক্তাঃ সপ্তমো বৈকৃতাপহঃ॥

মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্থৌ চ ভদ্রদারু মহৌষধম্।
অহিংস্রা চৈব রাস্না চ প্রলেপো বাতশোথহা ॥
কল্কঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টঃ স্নিগ্ধঃ শাখোটকত্বচঃ :
সুপর্ণ ইব নাগানাং বাতশোথ বিনাশনঃ ॥
ইতি বাতে।

ব্রণরোগের প্রথমে বিম্লাপন (মর্দ্দন), দ্বিতীয় অবসেচন, তৃতীয় প্রলেপ, চতুর্থ ছেদন, পঞ্চম শোধন, ষষ্ঠ রোপণ, সপ্তম বৈকৃত বিনাশ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। ছোলঙ্গলেবু, গনিয়ারী, দেবদারু, শুণ্ঠি, রাস্না ও কুলেখাড়া, এই সকল সমান ভাগে একত্র বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে বাতাত্মক ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়। শেওড়ার ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া ঘৃত মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে বাতজনিত ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়

দূর্ব্বাচ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনস্তথা।
শীতলাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে প্রলেপঃ পিত্তশোথহা ॥
শীতলা গণা উৎপলাদিকাঃ কোলাদিকাঃ।
ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ প্লক্ষবেতস বল্কলৈঃ ॥
সসর্পিস্কঃ প্রলেপঃ স্যাৎ শোথনির্বাপণঃ স্মৃতঃ।
সর্পিঃ শতধৌতং পঞ্চবল্কলম্।
ন্যগ্রধোডুম্বরাশ্বত্থ প্লক্ষবেতস সেলুভিঃ।
চন্দনদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিপূরণ গৈরিকৈঃ ॥
শতধৌতঘৃতোম্মিশ্রো লেপোরক্তপ্রসাদনঃ।
দাতপাকরুজাস্রাব শোথ নির্ব্বাপণঃ পরঃ ॥
সেলুর্ব্বহুবারকঃ পূরণং মাতুলুঙ্গমূলমিতি।
কণ্টকং তিলভৃষ্টঞ্চ পিষ্ট্বা লেপং প্রদাপয়েৎ ॥

দাহক্লেদরক্তাস্রাব শোথ বৈবর্ণ্যনাশনম্।
ইতি পিত্তে।

দূর্ব্বা নলের মূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং উৎপলাদি শীতলগণীয় দ্রব্য সকল দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজ ব্রণশোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ছাল বাটিয়া শতধৌত পুরাতন ঘৃতসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজ ব্রণশোথ নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। বটের ছাল, যজ্ঞডুম্বরের ছাল, অশ্বত্থবৃক্ষের ছাল পাকুড়ছাল, যষ্টিমধু, ছোলঙ্গ নেবুগাছের মূল, বেতস বৃক্ষের ছাল, বহুবার বৃক্ষের ছাল, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা ও গেরীমাটী, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শতধৌত পুরাতন ঘৃতসহ মিশ্রণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজ ব্রণশোথজনিত দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হয় এবং ব্রণের দাহ, পাক, বেদনা, পূযরক্তাদি স্রাব ও শোথ নিবারিত হয় জানিবে। কঞ্চট ও ভাঙ্গা তিল একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণের দাহ, ক্লেদ, বেদনা, স্রাব, শোথ ও বৈবর্ণ্য বিনষ্ট হয়।

অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ কালাসরলয়া সহ।
একৈকোঽপি চাজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোথহা॥
অজগন্ধা ক্ষেত্রযমানী অজশৃঙ্গী কাকড়াশৃঙ্গী।
ইতি কফে।

ক্ষেত্রযমানী, অশ্বগন্ধা, কালীয়কাষ্ঠ ও সরলকাষ্ঠ একত্র বাটিয়া কিংবা কেবল মাত্র কাঁকড়াশৃঙ্গী বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কফজনিত ব্রণ শোথ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ত্রিফলাষ্টকঃ।

তিলকল্কঃ সলবণো দ্বে হরিদ্রে ত্রিবৃদ্ঘৃতম্।
মধুকং নিম্বপত্রাণি প্রলেপঃ শোথশোধনঃ॥

তিলচূর্ণ সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, যষ্টিমধু ও নিমপাতা

একত্র বাটিয়া ঘৃতসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ বিশোধিত হইয়া থাকে জানিবে।

নিম্বপত্রং তিলাদন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধবমাক্ষিকম্।
দুষ্টব্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনকেশরী॥
সুষবীপত্র পত্তুর কর্ণামোটকুঠেরকাঃ।
পৃথগেতে প্রলেপেন গম্ভীরব্রণরোপণাঃ॥
যে ক্লেদপাকাঃ স্রুতিগন্ধবন্তো
ব্রণা মহান্তঃ সরুজঃ সশোথাঃ।
প্রয়ান্তি তে গুগ্‌গুলুমিশ্রিতেন
পীতেন শান্তিং ত্রিফলারসেন॥

নিমপাতা, তিল, দন্তী, তেউড়ী ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় জলসহ বাটিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ বিশুদ্ধ হইয়া প্রশমিত হয় জানিবে। করলাউচ্ছের পাতা, শালিঞ্চাশাক, কর্ণামোড় ও তুলসী পাতা, ইহাদের যে কোন একটি পাতা বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে গম্ভীরব্রণও পুরিয়া উঠে জানিবে। ত্রিফলার কাথ গুগ্‌গুলু সহ সেবন করিলে ক্লেদ, পাক, স্রাব, বেদনা ও শোথযুক্ত ব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বটিকা গুগ্‌গুলুঃ।

বিড়ঙ্গত্রিফলা ব্যোষ চূর্ণং গুগ্‌গুলু নাশনম্।
সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্বা হিতভোজনঃ।
দুষ্টব্রণাপচী মেহ কুষ্ঠ শোথ নাড়ীব্রণাপহঃ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও গুগ্‌গুলু একত্র ঘৃতসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে দুষ্টব্রণ, অপচী, মেহ কুষ্ঠ, ও নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হয়।

অমৃতা গুগ্‌গুলুঃ।

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূল শতন্তথা।
পাঠা মূর্ব্বা বলে দ্বে চ দার্ব্বী গন্ধর্ব্বহস্তকঃ॥
পৃথক্ দশপলান্ ভাগান্ শতঞ্চাপি হরীতকী।
বিভীতক শতে দ্বে চ চত্বার্য্যামলকানি চ॥
গুগ্‌গুলু প্রস্থ সংযুক্তো দ্রোণেঽপামুষিতং নিশি।
পূর্ব্বাহ্নে কাথয়েদ্ধীমান চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
উদ্ধৃত্য স্রাব্য বিপচেত্থাবল্লেহক্রমাদ্‌ঘনম্।
শীতে দ্বেভানি সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ পলিকানি চ॥
ত্রিফলা ত্রিবৃতা ব্যোষ দন্তীচ্ছিন্নাশ্বগন্ধকাঃ।
ক্রিমিশত্রুদলং চোচং সূক্ষ্মৈলা নাগকেশরম্॥
স্বচ্ছন্দাহারচেষ্টস্ত শীতাম্ভো বৃষাভোজনম্।
অমৃতা গুগ্‌গুলুর্নাম্না সর্ব্বব্রণ বিশোধনম্॥
দুষ্ট কুষ্ঠবিসর্পাংশ্চ হিক্কামেহগরোদরম।
প্লাহামযক্ষ্মহৃদ্রোগং পাণ্ডু শোষমসৃগ্দরম্॥
গুল্মার্শো বিদ্রধীন্ ভগ্ন নাড়ীব্রণ ভগন্দরান্।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ নিহন্তি শ্বাসজিৎ পরান্॥
কণ্ডূকোঠাঙ্গমর্দ্দামবাত শোণিতবাতহা।
আত্রেয়ানুমতোহ্যেষ গুগ্‌গুলুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ঘৃতপিষ্টিত গুগ্‌গুলু ১৬ পল কাথার্থ গুড়ূচী ১০০ পল দশমূল ১০০ পল আকনাদী মূর্ব্বা বাড়িয়ামূল শ্বেত বাড়িয়ানা-মূল ত্রায়মাণ আঠামূল এরণ্ডমূল প্রত্যেক ১০ পল গোটা হরীতকী ১০০ টা বহেড়া ১০০ টা আমলকী ৪০০ টা পাকার্থ দেয়

দ্রোণত্রয়ে পানী ১৯২ শরাব ইহা পোট্টলী বদ্ধ করিয়া গুগ্‌গুলু সহ পাকশেষ জল ৪৮ শরাব।

অত্রৈব ক্বাথস্থাপিত গুগ্‌গুলুং পিষ্ট্বা পাচনীয়ম্।

ঘৃতপিষ্ট গুগ্‌গুলু /২ সের, ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ।২॥ সের, দশমূল মিলিত ।২॥ সের, আকনাদী, সুচমুখী, শ্বেতবেড়েলা, রক্তবেড়েলা, দারুহরিদ্রা ও এরণ্ডমূল প্রত্যেকে /১৷৹ সের, হরীতকী ১০০, আমলকী ৪০০, এবং বহেড়া ২০০ পাকার্থ জল তিন দ্রোণ, শেষ ৪৮ সের, এই সকল ছাকিয়া কাথ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গুগ্‌গুলু একত্র পাক করিতে করিতে ঘন হইলে, উহাতে ত্রিফলা, তেউড়ী, ত্রিকটু, দন্তী, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, বিড়ঙ্গ, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া লইবে। এই অমৃতা গুগ্‌গুলু উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে ব্রণ, কুষ্ঠ ও বিসর্পাদি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

গুণবতী বর্ত্তিঃ।

তুল্যং সর্জ্জরসং লোধ্রং সিন্দূরাতিবিষা নিশা।
অক্ষ কম্পিল্ল শ্রীবাস গুগ্‌গুলুর্ঘৃততৈলকৈঃ॥
তুল্যাংশং পেষয়েৎ পিণ্ডং তত্তুল্য সিক্থকং ভবেৎ।
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎপাত্রে মিশ্রিতন্তং সমুদ্ধরেৎ॥
বর্ত্তিগুণবতী নাম যোজ্যা শীতজলান্বিতা।
দুঃসাধ্য ব্রণ গণ্ডেষু হিতা নাড়ীব্রণেষু চ॥
শোধনে রোপণে চৈব স্বাস্থ্যমুৎপাদয়ত্যলম্।

ধুনা, লোধ, সিন্দূর, অতৈস, হরিদ্রা, বহেড়া, কমলাগুড়ী, টার্পিন, গুগ্‌গুলু ঘৃত ও তৈল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সকলের সমান মোম একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া লইবে।

ইহা শীতল জলের সহিত বাটী প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে গণ্ডব্রণ, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি বিশুদ্ধ ও দূর হয় জানিবে।

ধুস্তুরপত্রমূলং সলবণ মুষ্ণং ব্রণোত্থিতারম্ভে।
দত্তং লেপাম্নিয়তং ব্রণশোথং হরতি বহুদৃষ্টম্॥

ধুতুরার পাতা ও মূল বাটিয়া লবণ সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক উষ্ণ করতঃ ব্রণ জন্মিবার প্রথমেই প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

ব্রণগজাঙ্কুশঃ।

দরদঃ পার্ব্বতীপুষ্প কুনটী পুরুষো রসঃ।
শোণিতং গন্ধকো দৈত্যঃ সৈন্ধবাতিবিষাচবী॥
শরপুঙ্খা বিড়ঙ্গশ্চ যমানী গজপিপ্পলী।
মরিচার্কঞ্চ বরুণা ধূনকঞ্চ হরীতকী॥
মর্দ্দিতং কটুতৈলেন গুড়িকাঙ্কারয়েদিহ।
নাড়ীব্রণ প্রবাহঞ্চ গণ্ডমালাং বিচর্চ্চিকাম্॥
চিরব্রণং দদ্রু কুষ্ঠং পূতিকন্তু শিরোগদম্।
পাদস্ফোটং তথা হস্তং বিচর্চ্চীং বহুকীটজম্॥

অত্র দরদো হিঙ্গুলঃ পার্ব্বতী বেঙ্গামাটী পুষ্পকং রসাঞ্জনং মণিবিশেষং বা কুনটী মনঃশিলা পুরুষো গুগ্‌গুলুঃ শোণিতং তাম্রং দৈত্যো লোহঃ স্পষ্টমপরম্।

হিঙ্গুল, বেঙ্গামাটী, রসাঞ্জন, মনছাল. গুগ্‌গুলু, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, আতইচ, চই, শরপুঙ্খা, যমানী, গজপিপুল, বিড়ঙ্গ, বরুণ, আকন্দ, মরিচ, হরীতকী ও ধূনা এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে নাড়ীব্রণ, গণ্ডমালাদি বিনষ্ট হয় জানিবে।

কর্কোটাদ্যং তৈলম্।

বন্ধ্যাকর্কোটকী পাঠা ব্যাঘ্রী কুষ্ঠপটোলিকা।
অঙ্কোট হস্তিপর্ণী চ তালগন্ধক সৈন্ধবম্॥
মঞ্জিষ্ঠা করবীরঞ্চ নিশা হিঙ্গু সুবর্চ্চলা।
বচা সিন্দূর তুল্যাংশং জলেন সহপেষয়েৎ॥
কল্কাচ্চতুর্গুণং তৈলং তৈলাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
পচেত্তৈলাবশেষঞ্চ লেপাদ্দুষ্টব্রণাপহম্॥

ইতি ব্রণরোগাধ্যায়ঃ

কটুতৈল /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ বনকাঁকরোল, আকনাদি কণ্টকারী, কুড়, ঝিঙ্গে, অঙ্কোট, মোরটা লতা, হরীতাল, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, মঞ্জিষ্ঠা, করবীর মূল, হরিদ্রা, হিঙ্গু, তুলসী বচ ও সিন্দুর এই সকল দ্রব্য সমভাগে /১ সের লইয়া অল্প জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিবে। এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে দুষ্ট ব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি ব্রণ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শারীরব্রণসদ্যোব্রণমাহ।

পরিপক্বং ব্রণং বৈদ্যো দারয়েদবধানতঃ॥
ন চ্ছিন্দ্যাদামমজ্ঞানাৎ নতু পক্কমুপেক্ষতে।
গবাং দন্তং জলে ঘৃষ্টং বিন্দুমাত্রং প্রলেপতঃ।
অত্যন্তকঠিনে চাপি ব্রণে পাচনভেদনম্॥
কটুতৈলাগ্নিতৈলেপাৎ সর্পনির্ম্মোকভস্মভিঃ।
চয়ঃ শাম্যতি গণ্ডস্ত প্রকোপঃ স্ফুটতি দ্রুতম্॥

চিরবিল্বাগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ।
কপোতকঙ্কং গৃধ্রাণাং পুরীষাণি চ দারুণম্॥

চিরবিল্বঃ করঞ্জঃ অগ্নিকো লাঙ্গলী অজমোদা বা হয়মারঃ করবীরঃ সর্ব্বেষাং মূলং এষাং সমস্তানাং ব্যস্তানাঞ্চ দারুণত্বম্।

পটুটসেন্ধবম্।

ক্ষারদ্রব্যাণি বা যানি ক্ষারো বা দারুণঃ পরঃ।
দ্রব্যাণাং পিচ্ছিলানাস্তু ত্বঙ্মূলানি প্রলেপনম্॥
যবগোধূমমাষাণাং বিচূর্ণানি সমাসতঃ।
পটোলী তিলযষ্ট্যাহ্ব ত্রিবৃদ্দন্তী নিশাদ্বয়ম্॥
নিম্বপত্রান্বিতো লেপঃ সপটুর্ব্রণশোধনঃ।

চিকিৎসক অতি সতর্কভাবে পকব্রণ বিদীর্ণ করিবেন, অর্থাৎ কদাচ কাঁচা ব্রণ ছেদন করিবেন না ও পাকাব্রণ উপেক্ষা করিয়া ছেদনে বিরত থাকিবেন না। গরুর দাঁত জলে ঘসিয়া বিন্দু মাত্র প্রলেপ দিলে অত্যন্ত শক্ত ব্রণও পাকে ও আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। সাপের খোলস ভস্ম সরিষার তৈল সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে গণ্ডগত ব্রণ শীঘ্রই ফাটিয়া বিনষ্ট হয়। করঞ্জা, লাঙ্গলী, দন্তীমূল, চিতামূল, করবীমূল, এবং কপোত, চড়ুই ও গৃধ্র, এই পক্ষীত্রয়ের বিষ্ঠা, এই সকল একত্র অথবা পৃথক্ পৃথক্ এবং ক্ষারদ্রব্য ও যবক্ষার এই সকল দ্বারা অথবা পিচ্ছিল দ্রব্য সমূহের ছাল বা মূল দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণ বিদীর্ণ হইয়া প্রশমিত হয় জানিবে। যব, গোধূম ও মাষকলায় চূর্ণএবং ঝিঙ্গে, তিল, যষ্টিমধু, তেউড়ী, দন্তী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিমপাতা ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণ শোধিত হয়।

বিড়ঙ্গাদি বটিকা গুগ্‌গুলুঃ।

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ চূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সহ।
সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্বা হিতভোজনঃ॥
দুষ্টব্রণাপচীমেহ দুষ্টনাড়ীবিশোধনঃ।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটুচূর্ণ ও গুগ্‌গুলু একত্র ঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে দুষ্ট ব্রণ, অপচী, মেহ ও দুষ্ট নাড়ীব্রণ বিশোধিত হয়।

অমৃতাবটিকা গুগ্‌গুলুঃ।

অমৃতাপটোলমূলত্রিফলা ত্রিকটু ক্রিমিঘ্নানাম্।
সমভাগানাং চূর্ণং সর্ব্বসমো গুগ্‌গুলোর্ভাগঃ॥
প্রতিবাসরমেকৈকাং গুড়িকাং খাদেদক্ষপরিমাণাম্।
জেতুং ব্রণবাতাসৃক গুল্মোদরশ্বয়থু পাণ্ডুরোগান্॥

গুলঞ্চ, পটোলের মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং সকলের সমান গুগ্‌গুলু একত্র পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রতিদিন এক একটি সেবন করিলে ব্রণ, বাতরক্ত, গুল্ম উদর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

জাত্যাদ্যং ঘৃতম্।

জাতী নিম্বপটোলপত্র কটুকাদার্বী নিশাশারিবা।
মঞ্জিষ্ঠাভয়াসিক্থ তুত্থমধুকৈর্ম্ম ক্তাহ্ববীজৈঃ সমৈঃ॥
সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্মবদনামর্ম্মাশ্রিতা স্রাবিণো।
গম্ভীরাঃ সরুজো ব্রণাঃ সগতিকাঃ শুধ্যন্তি রোহন্তি চ।
জাত্যাদেত্ত্রমস্ত পত্রম্।

এবাং কল্কঃ। জলকভুগুণম্।
গতিং নাড়ীং।

গব্যঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ জাতীপত্র, নিমপত্র, পলতা, কটুকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, মোম' তুঁতিয়া, যষ্টিমধু ও মুক্তাবীজ, সমভাগে সমস্তে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সূক্ষ্মমুখবিশিষ্ট, মর্ম্মাশ্রিত, স্রাবযুক্ত, গম্ভীরা, বেদনান্বিত নাড়ীব্রণ সকল বিশুদ্ধ ও রূঢ়, হইয়া থাকে জানিবে।

গৌরাদ্যং ঘৃতম্।

গৌরহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকমেব চ।
প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তং সচন্দনম্॥
জাতীনিম্বপটোলঞ্চ করঞ্জং কটুরোহিণী।
মধুচ্ছিষ্টং সমধুকং মহামেদা তথৈব চ॥
পঞ্চবল্কল তোয়েন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এষ গৌরো মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বব্রণ বিশোধনঃ॥
আগন্তু সহজাশ্চৈব সুচিরোত্থাশ্চ যে ব্রণাঃ।
বিষমামপি নাড়ীস্তু রোহয়েচ্ছাগ্রমেব চ॥
গৌরহরিদ্রা দারুহরিদ্রা।
জাতীনিম্বপটোলানাং পত্রং করঞ্জস্য ফলম্।
মধুকস্য পুষ্পং।

গব্যঘৃত /৪ সের, বটাদি পঞ্চ বল্কলের কাথ ।৬ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, যষ্টিমধু, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, বালা, মুথা, রক্তচন্দন, জাতিপত্র, নিম্বপত্র, পলতা, করঞ্জের ফল, কটুকী, মোম, মৌয়াফুল ও মহামেদ সমভাগে সমস্তে এক সের। যথাবিধানে এই

তৈল পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার নাড়ীব্রণ বিশুদ্ধ ও বিরূঢ় হয়।

করঞ্জাদ্যং ঘৃতম্।

নক্তমালস্য পত্রাণি তরুণানি ফলানি চ।
মালত্যাশ্চৈব পত্রাণি পটোলারিষ্টয়োস্তথা॥
দ্বে হরিদ্রে মধূচ্ছিষ্টং মধুকং তিক্তরোহিণী।
মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোশীরমুৎপলং শারিবাত্রিবৃৎ॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দুষ্টব্রণপ্রশমনং নাড়ীব্রণবিশোধনম্॥
সদ্য শ্ছিন্নব্রণানাঞ্চ করঞ্জাদ্যমিদং শুভম্।

পত্রাণি তরুণানি।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, জল।৬ সের, এবং কল্কার্থ করঞ্জের নূতন পাতা ও ফল, মালতীর পাতা, পটোলপাতা, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মোম, মৌয়াফুল, কট্কী, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, উৎপল, অনন্তমূল ও তেউড়ী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, সদ্যোব্রণ ও ছিন্নব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বিপরীতমল্লতৈলম্।

সিন্দূরহিঙ্গু বিষকুষ্ঠরসোন চিত্র
বালাড্রিলাঙ্গলিক কল্কবিপক্বতৈলম্।
প্রসাদমঙ্গযুতভৃঙ্গকৃতমধিবকেন
ক্লিন্নব্রণপ্রশমনো বিপরীতমল্লঃ॥

খড়গাভিঘাত গুরুগণ্ড মহোপদংশ
নাড়ীব্রণং ব্রণবিচর্চ্চিকা কুষ্ঠপামাঃ।
এতান্নিহন্তি বিপরীতকমল্লনাম
তৈলং যথেষ্টশয়নাশনভোজনস্থ॥
চিত্রকোরক্তচিত্রকঃ বালাঙ্ঘ্রি শরপুঙ্খা মূলম্।
জলং চতুর্গুণম্।
কেচিৎ কটুতৈলমিচ্ছন্তি।
তিলতৈলেন ব্যবহারঃ প্রসাদমন্ত্রেণ মাহেশ্বরোমন্ত্রঃ।
ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ শিবায় স্বাহেতি পঠিত্বা ফেনমপনোত্তম্।

তিল তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ সিন্দূর, হিং, বিষ, কুড়, রসুন রক্তচিতা, শরপুঙ্খামূল ও বিষলাঙ্গল্লিয়ার মূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের, এই তৈল যথাবিধানে পাক পূর্ব্বক, ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ শিবায় স্বাহা, এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া হুঙ্কার দ্বারা উহার ফেন দূরীভূত করিয়া লইবে। ইহা প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার নাড়ীব্রণ, বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ ও পামারোগ বিনষ্ট হয়।

কুঠারকং তৈলম্।

কুঠারকাৎ পলশতং কাথয়েৎ ডম্বনেঽম্ভসি।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কল্কৈঃ কুঠারাপামার্গ প্রোষ্ঠিকা মক্ষিকাস্থ চ।
এতৎ কুঠারকং নাম ব্রণশোধন রোপণম্॥
নাড়ীষু পরমোঽভ্যঙ্গো নিজগাগন্তুকীষু চ।
প্রোষ্ঠিকা সকরীমৎস্যঃ।
মক্ষিকা প্রসিদ্ধৈব চিঙ্গড়ীমৎস্য ইতি কেচিৎ।
কুক্ষাক্ষিকা মৎস্য ইতি শ্রীকণ্ঠদত্তঃ॥

তৈল /৪ সের, কাথার্থ কোদালে কুড় লের গাছ ।২॥০ সের জল ১॥৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কোদালে কুড়লে, আপাং, সরল পুটী মাছ এব চিংড়ী মাছ সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথা-বিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার নাড়ীব্রণ বিশোধিত ও রূঢ় হয় জানিবে।

দূর্ব্বাস্বরস সসিদ্ধং তৈলং কম্পিল্লকেন চ।
দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণম॥
দূর্ব্বাস্বরসকল্কাভ্যাং একং তৈলং তথাগতম্।
কম্পিল্ল দার্ব্বীকল্কেন জলঞ্চতুর্গুণং দত্বা পরমেকং তৈলম্॥

তৈল /৪ সের, দূর্ব্বার স্বরস ।৬ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ কুট্টিত দূর্ব্বা /১ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের এব কল্কার্থ কমলাগুড়ী ও দারু-হরিদ্রা মিলিত /১ সের এই তৈল দ্বারাও ব্রণ পুরিয়া উঠে।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং ঘৃতম্।

মঞ্জিষ্ঠাচন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমিষ্যতে॥
জলঞ্চতুর্গুণম্।

গব্যঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও সূচিমুখী সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে অগ্নিদগ্ধ জনিত ব্রণ পুরিয়া উঠে।

লাঙ্গলীঘৃতম্।

লাঙ্গলী লোধ্রমঞ্জিষ্ঠা কৃষ্ণামধুক কট্‌ফলম্।
কম্পিল্লং দ্বে নিশে মেদে নিম্বপত্রং ফলত্রয়ম্॥

ঘৃতে সিদ্ধং দ্বিপলিকং দেয়ং তদগন্ধরোপণম্।
লাঙ্গলীকং ঘৃতং নাম নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের, দুগ্ধ /৮ সের এবং কল্কার্থ মোম /।০ পোয়া এবং লাঙ্গলিয়ার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, পিপুল, যষ্টিমধু কটফল, কমলাগুড়ী, মেদ, মহামেদ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিমপাতা ও ত্রিফলা প্রত্যেকে ২ মাষা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগে দুষ্ট নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হয়।

পাটলীতৈলম্।

সিদ্ধং কল্ককষায়াভ্যাং পাটল্যাঃ কটুতৈলকম্।
দগ্ধব্রণরুজাস্রাব দাহ বিস্ফোট নাশনম্॥

কটুতৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ কুট্টিতপারুলছাল /১ সের। এইতৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে অগ্নিদগ্ধ জনিত ব্রণের বেদনা, দাহ ও বিস্ফোট বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

চন্দনাদ্যং যমকম্।

চন্দনং বটশৃঙ্গাশ্চ মঞ্জিষ্ঠা মধুকস্তথা।
প্রপৌণ্ডরীকং দূর্ব্বা চ ধাতকীরক্তচন্দনম্॥
এভিস্তৈলং বিপক্তব্যং সর্পিঃ ক্ষীরসমাযুতম্।
অগ্নিদগ্ধে ব্রণে শ্রেষ্ঠং ম্রক্ষণাদ্রোপণং পরম্॥
চন্দনং শ্বেতং সর্পিস্তৈলং সমং দ্বয়োঃ
পাদিকঃ কল্কঃ ক্ষীরং চতুর্গুণম্।

তৈল ও ঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের, দুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ শ্বেত চন্দন, বটের কুঁড়ি, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, দূর্ব্বা, ধাইপুষ্প ও রক্তচন্দন সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধি এই চন্দনাদ্য যমক পাক পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে অগ্নিদগ্ধ ব্রণ নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

মনঃশিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ সঘৃতঃ ক্ষৌদ্রস্ত্বগ্নিশুদ্ধিকরঃ পরঃ ॥
অয়োরজঃ সকাশীশং ত্রিফলাকুসুমানি চ।
প্রলেপঃ কুরুতে সাত্ম্যং সদ্যএব নবত্বচি ॥
ত্রিফলায়াঃ কুসুমাভাবে ফলম্ গ্রাহ্যম্।
কালীয়কলতাম্রাস্থি হেমকালারসোত্তমৈঃ ॥
প্রলেপো গোময়রসঃ স সবর্ণকরঃ পরঃ।

কালীয়কং কালিয়াকাষ্ঠং লতাপ্রিয়ঙ্গু দূর্ব্বা বা হেম নাগকেশরং কালামঞ্জিষ্ঠা রসোত্তমঘৃতম্।

চতুষ্পদাংত্বিগ্রোমখুর শৃঙ্গাস্থি ভস্মনা।
তৈলাক্তা চূর্ণিতা ভূমির্ভবেদ্রোমবতী পুনঃ ॥

মনছাল, হরিতাল, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হ'রদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ঘৃত ও মধু সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ত্বক্ বিশুদ্ধ হয়। লৌহ, হিরাকস, ও ত্রিফলার পুষ্প একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে সদ্যই ব্রণে নূতন চর্ম্ম জন্মে। কালিয়াকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, আঁবের আঠী, নাগকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও ঘৃত, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক গোময়রস সহযোগে প্রলেপ দিলে ব্রণস্থান সবর্ণ হইয়া যায়। চতুষ্পদ জন্তুর পা, চামড়া, লোম, খুর, শিং ও হাড় পোড়াইয়া সেই ভস্ম তৈলসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ব্রণক্ষত স্থানে লোম উত্থিত হয়।

লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীনি গুরূণি চ
বর্জ্জয়েদন্নপানানি ব্রণী মৈথুনমেব চ ॥
নবং ধান্যং মাষা গুড়তিলকুলত্থাম্বু কৃশরাঃ।
কলায়া নিষ্পাবা হরীতকীজলানূপপিশিতম্ ॥
হিমাম্ভো বন্ধূকং লবণ কটুকপিষ্টবিকৃতিঃ।
দধিক্ষীরং তক্রং ব্রণিষু সকলং দোষজনকম্ ॥

লবণ, টক, ঝাল, উষ্ণ, বিদাহি ও গুরু অন্নপানীয়, মৈথুন, নবধান্য, মাষকলায়, গুড়, তিল, কুলথকলায়, যূষ, খিচড়ি, বয়বটী, মটর, হরীতকীর ক্বাথ, আনূপ মাংস, হিমজল, বন্ধূক পুষ্প, লবণাত্মক দ্রব্য, ঝালদ্রব্য, পিষ্টকবিকৃতি, দধি, দুগ্ধ ও তক্র, এই সকল ব্রণরোগীর পক্ষে অপকারী বলিয়া জানিবে।

নাড়ীব্রণচিকিৎসামাহ।

গুগ্‌গুলুস্ত্রিফলা ব্যোষৈঃ সমাংশৈরাজ্যযোজিতৈঃ।
নাড়ীদুষ্টব্রণশূল ভগন্দর বিনাশনঃ॥

ইতি সমসমো গুগ্‌গুলুঃ।

গুগ্‌গুলু, ত্রিফলা, ও ত্রিকটু সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে নাড়ীব্রণ দুষ্টব্রণ, ব্রণশূল ও ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কার্পাসতৈলম্।

কুষ্ঠোদিতঃ পঞ্চতিক্তঃ গুগ্‌গুলুশ্চাত্র শস্যতে।
কার্পাসমূল রজনীকল্কং দত্বা জলে শৃতং তৈলম্॥
পূরণমাত্রাচ্চিরজং নাড়ীব্রণমাশু নাশয়তি।

কুষ্ঠরোগোক্ত পঞ্চতিক্ত গুগ্‌গুলু ও ব্রণরোগে হিতকারক।

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ কার্পাস মূল ও হরিদ্রা মিলিত /১ সের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক পূরণ মাত্রেই নাড়ীব্রণ আরোগ্য হয়।

কুম্ভীকাদ্যং তৈলম্।

কুম্ভীকখর্জ্জুরকপিত্থ বিল্ববন-
স্পতীনাং তু শলাটুবর্গে।
কৃত্বা কষায়ং বিপচেচ্চ তৈল-
মবাপ্যমুস্তা শরলপ্রিয়ঙ্গু॥

সৌগন্ধিকামোচরসাহিপুষ্পং
লোধ্রাণি দত্বা খলুধাতকীঞ্চ।
এতেন শল্য প্রভবাহি নাড়ী-
রোহেদ্‌ব্রণো বৈ সুখমাশু চৈব॥

কুম্ভী পাঙ্কীকুম্ভী চুন্নালভা বা বনস্পতয়ো বটাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং শলাটু আমফলম্।

সৌগন্ধিকা অনন্তমূলং অহিপুষ্পং নাগেশ্বরম্।

তৈল /৪ সের, পানা খর্জুর, কদবেল, বেল, এবং বটাদি পঞ্চ বৃক্ষের কাঁচাফল, ইহাদের ক্বাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ মূর্ণা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, নাগকেশর, লোধ ও ধাইফুল সমানভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে শল্য-ঘাতাদি জনিত নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়।

নির্গুণ্ডী তৈলম্।

সমূলপত্রনির্গুণ্ড্যা রসৈস্তৈলং সমৈঃ শৃতম্।
হন্তি নাড়ীব্রণস্ফোটান্নস্যাভ্যঙ্গাদিনাপচীম্॥
অকল্কমেব।

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের ও মূল পাতা সহিত নিসিন্দার স্বরস ।৬ সের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য ও অভ্যঙ্গ দ্বারা নাড়ীব্রণ ও অপচীরোগ বিনষ্ট হয়।

হংসপদী তৈলম্।

হংসপদ্যরিষ্টপত্রং জাতীপত্রং ততো রসৈঃ।
তৎ কল্কৈশ্চ পচেত্তৈলং নাড়ীব্রণ নিরোহণম্॥

ইতি নাড়ীব্রণাধ্যায়ঃ।

তৈল /৪ সের, জল ।৩ সের, হংসপদী (গোয়ালিয়া লতা), নিমপাতা ও জাতীপত্র, ইহাদের স্বরস ।৩ সের এবং কল্কার্থ ঐ সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি নাড়ীব্রণ সদ্যোব্রণ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ভগন্দরচিকিৎসামাহ।

লঙ্ঘনস্বেদনালেপ বিস্রাপন বিরেচনৈঃ।
রক্তমোক্ষাদিভিঃ শীঘ্রং গুদজাং পিড়কাং জয়েৎ॥
তথাযত্নং ভিষক্ কুর্য্যাদ্ যথাপাকং ন গচ্ছতি।
বটপত্রেষ্টকাশুণ্ঠী গুড়ূচ্যঃ সপুনর্ণবাঃ॥
সুপিষ্টা পিড়কারম্ভে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে।
ত্রিফলারসসংযুক্তং বিড়ালাস্থিপ্রলেপনম্॥
ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরম্।
স্বিন্নং বচাকুষ্ঠং হিঙ্গুযমানী পটুপঞ্চকম্॥
সর্পিষা পায়য়েচ্চূর্ণমম্লেন সুরয়াপি বা।
স্নুহ্যর্কদুগ্ধ দার্বীভির্বর্ত্তিং কৃত্বা ভগন্দরে॥
দদ্যাৎ সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যাৎ প্রয়োগরাট্।
ত্রিবৃত্তিলা নাগদন্তী মঞ্জিষ্ঠা সহ সর্পিষা॥
উৎসাদনন্তবেদেতৎ সৈন্ধবং ক্ষৌদ্রসংযুতম্।

উৎসাদনমুদ্বর্ত্তনম্।

রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা নিম্বপল্লবাঃ।
ত্রিবৃদ্জ্যোতিষ্মতী দন্তী লেপো হন্তি ভগন্দরম্।

কুষ্ঠং ত্রিবৃত্তিলাদন্তী মাগধ্যঃ সৈন্ধবং মধু॥
রজনী ত্রিফলা তুত্থং হিতং ব্রণ-বিশোধনম্।
তিলাভয়া লোধ্রমরিষ্টপত্রং
নিশে বচা লোধমাগারধূমঃ॥
ভগন্দরাত্ম্যপদংশয়োশ্চ
দুষ্টব্রণে শোধনরোরণীপম্।
পয়ঃ পিষ্টতিলৈরণ্ড যষ্টি লেপঃ সশোণিতে॥
খরাস্রপক্বং ভূরোমচূর্ণ লেপো ভগন্দরম্।
হস্তি দন্তাগ্নাতিবিষালেপ স্তব্দশুনোঽস্থি বা॥
নশ্যেত ভগন্দরঃ ক্ষিপ্রং ক্ষালিতে ত্রিফলাম্ভসা॥

উপবাস স্বেদ, প্রলেপ, মর্দ্দন, বিরেচন এবং রক্তমোক্ষণাদি দ্বারা অতি সত্বর ভগন্দর রোগের চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ ভগন্দর যাহাতে না পাকিতে পারে তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। বট পত্র, ইষ্টক, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ ও পুনর্ণবা একত্র সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভগন্দর রোগের পিড়কা উৎপত্তির প্রথমেই প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। বিড়ালের অস্থি ত্রিফলার রস সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও দুষ্টব্রণ নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। বচ, কুড়, হিং, যমানী ও পঞ্চ লবণ ঘৃত সহ ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় কাঁজি বা সুরাসহ সেবন করিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। মনসাসিজের ক্ষীর ও আকন্দ ক্ষীর সহ দারুহরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে ভগন্দর এবং নালী ঘায় প্রয়োগ করিলে উহা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। তেউড়ী, দন্তী, নাগকেশর, তিল ও মঞ্জিষ্ঠা ঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক মধু ও সৈন্ধবলবণ সহ একত্র মিশ্রণ করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপাতা, তেউড়ী

লতাফট্কী ও দন্তীমূল একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয় জানিবে। কুড় তেউড়ী, দন্তীমূল, তিল, পিপুল, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও তুঁতিয়া, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ভগন্দরের ব্রণ বিশোধিত হয়। তিল, হরীতকী, লোধ, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, বচ, লোধ ও গৃহের ঝুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ভগন্দর, উপদংশ ও দুষ্টব্রণ বিশোধিত হইয়া থাকে জানিবে। দুগ্ধ, পিষ্টক, তিল, এরণ্ড ও যষ্টিমধু, ইহাদের প্রলেপ দিলে রক্তদোষ জনিত ভগন্দররোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। গর্দ্দভের রক্তে পাক করা ভূরোম চূর্ণ দ্বারা প্রলেপ দিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয়। দন্তীমূল, চিতা ও অতৈস, এই সকল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা কুকুরের অস্থি দ্বারা প্রলেপ কিংবা ত্রিফলার জল দ্বারা ধৌত করিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নবকার্ষিকো গুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিফলা পুরকৃষ্ণাভিস্ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা॥
গুড়িকা শোথগুল্মোর্শোভগন্দরবতাং হিতা।
ত্রিফলাকর্ষ ৩ গুগ্‌গুলুকর্ষ ৫ পিপ্পলীকর্ষ ১।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, গুগ্‌গুলু ১০ তোলা এবং পিপুল ২ তোলা, এই দ্রব্য সমুদায় একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শোথ, গুল্ম, অর্শ ও ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশতি গুগ্‌গুলঃ।

ত্রিকটুত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গামৃতা চিত্রকম্।
শট্যেলে পিপ্‌পলীমূলং হবুষা সুরদারু চ॥

তুম্বুরং পুষ্করং চব্যং বিশালা রজনীদ্বয়ম্।
বিড়্‌সৌবর্চ্চলং ক্ষারঃ সৈন্ধবং গজপিপ্‌লী ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদ্‌দ্বিগুণ গুগ্‌গুলুঃ।
কোলপ্রমাণাং বটিকাং খাদেৎ মধুনা সহ ॥
ভগন্দরং শ্বাসকাস ক্ষয়জীর্ণ জ্বরোদরম্।
নাড়ীদুষ্টব্রণানাহ কুষ্ঠপামাশ্মরী ক্রিমীন্ ॥
মেহান্ত্রবৃদ্ধি হৃৎপার্শ্বশূলং প্লীহানমেব চ।
পঞ্চতিক্ত ঘৃতং শস্তং।
সপ্তবিংশতিকো হন্তি গুগ্‌গুলুঃ সর্ব্বরোগহা।

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতা, শঠী, এলাইচ, পিপুলমূল, হবুষা, দেবদারু, ধনিয়া, পুষ্করমূল, চই, রাখালশশার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সচললবণ, যবক্ষার, সৈন্ধব, ও গজপিপুল, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সকলের দ্বিগুণ গুগ্‌গুলু একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে অথবা পঞ্চতিক্তরস বা সপ্তবিংশতি গুগ্‌গুলু সেবন করিলেও ভগন্দরাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

জম্বুকমাংসং ভক্ষয়েৎ প্রকারব্যঞ্জনাদিভিঃ ॥
অজীর্ণবর্জ্জী মাসেন মুচ্যতে তু ভগন্দরাৎ।
পঞ্চতিক্তঘৃতং শস্তং পঞ্চতিক্তশ্চ গুগ্‌গুলুঃ ॥
ন্যগ্রোধাদির্গণোযস্তু হিতঃ শোধনরোপণম্ ॥

শৃগালের মাংস দ্বারা বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে এবং অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন না করিলে ভগন্দর রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পঞ্চতিক্ত ঘৃত ও পঞ্চতিক্ত গুগ্‌গুলু সেবন দ্বারা এবং ন্যগ্রোধাদিগণীয় দ্রব্য সকল কাথাদিরূপে প্রয়োগ করিলে ভগন্দরের

ব্রণ সকল শোধিত ও রূঢ় হইয়া উক্ত রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় জানিবে।

বিস্যন্দন তৈলম্।

চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎ পাঠে মলপূহয়মারকৌ॥
সুহীং বচাং লাঙ্গলকীং হরিতালং সুবর্চ্চিকাম্।
জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংহৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ॥
এতদ্বিস্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ভগন্দরে।
শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরণং পরম্॥
মলপূকাষ্ঠোডুম্বরঃ।

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, কল্কার্থ চিতা, আকন্দ, তেউড়ীমূল, আকনাদী, কাঠডুম্বুর, করবীমূল, লতাফটকী, সিজ, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, হরিতাল ও সাচিক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে /১ সের মাত্র? যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ভগন্দরের ব্রণ শোধিত ও ক্ষতস্থান রূঢ় লইয়া চর্ম্ম সদৃশ বর্ণ হইয়া যায় জানিবে।

করবীরাদ্যং তৈলম্।

করবীর নিশাদন্তী লাঙ্গলী লবণাগ্নিভিঃ।
মাতুলুঙ্গার্ক বৎসাহ্বৈঃ পচেত্তৈলং ভগন্দরে॥
কুটজস্য ফলং দদ্যা।

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ করবীমূল, হরিদ্রা, দন্তীমূল, লাঙ্গলিয়া, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, ছোলঙ্গলেবু, আকন্দমূল ও ভৃষ্ট ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

নিশাদ্যং তৈলম্।

নিশার্কক্ষীরসিন্ধ্বগ্নিপুরাশ্বহন বৎসকৈঃ।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনে তৈলং ভগন্দরবিনাশনম্॥

তৈল ৴৪ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ হরিদ্রা, আকন্দক্ষীর, সৈন্ধবলবণ, চিতা ও গুগ্‌গুলু, করবীমূল ও ইন্দ্রযব, সমভাগে সমস্তে ৴১ সের। এই তৈল অভ্যঙ্গ দ্বারা তীব্র ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়।

কালাগ্নিরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃতনাগং সতুত্থকম্।
জীরকং সৈন্ধবং তুল্যং তিক্তা কোষাতকী দ্রবৈঃ।
পিষ্টং তল্লেপনাদ্ধন্তি ভক্ষণাচ্চ ভগন্দরম্॥
রসঃ কালাগ্নিনামোঽয়ং দ্বিগুঞ্জং মৃত্যুজিদ্ভবেৎ।

পারদ, গন্ধক, সীসক, তুঁতিয়া, জীরক ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কটকী ও কোষাতকীর রসে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পূয়ঞ্চ হরতে পক্বং কষ্টসাধ্যো ভগন্দরঃ।
ত্রিদোষোত্থমসাধ্যং স্যাৎ ক্রিমিজশ্চ ভগন্দরঃ॥
আদৌ সর্ব্বপ্রযত্নেন পাকং রক্ষেদ্ভগন্দরে॥

পক্ব ভগন্দর হইতে পূয নিঃসারণ করিবে। এই পক্ব ভগন্দর কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষজনিত ভগন্দর এবং ক্রিমিজ ভগন্দর অসাধ্য বলিয়া জানিবে। সর্ব্বপ্রথমে যাহাতে ভগন্দর পাকিতে না পারে সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

রবিতাণ্ডব রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং কুমারী রসমর্দ্দিতম্।
ত্র্যহান্তে গোলকং কৃত্বা হণ্ডিকান্তে নিরোধয়েৎ।

তয়োঃ সমে তাম্রপাত্রে শুদ্ধে চ তাম্রলেপিতে ॥
তং ভাণ্ডং ভস্মনা পূর্য্যং চুল্ল্যাং তীব্রাগ্নিনা পচেৎ।
ত্রিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্ ॥
জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা রুদ্ধা সপ্তপুটে পচেৎ।
গুঞ্জৈকং মধুনাজ্যেন লিহ্যাদ্ধন্তি ভগন্দরম্ ॥
মুষলী লশুনং চাম্লু আরনালযুতং পিবেৎ।
কর্ত্তব্যং মধুনাহারং দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনম্ ॥
বর্জ্জয়েচ্ছীতমাহারং রসেঽস্মিন্ রবিতাণ্ডবে ॥

পারদ ও গন্ধক, একত্র সমানভাগে ঘৃতকুমারীর রস সহ ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া গোলক করতঃ উভয়ের সমান পবিমিত তাম্রলিপ্ত তাম্র-পাত্রে পূরিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক হাঁড়ীটী ভস্ম দ্বারা পূর্ণ করতঃ ৩ প্রহর পাক পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। পরে উক্ত চূর্ণ জম্বীর রসে সপ্তপুটে পাক পূর্ব্বক ১ রতি মাত্রায় ঘৃত সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ তালমূলী ও রসুন কাঁজির সহিত সেবন করিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া আহার করিবে। এবং দিবানিদ্রা, মৈথুন ও শীতল আহার পরিত্যাগ করিবে।

ভূনিম্বত্রিফলাকুষ্ঠ বানরীবীজগন্ধকম্।
লশুনঞ্চ শিলাযুক্তং তুল্যাং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।
উডুম্বরস্য চূর্ণস্তু গবাং ক্ষীরেণ পায়য়েৎ ॥
তৎকষায়যুতং চূর্ণং রাত্রৌ লেপঞ্চ শান্তয়ে।
গুগ্গুলুশ্চ পলান্ পঞ্চ পলৈকা পিপ্পলী তথা ॥
ত্রিফলা পলমেকঞ্চ ত্বগেলা প্রতিকার্ষিকম্ ॥
চূর্ণয়েন্মধুনাজ্যেন ভুক্ত্বা হন্তি ভগন্দরম্ ॥
ন শস্ত্রৈঃ ছেদয়েৎ প্রাজ্ঞঃ স্ফোটয়েল্লেপনাদিভিঃ।

হরিদ্রা নিম্বসিন্ধূত্থং পিষ্ট্বা লিম্পেৎ স্ফুটত্যলম্ ॥
নরাস্থি তৈললেপেন স্ফুটিতঃ শুধ্যতিব্রণঃ ।
তাম্রচূর্ণসমচূর্ণং সূতমেকং বিমর্দ্দয়েৎ ॥
সৈন্ধবং সপ্তভাগঞ্চ গন্ধকং নবভাগকম্ ।
ভৃঙ্গীদ্রবৈঃ সজম্বীরৈঃ সপ্তাহং ঘর্ম্মমর্দ্দিতম্ ॥
তৈললিপ্তং স্ফুটত্যাশু যদপক্কং ভগন্দরম্ ।
তাম্রভস্মদ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং মধুপর্ণী পুনর্ণবা ।
মেষশৃঙ্গী দিনৈকেন ব্রণশোধনরোপণম্ ॥
কাঞ্চনীদ্বিনিশামুণ্ডী মঞ্জিষ্ঠা চ শতাবরী ।
গন্ধকং ধাতকীপুষ্পং তুল্যং লবণপঞ্চকম্ ।
কন্যাদ্রবযুতো লেপঃ কক্ষোত্থে চ ভগন্দরে ॥

চিরতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কুড়, আলকুশীর বীজ, গন্ধক, রসুন, মনছাল ও যজ্ঞডুম্বুর, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধসহ পান করিলে এবং উক্তচূর্ণদ্রব্য উহাদের ক্বাথ সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা রাত্রিতে প্রলেপ দিলে ভগন্দররোগ প্রশমিত হয়। গুগ্‌গুলু ৫ পল, পিপুলচূর্ণ ১ পল, ত্রিফলাচূর্ণ মিলিত ৪ পল, দারুচিনি ২ তোলা এবং ছোটএলাচি চূর্ণ ২ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় মধু ও ঘৃতসহ সেবন করিলে ভগন্দররোগ দূরীভূত হয় জানিবে। ভগন্দরের ব্রণ কদাচ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে না, উহা প্রলেপাদি দ্বারা ফাটাইয়া ফেলিবে। হরিদ্রা, নিম ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্যত্রয় পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা মানুষের অস্থি চূর্ণ তৈল সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ভগন্দরের ব্রণ সকল ফাটিয়া শুষ্ক হইয়া যায় জানিবে। তাম্রচূর্ণ ও পারদ এক ভাগ করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রে মর্দ্দন করিবে, পরে উহার সহিত সৈন্ধবলবণ ৭ ভাগ এবং গন্ধক ৯ ভাগ মিশ্রণ পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজ ও জম্বীর রসে আতপে ৭ সাত দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক

কাটিয়া যায়। তাম্রভস্ম মধুপর্ণী, পুনর্ণবা ও মেষশৃঙ্গীর রসে ১ দিবস মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণ শোধিত ও রূঢ় হয় জানিবে। স্বর্ণক্ষীরী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুণ্ডিরী, মঞ্জিষ্ঠা, শতাবরী, গন্ধক, ধাইফুল ও পঞ্চলবণ, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা কফজ ভগন্দরে প্রলেপ দিবে।

সৈন্ধবাদি তৈলম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং দন্তীং পলাশঞ্চেন্দ্রবারুণী॥
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচ্যাদ্ গ্রাহ্যমষ্টাবশেষকম্।
কাথপাদং ক্ষিপেত্তৈলং কৃষ্ণায়সন্তয়োমৃতম্॥
পচেত্তৈলাবশেষঞ্চ তেন লেপাৎ ভগন্দরম্।
অসাধ্যং সাধয়ত্যাশু পক্বং ক্রিমিকুলান্বিতম্॥

তিলতৈল ৮পল সৈন্ধবচিতাদন্তী পলাশ গোরক্ষ কাকড়ি ইহাদের প্রতি ৩ পল ২ তোলা, পাকার্থ পানীয় ১২৮ পল শেষ ৩২ পল জারিত পুটিতলৌহচূর্ণ কল্কার্থ ২ পল।

তিল তৈল /১ সের, ক্কাথার্থ সৈন্ধবলবণ, চিতা, দন্তী, পলাশ ও রাখালশশার মূল, এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ৩ পল ২ তোলা, পাকার্থ গোমূত্র ১২৮ পল, শেষ ৩২ পল, এবং কল্কার্থ পুটিত জারিত কাল লৌহ ২ পল। যথানিয়মে এই তৈল পাক পূর্ব্বক ভগন্দরে প্রলেপ দিলে পক্ক ও ক্রমিসংযুক্ত অসাধ্য ভগন্দর রোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিশাসৈন্ধবসিদ্ধার্থ ক্ষৌদ্রগুগ্‌গুলু সংযুতা।
বর্ত্তির্ভগন্দরে যোজ্যা তথা নাড়ীব্রণাপহা॥

হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসরিষা, মধু ও গুগ্‌গুলু, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ব্যায়ামং মৈথুনং যুদ্ধং পৃষ্ঠযানং গুরূণি চ।
সংবৎসরং পরিহরেদপি রূঢ়ব্রণো নরঃ॥
ইতি ভগন্দরাধ্যায়ঃ।

ভগন্দররোগীর ব্রণ পূরিয়া উঠিলেও এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্যায়াম, মৈথুন, যুদ্ধ, হস্তী, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ কদাচ করিবে না।

ইতি ভগন্দর চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথোপদংশচিকিৎসামাহ।

স্নিগ্ধস্বিন্ন শরীরস্য ধ্বজমধ্যে সিরাব্যধঃ।
জলৌকঃ পাতনং বা স্যাদূর্দ্ধাধঃ শোধনং তথা॥
সদ্যোহি হৃতদোষস্য রুক্‌শোথাবুপশাম্যতঃ।
পাকো রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন শিশ্নক্ষয়করোহি সঃ॥

উপদংশরোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক লিঙ্গমধ্যগত শিরা বিদ্ধ করিবে। অথবা জলৌকা প্রয়োগ করিবে এবং বমন ও বিরেচন, উভয়প্রকার দ্বারাই শুদ্ধ করিয়া লইবে; এবম্প্রকারে দোষ সকল বিদূরিত হইলে সদ্যই বেদনা ও শোথ উপশমিত হয় জানিবে। কিন্তু উপদংশ যাহাতে না পাকিতে পারে, তাহার প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিবে। কারণ উহা পাকিলে লিঙ্গের অগ্রভাগ পচিয়া খসিয়া পড়ে, সুতরাং তাহাতে লিঙ্গ ছোট হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এবং কোন কোন রোগী উহাতে প্রাণচ্যুত হইয়াও থাকে।

পটোলনিম্বত্রিফলা গুড়ূচীকাথং পিবেদ্বা খদিরাশনাভ্যাম্।
সগুগ্‌গুলুং বা ত্রিফলাযুতং বা সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রয়োগঃ॥

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং রাস্নাকুষ্ঠ পুনর্ণবাঃ।
সরলাগুরুভদ্রাখ্যৈর্ব্বাতিকে লেপসেচনে ॥*
গৈরিকাঞ্জন মঞ্জিষ্ঠা মধুকোশীরপদ্মকৈঃ।
সচন্দনোৎপলৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পৈত্তিকং সম্প্রলেপযেৎ ॥

পলতা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গুলঞ্চ অথবা খদিরকাষ্ঠ ও অশনবৃক্ষের ছাল একত্র কাথ করিয়া, উক্ত কাথে, গুগ্ গুলু অথবা ত্রিফলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ (গরমি) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, রাস্না, কুড, পুনর্ণবা, সরলকাষ্ঠ, অগুরুকাষ্ঠ ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা উহাদের কাথ করিয়া তদ্দ্বারা সেচন করিলে উপদংশ প্রশমিত হইয়া থাকে। গেরিমাটী রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও উৎপল এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া ঘৃত মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজন্য উপদংশ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

নিম্বার্জ্জুনাশ্বত্থ কদম্বশাল জম্বুবটোডুম্বর বেতসেষু।
প্রক্ষালনালেপ ঘৃতানি কুর্য্যাচ্চূর্ণঞ্চ পিত্তাস্রভবোপদংশৈঃ ॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
ব্রণ প্রক্ষালনং কুর্য্যাৎ উপদংশ-প্রশান্তয়ে ॥
দার্ব্বী রসাঞ্জনং লাক্ষা শঙ্খনাভি পয়ো মধু।
তৈলাজ্যগোময়রসো লেপস্তৈঃ সমভাগকৈঃ ॥
সুপিষ্টৈরুপদংশে স্যাৎ ব্রণশ্বয়থুদাহহা।
বটপ্ররোহার্জ্জুন জম্বুপথ্যা লোধ্রো হরিদ্রা চ হিতঃ প্রলেপঃ ॥
সর্ব্বোপদংশেষু চ রোহণার্থং চূর্ণঞ্চ তজ্জং বিমলাঞ্জনেন ॥

নিম, অর্জ্জুন, অশ্বথ, কদম্ব, শাল, জাম, বট, যজ্ঞডুমুর ও বেতস,

* ভদ্রোদেবদারু।

ইহাদের ছালের কাথ দ্বারা পরিষেক কিংবা এই সকল ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা উক্ত ছাল সহযোগে ঘৃত প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা সেবন বা উক্ত ছাল চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে পিত্ত ও রক্তজনিত উপদংশ নিবারিত হয়। ত্রিফলার কাথ দ্বারা অথবা ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা উপদংশ ধৌত করিলে উহা বিনষ্ট হয়। দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, লাক্ষা, শঙ্খনাভি, দুগ্ধ, মধু, তৈল, ঘৃত ও গোময়রস একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশের ব্রণ, শোথ ও দাহ (জ্বালা) নিবারিত হইয়া থাকে। বটের কুঁড়, অর্জ্জুনছাল, জামের ছাল, হরীতকী লোধ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা উহাদের চূর্ণ, ফটিক ও রসাঞ্জন চূর্ণ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তাহা প্রয়োগ করিলে, উপদংশরোগের ক্ষত পূরিয়া উঠে জানিবে।

ভূনিম্বাদ্যং ঘৃতম্।

ভূনিম্ব নিম্বত্রিফলা পটোলকরঞ্জজাতী খদিরাশনাভ্যাম্॥
সতোয়কল্কৈর্ঘৃতমাশু পক্বং সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রবিষ্টম্।

করঞ্জস্য ফলম্।

এতন্মুক্ষণং ম্রক্ষণঞ্চ।

ঘৃত ৴৪ সের, চিরতা, নিমছাল, ত্রিফলা, পটোলপত্র, করঞ্জফল, জাতীপত্র, খদির ও অশনছাল ইহাদের কাথ ।৬ সের এবং ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক ৴১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে বা ইহা দ্বারা মর্দ্দন করিলে উপদংশরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

ঘৃতানি যানি চোক্তানি কুষ্ঠে নাড়ীব্রণে ব্রণে।
উপদংশে প্রযোজ্যানি সেকাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ॥

কুষ্ঠরোগে নাড়ীব্রণে এবং ব্রণশোথরোগে যে সকল ঘৃত বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই উপদংশরোগে সেক, অভ্যঙ্গ ও পানরূপে ব্যবহার করিবে।

গৃহধূমাদ্যং তৈলম্।

গৃহধূম নিশা কিণ্বৈরেকদ্বিত্র্যংশকৈঃ ক্রমাৎ।
তৈলং সিদ্ধং সকণ্ডুক শোথঞ্চেবোপদংশনুৎ॥
কিণ্বং সুরাবীজম্।
তিক্তক পাদিকঃ কল্কঃ।

আলাদ্ধু ১ পল ২ তোলা ৫ মাষা ৩ রতি, হরিদ্রা ২ পল ৫ তোলা ২ মাষা ৩ রতি, সুরাবীজ ৩ পল ৭ তোলা ৭ মাষা ৮ রতি জল চারিগুণ।

তৈল ⁄৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ ঘরের ঝুল ১ ভাগ, হরিদ্রা ২ ভাগ এবং সুরাবীজ (বাখর) ৩ ভাগ এমনভাবে ⁄১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রযোগ করিলে কণ্ডূ ও শোথবিশিষ্ট উপদংশরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কোষাতকাদ্যং তৈলম্।

যস্য লিঙ্গস্য মাংসন্তু শীর্য্যতে ক্রিমিভক্ষিতম্!
তিক্ত কোষাতকী লম্বাবীজং নাগরসাধিতম্॥
তৈলং হন্ত্যচিরাদ্ঘোরং দুষ্টব্রণ ভগন্দরম্।
কোষাতকী ঘোষকঃ লম্বা তিক্তাহলাবুর্দ্বয়োর্বীজম্॥

তৈল ⁄৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ ঘোষাফলের বীজ, তিক্ত লাউএর বীজ ও শুণ্ঠী, সমভাগে সমস্তে ⁄১ সের মাত্রা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে শীর্ণমাংস ও ক্রিমিভক্ষিত উপদংশরোগও বিনাশ পাইবে।

মহাশঙ্খং জলৈঃ পিষ্ট্বা তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ।
লিঙ্গরোগং নিহন্ত্যাশু লেপোঽয়ং ব্যাধিনাশকঃ॥

কুষ্ঠং পূগং বচাতোয়ৈঃ সারং বা খদিরোত্থিতম্।
জলেঘৃষ্টং প্রলেপোঽয়ং লিঙ্গরোগহরং পরম্॥
ক্ষালয়েত্ত্রিফলাকাথৈঃ পক্বং লিঙ্গং পুনঃ পুনঃ।
তচ্চূর্ণং দেয়মাত্রেণ অঙ্কুরঞ্চ জয়েদ্ ধ্রুবম্॥
সগন্ধক ঘৃতৈর্লেপ্যং পক্বং লিঙ্গং সুখাবহম্॥

মনুষ্যের কপালের হাড় জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে উপদংশ নিবারিত হয়। কুড়, গুপারি ও বচ জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে অথবা খদিরসার জলসহ বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে উপদংশ রোগ নিবারিত হয়। উপদংশ জনিত পক লিঙ্গ ত্রিফলার কাথ দ্বারা ধৌত করিয়া ত্রিফলা চূর্ণ প্রয়োগ করিলে উক্ত রোগ বিনষ্ট হয়। গন্ধকচূর্ণ ও ঘৃত বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে উপদংশ রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় জানিবে।

পঞ্চারবিন্দঘৃতম্।

মৃণালং পদ্মবীজানি নালং পদ্মঞ্চ কেশরম্॥
সর্ব্বং সপ্তপলং কুর্য্যাত্ত্রিংশৎপলঞ্চ গোঘৃতম্।
ঘৃতাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং ঘৃতশেষং বিপাচয়েৎ।
পাকান্তে চূর্ণমেষাঞ্চ ক্ষিপ্ত্বা তদবতারয়েৎ।
ভক্ষয়েল্লিঙ্গং রোগঘ্নং ঘৃতং পঞ্চারবিন্দকম্॥

মৃণাল, পদ্মবীজ, পদ্মের ডাঁটা, পদ্মপুষ্প ও পদ্মকেশর, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে ৭ পল চূর্ণ করিয়া রাখিবে। পরে ৩০ পল ঘৃত চতুর্গুণ দুগ্ধসহ পাক করিতে করিতে ঘৃতশেষ পর্য্যন্ত পাক করিয়া উহার সহিত পূর্ব্বোক্ত মৃণালাদির চূর্ণ ৭ পল মিশাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে লিঙ্গরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

তুত্থ টঙ্গণ কাশীশং শিলা তালং রসাঞ্জনম্।
সৌরাষ্ট্রী সৈন্ধবঞ্চৈলাং সিন্দূরং রেণুভূষণম্॥
পিষ্ট্বা তু ক্ষৌদ্রসংযুক্তং লেপং লিঙ্গরুজাপহম্।
কুমারীরসসংপিষ্টং জীরকং লেপনাদ্ রুজম্॥
তেন দাহশ্চ পাকশ্চ শান্তিমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
অয়োরজস্তাম্ররজস্ত্রিফলা গৈরিকস্তথা॥
উপদংশংনিহন্ত্যেতদ্বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
মার্কবস্ত্রিফলা দন্তী তাম্রচূর্ণময়োরজঃ॥
উপদংশংনিহন্ত্যেতদ্বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

ইত্যুপদংশাধ্যায়ঃ।

তুঁতে, সোহাগা, হিরাকস, মনছাল, হরিতাল, রসাঞ্জন, সৌরাষ্ট্রীমাটী, সৈন্ধব, এলাচি, সিন্দূর ও রেণুকা, এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে লিঙ্গরোগ বিনাশ পায়। ঘৃতকুমারীর রসে জীরা পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশের জ্বালা ও পাকা নিবারিত হয়। লৌহ, তাম্রচূর্ণ ত্রিফলা ও গেরীমাটী, এই সকল সমভাগে একত্র জলসহ বাটিয়া প্রয়োগ করিলে উপদংশ বিনাশ পায়। ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা, দন্তী, তাম্রচূর্ণ ও লৌহচূর্ণ সমান ভাগে জলসহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশরোগ দূরীভূত হয় জানিবে।

ইতি উপদংশ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শূকদোষচিকিৎসামাহ।

শূকদোষেষু সর্ব্বেষু বিবর্ত্মীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্॥
হিতঞ্চ সর্পিষঃ পানং পথ্যঞ্চাপি বিরেচনম্॥

হিতং শোণিতমোক্ষঞ্চ যচ্চাপি লঘু ভোজনম্।
জলতী গ্রথিতাষ্ঠীলা সর্ষপীণাং বিশেষতঃ ॥
উপনাশনমাংসানাং কল্কানাং ব্রণবদ্বিধিঃ।
পিত্তরক্তোত্থণানাঞ্চ পিত্ত শ্বয়থু বৎ ক্রিয়া ॥
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ সুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ।
কুম্ভিকায়াং হরেদ্রক্তং পকায়াং শোধিতে ব্রণে ॥
তিন্দুকাত্রিফলা লোধ্রৈর্লেপস্তৈলঞ্চ রোপণে।
অলজ্যাং হৃতরক্তায়াময়মেব ক্রিয়াক্রমঃ ॥
স্বেদয়েদ্‌গ্রথিতং স্নিগ্ধং নাড়ীস্বেদেন বুদ্ধিমান্।
রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়া শোণিতজেঽর্বুদে ॥
কষায় কল্ক সর্পীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াম্।
শোধনে রোপণে চৈব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবতারয়েৎ ॥
অর্ব্বুদং মাংসপাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকম্।
প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ তেষাং প্রতিক্রিয়াম্ ॥

ইতি শূকদোষাধিকারঃ।

সকল প্রকার শূকদোষ রোগে বিধন্নী ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। ঘৃতপান, বিরেচক পথ্য, রক্তমোক্ষণ ও লঘুভোজন, এই সকল শূকদোষরোগে বিশেষ হিতসাধক বলিয়া জানিবে। জলতী, গ্রথিতা, অষ্ঠীলা ও সর্ষপী, এই চতুর্ব্বিধ অধিক মাংস সংযুক্ত শূকদোষ রোগে ব্রণবৎ বিধি প্রয়োগ করিতে হয় জানিবে। পিত্ত ও রক্তজনিত শূকদোষ রোগে পৈত্তিক শোথের ন্যায় ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। এবং ঈষদুষ্ণ সুস্নিগ্ধ প্রলেপ দ্বারা প্রলেপ দিবে। কুম্ভিকা নামক শূকদোষে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং উহা পাকিলে ব্রণ শোধন পূর্ব্বক গাব, ত্রিফলা ও লোধ একত্র বাটিয়া তৈল সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে,

ইহাতে ক্ষত পূরিয়া উঠে। অলজী শূকদোষেও রক্তমোক্ষণ পূর্ব্বক এবম্প্রকার ক্রিয়া করিবে। গ্রথিত শূকদোষে নাড়ীস্বেদ প্রদান করিবে। শোণিতার্ব্বুদশূকদোষে রক্তজ বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কষায়, কল্ক, ঘৃত, তৈল, চূর্ণ ও রসক্রিয়া এই সকল শূকদোষ রোগের অবস্থানুসারে পুনঃপুনঃ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে, অর্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক, এই ব্যাধি চতুষ্টয় অসাধ্য হইলেও চিকিৎসক প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক অর্থাৎ সাধারণকে তাহা না বলিয়া উহাদের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে।

ইতি শূকদোষ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ভগ্নচিকিৎসামাহ।

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাম্বুনা।
পঙ্কেনালেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতম্॥ *
পলাশোড়ুম্বরাশ্বত্থ কদম্ব নিচুলত্বচঃ।
বংশ সর্জ্জার্জ্জুনং বাথ কুশার্থমুপকল্পয়েৎ॥
সঘৃতেনাস্থিসংহারং লাক্ষা গোধূমমর্জ্জুনম্।
সন্ধিমুক্তেঽস্থিভগ্নে তু পিবেৎ ক্ষীরেণ মানবঃ॥
রসোন মধু লাক্ষাজ্যং সিতা কল্কং সমশ্নতাম্।
ছিন্নভিন্নচ্যুতোঽস্থীনাং সন্ধানমচিরাদ্ভবেৎ॥
পীতবরাটিকাচূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকম্।
অপক্কক্ষীরপীতং স্যাদস্থিভগ্নপ্ররোহণম্॥

ভগ্নরোগে প্রথমতঃ শীতল জল দ্বারা সেচন পূর্ব্বক তদুপরি কর্দ্দম লেপিয়া পলাশ, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, কদম্ব, হিজ্জল, বংশ, শাল ও অর্জ্জুন

---

* কুশাবন্ধনদ্রব্যম

এই সকল বৃক্ষের ছালাদি দ্বারা বন্ধন করিবে। সন্ধিমুক্ত অস্থি ভগ্ন হইলে হাড়যোড়া, লাক্ষা, গম ও অর্জ্জুন ছাল, এই সকল ঘৃত ও দুগ্ধ সহ সেবন করিতে হয় জানিবে। রসোন, মধু, ঘৃত, লাক্ষা ও চিনি এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া সেবন করিলে ছিন্ন, ভিন্ন ও চ্যুত অস্থি যোড়ালাগে। ২ রতি বা ৩ রতি কড়ি চূর্ণ কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অস্থি ভগ্ন প্ররূঢ় হইয়া থাকে।

লাক্ষা গুগ্গুলুঃ।

লাক্ষাস্থিসংহৃৎ ককুভাশ্বগন্ধা চূর্ণীকৃতা নাগবলাপুরশ্চ।
সংভগ্নযুক্তাস্থিরুজং নিহন্যাদঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি॥
সর্ব্বচূর্ণসমো গুগ্গুলুঃ।

লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জ্জনছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষ চাকুলে, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ সকলের সমান গুগ্গুলু মিশ্রণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অস্থিভগ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

আভা গুগ্গুলুঃ।

আভা ফলত্রিকব্যোষৈঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ।
তুল্যো গুগ্গুলুরাযোজ্যো ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ॥

আভা, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ করিয়া এবং গুগ্গুলু ৭ ভাগ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অস্থিভগ্ন নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

সদ্যোঽভিঘাতজনিতরোগরুজাশ্বয়থবঃ প্রশাম্যন্তি।
পিষ্টক লবণালেপাদম্লীকাফলরসাভ্যাং বা॥
কাঞ্জিকেনৈব সংপিষ্টং শাল্মলীবল্কলং হিতম্।
ছাগবিট্ সহিতং কোষ্ণমস্থিভগ্নে প্রলেপনম্॥

পিষ্টক ও লবণ তেঁতুলের রসের সহিত বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে সদ্যই অভিঘাতজনিত বেদনা ও শোথ দূরীভূত হইয়া থাকে। সিমুল ছাল ও ছাগলের নাদী কাঁজির সহিত বাটিয়া উষ্ণ করতঃ তদ্দারা প্রলেপ দিলে ভগ্নাস্থি রোগ বিনষ্ট হয়।

লবণং কটুকং ক্ষারমম্ল মৈথুন মাতপম্।
ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নোরুক্ষান্নমেব চ॥

লবণ, কটু (ঝাল) দ্রব্য, ক্ষারদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, মৈথুন, রৌদ্র সেবন, ব্যায়াম ও রুক্ষান্ন ভোজন এই সকল ভগ্নরোগীর পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট সাধক বলিয়া জানিবে।

বজ্রবল্ল্যাদি গুগ্‌গুলুঃ।

বজ্রবল্লার্জ্জুনো বাসা বিশালা লৌহ টঙ্গণৌ।
রস গন্ধক সিন্ধূত্থাঃ সমভাগেন চূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণাদ্দগুণত্রয়ং গ্রাহ্যং গুগ্‌গুলুং ঘৃতপিট্টিতম্।
বজ্রবল্ল্যাদিকো নাম গুগ্‌গুলুঃ পরিনির্ম্মিতঃ॥
গহনানন্দনাথেন ভগ্নরোগবিনাশনঃ।
নানাভগ্নং নিহন্ত্যাশু বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
ক্রিমিকুষ্ঠাক্ষিরোগাণাং হন্তা গ্রন্থিব্যথাপহঃ।
কটিহৃদ্রোগশমন আমবাতনিসূদনঃ॥

বজ্রবল্লীহাড়া চ।

হাড়যোড়া, অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল, বাসক, রাখালশশা, লৌহ, টঙ্গণ, পারদ, গন্ধক ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমষ্টির ৩ গুণ গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই গুগ্‌গুলু উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে নানাবিধ অস্থিভগ্ন বিনষ্ট হয়। বল, বর্ণাদি বর্দ্ধিত হয় এবং কৃমি, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ, গ্রন্থিবেদনা, কটীগ্রহাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

মাসত্রয়ং প্রকর্ত্তব্যং বজ্রবল্লীরসৈঃ সহ।
শুদ্ধ্যর্থিনে প্রদাতব্যং তৈলমেরণ্ডজং শুভম্॥

ইতি ভগ্নাধিকারঃ।

কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য ভগ্নরোগীকে ৩ মাস পর্য্যন্ত হাড়যোড়ার রসের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল পান করিতে দিবে।

ইতি ভগ্নরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ কুষ্ঠচিকিৎসামাহ।

পুণ্ডরীকং সবিস্ফোটং পামানং গজচর্ম্মকম্।
কাকণং কচ্ছূকং দদ্রু জিহ্বকঞ্চাষ্টমং স্মৃতম্॥
গলিতঞ্চ মহাকুষ্ঠং কাপালঞ্চ উডুম্বরম্।
মণ্ডলঞ্চ বিচর্চ্চ্যাখ্যং বৈপাদিকিট্রিমস্তথা॥
চর্ম্মদদ্রুস্তথাসিধ্ম শতারুঃ স্যাৎ দশস্মৃতম্।
শ্বিত্রকাখ্যং বিসর্পঞ্চ বিংশভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা, গজচর্ম্মক, কাকণ, কচ্ছু, দদ্রু ও জিহ্বক এই ৮ প্রকার কুষ্ঠকে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ বলে। এবং গলিত, কাপাল, উড়ুম্বর, মণ্ডল, বিচর্চ্চিকা, কিট্রিম, বৈপাদিকা, চর্ম্মদদ্রু, সিধ্ম, শতারু, শ্বিত্র ও বিসর্প, এই ১০ প্রকার কুষ্ঠরোগকে মহাকুষ্ঠ বলে জানিবে। সর্ব্বশুদ্ধ এই ২০ প্রকার কুষ্ঠব্যাধি জানিবে।

পক্ষে পক্ষে চ বমনং মাসে মাসে বিরেচনম্।
ষণ্মাসে চ শিরামোক্ষং নস্যং সপ্ত দিনান্তরে॥
বাতোত্তরে তু সর্পির্ব্বমনং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু।
পিত্তোত্তরেষু মোক্ষো রক্তস্য বিরেচনং চোগ্রম্॥

প্রচ্ছলমল্পে কুষ্ঠে মহতি চ শস্তং শিরাব্যধনম্।
বহুদোষঃ সংশোধ্যঃ কুষ্ঠী বহুশোমুরক্ষতা প্রাণান॥
বচা বাসা পটোলানাং নিম্বস্য ফলিনীত্বচঃ।
কষায়ো মধুনা পীতোবান্তিকৃন্মদনান্বিতৈঃ॥
বিরেচনঞ্চ কর্ত্তব্যং ত্রিবৃদ্দন্তীফলত্রিকৈঃ।
নস্য ধূমৌ বিধাতব্যৌ বুদ্ধ্যা বস্তিশ্চ জানতা॥
পুরাণাঃ শালি গোধম মুদ্গাদ্যাঃ কুষ্ঠিনে হিতাঃ।
তিক্তশাকং জাঙ্গলঞ্চ পানাদৌ খদিরোদকম্॥

কুষ্ঠরোগীকে ১৫ দিবস অন্তর বমন, ১ মাস অন্তর বিরেচন, ৬ মাস অন্তর রক্তমোক্ষণ এবং ৭ দিন অন্তর নস্য প্রদান করিবে। বাতজ কুষ্ঠরোগে ঘৃত কফজ কুষ্ঠরোগে বমন, পিত্তজ কুষ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ ও তীক্ষ্ণবিরেচন, ক্ষুদ্র কুষ্ঠরোগে অস্ত্রকার্য্য এবং মহাকুষ্ঠে শিরাবিদ্ধন করিবে। আর বহুদোষাক্রান্ত কুষ্ঠরোগীকে বলক্ষয় না হয় এমন ভাবে বমন ও বিরেচন-দ্বারা পুনঃ পুনঃ সংশোধন করিয়া লইবে। বচ, বাসক, পলতা, নিম-ছাল, প্রিয়ঙ্গুছাল ও মদনফল ইহাদের ক্বাথ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক বমনার্থে কুষ্ঠরোগীকে পান করিতে দিবে এবং তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথ বিরেচনার্থে কুষ্ঠরোগীকে পান করিতে দিবে। নস্য ধূম, বস্তিক্রিয়া, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, গোধুম, মুদ্গাদির যূষ, তিক্ত শাক, জাঙ্গল মাংস এবং খদিরোদক, এই সকল কুষ্ঠরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতসাধক বলিয়া জানিবে।

মনঃশিলালে মরিচানি তৈলমার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রদেহঃ। *
করঞ্জবীজৈড়গজঃ সকুষ্ঠো গোমূত্রপিষ্টশ্চ বরঃ প্রলেপঃ।
পত্রাণি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য তক্রেণ পত্রাণ্যথ কাকমাচ্যাঃ॥

* আলং হরিতাল' তৈলং সার্ষপম্।

তৈলাক্তগাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠান্যুদ্বর্ত্তয়েদশ্বহনচ্ছদৈশ্চ। *

মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, সর্ষপ তৈল ও আকন্দের আঠা, এই সকল একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। করঞ্জাবীজ, চাকুন্দে ও কুড়কাষ্ঠ, এই দ্রব্যত্রয় একত্রে গোমূত্র সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নিবারিত হয়। কুষ্ঠরোগীর গাত্রে তৈল মাখাইয়া সোনালুপত্র ঘোল সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা অথবা কাকমাচী বাটিয়া তদ্দ্বারা কিংবা করবীপত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে উক্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আরগ্বধঃ সেড়গজঃ করঞ্জো বাসা গুড়ূচী মদনং হরিদ্রে॥
শ্র্যাহ্বঃ সুরাহ্বঃ খদিরোধবশ্চ নিম্বং বিড়ঙ্গং করবীরকঞ্চ।
গ্রন্থিশ্চ ভৌর্জ্জোলশুনঃ শিরীষঃ সালোমথো গুগ্‌গুলুকৃষ্ণগন্ধে॥
ফণিজ্‌ঝকো বৎসক সপ্তপর্ণোপিচূনি কুষ্ঠং সুমনঃ প্রবালাঃ॥
বচা হরেণু স্ত্রিবৃতানি কুম্ভো ভল্লাতকং গৈরিক মঞ্জনঞ্চ।
মনঃশিলালে গৃহধূম এলা কাশীশ লোধ্রার্জ্জুনমুস্ত সর্জ্জাঃ॥
আত্যর্দ্ধরূপৈর্বিহিতাঃ ষড়েতে গোপিত্তপীতাঃ পুনরেব পিষ্টাঃ।
সিদ্ধাঃ পরং সর্ষপতৈলযুক্তাশ্চূর্ণপ্রদেহা ভিষজা প্রযোজ্যাঃ॥
কুষ্ঠানি কৃচ্ছ্রাণি নবীকং চ নাসং সুরেন্দ্রলুপ্তং কিটিভং সদদ্রুঃ।
ভগন্দরার্শাংস্যপচীং সপামাং হন্যুঃ প্রযুক্তানচিরাৎ নরাণাম্॥

শ্র্যাহ্বো নবনীত খোটিঃ।

ফণিজ্‌ঝকঃ পাহ্লাসঃ।

পুরাণাজাতীপল্লবাঃ।

গোপিত্তে গোরোচনয়া ব্যবহারঃ।

১। সোনালু, চাকুন্দে করঞ্জা, বাসক, গুলঞ্চ, মদনফল, হরিদ্রা ও

* অশ্বহনঃ করবীরঃ।

দারুহরিদ্রা। ২। নবনীত খোটী, দেবদারু, খদিরকাষ্ঠ, ধব বৃক্ষের ছাল, নিমছাল, বিড়ঙ্গ ও করবী। ৩। গেঁঠেলা, ভূর্জ্জপত্র, রসুন, শিরীষছাল, সাল, গুগ্‌গুলু ও সজিনাছাল। ৪। তুলসী, কুটজবীজ, কাপাস, ছাতিম ছাল, কুড় ও জাতিপত্র। ৫। বচ, রেণুকা, তেউড়ী, গুগ্‌গুলু, ভেলা-বীজ, গেরীমাটী, এবং রসাঞ্জন। ৬। মনছাল, হরিতাল, ঝুল, এলাচি, হিরাকস, লোধ, অর্জ্জুন, মুথা ও ধূনা। এই ৬টী যোগের যে কোন একটীর কাথ করিয়া গোরোচনা সহযোগে পান করিলে অথবা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা উহাদের চূর্ণ সর্ষপ তৈল সহমিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরিদ্রাদ্যং তৈলম্।

হরিদ্রে পথ্যা কুষ্ঠঞ্চ ঘনং সহরিতালকম্।
বিভীতকং মুস্তকঞ্চ কটুতৈলং মনঃশিলা॥
এতদ্বিচূর্ণ্য সংমিশ্র্য রৌদ্রে তু পরিপাচয়েৎ।
বিচর্চ্চিকাপামা দদ্রু খঞ্জ কুষ্ঠহরং পরম্॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, অভ্র, হরিতাল, বহেড়া, মুথা ও মনছাল, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ষপ তৈল সহমিশ্রণ পূর্ব্বক সূর্য্যাতপে পাক করিয়া তদ্দারা পরিষেক করিলে বিচর্চ্চিকা, পামা, দদ্রু প্রভৃতি কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পল্লবৈরর্ক পূতীক স্নুহ্যারগ্বধ জাতিজৈঃ।
উদ্বর্ত্তনং সগোমূত্রৈঃ সর্ব্বত্বগ্দোষনাশনম্॥
বিড়ঙ্গৈড়গজা কুষ্ঠং নিশা সিন্ধূত্থ সর্ষপৈঃ।
ধান্যাম্লপিষ্টো লেপেন দদ্রু কুষ্ঠবিনাশনঃ॥
তুল্যোরসঃ শালতরোস্তবেণ সচক্রমর্দ্দোঽপ্যভয়াবিমিশ্রঃ।
পানীয়ভক্তেন তদম্বুপিষ্টো লেপঃ কৃতো দদ্রুগজেন্দ্রসিংহঃ॥

প্রপুন্নাড়স্য বীজানি ধাত্রী সর্জ্জরসঃ স্নুহী।
সৌবীরপিষ্টং দদ্রূণামেতদুদ্বর্ত্তনে হিতম্॥
চক্রমর্দ্দ সমা পথ্যা লেপাদ্দদ্রুবিনাশিনী।
লেপনাত্তক্ষণাদ্বাপি তৃণকং দদ্রুনাশনম্॥
সক্ষারং গন্ধকং লেপাৎ কটুতৈলেন সিধ্মজিৎ।
সগন্ধকং কাসমর্দ্দবীজকং মূলকং তথা॥
কদলীক্ষারসংযুক্তা রজনী সিধ্মনাশিনী।
তক্রমূলকবীজাভ্যাং প্রলেপঃ সিধ্মনাশনঃ॥
চক্রাঙ্গবয়ং স্নুহীক্ষীরং ভাবিতং মূত্রসংযুতম্।
রবিতপ্তং হি কিঞ্চিচ্চ লেপনং কিট্টিমাপহম্॥
আরগ্বধস্য পত্রাণি চারনালেন পেষয়েৎ।
দদ্রু কিট্টিম কুষ্ঠানি হন্তি সিধ্মানমেবচ॥
এড়গজ কুষ্ঠ সৈন্ধব সৌবীরক সর্ষপৈশ্চ ক্রিমিঘ্নৈঃ।
ক্রিমি সিধ্ম দদ্রুমণ্ডল কুষ্ঠানাং নাশনো লেপঃ পরমঃ।
এড়গজা তিলসর্ষপ কুষ্ঠং মাগধিকা লবণদ্বয়মস্তু।
বর্ষশতোপচিতামপি কণ্ডুন্নাশয়তীহ বিচর্চ্চিক দদ্রুঃ॥
জলেন পিষ্ট্বা তদ্দেশে লেপঃ।
নারিকেলোদকেন্যস্ত স্তণ্ডুলঃ পূতিকাং গতঃ।
লেপাদ্বিপাদিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥
শুক্তিকাভস্ম সিক্থ সর্পিঃ সর্জ্জরসং পয়ঃ।
পাদস্ফোটনহা লেপঃ তিক্তালাবু-ব্যবস্থিতঃ॥

আকন্দ, করঞ্জা, সিজ, শোণাল ও জাতি, ইহাদের পাতা গোমূত্র সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও সরিষা এই সকল দ্রব্য

সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দদ্রুকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় জানিবে। ধুনা, তুষ, চাকুন্দে ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য ভাতের কাঁজির সহিত বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দদ্রু কুষ্ঠরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে। চাকুন্দেবীজ, আমলকী, ধুনা, এবং মনসাবীজ, এই সকল কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা চাকুন্দে ও হরীতকী সমভাগে জলসহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কিংবা চীন ধান্ত বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বা ভক্ষণ করিলে দদ্রু কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। গন্ধকচূর্ণ ও যবক্ষার, সর্ষপতৈলসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে অথবা গন্ধক কালকাসুন্দের বীজ, মূলার বীজ, কদলীক্ষার ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কিংবা তক্রসহ মূলার বীজ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সিধ্মকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। চক্রমর্দ্দ সিজের আঠায় ও গোমূত্র সহ শোধিত করিয়া সূর্য্যাতপে গরম করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কিটিম কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। সোণালুর পাতা কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দদ্রু, কিটিম এবং সিধ্ম কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। চাকুন্দে, কুড়, সৈন্ধবলবণ, কাঁজি, সর্ষপ ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্রিমি, সিধ্ম, দদ্রু ও মণ্ডলকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। চাকুন্দে, তিল, সর্ষপ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও মস্ত এই সকল দ্রব্য একত্র জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা ও দদ্রুকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। নারিকেলের জলে তণ্ডুল কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিবে, যখন দেখিবে উহা অত্যন্ত ক্লিন্ন হইয়াছে তখন উহা বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বিপাদিকা কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। ঝিনুকভস্ম, সৈন্ধবলবণ, ঘৃত, ধুনা ও দুগ্ধ, এই সকলদ্রব্য সমান ভাগে তিক্ত লাউর মধ্যে ১ দিন রাখিয়া তাহা পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পাদস্ফোট নিবারিত হয় জানিবে।

নবকষায়ঃ।

ত্রিফলা পটোল রজনী মঞ্জিষ্ঠা রোহিণী বচানিম্বৈঃ।
এষ কষায়োঽভ্যস্তো নিহন্তি কফপিত্তজং কুষ্ঠম্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পল্‌তা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কট্‌কী, বচ ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমুদায়ে ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ করিয়া পান করিলে কফপিত্তজ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

পটোল খদিরারিষ্ট ত্রিফলা কৃষ্ণবেত্রজম্।
তিক্তাসনং পিবেৎ কাথং সর্ব্বকুষ্ঠং ব্যপোহতি॥
কোষ্ঠোডুম্বরিকারিষ্ট বিড়ঙ্গ ব্যোষযাসকম্।
কল্কং লিপ্ত্বা জয়েৎ কুষ্ঠং কুটজ ত্বক্ শৃতাম্বুনা॥

পল্‌তা, খদিরকাষ্ঠ, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কৃষ্ণবেত, কট্‌কী ও অসনবৃক্ষের ছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। কাঠডুমুর, নিমছাল, বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, মরিচ, পিপুল ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া কুড়চি ছালের কাথ সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পঞ্চতিক্তঘৃতম্।

নিম্বং পটোলং ব্যাঘ্রীঞ্চ গুড়ূচী বাসকস্তথা।
কুর্য্যাদ্দশপলান্ ভাগানেকৈকস্য সুকুট্টিতান্।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন ত্রিফলা গর্ভসংযুতম্।
পঞ্চতিক্তমিতি খ্যাতং সর্পিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্॥
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।

বিংশতিং শ্লেষ্মিকাংশ্চৈব পানাদেবাপকর্ষতি।
দুষ্টব্রণক্রিমীন্ অর্শঃ পঞ্চকাসাংশ্চ নাশয়েৎ॥

গব্যঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ নিমছাল, পল্তা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক প্রত্যেকে দশপল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং কল্কার্থ আমলকী বহেড়া ও হরীতকী, সমান ভাগে তিন দ্রব্য মিলিত /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, ৮০ প্রকার বাতব্যাধি, ৪০ প্রকার পিত্তব্যাধি, ২০ প্রকার কফব্যাধি দুষ্টব্রণ, ক্রিমি, অর্শ ও পঞ্চ প্রকার কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

সপিপ্পলীকাসহ তালমূলাসবেল্লবাসা সশশাঙ্কলেখা।*
সায়োমলা† সামলকা সতৈলা সর্ব্বাণি কুষ্ঠান্যপহন্তি লীঢ়া॥
বিড়ঙ্গত্রিফলা কৃষ্ণাচূর্ণলীঢ়া সমাক্ষিকম্।
হন্তি কুষ্ঠং ক্রিমীন্ মেহান্ নাড়ীব্রণভগন্দরান্॥
শক্রাশনং সমাদায় প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।
তচ্চূর্ণং মধুসর্পির্ভ্যাং লিহ্যাৎ ক্ষীরঘৃতাশনঃ॥
হত্বা চ সর্ব্বকুষ্ঠানি জীবেদ্বর্ষশতদ্বয়ম্।
বাগুজী বীজসংজাত দধিসারং(১) সমাক্ষিকম্॥
লীঢ়া চানুপিবেত্তক্রমেতৎ স্যাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ॥

পিপুল, তালমূলী, বিড়ঙ্গ বাসক, সোমরাজীবীজ, মণ্ডুর এবং আমলকী, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্তমাত্রায় তিল তৈলসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া

(১) দধিসারং নবনীতম্।
* শশাঙ্কলেখা হাকুচীবীজম্।
† সায়োমলা মণ্ডুরা।

থাকে। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, মরিচ ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, মেহ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দররোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। প্রশস্ত শুভ দিবসে সিদ্ধি পত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক দুগ্ধ ও ঘৃত সহ অন্নভোজন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় এবং ২০০ দুই-শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যাইতে পারে। সোমরাজীর বীজ সহযোগে সঞ্জাত নবনীত মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তক্র পান করিলে সপ্তবিধ কুষ্ঠব্যাধি বিনষ্ট হয়।

পিবতি সকটুতৈলং গন্ধপাষাণচূর্ণম্
রবিকিরণসুতপ্তং পামলো যঃ পলার্দ্ধম্।
ত্রিদিন তদনুসিক্তঃ ক্ষীরভোজী তু শীঘ্রম্
ভবতি কনকদীপ্তিঃ কামচারী মনুষ্যঃ॥

ত্রিভির্দ্দিনৈঃ পলার্দ্ধং ভক্ষ্যম্।
গন্ধকচূর্ণমিশ্রিতকটুতৈলেন গাত্রম্রক্ষণেন।
দুগ্ধেন ভোক্তব্যং বাতাতপং বর্জ্জয়িত্বা তিষ্ঠেৎ।
একস্তিলস্য ভাগৌ দ্বৌ সোমরাজ্যাস্তথৈব চ।
ভক্ষ্যমাণমিদং প্রাতর্গুহদদ্রুবিনাশনম্॥

গন্ধক চূর্ণ করতঃ কটুতৈল সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে ৩ দিন সেবন করিলে এবং উহা সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত করিয়া কুষ্ঠরোগীর গাত্রে মাখাইলে এবং রোগীকে কেবলমাত্র দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান করিলে নিশ্চয়ই রোগী কুষ্ঠ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে জানিবে। গন্ধকচূর্ণ ও কটু তৈল একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা গাত্রে ম্রক্ষণ পূর্ব্বক বায়ুসেবন ও রৌদ্র সেবন পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া থাকিতে হয় জানিবে। ১ ভাগ তিল, ও ২ ভাগ সোমরাজ-

বীজ একত্র পেষণপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গুহ্যদেশস্থ চক্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

একবিংশতিগুগ্গুলুঃ।

চিত্রকত্রিফলাব্যোষ মজাজী কারবীবচাম্।
সৈন্ধবাতিবিষে কুষ্ঠং চব্যেলাযাবশূকজম্॥
বিড়ঙ্গান্যজমোদা চ মুস্তান্যমরদারু চ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রস্তু গুগ্গুলুম্॥
সংমর্দ্দ্য সর্পিষা সার্দ্ধং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাগ্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্॥
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি ক্রিমিদুষ্টব্রণানি চ।
গ্রহণ্যর্শোবিকারাংশ্চ মুখাময়গলগ্রহান্॥
গৃধ্রসীমথ গুল্মঞ্চ ভগ্নঞ্চাপি নিযচ্ছতি।
ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতান্ চান্যান্ জয়েদ্বিষ্ণুরিবাসুরান্॥

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জীরক, যোরী, বচ, সৈন্ধবলবণ, অতৈস, কুড়, চই, এলাচি, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, মুথা ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক একভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্গুলু একত্র ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রাতঃকালে ও ভোজন কালে সেবন করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, গ্রহণী, অর্শ, মুখরোগ, গলরোগ, গৃধ্রসী, গুল্মরোগ, ভগ্নরোগ ও কণ্ঠরোগ সকল এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

গুগ্গুলু পঞ্চতিক্তঘৃতম্।

নিম্বামৃতা বৃষপটোলনিদিগ্ধিকানাম্।
ভাগান্ পৃথক্ দশপলান্ বিপচেদ্ঘটেঽপাম্।

অষ্টাংশশেষিত রসেন সুনিশ্চিতেন
প্রস্থং ঘৃতস্য বিপচেৎ পিচুভাগকল্কৈঃ।
পাঠাবিড়ঙ্গ সুরদারুগজোপকুল্যা
দ্বিক্ষারনাগর নিশামিষি চব্য কুষ্ঠৈঃ॥
তেজোবতী মরিচ বৎসকদীপ্যকাগ্নি
রোহিণ্যরুস্করবচাকণমূলযুক্তৈঃ।
মঞ্জিষ্ঠয়াতিবিষয়া বরয়া যমান্যা
সংশুদ্ধ গুগ্গুলুপলৈরপি পঞ্চসংখ্যৈঃ॥
তৎ সেবিতং বিধমতিপ্রবলং সমীরম্
সন্ধ্যস্থিমজ্জগতমপ্যথ কুষ্ঠমীদৃক্।
জত্রূর্দ্ধ সর্ব্বগদগুল্ম গুদোত্থ মেহান্॥
যক্ষ্মারুচিশ্বসনপীনসকাসশোষন্
হৃৎপাণ্ডুরোগ গলবিদ্রধি বাতরক্তম্।
মিষি শতপুষ্পা বরাত্রিফলা পিচুভাগঃ কর্ষঃ।
অতস্তস্য এব পূতে ঘৃতে বস্ত্রাচ্ছাদিতে পিট্টিতম্॥
গুগ্গুলুং বিমৃদ্য ঘৃতাদীনেকীকৃত্য পক্তব্যম্।
কেচিৎ কল্কমধ্যে ক্ষিপন্তি কল্ক মধ্যপাঠাৎ।

গব্যঘৃত /৪ সের, কাথার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পলতা ও কণ্টকারী প্রত্যেকে দশ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের, এবং কল্কার্থ আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, যবক্ষার, গজপিপুল, সাচিক্ষার, শুণ্ঠী, হরিদ্রা, শলুফা, চই, কুড়, তেজবল, মরিচ, ইন্দ্রযব, যমানী, চিতা, কট্কী, ভেলা, বচ, পিপুল, মূল, মঞ্জিষ্ঠা, অতৈস, ত্রিফলা ও যমানী, প্রত্যেকে ২ তোলা এবং ঘৃত পিট্টিত গুগ্গুলু ১০ দশতোলা। যথাবিধি এই পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্গুলু পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায়

সেবন করিলে সন্ধি, অস্থি প্রভৃতি আশ্রিত বায়ু, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, অর্ব্বুদাদি নানাপ্রকার ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

মহাভল্লাতকম্।

নিম্বং গোপারুণা কটী, ত্রায়ন্তী ত্রিফলা ঘনম্।
পর্পটা বন্ধুজানন্তা বচাখদির চন্দনম্॥
পাঠাশুণ্ঠী শটীভার্গী বাসা ভূনিম্ব বৎসকম্।
শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা বিড়ঙ্গাস্তু বিসানলম্।
হস্তিকর্ণামৃতাত্রেকা পটোলং রজনীদ্বয়ম্।
কণারগ্বধসপ্তাশ্ব কৃষ্ণবেত্রোচ্চটা ফলম্॥
ভূকন্দং তিলপর্ণঞ্চ জিঙ্গীপদ্মা চ মুষলী।
বিশ্বক্সেনা চ কৈটর্য্যঃ শরপুঙ্খা চ কঞ্চুকী॥
এতেষাং দ্বিপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশেষেণ কষায়মবতারয়েৎ॥
ভল্লাতক সহস্রাণি ছিত্বা ত্রীণ্যর্ম্মণেঽম্ভসি।
চতুর্ভাগাবশিষ্টস্তু কষায়ং পরিকল্পয়েৎ॥
তৌ কষায়ৌ সমাদায় বস্ত্রপূতৌ সমাচরেৎ।
ভল্লাতকসহস্রাণাং মজ্জানং তত্র দাপয়েৎ॥
গুড়স্য চ তুলাং দত্বা লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলামুস্ত সৈন্ধবানাং পলং পলম্॥
দীপ্যকস্য পলঞ্চৈব চাতুর্জ্জাতপলন্তথা।
সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ সিদ্ধে ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
মহাভল্লাতকো হ্যেষ মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ।
প্রাণিনাস্তু হিতার্থায় জয়েচ্ছীঘ্রং নিসেবিতঃ॥

শ্বিত্রং ঔদুম্বরং দদ্রু ঋষ্যজিহ্বং সকাকণম্।
পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলন্তথা॥
কণ্ডুং কপালকুষ্ঠঞ্চ বিসর্পং সবিপাদিকম্।
বাতরক্ত মুদাবর্ত্তং পাণ্ডুরোগ ব্রণ ক্রিমীন্॥
অর্শাংসি ষট্ প্রকারাণি কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
সদাভ্যাসেন পলিতমামবাতং সুদারুণম্॥
নির্যন্ত্রণঞ্চ কথিতং সর্ব্বত্রাপি চ শস্যতে।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং দীপনং পরমুত্তমম্॥
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং ছিন্নাকাথং পয়োঽথবা।
অম্লঞ্চ সর্ব্বথা ত্যাজ্যং শাকমেব বিশেষতঃ॥

নিমছাল, শ্যামালতা, অটেংস, কট্কী, বলালতা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, সোমবাজীবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদী লতা, শুণ্ঠি, শঠী, বামনহাটী, বাসক, চিরতা, কুটজবীজ, শ্যামমূলা, ভেউঁড়, রাখালশশা, স্বচমুখী বিড়ঙ্গ, পদ্মকেশর, পিপুল, চিতামূল হস্তীকর্ণ, পলাশ, শুলঞ্চ, খুলকুড়ি, পল্তা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শোণালুছাল, আকন্দমূল, কৃষ্ণবেত্ত, কুচফল, বনওল, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মচারিণী, তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, শরপুঙ্খা, কট্ফল ও কঞ্চুকী, (ক্ষীরীশবৃক্ষের ছাল), এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১৬ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ⁄৮ সের। ভেলা (খণ্ডীকৃত), ১০০০ এক সহস্র সংখ্যা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ চতুর্থাংশ অর্থাৎ ।৬॰সের। এই দুই প্রকার কাথ ছাকিয়া লইবে এবং সিদ্ধ ভেলাগুলির মজ্জা তাহাতে গুলিয়া ১২৷৷॰ সের গুড় সহ পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে উহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক একটী ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। দ্রব্যগুলির নাম যথা—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা,

ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, যমানী চূর্ণ ৮ তোলা, এবং চাতুর্জ্জাতক চূর্ণ মিলিত ৮ তোলা। এই মহা ভল্লাতক ঔষধ ও গুলঞ্চের কাথ বা দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠব্যাধি, অর্শ, পাণ্ডু, কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ সেবনকারী অম্ল ও শাক কদাচ সেবন করিবে না। এই ঔষধ স্বয়ং মহাদেব নির্ম্মাণ করিয়াছেন জানিবে।

অমৃত ভল্লাতকী কুষ্ঠেঽপি কার্য্যা॥

অমৃত ভল্লাতকী ওকুষ্ঠরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

পঞ্চতিক্ত-ঘৃতম্।

নিম্বং পটোলং ব্যাঘ্রীঞ্চ গুড়ূচীং বাসকং তথা।
কুর্য্যাদ্দশপলান্ ভাগান্ একৈকস্য সুকুট্টিতান্॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন ত্রিফলা গর্ভসংযুতম্॥
পঞ্চতিক্তমিতি খ্যাতং সর্পিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব পানাদেবাপকর্ষতি।
দুষ্টব্রণ ক্রিমীনর্শঃ পঞ্চকাসাংশ্চ নাশয়েৎ॥

ব্যাঘ্রী কণ্টকারী চত্বারিংশামরোগাস্তান্ পৈত্তিকান-পকর্ষতীতি যোজনা তেন ন দ্বিতীয়া।

গব্যঘৃত ৴৪ সের কাথার্থ নিমছাল, পলতা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসকছাল প্রত্যেকে ১০ দশ পল পাকের জল ১॥৪, সের, শেষ ।৬ সের এবং জল ।৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ৮০ প্রকার বাতব্যাধি, ৪০ প্রকার

পিত্তব্যাধি, ২০ প্রকার কফব্যাধি, দুষ্টব্রণ, ক্রিমি, অর্শ ও পঞ্চ প্রকার কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

খদিরাদি পঞ্চতিক্তকং ঘৃতম্।

খদিরারগ্বধ বোষ ত্রিবৃচ্চিত্রক দন্তিকা।
পটোল ত্রিফলারিষ্ট হরিদ্রা বাগুজীফলম্॥
কটুকাতিবিষা পাঠা ত্রায়ন্তী ধন্বযাসকম্॥
কুষ্ঠং করঞ্জবীজানি শারিবে দ্বে সবৎসকৈঃ॥
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি গুগ গুলুশ্চেতি কল্কিতৈঃ।
পঞ্চতিক্ত কষায়েণ সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেন্নরঃ॥
হন্ত্যষ্টকুষ্ঠানি গ্রন্থিং গলগণ্ডন্তথৈবচ।
বিষ বিস্ফোট বীসর্প কণ্ডু দুষ্টব্রণানপি॥
রোগানন্যাংশ্চ বিবিধান্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
আরগ্বধস্য ফলমজ্জা বৎসক ইন্দ্রযবপাকিঃ কল্কঃ॥

গব্যঘৃত /৪ সের ক্বাথার্থ নিমছাল পলতা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসকছাল, প্রত্যেকে ১০ পল, পাকের জল ১৷৷৪ সের, শেষ।৬ সের, এবং কল্কার্থ খদিরকাষ্ঠ, শোণাগ্ন, ত্রিপট্ট, নিমছাল, তেউড়ী, চিতা, দন্তী, পলতা, ত্রিফলা, হরিদ্রা, সোমরাজীফল, কট্‌কী, অতৈস, আকনাদীলতা দুরালভা, বলালতা, কুড়, করঞ্জবীজ, অনন্তমূল, শ্যামা-লতা, কুটজবীজ, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ ও গুগ্‌গুলু এই সকল সমানভাগে সমুদায়ে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক প্রতিদিন উপযুক্তমাত্রায় পান করিলে কুষ্ঠ, গলগণ্ড, বিষদোষ, বিস্ফোটাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

তিক্তকং ঘৃতম্।

ত্রিফলা দ্বিনিশা বাসাযাস পর্পটভ্রূণকান্।
ত্রায়ন্তী কটুকা নিম্বান্ প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতান্॥

ক্বাথয়িত্বা জলদ্রোণে পাদশেষেণ তেন তু।
ঘৃতপ্রস্থং পচেদক্ষৈঃ পিপ্পলী ঘনচন্দনৈঃ ॥
ত্রায়ন্তী শক্র ভূনিম্বৈ স্তুৎ পীতং তিক্তকং ঘৃতম্।
নিহন্তি কুষ্ঠান্যর্শাংসি শ্বয়থুং গ্রহণীগদম্ ॥
পাণ্ডুরোগং বিসর্পঞ্চ জীবানামপি শস্যতে।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, ক্বাথার্থ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসক, চবালতা, ক্ষেৎপাপড়া, বালা, বলালতা, কট্‌কী ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল, জল ১।৪ সের, শেষ ৮ সের, এব কল্কার্থ বহেড়া, পিপুল, মুথা, রক্তচন্দন, বলালতা, কুটজবীজ ও চিরতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধি এই ঘৃত পাক পূর্বক সেবন করিলে কুষ্ঠ শোথ গ্রহণী-রোগ পাণ্ডুরোগ ও বিসর্পরোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে জানিবে।

মহাতিক্তকং ঘৃতম্।

সপ্তচ্ছদং প্রতিবিষাং শম্পাকং তিক্তরোহিণীং পাঠাম্।
মুস্তমুশীরং ত্রিফলাং পটোল পিচুমর্দ্দ পর্পটকম্ ॥
ধন্বযবাসং চন্দন মুপকুল্যে পদ্মক রজন্যৌ চ।
ষড়গ্রন্থাং সবিশালাং শতাবরীং শারিবে চোভে ॥
বৎসকবীজং বাসাং মূর্ব্বামমৃতাং কিরাততিক্তঞ্চ।
কল্কান্ কুর্য্যান্ মতিমান্ যষ্ট্যাহ্বং ত্রায়মাণাঞ্চ।
কল্কস্তু চতুর্ভাগো জলমষ্টগুণং রসোঽমৃতফলানাম্ ॥
দ্বিগুণোঘৃতাৎ প্রদেয়স্তৎ সর্পিঃ পায়য়েৎ সিদ্ধম্।
কুষ্ঠানি রক্তপিত্তং প্রবলান্যর্শাংসি রক্তবাহীনি।
বিসর্পমম্লপিত্তং বাতাসৃক পাণ্ডুরোগাংশ্চ ॥

বিস্ফোটকান্ সপামান্ উন্মাদকান্ কামলাং জ্বরং কণ্ডুম্।
হৃদ্রোগ গুল্মপিড়কাসৃক্পিত্তমসৃগ্দরং গণ্ডমালাঞ্চ॥
হন্যাদেতৎ সদ্যঃ পীতং কালে যথাবলং সর্পিঃ।
যোগশতৈরপ্যজিতান্মহাবিকারান্ মহাতিক্তম্।

উপকুল্যে পিপ্পলী গজপিপ্পল্যৌ ষড়গ্রন্থা বচা চতু-র্ভাগাদমৃতাৎ সর্পিঃ ইত্যর্থঃ।

অমৃতফলানাং আমলকীফলানাম্।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, জল ৮২ সের, আমলকীর রস /৮ সের, এবং কল্কার্থ ছাতিমছাল অতৈস, সোণালু ফলের মজ্জা, কট্কী, আকনাদী, মুথা, বেণার মূল, হরীতকী, বয়ড়া, আমলা, পলতা, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, শতাবরী, অনন্তমূল, শ্যামালতা ইন্দ্রযব, বাসক, সূচীমুখী, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলালতা. এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক সেবন করিলে কুষ্ঠ রক্তপিত্ত অর্শ, বিসর্প, অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা-প্রকার ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বজ্রকং ঘৃতম্।

বাসা গুড়ূচী ত্রিফলা পটোলং
করঞ্জ নিম্বাশন কৃষ্ণবেত্রম্।
তৎ ক্বাথকল্কেন ঘৃতং বিপক্বং
তদ্বজ্রকং কুষ্ঠহরং প্রদিষ্টম্॥
বিশীর্ণ কর্ণাঙ্গুলি হস্তপাদঃ
ক্রিম্যর্দ্দিতো ভিন্নগলোঽপি মর্দ্দ্যঃ।

পৌরাণিকং কান্তিমবাপ্য জীবে-
দব্যাহতো বর্ষশতঞ্চ কুষ্ঠী॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পলতা, করঞ্জাবীজ, নিমছাল, অশনবৃক্ষের ছাল ও কৃষ্ণবেত এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমুদায় /১ সের মাত্র। এবং ইহাদের কাথ ।৬ সের, এই ঘৃত মর্দ্দন করিলে বিশীর্ণ কর্ণাঙ্গুলি পদ হস্ত বিশিষ্ট ক্রিমিযুক্ত ও মল ভেদযুক্ত কুষ্ঠরোগীও রোগ হইতে মুক্ত হইয়া পৌরাণিক কান্তি লাভ করিয়া ১০০ শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে জানিবে।

বৃহদ্গ গগুলোঃ পঞ্চতিক্তকং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

পটোল বাসকারিষ্ট করঞ্জ-ব্যাঘ্রিকামৃতা।
প্রত্যেকং বিংশতিপলান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কল্কৈরক্ষসমৈর্দ্দারু ত্রিফলা ত্র্যষণাগ্নিভিঃ॥
পৃথ্বীকাতিবিষা পাঠা চব্যেন্দ্রযব দীপ্যকৈঃ।
মূর্ব্বাক্ষারদ্বয়াজাজী বচা ক্রিমিহরৈর্যুতৈঃ॥
কটুকা সপ্তপর্ণাভ্যাং পুরস্যাষ্টপলেন তু।
সর্ব্বকুষ্ঠান্যস্রকপিত্তং বিসর্পং পূতিকোষ্ঠতাম্॥
বাতপিত্ত কফোদ্ভূতান্ গদাংস্তাংস্তান্ পৃথগ্বিধান্।
পানাৎ প্রশময়ত্যেতদ্গ গ্ গুলোঃ পঞ্চতিক্তকম্॥
সিদ্ধশ্চৈতেন বিধিনা তৈলপ্রস্থঃ সগুগ্গুলুঃ।
পানাভ্যঞ্জন নস্যেষু যুক্তঃ পূর্ব্বগুণাবহঃ॥
করঞ্জস্য ত্বক্ ফলং বা পৃথ্বীকা কৃষ্ণজীরকং বনানী বা।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত বা তিলতৈল /৪ সের, কাথার্থ পলতা, বাসক,

নিমছাল, করঞ্জাবীজ কণ্টকারী ও গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২০ পল, পাকার্থ জল ১৭৷৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কল্কার্থ দেবদারু ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু চিতা, অতৈস, আকনাদী, ইন্দ্রযব, যম'নী, স্বচমুখী, চই, যবক্ষার, সাচিক্ষার, জীবক বচ, বিড়ঙ্গ, কট্‌কী ও ছাতিমবৃক্ষের ছাল প্রত্যেকে ২ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ পল যথাবিধানে এই ঘৃত বা তৈল পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ব-প্রকার কুষ্ঠ রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মহামার্ক্করঘৃতম্।

মহৌষধং মহামেদা নিম্বপত্রঞ্চ সর্ষপাঃ।
মনঃশিলা চ সিন্দূরং পদ্মচারিণ্যবল্গুজম্॥
হরিদ্রে হরিতালঞ্চ ত্রিফলা পীতগন্ধকম্।
এতানি সমভাগানি কর্ষার্দ্ধঞ্চ প্রযোজয়েৎ॥
সর্পিষশ্চ পলান্যষ্টৌ দেবদারু রসং শুভম্।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং ক্ষীরং গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্॥
তাম্রভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু সকল্কমবতারয়েৎ॥
অগ্নৌ ক্ষিপ্তস্তু নিঃশব্দং জলযুক্তং বিচক্ষণঃ।
অভ্যঙ্গপানযোগাচ্চ তদা সর্ব্বগদান্ জয়েৎ॥
অষ্টাদশানাং কুষ্ঠানাং দদ্রূণাং শ্বিত্রিণান্তথা।
কুষ্ঠনাড়ীষু মর্ত্ত্যানাং দুষ্টানাং কীটিনাং তথা॥
অসৃক্ স্রাবপরীতা যে যে চ ত্যক্তভিষক্‌ক্রিয়াঃ।
বিসর্প গ্রহগ্রস্তানাং শীর্ণাঙ্গানাং বিশেষতঃ॥
সর্ব্বধাতুগতে কুষ্ঠে পতিত ভ্রূশিরোগ্রহে॥
ঘর্ঘরাব্যক্তঘোষাণাং তথা সর্ব্বাঙ্গপীড়িনাম্॥

পানেঽভ্যঙ্গে তথা নস্যে বস্তিকর্ম্মণি নিত্যশঃ।
সপ্তরাত্র প্রয়োগেণ সর্ব্বকুষ্ঠানি নাশয়েৎ ॥
দ্বিসপ্তাহপ্রয়োগেণ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
জাতকেশ-নখ-শ্মশ্রুর্ভাতি ষোড়শবর্ষবৎ ॥
অনঙ্গসদৃশঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বাময়বিবর্জ্জিতঃ।
এতদ্‌ঘৃতং মহাশ্রেষ্ঠং ভার্গবেণ বিনির্ম্মিতম্ ॥
প্রজানাঞ্চ হিতার্থায় সর্ব্বব্যাধিহরং শুভম্।
মহামার্ক্কণ্ডনামেদং ঘৃতং সর্ব্বাপরাজিতম্ ॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /১ সের, দেবদারুর কাথ /২ সের, গোদুগ্ধ /৩ সের, গোমূত্র /৪ সের এবং কল্কার্থ শুণ্ঠী, মহামেদ, নিমপাতা, সরিষা, মনছাল, সিন্দুর, পদ্মচারিণী, সোমরাজী বীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরিতাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও পীতচন্দন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত তাম্রপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অথবা গাত্রে মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ, দদ্রু, ধবলকুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, শিরোগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনাশ হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহদ্‌গুড়ূচী তৈলম্।

শতং ছিন্নরুহায়াশ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
ক্ষীরং চতুর্গুণংতস্য কল্কান্যেতানি যত্নতঃ।
অশ্বগন্ধা বিদারীচ কাকোলী হরিচন্দনম্ ॥
শতাবরী চাতিবলা শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্।
ক্রিমিঘ্নং ত্রিফলা রাস্না ত্রায়মাণা চ শারিবা ॥

জীবন্তী গ্রন্থিকং ব্যোষং বাগুজী তেকপর্ণিকা।
বিশালা মুদ্গপর্ণী চ মঞ্জিষ্ঠা চন্দনী বিশ্বা॥
শতাহ্বা সপ্তপর্ণীভিঃ কার্ষিকাণি প্রকল্পয়েৎ।
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু দাতব্যন্তু ভিষগ্বরৈঃ॥
বাতরক্তমুদর্দ্দঞ্চ কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু।
হনুস্তম্ভং প্রমেহঞ্চ কামলাং পাণ্ডুতাং তথা॥
বিস্ফোটঞ্চ বিষঞ্চাপি ব্রণ নাড়ী ভগন্দরম্।
বিচর্চ্চিকাং গাত্রকণ্ডূং হন্তি সর্ব্বান্ বিশেষতঃ॥
এতত্তৈলবরঞ্চৈব বলীপলিতনাশনম্।
আত্রেয়নির্ম্মিতঞ্চৈব বলবর্ণকরং স্মৃতম্॥

তিলতৈল /৪ সের, দুগ্ধ।৬ সের কাথার্থ গুলঞ্চ ।২॥০ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ।৬ সের, এবং কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, হরিচন্দন, শতাবরী, গোরক্ষ, চাকুলে, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাস্না, বলালতা, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সোমরাজীবীজ, থানকুনী, রাখালশশার মূল, মুগানী, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, শ্যামালতা, শলুফা ও লজ্জালু, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যরূপে ব্যবহার করিলে বাতরক্ত, উদাদ্দ, কুষ্ঠ, হনুস্তম্ভ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, বিস্ফোট, বিষদোষ, ব্রণ, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, বিচর্চ্চিকা, গাত্রকণ্ডূ ও বলিপলিত বিনষ্ট হয়।

তৃণকতৈলম্।

সর্ষপ করঞ্জ কোষাতকী তৈলেনাপ্যথেঙ্গুদীনাঞ্চ॥
কুষ্ঠেষু হিতানাঞ্চ তৈলং শ্রেষ্ঠঞ্চ খদিরস্য।

মঞ্জিষ্ঠা রুগ্নিশা চক্রমর্দ্দারগ্বধ পল্লবৈঃ।
তৃণক স্বরসে সিদ্ধং তৈলং কুষ্ঠহরং কটু॥

সর্ষপ, করঞ্জা কোশাতকী ইঙ্গুদী ও খদির অথবা কুষ্ঠরোগে হিতকর অন্য কোন দ্রব্যের তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, হরিদ্রা, চাকুন্দে ও শোণালু পাতা সমভাগে সমস্তে /১ সের এবং চীনাধানের স্বরস ।৬ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক অভ্যাঙ্গাদি দ্বারা কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

মহাতৃণকতৈলম্।

হরিদ্রা ত্রিফলা দারু হয়মারক-চিত্রকম্।
সপ্তচ্ছদশ্চ নিম্বত্বক্করঞ্জৌ বালকং নখী॥
কুষ্ঠমেড়গজাবীজং লাঙ্গলী গণিকারিকা।
জাতীপত্রঞ্চ দার্ব্বীত্বক্ হরিতালং মনঃশিলা॥
কলিঙ্গং তিলপত্রঞ্চ অর্কক্ষীরঞ্চ গুগ্গুলুঃ।
গুড়ত্বক্ মরিচঞ্চোচং কুঙ্কুমং গ্রন্থিপর্ণকম্॥
সর্জ্জপর্ণাশ-খদিরং বিড়ঙ্গং পিপ্পলী বচা।
ঘনরেণ্বমৃতা যষ্টী কেশরং ধ্যামকং বিষম্॥
বিশ্ব কট্ফল মঞ্জিষ্ঠা বোলং তুম্বীফলং তথা।
স্নুহী সম্পাকয়োঃ পত্রং বাগুজীবীজমাংসিকে॥
এলা জ্যোতিষ্মতী মূলং শিরীষো গোময়াদ্রসঃ।
চন্দনে কুষ্ঠ নিগুণ্ডী বিশালামল্লিকাদ্বয়ম্॥
বাসাশ্বগন্ধে ব্রাহ্মী চ শ্র্যাহ্বশ্চম্পক কুট্মলম্।
এতৈঃ কল্কৈঃ পচেত্তৈলং তৃণক স্বরস দ্রবম্॥
সর্ব্বত্বগ্রোগহরণং মহাতৃণকসংজ্ঞিতম্।

চোচং চোরহুলী রেণু রেণুকঃ ধ্যামকং গন্ধতৃণং বোলোগন্ধরসঃ শ্র্যাহ্বো নবনীতখোটী পূর্ব্বযোগদর্শনাৎ কটুতৈলম্।

কটুতৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, চীনাধান্যের স্বরস ।৬ সের এবং কল্কার্থ হরিদ্রা, ত্রিফলা, দেবদারু, করবীমূল, চিতামূল, ছাতিমছাল, নিমছাল, লাটাকরঞ্জা, ডহরকরঞ্জা, বালা, নখী, কুড়কাষ্ঠ. চাকুন্দেবীজ, গণিয়ারী, বিষলাঙ্গলিয়া, জাতীপত্র, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, হরিতাল, মনঃশিলা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, আকন্দক্ষীর, গুগ্গুলু, মরিচ, চোরহুলী, কুঙ্কুম, গেঠেলা, ধূনা, তুলসী, খদিরকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, পিপুল, বচ, মুথা, রেণুকা, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, নাগকেশর, গন্ধতৃণ, মিঠা বিষ, শুণ্ঠী, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, বোলনামক গন্ধদ্রব্য, লাউ, সিজপত্র সোণালুপত্র, সোমরাজীবীজ, জটামাংসী, এলাচি, লতাফট্‌কীর মূল, শিরীষছাল, গোময় রস, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুড়, নিসিন্দা, রাখালশশা, মাল্লকা, কাঠমল্লিকা, বাসক, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মীশাক, নবনীতখোটী ও চাঁপার কলি, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠাদি সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মদোষ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বজ্রতৈলম্।

সপ্তপর্ণ করঞ্জার্ক মালতী করবীরকম।
মূলং স্নুহী শিরীষাভ্যাং চিত্রকাস্ফোতয়োরপি॥
করঞ্জবীজং ত্রিকটু ত্রিফলা রজনীদ্বয়ম্।
সিদ্ধার্থকং বিড়ঙ্গঞ্চ প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ॥
মূত্রপিষ্টৈঃ পচেত্তৈলমেভিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্।
অভ্যঙ্গাদ্বজ্রকং নাম নাড়ী দুষ্টব্রণাপহম্॥
কেচিৎ কুষ্ঠহরং তৈলমিতি কুষ্ঠবিনাশনম্।
সর্ষপকরঞ্জাদিতৈলং পক্তব্যং ন তু তিলতৈলম্॥

কটুতৈল /৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ ছাতিমছাল, আকন্দমূল, করঞ্জছাল, মালতীপত্র, করবীমূল, সিজমূল, শিরীষমূল, চিতামূল, অপরাজিতার মূল, করঞ্জবীজ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসরিষা, বিড়ঙ্গ ও চাকুন্দে, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ, দুষ্টব্রণ ও নাড়ীব্রণ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বৃহন্মরিচাদ্যং তৈলম্।

মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকৃদ্রসঃ।
দেবদারু হরিদ্রে দ্বে মাংসীকুষ্ঠং কুচন্দনম্॥
বিশালা করবীরঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা।
চিত্রকো লাঙ্গলাখ্যা চ বিড়ঙ্গং চক্রমর্দ্দকম্॥
শিরীষঃ কুটজো নিম্বঃ সপ্তপর্ণ স্নুহামৃতা।
শম্পাকোনক্তবালোহব্দঃ খদিরং পিপ্পলী বচা॥
জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষস্য দ্বিপলং ভবেৎ।
আঢ়কং কটুতৈলস্য গোমূত্রন্তু চতুর্গুণম্॥
মৃৎপাত্রে লোহপাত্রে বা শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পক্ত্বা তৈলবরং হ্যেতৎ ম্রক্ষয়েৎ কৌষ্ঠিকান্ ব্রণান্॥
পামা বিচর্চ্চিকা দদ্রু কণ্ডু বিস্ফোটকানি চ।
বলয়ঃ পলিতচ্ছায়ানীলীব্যঙ্গং তথৈবচ॥
অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি সৌকুমার্য্যঞ্চ জায়তে।
প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং যাসাং নস্যঞ্চ দীয়তে॥

পরামপি জরাং প্রাপ্য ন স্তনা যান্তি নম্রতাম্।
বলীবর্দ্দস্তুরঙ্গো বা গজো বা বায়ুপীড়িতঃ॥
ত্রিভিরভাঞ্জনৈর্গাঢ়ং ভবেন্মারুতবিক্রমঃ।

কুটজফলং ত্বগ্বা সুহায়া ক্ষীরং শম্পাকঃ শোণালুস্তস্য পত্রম্ নক্তমালঃ করঞ্জস্তস্য ফলং ত্বগ্বা নস্যং বয়ঃসন্ধৌ।

সর্ষপ তৈল ।৬ সের, গোমূত্র ১৸৪ সের, জল ১৸৪ সের এবং কল্কার্থ মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, চিতা, বিড়ঙ্গ, শিরীষ, ছাতিম, আকন্দের ক্ষীর, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশশার মূল, করবীর মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, বিষলাঙ্গলিয়ার মূল, কুড়চিছাল, নিমছাল, সিজের আঠা, গুলঞ্চ, শোণালু পত্র, করঞ্জার ছাল, মুথা খদিরকাষ্ঠ, পিপুল, বচ ও লতাফট্‌কীএই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং অমৃত বিষ ১৬ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ, ব্রণ, পামা, বিচর্চ্চী প্রভৃতি বহুতর রোগ আরোগ্য হয় এবং এই তৈল নারীদিগের যৌবনের প্রারম্ভে নস্যদ্বারা প্রয়োগ করিলে উহাদিগের জরা জন্মিয়া স্তন নম্র হইতে পারে না জানিবে।

বৃহৎসোমরাজীতৈলম্।

সোমরাজী তুলা ক্বাথে তথা দদ্রুঘ্নকস্য চ।
বিপচেৎ কার্ষিকৈরেভিঃ কটুতৈলাঢ়কং ভিষক্॥
চিত্রকং লাঙ্গলাখ্যঞ্চ নাগরং কুষ্ঠমেবচ।
হরিদ্রা নক্তমালঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা॥
স্থৌণেয়ং করবীরঞ্চ সপ্তপর্ণার্ক গোময়ম্।
খদিরো নিম্বপত্রঞ্চ মরিচং কাসমর্দ্দকম্॥

সুপিষ্টং নিক্ষিপেৎ সর্ব্বং গোমূত্রাঢ়কমেবচ।
সিদ্ধমভ্যঙ্গতো হন্তি কুষ্ঠান্যষ্টাদশ দ্রুতম্॥
রোগাংস্ত্বগ্‌ভবান্ সর্ব্বান্ ক্রিমিবর্ণবিবর্ণতাম্।
পাণ্ডু কণ্ডূ বিসর্পাংশ্চ শীর্ণচর্ম্মাদি দার্ঢ্যকৃৎ॥

বাকুচীবীজ ১০০ পল ৬৪ শরাব এলাচীবীজস্যাপি ক্বাথঃ।

কটুতৈল ।৬ সের, ক্বাথার্থ সোমরাজীবীজ ।২॥ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ।৬ সের, চাকুন্দে ।২॥০ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ।৬ সের, এবং কল্কার্থ চিতার মূল, বিষলাঙ্গলিয়ার মূল, শুণ্ঠী, কুড়, হরিদ্রা, ডহর করঞ্জার ছাল, হরিতাল, মনছাল, গেঠেলা, করবীর মূল, ছাতিম-ছাল, আকন্দের আঠা, গোময়রস, খদিরকাষ্ঠ নিমপাতা, মরিচ ও কালকাসুন্দে, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে অষ্টাদশ ১৮ প্রকার কুষ্ঠদোষ, রক্তদোষজনিত বাতরক্তাদি রোগ, ক্রিমি, ব্রণ ও বৈবর্ণ্য নিবারিত হয় জানিবে।

বিষতৈলম্।

নক্তমালং হরিদ্রে দ্বেঽর্কং তগরমেবচ।
করবীরং বচা কুষ্ঠমাস্ফোতা রক্তচন্দনম্॥
মালতী সপ্তপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা সিন্ধুবারিকা।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ বিষস্যাপি পলং ভবেৎ।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রৈস্তৈলপাত্রং বিপাচয়েৎ॥
শ্বিত্রবিস্ফোট কিটিমকীটলূতা বিচর্চ্চিকা।
কণ্ডূ কচ্ছূবিকারাংশ্চ যে ব্রণা বিষদূষিতাঃ॥
বিষতৈলমিদং নাম্না সর্ব্বব্রণ বিশোধনম্।

অর্কস্য পত্রং ক্ষীরঞ্চ তগরং তগরপাদিকামালতীপত্রম্।

কটুতৈল ।৬ সের, জল ।৬ সের, গোমূত্র ১।।৪ সের এবং কল্কার্থ করঞ্জার ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, তগরপাদিকা, করবীর মূল, বচ, কুড়, শ্বেত অপরাজিতার মূল, রক্তচন্দন, মালতীপত্র ছাতিম-ছাল, মঞ্জিষ্ঠা ও নিসিন্দাপত্র, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৪ তোলা ও অমৃত বিষ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে শ্বিত্র (ধবল) কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কিটিম প্রভৃতি বিবিধ কুষ্ঠাদি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পুণ্ডরীকদলং তাম্রং শ্বেতরক্তং ঘনং গুরুম্।
গলগণ্ডসরাগঞ্চ পুণ্ডরীকং কফাধিকে॥

পুণ্ডরীক পত্রের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, তাম্রবর্ণাভ, শ্বেত ও রক্ত মিশ্রিত বর্ণ, ঘন ও গুরু এবং গলগণ্ডের ন্যায় বর্ণ সংযুক্ত হইলে পুণ্ডরীক কুষ্ঠরোগ বলা যায়। ইহা কফাত্মক বলিয়া জানিবে।

মহাতালেশ্বরোরসঃ

তালং তাপ্যং শিলাসূতং শুদ্ধসৈন্ধব টঙ্গণং।
সমাংশং চূর্ণয়েৎ খল্লে সূতাদ্ দ্বিগুণ গন্ধকম্॥
গন্ধতুল্যং মৃতং তাম্রং জম্বীরৈর্দ্দিনপঞ্চ চ।
মর্দ্দ্যং ষড়্ভিঃ পুটে পাচ্যং ভূধরে সংপুটোদরে॥
পুটে পুটৈর্দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং সর্ব্বমেতচ্চ ষট্পলম্।
দ্বিপলং মারিতং তাম্রং লোহভস্ম চতুঃপলম্॥
জম্বীরাম্লেন তৎ সর্ব্বং দিনং মর্দ্দ্যং পুটেল্লঘু।
ত্রিংশদংশং বিষঞ্চাস্য ক্ষিপ্যং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ॥
মহিষাজ্যেন সংমিশ্র্য নিষ্কার্দ্ধং পুণ্ডরীকনুৎ।

মধ্যাজ্যৈর্ব্বাকুচী চূর্ণং কর্ষমাত্রং লিহেদনু।
সর্ব্বান্ কুষ্ঠান্নিহন্ত্যাশু মহাতালেশ্বরো রসঃ ॥

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, সৈন্ধব ও সোহাগার খৈ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ এবং তাম্র ২ ভাগ একত্র চূর্ণ করতঃ জম্বীররসে ৫ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পুট মধ্যে পূরিয়া ৬ বার ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে, প্রত্যেক পুটপাকের সময়ে দ্রব্যগুলি চূর্ণ করতঃ জম্বীররস দ্বারা মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপরে ভূধর যন্ত্রে পাক করা উক্ত ঔষধ ৬পল, মারিত তাম্র ২পল এবং লৌহ ভস্ম ৪ চারিপল একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ১ বার জম্বীর রসে মর্দ্দন করিয়া লঘুপুট দ্বারা একবার পাক পূর্ব্বক তৎসহ সমস্ত দ্রব্যের ৩০ ভাগের একভাগ অমৃত বিষচূর্ণ মিশাইয়া মাহিষ ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক সিকি তোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ উপযুক্ত মাত্রায় সোমরাজীবীজ চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিশেষতঃ পুণ্ডরীক কুষ্ঠ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ভানুতৈলম্।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং ভৃঙ্গধুস্তুরয়োর্দ্রবম্।
দ্রবং জম্বীর গোমূত্রং প্রত্যেকং পলবিংশতিম্ ॥
তিলতৈলং পলান্ ত্রিংশৎ সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ।
তৈলাবশেষমুত্তার্য্য তত্র চূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ ॥
কাঞ্চনী ধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা চ শতাবরী।
গন্ধকং পঞ্চলবণং দ্বিনিশা বৎসনাভকম্ ॥
প্রতিচার্দ্ধপলং যোজ্যং একীকৃত্য বিমর্দ্দয়েৎ।
ঘর্ম্মস্থঃ সর্ব্বকুষ্ঠানি ভানুতৈলং নিহন্ত্যলম্ ॥

তিল তৈল ৩০ পল এবং আকন্দের আঠা, মনসাসিজের আঠা, ভৃঙ্গরাজের রস, ধুতুরার রস, জম্বীর নেবুর রস ও গোমূত্র প্রত্যেকে ২০ পল, সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র পাক পূর্ব্বক তৈলশেষ পর্য্যন্ত রাখিয়া চুল্লী হইতে নামাইতে হইবে। পরে উক্ত তৈল মধ্যে স্বর্ণক্ষীরী, ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, শতাবরী, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, করকচ লবণ, সামুদ্রলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও বৎসনাভ বিষ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া সূর্য্যতাপে কিছুক্ষণ পাক করিয়া লইবে। এই তৈল সর্ব্বগাত্রে মর্দ্দন দ্বারা সকল প্রকার কুষ্ঠরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে।

বাড়বানলরসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্।
সম্যক্ শুদ্ধং তথাকান্তং বঙ্গঞ্চাপি শিলাজতুম্॥
তুত্থং রসাঞ্জনঞ্চৈব তালকং শঙ্খমেবচ।
বরাটকঞ্চাপি তুল্যং জৈপালং দ্বিগুণীকৃতম্॥
হবুষাং পঞ্চলবণং পঞ্চৈব কটুকানি চ।
বিড়ঙ্গং পিপ্পলীমূলং প্রিয়ঙ্গুরজমোদকম্॥
দ্বৌ ক্ষারৌ কুষ্ঠমেলাচ লবঙ্গজীরকদ্বয়ম্।
শটীদন্তী ত্রিবৃচ্চৈব ত্রিফলা গজপিপ্পলী॥
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য ভাবয়েত্ত্রিফলাজলৈঃ।
সপ্তধা খলু পাষাণে প্রচণ্ডাতপশোষিতম্॥
হরীতকীরসেনাথ পুনঃ সংচূর্ণ্য যত্নতঃ।
পঞ্চরক্তীপ্রমাণস্তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
একৈকাং খাদয়েৎ প্রাতঃ শৃঙ্গবেররসাপ্লুতাম।
হন্তি কুষ্ঠং তথামেদ আমমারুতমেব চ॥

শ্লীপদং গণ্ডমালাঞ্চ গলগণ্ডং ভগন্দরম্।
নাড়ীদুষ্টব্রণঞ্চৈব অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্॥
অম্লপিত্তং রক্তপিত্তং পক্তিশূলং হলীমকম্।
বাতরক্তং বাতকফমুপদংশং সপীনসম্॥
পঞ্চগুল্মাংস্তথানাহং প্লীহশোথ জ্বরানপি।
উদরাণি তথা কাসান্ রসোঽয়ং বাড়বানলঃ॥

হিঙ্গুলোত্থিত পারদ, গন্ধক, মারিত তাম্র, কান্তলৌহ, বঙ্গ, শিলাজতু, তুতিয়া, রসাঞ্জন, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, হবুষা, সৈন্ধবলবণ, কড়িভস্ম, সচললবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, করকচলবণ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, কুড়, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, প্রিয়ঙ্গু, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, জীরক, কৃষ্ণজীরক, শঠী, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একভাগ এবং জয়পালবীজ ২ দুই ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ৭ সাতবার ত্রিফলার কাথে ভাবনা দিয়া এবং একবার হরীতকীর রসে ভাবনা প্রদান পূর্ব্বক ৫ পাঁচরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠব্যাধি, মেদোরোগ, আমবাত, শ্লীপদ, গণ্ডমালা, গলগণ্ড, ভগন্দর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বৃদ্ধদারকঘৃতম্।

বৃদ্ধদারকমূলানামাঢ়কং তর্জ্জনীকৃতম্।
জলদ্রোণে পচেদ্ধীমানাঢ়কে চাবশেষিতম্॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন দত্ত্বা মূলং পলাষ্টকম্।
সর্পিরেতন্মহাবীর্য্যং রসায়নমনুত্তমম্।

বাতপিত্তকফোত্থঞ্চ দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকম্।
নানাবর্ণং জয়েৎ পুংসাং শ্লীপদং শীঘ্রমেব চ।

গব্যঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ বৃদ্ধদারকের মূল /১ সের, জল ।৬ সের, ক্বাথার্থ বৃদ্ধদারক মূল /৮ সের, পাক নিমিত্ত জল ১॥৮ সের, শেষ ।৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠাদি রোগ বিনাশ পায়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন জানিবে।

স্ফোটং কণ্ডূ তীব্রদাহং মণ্ডলং স্নিগ্ধপাণ্ডুতা॥
পাণৌ কচ্ছুস্ফিচৌ ক্লেদং কুষ্ঠবিস্ফোট-লক্ষণম্॥

স্ফোটক, কণ্ডূ, তীব্রদাহ, মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন, চর্ম্ম স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ, হস্তে ছুলি ও নিতম্বদেশে ক্লেদ জন্মিলে বিস্ফোট কুষ্ঠরোগ বলে।

কনকসঙ্কোচরসঃ।

মৃতস্বর্ণাভ্রকং শুণ্ঠীং শুদ্ধসূতং ত্রিভিঃ সমম্॥
অম্লৈর্ম্মর্দ্দ্য স্তু তদ্গোলং পিষ্ট্বা তুল্যঞ্চ গন্ধকম্।
কটুতৈলযুতং পাচ্যং লৌহে চ মৃদুনাগ্নিনা।
দ্রবৈর্জীর্ণে বিচূর্ণ্যাথ বহ্নিমূলকটুত্রিকৈঃ।
ত্বগ্বিড়ঙ্গবিষৈস্তুল্যৈঃ ত্রিগুণং ত্রিফলা বিষাৎ॥
অজামূত্রে দিনং পিষ্ট্বা গুঞ্জৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীম্।
নিষ্কৈকং বাকুচাতৈলং পিবেৎ বিস্ফোট কুষ্ঠজিৎ॥
রসঃ কনকসঙ্কোচো দ্বিগুঞ্জং যোজয়েৎ ক্রমাৎ।

স্বর্ণ, অভ্র, শুণ্ঠী, প্রত্যেকে ১ ভাগ, পারদ ৩ ভাগ, একত্র কাঁজির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ৬ ভাগ গন্ধক মিশাইয়া সর্ষপ তৈল সহ মিলিত করতঃ লৌহ পাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া

দ্রব ভাগ শুষ্ক হইয়া যাইলে নামাইয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে উহার সহিত চিতামূল, ত্রিকটু, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ ও বিষচূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং ত্রিফলা চূর্ণ প্রত্যেকে ৩ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ছাগীমূত্রে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ সোমরাজীর তৈল অর্দ্ধতোলা পাক করিবে। ইহাদ্বারা বিস্ফোট কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ ক্রমশঃ ১ রতি করিয়া বাড়াইয়া সেবন করা যাইতে পারে জানিবে।

কুষ্ঠান্তকোরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং নির্গুণ্ডী বাকুচী রসৈঃ।
দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ পাচ্যং যামং লবণযন্ত্রকে॥
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েত্তুল্যৈস্ত্রিফলা বাকুচী ফলৈঃ।
তুল্যাংশং ভৃঙ্গচূর্ণঞ্চ সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ॥
পলাশখদিরক্কাথং গোমূত্রৈর্লৌহভাজনে।
দিনৈকান্তে বটীং কুর্য্যান্নিষ্কৈকং ভক্ষয়েৎ সদা॥
কুষ্ঠং বিস্ফোটকং হন্তি নাম্না কুষ্ঠান্তকো রসঃ।
মর্দ্দনং ভানুতৈলেন আতপে কারয়েৎ সদা॥

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক নিসিন্দাপাতা ও সোমরাজী রস দ্বারা ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক লবণযন্ত্রে ১ প্রহর পাক করিয়া নামাইয়া চূর্ণ করতঃ তৎসহ সমভাগ ত্রিফলা, সোমরাজী ফল ও দারু-চিনি চূর্ণ মিশাইয়া পলাশ ও খদিরকাষ্ঠের কাথ ও গোমূত্র সহ ১ দিন পাক করিয়া ।॥৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে এবং গাত্রে পূর্ব্বোক্ত ভানু তৈল মর্দ্দন করিলে বিস্ফোট কুষ্ঠ বিনাশ পায়।

পারদং গন্ধকং তাম্রং শিলাজতু শিলামৃতা।
মেঘনাদাশ্বগন্ধাঢ্যং তুল্যং ক্ষৌদ্রে বিমর্দ্দয়েৎ ॥
উদ্ধৃতং লেপয়েন্মাসাদ্গজচর্ম্ম বিনশ্যতি ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র শিলাজতু, মনঃশিলা, গুলঞ্চ, নটেরমূল ও অশ্বগন্ধা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা ১ মাস পর্য্যন্ত গাত্রে প্রলেপ দিলে গজচর্ম্ম কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কাকণঘ্নবটী।

লোহভস্মবিষং বহ্নিকটুকা ত্রিকটুত্রয়ম্।
তুল্যাংশং চূর্ণিতং ভাব্যং কাথেনানেন তদ্দিনম্॥
পথ্যানিম্ববিড়ঙ্গানি খদিরং বাসকামৃতা।
জলৈরষ্টাবশেষং তৎ কষায়ং ভাবনে হিতম্॥
মাসমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ কাকণং হন্তি তদ্বটী।
ইন্দ্রবারুণিকামূলং বাগুচী ত্রিফলাগ্নিভিঃ॥
নিম্বস্য বহ্নিশুণ্ঠীঞ্চ মরিচং চূর্ণয়েৎ সমম্।
গোমূত্রৈঃ পায়য়েৎ কর্ষং অনুপানেন ভক্ষয়েৎ।

লৌহ ভস্ম, বিষ, চিতা, কটুকী, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক হরীতকী, নিমছাল, বিড়ঙ্গ, খদিরকাষ্ঠ, বাসক ও গুলঞ্চ, ইহাদের অষ্টভাগাবশিষ্ট ক্বাথ দ্বারা. ভাবনা দিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটী প্রস্তুত পূর্ব্বক মধুর সহিত সেবন করিলে কাকণকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে রাখালশশার মূল, সোমরাজীবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, নিমছাল, ভেলাবীজ, শুণ্ঠী ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ ২ তোলা মাত্রায় গোমূত্র সহ পান করিতে হইবে।

বজ্রতৈলম্।

বজ্রীক্ষীরং রবিক্ষীরং ধুস্তুরং চিত্রকদ্রবম্।
সর্ব্বাংশং তিলতৈলঞ্চ গোমূত্রেণ সমং পচেৎ॥
তত্তৈলং পাচয়েদ্ যত্নাদ্দ্ব্যাণ্যেতান্যতঃ পচেৎ।
গন্ধকাগ্নিশিলাতালং বিড়ঙ্গাতিবিষাবিষম্॥
তিক্তাকোষাতকী কুষ্ঠং বচামাংসী কটুত্রয়ম্।
হরিদ্রাদারু যষ্ট্যাহ্ব সর্জ্জক্ষারঞ্চ জীরকম্॥
কর্ষাংশং দেবকাষ্ঠঞ্চ চূর্ণং তৈলে বিমিশ্রয়েৎ।
বজ্রতৈলমিদং খ্যাতং মর্দ্দনাৎ সর্ব্বকুষ্ঠজিৎ॥

সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, ধুতুরার রস ও চিতামূলের রস প্রত্যেকে /১ সের, তিল তৈল /৪ সের এবং গোমূত্র /৪ চারিসের; সমস্ত দ্রব্য একত্র পাকপূর্ব্বক তৈলাবশেষ থাকিতে নামাইয়া, উক্ত তৈলসহ গন্ধক, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, অতৈস, বিষ, চিরতা, কোষাতকী, কুড়, বচ, জটামাংসী, ত্রিকটু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সাচিক্ষার, জীরক ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় মিশাইয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

সূর্য্যকান্তরসঃ।

তাপ্যং গন্ধং শুদ্ধসূতং শিলাজত্বম্লবেতসম্।
মৃততাম্রাভ্রকং তুল্যং মধ্বাজ্যগুড়মিশ্রিতম্॥
মাসৈকং শ্বিত্রগং হন্তি সূর্য্যকান্তো মহারসঃ।
মুণ্ডীপঞ্চাঙ্গচূর্ণঞ্চ বাকুচী তুল্যচূর্ণকম্।
মধ্বাজ্য সংযুতং কর্ষং লেহয়েদনুপানকম্॥

স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, পারদ, শিলাজতু, অম্লবেতস, তাম্র ও অভ্র এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধু ঘৃত ও গুড়সহ মিশ্রণ করিয়া ১ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে ক্রিক্কগ নামক কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে বড়থুলকুড়ীর পাতা, মূল, পুষ্প, ফল ও ছাল চূর্ণ এবং ইহাদের সমান সোমবাজীবীজ চূর্ণ একত্র মধু বা ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে হয় জানিবে।

কুষ্ঠকুঠার-রসঃ।

ভস্মসূত সমো গন্ধোমৃতায়স্তাম্র গুগ্‌গুলুঃ।
ত্রিফলা বিষমুষ্টিশ্চ চিত্রকঞ্চ শিলাজতু॥
ইত্যেবং চূর্ণিতং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং নিষ্কষোড়শ।
চতুঃষষ্টি করঞ্জস্য বীজচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।
চতুঃষষ্টি বটীচক্রে মধ্বাজ্যাভ্যাং বিলোড়য়েৎ।
স্নিগ্ধভাণ্ড গতং খাদেদ্দিনিষ্কং গলিতঞ্চ যৎ॥
রসঃ কুষ্ঠকুঠারোঽয়ং গলৎ কুষ্ঠনিকৃন্তনম্।
পথ্যং ত্রিমধুরৈর্দ্দেয়ং দন্তভোজন লেপনম্॥
পঞ্চাঙ্গ তণ্ডুলীমূলং মধুপুষ্পা চ ধান্যকম্।
সিতয়া ভক্ষয়েৎ কর্ষমতিতাপ প্রশান্তয়ে॥
লিহ্যান্নাগবলামূলং মধ্বাজ্যের্ব্বাতিতাপনুৎ।

রসসিন্দুর, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, গুগ্‌গুলু, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, বিষলাঙ্গলিয়ার মূল, চিতামূল ও শিলাজতু, এই সকল প্রত্যেকে ৮ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ তৎসহ ৩২ তোলা করঞ্জবীজ চূর্ণ মিশ্রণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে উচিত পরিমাণে মধু ও ঘৃত সহ মর্দ্দন করতঃ ৬৪টী বটী প্রস্তুত করিয়া একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে গলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্ত

বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট নটের মূল, দন্তীমূল ও ধনে সমভাগে চূর্ণ করিয়া চিনি সহ ২ তোলা মাত্রায় অথবা গোরক্ষ-চাউলা মূল চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে কুষ্ঠরোগীর রো জনিত অত্যন্ত জ্বালা নিবারিত হয় জানিবে। এবং রোগীকে ঘৃত, চিনি ও মধুদ্বারা পথ্য ও প্রলেপ প্রদান করিবে।

লঙ্কেশ্বররসঃ।

ভস্মসূতার্ক লোহানাং কৃষ্ণাগন্ধক টঙ্গণম্।
কুষ্ঠতুল্যক তুল্যাংশং মর্দ্দ্যাং ধুস্তুরজৈদ্রবৈঃ॥
দিনৈকং তদ্বটী কুর্য্যান্মাষ মাত্রঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
রসো লঙ্কেশ্বরো নাম্না প্রসুতমণ্ডল প্রণুৎ।
গন্ধকং ত্রিফলাচূর্ণং নির্ব্বিষীং গুগ্গুলুং সমন্।
লিহেদেরণ্ডতৈলেন কর্ষৈকমনুপানকম্॥

রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, পিপুল, গন্ধক, সো াগা ও কুড় এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ধুতুরার রসে ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপান সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ গন্ধক, ত্রিফলা, নির্ব্বিষ তৃণ ও গুগ্গুলু একত্র চূর্ণ করতঃ ২ তোলা মাত্রায় ভেরেণ্ডার তৈল সহ পান করিলে মণ্ডল কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কুষ্ঠান্তকোরসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং তুল্যং তাপ্যং শিলাজতু।
শুদ্ধতীক্ষ্ণং মৃতং লৌহং সর্ব্বং মর্দ্দ্যাং দিনত্রয়ম॥
কাকমাচী দেবদাল্যোঃ কর্কোটৈশ্চ দ্রবৈদৃঢ়ম্।
মর্দ্দয়েদ্ ভূধরে পচ্যাত্রিদিনন্তু তুষাগ্নিনা॥

নিষ্কার্দ্ধং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রৈঃ রসঃ কুষ্ঠঃ নিকৃন্তনঃ।
ভল্লাত বাকুচী পথ্যা বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা॥
জীরকং বদরীমূলং কটুতৈলেঙ্গুদেন তু।
ভক্ষয়েদনুপানোঽয়ং হন্তি কুষ্ঠং বিচর্চ্চিকাম্॥

পারদ, বিষ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, তীক্ষ্ণলৌহ ও কান্তলৌহ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাকমাচীর রসে ১ দিন, ঘোষালতার রসে ১ দিন এবং কাঁকরোলের রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ভূধর যন্ত্রে তুষাগ্নিযোগে ৩ দিন পাক করিয়া সিকি তোলা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে ভেলা, সোমরাজীবীজ, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, জীরক ও কুলগাছের মূল, এই সকল সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া কটু তৈল বা ইঙ্গুদী তৈল সহ পান করিবে।

লেপঃ।

বালকং মাক্ষিকং লোহং নাগকেশর-পত্রকম্।
চন্দনঞ্চ মৃণালানি ভার্গী চতুর্গুণানি চ॥
ঘৃতং কুষ্ঠে বিলেপোঽয়ং অতিদাহহরঃ পরঃ।

বালা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, নাগকেশর, তেজপত্র, রক্তচন্দন ও বেণার মূল প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ বামনহাটী একত্র ঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠজনিত গাত্রদাহ নিবারিত হয় জানিবে।

লেপঃ।

রসং টঙ্গণ গন্ধার্কক্ষীরং স্নুক্ পয়সাপি চ।
পিপ্পলী চন্দনং কুষ্ঠং ঘৃততুল্যেন পাচয়েৎ॥
লেপোঽয়ং মাতুলঙ্গাম্লৈশ্চর্ম্মকুষ্ঠকুলান্তকঃ।

পারদ, সোহাগা, গন্ধক, আকন্দের আঠা, সিজের আঠা, পিপুল, রক্তচন্দন, কুড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে ঘৃত সহ পাক পূর্ব্বক ছোলঙ্গ-নেবুর রস সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে চর্ম্মগত কুষ্ঠরোগ সকল নিবারিত হয়।

লেপঃ।

কুষ্মাণ্ড চক্রমর্দাভ্যাং বীজং পথ্যা চ সৈন্ধবম্।
ক্ষীরৈস্তক্রৈঃ কাঞ্জিকৈর্ব্বা পিষ্ট্বা লেপশ্চ দদ্রুজিৎ॥

কুষ্মাণ্ডবীজ, চাকুন্দে বীজ, সৈন্ধবলবণ ও হরীতকী একত্র দুগ্ধ ও তক্র অথবা কাঁজি সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয়।

লেপঃ।

পারদং টঙ্কণং গন্ধং মুষলীচার্দ্রক দ্রবৈঃ।
দিনং মর্দ্দ্যং ব্রণে লেপঃ সিধ্ম হন্তি মহদ্ভূতম্॥

পারদ, সোহাগা ও গন্ধক একত্র তালমূলী ও আদার রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে সিধ্মকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

বেতাল-রসঃ।

অভ্রকং মৃতলৌহঞ্চ শুদ্ধসূতং শিলাজতু।
তাপ্যং বাকুচীবীজানি ত্রিফলা মুষলী সমম্।
সব্যোষং চূর্ণিতং লেহ্যং মধুনা নিষ্কমাত্রকম্॥
মাসকং নাশয়েৎ সিধ্ম বেতালোঽয়ং মহারসঃ।

অভ্র, লৌহ, পারদ, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, সোমরাজীবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তালমূলী, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ ।৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটী প্রস্তুত পূর্ব্বক ১ মাস সেবন করিলে সিধ্মকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

লঙ্কাধিপেশ্বরো রসঃ।

সূতাভ্রং শুক্তিভস্মানি গন্ধং তালং শিলাজতু।
অম্লবেতস তুল্যাংশং চাম্লেন মর্দ্দয়েত্ততঃ॥
মধ্বাজ্যাভ্যাং বটী কুর্য্যাদ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েৎ সদা।
কুষ্ঠং হন্তি ন সন্দেহো রসো লঙ্কাধিপেশ্বরঃ॥
ত্রিফলা নিম্ব মঞ্জিষ্ঠা বচা পটোলমূলকম্।
কটুকী রজনী তুল্যং কাথোঽয়মনুপানতঃ॥

পারাভস্ম, অভ্র, শুক্তি, গন্ধক, হরিতাল, শিলাজতু, অম্লবেতস, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া কাঁজির সহিত মর্দ্দন করতঃ ২ রতি মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে ত্রিফলা, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, পটোল, মূলা, কটুকী ও হলুদ ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে।

চক্রমর্দ্দস্য বীজানি কণা শ্বেতাশ্চ সর্ষপাঃ।
কুষ্ঠে দ্বে রজনী তুল্যং তক্রৈঃ পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ॥
সর্ব্বকুষ্ঠহরো লেপো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

চাকুন্দের বীজ, পিপুল, শ্বেতসরিষা, কুড়, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তক্রসহ পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুষ্ঠশৈলেন্দ্ররসঃ।

তালকং মরিচং কুষ্ঠং কাচ টঙ্ক নিশা বচা।
নির্গুণ্ডী নিম্বকরঞ্জা বীজং বা দলমেব বা॥
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণ চূর্ণতুল্যন্তু গুগ্‌গুলুঃ।
বাকুচ্যাঃ পলিকং গ্রাহ্যং পলং সূতঞ্চ গন্ধকম্॥

লোহস্ত দ্বিপলঞ্চাত্র ত্রিফলা জলশোধিতম্।
ষণ্মাষা বটিকা কার্য্যা গোমূত্রেণ নিষেবিতা ॥
কুষ্ঠশৈলেন্দ্রবজ্রাখ্যো লোহোঽয়মমৃতোপমঃ।
অষ্টাদশানি কুষ্ঠানি কণ্ডু দদ্রু সকুষ্ঠকম্ ॥
বিদ্রধিং গণ্ডমালাঞ্চ গর্দ্দভামুপগর্দ্দভাম্।
প্লীহগুল্মোদরান্ হন্তি কাসং শ্বাসং হলীমকম্।
কামলা পাণ্ডুরোগাংশ্চ শ্বয়থুংশ্চামবাতজম্ ॥
চন্দ্রনাথ মুখাৎ শ্রুত্বা গহনানন্দভাষিতঃ।
এষ লোহরসো দিব্যোমেধায়ুর্ব্বলদায়কঃ।
কাল দেশ বয়ো বহ্নীন্দৃষ্ট্বা বা ত্রুটিবর্দ্ধনম্ ॥
অনুপানং প্রকর্ত্তব্যং বাতিকে বিশ্ব কুণ্ডলী।
পটোলমুদ্গৈঃ পিত্তে চ পর্পটেনাপি বারিণা ॥
অঙ্কোঠদলনীরেণ চক্রমর্দ্দ রসৈঃ কফে ॥
কেবলে বাতিকে পৈত্তে গোমূত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ।
মূত্রস্থানে প্রকর্ত্তব্যং ছাগীদুগ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

হরিতাল, মরিচ কুড়, কাচ, সোহাগা, হরিদ্রা, বচ, নিসিন্দাপাতা, নিমছাল করঞ্জার বীজ বা পাতা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এই চূর্ণ সমষ্টির সমান গুগ্গুলু, সোমরাজীবীজ চূর্ণ ৮ তোলা, পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, এবং ত্রিফলার কাথ-জলে শোধিত লৌহচূর্ণ ১৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র গোমূত্র সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৬ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ কণ্ডু, দদ্রু, বিদ্রধি, গণ্ডমালা, প্লীহা, গুল্ম উদর, কাস, কামলা, প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। অনুপান—বাতাধিক্যে শুণ্ঠি ও শুলঞ্চ, পিত্তাধিক্যে পলতা, মুগ ও ক্ষেৎপাপড়ার কাথ এবং কফাধিক্যে আঙ্কোঠপাতার

রস ও চাকুন্দের রস আর কেবল বাত ও পিত্ত রোগে গোমূত্র ত্যাগ করিয়া ছাগদুগ্ধ সহ বটিকা প্রস্তুত করিবে।

পূর্ণচন্দ্রলেপঃ।

করঞ্জৈড়গজানিম্বং গুড়া বাকুচি কুষ্ঠকে।
তালকং মরিচং মুস্তং গোমূত্র কর্দ্দমৈঃ সহ ॥
সর্ব্বকুষ্ঠহরো লেপো গহনানন্দনির্ম্মিতঃ।
দহেৎ দাবানলে যদ্ বৎ নিদাঘ তৃণসঙ্কুলম্।
পূর্ণচন্দ্রকনামায়ং কুষ্ঠনাশো ভবেত্তথা ॥
যথা চন্দ্রো নিশাং মন্দাং তমসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।

করঞ্জ, চাকুন্দের বীজ, নিমছাল, সিজদুগ্ধ, সোমরাজবীজ, কুড়, হরিতাল, মরিচ ও মুথা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গোমূত্র ও কর্দ্দম সহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

সপ্তামৃতালেপঃ।

শতমূলীরসঞ্চৈব কৃষ্ণমূল্যমৃতাকুচী।
চক্রৈড়গজাবজ্রী সমভাগেন লেপয়েৎ ॥
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু কুষ্ঠমন্যং বিনাশনম্।
সপ্তামৃতো ভবেল্লেপো গদাপহে নিশাকরঃ ॥
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদি।

শতমূলীর রস, শ্যামালতা, গুলঞ্চ, কুচুইকাঁটা, সোণালুপত্র, চাকুন্দেবীজ ও সিজের আঠা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতরক্ত ও সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

মিত্রতৈলম্।

রাজবৃক্ষদলস্যাষ্টপলং শুষ্কং সমুদ্ধরেৎ।
তথা সপ্তচ্ছদস্যাষ্টপলং শুষ্কং বিচক্ষণঃ॥
এতৎ ক্বাথে পচেত্তৈল পলান্ পঞ্চ ভিষগ্বরঃ।
স্নুক্ পয়োগন্ধকং পথ্যা করলাবীজমেব চ॥
তোলৈকমানং তৈলেষু দদ্যাৎ পাচন কালতঃ।
তৈলমূর্চ্ছনহেত্বর্থে কৃষ্ণবল্লী বিষাকুচী॥
এষাং তোলা চতুর্দ্দদ্যাত্তৈলপাকার্থ সিদ্ধয়ে।
শ্রীমদ্গহননাথেন মিত্রতৈল বিনির্ম্মিতম্॥
হন্তি বক্তং তথা কুষ্ঠং ক্রিমিদোষং বিশেষতঃ।

তৈল ১০ পল, ক্বাথার্থ সোণালুপাতা /১ সের ও ছাতিমছাল /১ সের, জল ।৮ সের, শেষ /৪ সের এবং কল্কার্থ সিজদুগ্ধ, গন্ধক, হরীতকী ও করলাবীজ প্রত্যেকে ১ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মূর্চ্ছার্থে কালতুলসী, অতৈস ও কুচুইকাঁটা প্রদান করিতে হইবে ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া পাকে।

ধাত্র্যাদিলেহঃ।

ধাত্র্যক্ষপথ্যা ক্রিমিশত্রুবহ্নি-
ভল্লাতকাবল্গুজ লোহভৃঙ্গৈঃ।
ভাগাভিবৃদ্ধৈস্তিলতৈলমিশ্রৈঃ
সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি নিহন্তি লেহঃ॥
জারিত পুটিতচূর্ণং ভৃঙ্গরাজমূলং
মিলিত চূর্ণাদসুরূপম্।
তিলতৈলেন সম্মর্দ্য লেহং ক্রমেণ
বৃদ্ধিস্তদন্তরে অবশ্য নির্ব্রণম্।

আমলকী ১ ভাগ, বহেড়া ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, চিতা ৫ ভাগ, ভেলা ৬ ভাগ, সোমরাজবীজ ৭ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ এবং ভৃঙ্গরাজমূল ৯ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া তিলতৈল সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্টরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহত্যাদি লৌহম্।

বৃহতী শর্করা নাগ তিলসার সমন্বিতঃ।
লোহং কুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরোঽপি সঃ॥
নাগো নাগকেশরচূর্ণং তিলসারো নিস্তুষ তিলঃ।
সর্ব্বসমলোহচূর্ণম্।
ঘৃতমধুভ্যাং নবায়সবৎক্রিয়া।

বৃহতী, শর্করা, নাগকেশর ও নিস্তুষতিল, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ চূর্ণ সকলের সমান মাত্রায় একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

যোগরাজ-লৌহঃ

ত্রিফলা বাকুচী বীজং ভৃঙ্গরাজ কটুত্রিকম্।
গুড়ূচ্যোড়গজাবীজং কেশরাজ সমুস্তকম্॥
ধাত্রীখদির সিন্ধূত্থং যমানী জীরকদ্বয়ম্।
কান্তক্রামবিড়ঙ্গানি সর্ব্বচূর্ণানি কারয়েৎ॥
লোহং সর্ব্বসমং হ্যেষ যোগরাজ ইতি স্মৃতঃ॥
সর্ব্বকুষ্ঠবিকারেষু বিহিতো লোহকোবিদৈঃ।
খদিরং খদিরকাষ্ঠং কান্তক্রামকং কাঞ্জিয়ামুস্তকম্।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোমরাজীবীজ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ, পিপুল,

মরিচ, গুলঞ্চ, চাকুন্দেবীজ, কেন্দুর্য্যা, মুথা, আমলকী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধবলবণ, যমানী, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, ভাদালামুথা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সকলের সমান লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ পঞ্চনিম্বচূর্ণম্।

পুষ্পকালে তু পুষ্পাণি ফলকালে ফলানি চ
সংগৃহ্য পিচুমর্দ্দস্য ত্বগ্ মূলানি দলানি চ॥
দ্বিরংশানি সমাহৃত্য ভাগিকানি প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিফলা ত্র্যষণং ব্রাহ্মীশ্বদংষ্ট্রারুস্করাগ্নিকা॥
বিড়ঙ্গসার বারাহী লৌহচূর্ণামৃতাঃ সমাঃ।
হরিদ্রাদ্বয়াবল্ গুজ ব্যাধিঘাতাঃ সশর্করাঃ॥
কুষ্ঠেন্দ্রযবপাঠাশ্চ কৃত্বা চূর্ণং সুসংযুতম্।
খদিরাসননিম্বানাং ঘনক্কাথেন ভাবয়েৎ॥
সপ্তধা পঞ্চনিম্বস্তু মার্কব স্বরসেন তু।
স্নিগ্ধশুদ্ধতনুর্ধীমান্ যোজয়েচ্চ শুভে দিনে॥
মধুনা তিক্তহবিষা খদিরাশন বারিণা।
লেহ্যমুষ্ণাম্বুনা বাপি কোলবৃদ্ধ্যাপলস্তুবেৎ॥
জীর্ণে চ ভোজনং কার্য্যং স্নিগ্ধং লঘু হিতঞ্চ যৎ।
বিচর্চ্চিকাডুম্বর পুণ্ডরীক কপাল দদ্রুকিটিমালসাদি।
শতারু-বিস্ফোট বিসর্পমালাং
কফপ্রকোপং ত্রিবিধং কিলাসম্॥
ভগন্দর শ্লীপদ বাতরক্তং
জাড্যান্ধ্য নাড়াব্রণ শীর্ষরোগান্।

সর্ব্বপ্রমেহান্ প্রদরাংশ্চ সর্ব্বান্
দংষ্ট্রাবিষং মূলবিষং নিহন্তি ॥
স্থূলোদরঃ সিংহকৃশোদরশ্চ
সুশ্লিষ্টসন্ধির্ম্মধুনোপযোগাৎ।
সমোপযোগাদপি যে দশন্তি
সর্পাদয়ো যান্তি বিনাশমাশু ॥
জীবেচ্চিরং ব্যাধিজরাবিমুক্তঃ
শুভেরতশ্চন্দ্রসমানকান্তিঃ ॥

নিম্বত্বগাদীনাং দ্বিরংশানি প্রত্যেকং ভাগদ্বয়োম্মিতানি ত্রিকলাদীনি ভাগিকানি প্রত্যেকভাগোম্মিতানি তানীতি নিশ্চলঃ। দ্বিরংশানি মিলিত্বা একভাগিকান্যপি মিলিত্বেতি শ্রীকণ্ঠঃ। বারাহী বারাহীকন্দ অবলগুজক আগুজীবীজং ব্যাধিঘাতঃ শোণালুফলমজ্জা খদিরস্য কাষ্ঠং অশনোঽশন ত্বক্ শীতশালো বা খদিরাদীনাং ভাব্যদ্রব্যসমানানাং ঘনেনাষ্টাংশাবশিষ্টেন ক্কাথেন প্রত্যেকং সপ্তধা ভাবনা পঞ্চনিম্বোপলক্ষিতং সর্ব্বমেব চূর্ণং কেবলং পঞ্চনিম্বচূর্ণং বা মার্কব স্বরসেন ভৃঙ্গরাজ স্বরসেন শর্করা তু পশ্চাদ্দেয়েতি শ্রীকণ্ঠঃ। খদিরবারি খদিরস্য পুটদাহস্রুতো রসঃ ক্কাথো বা। অশনস্য বারি ক্কাথ এব মধুনা কফপিত্তে বাতপিত্তে পঞ্চতিক্তাদীনাং খদিরাশন বারিণা-ভিকুষ্ঠহরশ্চৈব উষ্ণাম্বুনা বাতশ্লেষ্মণি কোলবৃদ্ধ্যা কর্ষার্দ্ধ তুর্য্যেতি শ্রীকণ্ঠঃ অধুনা তু তোলকার্দ্ধমারভ্য তোলকং যাবদ্বৃদ্ধিঃ।

নিম্বপুষ্প, নিম্বফল, নিমছাল, নিম্বমূলের ছাল ও নিমপাতা প্রত্যেকে ২ ভাগ লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, ব্রাহ্মীশাক, গোক্ষুর, ভেলা, চিতা, বিড়ঙ্গসার, চর্ম্মকসালু, লৌহ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজবীজ, সোণালু, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদী ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ ভাগ করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক খদিরকাষ্ঠ অশনবৃক্ষের ছাল ও নিমছাল ইহাদের অষ্টাবশিষ্ট ঘনকাথ দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তৎসহ পূর্ব্বোক্ত ভাবিত পঞ্চনিম্ব চূর্ণ ও শর্করা একভাগ মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মধু, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, খদির ও অশনকাথ অথবা উষ্ণোদক সহ সেবন করিলে বিচর্চ্চিকা, পুণ্ডরীকাদি সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ, ভগন্দর, শ্লীপদ, বাতরক্তাদি নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

অমৃতাঙ্কুরলৌহম্।

হুতাশ মুখসংশুদ্ধং পলমেকং রসস্য বৈ।
পলং লোহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ॥
গন্ধকস্য পলঞ্চৈকমভ্রকস্য চ গুগ্‌গুলোঃ।
হরীতকী বিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়োঃ॥
অষ্টমাসাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণিতলানি ষট্।
ঘৃতং দ্ব্যষ্টগুণং লোহাৎ দ্বাত্রিংশত্ত্রিফলাজলম্॥
এবং কৃত্বা পচেৎ পাত্রে শৌল্বে চ বিধিপূর্ব্বকম্।
পাকমেতস্য জানীয়াৎ পাকজ্ঞো লোহপাকবিৎ॥
বিবুদ্ধঃ প্রাতরুত্থায় গুরুদেব দ্বিজার্চ্চকঃ।
রক্তিকাদি ক্রমেণৈব সূতাভ্রমর মর্দ্দিতম্॥
লোহে লৌহস্য দণ্ডেন কুর্য্যাদেতদ্রসায়নম্।
অনুপানঞ্চ কুর্ব্বীত নারিকেলোদকং পয়ঃ॥

সর্ব্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিত-নাশনম্।
পাণ্ডুমেহামবাতঘ্নং বাতরক্তরুজাপহম্॥
ক্রিমিশোথাশ্মরী শূল দুর্নাম বাতকোপনুৎ।
ক্ষয়ং হন্তি মহাশ্বাসমত্যর্থং শুক্রবর্দ্ধনম্॥
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং কান্ত্যায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্।
বিবর্জ্য শাকাম্লমপি স্ত্রিয়ঞ্চ
সেব্যোরসোজাঙ্গললাবকাদেঃ।
শাল্যোদনং ষষ্টিকসাজ্যমুদ্গং
ক্ষৌদ্রং শুভক্ষীরমিহ ক্রিয়ায়াম্॥
সাত্মাঞ্চ গুর্ব্বাদি বৃহৎ করঞ্জ
শিলাজতু ক্ষৌদ্রযুতং পয়শ্চ।
সর্পির্যুতো ভক্ষয়তো বিহঙ্গাৎ
প্রপূর্য্যন্তে দুর্ব্বলদেহধাতুঃ॥
কৃষ্ণস্য পক্ষস্য সিতে তু পক্ষে
ত্রিপঞ্চরাত্রেণ যথা শশাঙ্কঃ॥

পারদ ১ পল, লৌহ ১ পল, তাম্র ১ পল, ভেলা ১ পল, গন্ধক ১ পল, অভ্র ১ পল, গুগ্গুলু ১ পল, হরীতকী ৪ তোলা, বহেড়া ৪ তোলা, আমলকী ২ তোলা ৮ মাষা, গব্যঘৃত ৮ পল এবং ত্রিফলার কাথ ৬৪ পল, যথাবিধানে তাম্রপাত্রে বা লৌহপাত্রে করিয়া এই সকল পাকপূর্ব্বক ঘন হইলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কুষ্ঠ, পাণ্ডু, আমবাত, বাতরক্তাদি নানাপ্রকার ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ সেবনকারী শাক, অম্ল ও স্ত্রীপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। এবং মাংসযূষ, শালি ও ষষ্টিকধান্যের অন্ন ঘৃত, মুগ, মধু ও দুগ্ধাদি ভোজন করিবে।

অমৃতার্ণবলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহং সমভাগং বিচূর্ণিতম্।
সর্ব্বেষামপি চূর্ণানামর্দ্ধভাগং শিলাজতু॥
গুড়ূচী স্বরসৈর্দ্দেয়া ভাবনা রবিরশ্মিভিঃ।
বারত্রয়ং ততঃ শুষ্কং ঘৃতেন সহ মর্দ্দয়েৎ॥
মাসমাত্রঞ্চ মধুনা মর্দ্দিতং ভক্ষয়েন্নরঃ।
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বাতরক্তং সুদুস্তরম্।
জয়েদর্শাংসি সর্ব্বাণি প্রমেহমুদরাণি চ।

শুঠি, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লৌহ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ এবং সকলের অর্দ্ধেক শিলাজতু একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গুলঞ্চের রস দ্বারা সূর্য্যাতপে ৩ বার ভাবনা দিয়া ঘৃত সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ মাষা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠব্যাধি, বাতরক্ত, অর্শ, উদর ও প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়।

সমশর্করো গুগ্গুলুঃ।

যাবশূকসুরদারুসৈন্ধবং
মুস্তকত্রুটি বচা যমানিকা।
ব্যোষদীপ্যকনিশে ফলত্রিকং
জীরকদ্বয় বিড়ঙ্গচিত্রকম্।
কার্ষিকং সুমসৃণং প্রযোজিতং
সংযুতং পুরপলৈশ্চ পঞ্চভিঃ॥
পেষিতং দৃশদি শর্করা সমং
তপ্তসর্পিষি বিনিক্ষিপেত্ততঃ।
বাতরক্তমুদরং প্লীহযক্ষবিষমজ্বরং গরম্

শ্বিত্রকুষ্ঠমখিলং ব্রণাময়ং বিদ্রধি-
ভ্রমগদাংশ্চ দারুণান্।
গৃধ্রসীঞ্চ গুদজাগ্নিমন্দতাং হন্তি
কুষ্ঠজনিতানি যানি চ॥
বজ্রমিন্দ্রকরবিচ্যুতং যথা
হন্তি শৈলকুলমুদ্ধতং দ্রুতম্।
অনুপানপরীহারবর্জ্জিতং
সর্ব্বকালসুখদং নিরত্যয়ম্॥
সেব্যমানমিদমশ্বিনির্ম্মিতং
গুগ্‌গুলোর্হি বটকং রসায়নম্।

দেবদারু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, মুথা, ছোটএলাচি, বচ, যমানী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জৈন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ ও চিতা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, গুগ্‌গুলু ৫ পল এবং ইক্ষুচিনি ৫ পল, একত্র পেষণ পূর্ব্বক তপ্ত ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত, ভগন্দর, প্লীহা, যকৃৎ বিষমজ্বর, বিষদোষ, শ্বিত্রকুষ্ঠরোগ, ব্রণরোগ, বিদ্রধি, ভ্রম, দাহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শ্বিত্রিণোভূতদোষস্য হৃতরক্তস্য চাসকৃৎ।
খদিরাম্বুযবান্নঞ্চ ভোজনে হিতমিষ্যতে।
বায়স্যেড়গজা কুষ্ঠকৃষ্ণাভির্গুড়িকা কৃতা॥
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টা প্রলেপাৎ শ্বিত্রনাশিনী।
বায়সী কাকমাচী।

স্নুহার্কজাতী পূতীকস্বুবর্ণাহলিপল্লবৈঃ।
গোমূত্রপিষ্টৈর্লেপোঽয়ং শ্বিত্রার্শো ব্রণকুষ্ঠহা॥
কুড়বো বাগুজীবীজো হরিতালপলান্বিতঃ।
গবাং মূত্রেণ সপিষা লেপঃ শ্বিত্রহরঃ পরঃ॥
ধাত্রী খদিরয়োঃ কাথং পিষ্ট্বা বল্গুজজং যুতম্।
কুন্দেন্দুধবলং শ্বিত্রং সদ্যো হন্তি ন সংশয়ঃ॥

শ্বিত্র (ধবল) কুষ্ঠরোগীকে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব করাইয়া খদিরকাষ্ঠ কাথ ও যবান্ন ভোজন করিতে দিবে। কাকমাচী, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছাগ-মূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে শ্বিত্রব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে। সিজপাতা, আকন্দপাতা, জাতীপত্র, করঞ্জারপাতা ও সোণালুপাতা একত্র গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে ধবলকুষ্ঠ বিনাশ পায়।

আদ্যং তৈলম্।

আরগ্বধং ধবং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা।
দ্বে রজন্যৌ পচেত্তৈলং চতুর্গুণজলে ভিষক্॥
এতেনাভ্যজ্য শ্বিত্রী চ ক্ষিপ্রং শ্বিত্রং বিনশ্যতি।

ইতি কুষ্ঠরোগাধ্যায়ঃ।

তিল তৈল ⁄৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ—সোণালুপাতা, ধববৃক্ষের ছাল, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা, হরিদ্রা, এবং দারুহরিদ্রা সমভাগে সমস্ত ⁄১ সের মাত্র। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দনে শীঘ্রই শ্বিত্রকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি কুষ্ঠরোগাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ শীতপিত্তাদিচিকিৎসামাহ।

অভ্যঙ্গং কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণাম্বুভিস্ততঃ।
উদর্দ্দে বমনং কার্য্যং পটোলারিষ্টবারিণা॥
ত্রিফলাপুরকৃষ্ণাভির্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।
সিদ্ধার্থরজনীকল্কৈঃ প্রপুন্নাড় তিলৈঃ সহ॥
কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥
দূর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কচ্ছুপামা বিনাশনঃ॥
ক্রিমিদদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ।
নিশারগ্বধ সিন্ধূত্থ বিড়ঙ্গৈড়গজেষ্টকা॥
দূর্ব্বাপর্ণী সকাসঘ্নে রুদর্দ্দে লেপনং হিতম্। *
শুষ্কমূলক স্বরসেন কৌলত্থেন রসেন বা॥
ভোজনং সর্ব্বদা কার্য্যং লাবতিত্তিরজেন বা।
পটোলত্রিফলানিম্ব গুড়ূচী মুস্তচন্দনৈঃ॥
সমূর্ব্বা রোহিণী পাঠা রজনী সদুরালভা।
কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥
কণ্ডূ ত্বগ্দোষ বিস্ফোট বিষবিসর্পনাশকঃ।
অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা॥
শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ।

।ইতি শীতপিত্তাদিরোগাধ্যায়ঃ।

শীতপিত্তরোগে কটু তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ ও উষ্ণজল দ্বারা সেক প্রশস্ত। উদর্দ্দরোগে পলতা ও নিমছালের কাথ দ্বারা বমন এবং ত্রিফলা, গুগ্গুলু ও পিপুল ইহাদের কাথ দ্বারা বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

---

* কাসঘ্নঃ কাসমর্দ্দকঃ।

শ্বেত সরিষা, হরিদ্রা, চাকুন্দেবীজ ও তিল এই সকল দ্রব্য কটু তৈল সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শীতপিত্ত ও উদর্দ্দরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কচ্ছু পামা, ক্রিমি, দদ্রু ও শীতপিত্ত বিনষ্ট হয়। হরিদ্রা, সোণালুপাতা, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, ইষ্টক, দূর্ব্বা, শালপাণী ও কালকাসুন্দা, এই সকল একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উদর্দ্দরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। শুষ্ক মূলার যূষ কুলথ কলায়ের যূষ এবং লাব ও তিত্তির পক্ষীর মাংসের যূষ সহ অন্ন পথ্য শীতপিত্তাদিরোগে হিতকারক বলিয়া জানিবে। পলতা, ত্রিফলা, নিমছাল, গুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, সূর্য্যমুখী, কট্‌কী, আকনাদী, হরিদ্রা ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, কণ্ডু, চর্ম্মদোষ, বিস্ফোট, বিষদোষ ও বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। গণিয়ারীর মূল পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত সহ পান করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোষ্ঠরোগ সপ্তাহ মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি শীতপিত্তাদিরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথাম্লপিত্তচিকিৎসামাহ।

অম্লপিত্তে চ বমনং পটোলারিষ্টবারিভিঃ।
কারয়েন্মদন ক্ষৌদ্রসৈন্ধবেন সমন্বিতৈঃ॥
বাময়েদম্লপিত্তার্ত্তং হিলমোচীরসেন বা।
বিরেচনং ত্রিবৃচ্চূর্ণং মধুধাত্রী দ্রবান্বিতম্॥
প্রযোজ্যমথবা খণ্ড ত্রিবৃতা চূর্ণমাক্ষিকৈঃ।
জলস্থামিব চাত্মানং মন্যমানং সুশোধয়েৎ॥
ঊর্দ্ধগং বমনৈর্দ্ধীমানধোগং রেচনৈর্হরেৎ।

সম্যগ্বান্তং বিরিক্তস্য সুস্নিগ্ধস্যানুবাসনম্।
আস্থাপনং চিরোদ্ভূতে দেয়ং দোষাদ্যপেক্ষয়া॥
পানার্থং তিক্তভূয়িষ্ঠমভীক্ষ্ণমিহ যোজয়েৎ।
যবগোধূম শালীনি লাজারসসিতামধু॥

অম্লপিত্তরোগীকে পলতা ও নিমছালের ক্বাথ সহ মদনফল, মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রণ পূর্ব্বক তাহা অথবা হিঞ্চাশাকের রস বমনার্থ প্রয়োগ করিবে এবং বিরেচনার্থ তেউড়ীচূর্ণ, মধু ও আমলকীর রস একত্র কিংবা ইক্ষুচিনি, তেউড়ীচূর্ণ ও মধু একত্র প্রয়োগ করিবে। ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তরোগীকে বমন দ্বারা এবং অধোগ অম্লপিত্তরোগীকে বিরেচন দ্বারা সংশুদ্ধ করিবে এবং সম্যকপ্রকারে বান্ত ও বিরিক্ত করিয়াও সংশুদ্ধ হইলে, রোগীকে স্নিগ্ধকরতঃ অনুবাসন (পিচকারী), আর রোগ বহুকালোৎপন্ন হইলে আস্থাপন (নিরূহবস্তি) প্রয়োগ করিবে। অম্লপিত্তরোগীকে পানার্থ তিক্তপ্রধান পানীয় দ্রব্য এবং সুপথ্যজন্য যব, গম, শালিধান্য, খৈ, মাংসরস ও মুগাদির যুষ, ইক্ষুচিনি এবং মধু প্রদান করিবে।

ধাত্রীরসোঘৃতৈর্ভৃষ্টো মধুযুক্তোঽম্লপিত্তহা।
ধাত্রীরসো যবক্বাথসংপীতো মধুনা তথা॥
যবকৃষ্ণা পটোলানাং ক্বাথং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
তেষাং বা বিশ্বযুক্তানাং শূলারুচ্যম্লপিত্তহা॥
কিরাতাব্দামৃতা শুণ্ঠী ক্বাথঃ সদ্যোঽম্লপিত্তজিৎ॥

ঘৃতভৃষ্ট আমলকীর রস মধু সহ পান করিলে অম্লপিত্ত রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। আমলকীর রস মধু সহ, যবের ক্বাথ মধু সহ, যব, পিপুল ও পলতা ইহাদের মিলিতক্বাথ মধু সহ অথবা যব, পিপুল, পলতা ও শুণ্ঠী এই ৪টি দ্রব্যের মিলিত ক্বাথ মধু সহযোগে পান করিলে অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ

ও শুষ্ঠী ইহাদের কাথ পান করিলে সদ্যই অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

দশাঙ্গঃ।

বাসামৃতা পর্পটক-নিম্বভূনিম্বমার্কবৈঃ।
ত্রিফলাকুলকৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা॥

বাসক, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পটোল, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে অম্লপিত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

সিংহাস্যামৃত ভণ্টাকীক্কাথং পীত্বা সমাক্ষিকম্*।
অম্লপিত্তং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্॥
ফলত্রয়ং পটোলঞ্চ তিক্তাক্বাথঃ সিতাযুতঃ॥
পীনঃ ক্ষৌতকমধ্বক্তো জ্বরচ্ছর্দ্দ্যম্লপিত্তজিৎ॥

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত কাস, শ্বাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হইয়া থাকে। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পল্‌তা ও কট্‌কী, ইহাদের কাথ চিনি, মধু ও যষ্টিমধু চূর্ণ সহযোগে পান করিলে জ্বর ও বমিসংযুক্ত অম্লপিত্ত বিনাশ পাইয়া থাকে জানিবে।

সমন্তপ্তকং চূর্ণম্।

জুঙ্গা* মৃতাশ্বেতপুনর্ণবানাং
শক্রাশনস্যাপি চ মার্কবস্য॥

---

* সিংহাস্যো বাসকঃ ভণ্টাকী কণ্টকারী।
* জুঙ্গা বৃদ্ধদারকঃ।

চূর্ণং সিতাক্ষৌদ্রযুতং ঘৃতেন
লীঢ়্বা পয়ঃ পেয়মতন্দ্রিতেন ॥
সামঞ্চ বায়ুং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং
কাসাবসাদং জ্বরমম্লপিত্তম্।
শোথং তথা পাণ্ডুমরোচকঞ্চ
প্রমেহমুগ্রং পরিণামশূলম্ ॥
স্নিগ্ধান্নভোক্তুঃ পুরুষস্য শীঘ্রং
নিহন্তি সর্ব্বং কফপিত্তরোগম্।
রসায়নো বহ্নিবলপ্রদশ্চ
দুর্ণামহন্তা সমসপ্তকোঽয়ম্।

বৃদ্ধদারক, গুলঞ্চ, শ্বেতপুনর্নবা, সিদ্ধি ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চিনি, মধু ও ঘৃত সহযোগে লেহন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান ও স্নিগ্ধান্নভোজন করিলে সামবায়ু, গ্রহণী, কাস, অম্লপিত্ত, জ্বর, শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সুপক্বজম্বীররসঃ সায়ং পীতোঽম্লপিত্তজিৎ।
ধন্যাকং চন্দনং মুস্তং যবশ্চেতি সমাংশিকম্ ॥
লেহঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাদম্লপিত্তারুচিজ্বরান্ ॥

সুপক্বজামীরলেবুর রস সায়ংকালে পান করিলে অম্লপিত্তরোগ বিনাশ হয়। ধনিয়া, রক্তচন্দন, মুথা ও যব, এই ৪টী দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

এলাদি মন্থঃ।

এলা পটোলঘনচন্দন ধান্যধাত্রী
বাংশীবরাঙ্গদলনাগকণাভয়াভিঃ।

লেহঃ সিতাজ্যমধুভিঃ সিতয়াথ পিত্তং
হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিজ্বরদাহ-শোষান্॥

ছোট এলাচি, পটোল, মুথা, রক্তচন্দন, ধনিয়া, আমলকী, বংশ-লোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, গজপিপুল ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য উক্তরূপে পেষণ করিয়া চিনি ঘৃত ও মধু সহ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্ত, অম্লপিত্ত, অরুচি, জ্বর, দাহ ও শোষরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

গুড়াভয়া ভৃঙ্গরাজ চূর্ণং তদ্বদ্বান্তিনুৎ॥

গুড়, হরীতকী ও ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ একত্র সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ জনিত বমি নিবারিত হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাঘৃতম্।

দ্রাক্ষামৃতোশীর কিরাতপদ্মঃ*
ত্রায়ন্তী ধাত্র্যব্দ পটোলধান্যৈঃ।
সচন্দনেন্দ্রৈঃ† শৃতমম্লপিত্ত-
কাসাগ্নিসাদজ্বরজিদঘৃতং স্যাৎ॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ।৪ সের, জল ।১৬ সের এবং কল্কার্থ দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, বেণারমূল, চিরতা, পদ্মকাষ্ঠ, বলালতা, আমলকী, মুথা, পটোল, ধনিয়া, রক্তচন্দন ও ইন্দ্রযব, এই সকল বস্তু সমান ভাগে সমস্তে ।১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অম্লপিত্ত ও জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে।

---

* পদ্মং পদ্মকাষ্ঠং।
† ইন্দ্রঃ ইন্দ্রযবঃ জলকতুণ্ডম্।

খণ্ডপিপ্পলী।

কণা চূর্ণস্য কুড়বং ষট্পলং হবিষস্তথা।
বরীরসাৎ পলান্যষ্টৌ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়স্তথা।
খণ্ডপ্রস্থং পচেত্তত্র সিদ্ধে সংচূর্ণ্য ধান্যকম্।
শুণ্ঠীদ্বিজীর পথ্যাব্দ মাংসী ধাত্রী ত্রিজাতকম্॥
পৃথক্ দ্বাদশমাসং হি ষণ্মাসং নাগকেশরম্।
খদিরং মরিচং শীতে ক্ষিপেৎ ক্ষৌদ্রপলত্রয়ম্।
শূলাম্লপিত্ত বান্ত্যগ্নিমান্দ্যজিৎ খণ্ডপিপ্পলী॥

পিপুল চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ সের, গব্যঘৃত ৬ পল, শতাবরী রস ৮ পল, গব্য-দুগ্ধ /৪ সের এবং খাঁড়গুড় /২ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া পাকাবশিষ্টকালে ধনিয়া, শুণ্ঠী, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী, মুথা, জটামাংসী, আমলকী, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১২ মাষা, নাগকেশর, খদিরকাষ্ঠ ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ মাষা এবং মধু ৩ পল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই খণ্ডপিপ্পলী ঔষধ সেবন করিলে শূল, অম্লপিত্ত, বমি ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়খণ্ডপিপ্পলী।

পিপ্পল্যাঃ কুড়বং চূর্ণং পলষোড়শকং ঘৃতম্।
বরীরসাৎ পলান্যষ্টৌ ষোড়শামলকীরসাৎ॥
খণ্ডপ্রস্থং পয়ঃ প্রস্থদ্বয়ে পক্ত্বাক্ষিকং ক্ষিপেৎ।
ধাত্রী ধান্যাভয়াজাজী ত্রিজাতাব্দ সুচূর্ণিতম্॥
কর্ষার্দ্ধং জীরকং কুষ্ঠং নাগরং নাগকেশরম্।
জাতীফলং মরিচঞ্চ শীতে মধুপলত্রয়ম্॥

অম্লপিত্তারুচিচ্ছর্দ্দি শ্বাসকাস জ্বরাপহম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং খণ্ডপিপ্পলী নামকম্।
অক্ষিকং কার্ষিকং পৃথক্।

পিপুল চূর্ণ ১ কুড়ব, গব্যঘৃত ১৬ পল, শতমূলীর রস ৮ পল, আমলকীর রস ১৬ পল, খাঁর গুড় /২ সের এবং গব্যদুগ্ধ /৪ সের, যথাবিধি ইহা পাক পূর্ব্বক অবশিষ্ট সময়ে, আমলকী, ধনিয়া, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র ও বালা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, সাজীরা, কুড, শুণ্ঠী, নাগকেশর, জাতীফল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং মধু ৩ পল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই দ্বিতীয় খণ্ডপিপ্পলী উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, শ্বাস, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়। এবং ইহা অতীব অগ্নিদীপক ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া জানিবে।

খণ্ডশুণ্ঠী।

শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ।
দত্ত্বা দ্বিকুড়বং সর্পিঃ ক্ষীরপ্রস্থত্রয়ে পচেৎ॥
পাকসিদ্ধে ক্ষিপেৎ চূর্ণং কণা ধাত্রী ত্রিজাতকম্।
বাংশীদ্বিজীরকং পথ্যাঽব্দধান্যং ত্রিশাণিকম্॥
পৃথক্ যথাযমরিচং নাগং শীতে তু ত্রিপলং মধু।
শূলাম্লপিত্ত হৃদ্রোগ বাস্ত্যামানিলনাশনম্।
বলবর্ণদমায়ুষ্যং খণ্ডশুণ্ঠী রসায়নম্।

শুণ্ঠী চূর্ণ অর্দ্ধসের, খাঁড়গুড় /২ সের, গব্যঘৃত /১ সের ও গব্যদুগ্ধ /৬ সের, যথাবিধানে ইহা পাক পূর্ব্বক অবশিষ্টকালে পিপুল, আমলকী, ছোটএলাচি, তেজপত্র, দারুচিনি, বংশলোচন, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী, মুথা ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দেড়তোলা, মরিচ ও নাগ-

কেশর চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ মাষা এবং মধু ৩ পল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শূল, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, বমি ও আমবাতরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ ইহা বলজনক, বর্ণপ্রকর্ষক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ও রসায়ন জানিবে।

অগ্নিমুখ তাম্রম্।

গন্ধকেনাক্ষমাত্রেণ সূততুল্যেন নির্ম্মিতা।
কজ্জলী যা তয়া লেপ্যং তাম্রপাত্রস্তু তৎসমম্
অর্জ্জুনত্বগ্রসৈঃ সার্দ্ধং পক্বোড়ুম্বরপল্লবে
আচ্ছাদ্য পঞ্চলবণৈশ্চূর্ণৈশ্চাপি চ মৃণ্ময়ে।
অন্ধমূষাগতং ধ্মাতং তৎসিদ্ধং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
শাণকং রক্তিকাবৃদ্ধ্যা মাসমাত্রং প্রয়োগত
অম্লপিত্তং ক্ষয়ং শূলং জরৎপিত্তং সুদারুণম্॥
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ শরীরং নির্ম্মলং ভবেৎ।

২ তোলা পারদ ও ২ তোলা গন্ধক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া সেই কজ্জলী দ্বারা তাম্রপাত্র লেপন করতঃ অর্জ্জুনছালের রসসহ পাকা যজ্ঞডুমুরের পাতা দ্বারা বাঁধিয়া পঞ্চলবণ চূর্ণ সহযোগে মৃণ্ময় অন্ধমুষা মধ্যে পূরিয়া পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি অনুক্রমে সেবন করিলে অম্লপিত্ত, ক্ষয়, শূল ও জরৎপিত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বাতপিত্তান্তকো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রমুণ্ডার্ক তীক্ষ্ণমাক্ষিক তালকম্।
গন্ধকং মর্দ্দয়েত্তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষা মৃতাদ্রবৈঃ।
ধাত্রী শতাবরী দ্রাবৈর্দ্রবৈঃ ক্ষীরবিদারীজৈঃ॥

দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্লে সিতা ক্ষৌদ্রযুতা বটী।
নিষ্কমাত্রং নিহন্ত্যাশু পিত্তং পিত্তজ্বরং ক্ষয়ম্॥
দাহং তৃষ্ণাং ভ্রমং শোষং বাতপিত্তান্তকো রসঃ।
সিতাক্ষীরং পিবেচ্চানু যষ্টিকাথং সিতাযুতম্॥
পিবেদ্বাপি তু শান্ত্যর্থং শীততোয়েন চন্দনম্॥

পারদ, অভ্র, মুণ্ডলৌহ, তাম্র, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে ১ দিন, আমলকী ও শতাবরীর রসে ১ দিন এবং ভূমিকুষ্মাণ্ড রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে পিত্ত, পিত্তজ্বর, ক্ষয়, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শোষ বিনাশ হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে চিনি ও দুগ্ধ অথবা যষ্টিমধুর কাথ ও চিনি কিংবা রক্তচন্দন ও শীতল জল একত্রপান করিবে।

পঞ্চাননা বটিকা।

শুদ্ধসূতং পলার্দ্ধঞ্চ শুদ্ধগন্ধক তৎসমম্।
দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপলং লিপ্ত্বা মুষান্তরে ক্ষিপেৎ॥
তং সিদ্ধং তাম্রমাদায় পলমেকং সমাহরেৎ।
পারদস্য পলৈকৈকং গন্ধকস্য পলং তথা॥
পুটশুদ্ধস্য লৌহস্য গগনস্য পলং পলম্।
যমানী শতপুষ্পা চ টঙ্কণক্ষারমেব চ॥
প্রত্যেকমেষাঞ্চ পলং তদন্যস্য পলার্দ্ধকম্।
ঘণ্টকর্ণ ভৃঙ্গকেশরাজমণ্ডূরকস্য চ॥
প্রত্যেকঞ্চ সমাদায় সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী চবিকা শুক্লজীরকম্॥

চিত্রকঞ্চ নিশাপাঙ্গ ত্রিবৃতা মাণকস্য চ।
পিপ্পলীমূলকস্যাথ প্রত্যেকেন রসেন চ॥
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা গুড়িকাং সংপ্রকল্পয়েৎ।
পঞ্চাননা বটী খ্যাতা সর্ব্বরোগবিনাশিনী॥
অম্লপিত্তগজেন্দ্রস্য প্রশমী চ রসায়নী।
মহাগ্নিকারিণী চৈষা পরিণামহরা পরা॥
শোথ পাণ্ড্বাময়ং হন্তি প্লীহ গুল্মোদরাপহা।
গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়োমাংসরসা হিতাঃ॥
পক্কাম্রং নারিকেলঞ্চ দ্রাক্ষা তালফলানি চ।
যথেষ্টং ভক্ষয়েদ্রোগী নিঃশঙ্কোচিতমেব তৎ॥

৪ তোলা গন্ধক ও ৪ তোলা পারদ একত্র কজ্জলী করিয়া তদ্দ্বারা প্রলিপ্ত তাম্রপত্র ৮ তোলা মূষামধ্যে পুরিয়া পুটপাক করিবে। পরে উক্ত তাম্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, যমানী, শলুফা ও সোহাগা প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং ঘেঁটকোল, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ ও মণ্ডুর প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, দন্তী, শ্বেতজীরা, চিতা, হরিদ্রা, আপাং, তেউড়ী, মাণকচু, পিপুলমূল ও আদা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১ বার করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক উচিত মাত্রার বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শোথ, পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পানীয়ভক্ত বটিকা।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গামৃতচিত্রকম্।
যমানী হবুষা হিঙ্গু তুম্বুরুং লবণত্রয়ম্॥

ভল্লাতং শতপুষ্পা চ ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্।
অজমোদা বচা শৃঙ্গী রোহিষং বৃহতীদ্বয়ম্॥
বালোবৃদ্ধিবলৌ বাণা তথা মুণ্ডিতিকাদ্বয়ম্।
কুঠারচ্ছিন্নকর্ণৌ বলক্ষঃ পীতঃ শুভাঞ্জনঃ॥
সূর্য্যাবর্ত্তা ত্রিবৃদ্দন্তী ভদ্রোৎকট পুনর্ণবা।
ভার্গী পর্ণাসমূলঞ্চ মেধাবীন্দ্রাশনঃ শটী॥
তেজোবতী গবাক্ষী চ নীলিন্যৌ শরপুঙ্খকম্।
করিকর্ণপলাশঞ্চ গৃধ্রনখ্যৌ শতাবরী॥
গোধাবত্যলম্বুষকো বৃহৎপত্র কুলাহলৌ।
সর্পদংষ্ট্রা কণামূলং রাজানৌ ভৃঙ্গকেশয়োঃ॥
বৃদ্ধদারক শম্পাক বলেন্দ্রস্বরসস্তথা।
দণ্ডোৎপলং রুবুকঞ্চ সুদর্শঃ খরমঞ্জরী॥
তালমূল্যস্থিসংহারঃ ঘণ্টকর্ণোরুদণ্ডিকা।
কর্ষমাত্রঞ্চ সংগ্রাহ্য মেষাঞ্চৈব পৃথক্ পৃথক্॥
একপত্রীকৃতং ব্যোম কৃষ্ণকঞ্চ পলাষ্টকম্।
আম্র ভক্তাম্ল প্যানীয় স্থাপয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
শুষ্কং চূর্ণীকৃতং পশ্চাৎ পুটয়েদ্গোময়াগ্নিনা।
মাণাহস্থিসংহৃৎ কন্দানাং ভৃঙ্গার্দ্র ত্রিফলারসৈঃ॥
এবং হতস্য লৌহস্য ষট্পলস্য যথাক্রমম্।
পশ্চাদেকীকৃতং সর্ব্বং পুটয়েদার্দ্র মালয়োঃ॥
পারদার্দ্ধপলং শুদ্ধং গন্ধকস্য পলস্তথা।
সর্ব্বমেকীকৃতং শ্লক্ষ্ণং পেষয়েদার্দ্রকাম্বুনা॥
যথাবকমিতাঞ্চৈব গুড়িকাং পায়য়েৎ সদা।
গুড়ীত্রয়ং ভক্ষয়িত্বা অম্লকানুপয়ঃ পিবেৎ॥

নাগার্জ্জুনেন মুনিনা নির্ম্মিতা হিতকারিণা।
সর্ব্বরোগহরী চৈষা গুড়িকা চামৃতোপমা॥
অনেন বর্দ্ধতে পুষ্টিরগ্নিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
সর্ব্বরোগা বিনশ্যন্তি চামাজীর্ণজ্বরাদয়ঃ॥
অম্লপিত্তঞ্চ গুদজং গ্রহণীনাশয়েদপি।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ বলীপলিতনাশনম্॥
কাঞ্জিকাম্লঞ্চ মাষঞ্চ মূলকঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ।
সকলা শকুনা ভক্ষ্যা মাংসঞ্চ সকলন্তথা॥
বাযান্নং দধিশাকঞ্চ তক্রঞ্চাপি যথেচ্ছয়া।
সর্ব্বান্নং তিন্তিড়ীবর্জ্জমম্লমাত্রঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥
ন ভক্ষেচ্চুক্রশাকঞ্চ ক্ষীরঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ।
মধুকং নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ॥

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতা, যমানী, হবুষা, হিং, লাউ, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্লবণ, ভল্লাতক, শলুফা, ধনিনা, সাজ্‌'বা, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, বচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গন্ধতৃণ, বৃহতী, কণ্টকারী, বালা, বৃদ্ধি, বরুণবৃক্ষের ছাল, ঝিণ্টি, মুণ্ডিরী, থুলকুড়ী, কোদালে কুড়ুলে, ছিন্নকর্ণ, শ্বেতসজিনা, পীতসজিনা, সূর্য্যাবর্ত্ত, তেউড়ী, দন্তীমূল, গন্ধভাদালিনা, পুনর্ণবা, বামনহাটী, তুলসীমূল, ব্রাহ্মীশাক, সিদ্ধি, শটী, চই, গোরক্ষচাকুলিয়া, নীলগাছ, শ্যামবর্ণ তেউড়ী, শরপুঙ্খা, হস্তিকর্ণপলাশ, গুড়কামাই, কালিয়াকড়া, শতাবরী, গাছালিয়া-মূল, বড় থানকুনী, বটেবগুঙ্গা, কোকসিম, বিছাতী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেস্থর্য্যা, বৃদ্ধদারক, সোণালু, বেড়েলা, নিসিন্দা, দণ্ডোৎপল, এরণ্ড, জাম, আপাং, তালমূলী, হাড়যোড়া, ঘেঁটকোল ও রুদন্তী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, ভাতের কাঁজিতে রক্ষিত কৃষ্ণাভ্র গোময়াগ্নিতে ভস্ম করিয়া তাহা ৮ পল, মানকচু হাতযোড়াকন্দ ভূল-

রাজ আদা ও ত্রিফলারস দ্বারা চক্ত লৌহ ৬ পল এবং কজ্জলী ১২ তোলা একত্র আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৬ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার ৩টী বটী সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কাঁজি ও দুগ্ধ পান করিবে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, গ্রহণী, কামলা, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া কাঁজি ও মাষকলাই, মূলা, সকল প্রকার মৎস্য, মাংস ও তেঁতুল ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিবে। কিন্তু রোগী কদাচ শুকশাক, দুগ্ধ, মধু ও নারিকেল ভক্ষণ করিবে না।

নারিকেলামৃতম্।

নারিকেল ফলপ্রস্থং সুপিষ্টং ঘৃতভর্জ্জিতম্।
প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় শুণ্ঠ্যাশ্চূর্ণস্য তদ্যুতম্॥
দ্বিপাত্রং নারিকেলাম্বু তৎ সমং ক্ষীরমেব চ।
ধাত্র্যাশ্চ স্বরসঃ প্রস্থং খণ্ডস্যাপি তুলাং ন্যসেৎ॥
একীকৃত্য পচেৎ সর্ব্বং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্।
সিদ্ধশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণং তত্র সুশুণ্ডিতম্॥
ত্রিকটোঃ সচতুর্জ্জাত প্রত্যেকস্য পলোন্মিতম্।
ধাত্রীজীরকযুগ্মঞ্চ ধন্যাকং গ্রন্থিপর্ণকম্॥
তুগাপয়োদচূর্ণানি ত্রিকর্ষঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
মধুনঃ পলানি চত্বারি স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
কর্ষপ্রমাণং কর্ত্তব্যং রসং যূষং পিবেদনু।
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাশু শূলঞ্চৈব সুদুস্তরম্॥
পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
অন্নোপরিহৃতং শূলং হৃচ্ছূলঞ্চ সুদুস্তরম্॥
সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠং বায়োর্ব্বেগং যথা গিরিঃ।

কণ্ঠদাহঞ্চ হৃদ্দাহং ছর্দ্দিং তৃষ্ণাং সুদারুণাম্ ॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং যক্ষ্মাণং বিনিহন্তি চ।
পরং বাজীকরং শ্রেষ্ঠং বলপুষ্টি বিবর্দ্ধনম্ ॥
অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং শুভম্।
মূত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতরোগেষু শস্যতে ॥
গুদজানি চ সর্ব্বাণি তাংস্তান্ রোগান্ নিহন্তি চ।
রোগানীকবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতুনা ॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠমমৃতাখ্যং রসায়নম্।

ঝুনা নারিকেলের শাঁস /২ সের পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হইবে, শুণ্ঠী চূর্ণ /২ সের, ঝুনা নারিকেলের জল ।৩ সের, গব্যদুগ্ধ ।৩ সের, আমলকীর রস /৪ সের এবং খাঁড় গুর ।২॥০ সাড়েবার সের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে পাক সমাপ্ত হইয়া শীতল হইয়াছে, তখন শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, ছোট এলাচি ও তেজপত্র চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, আমলকী, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, গেঁঠেলা, বংশলোচন ও মুথা চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ তোলা এবং মধু /১ সের মাত্রায় উহার সহিত মিশাইয়া একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ মাংসরস বা মুগাদির যূষ পান করিতে হয় জানিবে। ইহার দ্বারা অম্লপিত্ত, শূল, পরিণামশূল, পৃষ্ঠশূল, হৃদয়শূল, বাতাধিক্য, কণ্ঠদাহ, কাস, বমি, তৃষ্ণা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমলক্যাদি লৌহম্।

আমলা পিপ্পলী চূর্ণং তুল্যয়া সীতয়া সহ।
রক্তপিত্তহরো লৌহো যোগরাজ ইতি স্মৃতঃ ॥

বল্যোঽগ্নিদীপনো বৃষ্যো মহাম্লপিত্তনাশনঃ।
পিত্তোত্থান্ বাতপিত্তোত্থান্ নিহন্তি বিবিধান্ গদান্॥

সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহচূর্ণম্।

আমলকী চূর্ণ ১ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ১ ভাগ, চিনি ২ ভাগ এবং লৌহ চারি ভাগ একত্র মিশ্রণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, পিত্তজ রোগ, বাতপৈত্তিক রোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ নিবারিত হয়। অপিচ ইহা বলকারক অগ্নিদীপক ও বীর্য্যবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে।

লৌহামৃতলৌহম্।

চিত্রকং ত্রিফলাদন্তী বিদারীং মার্কবং বলাম্।
পীবরীং তালমূলীঞ্চ পৃথগষ্টপলোন্মিতান্॥
অক্ষধাত্রী শিবানাঞ্চ প্রস্থং প্রস্থং সুকুট্টিতম্।
বিপাচ্য সলিলদ্রোণে সুপূতেঽষ্টাংশশেষিতে॥
প্রস্থঞ্চায়োরজঃ শুদ্ধং গন্ধকঞ্চ তদর্দ্ধকম্।
খণ্ডস্য কুড়বং দত্ত্বা নারিকেল পয়স্তথা॥
একীকৃত্য পচেল্লৌহং রসেন সর্পিষা সহ।
অবতার্য্য ততঃ শীতে মধুনোঽষ্টপলং ক্ষিপেৎ॥
ত্রিকটুং ত্রিফলাং দন্তীং বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্।
পলাশবীজং ত্রিবৃতাং হবুষাং জীরকদ্বয়ম্॥
তালীশপত্রধন্যাকং বরাঙ্গং বংশলোচনম্।
ভাগতঃ পলিকং চূর্ণং মাক্ষিকঞ্চ পলদ্বয়ম্॥
শিলাজতু রজস্তদ্বৎ ক্ষিপ্ত্বা ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
লৌহে লৌহেন সঙ্ঘৃষ্য মধু দত্ত্বা ঘৃতার্দ্ধিকম্॥

কৃত্বা চানু পিবেৎ ক্ষীরং জলং বা নারিকেলজম্।
ত্র্যহং মাষমিতং কৃত্বা বর্দ্ধয়েদ্রক্তিকাক্রমাৎ॥
গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসাঃ শুভাঃ।
সেবনীয়া প্রযত্নেন পাবকো বীক্ষ্য চাত্মনঃ॥
উত্থিতাগ্নিঞ্চ ভুঞ্জীত কর্ত্তব্যাপেক্ষয়া বলাৎ।
এবং কুর্ব্বন্ নবং কান্তং প্রাপ্নুয়াদ্দেহমাত্মনঃ॥
তেজস্বী বলবান্ বাগ্মী নির্ব্যাধির্ভাতি দেববৎ।
অস্যোপযোগাৎ সততং স্বরেব পরিহ্নষ্যতি॥
অম্লপিত্তং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং জ্বরম্।
গ্রহণী পাণ্ডুরোগঞ্চ পরিণামভবং রুজম্॥
যে চ কুক্ষিগতা রোগা মন্দানলভবাশ্চ যে।
তান্ সর্ব্বান্নাশয়েদ্রোগান্ লৌহামৃতরসায়নম্॥

ইতি অম্লপিত্তাধ্যায়ঃ।

চিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভৃঙ্গরাজ, বেড়েলা, শতমূলী ও তালমূলী প্রত্যেকে ৮ পল, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী প্রত্যেকে ⁄২ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ⁄৮ সের, লৌহচূর্ণ ⁄২ সের, শোধিত গন্ধক চূর্ণ ⁄১ সের, খাঁড় গুড় অর্দ্ধসের, নারিকেলের জল ⁄১ সের এবং গব্যঘৃত ⁄২ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে পাক সমাপ্ত হইবে, তখন উহাতে ⁄১ সের মধু, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তী, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, পলাশবীজ, তেউড়ী, হবুষা, জীরক, কৃষ্ণজীরক, তালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি ও বংশলোচন, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১৬ তোলা এবং শিলাজতু চূর্ণ ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন

করিয়া লইবে। এই ঔষধ বৃদ্ধানুক্রমে লৌহপাত্রে রাখিয়া লৌহ দণ্ডদ্বারা ঘর্ষণ পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত মধুর সহিত সেবন করিয়া পশ্চাৎ গোদুগ্ধ অথবা নারিকেলের জল অনুপান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া অগ্নির বলানুসারে গুরু ও লঘুকারক অন্ন পানীয়, দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, শূল অগ্নিমান্দ্য, জ্বর প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া দিব্য কান্তি জন্মিয়া থাকে।

ইতি অম্লপিত্ত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিসর্পচিকিৎসামাহ।

বিরেক বমনালেপ সেচনাসৃগ্বিমোক্ষণৈঃ।
উপাচরেদ্যথাদোষং বিসর্পান্ বিদাহিভিঃ॥
পূর্ব্বং বিসর্পেঽস্রমোক্ষ কুর্য্যাল্লঙ্ঘন রুক্ষণম্।
পটোলপিচুমর্দ্দাভ্যাং পিপ্পল্যা মদনেন চ॥
বিসর্প বমনং শস্তং তথা চেন্দ্রযবৈঃ সহ।
মদনং মধুকং নিম্বং বৎসকস্য ফলানি চ॥
বমনঞ্চ বিধাতব্যং বিসর্পে কফপিত্তজে॥

বিরেচন, বমন, প্রলেপ, সেক ও রক্তমোক্ষণ এবং পশ্চাৎ বিদাহি-ক্রিয়া দ্বারা দোষানুসারে বিসর্পরোগের চিকিৎসা করিবে। বিসর্পরোগে সর্ব্বপ্রথমে রক্তমোক্ষণ, লঙ্ঘন ও রুক্ষক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। পলতা, নিম্ব, পিপুল ও মদনফল, ইন্দ্রযব সহ ইহাদের দ্বারা বিসর্প রোগীকে বমন করাইয়া লইবে। মদনফল যষ্টিমধু, নিম এবং ইন্দ্রযব ইহাদের দ্বারা কফপিত্তজ বিসর্পরোগে বমন প্রয়োগ করিবে।

ত্রিবৃচ্চূর্ণং সমালোড্য সর্পিষা পয়সাপি বা॥
উষ্ণাম্বুনা চ পাতব্যং বিসর্পে চ বিরেচনম্।
দ্রাক্ষারগ্বধ কাশ্মর্য্য ত্রিফলা মণ্ডবীজকৈঃ॥
ত্রিবৃদ্ধরীতকীভিশ্চ বিসর্পে শোধনং হিতম্।
পুরাণা জাঙ্গলরসৈঃ শস্তাঃ শালি যবাদয়ঃ॥
বাতে স্নিগ্ধং হিমং পিত্তে রূক্ষং শ্লেষ্মণি যোজয়েৎ॥

তেউড়ীচূর্ণ ঘৃতসহ অথবা দুগ্ধসহ কিংবা উষ্ণজল সহ বিরেচনার্থে বিসর্পরোগে প্রয়োগ করিবে। দ্রাক্ষা, সোণালু, গাম্ভারী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, এরণ্ডবীজ, তেউড়ী ও হরীতকী, ইহাদের দ্বারা, ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা বিসর্পরোগ শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে। পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব প্রভৃতির অন্ন জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংসরস সহযোগে বিসর্প রোগে হিতকারক বলিয়া জানিবে। বাতজ বিসর্পে স্নিগ্ধক্রিয়া, পিত্তজবিসর্পে শীতলক্রিয়া এবং কফজ বিসর্পরোগে রূক্ষক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

কুষ্ঠং শতাহ্বা সুরদারু মুস্তা
বারাহি কুস্তুম্বুরু কৃষ্ণগন্ধাঃ॥
বাতেঽর্ক বংশার্ত্তগলাশ্চ যোজ্যাঃ
সেকেষু লেপেষু তথা ঘৃতেষু॥
রাস্না নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা।
ক্ষীরসর্পির্য্যুতো লেপো বাতবিসর্পনাশনঃ॥

কুড়কাষ্ঠ, শলুফা, দেবদারু, মুথা, চর্ম্মকষা, আলু, ধনিয়া, সজিনা, আকন্দ, বাঁশের কোঁড় ও গড়গড়ে, এই সকলের ক্বাথ দ্বারা পরিষেক অথবা ঐ সকল বাটিয়া ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতজ বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকোশার-চন্দনৈঃ।
সযষ্টীন্দীবরৈঃ পিত্তে ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপনম্॥
কশেরু শৃঙ্গাটক পদ্মগুন্দ্রা
সশৈবালসোৎপল-কর্দ্দমাশ্চ।
বস্ত্রান্তরাঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে
লেপা বিধেয়াঃ সঘৃতাঃ সুশীতাঃ॥

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, বেণারমূল; রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধ সহ পেষণ করত তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। কেশুরমূল, পানীফল, পদ্মফুল, গড়গড়ের মূল, শৈবাল, উৎপল এবং কর্দ্দম, এই সকল দ্রব্য একত্র সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃত সহ পেষণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সঘৃতং লেপনং শ্রেষ্ঠং জম্বুত্বক্ পঞ্চবল্কলম্।
প্রদেহঃ পরিষেকশ্চ শস্যতে পঞ্চ বল্কলৈঃ॥
পদ্মকোশীর মধুকৈশ্চন্দনৈর্ব্বা প্রশস্যতে।
সেকোমধূদকৈদ্রু খৈঃ শর্করেক্ষুরসৈঃ সহ॥
যবচূর্ণং সমধুকং সঘৃতং স্যাৎ প্রলেপনম্।
মৃণালং চন্দনং লোধ্রমুশীরং কমলোৎপলম্॥
শারিবামলকী পথ্যা লেপঃ পিত্তবিসর্পহা॥

জামের ছাল ও পঞ্চবল্কল একত্র সমভাগে ঘৃত সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা পঞ্চবল্কল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ কিংবা পঞ্চবল্কলের কাথ দ্বারা সেক প্রদান করিলে বিসর্পরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। পদ্মকাষ্ঠ,

* পদ্ম পদ্মপুষ্পম্।

বেণারমূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, এই সকলের কাথ দ্বারা পরিষেক অথবা এই সমস্ত দ্রব্য বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধূদক দ্বারা অথবা শর্করা ও ইক্ষুরস মিশ্রিত দুগ্ধ দ্বারা সেক প্রয়োগ করিলে কিংবা যবচূর্ণ ও যষ্টিমধু ঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বিসর্পরোগ নিবারিত হয়।

গায়ত্রী সপ্তপর্ণাব্দ-ধবারগ্বধ-দারুভিঃ॥
কুরুণ্টকৈর্ভবেল্লেপো বিসর্পে শ্লেষ্ম সম্ভবে।*
ত্রিফলা পদ্মকোশীর সমঙ্গাকরবীরকম্।
নলমূল সমস্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মবিসর্পহা॥

খদিরকাষ্ঠ, ছাতিমছাল, মুথা ধববৃক্ষের ছাল, শোণালুপাতা, দেবদারু ও ঝিণ্টি, এই সকল দ্রব্য তুল্য মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কফজনিত বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, করবীরমূল নলেরমূল, ও সিজপত্র এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শ্লেষ্মজনিত বিসর্প ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

পটোল চন্দনারিষ্ট গুড়ূচী বৃষপদ্মকাৎ।
ক্বাথোল্প পঞ্চমূলাদ্বা সঘৃতো বাতিকে হিতঃ॥
মুস্তারিষ্ট পটোলানাং ক্বাথঃ সর্ব্ববিসর্পহা।
ধাত্রী পটোলমুদ্গানামথবাপি ঘৃতান্বিতঃ॥
পটোলারিষ্ট দার্বীত্বক্ তিক্তা ত্রায়ন্তিকা সমা।
সযষ্টীমধুকাঃ সর্ব্বান্ বিসর্পান্ ঘ্নন্তি পানতঃ॥

পলতা, রক্তচন্দন, নিম্বছাল, গুলঞ্চ, বাসক ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের কাথ অথবা পঞ্চমূলের কাথ ঘৃত সহযোগে পান করিলে বাতজনিত

* ধবেত্যত্র বাসেতি কুরুণ্টকৈরিত্যত্র কুটন্নকৈরিতি চ ন পাঠশ্চরকাদাবদর্শনাৎ।

বিসর্পরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। মূথা, নিমছাল ও পলতা, এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্পরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। আমলকী, পলতা ও মুগ ইহাদের কাথ ঘৃতসহ পান করিলে সর্ব্ববিধ বিসর্প ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে। পলতা, নিমছাল, দারু-হরিদ্রাছাল, কটুকী, বলালতা ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্পরোগ নিবারিত হয় জানিবে।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতবৃষ পটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং
খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধ বিষবিসর্পান্ কুষ্ঠ বিস্ফোট-কণ্ডূন্
অপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তজ্বরঞ্চ॥
অত্র বিরেকার্থং গুগ্গুলুং কেচিৎ ক্ষিপন্তি।

গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, মুথা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বিবিধ বিষদোষ, বিসর্পরোগ, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, মসূরিকা, শীতপিত্ত ও জ্বর নিবারিত হয় জানিবে। এই কাথ দ্বারা দাস্ত করাইতে হইলে গুগ্গুলু নিক্ষেপে পান করাইতে হয় জানিবে।

বৃহদমৃতাদিঃ।

অমৃতবৃষ পটোলং নিম্বপত্রৈরুপেতং
ত্রিফলা খদিরসারং ব্যাধিঘাতঞ্চ তুল্যম্।

কথিতমিদমশেষং গুগ্‌গুলোর্ভাগযুক্তং
জয়তি বিষ বিসর্পং কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যম্‌॥

গুলঞ্চ, বাসক, পল্‌তা, নিমপাতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খদিরসার ও শোণালুফলের মজ্জা, ইহাদের কাথ করিয়া গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপে পান করাইলে বিষদোষ, বিসর্প এবং অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

কুষ্ঠেষু যানি সর্পীংসি ব্রণবিস্ফোটকেষু চ।
বিসর্পে তানি যুঞ্জীত পানালেপন-সেচনৈঃ।
বিশেষেণ মহাতিক্তং কুষ্ঠোক্তং যোজয়েদ্ভিষক্‌॥

কুষ্ঠরোগে যে সকল ঘৃত এবং ব্রণরোগে ও বিস্ফোটরোগে যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই বিসর্পরোগে পান প্রলেপ ও সেবনার্থে প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্ত ঘৃত বিসর্পরোগে অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

কালাগ্নিরুদ্ররসঃ।

মৃতং তাম্রাভ্র তীক্ষ্ণানাং ভস্মমাক্ষিক গন্ধকম্‌।
বন্ধ্যাকর্কোটকদ্রাবৈস্তুল্যং মর্দ্যং দিনাবধি॥
বন্ধ্যাকর্কোটিকাং পিষ্ট্বা স্থাপ্যং লেপ্যং মৃদা বহিঃ।
ভূধরাখ্যে পুটে পচ্যাদ্‌ দিনৈকং তং বিচূর্ণয়েৎ॥
রসঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽয়ং দশাহেন বিসর্পনুৎ।
পিপ্‌পলী মধুসংযুক্তমনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥

তাম্রভস্ম, অভ্রভস্ম, তীক্ষ্ণলৌহভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক সমভাগ বনকাঁকরোলের রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক, বনকাঁকরোল পেষণ পূর্ব্বক মুষা প্রস্তুত

করিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া উক্ত মুষাটী মৃত্তিকা দ্বারা লেপিয়া ১ দিন ভূধরযন্ত্রে পুট পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ চূর্ণ করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধু অনুপানে সেবন করিলে ১০ দিবসের মধ্যেই বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ত্যজেদ্বিদাহিপানান্নং বিরুদ্ধং স্বপনং দিবা।
ক্রোধ প্রবাতব্যায়ামসন্তাপঞ্চাগ্নিসূর্য্যয়োঃ॥
ইতি বিসর্পাধ্যায়ঃ।

বিদাহি অন্নপানীয়, দুগ্ধমৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, প্রবলবাতাস, ব্যায়াম, অগ্নির তাপ ও রৌদ্র, এই সকল বিসর্পরোগী অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

ইতি বিসর্পরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিস্ফোটচিকিৎসামাহ।

তত্রাদৌ লঙ্ঘনং কার্য্যং বমনং লঘু ভোজনম্।
তথা দোষবলং বীক্ষ্য যুক্তিযুক্তং বিরেচনম্॥
পটোলেন্দ্র যবারিষ্ট বচামদন সাধিতম্।
প্রদদ্যাৎ বমনে ক্বাথং বিস্ফোটে কফপিত্তজে॥

বিস্ফোটরোগে প্রথমতঃ লঙ্ঘন, বমন, লঘুভোজন এবং দোষানুসারে বলবান্ রোগীকে যুক্তিযুক্ত বিরেচন প্রয়োগ করিবে। পল্‌তা, ইন্দ্রযব, নিমছাল, বচ ও মদনফল, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে কফপিত্তজ বিস্ফোটরোগে উপকার দর্শে জানিবে।

যূষৈঃ সনিম্বৈর্মুদগাদ্যৈঃ পটোলাদ্যৈশ্চ তিক্তকৈঃ।
লঙ্ঘিতং ভোজয়েদ্বৈদ্যো জীর্ণশালি যবাদিকম্॥

শিরীষোশীর নাগাহ্ব হিংস্রাভিলেপনাৎ দ্রুতম্।
বিষ বিসর্প বিস্ফোটাঃ প্রশাম্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
চন্দনং নাগপুষ্পঞ্চ তণ্ডুলীয়কশারিবে।
শিরীষ বল্কলং জাতী লেপঃ স্যাদ্দাহনাশনঃ॥
শিরীষ যষ্টি নতচন্দনৈলা
মাংসী হরিদ্রাদ্বয় কুষ্ঠবাণৈঃ।
লেপো দশাঙ্গঃ সঘৃতঃ প্রদিষ্টো
বিসর্প কণ্ডু জ্বর শোথহারী॥
শিরীষো-ডুম্বরৌ জম্বুঃ সেক-লেপনয়োর্হিতাঃ॥

লঙ্ঘিত বিস্ফোটরোগীকে নিমমুগাদি বা পটোলাদি তিক্ত দ্রব্যের পাতার যূষের সহিত পুরাতন শালিধান্য বা যবাদির অন্ন ভোজন করিতে দিবে। শিরীষছাল, বেণারমূল, নাগকেশর ও কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া জলসহ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে শীঘ্রই বিষদোষ, বিস্ফোট ও বিসর্পরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। রক্তচন্দন, নাগকেশরফুল, চাঁপানটে, অনন্তমূল, শিরীষছাল ও জাতীফুলের পাতা সমানভাগে বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে বিস্ফোটজনিত দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে। শিরীষছাল, যষ্টিমধু তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাচি, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও রামশর, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে ঘৃতসহ বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে বিসর্প, কণ্ডু, জ্বর ও শোথ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। শিরীষছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল ও জামছাল বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে অথবা উহাদের কাথ করিয়া তদ্দারা সেক প্রদান করিলে বিস্ফোট, বিসর্পাদি রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে জানিবে।

দ্বিপঞ্চমূলী রাস্না তু দার্ব্যুশীর দুরালভাঃ ॥
ধান্যমুস্তামৃতা কাথো বাতবিস্ফোটনাশনম্।
দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্য খর্জ্জূর পটোলারিষ্ট পর্পটৈঃ ॥
লাজা কুলত্থ দুস্পর্শৈঃ কাথঃ পিত্তে সিতাযুতঃ।
ভূনিম্ব নিম্বত্রিফলাবাসেন্দ্রযববালকৈঃ।
সপটোলাম্বুদৈঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রঃ কফজে হিতঃ ॥
পটোলামৃত ভূনিম্ব বাসকারিষ্ট পর্পটৈঃ।
খদিরাব্দযুতৈঃ কাথঃ বিস্ফোটার্ত্তি জ্বরাপহঃ ॥

দশমূল, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, দুরালভা, ধনিয়া, মুথা এবং গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পান করিলে বাতজনিত বিস্ফোটরোগ নিবারিত হয়। দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, খেজুর, পল্‌তা, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, খই, কুলথকলায় ও দুরালভা, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপে পান করিলে পিত্তজনিত বিসর্পরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। চিরতা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দুরালভা, ইন্দ্রযব, বালা, পল্‌তা ও মুথা, ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে কফজনিত বিস্ফোট নিবারিত হইয়া থাকে।

পটোল ত্রিফলারিষ্ট গুড়ূচীমুস্তচন্দনৈঃ!
সমূর্ব্বা রোহিণী পাঠা রজনী সদুরালভা।
কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্ ॥
কণ্ড্বগ্‌দোষ বিস্ফোট বিষবিসর্পনাশনম্।
ভূনিম্ববাসা কটুকা পটোল
ফলত্রিকং চন্দননিম্বসিদ্ধঃ।
বিসর্পদাহজ্বর বক্ত্রশোষ
বিস্ফোট-তৃষ্ণা বমিনুৎ কষায়ঃ ॥

পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, গুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, সূচমুখী, কটুকী, আকনাদী, হরিদ্রা ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ করিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মবেদনা, কণ্ডু, চর্ম্মদোষ, বিস্ফোট, বিষদোষ ও বিসর্প বিনষ্ট হইয়া থাকে। চিরতা, বাসক, কটুকী, পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য সমানভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ করিয়া পান করিলে বিসর্প দাহ, জ্বর, মুখশোষ, বিস্ফোট, তৃষ্ণা ও বমী নিবারিত হইয়া থাকে।

পঞ্চতিক্তঘৃতম্।

পটোল সপ্তচ্ছদ নিম্ববাসা
ফলত্রিকা চ্ছিন্নরুহা বিপক্বম্।
তৎপঞ্চতিক্তং ঘৃতমাশু হন্তি
ত্রিদোষবিস্ফোটবিসর্পকণ্ডূন্॥

গব্যঘৃত ⁄৪ সের ত্রিফলার কাথ।৬ সের, জল।৬ সের এবং কল্কার্থ পলতা, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসকছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও গুলঞ্চ, এই সকল সমানভাগে সমস্তে ⁄১ সের মাত্র। যথাবিধি এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে ত্রিদোষজ বিস্ফোট, বিসর্প ও চুলকণা নিবারিত হইয়া থাকে।

মহাপদ্মকঘৃতম্।

পদ্মকং দ্বিনিশা যষ্টি ত্রুটি শেলুনতাময়াঃ।
শিরীষ ক্রিমিজিল্লাক্ষা সিক্থ তুত্থকপিত্থকৈঃ॥
পত্রনাগাহ্ব লোধ্রৈশ্চ কল্কৈঃ সিদ্ধং জলে ঘৃতম্।
বিস্ফোটান্ জ্বরবিসর্পান্ দোষকীটক্ষতাদিকান্॥
হন্তি নাড়ীমগস্ত্যোক্তং মহাপদ্মক-সংজ্ঞিতম্।

গব্যঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ—পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, ছোটএলাচি, বহুবার, তগরপাদুকা, কুড়, শিরীষছাল, বিড়ঙ্গ, দ্রাক্ষা, মোম, তুঁতে, কদবেল, তেজপত্র, নাগকেশর ও লোধ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমুদায়ে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বিস্ফোট জ্বর বিসর্প প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কম্পিল্লং ধাতকী মূর্ব্বা বিড়ঙ্গাগুরুচন্দনৈঃ।
পটোল ত্রিফলারিষ্ট বলা লোধ্র প্রিয়ঙ্গুভিঃ॥
কলিঙ্গেনাথ খদিরৈস্তৈলং পকন্তু রোপণম্।
ইতি বিস্ফোটাধ্যায়ঃ।

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, কমলাগুড়ী, ধাইফুল, স্চমুখী, বিড়ঙ্গ, অগুরুচন্দন, রক্তচন্দন, পলতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, বেড়েলা, লোধ, খদিরকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—ঐ সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /১ সের মাত্র। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে বিস্ফোটের ক্ষত পূরিয়া উঠে।

ইতি বিস্ফোটরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ স্নায়ুকচিকিৎসামাহ।

বিসর্পভেষজং সর্ব্বং স্নায়ুকেঽপি প্রযোজয়েৎ।
স্নেহস্বেদপ্রলেপাদি কর্ম্ম কুর্য্যাত্তথাক্রমম্॥
স্বেদাৎ স্নায়ুকমত্যুগ্রং ভেককাঞ্জিক সাধিতম্।
হন্তি হিজ্জলকবীজং পিষ্টং তদ্বৎ প্রলেপনাৎ॥

শোভাঞ্জন মূলদলৈঃ কাঞ্জিকপিষ্টৈশ্চ সলবণৈর্লেপঃ।
হন্তি স্নায়ুকরোগং যদ্বা মোচত্বচোলেপঃ।

বিসর্পরোগে যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই স্নায়ুকরোগে প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ যথাক্রমে স্নায়ুকরোগে স্নেহ, স্বেদ ও প্রলেপাদি ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। ভেককাঞ্জিক সাধিত কাথ দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিলে স্নায়ুকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তপর্ণশিফাকল্কঃ পানালেপঃ প্রয়োগতঃ।
ত্র্যহাৎ স্নায়ুকরোগঘ্নো দৃষ্টো বারসহস্রশঃ॥
গব্যং সর্পিস্ত্র্যহং পীত্বা নির্গুণ্ডী-স্বরসং ত্র্যহম্।
পিবেৎ স্নায়ুকমত্যুগ্রং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ॥
হিঙ্গু বাংশীজতোয়েন মূলং বা কারবেল্লজম্।
ঘৃতেনৈরণ্ডমূলং বা পিবেৎ স্নায়ুকশান্তয়ে॥
ইতি স্নায়ুকরোগাধ্যায়ঃ।

ছাতিম মূল বাটিয়া সেবন করিলে অথবা তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ৩ দিনের মধ্যেই স্নায়ুকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমে গব্যঘৃত পান পূর্ব্বক পশ্চাৎ নিসিন্দাপাতার রস পান করিলে ৩ দিনের মধ্যেই স্নায়ুক নিবারিত হইয়া থাকে। বংশলোচনের কাথ সহ হিঙ্গু অথবা করলার মূল বাটিয়া সেবন করিলে কিংবা ভেরেণ্ডার মূল ঘৃত সহ বাটিয়া সেবন করিলে স্নায়ুকরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি স্নায়ুকরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মসূরীচিকিৎসামাহ।

তত্রাদৌ বমনং যুঞ্জ্যাত্তথা লঙ্ঘন পাচনম্।
সর্ব্বাসাং বমনং পূর্ব্বং পটোলারিষ্ট বাসকৈঃ॥
কষায়ৈশ্চ বচা বৎস যষ্ট্যাহ্ব ফলকল্কিতৈঃ।
সক্ষৌদ্রং পায়য়েদ্ব্রাহ্ম্যা রসং বা হৈলমোচিকম্।
শ্বেতচন্দনকল্কঞ্চ হিলমোচীভবং রসম্॥
পিবেন্মসূরিকারম্ভে নৈম্বং বা কেবলং রসম্॥

মসূরী (বসন্ত) রোগে প্রথমে বমন, লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। মসূরিকা রোগে সর্ব্ব প্রথমে পলতা, নিম ও বালা, ইহাদের রস দ্বারা অথবা বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফল, ইহাদের কাথদ্বারা বমন প্রয়োগ করিবে। মসূরিকা উত্থিত হইবার প্রথমেই ব্রাহ্মীশাকের রস মধু প্রক্ষেপে বা হিঞ্চাশাকের রস মধু সহযোগে কিংবা শ্বেতচন্দন হিঞ্চাশাকের রস সহ বাটিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

সুষবীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রা চূর্ণসংযুতম্॥
রোমান্তীজ্বর বিস্ফোট মসূরী শান্তয়ে পিবেৎ।
বান্তস্য রেচনং দেয়ং বমনং চাবলেন বৈ।
উভাভ্যাং হৃতদোষস্য বিশুধ্যন্তি মসূরিকাঃ॥
নির্বিকারাল্পপূয়াশ্চ পচ্যন্তে চাল্পবেদনাঃ।
রুদ্রাক্ষং মরিচৈর্যুক্তং পীতং পর্য্যুসিতাম্বুনা॥
ত্র্যহাৎ পাপরুজং হন্তি দৃষ্টং বারসহস্রশঃ॥

করলা উচ্ছের রস অথবা করলা পেষণ পূর্ব্বক হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রণ করিয়া সেবন করিলে রোমান্তী (হাম) জ্বর, বিস্ফোট ও বসন্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। বান্ত ব্যক্তিকে বিরেচন এবং দুর্ব্বল,

হইলে পুনরায় বমন দিবে। এবং প্রকারে বমন বিরেচন উভয়বিধ দ্বারা রোগীর দোষচয় অপনীত হইলে মসূরিকা বিশুদ্ধ, দোষশূন্য ও অল্পায়ুবিশিষ্ট হয়, পাকিয়া উঠে এবং বেদনা অল্প থাকে জানিবে। রুদ্রাক্ষ এবং মরিচ একত্র বাসীজলের সহিত বাটিয়া ৩ দিবস মাত্র সেবন করিলেই বসন্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিল্বস্য কণ্টকাঃ সপ্তসংযুক্তা মরিচেন চ ॥
পিষ্ট্বা ব্যুষিততোয়েন পীতাঃ পাপরুজাপহাঃ।
যাবৎ সংখ্যামসূর্য্যাঙ্গে তাবন্তিঃ শেলুজৈর্দলৈঃ ॥
ছিন্নৈ রাতুরনাম্না তু গুড়ী চেতি ন বর্দ্ধতে।
চৈত্রাসিত-ভূতদিনে রক্তপতাকান্বিতা স্নুহী ভবনে ॥
ধবলিত কলসে ন্যস্তা পাপরুজো দূরতো ধত্তে।
বাণীরবিল্বজনিতক্কাথং পর্য্যুষিতমুত্তমে দিবসে ॥
চৈত্রস্য পাপরোগঃ পিবতাং ন ভবেদ্ধ্রুবং চেৎ।

৭টী বেলের কাঁটা ও মরিচ একত্র বাসীজলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে বসন্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। গাত্রে যে কয়েকটী মসূরী বহির্গত হইবে, সেই কয়েকটী চালতার পাতা ছিঁড়িয়া রোগীর নামানুসারে গুটিকা প্রস্তুত করিলে আর বসন্ত জন্মিতে পারে না জানিবে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী দিনে রক্তপতাকান্বিত মনসাসিজ উত্তোলন পূর্ব্বক শ্বেতকলসীর মধ্যে রাখিলে বসন্তরোগ দূরীভূত হয় জানিবে। বেতস ও বেল, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া বটী করতঃ চৈত্রমাসের উত্তম দিবসে পান করিলে সত্বর পাপরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বেণুত্বক্ স্বরসো লাক্ষা কার্পাসাস্থি ময়ূরকঃ।
যবপিষ্টং বিষং সর্পির্বচা ব্রহ্মী সুবর্চ্চলা ॥

আদৌ ধূপাস্তথালাভমেতৈর্ব্বাশু মসূরিকাঃ।
নশ্যন্ত্যল্পরুজাপূয়া নির্ব্বিকারা ভবন্তি চ॥

বাঁশের ছালের রস, লাক্ষা, কাপাসের আটি, তুঁতিয়া, যববাটা, বিষ, ঘৃত, বচ, ব্রাহ্মীশাক ও সুবর্চ্চলা, এই সকল দ্রব্য প্রাপ্তি অনুসারে গ্রহণ পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা ধূপ প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর মসূরিকা বিনষ্ট হয় এবং উহার দোষশূন্যতা, অল্পপূয ও বেদনা কমিয়া যায় জানিবে।

দ্বিপঞ্চমূলী রাস্না চ দার্ব্বুশীরং দুরালভাঃ॥
সামৃতং ধান্যকং মুস্তং জয়েদ্বাতসমুত্থিতাম্।
গুড়ূচী মধুকং রাস্না পঞ্চমূলং কনিষ্ঠকম্॥
চন্দনং কাশ্মর্য্যফলং বলামূলং বিকঙ্কতম্।
পাককালে মসূর্য্যান্তু বাতজায়াং প্রযোজয়েৎ॥

দশমূল, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনিয়া ও মুথা, ইহাদের কাথ পান করিলে বাতজনিত মসূরীরোগ বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, স্বল্পপঞ্চমূল, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলার মূল ও বঁইচ, ইহাদের কাথ বাতজনিত বসন্তের ব্রণ পাকিবার সময়ে রোগীকে পান করিতে দিবে।

শ্যামা পর্পটকারিষ্ট চন্দনদ্বয়রেণুকৈঃ।
ধাত্রী তিক্তা বৃষোশীর যাসৈশ্চ ক্বথিতং জলম্॥
পীতং মসূরিকাং হন্তি পিত্তজাং দাহসংযুতাম্।
দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্য খর্জ্জুরপটোলারিষ্ট বাসকৈঃ।
লাজামলক দুস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তস্তু পৈত্তিকে॥
শর্করা প্রক্ষেপঃ॥

শ্যামালতা, ক্ষেত্তপাপড়া, নিমছাল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুকা,

আমলকী, কট্‌কী, বাসক, বেণারমূল ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্য সমান-ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ করিয়া পান করিলে পিত্তজনিত বিসর্পরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, খেজুর, পল্‌তা, নিমছাল, বাসকছাল, খৈ, আমলকী ও দুরালভা, ইহাদের কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজনিত বিসর্প-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

শিরীষোডুম্বরাশ্বত্থ শেলুন্যগ্রোধ বল্কলৈঃ।
প্রলেপঃ সঘৃতঃ শীঘ্রং ব্রণবিসর্প দাহহা॥
শেলুককৃতশীতাম্বুঃ সেকে বা কায়শোধনে।
দুরালভাং পর্পটকং ভূনিম্বং কটুরোহিণীম্॥
শ্লৈষ্মিক্যাং পিত্ত-জায়াস্তু পানে নিঃকাথ্য দাপয়েৎ।
অমৃতাদি কষায়স্তু জয়েৎ পিত্তকফান্বিতাম্॥

শিরীষছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, অশ্বত্থের ছাল, চালিতার ছাল ও বটের ছাল, সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃত সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বসন্তের ব্রণ, বিসর্প ও দাহ নিবারিত হইয়া থাকে। চালিতাছালের শীতল কাথ দ্বারা পরিষেক করিলে বসন্তরোগে উপকার হইয়া থাকে জানিবে। দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, চিরতা ও কট্‌কী, ইহাদের কাথ পান করিলে শ্লৈষ্মিক ও পিত্তজ মসূরিকারোগ নষ্ট হয়। অমৃতাদির কাথ পান করিলে পিত্ত শ্লৈষ্মিক মসূরী নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

নিম্বাদিঃ।

নিম্বং পর্পটকং পাঠাং পটোলং কটুরোহিণীম্।
বাসাং দুরালভাং ধাত্রীমুশীরং চন্দনদ্বয়ম্॥
এষ নিম্বাদিকঃ খ্যাতঃ সিতয়া চ সমন্বিতঃ।

হন্তি ত্রিদোষমসূরীং জ্বরবীসর্প সম্ভবাম্।
উত্থিতাং প্রবিশেদ্ যাতু পুনস্তাং বাহ্যতো নয়েৎ॥

নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদী, পলতা, কটুকী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্রৈদোষিক বসন্ত, জ্বর ও বিসর্প প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কাঞ্চনালত্বচঃ ক্বাথঃ স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণিতঃ।
নিহন্ত্যান্তং প্রবিষ্টাস্তু মসূরীং বাহ্যতো নয়েৎ॥
বিল্বপত্র রসেনৈব মূর্চ্ছিতঃ পারদো রসঃ।
হিলমোচীরসো হন্তি পীতো মধু সমাযুতঃ॥
মসূরীং সর্ব্বজাং শীঘ্রং অস্থিজাং সর্ব্বদেহজাম্॥

কাঞ্চনবৃক্ষের ছালের কাথ স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট মসূরী শরীরের বাহির্ভাগে স্ফুটিত হইয়া থাকে। বিল্বপত্রের রস দ্বারা মূর্চ্ছিতপারদ হিঞ্চাশাকের রস মধু সহযোগে সেবন করিলে অস্থিজাত ও সর্ব্বদেহজাত সর্ব্ববিধ বসন্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পটোলাদিঃ।

পটোল কুণ্ডলীমুস্ত বৃষধন্বযবাসকৈঃ॥
ভূনিম্ব নিম্বকটুকা পর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্।
মসূরীং শময়েদাসাং পকাশ্চৈব বিশোষয়েৎ॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্বিস্ফোট-জ্বরশান্তয়ে।

পলতা, নিমছাল, কটকী, গুলঞ্চ, মুথা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরতা ও ক্ষেৎপাপড়া এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক

ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অপক্ব মসূরী প্রশমিত হয়, পক্ব মসূরী বিশোধিত হয় এবং বিস্ফোট ও জ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পটোলমূলারুণ তণ্ডুলীয়কং
পিবেদ্ধরিদ্রামলকল্ক সংযুতম্।
মসূরী বিস্ফোট বিদাহশান্তয়ে
তদেব রোমান্তিবমি জ্বরাপহম্॥
পটোল মূলারুণ তণ্ডুলীয়কং
তথৈব ধাত্রী খদিরেণ সংযুতম্।
পিবেজ্জলং সুক্বথিতং সুশীতলং
মসূরিকা রোগ-বিনাশনং পরম্॥

পটোলের মূল, অরুণবর্ণ নটেশাক, হরিদ্রা ও আমলকী একত্র বাটিয়া সেবন করিলে মসূরিকা ও বিস্ফোট জনিত দাহ ও হামজ্বর এবং বমী নিবারিত হয়। পটোলের মূল, অরুণবর্ণ নটেশাক, আমলকী ও খদির, এই দ্রব্য চতুষ্টয় একত্র পেষণ পূর্ব্বক উহাদের ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক শীতল করিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই বসন্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

খদিরাষ্টকঃ।

খদির ত্রিফলারিষ্ট পটোলামৃতবাসকৈঃ।
ক্বাথোঽষ্টকাঙ্গো জয়তি রোমান্তিক-মসূরিকাঃ॥
কুষ্ঠ বিস্ফোট বিসর্প কণ্ড্বাদীনপি পানতঃ।

খদিরকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পলতা, গুলঞ্চ, বাসকছাল ও নিমছাল এই কয়টী দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ক্বাথ করিয়া পান করিলে রোমান্তী, বসন্ত প্রভৃতি চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুড়প্রক্ষেপঃ।

পাককালে তু সর্ব্বাস্তা বিশোষয়তি মারুতঃ।
তস্মাৎ সংবৃংহণং কার্য্যং ন তু পথ্যং বিশোষণম্॥
গুড়ূচী মধুকং দ্রাক্ষা মোরটং দাড়িমৈঃ সহ।
পাককালে তু দাতব্যং ভেষজং গুড়সংযুতম্॥
তেন পাকং ব্রজত্যাশু নচ বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।

সর্ব্বপ্রকার মসূরিকা পাকিবার সময়ে বায়ু উহাদিগকে শুষ্ক করিয়া থাকে, একারণে বিশোষক পথ্য প্রয়োগ না করিয়া বৃংহণ (পুষ্টিকর) পথ্যই প্রদান করিবে। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মোরটালতা ও দাড়িমছাল, ইহাদের কাথ করিয়া গুড় প্রক্ষেপ দিয়া বসন্তের পাকিবার সময়ে পান করিলে, উহা শীঘ্রই পাকিয়া উঠে, অথচ বায়ু প্রকুপিত হয় না জানিবে।

লিহ্যাদ্বা বাদরং চূর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু।
অনেনাশু বিপচ্যন্তে বাতপিত্ত কফাত্মিকাঃ॥
শূলাধ্মান পরীতস্য কম্পমানস্য বায়ুনা।
ধন্বমাংসরসাঃ শস্তা ঈষৎ সৈন্ধব-সংযুতাঃ॥
পঞ্চমুষ্টিক য়ূষস্তু দোষত্রয়হরং পরম্।
সাধিতো দশমূলার্দ্ধং শৃতেন ধন্বজো রসঃ॥
হন্তি কম্পং প্রলাপঞ্চেত্যানুভূতমনেকধা।

কুলচূর্ণ ইক্ষুগুড় সহযোগে সেবন করিলেও মসূরিকা পাকিয়া উঠে। শূল ও আধ্মান পীড়িত এবং বায়ু কর্ত্তৃক কম্পমান ব্যক্তিকে জাঙ্গল মাংসের রস সৈন্ধব সহযোগে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। কুল, কুলথকলায়, মুগ, মূলা ও শুণ্ঠী, ইহাদের যূষ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে ত্রিদোষ বিনষ্ট হয় জানিবে। দশমূল সহ

জাঙ্গল মাংসের রস প্রস্তুত করিয়া পান করিলে কম্প ও প্রলাপ দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে।

জাতীপত্র, সমঞ্জিষ্ঠা দার্বীং পূগফলং শমী।
ধাত্রীফলং সমধুকং কথিতং মধুসংযুতম্॥
মুখরোগে কণ্ঠরোগে গণ্ডূষায়ং প্রশস্যতে।
কুষ্টাভয়া রজো লিহ্যান্মধুনা কণ্ঠশুদ্ধয়ে॥

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারী, শমী, আমলকী ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখরোগ ও কণ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে। কুড়কাঠ ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন করিলে কণ্ঠ বিশুদ্ধ হয় জানিবে।

অষ্টাঙ্গকাবলেহো বা কবড়শ্চার্দ্রকাদিভিঃ।
শেলুত্বক্ ত্রিফলা দার্বী ক্বাথো রোচনয়া যুতঃ॥
অক্ষোঃ সেকং প্রশংসন্তি গবেধু মধুকাম্বুনা॥
মধুকং ত্রিফলা মূর্বা দার্বী ত্বঙ্নীলমুৎপলম্।
উশীরং লোধ্রমঞ্জিষ্ঠা প্রলেপাশ্চ্যোতনে হিতাঃ॥
গবেধু মধুসিন্ধূত্থ ঘৃতং বৈকঙ্কতং সমম্।
নেত্রয়ো রঞ্জনাদ্ধন্তি শোষং বিস্ফোট-দুর্জ্জয়ম্॥

অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিলে, অথবা আদার রসাদির কবল ধারণ করিলে কিংবা চালিতার ছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথ গোরোচনা সহযোগে পান করিলে বা গড়গড়ে ও যষ্টিমধুর কাথ দ্বারা চক্ষুতে সেক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া মূর্চমুখী, দারু-হরিদ্রার ছাল, নীলোৎপল, বেণারমূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, ইহাদের প্রলেপ দ্বারা চক্ষুতে আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিলে অথবা গড়গড়ে, মধু, সৈন্ধবলবণ, ঘৃত ও বৈঁচ, এই সকল সমান মাত্রায় বাটিয়া তদ্দ্বারা

চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই দুর্জ্জয় বিস্ফোট নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

মসূরীহররসঃ।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ।
ধবলা পিপ্পলী ধাত্রী রুদ্রাক্ষ ঘৃতমাক্ষিকৈঃ॥
পাপরোগান্তকো যোগঃ পৃথিব্যামেব দুর্ল্লভঃ॥
ইতি মসূরীহর রোগাধ্যায়ঃ।

শোধিত মূর্চ্ছিত পারদভস্ম, শ্বেতাপরাজিতা, পিপুল, আমলকী ও রুদ্রাক্ষ, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ১ মাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহযোগে মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বসন্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ইতি মসূরীরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ক্ষুদ্ররোগচিকিৎসামাহ।

তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভি রুপাচরেৎ।
শুক্তি সৌরাষ্ট্রিকা ক্ষার কল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ॥
ইন্দ্রলুপ্তে সিরাং বিদ্ধা শিলাকাশীশ তুত্থকৈঃ।
লেপয়েৎ পরিতঃ কল্কৈস্তৈলং বাহভ্যঞ্জনে হিতম্॥
কুটন্নটং শিখীজাতী করঞ্জ করবীরজৈঃ।
অবগাঢ় পদকৈব প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুঞ্জাফলৈশ্চিরং লিম্পেৎ কেশভূমিং সমন্ততঃ॥

অপক্ক অজগল্লিকারোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে।

ঝিনুক, সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকা ও যবক্ষার একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। ইন্দ্রলুপ্তরোগে শিরাবিদ্ধন করিয়া হরিতাল, হিরাকস ও তুঁতে একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। শোণা, চিতা, জাতী, করঞ্জ ও করবীর, এই সকল একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে পুনঃ পুনঃ গাঢ় প্রলেপ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে অথবা গুঞ্জাফল বাটিয়া তদ্দ্বারা মস্তকের সর্ব্বত্র প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

হস্তিদন্তমসীলেপঃ স তৈলমিন্দ্রলুপ্তজিৎ।
হস্তিদন্তং মসীকৃত্বা মুখঞ্চৈব রসাঞ্জনম্॥
লোমান্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষপি।
ভল্লাতক বৃহতীফল গুঞ্জামূলফলেভ্যঃ।
একেন মধুসহিতৈর্ব্বিলিপ্তং সুরপতিলুপ্তং শমং যাতি॥

হস্তীর দাঁত দগ্ধ করতঃ মসী প্রস্তুত করিয়া তৈলসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হস্তী-দন্তের কালী প্রস্তুত করিয়া রসাঞ্জন সহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত আরোগ্য হওয়া দূরে থাক, হস্ততলে পর্য্যন্ত লোম উত্থিত হইয়া থাকে জানিবে। ভেলার আটী, ব্যাকুড় ফল, কুঁচের মূল ও ফল ইহাদের যে কোন একটী মধুসহ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই ইন্দ্রলুপ্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহতীফল সংপিষ্টং গুঞ্জাফলঞ্চেন্দ্রলুপ্তস্য।
কনকনিঘৃষ্টস্য সতো দাতব্যং প্রচ্ছিতস্য সদা।
মধুকেন্দীবর মূর্ব্বা তিলাজ্য গোক্ষীর ভৃঙ্গলেপেন।
অচিরাদ্ভবন্তি কেশা ঘন-দৃঢ়মূলায়তানৃজবঃ॥

ব্যাকুড়কল ও কুঁচ একত্র বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে অথবা স্বর্ণ বা কনকধুতুরা বাটিয়া তদ্দারা মস্তকে প্রলেপ দিয়া সর্ব্বদা মস্তক ঢাকিয়া রাখিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। যষ্টিমধু, নীলোৎপল, সূচমুখী, তিল, ঘৃত, গব্যদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে অল্পকালের মধ্যেই ইন্দ্রলুপ্তরোগ নিবারিত হইয়া মস্তকের চুল ঘন, দৃঢ়মূল, বিস্তৃত এবং কুঞ্চিত হইয়া থাকে জানিবে।

মালত্যাদি তৈলম্।

মালতী করবীরাগ্নি নক্তমাল বিপাচিতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমিন্দ্রলুপ্ত বিনাশনম্॥
ইদং হি ত্বরিতং হন্তি দারুণং নিয়তং নৃণাম্।
অগ্নিশ্চিত্রকঃ গোমূত্রেণ পাকঃ।

তৈল ৴৪ সের, গোমূত্র ।৬॰সের এবং কল্কার্থ মালতীপত্র, করবীর, চিতা ও করঞ্জছাল এই সকল পদার্থ সমানভাগে সমুদায়ে ৴১ সের মাত্র। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে অতি সত্বর ইন্দ্রলুপ্ত ও দারুণক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

স্নুহ্যাদ্যং তৈলম্।

স্নুহীপয়ঃ পয়োঽর্কস্য মার্কবো লাঙ্গলীবিষম্।
মূত্রমাজং সগোমূত্রং রক্তিকা সেন্দ্রবারুণী॥
সিদ্ধার্থং তীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং দত্বা বিপশ্চিতা।
বহ্নিনা মৃদুনা পক্বং তৈলং খালিত্য নাশনম্॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠসমানাপি রুক্ষা যা রোমতস্করী।
লিপ্তা সানেন জায়েত ঋক্ষনারীবলোমশা॥

লাঙ্গলীবিষং লাঙ্গলিয়া মূলম্।

রক্তিকা গুঞ্জাফলম্।

তীক্ষ্ণতৈলং নয়াফটকীমূলং কেচিচ্চ সিদ্ধার্থং

তীক্ষ্ণতৈলমিতি শ্বেতসর্ষপতৈলং বদন্তি।

তৈল ⁄৪ সের, গোমূত্র ⁄৮ সের, ছাগমূত্র ⁄৮ সের এবং কল্কার্থ সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, লাঙ্গলিয়ামূল, কুঁচফল, রাখাল-শশার মূল, শ্বেতসরিষা ও লতাফট্‌কীর মূল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে ⁄১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে খালিত্যরোগ (টাক) বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আদিত্য পাকতৈলম্।

বটাবরোহ কেশিন্যোশ্চূর্ণেনাদিত্য পাচিতম্।

গুড়ূচীস্বরসে তৈলমভ্যঙ্গাৎ কেশরোপণম্॥

কেশিনী ভূকেশী এবঞ্চতুগুর্ণম্।

বটের কুঁড়ি ও ভূকেশীচূর্ণ এবং গুলঞ্চের রস সহ তৈল মিশাইয়া সূর্য্যাতপে পাক করিয়া মস্তকে মর্দ্দন করিলে তথায় কেশ উত্থিত হইয়া থাকে জানিবে।

তৈলং সযষ্টিমধুকৈঃ ক্ষীরে ধাত্রীফলৈঃ শৃতম্।

নস্য দত্তং জনয়তি কেশান্ শ্মশ্রূণি চাপ্যথ॥

শ্বেতসর্ষপকল্কেন স্নানং দারুণকাপহম্।

কার্য্যো দারুণকে মূর্দ্ধ্নি প্রলেপো মধুসংযুতঃ॥

পিয়ালবীজমধুকৈঃ কুষ্ঠমিশ্রৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।

কাঞ্জিকস্থাস্ত্রিসপ্তাহং মাসাদ্দারুণকাপহাঃ॥

তৈল ⁄৪ সের, দুগ্ধ ।৩ সের এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু ও আমলা উভয়ে মিলিত ⁄১ সের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক তাহার নস্য গ্রহণে কেশ ও

শ্মশ্রু উঠিয়া থাকে জানিবে। শ্বেত সরিষা বাটিয়া তদ্দ্বারা স্নান করিলে বা মস্তকে প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ (মাথার খুস্কী) বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড় ও সৈন্ধবলবণ, এই চারিটী দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া ২১ দিবস কাঁজির মধ্যে রাখিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে একমাসের মধ্যে দারুণক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

নাগরঙ্গ ফলত্বগ্‌ভিঃ স্নানং লেপনকন্তথা।
সহনীলোৎপল কেশব যষ্টীমধু তিলৈঃ সদৃশমামলকম্।
চিরজাতমপি শীর্ষে দারুণরোগং সমং নয়তি॥

নারাঙ্গালেবুর ফলের ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা স্নান করিলে বা মস্তকে প্রলেপ দিলে সত্বর দারুণক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। নীলোৎপল, পুন্নাগপুষ্প, যষ্টিমধু ও তিল প্রত্যেকে একভাগ এবং আমলকী ৪ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে চিরকালজাত দারুণক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিত্রকাদিতৈলম্।

চিত্রকং দন্তিমূলঞ্চ কোষাতকী সমন্বিতম্॥
কল্কং পিষ্ট্বা পচেত্তৈলং কেশশক্র বিনাশনম্।

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের এবং চিতা, দন্তীমূল ও কোষাতকী সমান ভাগে সমস্তে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

গুঞ্জাতৈলম্।

গুঞ্জাফলৈঃ শৃতং তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
কণ্ডুদারুণহৃৎকুষ্ঠ কপালব্যাধি নাশনম্।

তৈল /৪ সের, ভৃঙ্গরাজের রস ।৬ সের, এবং কল্কার্থ গুঞ্জামূল

/১ সের, যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে কণ্ডু, দারুণক ও কপাল কুষ্ঠ-ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজ-তৈলম্।

ভৃঙ্গরাজত্রিফলোৎপলশারিব-
লৌহপুরীষ সমন্বিতকারি।
তৈলমিদং পচ দারুণহারি
কুঞ্চিতকেশঘনস্থিরকারি॥

তৈল /৪ সের, ভৃঙ্গরাজের রস ।৬ সের এবং কল্কার্থ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, অনন্তমূল, লৌহমল ও আম্রফলের মজ্জা সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশ ঘন, কুঞ্চিত ও দৃঢ় হয়।

হরিদ্রাদ্যং তৈলম্।

হরিদ্রাদ্বয় ভূনিম্ব ত্রিফলারিষ্ট চন্দনৈঃ।
এতত্তৈলমরুংষীণাং সিদ্ধমভ্যঞ্জনে হিতম্॥

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা চিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে অরুংষিকারোগ (মাথার ফুস্‌কুড়ি) নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বংশতৈলম্।

কটুতৈলমরুংষীঘ্নং মূত্রে বংশফলৈঃ স্মৃতম্।

কটু তৈল /৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের এবং কল্কার্থ বাঁশের ফল কুট্টিত /১ সের মাত্র। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে অরুংষিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কাকমাচী তৈলম্।

কাকমাচীরসে সিদ্ধং কটুতৈলং চতুঃপলম্।
মনঃশিলা সোমরাজীবীজসিন্দূর-গন্ধকৈঃ॥
শাণমাত্রৈস্তদভ্যঙ্গাৎ হন্ত্যবশ্যমরুংষিকাম্।
পামাং বিচর্চ্চিকাঞ্চৈব তথান্যান্ শিরসো ব্রণান্॥

কটু তৈল /১ সের, কাকমাচীর রস /৪ সের এবং কল্কার্থ-মনছাল, সোমরাজীবীজ, সিন্দূর ও গন্ধক প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকাদিতে মর্দ্দন করিলে অরুংষিকা, পামা, বিচর্চ্চিকা ও শিরোব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

লৌহমলামলককল্কৈঃ সজবাকুসুমৈর্নরঃ সদা স্নায়ী।
পলিতানীহ ন পশ্যতি গঙ্গাস্নায়ীবপাতকানি॥
শিরসি লেপং কৃত্বা চিরং স্নাতব্যঃ।
নবদগ্ধ শঙ্খচূর্ণ কাঞ্জিকসহিতং হি সীসকং ঘৃষ্ট্বা।
লেপাৎ কচানর্কদলানবদ্ধান শুভ্রান্ করোতি নীলভবান্॥

লৌহমল, আমলকী ও জবাফুল একত্র বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিয়া অনেকক্ষণ পরে স্নান করিলে পলিত (চুলপাকা) নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। সদ্যদগ্ধ শঙ্খচূর্ণ ও সীসক কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিয়া মাথায় আকন্দের পাতা বাঁধিয়া রাখিলে শুভ্রবর্ণ কেশও নীলবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধাত্রীফলদ্বয়ং পথ্যে দ্বে তথৈকং বিভীতকম্।
লোহ চূর্ণস্য কর্ষস্তু কর্ষার্দ্ধং চূতমজ্জতঃ॥
পিষ্ট্বা লৌহময়ে ভাণ্ডে স্থাপয়েদুষিতং নিশাম্।
লেপো নিহন্যাদচিরাদকালপলিতং মহৎ॥

দুইটী আমলকী, দুইটী হরীতকী, একটী বহেড়া, লৌহচূর্ণ ২ তোলা

এবং আঁবের মজ্জা ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক একটী লৌহময় ভাণ্ডমধ্যে রাত্রিতে রাখিয়া বাসী করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মস্তকে প্রলেপ দিলে অকালজনিত কেশপক্কতা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ত্রিফলা চূর্ণসংযুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ।
ঈষৎ পক্কে নারিকেলে ভৃঙ্গরাজ রসান্বিতে॥
মাসমেকন্তু নিঃক্ষিপ্য সম্যক্ গর্ত্তাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ততঃ শিরো মুণ্ডয়িত্বা লেপং দত্বা ভিষগ্বরঃ॥
সংবেষ্ট্য কদলী পত্রৈর্ম্মোচয়েৎ সপ্তমে দিনে।
ক্ষালয়েত্ত্রিফলাক্বাথৈঃ ক্ষীরমাংস রসাশিনঃ॥
কপালরঞ্জনঞ্চৈতৎ কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥

ত্রিফলাচূর্ণ ও লৌহচূর্ণ একত্র ভৃঙ্গরাজের রসে মিশ্রিত করিয়া একটী ঝুনা নারিকেলের মধ্যে পূরিয়া একমাস পর্য্যন্ত রাখিবে, তৎপরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া উহা দ্বারা লেপন পূর্ব্বক কলার পাতা দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখিবে, তদনন্তর ৭ সাত দিবস পরে খুলিয়া ত্রিফলা ক্বাথ দ্বারা মস্তক ধুইয়া দুগ্ধ ও মাংস সহযোগে অন্ন ভোজন করিলে অকাল-জনিত পলিত নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ওড্রকুসুম স্বরসো মধুতুল্যো নস্যতঃ পলিতম্।
যোগশতৈরপ্যজিতং মাসাজ্জয়তি নাশ্চর্য্যম্॥

জবাফুলের স্বরস মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে ১ মাসের মধ্যেই অকাল কেশপক্কতা নিবারিত হইয়া চুল কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে।

চন্দনাদিতৈলম্।

চন্দনং মধুকং মূর্ব্বা ত্রিফলানীলমুৎপলম্।
কান্তা বটাবরোহশ্চ গুড়ূচী বিষমেব চ॥
লৌহচূর্ণং তথা কেশী শারিবে দ্বে তথৈব চ।
মার্কব স্বরসেনৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
শিরস্যুৎপতিতাঃ কেশা জায়ন্তে যেন কুঞ্চিতাঃ।
দৃঢ়মূলামূলাঢ্যাশ্চ তথা ভ্রমরসন্নিভাঃ॥
নস্যেনাকাল পলিতং নিহন্যাত্তৈলমুত্তমম্॥

তৈল /৪ সের, ভৃঙ্গরাজ স্বরস ।৬ সের এবং কল্কার্থ রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, সূচমুখী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, বটের কুঁড়ি, গুলঞ্চ, মৃণাল, জারিতপুট পাক করা লৌহ, ভূকেশী, অনন্তমূল ও শ্যামালতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকে মর্দন করিলে কেশ কুঞ্চিত, দৃঢ়মূলও ভ্রমরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং উহার নস্য গ্রহণ করিলে অকালজনিত পলিত নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

নীলবিন্দুতৈলম্।

অঞ্জনং মধুকং কৃষ্ণং তার্ক্ষজং শারিবোৎপলম্।
ত্রিফলা নীলিকাপত্রং কাশীশং মুস্তকং তিলাঃ॥
আম্রাস্থি তালপত্রঞ্চ ফলং পিণ্ডীতকস্য চ।
জম্বাম্রার্জ্জুনপত্রাণি কূর্ম্মপিত্তং সতুত্থকম্॥
ভূকেশঃ শিংশপাশ্চৈব মার্কবং সত্রিকণ্টকম্।
পৃথক্ কর্ষসমান্ ভাগান্ তথা লৌহরজঃ সমম্॥
তৈলপ্রস্থমজাক্ষীরং ধাত্রী ভৃঙ্গরসাঢ়কম্।

পক্বস্তু লৌহভাণ্ডস্থং শিরসোহভ্যঙ্গনস্যয়োঃ।
যত্নেন যোজয়েত্তৈলং বরাঙ্গে বিনিপাতয়েৎ
পতন্তি বিন্দবো যত্র কৃষ্ণত্বমুপজায়তে।
ভবন্তি কুটিলাঃ শীঘ্রং কেশাঃ ষট্‌পদকোপমাঃ॥
খালিত্যং পলিতঞ্চৈব ইন্দ্রলুপ্তঞ্চ নাশয়েৎ।
মেধ্যং মঙ্গল্যমায়ুস্যং বলবর্ণকরঃ শিবম্॥
নীলবিন্দুরিতি খ্যাতং বিশ্বামিত্রেণ পূজিতম্॥

তৈল /৪ সের, ছাগদুগ্ধ, আমলকীর রস ও ভৃঙ্গরাজের রস মিলিত /৮ আট সের এবং কল্কার্থ সৌবীরাঞ্জন, যষ্টিমধু, রসাঞ্জন, অনন্তমূল, উৎপল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলের পাতা, হিরাকস, মুথা, তিল, আঁবের আটী, তালপত্র মদনফল জামের পাতা আঁবের পাতা, অর্জ্জুনবৃক্ষের পাতা, কচ্ছপের পিত্ত, তুঁতিয়া, ভূকেশী, শিশুগাছের ছাল, ভৃঙ্গরাজ এবং গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এবং লৌহচূর্ণ ২ তোলা করিয়া এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের ছালের কাথ /৮ সের। যথাবিধানে এই তৈল লৌহপাত্রে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মস্তকের কেশভূমিতে যে যে স্থলে পতিত হইবে, সেই সেই স্থলের কেশ নিশ্চয়ই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিবে এবং চুল সমধিক কুঞ্চিত হইয়া থাকে ইহা দ্বারা খালিত্য, পলিত ও ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহদ্‌ভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ভৃঙ্গরাজ রসে কংসে কেশরাজ রসে তথা।
ত্রিফলায়া রসে কংসে ক্ষীরকংসে সুসাধিতম্॥
কংসং চ তিলতৈলস্য লৌহপাত্রে তু পাকবিৎ।
কল্কং মৃণাল শালক মঞ্জিষ্ঠা পীতশালকম্॥

নীলিকা পদ্মবীজঞ্চ শটীমুস্তং পুনর্ণবা।
বয়া বাট্যালকং কেশী কেশরাজং সকেশরম্॥
মণ্ডূরং চাম্রবীজঞ্চ শ্যামানন্তা প্রিয়ঙ্গুকা।
পাকলং মধুকং ঝিণ্টি দেবদ সপদ্মকম্॥
হ্রীবেরং চন্দনং পত্রং মেধা মধুরিকা বরী।
ন্যগ্রোধো রোচনা তুত্থং মাহেন্দ্রী কেতকী কেশী॥
উৎপলঞ্চৌড্রপুষ্পঞ্চ নীলীলতাক্ষবীজকম্।
রাস্না চ গৈরিকং দার্বী পুণ্ডরীকং রসাঞ্জনম্॥
জীবনীয়গণো লাক্ষা শ্রীখণ্ডং ভদ্রমুস্তকম্।
ত্বক্ পত্রং বাবুষামুলং কৃষ্ণাগুরু চ লোধ্রকম্॥
দত্বা পলোম্মিতৈর্ভাগৈঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
শিরোমধ্যগতান্ রোগান্ নেত্ররোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
হন্তিবাতঞ্চ পিত্তঞ্চ পলিতং কালসম্ভবম্।
খালিত্যমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥
কচান্ নীলতরান্ কুর্য্যাৎ সুস্নিগ্ধান্ কুটিলাংস্তথা।
নস্যাভ্যঞ্জনপানে চ তৈলমেতৎ প্রযোজয়েৎ॥
যত্র তৈলরসস্যাস্য পতন্তি বিন্দবঃ শুভাঃ।
তত্র কেশাঃ প্রজায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি॥
অজাতে কেশে মস্তে চ জাতে নষ্টে চ বা পুনঃ।
তত্রোপজায়তে কেশং হন্তি দারুণকং তথা॥

তিল তৈল ।৬ সের, ভৃঙ্গরাজের রস ।৬ সের, কেশুর্য্যার রস ।৬ সের, ত্রিফলার কাথ ।৬ সের, গব্যদুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ মৃণাল, শালুক, মঞ্জিষ্ঠা, পীতশাল, নীল, পদ্মবীজ, শঠী মুথা, হরীতকী, পুনর্ণবা, আমলকী, বহেড়া, বেড়েলা, ভূকেশী, কেশুরে, নাগকেশর, মণ্ডূর, আঁবেরবীজ,

শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, যষ্টিমধু, ঝিণ্টি, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, রক্তচন্দন, তেজপত্র, মেথী, মৌরী, শতাবরী, বটের কুঁড়ি, গোরোচনা, তুঁতে, বড়মাকাল, কেতকী, মাংসরোহিণী, উৎপল, লালজবা, নীলী, বহেড়ার বীজ, রাস্না, গেরীমাটী, দারুহরিদ্রা, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, রসাঞ্জন, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাণী, লাক্ষা, রক্তচন্দন, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, চাঁপাকলার মূল, কৃষ্ণাগুরু ও লোধ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকাদিতে মর্দ্দন করিলে শিরোরোগ, নেত্ররোগ, খালিত্য প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

লোধ্রনাগ বলালেপস্তারুণ্যপিড়কাপহঃ।
তদ্বদ্গোরোচনাযুক্তং মরিচং মুখলেপনাৎ॥
সিদ্ধার্থক বচালোধ্র সৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনম্।
বরগুঞ্চ নিহন্ত্যাশু পিড়কাং যৌবনোদ্ভবাম্॥
ব্যঙ্গেস্ত চার্জ্জুন ত্বচা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা।
লেপঃ সনবনীতা বা শ্বেতাশ্বখুরজা মসী॥
শ্বেতাশ্বখুর দগ্ধ নবনীতেন সমলেপঃ॥

লোধ্র ও গোরক্ষচাকুলে বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ-ফোড়া নিবারিত হইয়া থাকে। গোরোচনা ও মরিচ একত্র বাটিয়া অথবা শ্বেতসরিষা, বচ, লোধ ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণফোড়া বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। অর্জ্জুনের ছাল অথবা মঞ্জিষ্ঠা মধুর সহিত বাটিয়া অথবা শ্বেতবর্ণ অশ্বের খুর দগ্ধ করত মসী প্রস্তুত করিয়া নবনীত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ (মেছেতা) নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠ লোধ্র প্রিয়ঙ্গবঃ॥
বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্নামুখকান্তিদাঃ।

ব্যস্তসমস্তেন।

মধুনা দাড়িমার্দ্র ত্বগ্লেপো ব্যঙ্গ বিনাশনঃ।
ব্যঙ্গজিদ্বরুণত্বগ্বা ছাগদুগ্ধ প্রপেষিতা॥

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটের কুঁড়ি ও মসূর এই সকল দ্রব্য একটা বা যে কয়েকটা হউক একত্র বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। মধু, দাড়িমছাল, আদা ও দারুচিনি একত্র বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ নিবারিত হয়। বরুণ বৃক্ষের ছাল ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলেও ব্যঙ্গরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

কেবলান্‌পয়সা পিষ্ট্বা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলিকণ্টকান্।
আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমোমুখম্॥
শ্বেতং পুনর্ণবা মূলং সর্পাক্ষী মূলসংযুতম্।
উদ্বর্ত্তনং হরেৎ স্ত্রীণাং অক্ষিচ্ছায়াশ্চ দুঃসহাঃ॥
মহিষী ক্ষীরসংপিষ্টমঞ্জনং রক্তচন্দনম্।
কৃতোলেপো নিহন্ত্যাশু মক্ষিকাং গণ্ডয়োঃ স্থিতাম্॥

কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ শিমুলের কাঁটা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে ৩ দিনের মধ্যেই ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া বদন পদ্ম সদৃশ সৌন্দর্য্য-শালী হয়। শ্বেত পুনর্ণবার মূল এবং সর্পাক্ষীর মূল একত্র বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে স্ত্রীদিগের অক্ষিচ্ছায়া নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। রসাঞ্জন ও রক্তচন্দন মহিষীর দুগ্ধে বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে গণ্ডস্থিত মাচিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মনঃশিলা তথা লোধ্রং দ্বিনিশা সর্ষপাঃ সমম্॥

বারি পিষ্টো হিতো লেপো বদনৈর্ম্মক্ষিকাং হরেৎ।
মাক্ষিকং তালকং তুত্থং রাজাবর্ত্ত শিলাজতু ॥
মহিষাক্ষং সর্ব্বতুল্যং পেষয়েন্মহিষী পয়ৈঃ।
সপ্তাহং মর্দ্দয়েদ্‌গাঢ়ং ব্যঙ্গঘ্নং কান্তিবর্দ্ধনম্॥
মহিষী ক্ষীরমথিতমেতদুদ্বর্ত্তনং হিতম্।
মুখবর্ণকরং স্ত্রীণাং তিলকালঞ্চ নাশয়েৎ ॥

মনছাল, লোধ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মক্ষিকা নামক কৃষ্ণবর্ণ দাগ সকল নিবারিত হইয়া মুখ উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট হয় জানিবে। স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, তুঁতে রাজাবর্ত্ত, শিলাজতু ও মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মহিষীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করত বদনে প্রলেপ দিলে সপ্তাহ মধ্যে ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয়। মহিষীর দুগ্ধের ননী বদনে মর্দ্দন করিলে স্ত্রীদিগের মুখের কান্তি বর্দ্ধিত ও তিলকালক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

প্রথমমঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

চতুর্গুণং গবাং ক্ষীরং ক্ষীরার্দ্ধং তিলতৈলকম্॥
মঞ্জিষ্ঠাদ্বিনিশা লোধ্র তুবরী তালকং শিলা।
লাক্ষা গোরোচনা কুষ্ঠং তথা চ কুঙ্কুমদ্বয়ম্॥
গৈরিকং শিখিতুত্থঞ্চ বটবৃক্ষস্য পত্রকম্।
নাগকেশর কালীয় পদ্মবীজঞ্চ কেশরম্।
পারদং গন্ধকং পত্রং ত্বচঞ্চ প্রতিকার্ষিকম্॥
সর্ব্বং পাচ্যং তৈলশেষং ব্রক্ষণাম্মক্ষিকাপহম্।
বদনঞ্চেন্দুতুল্যং স্যাৎ সপ্তরাত্রান্ন সংশয়ঃ॥

তিলতৈল /৪ সের, গব্যদুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, হরিতাল, মনছাল, লাক্ষা, গোরোচনা, কুড়, দুই প্রকার কুঙ্কুম, গেরীমাটী, তুঁতে, বটবৃক্ষের পাতা, নাগকেশর, কালিয়াকাষ্ঠ, পদ্মবীজ ও পদ্মকেশর, পারদ, গন্ধক, তেজপত্র ও দারুচিনি প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া মুখে মালিশ করিলে সাত রাত্রির মধ্যেই মুখগত মক্ষিকারোগ নষ্ট হইয়া মুখ চন্দ্রের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

মধুযষ্টীপলং তদ্বৎ দ্বাত্রিংশতি পলঞ্চ বৈ।
পাদশেষো ভবেৎ কাথো কাথাংশং তিলতৈলকম্॥
পুনর্মরিচ মঞ্জিষ্ঠা প্রতিমর্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ।
তৈলশেষং পচেৎ সর্ব্বং লেপোঽয়ং মুখবর্ণকৃৎ॥

যষ্টিমধু /।০ পোয়া, জল ৩২ পল, শেষ /১ সের, তিল তৈল /।০ পোয়া এবং কল্কার্থ মরিচ ৪ তোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ৪ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া মুখে মর্দ্দন করিলে ব্যঙ্গরোগাদি বিনষ্ট হইয়া মুখের কান্তি উজ্জ্বল হইয়া থাকে জানিবে।

তৃতীয়মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গং সযষ্টিকম্॥
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ।
অজাক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ।
মুখং প্রসন্নোপচিতং বলীপলিত বর্জ্জিতম্॥
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ মুখং স্যাৎ কাঞ্চনপ্রভম্।

তিলতৈল /১ সের, ছাগদুগ্ধ /২ সের এবং মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা,

ছোলঙ্গলেবু ও যৌলপুষ্প প্রত্যেক ২ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া মুখে মর্দ্দন করিলে নীলিকা, পিড়কা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি মুখ দূষিত রোগ সকল ৭ সাত রাত্রির মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। বদন-মণ্ডল উজ্জ্বল প্রভাশালী ও কাঞ্চন সদৃশ দীপ্তি বিশিষ্ট হয় এবং অকাল-জনিত বলী পলিতাদি দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্।

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।
কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলুঙ্গস্য কেশরম্॥
কুসুম্ভং মধুযষ্টী চ ফলিনী মদয়ন্তিকা।
নিশে গোরোচনা পদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা॥
কাকোল্যাদি সমাযুক্তৈরেভিরক্ষসমৈর্ভিষক্।
লাক্ষারস পয়োভ্যাঞ্চ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমম্।
করোতি বদনং সদ্যঃ পুষ্টিলাবণ্য কান্তিদম্॥
সৌভাগ্যলক্ষ্মীজননং বশীকরণমুত্তমম্।

তিল তৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, জল ।৩ সের এবং কল্কার্থ কুঙ্কুম, পলাশবীজ, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কালিয়া-কাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, ছোলঙ্গলেবুর কেশর, কুসুমবীজ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, বেলফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মনঃশিলা, গোরোচনা, পদ্মপুষ্প, উৎপল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া মুখে মালিশ করিলে সদ্যই ব্যঙ্গ, নীলিকা প্রভৃতি মুখগতরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া বদনমণ্ডল কান্তি বিশিষ্ট হয়।

কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্।
এতন্নিশ্চিত্য নির্দ্দিষ্টং ন তস্য গুদনির্গমঃ॥

বৃক্ষাম্লকঞ্চ চাঙ্গেরী শুণ্ঠীপাঠা যবাগ্রজম্।
তক্রেণ শীলয়েৎ পায়ুভ্রংশার্ত্তানলদীপনম্॥

পদ্মের কোমল পাতা চিনির সহিত সেবন করিলে গুহ্যদেশ বহির্গত হইতে পারে না। তেঁতুল, আমরুলী, শুণ্ঠি, আকনাদী ও যবক্ষার এই সকল বস্তু একত্র সমান ভাগে তক্রসহ মিশ্রিত করিয়া পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে গুদভ্রংশরোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে জানিবে।

চাঙ্গেরী ঘৃতম্।

চাঙ্গেরী কোল দধ্যম্ল যবক্ষার সমাযুতম্।
ঘৃতমুৎকথিতং দেয়ং গুদভ্রংশ-রুজাপহম্॥
বদরস্য ক্বাথঃ, দধি চাঙ্গের্য্যা স্বরসঃ।

ঘৃত ৴৪ সের, আমরুলীর রস ৴৪ সের, কুলের কাথ ৴৪ সের, অম্লদধি ৴৪ সের এবং যবক্ষার ৴১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে গুদভ্রংশ রোগের বেদনা অপনীত হইয়া থাকে জানিবে।

মূষিকামাংস কুড়বং দশমূলং পলোন্মিতম্।
চিত্রকং দ্বিপলঞ্চাত্র ক্বাথশ্চাষ্টগুণেঽম্ভসি॥
পাদাবশেষং কর্ত্তব্যং তৈলং পাচ্যং পয়ঃ সমম্।
জীবনীয়ৈস্তু তৎপাদৈঃ পচেন্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥
অভ্যঙ্গান্নাশয়ত্যাশু গুদভ্রংশং সুদারুণম্।
ভগন্দরং গুদে শূলং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্॥

ইতি ক্ষুদ্ররোগাধ্যায়ঃ।

তিলতৈল ৴৮ সের, গব্যদুগ্ধ ৴৮ সের কন্ধার্থ ইন্দুরের মাংস ৴১ সের, দশমূল প্রত্যেকে ১ পল, চিতার মূল ২ পল, জল ১২৮ পল, শেষ ৩২ পল

এবং কল্কার্থ জীবনীয় দ্রব্য সমূহ মিলিত /২ সের মাত্র। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক গুহ্যদেশে মর্দ্দন করিলে সুদারুণ গুহ্যভ্রংশ, ভগন্দর, গুহ্যশূল, নালীঘা ও দুষ্টব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি ক্ষুদ্ররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মুখরোগচিকিৎসামাহ।

মুখদন্তমূলগলজাঃ প্রায়ো রোগাঃ কফাস্রভূয়িষ্ঠাঃ।
তস্মাত্তেষামসকৃদ্রক্তং বিস্রাপয়েদ্দুষ্টম্॥
শুদ্ধির্নস্যং কবড়াঃ কটুতিক্তাঃ কফরক্তহরং কর্ম্ম॥
যবতৃণ ধান্যযুক্তং রূক্ষৈর্যূষাদিকং হিতং তেষু॥

মুখরোগ দন্তমূলগতরোগ এবং গলরোগ সমস্ত প্রায়ই কফ ও রক্তদোষ নিমিত্ত জন্মিয়া থাকে, একারণ ঐ সকল রোগে পুনঃপুনঃ দূষিত রক্তস্রাব, বমন, বিরেচন, নস্য ও কটু ও তিক্ত দ্রব্যের কবল এবং কফ ও দূষিতরক্ত নাশক ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিতে হয় জানিবে। অপিচ উক্তরোগে যব ও তৃণধান্যের অন্ন রূক্ষদ্রব্যের যূষাদি পথ্য বলিয়া জানিবে।

ওষ্ঠপ্রকোপে বাতোত্থে শাল্বনেনোপনাহয়েৎ।
মস্তিষ্কে চৈব নস্যে চ তৈলং বাতহরং স্মৃতম্॥
শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসং গুগ্‌গুলুং সুরদারু চ॥
যষ্টিমধুকচূর্ণঞ্চ বিদধ্যাৎ প্রতিসারণম্।
ত্রিকটুঃ সর্জ্জিকাক্ষারঃ ক্ষারশ্চ যবশূকজঃ॥
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যং এতচ্চ প্রতিসারণম্।
প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা লোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্॥

হিতঞ্চ ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং প্রলেপনম্।
তৈলাক্তং সর্জ্জচূর্ণঞ্চ জলধৌতমনেকধা।
লেপতঃ শতশো দৃষ্টমোষ্ঠস্ফুটন-নাশনম্॥

বাতজনিত ওষ্ঠপ্রকোপে শাবনস্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং মস্তিষ্ক-রোগে নস্যার্থে বাতনাশক তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শ্রীবেষ্টক, ধুনা, গুগ্‌গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিলে কিংবা শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ সাচিক্ষার ও যবক্ষার একত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিলে অথবা প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লোধ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিলে বা ত্রিফলা চূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে অথবা পুনঃ পুনঃ জলে ধৌত সাজীমাটীচূর্ণ তৈল সহ মিশ্রণ করিয়া তাহার দ্বারা প্রলেপ দিলে ওষ্ঠস্ফুটন নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কাশীশ লোধ্র কৃষ্ণা মনঃশিলাল প্রিয়ঙ্গু চব্যোত্থম্॥
চূর্ণং মধুসংযুক্তং শীতাদে পূতিমাংসহরম্।
কুষ্ঠং দার্ব্বী লোধ্রমব্দং সমঙ্গা পাঠা
তিক্তা তেজনী পিড়িকা চ।
চূর্ণং শস্তং ঘর্ষণং তদ্দ্বিজানাং
রক্তস্রাবং হন্তি কণ্ডূরুজঞ্চ॥
প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং
ত্রিফলোৎপলসাধিতম্।
তৈলং ঘৃতং বা নস্যেন শীতাদং প্রশমং নয়েৎ॥

হিরাকস, লোধ, পিপুল, মনঃশিলা, হরিতাল, প্রিয়ঙ্গু ও চই এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া শীতাদরোগে প্রয়োগ করিলে

পূতিমাংস নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদী, কট্কী, চই ও পিড়িংশাক ইহাদের চূর্ণ দন্তমূলে ঘর্ষণ করিলে দন্তমূলগত রক্তস্রাব, কণ্ডু ও বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে। পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, ত্রিফলা ও উৎপল সহযোগে পাক করা তৈল বা ঘৃত নস্য দ্বারা ব্যবহার করিলে শীতাদ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে।

দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্ ।
সপঞ্চলবণক্ষারং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্ ॥
বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টে ব্রণস্তু প্রতিসারয়েৎ ।
শস্ত্রেণ দন্তবৈদর্ভে দন্তমূলানি শোধয়েৎ ॥
ততঃ ক্ষীরং প্রযুঞ্জীত ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ শীতলাঃ ।
তৈলং মধুককাকোলী শর্করাসাধিতং হিতম্ ॥
বিদ্রধৌ কটুতিক্তোষ্ণ রূক্ষৈঃ কবললেপনম্ ॥

নূতন দন্তপুপ্পুটক রোগে রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। পঞ্চলবণ ও যবক্ষার মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রতিসারণ করিলেও দন্তপুপ্পুটকরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। দন্তবেষ্টরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ প্রতিসারণ দ্বারা ব্রণ বিনাশ করিবে। দন্তবৈদর্ভরোগে দন্তমূল বিশোধিত করিয়া তৎপরে দুগ্ধ ও সর্ব্ববিধ শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে জানিবে। যষ্টিমধু, কাকোলী ও শর্করা সহ প্রস্তুত তৈল প্রয়োগ দ্বারাও দন্তবৈদর্ভরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে জানিবে। কটু, তিক্ত, রূক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্যের কবল ও লেপন দ্বারা দন্তবিদ্রধিরোগের চিকিৎসা করিতে হয় জানিবে।

চলদ্দন্ত-স্থিরকরং কার্য্যং বকুলচর্ব্বণম্ ॥
দন্তচালে হিতং শ্রেষ্ঠং তিলোগ্রা চর্ব্বণং হিতম্ ।
দন্তচালে তু গণ্ডূষো বকুলত্বক্ কৃতো হিতঃ ॥

কাথো বা দশমূলস্য সস্নেহঃ কবলগ্রহঃ।
ভদ্রমুস্তাভয়া ব্যোষ বিড়ঙ্গারিষ্টপল্লবৈঃ॥
গোমূত্র পিষ্টৈর্গুড়িকাং ছায়াশুষ্কাং প্রকল্পয়েৎ।
তাং নিধায় মুখে দন্তাদ্দন্তচালং জয়েদ্ধ্রুবম্॥

বকুলবৃক্ষের ছাল চর্ব্বণ করিলে চলিত দন্ত স্থিরীভূত হইয়া থাকে জানিবে। তিল ও বচ একত্র চর্ব্বণ করিলে অথবা বকুল ছালের রস দ্বারা কবল ধারণ করিলে কিংবা দশমূলের কাথ ঘৃত বা তৈল সহযোগে কবল করিলে বা মুথা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিমপাতা এই সকল দ্রব্য গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া মুখে ধারণ করিলে চলিত দন্ত দন্তমূলে আঁটিয়া যায়।

সহাচর তৈলম্।

তুলাং ধৃতাং নীল সহাচরস্য
দ্রোণেঽম্ভসঃ সংশ্রপয়েদ যথাবৎ।
কৃত্বা চতুর্ভাগ রসে চ তৈলং
পচেচ্ছনৈরর্দ্ধপলপ্রমাণৈঃ॥
কল্কৈরনন্তা খদিরেরিমেদ-
জম্ব্বাম্র যষ্টীমধুকোৎপলানাম্।
তত্তৈলমাশ্বেব ধৃতং মুখেন
স্থৈর্য্যং দ্বিজানাং বিদধাতি সদ্যঃ॥

তিল তৈল /৪ সের, কাথার্থ ঝিন্টি ১২॥ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কল্কার্থ অনন্তমূল, খদির, বিট্‌খদির, জাম, আম, যষ্টিমধু ও উৎপল। যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া মুখে ধারণ করিলে চলিত দন্ত স্থির হইয়া থাকে জানিবে।

বকুলাদ্যং তৈলম্।

বকুলস্য ফলং লোধ্রং বজ্রবল্লী কুরুণ্টকম্।
চতুরঙ্গুল বব্বোল বাজিকর্ণো রিসাসনম্॥
এষাং কষায় কল্কাভ্যাং তৈলং পক্বং মুখে ধৃতম্।
স্থৈর্য্যং করোতি দন্তানাং চলতাং ধাবনেন চ॥

তিলতৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, কাথার্থ বকুলফল, লোধ, হাড়ভাঙ্গা, ঝিন্টি, সোণালু, বাব্‌লাছাল ও পীতশাল এই সকল সমান মাত্রায় সমস্ত ।২॥ সের, শেষ ।৮ সের এবং কল্কার্থ এই সকল দ্রব্য সমস্তে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে বায়ু কর্ত্তৃক চলিত দন্তও স্থির ও দৃঢ়মূল হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহত্যাস্তু ফলং পিষ্ট্বা সর্পিষা সহ দাপয়েৎ।
অস্য ধূমো মুখেনৈব ধার্য্যো দন্তরুজাপহঃ॥
নীলীবায়সজঙ্ঘাস্তু বজ্রীণাং মূলমেকৈকম্।
সংচর্ব্ব্য দশনবিধৃতং দশন ক্রিমিপাতনং সদ্যঃ॥
দন্তমূল ক্রিমিহরং বাসা মূলস্য চর্ব্বণম্।
বীজপূরক মূলন্তু বাগুঞ্জীবীজসংযুতম্॥
বর্ত্তীকৃতং দন্তদস্তং ক্রিমিদন্তক নাশনম্।
স্নুহার্কয়োর্ব্বা দুগ্ধেন দন্তচ্ছিদ্রং প্রপূরণম্॥
ফলান্যম্লানি শীতাম্বুরুক্ষান্নং দন্তধাবনম্।
তথাতিকঠিনান্ ভক্ষান্ দন্তরোগা বিবর্জ্জয়েৎ॥

বৃহতীর ফল ঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক উহার ধূম মুখে ধারণ করিলে দন্তগত বেদনা বিনষ্ট হইয়া থাকে। নীল বা কাকজঙ্ঘা অথবা মনসা-সিজের মূল চর্ব্বণ পূর্ব্বক দন্তে ধারণ করিয়া রাখিলে সদ্য দন্ত হইতে ক্রিমি পতিত হইয়া যায় জানিবে। বাসকের মূল চর্ব্বণ করিলে দন্তমূলগত ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ছোলঙ্গলেবুর মূল এবং

সোমরাজীর বীজ একত্র বাটিয়া বর্ত্তি করিয়া দন্তে প্রয়োগ করিলে ক্রিমিদন্তক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। মনসাসিজের আঠা অথবা আকন্দের আঠা দন্তছিদ্রে পূরিয়া দিলেও ক্রিমি দন্তক রোগ নষ্ট হয়। দন্তরোগী অম্লফল, শীতলজল, রুক্ষান্ন, দন্তধাবন এবং অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য ভোজন সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিবে।

বলা ক্কাথো মাক্ষিক সৈন্ধব গৃহধূম মালতীযুক্তঃ।
গণ্ডূষেণ নিহন্ত্যাদুপজিহ্বাং কণ্ঠশালুকঞ্চ॥
বচামতিবিষাং পাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীম্।
নিক্কাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ॥
ক্ষীর সিদ্ধেষু মুদ্গেষু যূষশ্চাপ্যশনে হিতঃ।
মরিচাতিবিষা পাঠা বচা কুষ্ঠাম্বুদৈ স্তথা।
ক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ সসিন্ধূত্থৈর্গলশুণ্ডীং প্রঘর্ষয়েৎ॥
উপজিহ্বাং তথা হন্তি গলশুণ্ডী মশেষতঃ।
গলশুণ্ডীহরং তদ্বচ্ছেফালীমূল চর্ব্বণম্॥

বেড়েলার ক্কাথ সহ মধু, সৈন্ধবলবণ, গৃহধূম ও মালতীফুলের পাতা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে উপজিহ্বিকা ও কণ্ঠশালুক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। বচ, আতইচ, আকনাদী, রাস্না, কটুকী ও নিমছাল ইহাদের ক্কাথ করিয়া কবল ধারণ করিলে উপজিহ্বা ও কণ্ঠশালুক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ প্রস্তুত করিয়া উপজিহ্বা ও কণ্ঠশালুক রোগে সুপথ্য প্রয়োগ করা যায় জানিবে। মরিচ, আতইচ, আকনাদী, বচ, কুড় ও মুথা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধু এবং সৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে গলশুণ্ডী রোগ এবং উপজিহ্বা রোগ বিনষ্ট হয়। সিউলীফুলগাছের মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ডীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

সাধ্যানাং রোহিণীনাঞ্চ হিতং শোণিত মোক্ষণম্।
ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডূষো নস্য কর্ম্ম চ॥
বাতিকস্তু গতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
কাথো বৃহৎ পঞ্চমূলাদ্‌গণ্ডূষশ্চাত্র শস্যতে॥

সাধ্য কণ্ঠরোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ এবং নস্য কর্ম্ম প্রয়োগ করিতে হয় জানিবে। বাতজন্য কণ্ঠরোহিণী-রোগে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে সৈন্ধবলবণ চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ অথবা বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথ দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে জানিবে।

কালকচূর্ণম্।

গৃহধূম যবক্ষারঃ পাঠা ব্যোষ রসাঞ্জনম্।
তেজোহ্বা ত্রিফলা লৌহং চিত্রকঞ্চেতি চূর্ণিতম্॥
সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতদ্গলরোগবিনাশনম্।
কালকংনাম তচ্চূর্ণং দন্তস্য গলরোগনুৎ॥
তেজোহ্বা চব্রী লৌহং জারিত পুটিতম্।

ঝুল, যবক্ষার, আমলকী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, রসাঞ্জন, চই হরীতকী, আমলকী, বহেড়া লৌহ ও চিতামূল এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ করতঃ মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ ও গলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাকে কালকচূর্ণ বলা যায় জানিবে।

পীতক চূর্ণম্।

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সসৈন্ধবম্।
দার্বীত্বক্ চেতি তচ্চূর্ণং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্॥
মূর্চ্ছিতং ঘৃতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ।
মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্॥

মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ ও দারুহরিদ্রার ছাল, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত দ্বারা মূর্চ্ছিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ ও মুখরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে জানিবে।

জাতীপত্র পুনর্ণবা তিলকণা কৌরণ্টা কুষ্ঠং বচা ॥
শুণ্ঠী দীপ্য হরীতকী সমধৃতং চূর্ণং মুখে ধারিতম্।
বাতঘ্নং ক্রিমিকণ্ডূ শূলদলনং সর্ব্বাময়ঘ্নং সকৃৎ।
দুর্গন্ধাদি সমস্তদোষ বিমলং দন্তশ্চ বজ্রায়তে ॥

সপ্তচ্ছদোশীর পটোলমুস্ত-
হরীতকী তিক্তক রোহিণীভিঃ।
যষ্ট্যাহ্ব রাজদ্রুম চন্দনৈশ্চ
কাথো হরেৎ পাকমুখং নরস্য ॥

তাম্রপাত্রে ক্ষণং পাচ্যং
অভয়াচূর্ণিতং মধু।
কঠিনা গুড়িকা কার্য্যা
দন্তৈর্ধার্য্যা ক্রিমিং হরেৎ ॥

জাতীপত্র, পুনর্ণবা, তিল, পিপুল, ঝিণ্টিমূল, কুড়, বচ, শুণ্ঠী, যমানী ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে বাত, ক্রিমি, কণ্ডূ, শূল এবং দুর্গন্ধাদি সমস্ত দোষ নিবারিত হইয়া দন্ত সকল বিমল ও বজ্রের ন্যায় শক্ত হইয়া থাকে। ছাতিমছাল, বেণার মূল, পলতা, মুথা, হরীতকী, কটুকী, যষ্টিমধু, সোঁদাল ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ করিয়া পান করিলে মুখপাক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। হরীতকী চূর্ণ ও মধু একত্র তাম্রপাত্রে করিয়া অগ্নিসংযোগে কিছুক্ষণ পাক করিয়া শক্ত গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া দন্তদ্বারা ধারণ করিলে দন্তগত ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কৌশিকং হিঙ্গু সৌরাষ্ট্রীং
পিষ্ট্বা চৈব সমং জলৈঃ ।
গুড়িকাং ধারয়েদ্দন্তে
ক্রিমিশূলহরং পরম্ ।
যব চিঞ্চা জয়া পুঙ্খামূলং বা চূর্ণমাহরেৎ ॥
চলদন্তা দৃঢ়করাঃ প্রত্যেকং দন্তঘর্ষণাৎ ।
জাতীকুরুণ্টপত্রং বা চর্ব্বয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ ॥
স্থিরাশ্চ চলিতা দন্তা তৎকাষ্ঠে দন্তধাবনাৎ ॥

গুগ্ গুলু, হিং ও সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা সমভাগে লইয়া জলসহ পেষণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া দন্তদ্বারা ধারণ করিলে ক্রিমিশূল নষ্ট হইয়া থাকে। যব, তেঁতুল, জয়ন্তী ও শরেরমূল, ইহাদের যে কোন একটী চূর্ণ করিয়া দন্তে ঘর্ষণ করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়। জাতীপত্র অথবা ঝিণ্টির পাতা প্রাতঃকালে উঠিয়া চর্ব্বণ করিলে এবং উহাদের কাষ্ঠদ্বারা দন্ত ধাবন করিলে চলিত দন্ত স্থিরীভূত হইয়া থাকে জানিবে ।

মুণ্ডী শুণ্ঠী বচা কুষ্ঠং পাঠা ক্ষৌদ্রবিনিশ্চিতম্ ॥
গুড়িকাং ধারয়েদ্দন্তে ক্রিমিশূলহরং ভবেৎ ।
ত্রিসূতং রৌপ্যমেকন্তু জম্বীরাণাং দ্রবৈর্যুতম্ ॥
জম্বীরফল মধ্যস্থং বস্ত্রে বদ্ধা ত্র্যহং পচেৎ ।
ক্ষারমধ্যে সমুদ্ধৃত্য গুড়িকান্তং ততঃ পুনঃ ॥
ভাবিতং ভানুদুগ্ধেন তালকং সূক্ষ্মমুণ্ডিতম্ ।
তন্মধ্যে গুড়িকাং ক্ষিপ্ত্বা বস্ত্রে বদ্ধা দিনত্রয়ম্ ॥
মধুভাণ্ডগতং পচ্যাদুদ্ধৃত্য চান্তধারিতম্ ।
চলাশ্চ গলিতা দন্তা সপ্তাহাৎ কুরুতে দৃঢ়ম ॥

বড় থুলকুড়ী, শুণ্ঠী, বচ, কুড় ও আকনাদী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া দন্তদ্বারা ধারণ করিলে দন্তগত ক্রিমিশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩ ভাগ পারা এবং ১ ভাগ রৌপ্য একত্র মর্দ্দন করিয়া জামীর রসসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক জামীর ফলের মধ্যে পূরিয়া বস্ত্র দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক ৩ দিবস পাক করিবে, তৎপরে সূক্ষ্মমুণ্ডিত হরিতাল আকন্দ আঠা দ্বারা ভাবনা দিয়া যবক্ষার সহযোগে উহার সহিত মিশাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া উক্ত জম্বীর মধ্যে পূরিয়া বস্ত্রদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক মধুপূর্ণ ভাণ্ডমধ্যে স্থাপন করিয়া ৩ দিবস পাক পূর্ব্বক উক্ত ঔষধ গ্রহণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে ৭ দিনের মধ্যেই চলিত দন্ত নিশ্চল হইয়া থাকে জানিবে।

পারদং বিমলা তাপ্যং ত্রিকটু স্তাম্রসৈন্ধবম্।
তুল্যাং গবাং জলৈঃ পিষ্টং সুখোষ্ণং লেপয়েন্মুহুঃ॥
ত্রিদিনাৎ কণ্ঠশালূকং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়েৎ।
তেজোহ্বা ত্রিফলা লোহং চিত্রকং চূর্ণয়েৎ সমম্॥
সক্ষৌদ্রং লেপয়েৎ কণ্ঠং গলরোগ-প্রশান্তয়ে।
সমঙ্গা ধাতুকী লোধ্র শ্যামা পদ্মক রেণুভিঃ॥
অবচূর্ণ্য পাচনীয়ং যুঞ্জ্যাচ্চ মুখধাবনম্॥

পারদ, বিমলা (স্বর্ণমাক্ষিক ভেদ), স্বর্ণমাক্ষিক, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, তাম্র ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল বস্তু সমানভাগে গ্রহণ করিয়া গোমূত্র সহিত পেষণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিলে ৩ দিনের মধ্যেই গলগণ্ড ও কণ্ঠশালুকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। চই, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ ও চিতা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কণ্ঠে প্রলেপ দিলে গলরোগ

বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল, লোধ, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ ও রেণুকা, এই সকল দ্রব্য কাথ করিয়া অথবা চূর্ণ করিয়া তদ্দারা মুখ ধৌত করিলে সর্ব্বপ্রকার গলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ঘনকুষ্ঠৈলা ধান্যক যষ্টীমধ্বেলবালুকৈঃ॥
বদনেঽতিপূতিগন্ধং হরতি মুরা লশুন গন্ধকঞ্চ।
চূর্ণৈঃ কবলঃ।

কোষফল কুষ্ঠ মরুবক ভৃঙ্গৈর্ব্বর্ত্তিঃ কৃতা ধৃতা বক্ত্রে।
ঘোরমুখ পূতিগন্ধং হত্বা কুরুতেতি কমনীয়ম্॥

মুথা, কুড়, ছোটএলাচি, ধনে, যষ্টিমধু ও এলবালুক, এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া তদ্দারা কবল ধারণ কবিলে অথবা মুরামাংসী, রসুন ও গন্ধক একত্র চূর্ণ কবিয়া তদ্দারা কবল ধারণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হইযা থাকে। জাতীফল, কুড়, মরুয়াপুষ্প ও ভৃঙ্গরাজ, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখের ঘোরতর দুর্গন্ধ বিনষ্ট হইয়া বদনমণ্ডল অতীব কমনীয় হইয়া থাকে জানিবে।

ইরিমেদাদ্যং তৈলম্।

ইরিমেদ ত্বক্ পলশত মাপোথ্য খণ্ডশঃ কৃত্বা
তোয়াঢ়কৈশ্চতুর্ভির্নিক্কাথ্য চতুর্দ্দশাহেন।
ক্কাথেন তেন মতিমান্ তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।
কল্কৈ রক্ষসমাংশৈর্মঞ্জিষ্ঠা লোধ্র মধুকানাম্॥
কট্ফল লাক্ষান্যগ্রোধমুস্ত সূক্ষ্মৈলা।
কর্পূরাগুরু পদ্মক লবঙ্গ কক্কোল জাতীনাম্॥
কলপগুঙ্গ গৈরিক বরাঙ্গ গজকুসুম ধাতুকীনাম্।

সিদ্ধং ভিষগ্বিদধ্যাদিদং মুখোত্থেষু রোগেষু।
পরিশীর্ণ দন্ত বিদ্রধিশৌষির শীতাদ দন্তহর্ষেষু।
ক্রিমিদন্ত দরণচলিত প্রকুষ্ট মাংসাবশীর্ণেষু॥
মুখাদৌ কুষ্ঠে কার্য্যং প্রাগুক্তেষ্বাময়েষু তৈলমিদম্।

তিলতৈল।৬ সের, কাথার্থ—খদিরকাষ্ঠ ১২॥০ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ।৬ সের (এই কাথ চৌদ্দদিনে প্রস্তুত করিতে হইবে) এবং কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, কট্‌ফল, লাক্ষা, বটের কুঁড়ি, মুথা, ছোটএলাচি, কর্পূর, অগুরুকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কাঁকলা, জাতীফল, জাতীপুষ্প, রক্তচন্দন, গেরীমাটী, দারুচিনি, নাগকেশর এবং ধাইফুল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ করিলে সকলপ্রকার মুখরোগ, শীর্ণদন্ত, দন্তবিদ্রধি, শৌষির, শীতাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

লাক্ষাদ্যং তৈলম্।

তৈলং লাক্ষারসং ক্ষীরং পৃথক্ প্রস্থে সমং পচেৎ।
চতুর্গুণেরিমেদ কাথে দ্রবৈশ্চপলসম্মিতৈঃ॥
লোধ্র কট্‌ফল মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকেশর পদ্মকৈঃ।
চন্দনোৎপল যষ্ট্যাহ্বৈ স্তৈলং গণ্ডূষধারণম্॥
দালনং দন্তচালঞ্চ দন্তমোক্ষং কপালিকাম্।
শীতাদং পূতিবক্ত্রঞ্চমরুচিং বিরসাস্যতাম্॥
হন্যাদাশু গদানেতান্ কুর্য্যাদ্দন্তানপি স্থিরান্॥

তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, বিট খদিরের কাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে ৮ তোলা।

যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ করিলে দালন, দন্তচাল, দন্তমোক্ষ প্রভৃতি নানাপ্রকার দন্তগত ও মুখগত ব্যাধি সকল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

সহকারি বটিকা।

এলা লতা লবণিকাফল শীতকোষ-
কোলদ্বিকানি খদিরস্য কৃতে কষায়ে।
তুল্যাংশকানি দশভাগমিতে নিধায়
প্রোম্ভিন্নকেতকীপুটে পুটবদ্বিপাচ্য॥
প্রাগংশতুল্যশশিনাথি তদেকশস্তং
পিষ্ট্বা নবেন সহকাররসেন হস্তৌ।
লিপ্ত্বা যথাভিলষিতাং গুড়িকাং বিদধ্যাৎ
স্ত্রীপুংসয়োর্ব্বদন সৌরভ বন্ধু ভূতাম্॥

এলাচি, লতাকস্তুরী, লবঙ্গফল, কর্পূর, জাতীফল, কাঁকলা ও অগুরুচন্দন, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দশগুণ খদিরকাষ্ঠের কাথ সহ মিশ্রণ করিয়া কেতকী পুটের মধ্যে স্থাপন করতঃ পাক করিয়া উক্ত ঔষধ উদ্ধৃত করতঃ তৎসহ পূর্ব্বভাগ মত ১ ভাগ কর্পূর ও ১ ভাগ কস্তুরী মিশ্রিত করিয়া, সুগন্ধি আঁবের রস হস্ততলে লেপন পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই বদনমণ্ডল সুরভি ও কমনীয় হইয়া থাকে জানিবে।

স্বল্পখদির বটিকা।

খদিরস্য তুলাং সম্যক্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশেষেণ দত্বাদত্র ঘনীকৃতে॥

জাতীকর্পূরপূগানি কক্কোলকফলানি চ।
ইত্যেষা গুড়িকা কার্য্যা সুখসৌভাগ্যবর্দ্ধনী॥
দন্তৌষ্ঠ মুখরোগেষু জিহ্বাতাল্বাশয়েষু চ।

খদিরকাষ্ঠ ।২॥০ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ৵৮ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া পুনরায় পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহার সহিত জৈত্রী, কর্পূর, কাঁকলা, সুপারী ও জাতীফল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক মিশাইয়া উপযুক্ত পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ, তালুরোগ ও দন্তরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহৎ খদিরবটিকা।

গায়ত্রিসার তুলামিরিমেদ বল্কলানাং
সার্দ্ধং তুলাযুগলমম্বুঘটৈশ্চতুর্ভিঃ।
নিঃক্বাথ্য পাদমবশিষ্য সুবস্ত্রপূতং
ভূয়ঃ পচেদথ শনৈ-র্মৃদুপাবকেন॥
তস্মিন্ ঘনত্বমুপগচ্ছতি চূর্ণমেষাং
শ্লক্ষ্ণং ক্ষিপেচ্চ কবড়গ্রহভাগিকানাম্।
এলা মৃণাল সিতচন্দন চন্দনাম্বু-
শ্যামা তমাল বিকষা ঘনলৌহযষ্টী॥
লজ্জাফলত্রয় রসাঞ্জন ধাতুকীভ-
শ্রীপুষ্পগৈরিক কটঙ্কট কট্‌ফলানাম্।
পদ্মাহ্ব-লোধ্রবটরোহযবাসকানাং
মাংসী নিশা সুরভি বল্কলসংযুতানাম্॥

কক্কোল জাতীফল কোষ লবঙ্গকানি
চূর্ণীকৃতানি বিদধীত পলাংশিকানি।
শীতেহবতার্য্য ঘনসার চতুষ্পলঞ্চ
ক্ষিপ্ত্বা কলায়সদৃশী গুড়িকাঃ প্রকুর্য্যাৎ॥
শুষ্কা মুখে বিনিহিতা বিনিবারয়ন্তি
রোগান্ গলৌষ্ঠ রসনাদ্বিজ-তালুজাতান্।
কুর্য্যান্মুখে সুরভিতাং পটুতাং রুচিঞ্চ
স্থৈর্য্যং পরং দশনগং রসনালঘুত্বম্॥

খদির সার ।২॥০ সের ও বিট্‌খদিরের ছাল ।২॥০ সের পাক নিমিত্ত কাঁজি ৪ দ্রোণ। এই কাথ উত্তম প্রকারে বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া পুনরায় ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন ছোটএলাচি, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, শ্যামালতা, তমালবৃক্ষের ছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, অগুরু, যষ্টিমধু, লজ্জালুলতা হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, ধাইফুল, লবণখোটা, গেরীমাটী, দারুহরিদ্রা, কটফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটের কুঁড়ি, দুবালভা, জটামাংসী, হরিদ্রা, কুন্দুরুখোটা, দারুচিনি, কাঁকলা, জায়ফল, জৈত্রী ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং কর্পূরচূর্ণ ৩২ তোলা উহার সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে গলরোগ, ওষ্ঠরোগ, মুখরোগ, প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

সপ্তামৃত রসঃ।

মৃতসূতাভ্রকং তুল্যং মৃতলৌহং শিলাজতু।
গুগ্‌গুলুঞ্চ শিলা তাপ্যং সমাংশ মধুনা লিহেৎ॥
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ মুখরোগং বিনাশয়েৎ।

ইতি মুখরোগচিকিৎসাধ্যায়ঃ।

পারদ, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে ১ মাস মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি মুখরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ কর্ণরোগ চিকিৎসামাহ।

সামান্য কর্ণরোগেষু ঘৃতপানং রসায়নম্।
অব্যায়ামোঽশিরঃস্নানং দিবাস্বপ্নমভাষণম্॥
কপিত্থ * মাতুলুঙ্গাম্ল শৃঙ্গবের রসৈঃ শুভৈঃ।
সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥
লশুনার্দ্রক শিগ্রূনাং সুরঙ্গা † মূলকস্য চ।
কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে॥

সামান্য কর্ণরোগে ঘৃতপানই রসায়ন বলিয়া জানিবে। এবং অব্যায়াম শিরঃস্নান না করা, দিবানিদ্রা ও কথা না বলা উহাতে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে। কদবেল, জোলঙ্গলেবুর রস ও আদার রস একত্র করিয়া উষ্ণ করতঃ কর্ণমধ্যে প্রদান করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়। রসুন, আদা, সজিনা, রক্তসজিনা, মূলা এবং কদলী ইহাদের ঈষদুষ্ণ স্বরস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

আর্দ্রক সূর্য্যাবর্ত্ত শোভাঞ্জন মূলকস্বরসাঃ।
মধুতৈলসৈন্ধবযুতাঃ পৃথগুক্তাঃ কর্ণশূলহরাঃ॥

---

* কপিত্থস্য ফলম্।
† সুরঙ্গী রক্তশোভাঞ্জনঃ॥

কোষ্ণশিগ্রুরসঃ কর্ণে তিলতৈলেন শূলনুৎ।
অর্কপত্রপুটে দগ্ধঃ স্নুহীপত্রভবো রসঃ॥
কদুষ্ণঃ পূরণাদেব কর্ণশূল-নিবারণঃ।
অর্কস্য পত্রং পরিণাম পীতমাজ্যেন
লিপ্তং শিখিনাবতপ্তম্।
আপীড্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং
নিহন্তি শূলং বহুবেদনঞ্চ॥

আদা, সূর্য্যাবর্ত্ত এবং সজিনামূলের স্বরস পৃথক্‌রূপে মধু, তৈল, সৈন্ধব-লবণ, সহযোগে কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে। ঈষদুষ্ণ সজিনার রস তিল তৈল সহ মিশ্রণপূর্ব্বক কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে। আকন্দপাতার পুটদ্বারা পাক করা মনসা পাতার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে। পীতবর্ণ পাকা আকন্দের পাতা ঘৃতলিপ্ত করিয়া অগ্নিদ্বারা তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক ঐ রস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল ও অত্যন্ত বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে।

তীব্রশূলার্ত্তবে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি।
বস্তমূত্রং ক্ষিপেৎ কোষ্ণং সৈন্ধবেন সমন্বিতম্॥
অঙ্গারপূর্ণাত্তৈলাক্তাদশ্বত্থদলখল্লকাৎ।
চ্যুতং তৈলং জয়েৎ সদ্যঃ পূরণাৎ কর্ণবেদনাঃ॥
খল্লকঃ খাসীতৈলস্থানে ঘৃতমপি দদ্যেৎ॥

অশ্বত্থবৃক্ষের পাতায় তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া তাহার খল প্রস্তুত পূর্ব্বক অঙ্গারাগ্নি পূরিত করিলে, তাহা হইতে যে তৈল নির্গত হইবে, সেই তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণের বেদনা নিবারিত হয়। কর্ণে শূলবৎ তীব্রবেদনা, শব্দ ও ক্লেদ হইলে ছাগমূত্র সৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহযোগে উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

হিঙ্গ াদ্যং-তৈলম্।

হিঙ্গু তুম্বুরু শুণ্ঠীভিঃ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপম্॥
কর্ণশূলে প্রধানন্তু পূরণং হিতমুচ্যতে।

সর্ষপতৈল /৪ সের এবং কল্কার্থ—হিং, তিক্তলাউ ও শুণ্ঠী সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

রাস্নাদি গুগ্গুলুঃ।

রাস্না ঘৃতৈরণ্ড সুরাহ্ব বিশ্বং
তুল্যং পুরেণাথ বিমর্দ্দ্য খাদেৎ।
বাতাময়ী কর্ণশিরোগদী চ
নাড়ীব্রণশ্চাপি ভগন্দরী চ॥

রাস্না, ঘৃত, এরণ্ড দেবদারু, শুণ্ঠী, সকল দ্রব্য সমানভাগে ও গুগ্গুলু গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রণ করতঃ সেবন করিলে বাতরোগ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষারতৈলম্।

বালমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু সনাগরম্।
শতপুষ্পা বচাকুষ্ঠং দারু শিগ্রু রসাঞ্জনম্॥
সৌবর্চ্চল যবক্ষারঃ স্বর্জ্জিকোদ্ভিদ সৈন্ধবম্।
ভূর্জ্জগ্রন্থি বিড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গুণম্।
মাতুলুঙ্গ রসশ্চৈব কদল্যা রস এব চ॥
তৈলমেভির্বিপক্তব্যং কর্ণশূলহরং পরম্।
বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূয়স্রাবশ্চ দারুণঃ॥
পূরণাদস্য তৈলস্য ক্রিময়ঃ কর্ণসংশ্রিতাঃ।
ক্ষিপ্রং বিনাশং গচ্ছন্তি কৃষ্ণাত্রেয়স্য শাসনাৎ॥

ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখকর্ণাময়াপহম্॥
মধুপ্রধানং শুক্তঞ্চ মধুশুক্তং তথাপরম্॥
জম্বীরস্য ফলরসং পিপ্পলীমূলসংযুতম্॥
মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
মাসেন তজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাহৃতম্॥

তৈল /৪ সের, ছোলঙ্গলেবুর রস, /৪ সের, কদলীর রস /৪ সের এবং কল্কার্থ কচি শুষ্কমূলার ক্ষার, হিং, শুণ্ঠী, শলুফা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনামূলের ছাল, রসাঞ্জন, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, ঔদ্ভিদলবণ এবং সৈন্ধবলবণ এই সকল কুট্টিত সমানভাগে সমুদায়ে /১ সের। যথা-বিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বধিরতা, পূযস্রাব ও ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। জম্বীররস ও পিপুলমূল চূর্ণ মধুপূর্ণ ভাণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিলে একমাস পরে যে রস জন্মে তাহাকেই মধুশুক্ত বলা যায় জানিবে।

স্বর্জ্জিকাদ্যং তৈলম্।

গুড়বিশ্বাম্বুনা নস্যং নাদবাধির্য্যয়োর্হিতম্।
স্বর্জ্জিকামূলকং শুষ্কং হিঙ্গু কৃষ্ণা মহৌষধম্॥
শতপুষ্পা চ তৈস্তৈলং পক্কং শুক্তং চতুর্গুণম্॥
প্রণাদ শূলবাধির্য্যং স্রাবঞ্চাশু ব্যপোহতি।

শুণ্ঠীর কাথ গুড় সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তাহার নস্য গ্রহণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। তৈল /৪ সের এবং কল্কার্থ—সাচিক্ষার, শুষ্কমূলা, হিং, পিপুল, শুণ্ঠী, ও শলুফা সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বাধির্য্য ও পূযস্রাব দূরীভূত হইয়া থাকে।

দশমূলী তৈলম্।

দশমূলী কষায়েণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতৎ কল্কং প্রদাপ্যৈব বাধির্য্যে পরমৌষধম্॥

তিলতৈল ৴৪ সের, দশমূলের কাথ ।৬ সের এবং কাথার্থ মিলিত দশমূল ।২৷৷০ সের, জল ১৷৷৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্ক দশমূল ৴১ সের মাত্র। এই তৈল যথাবিধি পাক পূর্ব্বক কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বিল্বতৈলম্।

ফলং বিল্বস্য মূত্রেণ পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ॥
সাজক্ষীরং তদ্বিতরেদ্বাধিৰ্য্যে কর্ণপূরণে॥

তৈল ৴৪ সের, ছাগদুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ গোমূত্র সহ বাটা বেলফল ৴১ সের মাত্র। এই তৈল যথাবিধি পাকপূর্ব্বক কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

জাতীতৈলম্।

জম্বাম্রপত্রং তরুণং সমাংশং
কপিত্থ কার্পাসফলঞ্চ সার্দ্রম্।
কৃত্বা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং
স্রাবাপহং তংপ্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥
চূর্ণাধিকস্তু তাম্বূলং সংচর্ব্ব্যাস্যরসেন তু।
পূরণান্নিপতন্ত্যাশু মৃতাঃ কারণ্ডকাদয়ঃ॥
নীলবুহ্না রসস্তৈল সিন্ধু কাঞ্জিকসংযুতম্।
কদুষ্ণ পূরণাৎ কর্ণে নিঃশেষ ক্রিমিপাতনম্॥
মৃষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
প্রশস্যতে চিরোত্থে চ সস্রাবে পূতিকর্ণকে॥

নিগু´ণ্ডী স্বরসংতৈলং সিন্ধুধূম রজো গুড়ঃ॥
পূরণাৎ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ।
জাতীপত্র রসে তৈলং বিপক্কং পূতিকর্ণজিৎ॥

কচি জামের পাতা, কচি আঁবের পাতা, কাঁচা কদ্‌বেল ও কাঁচা কাপাসফল সমানভাগে লইয়া কুটিয়া রস বাহির করিয়া সেই রস মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিলে পূযাদির স্রাব নিবারিত হয়। অধিকমাত্রায় চুণ সহ পাণ চিবাইয়া তাহার রস কর্ণে প্রয়োগ করিলে ক্রিমি সকল মৃত হইয়া থাকে জানিবে। নীলগাছের রস তৈল, সৈন্ধব-লবণ ও কাঁজি একত্রে ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণগত পোকা সকল মরিয়া যায় জানিবে। নারীদুগ্ধে রসাঞ্জন ঘর্ষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ কর্ণে প্রয়োগ করিলে চিরকালীন স্রাবযুক্ত পূতিকর্ণ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। নিসিন্দার রস, তৈল, সৈন্ধবলবণ, ঝুলচূর্ণ, গুড় ও মধু একত্রে মিশাইয়া কর্ণে দিলে পূতিকর্ণ নিবারিত হয়। জাতীপত্রের রসসহ তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ আরোগ্য হয়।

কুষ্ঠাদি তৈলম্।

কুষ্ঠহিঙ্গু বচা দারু শতাহ্বাবিশ্বসৈন্ধবৈঃ।
পূতিকর্ণাপহং তৈলং বস্তমূত্রেণ সাধিতম্॥

তৈল ⁄৪ সের, ছাগমূত্র ।৬ সের এবং কল্কার্থ—কুড়, হিং, বচ, দারুহরিদ্রা, শলুকা, শুণ্ঠী ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ⁄১ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতি-কর্ণরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহৎ শম্বুকাদ্যং তৈলম্।

প্রস্থং শম্বুকমাংসস্য কটুতৈলঞ্চ তৎ সমম্।
কুষ্ঠং ভৃঙ্গো রজো বাসাহ্যর্কপত্রং স্নুহী ঘনম্॥

বিল্বং শালিঞ্চ পত্রঞ্চ কেশরং নাগকেশরম্।
দ্রাক্ষা চাতিবিষা চৈব যষ্টিমধুকমেব চ॥
শটী চৈরণ্ডকার্পাস ভৃঙ্গকেশরাজস্তু চ।
এতেষাং কর্ষমাদায় পচেত্তৈলং ভিষগ্বরঃ॥
তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি।
বাধির্য্যং কর্ণনাদঞ্চ পূযস্রাবং সুদারুণম্॥
চক্ষুরোগং শিরোরোগং নাশয়েত্তিমিরার্ব্বুদম্।

কটুতৈল /৪ সের, শামুকের মাংস /৪ সের এবং কুড়, দারুচিনি, ক্ষেৎপাপড়া, বাসক, আকন্দপাতা, মনসার পাতা, মুথা, বেল, শালিঞ্চপত্র, নাগপুষ্প, নাগকেশর, দ্রাক্ষা, আতইচ, যষ্টিমধু, শটী, এরণ্ড, কার্পাস, ভৃঙ্গরাজ ও কেশূর্য্যা এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথা-নয়মে এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনালী, বধিরতা, কর্ণনাদ, পূযস্রাব, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, তিমিররোগ ও অর্ব্বুদরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

শম্বুকাদ্যং তৈলম্।

শম্বুকমাংসকল্কেন কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
অস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি॥

কটুতৈল /৪ সের এবং শামুকের মাংস /১ সের, যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণগত নালীঘা বিনষ্ট হয়।

ধুস্তূরতৈলম্।

নিশাগন্ধপলে পক্বং কটুতৈলং পলাষ্টকম্।
ধুস্তূরপত্রজরসে কর্ণনাড়ীজিদুত্তমম্॥

কটুতৈল /১ সের, ধুতুরাপাতার রস /৪ সের এবং কল্কার্থ—হরিদ্রা অর্দ্ধপোয়া ও গন্ধক অর্দ্ধপোয়া। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণ পূরিত করিলে কর্ণনালী বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কেতকী শিগ্রু লবণমারনালেন পেষয়েৎ।
কর্ণমূলস্থিতং স্ফোটং লেপনাচ্চ ব্যথাপহম্॥
পুত্রঞ্জীবফলমজ্জা জলে চৈতৎ প্রলেপিতে।
শোথো হন্তি গলে কর্ণে কর্ণস্ফোটং বিশেষতঃ॥

কেতকী, সজিনা, সৈন্ধবলবণ ও কাঁজি এই দ্রব্য চতুষ্টয় একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে কর্ণমূলস্থিত বেদনা ও স্ফোটক বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। জিয়াপুঁতার ফলের মজ্জা জলসহ বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে কর্ণশোথ, গলশোথ ও কর্ণস্ফোট বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

মুষলীকন্দমূলঞ্চ মহিষী নবনীতযুক্।
গোলয়িত্বা ক্ষিপেৎ ভাণ্ডে ধান্যরাশৌ নিবেশয়েৎ॥
সপ্তাহাদুদ্ধৃতে লেপং কর্ণপালী বিবর্দ্ধনম্।
চর্ম্মচটস্য রক্তেন লেপাৎ কর্ণং বিবর্দ্ধতে॥
অশ্বগন্ধা বচা কুষ্ঠং গজ-পিপ্পলিকা সমম্।
মহিষী নবনীতেন লেপাৎ কর্ণং বিবর্দ্ধতে॥

তালমূলীর মূল মহিষ দুগ্ধের ননী সহ একটী ভাণ্ডমধ্যে পূরিয়া ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া ৭ দিবস পরে উত্তোলন পূর্ব্বক তদ্দারা কর্ণে প্রলেপ দিলে কর্ণপালী বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে। চামচিকার রক্ত দ্বারা কর্ণে প্রলেপ দিলে কর্ণপালী বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অশ্বগন্ধা, বচ, কুড় ও গজপিপুল সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মহিষদুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ প্রয়োগ করিলে কর্ণপালী বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে।

জীবনাদ্যং তৈলম্।

কল্কেন জীবনীয়েন তৈলং পয়সি সাধিতম্।
আনূপমাংসক্বাথেন পালি শোষণ বর্দ্ধনম্॥

তৈল /৪ সের, কাথার্থ আনূপজন্তুর মাংস কাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ জীবনীয়গণ মিলিত /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা কর্ণে মর্দ্দন করিলে শুষ্ক কর্ণপালী বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে।

গন্ধকতৈলম্।

নিশাগন্ধপলে দ্বে তু কটুতৈলং পলাষ্টকম্।
ধুস্তুরপত্র রসে সিদ্ধং কর্ণনাড়ী জিদুত্তমম্॥

কটুতৈল /২ সের, গন্ধক ও হরিদ্রা মিলিত /।০ পোয়া ধুতুরাপাতার রস /৪ সের, এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণনালী বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

নির্গুণ্ডী তৈলম্।

নির্গুণ্ডী স্বরসৈস্তৈলং সিন্ধুধূম রজো গুড়ঃ।
পূরণাৎ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ॥

কটুতৈল /৪ সের, নিসিন্দার রস ।৬ সের এবং কল্কার্থ—সৈন্ধবলবণ গৃহধূম ও গুড় সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মধুর সহিত কর্ণে প্রয়োগ করিলে পূতিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

শতাবরী তৈলম্।

শতাবরী বাজিগন্ধা পয়স্যৈরণ্ডবীজকৈঃ।
তৈলং পক্বং সমং ক্ষীরং পালীনাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥

ইতি কর্ণরোগাধ্যায়ঃ।

তৈল /৪ সের, গোদুগ্ধ /৪ সের এবং কল্কার্থ—শতাবরী, অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও এরণ্ডবীজ সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক কর্ণে মালিস করিলে কর্ণপালী পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি কর্ণরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নাসারোগ চিকিৎসামাহ।

ব্যোষচিত্রকতালীশ তিন্তিড়ী চাম্লবেতসম্।
সচব্যজাজী তুল্যাংশং এলাত্বক্ পত্রপাদিকম্॥
ব্যোষাদিকং ং পুরাণ গুড়সংযুতম্।
পীনস শ্বাসকাসঘ্নং রুচিস্বরকরং পরম্॥

পপুল, মরিচ, চিতার মূল, তালীশপত্র ও তেঁতুল, অম্লবেতস, চই, জীরক এই সকল দ্রব্য চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও ছোটএলাচি চূর্ণ উহাদের চতুর্থাংশ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় গুড়সহ সেবন করিলে পীনস, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হয় এবং উহা রুচিজনক ও স্বর-পরিষ্কারক বলিয়া জানিবে।

দাড়িমাদ্যং চূর্ণম্।

যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নারূঢ়ঃ সুশীতলং ভুবি।
সলিলং পীনসযুক্তঃ সোঽপি চ মুচ্যতেঽত্রযোগেন॥
দ্বেপলে দাড়িমাদষ্টৌ খণ্ডাদ্ব্যোষ পলদ্বয়ম্।
ত্রিসুগন্ধিপলঞ্চৈকং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।
দীপনং রুচিরং স্বর্য্যং পীনসজ্বরকাসনুৎ॥

যে ব্যক্তি রাত্রিতে শয়নকালে শয্যারূঢ় হইয়া শীতল জল পান করে, তাহার পীনসরোগ নিশ্চয় নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। দাড়িম-ফলের খোসা ২ পল, খাঁড়গুড় ৮ পল, শুণ্ঠী ২ পল, পিপুল ২ পল, মরিচ ২ পল, ছোটএলাচি ১ পল, তেজপত্র ১ পল এবং দারুচিনি ১ পল, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে হয়। ইহা অগ্নিদীপক, রুচিজনক, স্বরপরিষ্কারক, পীনসনাশক, জ্বর ও কাসরোগ বিনাশক জানিবে।

ত্রিফলা চপলা সৈন্ধবচূর্ণং সক্ষৌদ্র মশিতমথ সায়ম্।
পীনস শোষশ্বাসান্ জয়তীহ কফসম্ভবান্বিতান্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত সায়ংকালে সেবন করিলে পীনস, শোষ, শ্বাস ও কফজনিত ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাঠাদ্যং তৈলম্।

পাঠা দ্বিরজনী মূর্ব্বা পিপ্পলী জাতীপল্লবৈঃ।
দন্ত্যা চ তৈলং সংসিদ্ধং নস্যং সম্পকপীনসে॥

আকনাদী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূচমুখী, পিপুল, জাতিপত্র ও দন্তী-মূল এই সকল দ্রব্য কল্কার্থ /১ সের এবং তৈল /৪ সের। এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য প্রয়োগ করিলে পক্ব পীনসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে।

কলিঙ্গাদ্যং তৈলম্।

কলিঙ্গ হিঙ্গুমরিচ লাক্ষা সুরসকট্‌ফলৈঃ।
কুষ্ঠোগ্রা শিগ্রুজন্তুঘ্নৈরবপীড়ঃ প্রশস্যতে॥
তৈরেব মূত্রসংযুক্তৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
অপীনসে পূতিনস্যে শমনং কীর্ত্তিতং পরম্॥

ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌ফল, কুড়, বচ, সজিনা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্বারা অবপীড় (নস্য বিশেষ) প্রয়োগ করিলে পীনস ও পূতিনস্য রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। কটু তৈল /৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের এবং কল্কার্থ—ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌ফল, কুড়-কাষ্ঠ, বচ, সজিনা ও বিড়ঙ্গ সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য প্রয়োগ করিলে পীনস ও পূতিনস্য রোগ নিবারিত হয়।

চিত্রহরীতকী।

চিত্রকস্যামলক্যাশ্চ গুড়ূচ্যা দশমূলজম্।
শতং শতং রসং দত্ত্বা পথ্যা চূর্ণাঢ়কং গুড়াৎ॥
শতং পচেদ্ঘনীভূতে পলং দ্বাদশকং ক্ষিপেৎ।
ব্যোষ ত্রিজাতয়োঃ ক্ষারাৎ পলার্দ্ধমপরেঽহ্নি॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দত্ত্বা যথাগ্ন্যাত্মাদযন্ত্রণঃ।
বৃদ্ধয়েঽগ্নেঃ ক্ষয়ং কাসং পীনসং দুস্তরং ক্রিমীন্॥
গুল্মোদাবর্ত্ত দুর্ণাম শ্বাসান্ হন্তি সুদারুণান্।

চিতার মূলের রস ।২॥০ সের, আমলকীর রস ।২॥০ সের, গুলঞ্চ রস ।২॥০ সের, দশমূলের কাথ ।২॥০ সের, হরীতকী চূর্ণ /৮ সের এবং গুড় ।২॥০ সের সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে খুব ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে শুণ্ঠীচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ, ছোট এলাচিচূর্ণ, দারুচিনি চূর্ণ ও তেজপত্র চূর্ণ প্রত্যেকে ১২ পল মাত্রায় এবং যবক্ষার চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে উহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং পরদিন /১ সের মধু মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ উচিত মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ব্যাঘ্রীতৈলম্।

ব্যাঘ্রীদন্তী বচা শিগ্রু সুরসব্যোষ-সৈন্ধবৈঃ।
পাচিতং লাবণং তৈলং পূতিনাসাগদং জয়েৎ॥
ত্রিকটু বিড়ঙ্গ সৈন্ধব বৃহতীফল শিগ্রুদন্তীভিঃ।
তৈলং গোজল সিদ্ধং নস্যে স্যাৎ পূতিনস্যস্য॥
পূয়াস্রে রক্তপিত্তঘ্না কষায় লাবণানি চ।
চিরোত্থে তত্র যুঞ্জীত নাড়ীব্রণহরং বিধিম্।
শোষণং গুড়সংযুক্তং শিগ্রুদধ্যন্নভোজনম্॥

কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজিনা, তুলসী, ত্রিকটু ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সহ তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পুতিনাসা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, বৃহতীফল, সজিনা, দন্তীমূল, ও গোমূত্র এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে পুতিনস্যরোগ নিবারিত হয়। নাসিকার দ্বারা পূয ও রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে, রক্তপিত্ত নাশক পাচন ও নস্য প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। এবং পূয ও রক্তস্রাব বহুকালীয় হইলে নাড়ীব্রণ নাশক বিধি প্রয়োগ করিবে। মরিচচূর্ণ ও গুড় সহযোগে সজিনার মূল সেবন পূর্ব্বক অল্পদধি ভোজন করিলে প্রতিশ্যায় রোগ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ ইহা কফ পরিপাচক বলিয়া জানিবে।

গৃহধূমাদ্যং তৈলম্।

ব্যোষং পৃথক্ সমস্তং বা জম্বীরমথবার্দ্রকম্।
গুড়যুক্তং প্রতিশ্যায়ী প্রাগভুক্তমুপযোজয়েৎ॥
অর্শোঽর্বুদস্তু শস্ত্রেণ ছেদয়েৎ কর্ত্তিতং তথা।
গৃহধূম কণা দারু ক্ষারনক্তাহ্ব সৈন্ধবৈঃ॥
সিদ্ধং শিখরীবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাং হিতম্।
নক্তাহ্বং করঞ্জবীজম্।

শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেকে পৃথকরূপে অথবা একত্র মিশিত করিয়া জম্বীর রস আদার রস ও ইক্ষুগুড় সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিলে প্রতীশ্যায় রোগ (সর্দ্দি) নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। নাসিকায় অর্শাঙ্কুর বা আব্ হইলে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিবে। গৃহধূম, পিপুল, দেবদারু যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আপাংবীজ এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া নাসিকায় প্রয়োগ করিলে নাসার্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

করবীরাদ্যং তৈলম্।

করবীরস্য নক্তস্য মালত্যাস্ফোতয়োরপি।
পুষ্পকল্কৈঃ শৃতং তৈলং নাসার্শোনাশনং পরম্॥

করবী, হরিদ্রা, মালতী ও অপরাজিতা ইহাদের পুষ্প কল্ক করিয়া তৈল পাক পূর্ব্বক নাসিকায় প্রয়োগ করিলে নাসার্শরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

চিত্রকাদিতৈলম্।

চিত্রক-চবিকা দীপ্যক নিদিগ্ধিকা
করঞ্জবীজ লবণার্কৈঃ।
গোমূত্রযুক্তং সিদ্ধং তৈলং
নাসার্শসাং হিতং পরম্॥

ইতি নাসারোগাধ্যায়ঃ।

তৈল /৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের এবং কল্কার্থ—চিতা, চই, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দ। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক নাসিকায় প্রয়োগ করিলে নাসার্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি নাসারোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ চক্ষুরোগচিকিৎসামাহ।

প্রাগ্‌রূপ এবাভিস্যন্দে তীক্ষ্ণ গণ্ডূষধারণম্।
কারয়েদুপবাসঞ্চ কোপাদন্যত্র বাতজাৎ।
শ্রীবাসাতিবিষালোধ্রৈ শচূর্ণিতৈরম্লসৈন্ধবৈঃ।
অব্যক্তেঽক্ষিগদে কার্য্যং প্রোক্তস্বেগুণ্ডনং বহিঃ॥
শ্রীবাসো দেবদারু বস্ত্রগুণ্ঠনঞ্চ।

বাতজ ভিন্ন নেত্রাভিষ্যন্দরোগে পূর্ব্বরূপে তীক্ষ্ণদ্রব্যের গণ্ডূষ ধারণ ও উপবাস প্রয়োগ করিবে। দেবদারু, আতইচ, লোধ ও অন্নসৈন্ধবলবণ একত্র চূর্ণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে পুটলী বান্ধিয়া চক্ষুর পাতার উপরি গুণ্ঠন করিলে (বুলাইলে) অব্যক্ত চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

লঙ্ঘনালেপন স্বেদ শিরাব্যধ বিরেচনৈঃ।
উপাচরেদভিষ্যন্দানঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ॥
অক্ষি কুক্ষিভবা রোগাঃ প্রতিশ্যায় ব্রণজ্বরাঃ।
পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ রোগা নশ্যন্তি লঙ্ঘনাৎ॥

লঙ্ঘন, প্রলেপ, স্বেদ, শিরাবেধ, বিরেচন, অঞ্জন ও আশ্চোতনাদি দ্বারা নেত্রাভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা করিবে। অক্ষিরোগ, কুক্ষিরোগ, প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর এই পঞ্চবিধ ব্যাধি প্রায়ই ৫ রাত্রির মধ্যে কেবল মাত্র লঙ্ঘন দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

স্বেদঃ প্রলেপস্তিক্তান্নং সেকো-দিনচতুষ্টয়ম্।
লঙ্ঘনঞ্চাক্ষিরোগাণামামানাং পাচনানি চ॥
অঞ্জনং পূরণং কাথপানমামে ন শস্যতে।
স্নানঞ্চ সর্পিষঃ পানং তথৈব গুরুভোজনম্॥
পথ্যং পটোল কর্কোট তণ্ডুলীয়ক বাস্তুকৈঃ।
ঘৃতসিদ্ধৈঃ সবার্ত্তাকৈঃ মুদ্গযূষেণ জাঙ্গলৈঃ॥

স্বেদ, প্রলেপ, তিক্ত দ্রব্য সমূহের সেক, স্রাব লঙ্ঘন, পাচন, অঞ্জন, পূরণ, কাথপান, স্নান, ঘৃতপান এবং গুরুদ্রব্য ভোজন এই সকল অপক্ক চক্ষুরোগে প্রয়োজ্য বলিয়া জানিবে। এবং উহাতে ঘৃত সহযোগে পটোল, কাঁকরোল, চাঁপানটে, বাস্তুশাক ও বেগুণ ইহাদের ব্যঞ্জন, মুগযূষ ও জাঙ্গল মাংসের যূষ সুপথ্য বলিয়া জানিবে।

ধাত্রীফল নির্যাসো নবদৃকোপং নিহন্তি পূরণতঃ।
শিখরীজমূলং তাম্রজে ভাজনে স্তোক-সৈন্ধবোম্মিশ্রং
মস্তুনিঘৃষ্টং ভরণাদ্ধরতি নবলোচনাৎ কোপম্।
পথ্যাকল্কো ঘৃতে ভৃষ্টো বহির্লেপোঽক্ষি-কোপহা।
সৈন্ধবদারু হরিদ্রা গৈরিক পথ্যা রসাঞ্জনৈঃ॥
পিষ্টৈর্দ্ভোবহিঃ প্রলেপো ভবতাশেষাক্ষিরোগহরঃ॥

আমলকীর রস চক্ষুতে পূরণ করিলে নূতন চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আপাংগাছের মূল তামার পাত্রে অল্প পরিমিত সৈন্ধবলবণ সহযোগে দধির মাত সহ ঘর্ষণ পূর্ব্বক চক্ষুতে পূরণ করিলে নূতন চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হরীতকী বাটিয়া ঘৃত সহ ভর্জ্জন পূর্ব্বক চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, হরিদ্রা, গেরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে নানাপ্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

গিরিমৃচ্চন্দন নাগর খটিকাংশ-যোজিতো বহির্লেপঃ।
কুরুতে বচয়া মিশ্রো লোচনমগদং ন সন্দেহঃ॥
ভূম্যামলকী ঘৃষ্টা সৈন্ধব-গৃহবারি-যোজিতা তাম্রে।
জাতা ঘনত্বমক্ষ্ণোর্জ্জয়তি বহির্লেপতঃ পীড়াম্॥
বৃহত্যেরণ্ডমূল-ত্বক্ শিগ্রোর্মূলং সসৈন্ধবম্।
অজাক্ষীরেণ পিষ্টং স্যাদ্বর্ত্তির্বাতাক্ষিশূলনুৎ॥

গেরিমাটী, রক্তচন্দন, শুণ্ঠি, খড়ী ও বচ এই সকল বস্তু একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে অনেক প্রকার চক্ষুরোগ দূরীভূত হয় জানিবে। তাম্রপাত্রে কাঁজি রাখিয়া তাহার সহিত ভুঁইআমলা ও সৈন্ধবলবণ ঘর্ষণ পূর্ব্বক ঘন হইলে, সেই পদার্থ

দ্বারা চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষুর পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে। বৃহতী, এরণ্ডমূলের ছাল, সজিনার মূল ও সৈন্ধবলবণ একত্র ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে বাতজনিত চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

অঞ্জনম্।

হরিদ্রে মধুকং পথ্যা দেবদারু চ পেষয়েৎ।
আজেন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিস্যন্দে তদঞ্জনম্॥
পথ্যাস্থানে দ্রাক্ষা ইত্যপিপাঠঃ।
গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা নাগরঞ্চ যথোত্তরং।
পিষ্টং দ্বিরংশতোঽদ্ভির্ব্বা গুড়িকাঞ্জন মিষ্যতে॥
মঞ্জিষ্ঠা চন্দনানন্তা লেপঃ পিত্তাক্ষিশূলনুৎ।
প্রপৌণ্ডরীক যষ্ট্যাহ্ব নিশামলক পদ্মকৈঃ॥
শীতৈঃ সিতা সমাযুক্তৈঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিশূলনুৎ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নেত্রগত অভিষ্যন্দ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। গেরিমাটী ১ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুণ্ঠী ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিগুণ জল সহ বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, এই দ্রব্যত্রয় একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত চক্ষুশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলা, পদ্মকাষ্ঠ ও চিনি এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক শীতল প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত চক্ষুশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

তাম্রপাত্রে ঘৃষ্টাঞ্জনং।

শুণ্ঠী নিম্বদলৈঃ পিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বল্প-সৈন্ধবৈঃ ॥
ধার্য্যশ্চক্ষুষি সংক্ষেপাচ্ছোথকণ্ডুব্যথাপহঃ।
বল্কলং পারিভদ্রস্য তৈলকাঞ্জিক-সৈন্ধবম্ ॥
কফোত্থাক্ষিরোগঘ্নং তরুঘ্নং কুলিশং যথা।

শুণ্ঠী, নিমপাতা ও অল্প পরিমিত সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ চক্ষুতে ধারণ করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই চক্ষুর শোথ, কণ্ডু ও ব্যথা দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে। পালিদামাদারের ছাল, তৈল, কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য একত্র তাম্র পাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে কফজনিত চক্ষুরোগ সকল সত্বর নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বিল্বাঞ্জনম্

বিল্বপত্ররসঃ পূতঃ সৈন্ধবাজ্যসমন্বিতঃ।
তাম্রে বরাটিকা ঘৃষ্টো ধূপিতো গোময়াগ্নিনা ॥
স্তন্যেনালোড়িতশ্চাক্ষ্ণোঃ পূরণাচ্ছোথশূলনুৎ।
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ রক্তস্রাবে চ শস্যতে ॥
গোময়ং ছায়াশুষ্কম্।

বিল্বপত্রের স্বরস বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তাম্রপাত্রে করিয়া তাহাতে কড়ি ঘর্ষণ করিয়া শুষ্ক ঘুঁটের অগ্নি দ্বারা ধূপিত করিয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা আলোড়ন পূর্ব্বক চক্ষুতে পূরণ করিলে চক্ষুগত শোথ, শূল, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ এবং রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

সলবণ কটুতৈলং কাঞ্জিকং কাংস্যপাত্রে
ঘনিতমুপলঘৃষ্টং ধূপিতং গোময়াগ্নৌ।

সপবন কফকোপং ছাগদুগ্ধাবসিক্তং
জয়তি নয়নশূলং স্রাবশোথং সরাগম্ ॥

সৈন্ধবলবণ, কটুতৈল ও কাঁজি এই দ্রব্যত্রয় একত্র কাঁসার পাত্রে করিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত দণ্ডদ্বারা ঘর্ষণ পূর্ব্বক ঘন হইলে তাহা ঘুঁটের অগ্নিতে ধূপিত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক চক্ষুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে। এবং উক্ত ঔষধ ছাগদুগ্ধ সহ মিশাইয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চক্ষুশূল, চক্ষুস্রাব, চক্ষুশোথ ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে।

বাসকাদিঃ।

অটরূষাভয়া নিম্ব ধাত্রীমুস্তাক্ষ-কূলকৈঃ।
রক্তস্রাবং কফং হন্তি চক্ষুষাং বাসকাদিকং ॥

বাসক, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুথা, বহেড়া ও পটোল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে চক্ষু হইতে রক্তস্রাব ও কফ দূরীভূত হইয়া থাকে।

বৃহদ্বাসকাদিঃ।

বাসাঘনং নিম্ব পটোলপত্রং
তিক্তামৃতা চন্দনবৎসকত্বক্।
কলিঙ্গদার্ব্বী দহনং সনাগরং
ভূনিম্বধাত্র্যাপ্যভয়া বিভীতম্॥
শ্যামা যবক্বাথমথাষ্টশেষং
পিবেদিমং পূর্ব্বদিনে কষায়ং।
তৈমির্য্যকণ্ডূ পটলার্ব্বদঞ্চ
শুক্রং সরাগং ব্রণমব্রণঞ্চ ॥

কাচঞ্চ পৈত্তঞ্চ মহারুজঞ্চ
নক্তান্ধ্যরোগং শ্বয়থুং সশূলম্।
বাসাদিরেষঃ প্রথিতপ্রভাবো
নিহন্তি সর্ব্বানয়নাময়াংশ্চ॥

বাসক, মুথা, নিমছাল, পলতা, কট্কী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুটজছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুণ্ঠী, চিরতা, আমলকী হরীতকী বহেড়া, গুলাঞ্চলতা ও যব, এই সকল বস্তু সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অষ্টমাংশাবশিষ্ট কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক বাসী করিয়া পান করিলে চক্ষুগত তিমির রোগ, কণ্ডু, পটল, অর্ব্বুদ, শুক্র, বক্তবর্ণতা, ব্রণ, কাচ, পিত্ত, অত্যন্তবেদনা, রাত্র্যন্ধতা এবং শূলবৎবেদনা সংযুক্ত শোথ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

গুড়ূচী ত্রিফলা কাথো মধুনা সহ যোজিতঃ।
পীতঃ সর্ব্বাক্ষি-রোগঘ্নঃ কৃষ্ণা চূর্ণাবচূর্ণিতঃ॥
বিভীতক শিবাধাত্রী পটোলারিষ্ট বাসকৈঃ।
কাথো গুগ্গুলুনা পেয়ঃ শোথ শূলাক্ষি পাকনুৎ॥
সপিল্লং সব্রণং শুক্রং রাগাদীংশ্চ বিনাশয়েৎ।
এতৈশ্চাপি ঘৃতং পকং রোগাংস্তাংশ্চ ব্যপোহতি॥

গুগ্গুলুঃ কল্কঃ॥

গুলঞ্চ, হরীতকী আমলকী ও বহেড়া ইহাদের কাথ করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, পল্তা, নিমছাল ও বাসকছাল এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ প্রস্তুত করিয়া শোধিত গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অক্ষিশোথ, অক্ষিশূল ও অক্ষিপাক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। অপিচ উহা দ্বারা পিল্লরোগ, ব্রণরোগ, শুক্ররোগ এবং রক্তবর্ণতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ঘৃত /৪ চারিসের, কাথার্থ—বয়ড়া, হরীতকী, আমলকী, পলতা, নিমছাল ও বাসকছাল ইহাদের কাথ ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—গুগ্‌গুলু /১ একসের মাত্র। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উচিত মাত্রায় সেবন করিলে অক্ষিশোথ, অক্ষিশূল প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ব্যাধি সকল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

চন্দনং গৈরিকং লাক্ষা মালতী কণিকাঃ সমাঃ।
ব্রণশুক্রহরা বর্ত্তিঃ শোণিতস্য প্রসাদনী॥

রক্তচন্দন, গেরিমাটী, লাক্ষা, মালতী ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চক্ষুর ব্রণ ও শুক্ররোগ নিবারিত হইয়া থাকে। এবং উহাদ্বারা রক্তের প্রসন্নতা জন্মে জানিবে।

চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা॥
সর্ব্বমেতৎ সমং কৃত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া নাম নৃণাং দৃষ্টি প্রসাদনী॥
নাশয়েত্তিমিরং কণ্ডুং পটলান্যর্ব্বুদানি চ।
অধিকানি চ মাংসানি যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি॥
অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন নাশয়েৎ।

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে এবং উহাদ্বারা তিমিররোগ, কণ্ডু, পটলরোগ, অর্ব্বুদরোগ, অধিকমাংস রোগ, রাত্র্যন্ধতা এবং পুষ্পকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ত্রিকট্বাদিবর্ত্তিঃ।

ত্রীণি কটূনি করঞ্জফলানি দ্বে রজনী সহসৈন্ধবকঞ্চ।
বিল্বতরোর্ব্বরুণস্য চ মূলং বারিচরং দশমং প্রবদন্তি॥
হন্তি তমস্তিমিরং পটলঞ্চ পিচ্চিট শুক্রমথার্জ্জুনকঞ্চ।
অঞ্জনকং জনরঞ্জনকঞ্চ দৃক্ চ ন নশ্যতি বর্ষশতঞ্চ॥

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, করঞ্জার ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, বিল্ববৃক্ষের মূল, বরুণবৃক্ষের মূল ও শঙ্খনাভি, এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রস্তত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে তমোরোগ, পটলরোগ, পিচ্চিট, শুক্র, অর্জ্জুন ও রাত্র্যন্ধতারোগ অতি সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

নাগার্জ্জুন বটিকা।

ত্রিফলাব্যোষ সিন্ধূত্থং যষ্টি তুত্থং রসাঞ্জনম্।
প্রপৌণ্ডরীকং জন্তুঘ্নং লোধ্রং তাম্রং চতুর্দ্দশ॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সংক্ষুভ্য বর্ত্তিঃ কার্য্যা নতাম্বুনা।
নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে॥
নাশিনী তিমিরাণাঞ্চ পটলানাং তথৈব চ।
সদ্যঃ প্রকোপং স্তন্যেন স্ত্রিয়ো বিজয়তে ধ্রুবম্॥
কিংশুক স্বরসেনাথ পৈল্লপুষ্পক রক্ততা।
অঞ্জনাল্লোধ্রতোয়েন আসন্ন তিমিরং জয়েৎ॥
চিরং সংচ্ছাদিতে নেত্রে বস্তমূত্রেণ সংযুতা।
উন্মীলয়তি কৃচ্ছ্রেণ প্রসাদঞ্চাধিগচ্ছতি॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তুঁতে, রসাঞ্জন, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, লোধ এবং তাম্র, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করতঃ অনন্তমূলের

কাথ সহ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে তিমির রোগ ও পটলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ; নারীদুগ্ধের দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে সত্বই প্রকোপ নষ্ট হয় ; কিংশুকের স্বরস দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে পিষ্ব, পুষ্পক ও রক্তবর্ণতা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। লোধের কাথের দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে আসন্নতিমির রোগ বিনষ্ট হয় এবং ছাগমূত্র দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুদ্বয়ে প্রয়োগ করিলে সংযুক্ত-চক্ষু সত্বর স্ফুটিত হইয়া থাকে জানিবে।

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তিঃ।

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা।
বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা॥
এতানি সমভাগানি ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
ছায়া-শুষ্কীকৃতাং বর্ত্তিং নেত্রেষু চ প্রযোজয়েৎ॥
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাং।
অধিমাংসং মলঞ্চৈব যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি॥
বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভা নাম জাতান্ধ্যমপি নাশয়েৎ।
শ্বেতমরিচং শোভাঞ্জনবীজং॥

রসাঞ্জন, সজিনা বীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনছাল এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিক মাংস, মল, রাত্র্যন্ধতা এবং জন্মান্ধতা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

চন্দনত্রিফলাপূগ পলাশ তরুশোণিতৈঃ।
পিষ্টৈরিয়ং কৃতা বর্ত্তিরশেষ-তিমিরাপহা॥

নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি পিপ্‌পলী রক্তচন্দনম্।
অঞ্জনং সৈন্ধবঞ্চৈব সদ্যস্তিমিরনাশনং॥
বিসং ধাত্রীফলরসৈর্দ্দিনৈকং পরিভাবিতং।
অঞ্জনং তাম্রসহিতং প্রগাঢতিমির-প্রণুৎ॥
দ্বিনিশা সৈন্ধবং ত্র্যষং বীজং কারঞ্জকং সমং।
ভৃঙ্গরাজযুতং মর্দ্দ্যং তিমিরং পটলং হরেৎ॥
মনঃশিলা হতং নাগং নাগাদ্ দ্বিগুণ রূপ্যকম্।
কিঞ্চিৎ কর্পূরসংমর্দ্দ্যং দ্রোণপুষ্প-রসৈর্দ্দিনং॥
বর্ত্তিরেষা হ্যভিষ্যন্দি নাশায় গজকেশরী॥

রক্তচন্দন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও সুপারী এই সকল পদার্থ পলাশবৃক্ষের আঠা দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে তিমিররোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় জানিবে। নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ, পিপুল, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া চক্ষুতে প্রযোগ করিলে সত্বই তিমিররোগ নষ্ট হইয়া থাকে। আমলকীফলের রস দ্বারা মৃণাল ভাবনা দিয়া, রসাঞ্জন ও তামা সহিত বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে প্রগাঢ় তিমিররোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও করঞ্জবীজ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক চক্ষুতে প্রদান করিলে তিমিররোগ ও পটলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। মনঃশিলা দ্বারা হত তাম্র ১ ভাগ, রৌপা ২ ভাগ এবং কিঞ্চিৎ কর্পূর একত্র দ্রোণপুষ্পের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে নেত্রাভিষ্যন্দ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

তারকান্তা বটিকা।

তারং তাম্রং রঙ্গং সীসং কর্পূরং খর্পরং তথা॥

রসাঞ্জনং কাংস্যশঙ্খং হংসপাদ্যা দ্রবৈর্দ্দিনং।
বর্ত্তিং কৃষ্ণাঞ্জনাহন্তি সমস্তং নেত্রজাময়ং ॥

রৌপ্য, তাম্র, পারদ, সীসা, কর্পূর, খর্পর, রসাঞ্জন, কাঁসা এবং শঙ্খ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গোয়ালিয়া লতার রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

চূর্ণেনাঞ্জনং।

টঙ্কণং রসকং পিষ্ট্বা জম্বীরৈঃ কাংস্যভাজনে।
পক্ষ্মরোগহরং কণ্ডূং রক্তস্রাবঞ্চ নাশয়েৎ ॥
নিশাদ্বয়াভয়ামাংসী কুষ্ঠকৃষ্ণা বিচূর্ণিতাঃ।
সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাদেতৎ সৌগতমঞ্জনং ॥

সোহাগা এবং খর্পর কাঁসার পাত্রে রাখিয়া জম্বীর রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে পক্ষ্মরোগ, কণ্ডূ ও রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী, কুড় ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

কণ্টকারীকৃতং ক্বাথং বস্ত্রপূতং পুনঃ পচেৎ।
ঘনীভূতং সমাদায় লৌহভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
মাত্রামাদায় তস্মাদ্ধি মাণিমন্থেন যোজয়েৎ।
ঘৃষ্ট্বা নেত্রেঽঞ্জিতা যস্তু সর্ব্বনেত্রগদান্ জয়েৎ ॥
শুক্রকাচার্জ্জকাজাত বর্ত্মার্ব্বুদমথাপি বা।
অভিষ্যন্দং বিশেষেণ পটলঞ্চাপি নাশয়েৎ ॥
অঞ্জনানাং বরঞ্চৈতৎ তিমিরান্তকরং পরং ॥

কণ্টকারীর কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া পুনরায় পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উহা লৌহময় ভাণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে উহা হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্ধবলবণ সহ ঘর্ষণ করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। বিশেষতঃ এই ঔষধ দ্বারা শুক্র, কাচ, অর্জ্জকা, বর্ত্মরোগ, অর্ব্বুদ, অভিষ্যন্দ, পটল এবং তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অঞ্জন ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঞ্জন বলিয়া জানিবে।

দশমূলঘৃতং।

দশমূলাম্বুনা পক্বং ঘৃতং দুগ্ধচতুর্গুণং।
ত্রিফলা কল্কসংযুক্তং তিমিরে রাজতে পিবেৎ॥

গব্যঘৃত /৪ চারিসের, দশমূলের কাথ /৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ কুট্টিত ত্রিফলা /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে তিমিররোগ বিনষ্ট হয়।

যস্ত্রৈফলং চূর্ণমপথ্যবর্জ্জী
সায়ং সমশ্নাতি হবির্ম্মধুভ্যাং।
বিমুচ্যতে নেত্রগতৈর্ব্বিকারৈ-
র্ভৃত্যৈর্যথা ক্ষীণধনো মনুষ্যঃ॥

যে ব্যক্তি অপথ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুপথ্যের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় ত্রিফলা চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহযোগে সন্ধ্যাকালে সেবন করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

স্বল্পত্রিফলাঘৃতং।

ত্রিফলাকাথ কল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতং।
তিমিরাণ্যচিরাদ্ধন্তি পীতমাত্রং নিশামুখে॥

গব্যঘৃত /৪ চারিসের, ত্রিফলার কাথ /৪ চারিসের, গব্যদুগ্ধ /৪

চারিসের এবং কল্কার্থ—কুট্টিত ত্রিফলা ৴১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সন্ধ্যাকালে পান করিলে অচিরাৎ তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

মধ্যমত্রিফলাঘৃতম্।

ত্রিফলাত্র্যূষণং দ্রাক্ষা মধুকং কটুরোহিণী।
প্রপৌণ্ডরীকং সূক্ষ্মৈলা বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্॥
নীলোৎপলং শারিবে দ্বে চন্দনং রজনীদ্বয়ম্।
কার্ষিকৈঃ পয়সা তুল্যং ত্রিগুণং ত্রিফলা রসম্॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেতৎ সর্ব্বনেত্রকজাপহম্।
তিমিরং রক্তসংস্রাবং পটলং কাচমর্ব্বুদম্॥
বিসর্পং প্রদরং কণ্ডুং রক্তং শ্বয়থুমেব চ।
খালিত্যং পলিতঞ্চৈব কেশানাং পতনন্তথা॥
বিষমজ্বর মর্শাংসি শুক্রমাশু ব্যপোহতি।
অন্যে চ বহবো রোগা নেত্রজা যে চ বর্ত্মজাঃ।
তান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
ন চৈবাস্মাৎ পরং কিঞ্চিদৃষিভিঃ কাশ্যপাদিভিঃ॥
দৃষ্টিপ্রসাদনং দৃষ্টং যথা স্যাৎ ত্রৈফলং ঘৃতম্।

গব্যঘৃত ৴৪ চারিসের, দুগ্ধ ৴৪ চারি সের, ত্রিফলার কাথ ৴৮ আটসের এবং কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কটুকী, পুণ্ডরীকাষ্ঠ, ছোটএলাচি, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমষ্টে ৴১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে

তিমির, কাচ, পটল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ এবং বিসর্প, প্রদর, কণ্ড, শোথাদি নানাপ্রকার ব্যাধি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহৎত্রিফলাঘৃতম্।

ত্রিফলায়াঃ রস প্রস্থং ভৃঙ্গরাজ রসস্য চ।
বৃষস্য চ রস প্রস্থং শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমম্॥
অজা ক্ষীরং গুড়ূচ্যাশ্চ আমলক্যা রসস্তথা।
প্রস্থং প্রস্থং সমাহৃত্য সর্ব্বৈরেভির্ঘৃতং পচেৎ॥
কল্কঃ কণা সিতা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্।
মধুকং ক্ষীরকাকোলী মধুপর্ণী নিদিগ্ধিকা॥
তৎ সাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ঊর্দ্ধপানমধঃপানং মধ্যে পানঞ্চ শস্যতে॥
যাবন্তো নেত্রজা রোগা স্তান্ পানাদপকর্ষতি।
সরক্তে চাতিরক্তে চ দুষ্টে চাতিস্রুতেঽপি চ॥
নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকাপটলার্ব্বুদে।
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পক্ষ্মকোপে সুদারুণে॥
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ।
অদৃষ্টিং মন্দদৃষ্টিঞ্চ কফবাতপ্রদূষিতাম্॥
স্রবতো বাতপিত্তাভ্যাং সকণ্ড্বাসন্নদূরদৃক।
গৃধ্র-দৃষ্টিকরং সদ্যো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনং॥
সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাত্রিফলাদ্যং মহদ্ঘৃতম্।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, ত্রিফলার কাথ /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের রস /৪ সের, শতাবরীর রস /৪ সের, বাসকের রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, গুলঞ্চের রস /৪ চারিসের, আমলকীরস /৪ সের এবং কল্কার্থ—পিপুল, ইক্ষুচিনি, দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমষ্টে /১ একসের। যথাবিধি এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ভৃঙ্গরাজ রস প্রস্থে যষ্টিমধু পলেন চ।
তৈলস্য কুড়বং পক্বং সদ্যো দৃষ্টিং প্রসাদয়েৎ ॥
নস্যাদ্বলী পলিতঘ্নং মাসেনৈতন্ন সংশয়ঃ।

তৈল /১ এক সের, ভৃঙ্গরাজের রস /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ —যষ্টিমধু ।॰ একপোয়া, যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া অক্ষাদিতে মর্দ্দন করিলে সদ্যই দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। এবং উহা দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে এক মাসের মধ্যেই বলী ও পলিত নিবারিত হইয়া থাকে।

গোময়াদ্যং তৈলং মধুরঘৃতঞ্চ।

গবাং শকৃৎ ক্বাথ বিপক্বমুত্তমং
হিতঞ্চ তৈলং তিমিরেষু নস্যতঃ।
ঘৃতং হিতং কেবলমেব পৈত্তিকে
ছাজাবিকং যন্মধুরৈর্বিপাচিতম্ ॥

গোময় ক্বাথ সহ তৈল প্রস্তুত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে তিমির-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। এবং মধুর গণীয় দ্রব্য সহ-যোগে ছাগ ঘৃত বা মেষীর ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

নৃপবল্লভতৈলম্।

জীবক ঋষভকৌ মেদে
দ্রাক্ষাংশুমতী নিদিগ্ধিকা বৃহতী।
মধুকং বলা বিড়ঙ্গং মঞ্জিষ্ঠা শর্করা রাস্না ॥

নীলোৎপলং শ্বদংষ্ট্রা প্রপৌণ্ডরীকং পুনর্নবা লবণং
পিপ্পল্যঃ সর্ব্বেষাং ভাগৈরক্ষাংশিকৈঃ পিষ্টৈঃ।
তৈলং বা যদি সর্পির্দত্ত্বা ক্ষীরং চতুর্গুণং পক্বং
আত্রেয়নির্ম্মিতমিদং তৈলং নৃপবল্লভং নাম॥
তিমিরং পটলং কাচং নক্তান্ধ্যং চার্ব্বুদং তথান্ধ্যঞ্চ
শ্বেতঞ্চ লিঙ্গনাশং নাশয়তি চ নীলিকা-ব্যঙ্গম্।
মুখনাসা দৌর্গন্ধ্যং পলিতঞ্চাকালজং হনুস্তম্ভম্
কাসং শ্বাসং শোষং হিক্কাং স্তম্ভং তথাত্যয়ং নেত্রে।
মুখজৈহ্ম্য মর্দ্দভেদং রোগং বাহুগ্রহং শিরঃস্তম্ভম্।
রোগানথোর্দ্ধজত্রোঃ সর্ব্বানচিরেণ নাশয়তি॥
নস্যাম্বয়াত্তৈলকুড়বঃ সাধ্যঃ।
অতোঽক্ষাংশিকৈশ্চতুর্ভাগৈঃ মাষকচতুষ্টয়ৈঃ॥
যদ্বাঽক্ষরূপো ভাগস্তথা প্রস্থঃ সাধ্যঃ।

তৈল /৪ সের, গব্যদুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, দ্রাক্ষা, শালপানী, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, শর্করা, রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, পুনর্নবা, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমানভাগে সমষ্টে /১ সের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক উহার নস্য গ্রহণ করিলে তিমির, পটল, কাচ, রাত্র্যান্ধ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ এবং কাস, শ্বাসাদি বিবিধ অন্যান্য রোগ সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

অজস্রং যস্য চাপ্যশ্রু স্বচ্ছং স্রবতি চক্ষুষঃ।
তোয়স্রাবস্তু তং বিদ্যাৎ বিকারং মারুতাত্মকম্॥
পানীয়েন নিঘৃষ্টং হি ফলমিজ্জলজং শুভম্।
অশ্রুপাতং নিহন্ত্যাশু বৃদ্ধানামপি চাঞ্জনাৎ॥

চক্ষু হইতে সর্ব্বদা স্বচ্ছ অশ্রু স্রাবিত হইলে, তাহাকে তোয়স্রাব রোগ বলা যায়, উহা বায়ুজন্ত হইয়া থাকে জানিবে। ছিজলফল জলসহ ঘর্ষণ পূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তোয়স্রাব রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

অভিজিতং তৈলম্।

তৈলস্য পচেৎ কুড়বং মধুকস্য পলেন কল্কপিষ্টেন।
আমলকী রস প্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থেন সংযুতং কৃত্বা॥
অভিজিতং নাম্না তৈলং তিমিরং হন্ত্যাম্মুনিপ্রোক্তং।
বিমলাং কুরুতে দৃষ্টিং নষ্টামপ্যানয়েত্তদ্বৎ॥

তৈল ⁄১ সের, আমলকীর রস ⁄৪ সের, গব্যদুগ্ধ ⁄৪ সের এবং কল্কার্থ— যষ্টিমধু ⁄।০ পোয়া। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া উহার নস্য গ্রহণ করিলে তিমিররোগ বিনষ্ট হয় এবং চক্ষুর দীপ্তি বিমল হইয়া থাকিবে জানিবে।

অমৃতাদ্যম্বত গুগ্‌গুলুঃ।

অমৃত বৃষ পটোলং চন্দনং মুস্ত তিক্তা
কুটজ কুটজবীজং পূতনা কাণ্ডতিক্তা।
দহনবিটপিমূলং দীর্ঘমূলা যবঞ্চ
কলিতরুফল ধাত্রী সর্ব্বতোভদ্র বিশ্বম্॥
সমধরণঘৃতানাং কাথমাদায় চৈষাং
বিধিবদিতি পচেত্তং সর্পিষঃ প্রস্থমেকম্।
ভিষগপি বিধিপূর্ব্বং শোধয়িত্বা পুরস্য
বসুপলপরিমাণং কল্কমত্রৈব দত্বা॥

স্বতিথি দিবস চন্দ্রে ভাস্করং পূজয়িত্বা
নয়ন গদগদীয়ঃ সর্পিরেতচ্চ কুর্য্যাৎ।
অসিতসিতসমুত্থানর্ব্বুদান্ কাচশুক্রান্
পটল তিমির রাগান্ পিল্লকণ্ডূাময়াংশ্চ ॥
বিবিধ নয়ন দোষানশ্রুপাতামবাতান্
সমশন দিন পূর্ব্বো ভোজনান্তে নিহন্তি।
দহনবিটপী লাঙ্গলী, দীর্ঘমূলা শ্যামালতা।

গুলঞ্চ, বাসক, পটোল, রক্তচন্দন, মূথা, কটকী, কুটজছাল, ইন্দ্রযব, হরীতকী, চিরতা, লাঙ্গলিয়ামূল, শ্যামালতা, যব, বহেড়া, আমলকী, গাম্ভারী ও শুন্ঠি, ইহাদের কাথ ⁄৪ সের, গব্যঘৃত ⁄৪ সের এবং গুগ্গুলু ⁄১ সের মাত্র। চন্দ্র বিশুদ্ধ উত্তম দিবসে সূর্য্যদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক এই ঘৃত গুগ্গুলু পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বাসামৃত গুগ্গুলুঃ।

বাসামৃতা নিম্বপটোলপত্রং
ফলত্রয়াণাং বিধিবৎ কষায়ে।
ভিষক্ পচেদ্গুগ্গুলুকল্কমাজ্যং
জেতুং নরাণাং নয়নোত্থদোষান্।
নেত্রাময়ান্ সর্ব্বসমুদ্ভবাংশ্চ
নিহন্তি শীঘ্রং নয়নাশ্রুপাতম্ ॥
রাগাশ্রুশোথং পটলার্ব্বুদাংশ্চ
মলং সকণ্ডূং তিমিরঞ্চ কাচম্।
মহদ্রজশ্চৈব তথামবাতং
সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি চ বাতরক্তম্ ॥

রসায়নং সর্পিরমুত্তমঞ্চ
যথানুপানং ভিষজা প্রযোজ্যং ॥

বাসাদীনাং মিলিত্বা ৬৪ পল জল ৫১২ পল শেষ ১২৮ পল।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, কাথার্থ—বাসক, গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে /৮ সের, জল ১৷৷৪ সের, শেষ ৷৬ সের এবং কল্কার্থ গুগ্‌গুলু /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় যথাবিধি অনুপান সহ সেবন করিলে তোয়স্রাব, পটলাদি সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ এবং আমবাত, কুষ্ঠ প্রভৃতি অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যাধি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সপ্তামৃতং লৌহম্।

ত্রিফলা ত্বচমায়সঞ্চ চূর্ণং
সহ যষ্টীমধুকং সমাংশযুক্তম্।
মধুনা সহ সর্পিষা দিনান্তে
পুরুষো নিষ্পরিহারমাদদীত ॥
তিমিরক্ষত রক্তরাজি কণ্ডূ
ক্ষণদান্ধ্যার্ব্বুদতোয়দাহশূলান।
পটলং সহশুক্রকাচপিল্লং
শময়ত্যেব নিষেবিতঃ প্রয়োগঃ ॥
ন চ কেবলমেব লোচনানাং
বিহিতো রোগনিবর্হণায় পুংসাম্।
দশনশ্রবণোর্দ্ধকণ্ঠজানাং
প্রশমে হেতুরয়ং তথাময়ানাং ॥
গুদজানি ভগন্দরং প্রমেহং
প্লীহানং কুষ্ঠহলীমকং কিলাসম্।

পলিতানি বিনাশয়েত্তথাগ্নিং
চিরন্তনঞ্চ করোতি সুপ্রচণ্ডম্ ॥
দয়িতাভুজপঞ্জরোপগূঢ়ঃ
স্ফুটচন্দ্রাভরণাসু যামিনীষু।
সুরতানি মুহুর্নিষেবতেঽসৌ
পুরুষো যোগবরং নিষেবমাণঃ॥
মুখেন নীলোৎপলতুল্যগন্ধিনা
শিরোরুহৈরঞ্জনমেচকপ্রভৈঃ।
ভবেচ্চ গৃধ্রস্য সমানলোচনঃ
সুখে নরো বর্ষশতঞ্চ জীবতি ॥
অত্র সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহম্।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, যষ্টিমধু, ইহাদের একভাগ করিয়া এবং লৌহ চূর্ণ সকলের সমান একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে তিমির, নেত্রার্ব্বুদ, পটল, কাচ, শুক্র প্রভৃতি নানাপ্রকার চক্ষু রোগ, কর্ণরোগ, কণ্ঠ রোগ, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ষড়ঙ্গরসঃ।

লক্ষ্মী হরিহরঃ কাশী ত্রিফলা কটুরোহিণী।
কামিনী গুগ্গুলুর্দ্দন্তী ঘোষাগুলঞ্চ বালকম্ ॥
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য বাতারিতৈলমর্দ্দিতম্।
পুষ্পিতং স্ফুটিতং চক্ষুঃ পটলং বাতদূষিতম্॥
মুখপাকং ক্রিমিদন্তং রক্তজং পূতিনাসিকাম্।
ঘ্রাণস্তনাদিরোগঞ্চ পূতিকর্ণং প্রশাম্যতি ॥

হরিদ্রা, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী, প্রিয়ঙ্গু, গুগ্‌গুলু, দন্তী, ঘোষা, গুলঞ্চ ও বালা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এরণ্ডতৈল সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে চক্ষুজাত পুষ্পরোগ, স্ফুটরোগ, বাতদূষিত পটলরোগ, মুখপাক, রক্তক্রিমিদন্ত, পূতিনাসিকা, ঘ্রাণরোগ, স্তনাদিরোগ এবং পূতিকর্ণ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

দধ্না নিঘৃষ্টং মরিচং রাত্র্যান্ধ্যাঞ্জনমুত্তমং।
সকরীমৎস্যক-ক্ষারো নক্তান্ধ্যমঞ্জনাদ্বিনিহন্তি॥
কণা ছাগশকৃন্মধ্যে পক্ত্বা তত্র সুপেষিতা।
অঞ্জনাৎ হন্তি নক্তান্ধ্যং তদ্বৎ সক্ষৌদ্র-সর্পিষা॥
নদীজ-শঙ্খত্রিকটূন্যথাঞ্জনং
মনঃশিলা দ্বে চ নিশে গবাং শকৃৎ।
সচন্দনেয়ং গুড়িকাথবাঞ্জনে
প্রশস্যতে রাত্রিদিনেষপশ্যতাং।
কেশরাজান্বিতং সিদ্ধং মৎস্যাণ্ডং হন্তি ভক্ষিতং।
নক্তান্ধ্যং নিয়তং নৃণাং সপ্তাহাৎ পথ্যসেবিনাম্॥

মরিচ দধির সহিত ঘর্ষণ পূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে রাত্র্যান্ধরোগ নিবারিত হয়। পুঁটিমাছের ক্ষার দ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে নক্তান্ধতা দূরীভূত হইয়া থাকে। পিপুল ছাগবিষ্ঠা মধ্যে পুরিয়া অগ্নিসংযোগে পাকপূর্ব্বক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে অথবা ঘৃত ও মধু একত্র করিয়া তদ্দ্বারা নস্ত প্রয়োগ করিলে রাত্র্যান্ধতা নিবারিত হইয়া থাকে। সৈন্ধবলবণ, শঙ্খ, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোময় ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে অন্ধতারোগ নিবারিত হইয়া

থাকে। রুই মাছের ডিম কেহুর্ষ্যা সহ সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে সপ্তাহ মধ্যেই নক্তান্ধ্যরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

হরিদ্রা ত্রিফলা লোধ্র মধুকং রক্তচন্দনং।
ভৃঙ্গরাজ-রসে পিষ্ট্বা ঘর্ষয়েৎ লৌহভাজনে॥
তথা তাম্রে চ সপ্তাহং কৃত্বা বর্ত্তিঞ্চ চাঞ্জয়েৎ॥
পিচ্চিটী ধূমদর্শী চ তিমিরোপহতেক্ষণঃ।
প্রাতর্ন্নিশ্যঞ্জয়েৎ নিত্যং সর্ব্বনেত্রাময়াপহং॥
ইড়ামূত্রেণ ভূধাত্রীমূলং পিষ্ট্বা চ বর্ত্তিকা।
নবনীতেন সংযুক্তা হন্তি পুষ্পং চিরন্তনং॥

হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লোধ, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন এই সকল পদার্থ সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রসে পেষণ করিয়া লৌহপাত্রে সাত দিবস ও তাম্রপাত্রে সাতদিন ঘর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে পিচ্চিট, ধূমদর্শন, তিমিরাদি সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। ভূঁই আমলার মূল গাভীমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নবনীত সহ মিশ্রণ করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগে বহুকালীন পুষ্পরোগ নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয় জানিবে।

শম্বুকঞ্চ বরাটং বা দগ্ধং চৈতদ্বিচূর্ণয়েৎ।
অঞ্জনং নবনীতেন হন্তি পুষ্পং চিরন্তনং॥
অঞ্জনান্নাশয়েৎ পুষ্পং ক্ষৌদ্রের্ব্বা স্বর্ণমাক্ষিকং।
অপামার্গস্থ বীজানি মরিচং কণ্টকারিকা॥
অর্কক্ষীরৈস্ত্র্যহং তত্তু শুষ্কং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
তৎ পৃষ্ঠে ছাদনং পাত্রং সরন্ধ্রং লেপয়েদ্বহিঃ॥
ইত্থং তদুত্থিতং ধূমং নেত্রে কর্ণে মুখেঽথবা।
নালায়াং গ্রাহয়েদ্ধূমং ক্রিমিপাতো ভবত্যলং॥

ইতি চক্ষুরোগাধ্যায়ঃ।

শামুক অথবা কড়ি দগ্ধ করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া নবনীত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে পুষ্পরোগ বিনষ্ট হয়। স্বর্ণমাক্ষিক মধুর সহিত মিশ্রণ করতঃ তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে পুষ্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। আপাংবীজ, মরিচ ও কণ্টকারী একত্র আকন্দ আঠায় ৩ দিবস শুকাইয়া উপরিভাগ সবদ্ধ ও বহির্ভাগ লিপ্ত আচ্ছাদন পাত্র বাধিয়া মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিলে, তাহা হইতে যে ধূম উত্থিত হইবে, সেই ধূম কর্ণ, চক্ষু, মুখ ও নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে ক্রিমি সকল পতিত হইয়া যায় জানিবে।

ইতি চক্ষুরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শিরোরোগচিকিৎসামাহ।

বাতিকে শিরসো রোগে স্নেহ স্বেদানুবাসনান্।
পানানি উপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়াপহান্।
পয়োঽনুপানং সেবেত ঘৃতং তৈলমথাপি বা॥
স্বেদোপনাহান্ কুর্বীত কৃশরা পয়সাদিভিঃ।
কুষ্ঠমেরণ্ডমূলন্তু লেপাৎ কাঞ্জিক পেষিতং॥
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্।
পঞ্চমূলী শৃতং ক্ষীরং নস্যে দদ্যাচ্ছিরোগদে॥

বাতিক শিরোরোগে স্নেহ, স্বেদ, অনুবাসন, পান ও বাতরোগঘ্ন প্রলেপ সকল এবং দুগ্ধ অনুপান বা ঘৃত ও তৈল বিশেষ হিতকারক বলিয়া জানিবে। দুগ্ধ ও কৃশরাদিদ্বারা স্বেদ, প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে। কুড় ও ভেরেণ্ডার মূল, কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা মুচুকুন্দ ফুল জল সহ বাটিয়া তদ্দ্বারা

প্রলেপ দিবে মস্তকবেদনা নিবারিত হয়। পঞ্চমূল সহ সিদ্ধ-দুগ্ধ দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

আশিরোব্যায়তঞ্চর্ম্ম কৃত্বাষ্টাঙ্গুলি মুদ্রিতম্।
তেনাবেষ্ট্য শিরোঽধস্তান্মাষকল্কেন পেষয়েৎ।
নিশ্চলস্যোপবিষ্টস্য তৈলৈরুষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ॥
ধারয়েদারুজঃ শান্তের্যামং যামার্দ্ধমেব বা।
এষ এব বিধিঃ কার্য্য স্তথা কর্ণাক্ষিপূরণে॥

অষ্টাঙ্গুলি মুদ্রিত এবং মস্তক প্রমাণ প্রশস্ত, এমন একটী চর্ম্মদ্বারা রোগীর মস্তকটী বেষ্টন পূর্ব্বক রোগীকে স্থিরভাবে বসাইয়া মস্তকের অধোভাগটী মাষকল্কদ্বারা পেষণ করতঃ উষ্ণ তৈল দ্বারা পূরণ করিয়া ১ প্রহর বা অর্দ্ধ প্রহর অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বেদনা থাকিবে, তৎক্ষণ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখিবে, এবম্প্রকারে কর্ণপূরণ ও চক্ষু পূরণ করিতে পারা যায়।

নাগরকল্কবিমিশ্রং ক্ষীরং নস্যেন যোজিতং পুংসাম্।
নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হন্তি তীব্রতরাম্॥
মৃণাল-বিসশালূক-চন্দনোৎপল-কেশরৈঃ।
স্নিগ্ধশীতৈঃ শিরো দিহ্যাত্তদ্বদামলকোৎপলৈঃ।
যষ্ট্যাহ্ব-চন্দনানন্তা ক্ষীরসিদ্ধং ঘৃতং হিতম্॥

শুণ্ঠি পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধ সহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে নানাদোষোদ্ভূত তীব্রতর শিরোবেদনা বিনষ্ট হইয়া থাকে। মৃণাল, পান, শালুক, রক্তচন্দন, উৎপল ও পদ্মকেশর অথবা আমলকী ও উৎপল, ইহাদের শীত কষায় প্রস্তুত পূর্ব্বক স্নিগ্ধ করিয়া মস্তকে প্রয়োগ করিলে শিরোরোগ নিবারিত হয়। যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল ইহাদের কল্ক দুগ্ধ সহযোগে ঘৃতপাক করিয়া পান করিলে শিরোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাহ্ব শুণ্ঠী মধুকশতাহ্বোৎপলপাকলৈঃ।
জলপিষ্টৈঃ শিরোলেপঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ॥
দেবদারু নতং কুষ্ঠং নলদং বিশ্বভেষজং।
লেপঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টস্তৈলযুক্তঃ শিরোঽর্ত্তিনুৎ॥

পিপুল, শুণ্ঠী, যষ্টিমধু. শলুফা, উৎপল ও কুড় এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জল সহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে সদ্যই শিরঃশূল নিবারিত হইয়া থাকে। দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, বেণারমূল ও শুণ্ঠি এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত বাটিয়া তৈল মিশ্রণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

লোহমণ্ডুরঃ।

ত্রিকটু পুষ্করবীজ রজনী রাস্না তুরগগন্ধানাং
ক্বাথঃ শিরোঽর্ত্তিজালং নাসাপীতো নিবারয়তি।
নতোৎপলং চন্দনকুষ্ঠযুক্তং
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহঃ।
প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু কুষ্ঠং
যষ্ট্যাহ্বমেলা কমলোৎপলে চ॥
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহো
লৌহৈরকাপদ্মকরোচকৈশ্চ॥

শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, পুষ্করমূল, পীতশাল, হরিদ্রা, রাস্না এবং অশ্বগন্ধা ইহাদের ক্বাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোবেদনা নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। তগরপাদিকা, উৎপল, রক্তচন্দন ও কুড়, এই সকল দ্রব্য পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত সহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শিরোবেদনা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। পুণ্ডরীয়া-

কাষ্ঠ, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, এলাচি, পদ্ম ও উৎপল, মণ্ডুর, বক, পদ্মকাষ্ঠ ও রোচক (গেঁঠেলা বিশেষ) এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃত সহ মিশ্রণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শিরোবেদনা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

জীবকাদ্যং তৈলম্।

জীবকর্ষভকৌ দ্রাক্ষা মধুকং মধুকাম্বুনা।
নীলোৎপলং চন্দনঞ্চ বিদারী শর্করা তথা।
তৈলপ্রস্থং পচেদেভিঃ শনৈঃ পয়সি ষড়্গুণে॥
জাঙ্গলস্য তু মাংসস্য তুলার্দ্ধস্য রসেন তু।
সিদ্ধমেতদ্ভবেন্নস্যং তৈলমর্দ্ধাবভেদকম্॥
বাধির্য্যং কর্ণশূলঞ্চ তিমিরং গলশুণ্ডিকাম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শীর্ষরোগং নিযচ্ছতি॥

তিল তৈল ⁄৪ সের, দুগ্ধ ‖৪ সের, জাঙ্গলমাংসের রস ⁄৬।০ সের, যষ্টিমধুর কাথ ⁄৪ সের, কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শর্করা এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ⁄১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক, বাধির্য্য, কর্ণশূল, তিমির, গলশুণ্ডিকা এবং বাতজ ও পিত্তজ শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ষড়্বিন্দু তৈলম্।

এরণ্ডমূলং তগরং শতাহ্বা
জীবন্তিরাস্নাসহ সৈন্ধবঞ্চ।
ভৃঙ্গং বিড়ঙ্গং মধুযষ্টিকা চ
বিশ্বৌষধং কৃষ্ণতিলস্য তৈলম্॥

আজং পয়স্তৈলবিমিশ্রিতঞ্চ
চতুর্গুণে ভৃঙ্গরসে বিপক্কম্।
ষড়্বিন্দবো নাসিকয়া বিধেয়াঃ
নিহন্তি শীঘ্রং শিরসো বিকারান্॥
চ্যুতাংশ্চ কেশান্ চলিতাংশ্চ দন্তান্
অবদ্ধমূলান্ সুদৃঢ়ীকরোতি।
সুপর্ণদৃষ্টিপ্রতিমঞ্চ চক্ষু-
র্বাহ্বোর্বলঞ্চাপ্যধিকং দদাতি॥

তিল তৈল /৪ সের, ভৃঙ্গরাজের রস ।৮ সের, ছাগদুগ্ধ ।৩ সের এবং কল্কার্থ—ভেবেণ্ডার মূল, তগর পাদুকা, শলুকা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, ভৃঙ্গরাজ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুণ্ঠি, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া নাসিকা দ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া কেশ সকল দৃঢ়মূল ও চক্ষুর দীপ্তি উজ্জ্বল হয়।

দশমূল তৈলম্।

দশমূল কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেন চ।
কল্কতশ্চাষ্টবর্গেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
তত্তৈলং বিহিতং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বদা বাতরোগিণে।
শিরঃ কর্ণাক্ষিশূলেষু সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে॥

তৈল /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, দশমূলের কাথ ।৩ সের এবং কল্কার্থ—অষ্টবর্গ সমানভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই সকল দ্রব্য পাক পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরঃশূল ও চক্ষুঃশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

দ্বিতীয় ষড়্‌বিন্দু তৈলম্।

শুণ্ঠী বিড়ঙ্গযষ্ট্যাহ্বৈঃ ভৃঙ্গতোয়শৃতং ঘৃতং।
ষড়্‌বিন্দু নস্যদানেন সর্ব্বানূর্দ্ধগদান্ জয়েৎ॥

তৈল /৪ সের, ভৃঙ্গরাজের রস ।৬ সের এবং কল্কার্থ—শুণ্ঠি, বিড়ঙ্গ ও যষ্টিমধু সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া উহা দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে গ্রীবার ঊর্দ্ধগত শিরোরোগাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বরুণাদ্যং ঘৃতম্।

বরুণশতসৃতায়া মেষশৃঙ্গী করঞ্জৌ
বরককুভ জয়ন্তী শিগ্রুশোণাগ্নিমন্থঃ।
বসিরবসুগুড়ূচী বিল্বি শৌরীদ্বয়ঞ্চ
কুশদহন জটাজশৃঙ্গী মালূরবিল্বম্॥
বৃহতীযুগলমূলং মোরটানাং দ্বিপ্রস্থং
বসুগুণ-জলদানাদষ্টভাগাবশেষম্।
বিপচ্য মায়ূরমথাপি মাংস-
প্রস্থং তথা ক্ষীরসমং বরায়াঃ।
প্রস্থঞ্চ সর্পির্ম্মধুকং কিরাতং
রাস্না গুড়ূচী পিচুমর্দ্দরাত্রিঃ॥
প্রত্যেকশঃ সার্দ্ধপলঞ্চ কল্কং
দত্ত্বা তু সর্ব্বং বিপচেদ্বিধিজ্ঞঃ।
মন্যাশিরঃ শঙ্খভ্রুবোর্বিকার-
স্ত্রিদোষজো দ্বন্দ্বজ এব জাতঃ॥
নানাপ্রকারে শিরসো বিকারে
প্রমত্ত-দন্তিনিধনে মৃগেন্দ্রঃ।

গব্যঘৃত /৪ সের, কাথার্থ বরুণবৃক্ষের ছাল, শতমূলী, মেড়াশৃঙ্গী, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল, জয়ন্তী, সজিনা, শোণ, গনিয়ারি, শ্বেতবেড়েলা, আকন্দমূল, বেল, শুণ্ঠি, গুলঞ্চ, তেলাকুচা, নীল-ঝিণ্টি, পীতঝিণ্টি, কুশ, চিতামূল, জটামাংসী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বৃহতী, কণ্টকারী ও অঙ্কোঠমূল এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /৪ সের, পাকার্থ জল ৷৲ সের, শেষ /৪ সের, ময়ূর মাংস /২ সের ও ত্রিফলা মিলিত /২ সের, জল ৷৲ সের, শেষ /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু, চিরতা, রাস্না, গুলঞ্চ, নিমছাল ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগাদি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ময়ূরাদ্যং ঘৃতম্।

দশমূলী বলা রাস্না মধুরৈস্ত্রিফলৈঃ সহ।
ময়ূরং পক্ষপিত্তান্ত্রশকৃৎপাদাস্যবর্জ্জিতং॥
জলে পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্ ক্ষীরসমং পচেৎ।
মধুরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগার্দ্দিতাপহম্॥
কর্ণনাসাক্ষি-জিহ্বাস্য-গলরোগ-বিনাশনম্।
ময়ূরাদ্যমিদং খ্যাত মূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥
দশমূলাদিনা তুল্যো ময়ূর ইহ গৃহ্যতে।
অন্যেত্বাকৃতিমানেন ময়ূরগ্রহণং বিদুঃ॥
আখুভিঃ কুক্কুটৈর্হংসৈঃ শশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিমান্।
কল্কেনানেন বিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধগদাপহম্॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, দশমূলী, বেড়েলা, রাস্না, ত্রিফলা ও জীবনীয়-দশক এই সকল দ্রব্যের কাথ /৮ সের, পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, বিষ্ঠা, পাদ ও মুখবর্জ্জিত ময়ূরের মাংসের কাথ /৮ সের এবং কল্কার্থ—জীবনীয়দশক

সমানভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক উচিত মাত্রায় সেবন করিলে শিরোরোগাদি জত্রুর ঊর্দ্ধগত ব্যাধি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ময়ূরাদ্যং ঘৃতম্।

শতং ময়ূরমাংসস্য দশমূলবলাতুলাম্।
দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ কৃত্বা তস্মিন্ পাদস্থিতে ততঃ॥
নিক্ষিপ্য পয়সো দ্রোণে পচেত্তত্র ঘৃতাঢ়কম্।
প্রপৌণ্ডরীকবর্গোক্তৈ র্জীবনীয়ৈশ্চ ভেষজৈঃ॥
মেধা বুদ্ধি স্মৃতিকর মূর্দ্ধ জত্রু-গদাপহং।
মায়ূরমেতন্নির্দ্দিষ্টং সর্ব্বানিলহরং শুভম্॥
মন্যা-কর্ণশিরো-নেত্র-রুজাপস্মার-নাশনম্।
বিষবাতাময়শ্বাসবিষমজ্বরকাসনুৎ।

গব্যঘৃত ।৬ সের, ময়ূর মাংসের কাথ ।৬ সের, দশমূল ও বেড়েলার কাথ ।৬ সের, দুগ্ধ ১॥৪ সের এবং কল্কার্থ—প্রপৌণ্ডরীকাদি দ্রব্য সকল জীবনীয় দ্রব্য সকল সমানভাগে সমস্তে /৪ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে শিরোরোগ ও শ্বাসাদি নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্র্যূষণাদি গুড়িকা।

ত্রীণি কটূনি তথাতিবিষাণি ক্ষারযুতৌ ত্রিফলা
ত্রিবৃতানি দন্তীনি রাসক লোধ্র নতানি চন্দনবারীভ-
কণামৃতকানি গ্রন্থিক পুষ্করমূল ঘনস্য
তিক্তক কটূফলকেন্দ্রযবস্য।
খদলমেথনীলোৎপলকস্য বালমূণালসজাতিফলস্য॥

দ্রব্যমিতং পিচুমাত্রক্রমেণ চাষ্টপলানি তথায়সকস্য।
অষ্টপলন্তু শিলাজতুকস্য শুভয়াকৃতং ত্বক্সমম্॥
শুভবাসর খাদনকালশুভং
মুখ-দারুণ রোগ শিরোব্যথনং।
হন্তি ভ্রমং পটলং তিমিরঞ্চ
পিষ্টকং শুক্রমথার্ব্বুদকঞ্চ॥
পলিতহরং সুখকামকরং
যুবতীরমণে পিব দুগ্ধসমং।

শুণ্ঠী, পিপ্পল, মরিচ, আতইচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী, দন্তী, বাসক, লোধ, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, বালা, গজপিপুল, গুলঞ্চ, গেঠেলা, পুষ্করমূল, মুথা, কটুকী, কটফল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, তেজপত্র, অভ্র, নীলোৎপল, কচিমূলা, হরিতাল ও জাতীফল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, লৌহচূর্ণ ৮ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা ও বংশলোচন ৪ তোলা, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলসহ পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

সূর্য্যোদয় রসঃ।

মৃতসূতাভ্রকং তীক্ষ্ণং গন্ধং তাম্রং মৃতং সমম্।
সুহীক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং ভক্ষয়েন্মাষমাত্রকম্॥
মধুনা মর্দ্দিতং ভক্ষেল্লোহপাত্রে দিনে দিনে।
সপ্তাহাৎ সূর্য্যবর্ত্তাদীন্ শিরোরোগান্নিবর্ত্তয়েৎ॥
সূর্য্যোদয়রসো নাম্না সর্ব্বমূর্দ্ধগদাপহঃ।

পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণলোহ, গন্ধক ও তাম্র এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মনসার ক্ষীরে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত

করিবে। এই ঔষধ লৌহপাত্রে মধুর সহিত ঘাটিয়া সেবন করিলে ৭ সাত দিনের মধ্যেই সূর্য্যাবর্ত্তাদি বিবিধ প্রকার শিরোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

মহালক্ষ্মীবিলাসো রসঃ।

লৌহমভ্রং বিষং মুস্তং ত্রিফলা ত্রিকটুস্তথা ॥
ধুস্তূরং বৃদ্ধদারঞ্চ বীজমিন্দ্রাশনস্য চ।
গোক্ষুরকদ্বয়ঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেবচ ॥
এতেষাং সমতা চূর্ণরসৈর্ধুস্তুরকস্য চ।
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা বদরাস্থিপ্রমাণতঃ ॥
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং শুণ্ঠিচূর্ণং দ্বিমাষকম্।
আর্দ্রকস্য রসঞ্চৈব তোলকদ্বয়মেব চ।
মহালক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং সন্নিপাতনিবারকঃ।

লৌহ, অভ্র, বিষ মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠি, পিপুল, মরিচ, ধুতুরাবীজ, বিস্তাড়কবীজ, সিদ্ধিবীজ, গোক্ষুরবীজ ও পিপুলমূল এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ধুতুরার রসে মর্দ্দন করিয়া কুল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ২ মাষা মাত্রায় শুঠি চূর্ণ সহযোগে সেবন করিয়া পশ্চাৎ আদার রস ২ তোলা মাত্রায় অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা সন্নিপাতরোগ বিনাশ হইয়া থাকে জানিবে।

দশমূলী কষায়স্তু সর্পিঃ সৈন্ধবসংযুতং।
নস্য মর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্তশিরোঽর্ত্তিনুৎ।
কৃতমাল পল্লবরসে থরমঞ্জরী কল্কেন সহ নবনীতম্ ॥
নস্যেন জয়তি নিয়তং সূর্য্যাবর্ত্তং সুদুর্ব্বারম্।
সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নস্যেনৈব প্রয়োগরাট্।
কল্যাণকং পিবেৎ সর্পিঃ সূর্য্যাবর্ত্ত-নিপীড়িতঃ ॥

দশমূলের কাথ ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে ঘৃত পাক পূর্ব্বক নস্ত গ্রহণ করিলে অৰ্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। সোণালুপাতার রস ও আপাং গাছের কল্ক সহ নবনীত মিশ্রণ করিয়া নস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক সুপথ্য ব্যবহার করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। আপাংবীজ কল্ক ও ভৃঙ্গরাজের রস সমভাগ সহ ছাগদুগ্ধ সূর্য্যতাপে পাক করিয়া নস্ত গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। পূর্ব্বোক্ত কল্যাণক ঘৃত পান করিলেও সূর্য্যাবর্ত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

শারিবোৎপল-কুষ্ঠানি মধুকং চাম্লপেষিতম্।
সর্পিস্তৈলযুতো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ॥
এষ এব প্রয়োক্তব্যঃ শিরোরোগে ক্ষয়াত্মকে।
ভৃঙ্গরাজমূলং কাঞ্জিকেন পিষ্ট্বা নস্তং দেয়ম্॥
মস্তকশূলং হন্তি।
পেটারিমূলং পিষ্ট্বা শিরোলেপাচ্চ শূলং হন্তি।

ইতি শিরোরোগাধ্যায়ঃ।

শ্যামালতা, উৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু একত্র কাঁজি সহ পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত ও তৈল সহ মিশ্রণ করিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে ও ললাটে প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অৰ্দ্ধাবভেদক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। ভৃঙ্গরাজের মূল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্ত প্রয়োগ করিলে মস্তকশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। পেটারীমূল বাটিয়া তদ্দ্বারা মাথায় প্রলেপ দিলে শিরঃশূল দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি শিরোরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ প্রদরচিকিৎসামাহ।

দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজী মধুকং নীলমুৎপলং।
পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা॥
কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পিবেত্তণ্ডুলবারিণা।
এতৎ পীত্বা ত্র্যহান্নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে॥
বলামংশুমতীং দ্রাক্ষাং লাক্ষাং কটুকরোহিণীম্।
কারবীং কৃষ্ণলবণং শারিবাং লোধ্র চন্দনম্॥
বাতাসৃগ্দরশান্ত্যর্থং পিবেদ্দধ্না বরাঙ্গনা।

সচললবণ, জীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দধি সহ পেষণ করিয়া মধুসহ মিলাইয়া সেবন করিলে স্ত্রীদিগের বাতজ প্রদররোগ বিনষ্ট হয়। কুশের মূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে ৩ দিনের মধ্যেই নারীদিগের প্রদররোগ বিনষ্ট হয়। বেড়েলা, শালপানী, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কটুকী, মৌরী, কৃষ্ণলবণ, অনন্তমূল, লোধ ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে একত্র দধির সহিত বাটিয়া সেবন করিলে বাতজনিত প্রদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধাত্রীরসং সিতাযুক্তং যোনিদাহাপহং পিবেৎ।
জীবনীয়োপসিদ্ধঞ্চ পয়ঃ সমধুশর্করম্॥
অসৃগ্দরং হন্তি পীতং পিত্তজং রক্তজং তথা।
কাকজাম্বুকমূলং বা মূলং কার্পাসমেব বা॥
পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা।
রোহিতকান্মূলকল্কং পাণ্ডরেঽসৃগ্দরে পিবেৎ॥
অশোকবল্কলক্কাথশৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্।
যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম্॥

সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং মূলং নীলোৎপলস্য চ।
এতৎ ক্ষীরেণ পাতব্যং স্ত্রীণাং প্রদরনাশনম্॥

আমলকীর রস চিনি প্রক্ষেপে পান করিলে যোনিদাহ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। জীবনীয় দ্রব্য সমূহ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া মধু ও চিনি প্রক্ষেপে পান করিলে রক্তজ ও পিত্তজ প্রদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। কাকজঙ্ঘারমূল অথবা কার্পাসের মূল তণ্ডুলোদক সহ বাটিয়া সেবন করিলে পাণ্ডুবর্ণ প্রদররোগ বিনষ্ট হয়। রম্ভনার মূল বাটিয়া সেবন করিলে পাণ্ডুবর্ণ প্রদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। দুগ্ধসহ অশোকছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল করতঃ পান করিলে তীব্রতর প্রদর রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল ও নীলোৎপলের মূল একত্র দুগ্ধসহ বাটিয়া সেবন করিলে স্ত্রীদিগের প্রদর রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

দার্ব্ব্যাদিঃ।

দার্ব্বীরসাঞ্জন-বৃষাব্দ-কিরাতবিল্ব-
ভল্লাত-কৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ।
পীতো জয়ত্যতিবলং প্রদরং সমূলং
পীতাসিতারুণবিলোহিতনীলশুক্লম্॥

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসক, মুথা, চিরতা, বেল ও ভেলা ইহাদের ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

গুড়েন বাদরং চূর্ণং মোচমামং তথা পয়ঃ।
পীতা লাক্ষা চ সঘৃতা পৃথক্ প্রদরনাশনাঃ॥

কুলচূর্ণ গুড় সহ অথবা কাঁচা কদলী দুগ্ধ সহ বাটিয়া কিংবা লাক্ষা ঘৃত সহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

চন্দনাদিচূর্ণং।

চন্দনং বরুণং লোধ্রমুশীরং পদ্মকেশরম্।
নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তঞ্চ শর্করা।
হ্রীবেরঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলং ত্বচম্॥
শৃঙ্গবেরং সাতিবিষা ধাতকী চ রসাঞ্জনম্।
আম্রাস্থি জম্বুসারাস্থি তথা মোচরসোঽপি ॥
নীলোৎপলং সমঙ্গা চ সূক্ষ্মৈলা দাড়িম ত্বচম্।
চতুর্বিংশতি মেতানি সমভাগানি কারয়েৎ॥
তণ্ডুলোদকসংযুক্তং মধুনা সহ যোজয়েৎ।
যোগং লোহিতপিত্তানামর্শসাং জ্বরিণাস্তথা॥
মূর্চ্ছামদোবস্থষ্টানাং তৃষার্ত্তানাং প্রদাপয়েৎ।
অতীসারে তথাচ্ছর্দ্দ্যাং স্ত্রীণাঞ্চ রক্তসংগ্রহে॥
প্রচ্যুতানাঞ্চ গর্ভাণাং স্থাপনং পরমুচ্যতে।
অশ্বিভ্যাং সম্মতো যোগো রক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥

রক্তচন্দন, বরুণবৃক্ষের ছাল, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগ- কেশর ফুল, বেলশুঁঠ, মুথা, চিনি, বালা, আকনাদি, কুটজছাল, ইন্দ্রযব, আদা, আতইচ, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আঁবের আটী, জামের আটী, মোচরস, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, ছোটএলাচি ও দাড়িমফলের ছাল, এই ২৪ চব্বিশটী দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত পান করিলে প্রদর, অর্শ, রক্তপিত্তাদি নানাপ্রকার ব্যাধি নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

প্রদরান্তক-লৌ

লৌহং তাম্রং হরিতালং বঙ্গমভ্রং বরাটিকা।
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্।

চবিকা পিপ্পলী শঙ্খং বচাহবুষা পালকম্ ॥
শঠী পাঠা দেবদারু এলাচ বৃন্দারকং।
এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য বটিকাং কুরু ॥
শর্করা মধুসংযুক্তং ঘৃতেন ভাবয়েৎ পুনঃ।
রক্তং শ্বেতং তথা নীলং পীতং প্রদর-দুস্তরং ॥
কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগং।
মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুকৃচ্ছ্রঞ্চ শ্বাসকাসনুৎ ॥
আয়ুঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণপ্রসাদনং।

লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, কড়ি, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুল, শঙ্খ, বচ, হবুষা, কুড়, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাচি, বিস্তাড়ক, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর পুনরায় শর্করা ও মধু সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা ভাবনা দিয়া উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগ, যোনিশূলাদি নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

পুষ্যানুগং চূর্ণং।

পাঠা জম্ব্বাম্রয়োর্ম্মধ্যং শিলোদ্ভেদং রসাঞ্জনং।
অম্বষ্ঠকীং মোচরসং সমঙ্গা পদ্মকেশরং ॥
বাহ্লীকাতিবিষামুস্তং বিল্বং লোধ্রং সগৈরিকং ॥
কট্‌ফলং মরিচং শুণ্ঠি মৃদ্বীকা রক্তচন্দনং।
কট্‌বঙ্গ বাসকানন্তা ধাতকী মধুকার্জ্জুনং ॥
পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযোজ্য পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা ॥

অর্শো রক্তাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে।
দোষাগন্তুকৃতা যে চ বালানাং তাংশ্চ নাশয়েৎ॥
যোনিদোষং শ্বেত-নীলং রক্তশ্বেতং সপীতকম্।
স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চ তৎ প্রসহ্য নিবর্ত্তয়েৎ॥
চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয়পূজিতং।
শিলোদ্ভেদঃ পাষাণভেদী অম্বষ্ঠকী দক্ষিণে খ্যাতা॥

আকনাদি, জামের শাস, আঁবের শাস, পাষাণভেদী, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠকী (অভাবে আকনাদি), মোচরস, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুথা, বেল, লোধ, গেরিমাটী কট্‌ফল, মরিচ, শুণ্ঠী, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শোণা, বাসক, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে উৎপাটন করিয়া সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত চূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে প্রদরাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

শীতকল্যাণক ঘৃতম্।

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমো রক্তশালয়ঃ।
মুদ্গপর্ণী পয়স্যা চ কাশ্মরী মধুযষ্টিকা॥
বলাতিবলয়োর্ম্মূলমুৎপলং তালমস্তক-
বিদারী শতপুত্রী চ শালপর্ণী সজীরকা।
কল্কং ত্রপুষবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীফলম্॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভগান্ গব্যক্ষীরচতুর্গুণম্।
পানীয়ং দ্বিগুণং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
প্রদরে রক্তগুল্মে তু রক্তপিত্তে হলীমকে।
বহুরূপক্ষ যৎ পিত্তং কামলাবাত শোণিতে॥

অরোচকে জ্বরে জীর্ণে পাণ্ডুরোগে মদে ভ্রমে।
তরুণী চাল্পপুষ্পা চ যা চ গর্ভং ন বিন্দতি॥
অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং ভবতি প্রীতিবর্দ্ধনম্।
ফলং ত্রিফলা প্রত্যগ্রমপক্ক-কদলীফলম্॥

কুমুদ, পদ্ম, বেণারমূল, গোধূম, রক্তশালি, মুগানী, কাকোলী, গাম্ভারী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, উৎপল, তালমস্তক, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শতাবরী, শালপানী, জীরক, ত্রিফলা, কাঁকুড়বীজ এবং অপক্ক কদলীফল, এই সকল দ্রব্য কল্কার্থ—প্রত্যেকে ৪ তোলা, গব্যঘৃত /৪ সের, গব্যদুগ্ধ ।৬ সের এবং জল /৮ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় পান করিলে প্রদর, গুল্মাদি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অশোক-ঘৃতম্।

অশোক-বল্কলপ্রস্থং তোয়াঢ়ক-বিপাচিতম্।
তেন পাদাবশেষেণ জীরকেন তথৈব চ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেতৎ প্রক্ষিপ্য চ তথা পরং।
তণ্ডুলাম্বু অজাক্ষীরং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্॥
কেশরাজরসস্যাপি প্রস্থমেকং ভিষগ্বরঃ।
জীবনীয়ৈঃ পিয়ালৈশ্চ পরুষৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ॥
যষ্ট্যাহ্বাশোকমূলঞ্চ মৃদ্বীকা চ শতাবরী।
তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ কল্কৈরেভিঃ পলার্দ্ধিকৈঃ॥
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ গর্ভং দত্ত্বা সুচূর্ণিতং।
পুত্রাযোগেন তৎ পীতং নিহন্যাৎ সর্ব্বদোষজম্॥
শ্বেতং নীলং তথা কৃষ্ণং প্রদরং হন্তি দুস্তরং।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥

মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃশতাং শ্বাসকাসকং।
আয়ুঃপুষ্টিকরং ধন্যং বলবর্ণপ্রসাদনং॥
দেয়মেতদ্বরং সর্পির্বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
জীবনীয়ৈঃ জীবনীয়দশকৈঃ।
কাথার্থ-জীরা ১৬ পল জল ১২৮ পল শেষ ৩২ পল।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, তণ্ডুলোদক /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, কেসুর্য্যার রস /৪ সের, কাথার্থ—অশোকছাল /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের, জীরা /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের এবং কল্কার্থ—জীবনীয় দশটী দ্রব্য, পিয়ালবীজ, পরূষফল, রসাঞ্জন, ষষ্টিমধু, অশোকমূলের ছাল, দ্রাক্ষা, শতাবরী ও চাঁপানটের মূল প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং পাকান্তে চিনি /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে প্রদরাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিলাজতু-বটিকা।

হিতশ্চাত্র বিশেষেণ লেহোঽয়ং কুটজাষ্টকঃ।
শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং রক্তোৎপলদলদ্রবৈঃ॥
যামং মর্দ্দ্যং পুনর্ম্মর্দ্দ্যং পূর্ব্বাদর্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ।
কৌটজং ত্রিফলানিম্বং পটোলঘননাগরৈঃ॥
ভাবিতানি দশাহানি রসে দ্বিত্রিগুণেন বা।
শিলাজতুপলান্যষ্টৌ তাবতী সিতশর্করা॥
ত্বক্ ক্ষীরী পিপ্পলী ধাত্রী কর্কটাখ্যপলোন্মিতা।
নিদিগ্ধিকা ফলমূলাভ্যাং পলং যুঞ্জ্যাত্রিজাতকম্॥
মধুনঃ পলসংযুক্তং কুর্য্যাদক্ষসমান্ গুড়ান্।
দাড়িমাম্বু-পয়ঃ-পক্ষিরস-তোয়-সুরাসবান্॥

তাং ভক্ষয়িত্বাত্র পিবেন্নিরন্নো ভুক্তএব বা।
পাণ্ডুকুষ্ঠজ্বরপ্লীহতমকার্শো-ভগন্দরান॥
পূতিবিশ্মূত্র-শুক্রাদিদোষ-মেহ-মহোদরম্।
কাসাসৃক্ রক্তপিত্তঞ্চ প্রদরং রক্তসম্ভবং॥
তান সর্ব্বান সুতরাং হন্তি সর্ব্বদোষহরা শিবা।
ত্বক্ ক্ষীরী বংশলোচনা।
চন্দ্রপ্রভোক্তং শিলাজতুশোধনং কার্য্যং।

প্রদররোগে কুটজাষ্টক লোহ বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে। পারদ এবং গন্ধক সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বক্কোৎপল পত্রের রসে এক প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বোক্ত রসের অর্দ্ধেক পরিমাণে বক্কোৎপল রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। তৎপরে কুটজছাল, ত্রিফলা, নিমছাল, পলতা, মুথা ও শুণ্ঠী এই ৭টী দ্রব্যের ২।৩ গুণ কাথ দ্বারা ১০ দিবস ভাবনা দিয়া রাখিবে। তৎপরে উহাদের সহিত শিলাজতু ৮ পল, চিনি ৮ পল, বংশলোচন, পিপুল, আমলকী, কাকড়াশৃঙ্গী, ফল ও মূল বিশিষ্ট কণ্টকারী ও ত্রিজাতক ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল এবং মধু ১ পল মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় দাড়িমের রস প্রভৃতি সহ সেবন করিলে পাণ্ডু, কুষ্ঠ, প্রদরাদি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

প্রদরান্তকরসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং শুদ্ধবঙ্গকরূপ্যকং॥
খর্পরঞ্চ বরাটঞ্চ শাণমানং পৃথক্ পৃথক্।
তৃতীয়তোলকং গ্রাহ্যং লোহচূর্ণং ক্ষিপেৎ সুধীঃ॥

কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য দিনমেকং ভিষগ্বরঃ।
অসাধ্য-প্রদরং হন্তি ভক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ॥
ইতি প্রদরাধ্যায়ঃ।

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রূপা, খর্পর ও কড়ি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৷৷৹ অৰ্দ্ধতোলা এবং লৌহচূর্ণ ৩ তোলা একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিবে, এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অসাধ্য প্রদররোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি প্রদররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ সোমরোগচিকিৎসামাহ।

সোমরোগ-নিদানং।

স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গাদ্বা শোকাদ্বাথ শ্রমাদপি।
আভিচারিকদোষাদ্বা গরদোষাত্তথৈবচ॥
আপঃ সর্ব্বশরীরেষু ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ।
তাসাং তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি হি॥
প্রসন্নবিমলাঃ শীতাঃ নির্গন্ধা নিরুজঃ সিতাঃ।
স্রবন্তি চাতিমাত্রস্তু দৌর্ব্বল্যং শক্তিহীনতা॥
শিরসঃ শিথিলত্বঞ্চ মুখতালুক-শোষণং।
মূর্চ্ছা জৃম্ভা প্রলাপশ্চ দক্ষং বা চাতিমাত্রতঃ॥
ভক্ষভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ তৃপ্তিং ন লভতে সদা।
সোমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো দেহে সোমক্ষয়াৎস্ত্রীণাং॥
শরীরধারণাচ্চাপি সোম ইত্যভিধীয়তে।
সোহতিক্রান্তং ক্রমেণৈব স্রবেন্মূত্রবর্ত্মনঃ॥

মূত্রাতিসারমপ্যেবং তস্যাহর্ব্বলনাশনম্।

অত্যন্ত মৈথুন, শোক, পরিশ্রম, অভিচার ও বিষদোষ, এই সকল কারণে স্ত্রীদিগের সর্ব্বশরীরগত সোমনামক জলীয় ধাতু ক্ষুব্ধ হইয়া স্বস্থান চ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে গমনপূর্ব্বক প্রসন্ন, বিমল, শীতল, নির্গন্ধ, বেদনাহীন, শ্বেতবর্ণ বহু পরিমাণে নির্গত হয়। ইহাতে নারীদিগের দৌর্ব্বল্য, অসহনশীলতা, মস্তকের শিথিলতা, মুখশোষ, তালুশোষ, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, প্রলাপ, শরীরের অত্যন্ত রুক্ষতা জন্মে এবং ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য দ্বারা আদৌ তৃপ্তিবোধ হয় না। ইহাকেই সোমরোগ বলা যায়। এই সোম ধাতু দ্বারা নারীদিগের দেহধারণ সম্পাদিত হইয়া থাকে জানিবে। এই সোমরোগকে অতিক্রম করিয়া যোনিদ্বারা পুনঃপুনঃ অত্যন্ত মূত্র নির্গত হইতে থাকিলে, তাহাকে মূত্রাতিসার বলা যায়। ইহা দ্বারা রমণীগণের বলহ্রাস হইয়া থাকে জানিবে।

কদলীনাং ফলং পক্বং ধাত্রীফলরসং মধু।
শর্করা পয়সা পেয়ং সোমধারণমুত্তমং॥
মাষচূর্ণঞ্চ মধুকং বিদারী মধুশর্করা।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতস্তপাং ধারণমুত্তমং॥

পাকাকলা, আমলকীর রস, মধু, চিনি ও দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পান করিলে নারীগণের সোমধাতু নির্গত হইতে পারে না। মাষকলায় চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মধু ও চিনি এই সকল দ্রব্য একত্র দুগ্ধ সহ পান করিলে স্ত্রীদিগের সোমধাতু নিঃসৃত হইতে পারে না জানিবে।

ধাত্রী ঘৃতম্।

ধাত্রীফলরসপ্রস্থে বিদার্য্যাঃ স্বরসে তথা।
তৃণপঞ্চরসপ্রস্থে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥

ক্ষীরস্যাপি শতাবর্য্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসস্য চ।
দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যঃ পচেৎ সিদ্ধং বিধানতঃ॥
সুশীতে প্রক্ষিপেচ্চূর্ণ-মেষাঞ্চাপি পলং পলং।
মধুকং ত্রিবৃতাঞ্চৈব ক্ষারঞ্চ বৃদ্ধদারকং॥
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনশ্চ পলাষ্টকং।
চূর্ণং দত্ত্বা প্রমথিতং নিহন্ত্যাশু তৃষ্ণাদাহং॥
মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ কৃচ্ছ্রঞ্চ বহুমূত্রং বিনাশয়েৎ॥
পিত্তজান্ বিবিধান্ ব্যাধীন্ বাতজাংশ্চ সুদুস্তরান্।
করোতি শুক্রোপচয়ং সর্পিরেতদনুত্তমং॥

ইতি সোমরোগাধ্যায়ঃ।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের এবং শতমূলীর রস /৪ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে ইহাতে যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার ও বৃদ্ধদারক, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, চিনি /১ সের এবং মধু /১ সের মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ধাত্রীঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সোমরোগ, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, মূত্রাতিসার, বহুমূত্রাদি বহুবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি সোমরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ যোনিব্যাপচ্চিকিৎসামাহ।

যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম্ম বাতজিৎ।
বস্ত্যভ্যঙ্গ-পরীষেক-প্রলেপ-পিচুধারণং॥

কদম্বমূলবল্কঞ্চ খদিরাঙ্গারমিশ্রিতং।
মাসং নারী পিবেৎ কালে যোনিশূল-নিপীড়িতা ॥
রাস্নাশ্বগন্ধাবাসাভিঃ শৃতং বা শূলনুৎ পয়ঃ ॥

যোনিব্যাপৎ রোগে বায়ুনাশক ক্রিয়া, বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, সেচন, প্রলেপ ও পিচু (ছিন্নবস্ত্র) ধারণ প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে। কদম্ব-মূলের ছাল ও খদিরকাষ্ঠের অঙ্গার চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ জলসহ পান করিলে ১ মাসের মধ্যে যোনিশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। রাস্না, অশ্বগন্ধা ও বাসক, এই দ্রব্যত্রয় সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে যোনিশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বাসোপকুঞ্চিকাজাজী বচা রাস্না চ চিত্রকং ॥
যমানী সৈন্ধবং ক্ষারং পিষ্ট্বা ভৃষ্ট্বা ঘৃতেন তু।
যোনিজং মর্ম্মশূলঘ্নং পেয়মুষ্ণোদকাদিভিঃ ॥
শতাবরী ঘৃতং শস্তং যোনিপিত্তবিকারনুৎ।
রক্তযোন্যাং যথাদোষং প্রদরঘ্নো হিতো বিধিঃ ॥
পেটিকামূললেপাচ্চ যোনিভিন্না প্রশাম্যতি।
মুসলীমূললেপাচ্চ প্রবিষ্টাচ্চ বহির্ন্নয়েৎ ॥
পিষ্ট্বা শম্বুকজং মাংসং পক্ব-তিন্তিড়ীসংযুতম্।
লেপমাত্রেণ নারীণাং যোনিকন্দহরং পরম্ ॥
ঘোষাখ্যপুষ্পলেপেন কন্দঃ শান্তিং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্।

বাসক, কৃষ্ণজীরক, জীরক, বচ, রাস্না, চিতামূল, যমানী, সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত বাটিয়া ঘৃত সহ ভর্জ্জন পূর্ব্বক উষ্ণ জলাদির সহিত সেবন করিলে যোনিশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। শতাবরীঘৃত যোনিজাত পিত্তরোগ সমূহে বিশেষ হিতকারক বলিয়া জানিবে। রক্তস্রাবযুক্ত

যোনিরোগে প্রদরনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। পেটারীমূল বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে যোনিভিন্না প্রশমিত হইয়া থাকে। তালমূলীর প্রলেপ দ্বারাও উক্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পাকা তেঁতুল সহযোগে শামুকের মাংস পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে অথবা ঘোষাফল পেষণ করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে যোনিকন্দ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ফলঘৃতম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা॥
মেদা পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্।
অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গু কটুকরোহিণী॥
উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোলী চন্দনদ্বয়ম্
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
শতাবরী রসং ক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ঞ্চতুর্গুণম্।
সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা স্ত্রিয়ং নিত্যং বৃষায়তে॥
পুত্রান্ সংজনয়েন্নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্।
যাচৈবাঽস্থিরগর্ভা স্যাৎ যাচ বা জনয়েন্মৃতম্॥
স্বল্পায়ুষং বা জনয়েদ্যা চ কন্যাং প্রসূয়তে।
যোনিদোষে রজোদোষে পরিস্রাবে চ শস্যতে॥
প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্।
নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥
অনুক্তং লক্ষ্মণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ।
জীববৎসৈকবর্ণা যা ঘৃতমত্র তু গৃহ্যতে॥
অরণ্যগোময়েনাত্র বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ৴৪ সের, শতাবরীর রস ৴৮ সের, গব্যদুগ্ধ ৴৮

সের এবং কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিনি, বেড়েলা, মেদ, জাল ভূঁই কুমড়া, কাকোলী, অশ্বগন্ধারমূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, কটুকী, উৎপল, রক্তপদ্ম, দ্রাক্ষা, কাকোলী, লক্ষণামূল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ দুইতোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার যোনিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

দগ্ধ্বা শঙ্খং ক্ষিপেদ্রম্ভাম্বরসে তচ্চ পেষিতম্।
তুল্যাললেপনাদ্ধন্তি রোম গুহ্যাদিসম্ভবম্॥
কদলী পাথুড়রসঃ।
আলং হরিতালম্।
রক্তাঞ্জনা পুচ্ছচূর্ণ যুক্তৈস্তৈলস্তু সার্ষপম্।
সপ্তাহ মুষিতং হন্তি মূলাদ্ রোমাণ্যসংশয়ম্॥

শঙ্খভস্ম ১ ভাগ, কদলীর রস ১ ভাগ এবং হরিতাল ২ ভাগ, এই ৩ তিন দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে যোনিজাত রোম সকল উঠিয়া যায় জানিবে। রক্তবর্ণ আঁজনের পুচ্ছচূর্ণ সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক ৭ দিবস বাসী করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে রোম সকল সমূলে উঠিয়া যায়।

আরগ্বধাদিতৈলম্।

আরগ্বধমূলপলং কর্ষদ্বিতয়ন্তু শঙ্খচূর্ণস্য।
হরিতালস্য চ খরস্য মূত্রপ্রস্থে কটুতৈলম্॥
পক্কং তৈলস্তু হৃত্বা সশঙ্খ হরিতালচূর্ণিতং লেপাৎ।
নির্ম্মূলয়ন্তি হি রোমাণ্যন্বেষাং সম্ভবো নৈব।
খরোগর্দ্দভঃ শঙ্খহরিতালয়োর্ম্মিলিত্বা পাদিকত্বম্॥

কটুতৈল /৪ সের, গর্দ্দভমূত্র ।৩ সের, সোণালুমূল ৮ তোলা,

শঙ্খচূর্ণ ৪ তোলা ও হরিতাল চূর্ণ ৪ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক উহার সহিত তৈলের সিকি মাত্রায় মিলিত শঙ্খ ও হরিতালচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা মর্দ্দন করিলে মূলদেশ হইতে রোম সকল উঠিয়া যায় জানিবে।

কর্পূরাদি তৈলম্।

কর্পূরভল্লাতক-শঙ্খচূর্ণং
ক্ষারো যবানাঞ্চ মনঃশিলা চ।
তৈলং বিপক্বং হরিতালমিশ্রং
রোমাণি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন॥
কর্পূরাদিভিঃ কল্কসিদ্ধে
হরিতালচূর্ণং পাদিকং প্রক্ষেপ্যম্।

কটুতৈল /৪ সের, কল্কার্থ—কর্পূর, ভেলা, শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার ও মনঃশিলা। এই তৈল পাক পূর্ব্বক সিকি মাত্রায় হরিতাল চূর্ণ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা মর্দ্দন করিলে রোম সকল উঠিয়া যায়।

ক্ষারতৈলম্

শুক্তি-শম্বুক-শঙ্খানাং দীর্ঘবৃন্তাৎ সমুষ্ককাৎ।
দগ্ধ্বা ক্ষারং সমাদায় খরমূত্রেণ গালয়েৎ॥
ক্ষারাষ্টভাগং বিপচেত্তৈলং বৈ সার্ষপং বুধঃ।
ইদমন্তঃপুরে দেয়ং তৈলমাত্রেয়পূজিতম্॥
বিন্দুরেকঃ পতেদ্যত্র তত্র রোম ন জায়তে।
মদনাদিব্রণে তৈলং অশ্বিভ্যামেব নির্ম্মিতম্॥
অর্শসাং কুষ্ঠরোগাণাং পামাদদ্রু-বিচর্চ্চিকাং।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্লেদহরং পরম্॥
ইতি লোমশাতনে।

কটু তৈল /৪ সের, ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, সোণালু ও ঘণ্টাপাটলী, ইহাদের ক্ষার জল ৮২ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে উপদংশাদি নানাপ্রকার যোনিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

যস্যা বাতাহতং পুষ্পং ফলং তস্যা ন বিদ্যতে।
অতঃ শুষ্কঞ্চ কুসুমং মেঘোদকসমন্বিতম্॥
কটীশূলং যোনিশূলং বহুরক্তঞ্চ দৃশ্যতে।
ঔষধং তস্য বক্ষ্যামি যেন চোৎপদ্যতে শুভম্॥
কদম্ব-বৃহতীমূলং বিল্বঞ্চৈব চ বুদ্ধিমান্॥

যে নারীর পুষ্প বাতহত, তাহার ফল বিদ্যমান থাকে না, একারণ শুষ্ককুসুম মেঘের জল প্রাপ্ত হইলেও সেই ফুলদ্বারা যেমন ফল উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ হয় জানিবে। এবং উহাতে কটীশূল, যোনিশূল ও বহু রক্তস্রাব প্রভৃতি নানারোগ নারীদিগের জন্মিয়া থাকে জানিবে। উহাদের ঔষধ বলা যাইতেছে। কদম্বমূল, বৃহতীমূল ও বেলমূল, এই দ্রব্যত্রয় একত্র জল সহ বাটিয়া সেবন করিলে নারীগণের বায়ুকর্ত্তৃক পুষ্পদোষ দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে।

যস্যাঃ পিত্তহতং পুষ্পং ফলং তস্যা ন বিদ্যতে॥
জম্বুফলসমং চোষ্ণং তস্যা বহতি শোণিতম্।
কটীশূলং মহচ্চৈব উদরে শূলমেব চ।
ঔষধং তস্য বক্ষ্যামি যেন শীতেন শাম্যতে।
উৎপলং চন্দনং কুষ্ঠং শূলং তগরমেব চ॥
যষ্টিমধুসমাযুক্তং সমভাগানি কারয়েৎ।
অজাক্ষীরেণ পাতব্যং যাবদ্বহতি শোণিতম্॥
ততো যোষাং বিশুদ্ধায়ামিমাং দদ্যান্মহৌষধীম্।
লক্ষণাং ক্ষীরসংযুক্তাং বস্তং পানঞ্চ দীয়তে॥

নারীদিগের পুষ্প পিত্তদূষিত হইলেও তাহাতে সন্তান জন্মিতে পারে না জানিবে। উহাতে কামিনীগণের জবুফল সদৃশ উষ্ণ রক্তস্রাব, অত্যন্ত কটিশূল ও উদরশূল জন্মিয়া থাকে জানিবে। এক্ষণে উহার ঔষধ বলা যাইতেছে। উৎপল, রক্তচন্দন, কুড়, মুরা, তগরপাদুকা ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া ছাগদুগ্ধ সহ সেবন করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে জানিবে। ইহা দ্বারা যোনিবিশুদ্ধ হইলে লক্ষণার মূল দুগ্ধ সহ বাটিয়া পান বা নস্ত গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে জানিবে।

যস্যাঃ শ্লেষ্মহতং পুষ্পং ফলং তস্যা ন বিদ্যতে।
লক্ষণং তস্যা বক্ষ্যামি ভেষজানি পুনস্তথা॥
বহুলং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং ঘনং স্রবতি শোণিতম্।
যোনৌ নাভৌ তু শূলানি ঋতৌ পরমদারুণম্॥
দত্তাম্মহৌষধীং তস্যৈ তেন সম্পদ্যতে শুভম্।
ত্রিফলা ত্রিকটুশ্চৈব চিত্রকস্য জটা তথা॥
এতানি সমভাগানি ছাগী-দুগ্ধেন দাপয়েৎ।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা যাবদ্বহতি শোণিতম্॥
তথা যোন্যাং বিশুদ্ধায়ামিমাং দত্তাম্মহৌষধীম্।
লক্ষ্মণামূলচূর্ণন্তু ছাগীক্ষীরেণ পায়য়েৎ॥

যে নারীর পুষ্প শ্লেষ্মকর্ত্তৃক দূষিত হয়, তাহারও সন্তান জন্মে না জানিবে। উহার লক্ষণ বলা যাইতেছে;—বহু পরিমিত, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ ও ঘন রক্তস্রাব এবং ঋতুকালে যোনিশূল ও নাভিশূল জন্মিয়া থাকে জানিবে। এক্ষণে উহাব ঔষধ কথিত হইতেছে;—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও চিতার মূল এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করতঃ ছাগদুগ্ধ সহ রক্তস্রাবাবধি সেবন করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার সম্পাদিত হইয়া থাকে জানিবে।

এতদ্দারা যোনি বিশুদ্ধ হইলে রোগিণীকে লক্ষ্মণামূল চূর্ণ ছাগদুগ্ধ সহযোগে পান করিতে হইবে।

অথ প্রথমপুষ্পবতীবারলক্ষণং যথা।

অর্কবারে যদা যোষিদ্ভবেদৃতুমতী কিল।
পুত্রমেকং তদা সূতে কাকবন্ধ্যা ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
সোমে পুষ্পবতী নারী বহুকন্যা প্রজায়তে।
কদাচিল্লভতে পুত্রং সা নারী যত্নতোঽপি বা॥
আদাবৃতুং যদাপ্নোতি মঙ্গলেঽহ্নি কুমারিকা।
বহুপুত্রং দুহিতরং লভতে প্রাপ্য যোষিতা॥
যদা পুষ্পবতী নারী ভবেদ্বুধযুতেঽহ্ন্যপি।
বহুপুত্রং তদাপ্নোতি সমৃদ্ধং রাজপূজিতম্॥
যদাবলা গুরোর্বারে ভবেদৃতুমতী ভুবি।
লভেদ্বহুসুতং সা তু ভূয়িষ্ঠং পানভোজনৈঃ॥
যদা শুক্রদিনে নারী পুষ্পঞ্চ লভতে তদা।
মূলবন্ধ্যা ভবেৎ সাপি নারদেনেতি ভাষিতম্॥
যদা কর্ম্মবশাৎ পুষ্পমাপ্নোতি শনিবাসরে।
যাবান্ পুত্রশ্চ দুহিতা তস্যাস্তু ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥
বারলক্ষণমেতদ্ধি নারদেন মহাত্মনা।
কথিতং প্রথমে নার্য্যাঃ পুত্রবত্যাঃ সুনিশ্চিতম॥

স্ত্রীগণ রবিবারে ঋতুমতী হইলে, তাহাদিগের একটীমাত্র পুত্র জন্মিয়া থাকে, উহাদিগকে কাকবন্ধ্যা বলে জানিবে। সোমবারে পুষ্পবতী হইলে, তাহাদিগের বহুসংখ্যক কন্যা জন্মে, কদাচিৎ পুত্র জন্মিয়া থাকে জানিবে। মঙ্গলবারে রজস্বলা হইলে উহাদিগের বহু পরিমাণে পুত্র ও কন্যা জন্মিয়া থাকে জানিবে। বুধবারে স্ত্রীগণ ঋতুমতী হইলে,

তাহারা সমৃদ্ধিশালী ও রাজপূজিত বহু সংখ্যক কুমার প্রসব করে। নারীগণ বৃহস্পতিবারে রজোবিশিষ্টা হইলে, তাহারা পান ভোজন পটু বহুসংখ্যক পুত্র প্রসব করে জানিবে। শুক্রবারে ঋতুমতী হইলে রমণীগণ বন্ধ্যা হইয়া থাকে অর্থাৎ উহাদিগের আদৌ সন্তান জন্মে না জানিবে। আর যদি কামিনী শনিবারে প্রথম ঋতুমতী হয়, তবে সেই নারী যতগুলি পুত্র কন্যা প্রসব করে, সমস্তই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে জানিবে। এই সকল নারীদিগের ঋতুকালীন বারলক্ষণ বিবরণ স্বয়ং নারদমুনি বলিয়াছেন জানিবে। এবং ইহা কামিনীগণের প্রথম ঋতু প্রবর্ত্তনকালবিষয়ক বলিয়া জানিবে।

চতুর্থেঽহ্নি ততঃ স্নাত্বা শুক্লমাল্যাম্বরা শুচিঃ।
ইচ্ছন্তী ভর্ত্তৃসদৃশং পুত্রং পশ্যেৎ পুরঃ পতিম্॥
পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ভর্ত্তারং দর্শয়েদতঃ॥
মাসি মাসি রজঃ স্ত্রীণাং স্রবতি ত্র্যহং ত্র্যহম্।
বৎসরাৎ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥
স্রুতস্তু দ্বাদশনিশা সর্ব্বাস্তিস্রোঽতি নিন্দিতাঃ।
একাদশী চ যুগ্মাসু পুত্রোঽন্যাসু তু কন্যকাঃ।
শুক্রাধিকাচ্চ পুরুষঃ প্রমদা রজসোঽধিকাৎ॥
নপুংসকং সমত্বেন শুক্রশোণিতয়োর্ভবেৎ।

ঋতুমতী স্ত্রী চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুক্ল মাল্য ও বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্রা হইয়া স্বামিসদৃশ পুত্র ইচ্ছা করিলে, প্রথমে স্বামীকেই দর্শন করিবে। কারণ রজস্বলা স্ত্রী ঋতুস্নানান্তে যাহাকে দর্শন করে, তাহার মত পুত্র জন্মিয়া থাকে জানিবে। স্ত্রীদিগের প্রত্যেক মাসে [illegible] ব্যাপিয়া একবার করিয়া ঋতু হইয়া থাকে। এই ঋতু [illegible] বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ হইয়া ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত

প্রবর্ত্তিত থাকে। দ্বাদশরাত্রিতে পুত্রোৎপাদন প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। ঋতুকালীন প্রতি তৃতীয় রাত্রি ও একাদশী রাত্রি গর্ভাধানে অতীব নিন্দনীয় অর্থাৎ অত্যন্ত অনিষ্টদায়ক বলিয়া জানিবে। ঋতুকালীন যুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীতে উপগত হইলে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রিতে উপগত হইলে কন্যা জন্মিয়া থাকে জানিবে। অপিচ পুরুষের শুক্রাধিক্যে পুত্র, নারীর আর্ত্তববাহুল্যে কন্যা এবং শুক্র ও আর্ত্তব উভয়ের সমতা হইলে ক্লীব সন্তান জন্মিয়া থাকে জানিবে।

পদ্মং সঙ্কোচমায়াতি দিনেঽতীতে যথাযথা॥
ঋতাবতীতে যোনিঃ সা শুক্রং নাতঃ প্রতীচ্ছতি।
শুদ্ধঃ স্নাত্বা ব্রজেন্নারীমপত্যার্থী নিরাময়ঃ।
শুদ্ধশুক্রার্ত্তবং স্বস্থং সরক্তং মিথুনং মিথঃ॥
উত্তানা উন্মনা যোষিত্তিষ্ঠেদঙ্গৈঃ সুসংস্থিতৈঃ।
তথা হি বীজং গৃহ্নাতি দোষৈঃ স্বস্থানমাস্থিতৈঃ॥
অবন্ধ্য এব সংযোগঃ স্যাদপত্যঞ্চ কামতঃ।
এতেনাপি বিধানেন শুদ্ধাসু স্বল্পযোনিষু॥
লভন্তে যোষিতো গর্ভং ভেষজৈস্তু বিশেষতঃ।

দিবাবসানে যেমন পদ্ম সঙ্কুচিত হয়, এইরূপ নারীদিগের ঋতুকাল অতীত হইয়া যাইলে যোনি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এই কারণ ঋতুর পরে পুষ্প মুদিত হওয়ায় তদ্দ্বারা আর শুক্র ধৃত হইতে পারে না। অতএব নারীদিগের ঋতুর সময়ে বিধি পূর্ব্বক অপত্যার্থী নিরাময় ব্যক্তি শুদ্ধ ও স্নান করিয়া স্ত্রীতে উপগত হইবে। এবম্প্রকারে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংযোগে বিশুদ্ধ শুক্র ও আর্ত্তব মিলিত হইয়া সন্তান জন্মিয়া থাকে। এই স্থলে ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে, স্ত্রী ও পুরুষের মিলনকালে কামিনী সুসমাহিতাঙ্গবিশিষ্টা হইয়া উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন পূর্ব্বক উন্মনা হইয়া বীজ গ্রহণ করিবে। এবম্বিধ

বিধানের সহিত শুদ্ধাচারিণী খরযোনিবিশিষ্টা কামিনীতে পুরুষের সহবাসে শুক্রার্ত্তবের সংযোগ ঘটিলে, তাহা নিশ্চয়ই অব্যর্থ হইয়া তদ্দ্বারা সন্তান জন্মিয়া থাকে জানিবে। বিশেষতঃ রমণীগণ নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় গর্ভ্ত ধারণ করিতে পারে জানিবে।

কটুতৈললবণযুক্তং মূলস্বরসং নিপীয় কেশরাজস্য॥
লভতে গর্ভমবশ্যং ত্রিদিনং নারী তু দৃষ্টফলম্।
সিতবর্ষাভূমূলং বা মূলং তুরগগন্ধায়াঃ।
পরিণতকপিত্থগুড়িকা ভক্ষয়েচ্চৈকবর্ণাগোক্ষীরে॥
পৃথগিতি পীতং দৃষ্টং গর্ভদমচিরান্ন সন্দেহঃ।
পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষ্মণামূলং পিষ্টঞ্চ কন্যয়া তথা।
ঋত্বন্তে ঘৃতদুগ্ধাভ্যাং পীত্বাপ্নোত্যবলা সুতং॥
বারিণা শুক্লপক্ষে তু পুষ্যেণ তু বিশেষতঃ॥
ঘৃতমণ্ডেন বা পীতং নাগপুষ্পরজস্তথা।
কাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ॥
ঋতুস্নাতাবলা পীত্বা গর্ভং ধত্তে ন সংশয়ঃ॥

কেশুর্য্যার মূলের স্বরস সর্ষপতৈল ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে তিন দিবস পান করিলে ঋতুমতী স্ত্রীদিগের গর্ভ্ত হইয়া থাকে। শ্বেত পুনর্নবার মূল অথবা অশ্বগন্ধার মূল একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক কপিত্থফলের ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে নিশ্চয়ই ঋতুমতী স্ত্রীদিগের গর্ভ্ত হইয়া থাকে জানিবে। লক্ষ্মণার মূল পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রস সহযোগে পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধ সহযোগে মিশ্রণ করতঃ ঋতুর পরে সেবন করিলে নারীগণের গর্ভ্ত সঞ্চার হয়। বটের কুড়ি পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করতঃ জল সহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে বন্ধ্যানারী রজস্বলা হইয়া থাকে।

পুষ্যানক্ষত্রে অথবা শুক্লপক্ষে পুন্নাগপুষ্প চূর্ণ জল সহ অথবা ঘৃতমণ্ডের সহিত পান করিলে রজস্বলা কামিনীগণের নিশ্চয়ই গর্ভ জন্মিয়া থাকে জানিবে। অশ্বগন্ধার কাথ ও ঘৃত সহযোগে দুগ্ধপাক পূর্ব্বক পান করিলে ঋতুমতী রমণীর নিশ্চয় গর্ভ হয় জানিবে।

অশ্বগন্ধাকষায়েণ সাধিতং শীতলং পয়ঃ॥
পীত্বা কান্তসমাশ্লেষাদৃতৌ বন্ধ্যা প্রসূয়তে।
পিপ্পল্যঃ শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং কেশরস্তথা॥
ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যা-গর্ভপ্রদং পরম্।
পুত্রঞ্জীবক বীজং পীত্বা পয়সাস্য পত্রমূলং বা॥
যোষিজ্জীবদ্বৎসা জনয়তি দীর্ঘায়ুষং পুত্রম্।

বন্ধ্যানারী অশ্বগন্ধার কাথ সহ দুগ্ধপাক পূর্ব্বক শীতল করিয়া পান করিয়া কান্তসহ উপগত হইলে নিশ্চয়ই গর্ভ প্রাপ্ত হয় জানিবে। পিপুল, শুণ্ঠী, মরিচ ও নাগেশ্বরপুষ্প সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহযোগে পান করিলে বন্ধ্যানারীর গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে। জিয়াপুতার বীজ বা পত্র অথবা মূল দুগ্ধসহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে কামিনীগণ দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করিতে সক্ষম হয় জানিবে।

সোমঘৃতম্।

সিদ্ধার্থকং বচা ব্রাহ্মী শঙ্খপুষ্পা পুনর্ণবা।
পয়স্যা ত্রিফলা কুষ্ঠং তথা কটুকরোহিণী॥
শারিবাদ্বয়-যষ্ট্যাহ্ব-চোরকে সুমনোলতা।
বৃষপুষ্পং সমঞ্জিষ্ঠা দেবদারু মহৌষধম্॥
পিপ্পল্যৌ ভৃঙ্গরাজঞ্চ নিশা শ্যামা সুবর্চ্চলা।
হৃষমূলমপামার্গ মশ্বগন্ধা শতাবরী॥
জলদ্রোণে পচেদেতান্ ভাগৈর্দ্বিপলিকৈরিমান্॥

তৎ কষায়ং পরিস্রাব্যং ঘৃতস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।
পাচিতং তদ্‌ঘৃতং যুক্ত্যা গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
দ্বিমাস-গর্ভিণী নারী যথাবাদুপযোজয়েৎ।
সর্ব্বজ্ঞং জনয়েৎ পুত্রং সর্ব্বাময়বিবর্জ্জিতম্॥
অস্য প্রভাবাৎ কুক্ষিস্থঃ স্ফুটবাখ্যাহরত্যপি।
যোনিদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ॥
বন্ধ্যাপি লভতে গর্ভং শূরং পণ্ডিতমানিনম্।
জড়গদ্গদমূকত্বং পানাদেবাপকর্ষতি॥
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ সুস্বরং কুরুতে নরম্।
মাসমাত্রপ্রয়োগে তু ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ॥
নাগ্নির্দ্দহতি তদ্বেশ্ম ন বজ্রমপহন্তি চ।
ন তত্র ম্রিয়তে বালো যত্রাস্তে সোমসংজ্ঞিতম্॥
পয়স্যা ক্ষীরকাকোলী সুমনোলতা মালতী।
অকল্কম্॥
মন্ত্রশ্চ গায়ত্রী যদাহ।
যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগে সর্ব্বত্র সাধনে।
সর্ব্বত্র গদিতা তত্র গায়ত্রী ত্রিপদী ভবেৎ॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ১৮ সের এবং কাথার্থ—শ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রহ্মীশাক, শঙ্খপুষ্পী, পুনর্ণবা, ক্ষীরকাকোলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, কটকী, অনন্তমূল, শ্যামালতা যষ্টিমধু, চোরক, মালতীফুল, বাসকফুল, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, শুঠী, পিপুল, গজপিপুল, ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, শ্যামবর্ণ তেউড়ী, সুবর্চ্চলা, দশমূল, শতাবরী, আপাং ও অশ্বগন্ধা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১৬ তোলা, জল ১॥৹ সের, শেষ ।৬ সের। যথাবিধি এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক ত্রিপদী গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া

দুইমাস গর্ভবতী নারী প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় ছয়মাস পর্যন্ত সেবন করিলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বরোগবর্জ্জিত অতি উৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করিয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধদ্বারা বন্ধ্যানারীরও সন্তান জন্মিয়া থাকে।

গর্ভস্থাপনম্।

গর্ভমাসত্রয়াদর্ব্বাক্ কুর্য্যাৎ পুংসবনং বুধঃ।
বলো পুরুষকারো হি দৈবমপ্যতিবর্ত্ততে॥
পুংসবনং গর্ভস্ত পুত্রত্বোৎপাদকম্।
গোষ্ঠজাতবটস্য প্রাগুত্তরশাখজে উভে শুঙ্গে॥
মাষৌ দ্বৌ তথা গৌরসর্ষপৌ দধ্নি যোজিতৌ।
পুষ্পপীতৌ দ্রুতাপন্নগর্ভায়াঃ
পুত্রকারকৌ দুগ্ধেন পেয়ঃ।
ক্ষীরেণ শ্বেতবৃহতীমূলং নাসাপুটে স্বয়ম্।
পুত্রার্থং দক্ষিণে সিঞ্চেৎ বামে দুহিতৃবাঞ্ছয়া॥
ভিষক্ পুংসবনে যুঞ্জ্যাত্তথা সোমঘৃতাদিকম্॥

নারীদিগের তিনমাস গর্ভ হইলে উহাদিগের পুংসবন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। গোষ্ঠজাত বটবৃক্ষের উত্তর ও পূর্ব্বদিকস্থ শাখার কুঁড়ি ২ মাষা মাত্রায় এবং রাইসরিষা ২ মাষা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক দধির সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক বাটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গর্ভবতী কামিনীর নিশ্চয়ই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে জানিবে। শ্বেতবৃহতীর মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক গর্ভিণীর দক্ষিণ নাসাপুটে সিঞ্চন করিলে পুত্র ও বাম নাসাপুটে সিঞ্চন করিলে কন্যা প্রসব হইয়া থাকে জানিবে। ভিষক্ নারীগণের পুংসবন কার্য্যে সোমঘৃতাদিও প্রয়োগ করিবেন।

জিজন্ত সদ্যোগর্ভায়াঃ যোন্যাং বীজস্য সংগ্রহঃ॥

তৃপ্তির্গুরুত্বং স্ফুরণং শুক্রস্থানানুবর্ত্তনম্।
হৃদয়স্পন্দনং তন্দ্রা দৃক্‌হানির্লোমহর্ষণম্॥
ততঃ পরং গর্ভচিহ্নং পুষ্পাভাবোঽক্ষিপক্ষ্মণম্।
ক্ষামতা গরিমা কুক্ষে মূর্চ্ছা ছর্দ্দিররোচকাঃ॥
জৃম্ভা প্রসেক সদনং রোমরাজ্যাঃ প্রকাশনম্।
অম্লেষ্টতা স্তনৌ পীনৌ সস্তন্যৌ কৃষ্ণচুচুকৌ॥

যোনিগত বীজধারণ, যোনির তৃপ্তি, গুরুতা, স্ফুরণ, শুক্রস্থানের অনুবর্ত্তন, হৃদয় স্পন্দন, তন্দ্রা, দৃষ্টিলোপ ও রোমাঞ্চ, এই সকল সদ্য গর্ভ-গ্রহণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। আর পুষ্পাভাব, চক্ষুর পক্ষ্ম জন্ম, ক্ষীণতা, কুক্ষিভাব, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, হাই, প্রতীশ্যায়, দেহের অবসন্নতা, স্তনযুগে রোমরাজীর প্রকাশ, স্তনযুগের পূর্ণাবয়বতা ও স্থূলতা এবং স্তনবৃন্তদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইলে পূর্ণ গর্ভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

অব্যক্তং প্রথমে মাসি সপ্তাহে কললম্ভবেৎ।
কললং ক্লেদভূতোঽপি ততশ্চ বুদ্বুদাকৃতিঃ॥
দ্বিতীয়ে মাসি কললাদ্ঘনপেশ্যথবার্ব্বুদম্।
পেশীমাংসলতা।
ব্যক্তীভবতি মাসেঽস্য তৃতীয়ে গাত্রপঞ্চকম্॥
মূর্দ্ধার্দ্ধে শঙ্খিনী বাহু সর্ব্বসূক্ষ্ম চ জন্ম চ।
সময়ে বাহু মূর্দ্ধাদ্যৈঃ জ্ঞানঞ্চ সুখদুঃখয়োঃ॥
তথা সা পুষ্টিমাপ্নোতি কেদারইব কুল্যয়া।
চতুর্থেঽব্যক্তমঙ্গানাং চেতনায়াশ্চ পঞ্চমে॥
ষষ্ঠে স্নায়ুশিরারোম-বলবর্ণ-নখত্বচঃ।
সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণৈর্ভাগৈঃ পুষ্যতি সপ্তমে॥
অতএবহি সংজাত স্তত্র জীবতি বালকঃ।

তেজোঽষ্টমে সঞ্চরতি মাতাপুত্রৌ মুহুঃ ক্রমাৎ॥
তেন তৌ ম্লানমুদিতৌ স্যাতাং জাতো ন জীবতি।

প্রথম মাসে গর্ভ অব্যক্তাবস্থায় থাকে। ঐ একমাসের মধ্যে বীজ গ্রহণানন্তর শুক্র ও রজ মিলিত হইয়া ৭ সাত দিবসে কললাকৃতি ধারণ করে এবং ঐ কলল ক্লেদীভূত হইলে বুদ্বুদাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে। দ্বিতীয়মাসে উক্ত বুদ্বুদাকারবিশিষ্ট কলল হইতে ঘন মাংসপেশী জন্মিয়া থাকে। তৃতীয় মাসে ঐ পেশী পরিস্ফুট হইয়া পঞ্চ গাত্রাকারে পরিণত হইয়া থাকে অর্থাৎ তদ্দ্বারা মস্তকের অর্দ্ধভাগ, বাহু শক্থিনী ও অন্যান্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গগুলি জন্মিয়া থাকে এবং সময়ান্তরে মস্তকের অপরার্দ্ধ ও সুখ দুঃখের বোধশক্তি উৎপন্ন হয়। এবম্প্রকারে কেদারকুল্যার ন্যায় গর্ব্বিণীর গর্ভ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। চতুর্থমাসে গর্ভের অব্যক্ত অঙ্গ সকল ব্যক্তীভূত হয়। পঞ্চমমাসে চেতনার উদ্রেক হইয়া থাকে। ষষ্ঠমাসে স্নায়ু, শিরা, রোম, বল, বর্ণ, নখ ও ত্বক্ উদ্ভূত হইয়া থাকে জানিবে। সপ্তমমাসে গর্ভ পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই প্রকারে বালক জন্মলাভ পূর্ব্বক জীবিত থাকে। অষ্টমমাসে তেজ মাতা ও পুত্র পরস্পরে সঞ্চরণ করে, একারণ উক্ত সময়ে মাতা ও গর্ভস্থশিশু উভয়েই ম্লান ও মুদিত থাকে, এই কারণ প্রযুক্ত এই অষ্টমমাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায় জীবিত থাকে না জানিবে।

গর্ভবিলাস রসঃ।

রসগন্ধক তুথঞ্চ ত্র্যহং জম্বীরমর্দ্দিতম্॥
ত্রিভাবিতং ত্রিকটুনা দেয়ং গুঞ্জা চতুষ্টয়ং।
গর্ভিণ্যাঃ শূলবিষ্টম্ভজ্বরাজীর্ণেষু কেবলম্॥

পারা, গন্ধক ও তুঁতে এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক

জম্বীর রসে তিন দিবস মর্দন পূর্ব্বক ত্রিকটুর কাথ দ্বারা ৩ বার ভাবনা দিয়া ৪ রত্তি পরিমাণে সেবন করিলে গর্ভিণীদিগের শূল, বিষ্টম্ভ, জ্বর ও অজীর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

গর্ভচিন্তামণিরসঃ।

তুথস্থানে স্বর্ণদেয়ং চিন্তামণিরসঃ স্মৃতঃ।

পারা, গন্ধক ও স্বর্ণ একত্র জম্বীর রসে ৩ দিন মর্দন পূর্ব্বক তিনবার ত্রিকটুর কাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া ৪ রত্তি মাত্রায় সেবন করিলে গর্ভিণীর শূল প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

গর্ভচিন্তামণি রসঃ।

জাতীফলং টঙ্গণঞ্চ ব্যোষং দৈত্যেন্দ্ররক্তকম্।
তচ্চূর্ণং সমভাগেন মর্দ্দিতং প্রহরদ্বয়ম্।
জম্বীররসযোগেন বটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়-প্রমাণেন কৃত্বা বৈদ্যঃ প্রযত্নতঃ।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ভক্ষয়েদুষ্ণবারিণা॥
নিহন্তি সর্ব্বরোগঞ্চ ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

জাতীফল, সোহাগার খৈ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, গন্ধক ও হিঙ্গুল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ জম্বীর লেবুর রস দ্বারা দুই প্রহরকাল মর্দন পূর্ব্বক ২ রত্তি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত উষ্ণজল সহযোগে সেবন করিলে গর্ভিণীগণের সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

দ্বিতীয় গর্ভচিন্তামণি রসঃ।

রসং তালং তথা লৌহং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকম্।
কর্ষত্রয়ং তথা চাভ্রং কর্পূরং বঙ্গতাম্রকম্॥

জাতীফলং তথা কোষং গোক্ষুরঞ্চ শতাবরী।
বলাতিবলয়োর্ম্মূলং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্॥
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জফলমানতঃ।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ॥
গর্ভিণ্যা জ্বর-দাহঞ্চ প্রদরং সূতিকাময়ম্।

পারা, হরিতাল ও লৌহ প্রত্যেকে ২ দুই তোলা, অভ্র, কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জাতীফল, জৈত্রী, গোক্ষুর ও শতাবরী প্রত্যেকে ৪ চারি তোলা এবং বেড়েলার মূল ও গোরক্ষচাউলার মূল প্রত্যেকে ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলসহ পেষণ পূর্ব্বক ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সন্নিপাতনাশক। বিশেষতঃ ইহা স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকারক। ইহা দ্বারা গর্ভিণীদিগের জ্বর ও দাহ, প্রদর ও সূতিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অতিব্যবায়-ব্যায়াম-দিবাস্বপ্নপ্রজাগরান্।
তীক্ষ্ণোপচারশোকাদীন্ জলপানোৎকটাসনম্॥
দারুণানি তথান্যানি গর্ভিণী পরিবর্জ্জয়েৎ।
সংপ্রাপ্তে চাষ্টমে মাসি মৈথুনং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
যদি গচ্ছতি দুর্ম্মেধা কামমোহাদচেতনঃ।
বিপদ্যতে তদা গর্ভ এতত্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
গর্ভে বহতি যস্যাস্তু গর্ভিণ্যাঃ পুষ্পদর্শনম্।
রক্তস্রাবোঽথবা তত্র পিত্তশ্লেষ্মহিতো বিধিঃ॥
গর্ভোভিঘাত বিষমাশন পীড়িতাদ্যৈঃ
পক্বং দ্রুমাদিব ফলং পততি ক্ষণেন।
মূঢ়ং করোতি পবনঃ খলু মূঢ়গর্ভং
শূলঞ্চ যোনিজঠরাদিষু মূত্রসঙ্গঃ॥

অত্যন্ত মৈথুন, ব্যায়াম, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, তীক্ষ্ণোপচার, শোকাদি, জলপান, উভো হইয়া উপবেশন এবং অন্যান্য দারুণ বিষয় সকল গর্ভিণী পরিত্যাগ করিবে এবং অষ্টমমাস পতিত হইলে মৈথুন একেবারেই পরিত্যাগ করিবে। যদি কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি চৈতন্যহীন হইয়া কামবশে অবশ হইয়া উক্ত অষ্টমমাসে গর্ভিণীকে সঙ্গম করে, তবে গর্ভ নষ্ট হয়। গর্ভাবস্থায় যদ্যপি নারীগণের ঋতু প্রবর্ত্তিত হয় অথবা যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয়, তবে চিকিৎসক উক্তাবস্থায় পিত্তশ্লেষ্মনাশক বিধি প্রয়োগ করিবেন। অভিঘাত, বিষমাশন, পীড়ন প্রভৃতি দ্বারা বৃক্ষ হইতে পতিত পক্ক ফলের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যেই গর্ভপাত ঘটিয়া থাকে জানিবে। বায়ুদ্বারা মূঢ়গর্ভ জন্মে এবং যোনি, জঠরাদিতে শূল ও মূত্ররোধ ঘটিয়া থাকে জানিবে।

গর্ভিণ্যাঃ প্রথমে মাসি গর্ভশূলং প্রজায়তে।
চন্দনং মধুকং লোধ্রং কেশরং নীলমুৎপলম্॥
শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ সমভাগানি কারয়েৎ।
ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতর্গর্ভধারণ মুত্তমম্॥
দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভিণ্যাঃ শূলমুৎপদ্যতে যদা।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী অমলা মধুযষ্টিকা॥
ঘৃতেন সমভাগানি ক্ষীরেনালোড্য পায়য়েৎ।
হন্তি শূলং সমুৎপন্নং গর্ভধারণমুত্তমম্॥

গর্ভিণীর প্রথমমাসে গর্ভশূল জন্মিলে—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, লোধ, নাগকেশর, নীলোৎপল, পানীফল ও কেশুর, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া দুগ্ধসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভরক্ষা হইয়া থাকে জানিবে। গর্ভিণীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভশূল উৎপন্ন হইলে—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ভুঁই আমলা ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক

উক্তরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধ সহ আলোড়িত করিয়া পান করিলে গর্ভশূল নষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই গর্ভরক্ষা হইয়া থাকে জানিবে।

তৃতীয়ে মাসি গর্ভিণ্যাঃ শূলমুৎপদ্যতে যদা।
অনন্তা শারিবা ক্ষীরকাকোলীচ বৃক্ষাদনী।
ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতঃ শূলং হন্তি সুনিশ্চিতং।
চতুর্থে মাসি গর্ভিণ্যাঃ শূলং বা জায়তে যদি।
উৎপলস্য চ শালূকং যষ্টীমধুকমেবচ॥
লোধ্রেণাপি সমং পিষ্ট্বা পিবেৎ ক্ষীরেণ সংযুতম্॥
ততো বিজয়তে শূলং স্বাস্থ্যঞ্চৈবোপপদ্যতে।
পঞ্চমে মাসি গর্ভিণ্যাঃ গর্ভে শূলং প্রজায়তে॥
নীলোৎপলস্য শালূকং পদ্মবীজং মৃণালকম্।
শর্করায়াঃ সমং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ॥
অস্য সেবাপ্রসাদেন স্বাস্থ্যং সম্পদ্যতে ক্ষণাৎ॥

গর্ভিণীর গর্ভের তৃতীয়মাসে গর্ভশূল উৎপন্ন হইলে অনন্তমূল, শ্যামালতা, ক্ষীরকাকোলী ও পরগাছা এই সকল পদার্থ সমান মাত্রায় লইয়া দুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে গর্ভশূল নিবারিত হয়। গর্ভের চতুর্থমাসে গর্ভশূল জন্মিলে উৎপলের গেঁড়, যষ্টিমধু ও লোধ, সমান মাত্রায় লইয়া পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করিলে নিশ্চয়ই গর্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। গর্ভিণীর পঞ্চমমাসে গর্ভশূল উপস্থিত হইলে—নীলোৎপলের গেঁড়, পদ্মবীজ, মৃণাল ও শর্করা, এই সকল বস্তু তুল্য মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করতঃ দুগ্ধসহ মিশাইয়া পান করিলে নিশ্চয়ই গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভরক্ষা হইয়া থাকে জানিবে।

ষষ্ঠে মাসি ভবেদযস্যাঃ শূলপীড়া সুদারুণা॥

নীলোৎপলস্য শালূকং কদলীমোচরস স্তথা।
শর্করা ক্ষীরকাকোলী জীরকেণ সমন্বিতম্॥
গবাং ক্ষীরেণ সপ্তাহং পানাচ্ছূলহরং পরম্॥
সপ্তমে মাসি গর্ভিণ্যাঃ শূলং সঞ্জায়তে যদি।
শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা॥
এতৎসর্ব্বং সমং পিষ্ট্বা ক্ষীরশর্করয়া সহ।
নারীণাং পানযোগেন গর্ভস্থাপনমুত্তমম্॥

গর্ব্বিণার ষষ্ঠমাসে গর্ত্তশূল জন্মিলে—নীলোৎপলের গেঁড়, কদলী, মোচরস, চিনি, ক্ষীরকাকোলী ও জীরক, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধসহ সপ্তাহ পান করিলে দারুণ গর্ত্তশূল নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এবং গর্ব্বিণীর সপ্তমমাসে গর্ত্তশূল উপস্থিত হইলে—পানীফল, পদ্ম, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করতঃ দুগ্ধ ও চিনি সহ মিশ্রণ করিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই গর্ভরক্ষা হইয়া থাকে।

অষ্টমে মাসি গর্ভিণ্যাঃ শূলং সংজায়তে যদা।
উৎপলস্য চ শালূকং শৃঙ্গাটকদ্বয়স্তথা॥
মঞ্জিষ্ঠা রক্তশালিঞ্চ লোধ্রং ক্ষীরেণ সংযুতম্।
পাতুং দেয়ং ত্র্যহং স্ত্রীণাং গর্ভধারণমুত্তমম্॥
নবমে মাসি গর্ভিণ্যা গর্ভশূলং সুদারুণম্।
পিষ্ট্বা চ ক্ষীরকাকোলী ক্ষীরেণ সুখমাপ্নুয়াৎ।
দশমে মাসি গর্ভিণ্যাঃ শূলমুৎপদ্যতে যদা।
পদ্মমুৎপলবীজানি শালূকং মধুসৈন্ধবম্॥
গবাং ক্ষীরেণ পাতব্যং গর্ভস্থাপনমুত্তমম্॥

গর্ব্বিণীর অষ্টমমাসে গর্ভশূল উৎপন্ন হইলে—উৎপলের গেঁড়, পানিফল,

গোক্ষুর, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তশালি ও লোধ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে তিন দিবসের মধ্যেই গর্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। গর্ভের নবমমাসে গর্ভশূল হইলে—ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধসহ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে জানিবে। দশমমাসে গর্ভশূল উপস্থিত হইলে পদ্ম, উৎপলবীজ, শালুক, মধু ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল পদার্থ সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ মিলাইয়া সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভরক্ষা হইয়া থাকে জানিবে।

চন্দনেন মৃণালেন পদ্মকেশরপদ্মকৈঃ।
গর্ভপ্রদেহং কুর্ব্বীত মধুকেনোৎপলেন চ॥
কোষ্ঠোডুম্বর-ফলজ-স্বরসো মোচোত্থগর্ভো বা॥
মধুনা পীতঃ সদ্যঃ শময়তি গর্ভস্রুতিবহুলাম্॥

রক্তচন্দন, বেণার মূল, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও উৎপল, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তদ্দ্বারা গর্ভিণীর উদরে প্রলেপ দিলে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই গর্ভরক্ষা হইয়া থাকে জানিবে। ডুমুরফলের রস ও কদলীর মধ্যভাগ একত্র পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত সেবন করিলে সদ্যই গর্ভস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

বৃহৎগর্ভচিন্তামণি-রসঃ।

সূতং গন্ধং তথা স্বর্ণং লৌহং রজতমাক্ষিকম্।
হরিতালং বঙ্গভস্মাপাভ্রকসমভাগিকম্॥
ভাবনা খলু দাতব্যা রসৈরেষাং পৃথক্ পৃথক্।
ব্রাহ্মী বাসা ভৃঙ্গরাজ পর্পটিং দশমূলকম্॥
সপ্তধা ভাবয়েদ্ বৈদ্যো গুঞ্জামানাং বটীং চরেৎ।
গর্ভচিন্তামণিরয়ং পূর্ব্ববৎ কথিতা গুণাঃ॥

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গভস্ম ও অভ্র এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মীশাক, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেৎপাপড়া ও দশমূল, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপান সহযোগে সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বর, শূলাদিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

গর্ভবিনোদ-রসঃ।

ত্রিভাগং ত্রিকটু দেয়ং চতুর্ভাগঞ্চ হিঙ্গুলম্।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্॥
সুবর্ণমাক্ষিকঞ্চৈব পলার্দ্ধং প্রক্ষিপেদ্বুধঃ।
জলেন মর্দ্দয়িত্বাথ চণমাত্রা বটী কৃতা॥
নিহন্তি গর্ভিণীরোগং ভাস্করস্তিমিরং যথা।

শুঁঠি, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে তিনভাগ, হিঙ্গুল ৪ ভাগ, জাতীফল ও লবঙ্গ প্রত্যেকে ৬ তোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জল-সহ পেষণ পূর্ব্বক চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গর্ভিণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

ঘটন-প্রবৃত্ত-ঘটকৃতকরযুগসংলগ্ন-কর্দ্দমঃ।
পীতঃ সমধুশ্ছাগীক্ষীরৈর্ম্মিরতং সংস্থাপয়েদ্গর্ভম্।
কশেরু-শৃঙ্গাটক জীবনীয়ৈঃ-
পদ্মোৎপলৈরণ্ডশতাবরীভিঃ॥
সিদ্ধং পয়ঃ শর্করয়া বিমিশ্রং
সংস্থাপয়েদগর্ভমুদীর্ণশূলম্॥

ঘট প্রস্তুত করিতেছে, এমন কুম্ভকারের হস্ত সংলগ্ন কর্দ্দম মধু

ও ছাগীদুগ্ধের সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক নিয়ত সেবন করিলে গর্ভরক্ষা হইয়া থাকে জানিবে। কেশুর, পানীফল, জীবনীয়গণ, পদ্ম, উৎপল, এরণ্ড ও শতাবরী, এই সকল দ্রব্য সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে নিশ্চয় গর্ভশূল দূরীভূত হইয়া থাকে।

ভূগ্নোঽনিলেন বিগুণেন ততঃ সগর্ভঃ
সংখ্যামতীব বহুধা সমুপৈতি যোনিম্।
দ্বারং নিরোধ্য শিরসা জঠরেণ কশ্চিৎ
কশ্চিৎ শরীর-পরিবর্ত্তিত-দেহকুব্জঃ॥
একেন কশ্চিদপরস্তু ভুজদ্বয়েন
তীর্য্যগ্‌গতো ভবতি কশ্চিদপরাঙ্মুখোঽন্যঃ॥
পার্শ্বাপবৃত্তগতিরেব তথৈব কশ্চিৎ
ইত্যষ্টধা গতিরিয়ং হ্যপরা চতুর্দ্ধা॥

বিগুণ বায়ুকর্ত্তৃক গর্ভ বক্রীভূত হইলে, উহা বিবিধাকার ধারণ পূর্ব্বক যোনিমুখে উপনীত হইয়া থাকে জানিবে। অর্থাৎ কোনগর্ভ যোনিমুখে আসিয়া মস্তকদ্বারা দ্বার রুদ্ধ করে। কোনটী উদর দ্বারা যোনিদ্বার রোধ করিয়া থাকে জানিবে। কোনটী শরীর পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কুব্জদেহ হইয়া থাকে। কোনটী একখানি হস্ত প্রসারণ করে কোনটী দুইভুজ দ্বারা যোনিপথ রোধ করে। কোনটী তির্য্যগ্‌ভাবে যোনিপথে উপস্থিত হয়। কোনটী বা পরাঙ্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং কোনটী বা পার্শ্বদেশ দিয়া যোনিপথে উপনীত হইয়া থাকে জানিবে। এবম্প্রকারে অষ্টবিধ বিকৃতগর্ভের গতি হইয়া থাকে জানিবে।

করিদমন-দহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পানতঃ সদ্যঃ।
চিরমচিরজং গর্ভং মৃতমমৃতং বা পাতয়তি॥
জ্বরাদিরোগে গর্ভিণ্যা মৃদু কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্।
তীক্ষ্ণং হি ভেষজং তস্যা গর্ভপাতায় কল্পতে।

চন্দনং শারিবা লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতম্।
ক্বাথং কৃত্বা প্রদাতব্যং গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনম্॥
শর্করা প্রক্ষেপ্যা।

নাগদানার মূল, রক্তচিতার মূল, জলসহ বাটিয়া সেবন করাইলে সদ্যই গর্ভপাত হইয়া থাকে জানিবে। গর্ভিণীনারীদিগের জ্বরাদিরোগে মৃদু চিকিৎসা করিবে। যেহেতু উহাদিগকে তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রদান করিলে তদ্দ্বারা গর্ভপাত হইয়া যায় জানিবে। রক্তচন্দন, শ্যামালতা, লোধ ও দ্রাক্ষা, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া চিনি মিশাইয়া পান করিলে গর্ভিণীদিগের জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

সহাচরাদিঃ।

সহাচরমুস্ত-গুড়ূচী-ভদ্রোৎকট-বিল্ব-বালকৈঃ ক্বথিতম্।
পেয়মিশ্রং মধুমিশ্রং সদ্যোজ্বরশূলনুৎ সদ্যঃ॥

ঝিণ্টি, মুথা, গুলঞ্চ, মুথা, বেলশুঁঠ ও বালা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু প্রক্ষেপে পান করিলে গর্ভিণীদিগের সদ্যই জ্বর ও শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

এরণ্ডমূলমমৃতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।
দারুপদ্মযুতঃ ক্বাথো গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনঃ॥
রাস্না ছিন্নরুহা সকুষ্ঠসহিতৈর্মূলৈশ্চ পঞ্চান্বিতৈঃ।
তৎপ্রাতঃ ক্বথিতং সশর্করযুতং ক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতং।
পীতং হন্তি চ গর্ভিণী জ্বরগদং শ্লেষ্মাভিবৃদ্ধিং পুনঃ।
সদ্যশ্চৈব চিকিৎসকৈশ্চ কুশলৈর্জ্ঞাত্বা পুরাণৈর্ম্মতম্॥
মুস্তপর্পট ক্ষুদ্রাপর্ণ কণ্টকারী মহৌষধম্।
বাতশ্লেষ্মারুচিহরং গার্ভিণ্যা জ্বরনাশনম্॥

আম্রজম্বুত্বচকাথং লেহয়েল্লাজশক্তুভিঃ।
অনেন লীঢ়মাত্রেণ গর্ব্বিণীসারকং জয়েৎ॥

এরণ্ডমূল, শুলফ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গর্ভিণী কামিনীগণের জ্বর নিবারিত হয় জানিবে। রাস্না, শুলফ, কুড় ও পদ্মমূল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনি ও মধু প্রক্ষেপে পান করিলে গর্ভিণীদিগের জ্বর ও শ্লেষ্মা নিবারিত হইয়া থাকে। মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, দুরালভা, কণ্টকারী ও শুঠী, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গর্ভিণী রমণীদিগের বাতশ্লেষ্ম, অরুচি ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। আম্রের ছাল ও জামের ছাল একত্র কাথ করিয়া খৈর ছাতু সহ আলোড়ন পূর্ব্বক লেহন করিলে তৎক্ষণাৎ অতীসাররোগ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরাংরলু রক্তচন্দন বলা ধন্যাক বৎসাদনী
মুস্তোশীর-যবাস-পর্পট-বিষা-কাথং পিবেদ্গর্ব্বিণী॥
নানাবর্ণ রুজাতিসারকগদে রক্তে স্রুতৌ বা জ্বরে
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরানিগদিতঃ সূত্যাময়েষূত্তমঃ।

বালা, সোণালু, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, শুলফ, মুথা, বেণার মূল, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও আতইচ, এই সকল পদার্থ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গর্ভিণী কামিনীগণের নানাপ্রকার বেদনা ও রক্তস্রাব সংযুক্ত অতীসার ও জ্বররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

ইতি যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ সুখপ্রসূতিকরণমাহ।

পাঠা লাঙ্গলী সিংহাস্য ময়ূরকজটৈঃ পৃথক্।
নাভিবস্তিভগালেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে॥
পরূষকস্থিরামূল-লেপাস্তদ্বৎ পৃথক্ পৃথক্।
যোনৌ বাসাজ্ঘ্রিলেপেন মহাগর্ব্বা প্রসূয়তে।
গৃহাম্বুনা গেহধূমপানং গর্ব্বাপকর্ষণম্॥
গৃহাম্বুনা হিঙ্গু সিন্ধু চূর্ণপানং তথৈব চ।

আকনাদি, ইস্‌লাঙ্গলিয়া, বাসক, ময়ূরশিখা, পরূষফল এবং শালপানী ইহাদিগের যে কোন একটী দ্রব্য পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা নাভিতে, বস্তিতে অথবা যোনিতে প্রলেপ দিলে নারীদিগের সুখে প্রসব হইয়া থাকে। বাসকের মূল জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা যোনিতে প্রলেপ দিলে সুখে প্রসব হইয়া থাকে। কাঁজির সহিত ঝুল পান করিলে অথবা কাঁজিসহ হিং ও সৈন্ধবচূর্ণ পান করিলে নারীগণের সুখে প্রসব হইয়া থাকে জানিবে।

মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং সুখং নারী প্রসূয়তে॥
পুটদগ্ধ-সর্পকঞ্চুকমস্থণমসী-কুসুমসারসহিতাক্ষী।
ঝটিতি বিশল্যা ভবতি গর্ভবতী মূঢ়গর্ভাপি॥
তুষাম্বু পরিপিষ্টেন মূলেন পরিলেপয়েৎ॥
লাঙ্গল্যাসরণী সূতে ক্ষিপ্রমেতেন গর্ভিণী॥

ছোলঙ্গলেবুর মূল ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ পূর্ব্বক মধু ও ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে নারীদিগের সুখে প্রসব হইয়া থাকে জানিবে। সর্পকঞ্চুক পুট দ্বারা দগ্ধ করিয়া মসী প্রস্তুত করতঃ মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা চক্ষু পূরিত করিলে মূঢ়গর্ভা

নারীও সুখে প্রসব করিতে পারে। ঈসলাঙ্গলিয়ার মূল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা গর্ভিণীর পদদ্বয় প্রলিপ্ত করিলে গর্ভিণী নারীগণের অতিশীঘ্র সুখে প্রসব হইয়া থাকে জানিবে।

তালতরূত্তরমূলে মুক্তশিখাকচ্ছমুদ্ধৃতে নিয়তম্।
বাসামূলে তদ্বৎ কটিবদ্ধেতি দ্রুতং সূতে।
যাসৌ সরস্বতীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী॥
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ব্বিণী ভবেৎ।
অলক্তকেন লিখিতা গর্ব্ভোপরি তথা ধার্য্যম্।
ক্ষিতির্জ্জলং বিয়ত্তেজো বায়ুর্ব্বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ॥
গর্ব্ভস্থাং ত্বাং সদোযান্তু বিশল্যামাদিশন্তু চ।
প্রসূষ ত্বমবিক্লিষ্ট মবিক্লিষ্ট শুভাননে॥
কার্ত্তিকেয়দ্যুতিং পুত্রং কার্ত্তিকেয়াভিরক্ষিতম্।
কাচিদপ্যনুকূল স্ত্রী কর্ণে বামে জপেচ্ছনৈঃ॥
বিশল্যকরণীং বিদ্যাং বক্ষ্যে যজ্ঞস্তুবারিণা।
সুখী ভবতি শূলার্ত্ত-ক্ষতোবজ্রাস্ত্র-কণ্টকৈঃ॥
গর্ব্ভিণ্যা বিষমোগর্ভঃ সমো ভবতি নান্যথা।
ওঁ ক্ষিপ নিক্ষিপ উন্মথ নিমথ
প্রমথ প্রমথ মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।
অনেন চাক্ষৌ পরিলেপ্য পানীয়ং পাতুং দেয়ম্॥
প্রাক্ চৈব নবমান্মাসাৎ সাসূতা গৃহমাশ্রয়েৎ॥
দেশে প্রশস্তে সম্ভারৈঃ সম্পন্নং সাধকেঽহনি।
তত্রোদীক্ষেত সা সূতিং সূতিকা পরিবারিতা॥

চুল ও কাছা খুলিয়া তালবৃক্ষের উত্তরদিকের মূল অথবা বাসকের মূল উত্তোলন পূর্ব্বক কটিদেশে বন্ধন করিয়া দিলে শীঘ্রই সুখে

প্রসব হইয়া থাকে জানিবে "যাগৌ—গর্ভিণী ভবেৎ॥" এই মন্ত্রটী আলতার দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া গর্ভিণীর গর্ভোপরে ধারণ করিলে অথবা "ক্ষিতির্জ্জলং—শুভাননে॥" এই মন্ত্রটী গর্ভিণীর বামকর্ণে শুনাইলে কার্ত্তিকের ন্যায় পুত্র জন্মিয়া থাকে জানিবে। এবং "বিশল্যকরণীং—মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা॥" এই মন্ত্রটীর দ্বারা ৮ বার জল অভিমন্ত্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে। গর্ভিণী ৯ মাসের পূর্ব্বেই প্রশস্ত দিনে সূতিকাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইহার পরে প্রসব হইয়া উপযুক্ত সময় ব্যতীত কদাচ বাহিরে আসিবে না।

অত্যশ্বঃ প্রসবে গ্লানিঃ কুক্ষেঃ শিথিলতা ক্লমঃ।
অধো গুরুত্বমরুচিঃ প্রসেকো বহুমূত্রতা॥
বেদনারূদরকটী-পৃষ্ঠ-হৃদ্বস্তিবঙ্ক্ষণে।
যোনিভেদরুজা তোদস্ফুরণ-স্রবণানি চ॥
আবীনা মনুজন্মাতস্ততো গর্ব্ভোদক-স্রুতিঃ।
জাতে চ শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে॥
সশূলে জঘনে নারী জ্ঞেয়া সাতু প্রজায়িনী।

গ্লানি, কুক্ষির শিথিলতা, ক্লান্তি, অধোগুরুত্ব, অরুচি, নাসাদিস্রাব, বহুমূত্রতা, উরু, উদর, কটী, পৃষ্ঠ, হৃদয়, বস্তি ও কুঁচকিতে বেদনা, যোনিতে ভেদবৎ বেদনা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, যন্ত্রণা, স্ফুরণ ও স্রাব, ভগ হইতে জল ও কফস্রাব, হৃদয় বন্ধনের শিথিলতা এবং জঘনদেশে অত্যন্ত শূলবৎ বেদনা হইলে প্রসবের চিহ্ন বলিয়া জানিবে।

অতোপস্থিতগর্ভাং তাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্।
হস্তস্থ পুন্নামফলাং অভ্যক্তোষ্ণাম্বুসেবিতাম্॥
পায়য়েৎ সঘৃতাং পেয়াং ততো ভূশয়নে স্থিতাম্।
পুনঃ পুনস্তামভ্যজ্য কুর্য্যাৎ স্বং কর্ম্ম সূতিকা॥

মন্ত্রপূর্ব্বং প্রবাহে চ বাচ্যাপ্রসবাচ্চ সা।
হর্ষয়েৎ তাং মুহুর্জ্জন্মশব্দ জননায় হবৈঃ॥
প্রত্যায়াস্তি তথা প্রাণাঃ সূতিক্লেশাবসাদিতাঃ॥

নারীদিগের গর্ভ প্রসবকালে কৌতুক ও মঙ্গল আচরণ পূর্ব্বক প্রসূতার হস্তে পুন্নামক ফল প্রদান পূর্ব্বক তৈলাভ্যক্ত করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্নান করাইয়া এবং ঘৃত সংযুক্ত পেয়া পান করাইয়া সূতিকায় শায়িত করিয়া রাখিবে। এবম্প্রকারে প্রসব পর্য্যন্ত সূতিকাকে পুনঃ পুনঃ তৈলাভ্যক্তাদি কার্য্য করিয়া সর্ব্বদা হর্ষদ্বারা হৃষ্টা রাখিবে। ইহাতে প্রসূতির অনেক পরিমাণে ক্লেশ দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে।

ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্রভানুশ্চ ভাবিনি।
উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তু তে॥
ইদমমৃতমপাং সমুদ্ধৃতং বৈ তব
লঘুগর্ভমিমং বিমুঞ্চতু স্ত্রী।
তদনলপবনার্ক বাসবাস্তে
সহ লবণাম্বুধরৈর্দ্দিশন্তু শান্তিম্।
মুক্তঃ পাশা বিপশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেন্দুরশ্ময়ঃ।
মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদগর্ভঃ এহেহি মাচির মাচির স্বাহা॥
অনেন সপ্তধা সপ্তং পীত্বামুং স্ত্রী প্রসূয়তে॥
ওঁ চঁ ক্রঁ গর্ভ ফট্ স্বাহা ইদং চূর্ণং ভ্রক্ষয়িত্বা
পর্ণেন লিখিত্বা তাম্বূলং খাদিতুং দেয়ম্।
এরণ্ডস্ত বনে কাকো গঙ্গাতীরমুপাগতঃ।
তুত্তঃ পিবতি পানীয়ং বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥
অনেন সপ্তাভিমন্ত্রিতং জলং পাতুং দেয়ম্।

"ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ—গর্ভকটু স্বাহা॥" এই মন্ত্র দ্বারা চূর্ণ গ্রহণ করিয়া পর্ণ দ্বারা লিখিয়া গর্ভিণীকে তাম্বূল ভক্ষণ করিতে দিবে। "এরণ্ডস্ত বনে—গর্ভিণী ভবেৎ॥" এই মন্ত্রটী দ্বারা ৭ সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গর্ভিণীকে জলপান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা সুখে প্রসব হইয়া থাকে।

শ্বেতাপরাজিতা মূলং ঘ্রাতং পীতং জলেন বা।
নাভিপ্রলেপতো বাপি সুখং সূতিকরং পরম্॥
মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্॥
ঘৃতেন সহ পাতব্যং সুখং নারী প্রসূয়তে।
সর্পনির্ম্মোকসর্পির্ভ্যাং ধূপো যোনৌ প্রসূতিকৃৎ।
প্রত্যক্পুষ্পীমূলং নিহিতং যোনৌ গুদেহথবা।
স্ত্রীণাং বন্ধং বা কটিদেশে প্রসবং কুরুতে সুখেনৈব।
যদি অপামার্গোৎপাটনে মূলং ত্রুট্যতি
তদা দুহিতুর্জ্জন্মবিজানীয়াদন্যথা সূনোঃ॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘ্রাণ করিলে বা জলসহ বাটিয়া পান করিলে কিংবা তদ্দ্বারা নাভিদেশে প্রলেপ দিলে সুখে প্রসব হইয়া থাকে। ছোলঙ্গলেবুর মূল ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ পূর্ব্বক মধু ও ঘৃত সহ মিশাইয়া পান করিলে নারীদিগের অতীবসুখে প্রসব হইয়া থাকে। সাপের খোলস ও ঘৃত একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনিতে ধূম প্রয়োগ করিলে সুখে প্রসব হইয়া থাকে। আপাং গাছের মূল উৎপাটন পূর্ব্বক গর্ভিণীদিগের যোনিদেশে, গুহ্যদেশে অথবা কটীদেশে বাঁধিয়া দিলে উহাদিগের অত্যন্তসুখে প্রসব হইয়া থাকে। আপাংগাছ তুলিবার সময়, উহার মূল ছিঁড়িয়া যাইলে কন্যা জন্মে এবং না ছিঁড়িলে পুত্র সন্তান জন্মিয়া থাকে জানিবে।

নাড়ী ঋতুবসুভিঃ সহপঙ্কদিগষ্টাদশভিরেব চ।
অর্কভুবনবেদসহিতৈরুভয়ং
ত্রিংশকমাশ্চর্য্যং পঞ্চদশকম্বা॥

৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
৩০	১৬	৬	৮	৩০
৩০	২	১০	১৮	৩০
৩০	১২	১৪	৪	৩০
	৩০	৩০	৩০	

উভয়ত্রিংশকঃ।

১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১৫	৮	৩	৪	১৫
১৫	১	৫	৯	১৫
১৫	৬	৭	২	১৫
	১৫	১৫	১৫	

উভয়পঞ্চদশকঃ।

কচবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা ঘৃষ্টে কণ্ঠে মুখে পতত্যমরা॥
মূলেন লাঙ্গলক্যা সংলিপ্তে পাণিপাদে চ।
অমরা পাতনং সদ্যঃ পিপ্পল্যাদি রজঃ পিবেৎ॥
মূর্দ্ধ্নি দদ্যাৎ স্নুহী ক্ষীরং অমরাপাতনং পরম্।
বৃদ্ধ্যা দ্বিত্রিচতুর্ম্মাসং গন্ধকং মদিরান্বিতম্॥
তীক্ষ্ণপর্ণদ্রবেণাদৌ নাড্যাঃ শুদ্ধ্যৈ প্রদীয়তে॥

ত্রিংশদঙ্কিত বা পঞ্চদশাঙ্কিত কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা বেষ্টিত চুল দ্বারা কণ্ঠদেশে বা মুখে, বাঁধিয়া দিলে নিশ্চয়ই অমরা (ফুল) পতিত হইয়া থাকে। ঈসলাঙ্গলিয়ার মূল পেষণ পূর্ব্বক গর্ভিণীর পদে ও হস্তে প্রলেপ দিলে এবং পিপ্পল্যাদির চূর্ণ জল সহ পান করাইলে নিশ্চয়ই অমরা পতিত হইয়া থাকে। মনসার দুগ্ধ মস্তকে প্রদান করিলে অমরা পতিত হইয়া থাকে। গন্ধক বৃদ্ধি অনুসারে ২।৩ বা ৪ মাষা মাত্রায় মদিরার সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক কামরাজার

রসের সহিত গর্ভিণীকে প্রয়োগ করিলে উহাদের নাড়ী বিশুদ্ধ হইয়া থাকে জানিবে।

সংস্বেদ্য বালুকাদ্যৈস্তু লঙ্ঘিতায়া যথাবলম্।
ক্ষুধিতায়াঃ প্রশংসন্তি পথ্যং লঘ্বন্নমেব চ॥
পঞ্চকোলকমিশ্রস্তু দশমূলমিহেষ্যতে।
কেবলং দশমূলং বা পিপ্পলীঃ প্রক্ষিপেত্ততঃ॥
দ্বিত্রিরাত্রং বিধিরসৌ সপ্তাহাৎ বৃংহণং ক্রমাৎ।
দ্বাদশাহেন তিক্তান্তে পিষিতং নৈব যোজয়েৎ॥

প্রসূতা নারীকে বালুকাদি দ্বারা স্বেদ দিবে এবং বলানুসারে লঙ্ঘন দিয়া ক্ষুধা হইলে লঘু অন্ন সেবন করিতে দিবে। গর্ভিণী-নারীব বাতশ্লেষ্ম বোগে, আমবাতাবস্থায় এবং কফরোগে পঞ্চকোল সংযুক্ত দশমূলের ক্বাথ পান করিতে দিবে অথবা কেবলমাত্র দশমূলের কাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। যাহাতে বায়ু প্রকুপিত না হয় এবং দুষ্টরক্ত শুদ্ধ হইতে পারে, এবম্প্রকার বিধি ২।৩ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভিণীর প্রতি প্রয়োগ করিবে। সপ্তাহ পরে বৃংহণ ক্রিয়া প্রদান করিবে। কিন্তু ১২ দিবসের মধ্যে কদাচ মাংস প্রদান করিবে না।

মক্কল্লশূলম্।

বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুর্য্যাৎ সংরুধ্য রুধিরং চ্যুতম্।
সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি শূলং মক্কল্লসংজ্ঞিতম্॥
যবক্ষারং ভবেত্তত্র সর্পিষোষ্ণোদকেন বা।
পিপ্পল্যাদিগণক্বাথং পিবেদ্বা লবণান্বিতম্॥
পিপ্পল্যাদিচূর্ণং বা সুরামণ্ডেন পায়য়েৎ॥
বংশপত্রাঙ্কুরক্বাথঃ সযবক্ষার উত্তমঃ।

বিশ্বমল্লী মাতুলুঙ্গ মূললেপঃ শিরোঽর্ত্তিনুৎ।
ঘৃতং মকল্লজিদ্যোনৌ রুবূতৈলাক্ত শূলকম্॥
ত্র্যূষণং পিপ্পলীমূলং দারুচব্যং সচিত্রকম্।
রজন্যৌ হবুষাজাজী সক্ষারং লবণদ্বয়ম্॥
কল্কমুষ্ণাম্বুনা পীতং সুখেনাশু বিরিচ্যতে।

বায়ু কুপিত হইলে প্রসূতাদিগের চ্যুত রক্ত রোধ করে এবং হৃদয়, বস্তি ও মস্তকদেশে মকল্লনামক শূলরোগ জন্মাইয়া থাকে জানিবে। যবক্ষার চূর্ণ ঘৃত সহ অথবা উষ্ণোদক সহ পান করিলে কিংবা পিপ্পল্যাদিগণের কাথ সৈন্ধবলবণ সহযোগে পান করিলে বা পিপ্পল্যাদিগণীয় দ্রব্যসমূহ চূর্ণ করতঃ সুরামণ্ড সহযোগে সেবন করিলে অথবা বাঁশের কোঁড়ের কাথ করিয়া যবক্ষার চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন করিলে প্রসূতানারীগণের পূর্ব্বোক্ত মকল্ল নামক শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। হিং, বেলফুল ও ছোলঙ্গলেবুর মূল একত্র বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে প্রসূতির শিরঃশূল নিবারিত হয়। ঘৃত এবং এরণ্ডতৈল একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক যোনিতে প্রলেপ দিলে যোনিশূল নিবারিত হইয়া থাকে। শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চই, দেবদারু, চিতার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও সচললবণ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণোদক সহ পান করিলে প্রসূতানারীদিগের অতি সুখে দাস্ত হইয়া থাকে।

মাসমধ্যার্দ্ধমাসং বা যাবদ্বা পুষ্পদর্শনম্।
অঙ্গমর্দ্দো জ্বরঃ কম্পঃ পিপাসা গুরুগাত্রতা॥
শোথঃ শূলাতিসারৌ চ সূতিকা রোগদর্শনম্।
মিথ্যোপসেবাৎ সংক্লেশাদ্বিষমাজীর্ণভোজনাৎ॥
সূতিকায়াশ্চ যে রোগা জায়ন্তে দারুণাঃ স্মৃতাঃ।
জ্বরাতীসারশোথাশ্চ শূলানাহ-বলক্ষয়াঃ॥

তন্দ্রারুচিপ্রসেকাদ্যাঃ কফবাতাময়োদ্ভবাঃ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যা হি তে রোগাঃ ক্ষীণমাংসবলাগ্নিতঃ॥
তে সর্ব্বে সূতিকা নাম্না রোগাস্তে চাপ্যুপদ্রবাঃ।
যত্নেনোপাচরেৎ সূতাং দুঃসাধ্যো হি গদাময়ঃ॥

প্রসূতা নারীদিগের একমাসের মধ্যে বা অর্দ্ধমাসে পুনরায় ঋতু হওয়ার মধ্যে অঙ্গবেদনা, জ্বর, পিপাসা, কম্প, গাত্রভার, শোথ, শূল ও অতীসার, এই সকল রোগ জন্মিলে, উহাদিগকে সূতিকারোগ বলা যায়। মিথ্যোপচার, সংক্লেশ, বিষমভোজন ও অজীর্ণভোজন দ্বারা সূতিকাদিগের জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, তন্দ্রা, অরুচি, প্রসেকাদি দারুণ কফ বাতোদ্ভূত রোগ উৎপন্ন হয়। এই ব্যাধি সমূহ উৎপন্ন হইলে প্রসূতিদিগের মাংস, বল ও অগ্নি ক্ষীণ করায়, উহা অতীব কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে, একারণ অতিযত্নে সূতিকাকে চিকিৎসা করিতে হয়।

লঙ্ঘনাভ্যঞ্জনস্বেদৈঃ কটুতীক্ষ্ণোষ্ণপেয়য়া॥
শৌকমূলক-কৌলত্থৈর্যূষৈর্মাংসরসৈঃ শুভৈঃ।
দশমূলীকৃতক্বাথঃ সাজ্যঃ সূতীজ্বরাপহঃ॥
আমশূলরুজায়াস্তু ধান্যশুণ্ঠীসমন্বিতা।
ধান্যপঞ্চকযুক্তা বা দশমূলী প্রশস্যতে॥
ক্বাথেন গুর্ব্বী নির্দ্দিষ্টা হ্রীবেরাদিশ্চ শস্যতে॥

লঙ্ঘন, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণপেয়, শুষ্কমূলার যূষ, কুলথ কলায়ের যূষ এবং মাংসরস প্রয়োগ দ্বারা সূতিকারোগের চিকিৎসা করিতে হয়। দশমূলের ক্বাথ ঘৃত সহযোগে পান করিলে সূতিকার জ্বর নিবারিত হয়। ধনে ও শুঠিসংযুক্ত দশমূলের ক্বাথ বা ধান্যপঞ্চক সংযুক্ত দশমূলের ক্বাথ কিংবা গুরু পঞ্চমূলের ক্বাথ অথবা হ্রীবেরাদির ক্বাথ পান করাইলে সূতিকানারীর আমশূল নিবারিত হয়।

সহাচরকৃতঃ কাথঃ পিপ্পলীচূর্ণমিশ্রিতঃ ॥
দীপনো জ্বরশোথামসূতিকা-রোগনাশনঃ।
পীতঝিণ্টীকৃতঃ কাথো নিশা পর্য্যুষিতো জয়েৎ ॥
সূতীরোগসহস্রঞ্চ তথা তন্মূলচর্ব্বণম্।
ধ্মাপয়িত্বানলে লৌহং মুদ্গযূষে নিষেচয়েৎ ॥
পঞ্চমূলস্য বা কাথে পিপ্পলীসলিলেঽথবা।
পীতং যূষাদি তচ্ছীঘ্রং সর্ব্বসূতীরুজাপহম্ ॥

শ্বেতঝিণ্টির কাথ পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপে পান করাইলে সূতিকার অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং শোথ, জ্বর ও আমশূল নিবারিত হয়। পীতঝিণ্টির কাথ বাসী করিয়া পান করাইলে অথবা উহা চর্ব্বণ করিতে দিলে সর্ব্ব প্রকার সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়। লৌহ অগ্নিতে পোড়াইয়া মুগের যূষে, পঞ্চ মূলের কাথে এবং পিপুলের কাথে নিক্ষেপ করিয়া সেই যূষাদি পান করাইলে সূতিকাদিগের সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

সহাচর পুষ্কর বেতসমূলং বৈকঙ্কত দারুকুলথসমম্।
শৃতশীত সসৈন্ধব হিঙ্গুযুতং সদ্যো জ্বর-সূতিকা-শূলহরঃ ॥

ঝিণ্টি, পুষ্করমূল, বেতসমূল, বঁইচ, দেবদারু ও কুলথকলায় সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাথ করিয়া শীতল হইলে হিং ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে সূতিকাদিগের সত্বই জ্বর ও শূলাদি ব্যাধি সকল নিবারিত হয়।

দশমূল্যাদিযূষঃ।

দশমূলী মুদ্গমাষ যবকোল কুলথজম্।
কাথং তক্রযুতং শক্ত্যা যূষঃ কার্য্যঃ সজীরকঃ ॥
সসৈন্ধবো ঘৃতে ভৃষ্টঃ পয়ো ভুঞ্জীত তেন চ।

দশমূল, মুগ, মাষকলায়, যব, শুষ্কমূল ও কুলথকলায় এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় লইয়া কাথ করিয়া তক্র ও জীরা সহযোগে পাক পূর্ব্বক সৈন্ধবলবণ ও ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ সহ সস্তলন করতঃ প্রসূতিকে পান করাইলে সকল প্রকার সূতিকা ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

সিদ্ধং দ্বিপঞ্চমূলাভ্যাং পয়ঃ শর্করা-পাদধৃক্।
সূতিকোপদ্রবং হন্তি পীতমাত্রং ন সংশয়ঃ।
দেবদারু বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥
কটুফলং মুস্তকং নিম্বং তিক্তা ধান্য হরীতকী।
গজকৃষ্ণাং চ দুস্পর্শা গোক্ষুরং ধন্বযাসকম্॥
বৃহত্যতিবিষা ছিন্না কর্কটং কৃষ্ণজীরকম্।
সমভাগান্বিতৈরেতৈঃ সিন্ধু রামঠ সংযুতম্॥
কাথমষ্টাবশেষন্তু প্রসূতাং পায়য়েৎ স্ত্রিয়ম্॥

দশমূল সহযোগে দুগ্ধ পাক পূর্ব্বক সিকিভাগ চিনি প্রক্ষেপ দিয়া প্রসূতিকে পান করাইলে সর্ব্ব প্রকার সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়। দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুণ্ঠি, কট্‌ফল, মুথা, নিমছাল, কট্‌কী, ধনিয়া, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাঁটু আমলা ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমষ্টে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৪ তোলা, এই কাথে সৈন্ধবলবণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া প্রসূতাকে পান করাইলে উহাদের শূল, মূর্চ্ছাদি সূতিকা রোগ নিবারিত হয়।

পিপ্পলী দেবকাষ্ঠঞ্চ ভদ্রমুস্তক এবচ।
অগুরুং পিপ্পলীমূলং শ্লক্ষ্ণপিষ্টঞ্চ কারয়েৎ॥
তক্রেণ সহ সংযুক্তং পিবেদ্‌দ্যুবৈর্বিচক্ষণা।
এতেন ঘৃতযুক্তেন পীতমাত্রেণ নিশ্চিতম্॥

পিপুল, দেবদারু, মুথা, অগুরু ও পিপুলমূল এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক তক্রসহযোগে যূষ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে প্রসূতির সর্ব্ববিধ সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

যবাদ্যং ঘৃতম্।

যব কোল কুলত্থানাং শালিমূলং তথৈবচ।
ক্বাথয়েদপ্রমত্তশ্চ সুপূতে সলিলাঢ়কে॥
তৎ পাদাবস্থিতং ক্বাথং সর্পির্যুক্তং সজীরকম্।
পক্বং ঘৃতাক্ষমাত্রেণ সৈন্ধবেন সমাযুতম্॥
এতেনৈব চ যূষেণ চাশ্নীয়াচ্ছালিষষ্টিকম্।
সূতিকোপদ্রবং হন্তি ভুক্তমাত্রং ন সংশয়ঃ॥

যব, শুষ্ককুল, কুলত্থকলায় ও শালিমূল সমস্তে /৪ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের, এই ঘৃত জীরা সহযোগে পাক পূর্ব্বক সৈন্ধব-লবণ সহযোগে ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে এবং উক্তযূষ সহ-যোগে শালি ও ষষ্টিক ধান্যের অন্ন ভোজন করিলে সকল প্রকার সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যং ঘৃতম্।

সমূলপত্র ক্বাথস্তু শতং ভদ্রোৎকটস্য চ।
বারি দ্রোণেন সংসাধ্যং স্থাপ্যং পাদাবশেষকম্॥
ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গর্ভং দত্ত্বা তু কার্ষিকম্।
ব্যোষং সপিপ্পলীমূলং চিত্রকং জীরকস্তথা॥
পঞ্চমূলী কনিষ্ঠঞ্চ রাস্নৈরণ্ড সমাযুতম্।
যব সিন্ধু যবক্ষারং স্বর্জ্জিকা কৃষ্ণজীরকম্।
সিদ্ধমেতদ্ঘৃতং সদ্যো নিহন্যাৎ সূতিকাগদান্।

ছাগমূত্র /৪ সের; ক্বাথার্থ ভাদলায় মুথা মূল ও পত্রসহ ।২॥০

সের, জল ১।।৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, পিপুল মূল, রক্তচিতার মূল, জীরক, যমানীমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, যব, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও কৃষ্ণজীরক সমভাবে ✓১ সের। এই ঘৃত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদি ঘৃতম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
চব্যং নিশা বচা কুষ্ঠং ধান্যং ভার্গী যমানিকা॥
ব্যাঘ্রীচেন্দ্রযবাঃ পথ্যা বৃহতীবিল্বপেষিকা।
মরিচানি বিড়ঙ্গানি কল্কেরেতৈশ্চ পাদিকৈঃ॥
যবকোল কুলত্থানাং নির্য্যূহে চ চতুর্গুণে।
দধিপ্রস্থং পয়ঃ প্রস্থং দত্ত্বা প্রস্থোন্মিতং ঘৃতম্॥

গব্যঘৃত ✓৪ সের, দধি ✓৪ সের, দুগ্ধ ✓৪ সের, যব, কুল ও কুলত্থকলায় ইহাদের কাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপুল, চই, হরিদ্রা, বচ, কুড়, ধনে, বামনহাটী, যমানী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বৃহতী, বেলশুঁঠ, মরিচ ও বিড়ঙ্গ এই সকল বস্তু সমান মাত্রায় সমুদায়ে ✓১ সের। এই ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গ করিলে সর্ব্বপ্রকার সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদ রসঃ।

শুণ্ঠ্যাভাগো ভবেদেকো দ্বৌ ভাগৌ মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাশ্চ ত্রিভাগং স্যাদর্দ্ধভাগঞ্চ রোমকম্॥
জাতীকোষস্য ভাগৌ দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ তুত্থকস্য চ।
সিন্ধুবারজলেনৈব মর্দ্দয়েদেকযামতঃ॥
মধুনা সহ ভোক্তব্যঃ সূতিকাতঙ্কনাশনঃ।

শুণ্ঠী ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, রোমকলবণ অর্দ্ধভাগ, জৈত্রী ২ ভাগ এবং তুঁতে ভস্ম ২ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র

করিয়া নিসিন্দার রসে ১ প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিলে সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা দোষান্ প্রাপ্য স্তনৌ স্ত্রিয়ঃ।
প্রদূষ্য মাংস রুধিরং স্তনরোগায় কল্পতে।
মধুরঞ্চাবিবর্ণঞ্চ প্রসন্নং তৎ প্রশস্যতে॥
তত্র বাতাত্মকে স্তন্যে দশমূলী জলং পিবেৎ।
পিত্তদুষ্টেঽমৃতাভীরু পটোলারিষ্ট চন্দনম্॥
ধাত্রীকুমারশ্চ পিবেৎ ক্বাথয়িত্বা শরাবিকম্।
কফদুষ্টে পিবেন্মূত্রং ত্রিফলা কটুরোহিণী॥
যুক্তা কিরাততিক্তেন পিবেদ্ধাত্রী শিশুস্তথা।
ধাত্রীস্তন্যবিশুদ্ধ্যর্থং মুদগযূষরসাশনঃ॥

প্রসূতির দুগ্ধযুক্ত অথবা দুগ্ধ বিহীন স্তনদ্বয় বাতাদি দোষাশ্রিত হইলে মাংস ও রক্ত দূষিত হইয়া স্তনরোগ জন্মিয়া থাকে। যে প্রসূতির দুগ্ধ মধুর, অবিবর্ণ ও নির্ম্মল, তাহাই বিশুদ্ধ স্তন্য বলিয়া জানিবে। স্তন্য বাতদ্বারা দূষিত হইলে—প্রসূতিকে দশমূলের কাথ পান করিতে দিবে। স্তন্য পিত্তদ্বারা দূষিত হইলে, গুলঞ্চ, শতাবরী, পলতা, নিমছাল ও চন্দন ইহাদের কাথ ধাত্রী ও শিশুকে পান করিতে দিবে। স্তনদুগ্ধ কফ কর্ত্তৃক সন্দূষিত হইলে ত্রিফলা, কটূকী ও চিরতা সহযোগে গোমূত্র পাক করিয়া ধাত্রীকে ও শিশুকে পান করিতে দিবে। মুগের যূষ ও মাংসরস পান করিলেও ধাত্রীর স্তন্য বিশুদ্ধ হয়।

অভ্রকাঞ্জিকম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যং শুণ্ঠী যমানিকা।
জীরকে দ্বে হরিদ্রে দ্বে বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা॥
এতৈরেবৌষধৈঃ পিষ্টৈরারনালং বিপাচয়েৎ।

কাঁজি /১ সের, জল /৪ সের এবং পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুণ্ঠী, শাজীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ ও সচললবণ এই সকল দ্রব্য সমানভাগে প্রত্যেকে ৪ মাষা, কাঁজি শেষ পর্য্যন্ত পাক করিয়া লইবে। এই কাঁজি উচিত মাত্রায় পান করিলে স্ত্রীদিগের বর্ণ বর্দ্ধিত হয়, সকল শূল বিনষ্ট হয় এবং স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়।

সূতিকারি রসঃ।

রসগন্ধককৃষ্ণাভ্রং তদর্দ্ধং মৃতভাম্রকম্।
চূর্ণিতং মর্দ্দয়েৎ যত্নাৎ ভেকপর্ণী রসেন চ॥
ছায়া শুষ্কা বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জা ফলমানতঃ।
ক্ষীরত্রিকটুনা যুক্তা সূতিকাতঙ্কনাশিনী॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, অভ্র ১ভাগ এবং তামা ১॥০ ভাগ, দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া থানকুনীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন পূর্ব্বক ত্রিকটু সহ পাক করা দুগ্ধ পান করিলে প্রসূতির জ্বর, শোথাদি নিবারিত হয়।

পঞ্চজীরক গুড়ঃ।

জীরকং হবুষা ধান্যং শতাহ্বা বদরাণি চ।
যমানী রাজিকা হিঙ্গুপত্রিকা কাসমর্দ্দকম্॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলমজমোদাথ বাষ্পিকা।
চিত্রকঞ্চ পলাংশানি তথা ধান্যঞ্চতুষ্পলম্॥
কশেরুকং নাগরঞ্চ কুষ্ঠং দীপ্যকমেব চ।
গুড়স্য চ শতং দদ্যাদ্ ঘৃতপ্রস্থস্তথৈব চ॥
ক্ষীরদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পঞ্চজীরক ইত্যেষ সূতিকানাং প্রশস্যতে॥

গুড় ।২॥০ সের, গব্যঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের এবং জীরা, হবুষা,

ধনে, শলুফা, শুকফুল, যমানী, রাইসরিষা, হিঙ্গুপত্রিকা (অভাবে হিঙ্গু), কালকাসুন্দে, পিপুল, পিপুলমূল, বনযমানী, ক্ষুদ্র রাইসরিষা ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং ধনে, কেশুর, শুণ্ঠি, কুড় ও যমানী চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধসের। এই গুড় পাক করিয়া লইবে। ইহা পান করিলে প্রসূতা কামিনীগণের সর্ব্ববিধ সূতিকারোগাদি বিনষ্ট হয়।

বৈয়াঘ্রতৈলদীপাত্তন্দ্রোৎকট কাষ্ঠপীঠ ভজনাচ্চ।
অভিভূয়ন্তে কদাচিন্ন সূতিকাতঙ্কৈঃ॥

সূতিকাগারে ব্যাঘ্রের তৈল পোড়াইলে এবং তন্দ্রোৎকটকাষ্ঠের পীঁড়েতে উপবেশন করিলে প্রসূতির কোন প্রকার সূতিকারোগ হইতে পারে না।

সূতিকারোগহরো রসঃ।

লবঙ্গং রসগন্ধৌ চ যবক্ষারং যবাভ্রকম্।
লৌহং তাম্রং সীসকঞ্চ পলমানং সমাহরেৎ॥
জাতীফলং কেশরাজ বরাঙ্গৈলেয়মুস্তকম্।
ধাতকীন্দ্রযবা পাঠা শৃঙ্গী বিশ্বঞ্চ বালকম্॥
কর্ষপ্রমাণং সংচূর্ণ্য সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
গন্ধালিকাপত্ররসৈরনুপানং প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্বাতিসারশমনং সর্ব্বশূল নিবারণম্॥

ইতি সূতিকাধ্যায়ঃ।

লবঙ্গ, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, যব, অভ্র, লৌহ, তামা ও সীসক চূর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা এবং যাতীফল, কেশূর্য্যা, দারুচিনি, মুথা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আকনাদী, কাকড়াশৃঙ্গী, বেলশুঁঠ ও বালা ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে

২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র জল সহ পেষণ পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ গাঁধাইলের রস অনুপানে সেবন করিলে অতিসার ও জ্বরাদি সর্ব্বপ্রকার সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি সূতিকারোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ স্তনরোগ-চিকিৎসা।

শোথং স্তনোত্থিতমবেক্ষ্য ভিষগ্বিদধ্যাৎ
দ্বিধা ত্রিধা চ বিহিতং বহুধা বিধানম্।
আমে বিদহ্যতি তথৈব গতে চ পাকং
তস্যাঃ স্তনৌ সততমেবচ নির্দুহীত॥
বিশালামূললেপেন হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্।
নিশাকনককল্কাভ্যাং লেপশ্চাতিস্তনার্ত্তিহা।
কুক্কুরমেঞ্চুকামূলকর্ব্বিতমাস্যেবিধারিতং জয়তি।
সপ্তাহাৎ স্তনকাশতুল্যতৈকাস্ততঃ কুরুতে॥
তম্মূলং ধাবয়িত্বা ধারয়েন্মুখে রসং পিবেচ্চ।
নির্ব্বাপ্য লৌহং পিপ্পল্যাঃ পীতঃ কাথঃ স্তনার্ত্তিজিৎ॥

চিকিৎসকগণ নারীদিগের স্তনে শোথ হইলে, দ্বিবিধ, ত্রিবিধ অথবা বহুবিধ ক্রিয়া প্রয়োগ করিবেন। স্ত্রীদিগের স্তনগত আম অথবা পক্ক শোথরোগ চিকিৎসার জন্য সর্ব্বদা নিগ্রহ দিতে ত্রুটি করিবে না। রাখাল-শশারমূল জলসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপে সর্ব্বপ্রকার স্তনরোগ নিবারিত হয়। হরিদ্রা ও ধুতুরা একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে স্তনজাত পীড়া নিবারিত হয়। গোরক্ষচাকুলের মূল জলে

উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দন্তদ্বারা চর্ব্বণ পূর্ব্বক রস মুখে ধারণ করিলে এবং পান করিলে ৭ দিবসের মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার স্তনরোগ দূরীভূত হয়। লৌহ পোড়াইয়া পিপুলের কাথে মগ্ন করিয়া সেই কাথ পান করিলে সকল প্রকার স্তনরোগ দূরীভূত হয়।

ক্রিয়াং শীতাং প্রযুঞ্জীত ন স্তনাবুপনাহয়েৎ।
পক্কে চ দুগ্ধহরণীঃ পরিহৃত্য নাড়ীঃ
কৃষ্ণঞ্চ চুচুকযুগং নিদধীত শস্ত্রং স্তনবিদ্রধিঃ।
মহিষীভব নবনীত ব্যাধিবলোগ্রা তথৈব নাগবলা।
পিষ্ট্বা মর্দ্দন যোগাৎ পীনং কঠিনং স্তনং কুরুতে॥

স্তনরোগে সর্ব্বদা শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। কদাচ উপনাহ স্বেদ প্রদান করিবে না। স্তনগত পক্কশোথ রোগে দুগ্ধহরণী নাড়ী (শিরা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণমুখ স্তনবৃন্তদ্বয়ে অস্ত্রক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। মহিষীদুগ্ধের নবনীত, কুড়, বেড়েলা, বচ ও গোরক্ষচাকুলে, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক স্তনে মর্দ্দন করিলে স্তনযুগ স্থূল ও শক্ত হয়।

শ্রীপর্ণী তৈলম্।

শ্রীপর্ণী রসকল্কাভ্যাং তৈলং সিদ্ধং স্তনোপরি।
তুলকেন ঘৃতং কুর্য্যাৎ পতিতাবুত্থিতৌ স্তনৌ॥

তিল তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, গাম্ভারীছালের রস (অভাবে কাথ) ।৬ সের এবং কল্কার্থ কুট্টিত গাম্ভারী ছাল /১ সের। এই তৈল পাক করিয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে অথবা তুলক সহযোগে ঘৃত পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্তনদ্বয় মর্দ্দন করিলে পতিত (ঝোলা) স্তন উত্থিত হয়।

শীতার্ত্তিকে স্তনরোগে পীড়া ভবতি দারুণা॥

মূলমেরণ্ডবৃক্ষস্য শীততোয়েন পেষয়েৎ।
কফে প্রতিবিষাকুষ্ঠং তোয়লেপসুখাবহঃ॥
যষ্টী নিম্ব হরিদ্রা চ নির্গুণ্ডী ধাতকী সমম্।
চূর্ণং স্তনব্রণে দেয়ং রোপণং কুরুতে ভৃশম্॥
বচোডুম্বরজাশ্বত্থ চূ্যতমর্জ্জুনক-ত্বচঃ।
জলৈশ্চতুর্গুণৈঃ কাথং পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ॥
তেন প্রক্ষালয়েৎ নিত্যং ব্রণং পূয়ান্বিতং স্তনে॥
স্তনরুজা প্রশাম্যতি শোণিতাকর্ষণাৎ।

শীতার্ত্ত স্তনরোগে দারুণ পীড়া উপস্থিত হয়। ভেরেণ্ডাবৃক্ষের মূল শীতল জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্তনোপরি প্রলেপ দিলে সত্বর উক্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। রক্তমোক্ষণ দ্বারাও স্তনরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। কফজনিত স্তনরোগে, আতইচ ও কুড় জল সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্তনোপরি প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধু, নিমছাল, হরিদ্রা, নিসিন্দা ও ধাইফুল, এই, সকল পদার্থ সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে স্তনগত ক্ষত পূরিয়া উঠে। বচ, যজ্ঞডুমুর ছাল, অশ্বত্থছাল, আঁবের ছাল ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল সমান ভাগে লইয়া চতুর্গুণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তদ্দ্বারা পূযান্বিত স্তনব্রণ ধৌত করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আকাশস্থোৎপলং ভৃঙ্গী সর্পাক্ষী তিলপুষ্পকম্॥
লাঙ্গলী মেঘনাদশ্চ জলেন সহ লেপয়েৎ।
অপক্বে সর্ব্বদোষোত্থে স্তনপীড়া দূরং ভবেৎ॥
বলা চাতিবলা কুষ্ঠং বচা চূর্ণং বিলেপয়েৎ।
মহিষী নবনীতেন স্তনপীড়া স্থিরা ভবেৎ॥

বরক (শিলা), আতইচ, সর্পাক্ষী, তিলপুষ্প, বিষলাঙ্গলিয়া ও নটেশাক, এই দ্রব্য সকল জলের সহিত পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা,প্রলেপ দিলে সর্ব্বদোষজাত অপক্ক স্তনরোগ আরোগ্য হয়। বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কুড় ও বচ, দ্রব্য চতুষ্টয় মহিষীর দুগ্ধের সহিত নবনীত মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে স্তনপীড়া প্রশমিত হয়।

মুণ্ডীতৈলম্।

মুণ্ডীমূলং দশপলং জলে পচ্যাচ্চতুর্গুণে।
অর্দ্ধশেষং হরেৎ ক্বাথং ক্বাথার্দ্ধং তিলতৈলকম্॥
তৈলশেষং ভবেত্তচ্চ নস্যে পানে চ দাপয়েৎ।
পতিতং যৌবনং স্ত্রীণাং মাসাদুত্তিষ্ঠতে স্বয়ম্॥

মুণ্ডিরীর মূল ১০ পল, পাকার্থ জল ৪০ পল, শেষ ২০ পল এবং তিলতৈল ১০ পল। এই দ্রব্য পাক করিতে করিতে তৈল শেষ পর্য্যন্ত পাক করিয়া লইবে। এই তৈল নস্য ও পান করিলে স্ত্রীদিগের পতিত স্তন পুনর্ব্বার উত্থিত হয়।

শ্যামাদ্যং তৈলম্।

শ্যামা নিশা বলা লাজা লবণং ক্বাথয়েৎ সমম্।
তোয়ে চতুর্গুণে পাচ্যং পাদশেষং সমাহরেৎ॥
তিলতৈলং ক্বাথপাদং তৈলার্দ্ধং মাহিষং ঘৃতম্।
স্নেহশেষং পচেত্তৈলং নস্যৈশ্চ মাসমাত্রকৈঃ॥
বালাস্ত্রী বৃদ্ধনারীনাং যৌবনং কুরুতে ধ্রুবম্॥

তিলতৈল /৪ সের, মাহিষ ঘৃত /২ সের, ক্বাথার্থ—শ্যামালতা, হরিদ্রা, বেড়েলা, খৈ ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমষ্টে।২॥০ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ।৬ সের, স্নেহ শেষ পর্য্যন্ত এই তৈল পাক পূর্ব্বক একমাস পর্য্যন্ত ইহার নস্য গ্রহণ করিলে বৃদ্ধা নারীদিগের পুনর্যৌবন জন্মিয়া থাকে।

সাবরো লোধ্রঃ।

কাশীশ তুরগগন্ধা সাবর গজপিপ্পলী বিপক্কেন।
তৈলেন যান্তি বৃদ্ধিং স্তনবর্ণ-বরাঙ্গ-লিঙ্গানি॥

হিরাকস, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপুল এই সকল দ্রব্য সহ তিলতৈল পাক পূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে নারীদিগের স্তন, বর্ণ ও যোনি বর্দ্ধিত হয়।

প্রথমর্ত্তৌ তণ্ডুলাম্ভো নস্যং কুর্য্যাৎ স্তনৌ স্থিরৌ।
দীপাস্যভস্মনা স্যাতাং বেষ্টায় বহুলৌ স্তনৌ॥
ঘোলেন মাধবীমূলং পীতং স্ত্রীমধ্য কার্শ্যকৃৎ।

প্রথম ঋতুকালে কামিনীগণ তণ্ডুলোদকের নস্য গ্রহণ করিলে স্তনযুগল চিরকাল সমভাবে থাকে। প্রদীপের মুখত্যক্ত ভস্মের নস্য গ্রহণ করিলে নারীদিগের স্তনদ্বয় উন্নত হয়। মাধবীলতার মূল ঘোলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে স্ত্রীদিগের মধ্যদেশ ক্ষীণ হয় এবং স্তনবর্দ্ধনাদি হয়।

শববহন স্থিত বন্ধন রজ্জ্বা সংতাড়নাদ্ধি দয়িতেন।
নশ্যত্যবলাদ্বেষঃ পত্যৌ সহজঃ কৃতোঽথবা যোগৈঃ॥
দত্ত্বৈব দুগ্ধভক্তং বিপ্রায়োৎপাট্য সিতবলা মূলম্।
পুষ্যে কন্যাপিষ্টং দত্তমনিচ্ছাং হন্তিনিশ্চিতম্।
স্বামিপাদোদকং পীত্বা নারী বশীভূতা ভবেৎ॥

ইতি স্ত্রীরোগাধ্যায়ঃ।

শববহনস্থিত বন্ধন রজ্জু দ্বারা স্বামী স্ত্রীকে সন্তাড়ণ (প্রহারাদি) করিলে পতির প্রতি অনিচ্ছা থাকে না। ব্রাহ্মণকে দুগ্ধান্ন প্রদান করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল উৎপাটন পূর্ব্বক মৃতকুমারীর

রস সহ পেষণ করতঃ সেবন করাইলে পতির প্রতি অনিচ্ছা থাকে না। স্বামীর পাদোদক পান করাইলেও স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অভক্তি থাকে না।

ইতি স্ত্রীরোগাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ বালরোগচিকিৎসামাহ।

ত্রিবিধঃ কথিতো বালঃ ক্ষীরান্নোভয়বর্ত্তকঃ।
স্বাস্থ্যং তাভ্যামদুষ্টাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং রোগসম্ভবঃ॥
ক্ষীরপথ্যৌষধং ধাত্র্যাঃ ক্ষীরান্নাদস্য চোভয়োঃ॥
অন্নাদস্য শিশোর্দেয় মৌষধং ভিষজা সদা।
যথা দোষং স্তনৌ লিপ্ত্বা চৌষধং পায়য়েচ্ছিশুম্॥
মাত্রয়া লঙ্ঘয়েদ্ধাত্রী শিশোর্নেষ্টং বিশোধনম্।
সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যং ন প্রতিবার্য্যতে॥
স্তন্যাভাবে পয়শ্চাগং গব্যং বা তদ্‌গুণং পিবেৎ॥

বালকগণ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দুগ্ধপায়ী, দ্বিতীয় দুগ্ধান্নসেবী এবং তৃতীয় অন্নভোজী। শিশুদিগের সেবনীয দুগ্ধ ও অন্ন দূষিত না হইলে, তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য থাকে। কিন্তু উক্ত দুগ্ধান্ন সংদূষিত হইলে, উহাদিগের নিশ্চয়ই রোগ জন্মিয়া থাকে। দুগ্ধপায়ী ও দুগ্ধান্নভোজী বালকগণের ধাত্রীর দুগ্ধই পথ্য ও ঔষধ বলিয়া জানিবে। অন্নাশী শিশুদিগকে ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য জানিবে। ধাত্রীর বা জননীর স্তনে ঔষধ লেপন পূর্ব্বক সেই স্তনদুগ্ধ শিশুদিগকে পান করাইবে। শিশু রোগাক্রান্ত হইলে ধাত্রীকে ও তাহাকে উপযুক্ত মাত্রায় লঙ্ঘন প্রদান করিবে। কিন্তু কদাচ দুগ্ধ প্রদানে বঞ্চিত

করিবে না, কারণ বালকদিগকে অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য ভোজনে বিরত রাখা যায়, দুগ্ধপান আদৌ বারণ করা যাইতে পারে না, যেহেতু দুগ্ধ বিনা উহাদের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব স্তন দুগ্ধের অভাব হইলে, শিশুদিগকে ছাগদুগ্ধ, গব্যদুগ্ধ অথবা তদ্গুণবিশিষ্ট অন্য কোন দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

যো বালোঽচিরাজ্জাতঃ স্তনং ন গৃহ্লাতি ন সহসৈব ॥
ধাত্রী মধুঘৃতং পথ্যা কল্কেনোদ্ঘর্ষয়েজ্জিহ্বাম্।
মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মণা ॥
স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি।
দুগ্ধেন ছাগশকৃতা নাভিপাকেঽবচূর্ণয়েৎ ॥
ত্বক্ চূর্ণৈঃ ক্ষীরিণাং বাপি কুর্য্যাচ্চন্দনরেণুনা।
নাভিপাকে নিশা লোধ্র প্রিয়ঙ্গুঃ মধুকৈঃ শৃতম্ ॥
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমেভির্বাপ্যবচূর্ণনম্।
মূর্ব্বা ব্যোষ বচা কোল জম্বুত্বক্ দারু সর্ষপাঃ ॥
সপাঠা মধুনা লীঢ়া স্তন্যদোষনিবর্হণাঃ।

অচিরজাতশিশু সহসা স্তন গ্রহণ না করিলে, আমলকী, মধু, ঘৃত ও হরীতকীচূর্ণ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা বালকের জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দিবে। মৃৎপিণ্ড অগ্নিতপ্ত করিয়া দুগ্ধে নিমগ্ন করতঃ উষ্মাসংযুক্ত তদ্দ্বারা বালকের উত্থিত নাভিতে স্বেদ প্রদান করিলে তদ্দ্বারা শোথ নষ্ট হয়। দুগ্ধ সংযুক্ত ছাগবিষ্ঠা দ্বারা কিংবা বটাদিক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্চূর্ণদ্বারা অথবা রক্তচন্দন চূর্ণদ্বারা নাভিতে ঘর্ষণ করিলে নাভিপাক নিবারিত হয়। হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈলপাক করিয়া তাহা নাভিতে মর্দ্দন করিলে অথবা উক্তদ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা নাভিদেশে ঘর্ষণ করিলে নিশ্চয়ই শিশুদিগের নাভিপাক নিবারিত হয়। মূচমূখী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ,

বচ, কুলগুঁঠ, জায়েরছাল, দেবদারু, সর্ষপ ও আকনাদী, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত শিশুকে লেহন করাইলে স্তন্যদোষ বিনষ্ট হয়।

প্রিয়ঙ্গবশ্চ সিন্ধূত্থং মধুনা লেহয়েচ্ছিশুম্।
ক্ষীরান্বয়ং নিহন্ত্যাশু বিড়ঙ্গেন যুতং ক্রিমীন্॥
তৈলস্য ভাগমেকং মূত্রস্ত দ্বৌ দ্বৌ চ শিম্বিদল রসস্য।
ছাগং পয়শ্চতুর্গুণমেবং দত্বা পচেত্তৈলম্॥
তৈলাভ্যঙ্গঃ সততং রোগমনাসকাখ্যমপহরতি।
অর্কজ দুগ্ধক মাবিকরোমাণ্যাদায় কেশরাজস্য॥
স্বরসেনাক্তে বস্ত্রে কৃত্বা বর্ত্তিঞ্চ তৈলাক্তম্।
তজ্জাত কজ্জললাঞ্ছিত-
লোচন যুগলোঽপ্যলঙ্কৃতো বালঃ॥
কষ্টমনাসকরোগং ভূতাদিকঞ্চাপি।
লাজাঞ্জন সিতা ব্রহ্মী মধুশ্লক্ষকং চূর্ণিতৈঃ॥
বালস্য লেহ মধুনা দেয়ঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ॥

প্রিয়ঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মিশাইয়া শিশুকে লেহন করাইলে উহাদের স্তন্যরোগ বিনষ্ট হয়। এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত শিশুকে লেহন করাইলে শিশুগণের ক্রিমীরোগ বিনষ্ট হয় একভাগ তৈল, গোমূত্র ২ ভাগ, সিমপাতার রস ২ ভাগ এবং ছাগদুগ্ধ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাক পূর্ব্বক এই তৈলদ্বারা মর্দ্দন করিলে শিশুদিগের অনাসক রোগ নিবারিত হয়। আকন্দের দুগ্ধ ও মেষের লোম কেসূর্য্যার রসের সহিত মিশাইয়া বস্ত্র মধ্যে পূরিয়া আলতা প্রস্তুত পূর্ব্বক তৈলাক্ত করতঃ তদ্দ্বারা কাজল প্রস্তুত পূর্ব্বক চক্ষুতে প্রদান করিলে শিশুগণের অনাসক রোগ ও ভূতাদিজনিত দোষ সকল নিবারিত হয়। খৈ, অঞ্জন, চিনি, ব্রহ্মীচূর্ণ

করিয়া মধুর সহিত মিশ্রণ করিয়া শিশুকে লেহন করিতে দিলে উহাদিগের সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

হৃদ্বৈকদাতিশরণং বমনং তথৈব
ধ্মানঘূর্ণনরুজঞ্চ শিশোর্ব্বিধায়।
যঃ শ্বাসমাত্র পরিরক্ষিত জীবনযোগা
রোগবধূভিরুদিতঃ সহি চোর নামা।
শীর্ষাংঘ্রি হস্ততলয়োঃ সিত কুক্কুটাণ্ড
মজ্জাবৃতো হরতি চোরকরোগমাশু।
এবং ন শাম্যতি শিশুং পরিপালয়েত্তং
পূতাত্মনা কিল বিধেয়মিদং জলেন।
ভদ্রমুস্তাভয়া নিম্বপটোলামলকৈঃ কৃতঃ।
ক্বাথঃ সোষ্ণোস্তু বালানামশেষজ্বরনাশনঃ॥
কফকোপ জ্বরেঽরুচ্যাং প্রতিশ্যা শ্বাসকাসকে।
চূর্ণতিক্ত পঞ্চকোলং লিহ্যান্মধুঘৃতপ্লুতম্॥

একসময়েই শিশুদিগকে অতীসার বমী আধ্মান ও ঘূর্ণনরোগে জড়ীভূত হইয়া কেবলমাত্র শ্বাসাবশিষ্ট হওয়ায় মৃতপ্রায় বলিয়া বোধ হইলে, তাহাকে চোরক রোগ বলে জানিবে। এই রোগাক্রান্ত শিশুদিগের মস্তকে, পদে ও হস্ততলে সাদা কুঁকুড়ার ডিমের মজ্জা মালিস করিলে নিশ্চয়ই চোরক রোগ নিবারিত হয়। যদ্যপি এবম্প্রকারে শিশুদিগের উক্তব্যাধি বিনষ্ট না হয়, তবে পূতাত্মা সাধু ব্যক্তি শিশুগণকে জল প্রদানাদি দ্বারা পালন করিলে মুথা বা হরীতকী, নিমছাল, পলতা ও আমলকী ইহাদের কাথ উষ্ণ অবস্থায় বালকদিগকে পান করাইলে জ্বররোগ বিনষ্ট হয়। কটুকী ও পঞ্চকোল, ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া শিশুদিগকে লেহন করাইলে, উহার কফপ্রকোপাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

শৃঙ্গীং সমুস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য
লেহং বিদধ্যাম্মধুনা শিশূনাম্।
কাসজ্বর ছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং
সমাক্ষিকাং চাতিবিষাং মুথৈকাম্॥
হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব সিংহীশক্রযবৈঃ কৃতঃ।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তন্যদোষজিৎ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা ও আতইচচূর্ণ করিয়া মধু সহ সেবন করিলে অথবা আতইচ চূর্ণ বা মুথা চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে শিশুদিগের কাসাদি বিনষ্ট হয়। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে ও ইন্দ্রযব, কাথ করিয়া পান করিলে শিশুদিগের সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনাশ পায়।

বাল চাতুর্ভদ্রিকা।

ঘন কৃষ্ণারুণা শৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।

মুথা, পিপুল, অতিবিষা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শিশুদিগের জ্বরাদি বিনষ্ট হয়।

পারসীয় যমানিকা ঘন কণা শৃঙ্গী বিড়ঙ্গারুণা॥
চূর্ণং শ্লক্ষ্ণতরং বিলীঢ়মপি তৎ ক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতম্।
সর্পত্বক্ শিংশপারিষ্টপল্লবং রজনী বচা।
রসোন হিঙ্গ্বজালোম শৃঙ্গী মরিচমাক্ষিকৈঃ॥
ধূপঃ সর্ব্বজ্বরঘ্নোঽয়ং কুমারাণাং গ্রহাপহঃ।
পত্রৈর্ব্বদর চাঙ্গেরী-কাকমাচী কপিত্থজৈঃ॥
শিশোরুগ্রম্যতীসারনাশনং মূর্দ্ধলেপনম্।
সুবর্ণগৈরিকঞ্চাপি চূর্ণানি মধুনা সহ॥
লীঢ়্বা সুখমবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ॥

পারসীক যমানী, মুথা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ এবং আতৈস,

চূর্ণ করিয়া মধু সহ লেহন করিলে কাসাদি নিবারিত হয়। সাপের খোলস, শিশুকাষ্ঠ, নিমপাতা, বচ, হরিদ্রা, রসুন, হিং, ছাগলোম, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মরিচ ও মধু উহাদের ধূম প্রয়োগ করিলে বালকদিগের সর্ব্বপ্রকার জ্বরাদি বিনষ্ট হয়। কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল, ইহাদের পাতা বাটিয়া তদ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে শিশুদিগের অতীসার দূরীভূত হয়। স্বর্ণগেরীমাটী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুগণের বমী নিবারিত হয়।

ধাতক্যাদিঃ।

ধাতুকী বিল্ব ধন্যাক লোধ্রেন্দ্রযব বালকঃ॥
লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতিসারবান্তিনুৎ।
রজনী দারু সরল শ্রেয়সী বৃহতীদ্বয়ম্॥
পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিকসর্পিষা।
মধুসর্পির্যুতং চূর্ণং ত্রিফলা ব্যোষ লবণম্।
লীঢ়া নিবারয়ত্যাশু গাত্র শোথজ্বরং শিশোঃ॥
জীর্ণজ্বরশিশূনাং লীঢ়া তৈলেন কেশরাজ-জটা।
হরতি তথাতিসারং পটু দশনাঢ্যো রসঃ পীতঃ॥

ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা, পেষণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুগণের জ্বরাদি আরোগ্য হয়। হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শলুফা, পেষণ করতঃ মধু ও ঘৃত সহ লেহন করাইলে শিশুদিগের গ্রহণী প্রভৃতি নিবারিত হয়। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ, সমান ভাগে মধু ও ঘৃত সহ লেহন করাইলে শিশুদিগের গাত্রশোথ ও জ্বর নিবারিত হয়। কেশুর্য্যারমূল তৈল সহ সেবন করাইলে শিশুদিগের পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয়। চুকুই শাকের রস সৈন্ধবচূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে শিশুদিগের অতীসার নিবারিত হয়।

সিন্দূরাদি লেহঃ।

নাগরাতিবিষামুস্ত বালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্।
কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ।
কপিত্থস্বরসঃ ক্ষৌদ্রলাজচূর্ণ সমন্বিতঃ॥
পেয়ঃ সর্ব্বাতিসারঘ্নঃ কুমারাণাং বিশেষজিৎ।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রশারিবাভিঃ শৃতং জলম্॥
সিন্দূরানল কুষ্ঠমুস্তমরিচৈঃ শৃঙ্গীবটস্থাগ্রজৈঃ॥
পাঠা গন্ধক কাচটঙ্গণবিষা বিশ্বৌষধী কট্‌ফলৈঃ।
কুচী সর্জ্জক কোলবীজ কুনটী বিশ্বেন্দ্র লোধ্রৈস্তথা॥
লাজাঽজাজীযুগৈঃ সচন্দনযুতৈঃ সশ্রেয়সীচূর্ণিতৈঃ।
লেহঃ ক্ষৌদ্রবিনির্ম্মিতো হরতি বৈ পশ্চাদ্রুজং দুস্তরম্।

শুণ্ঠী, আতইচ, মুথা, বালা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ শিশুদিগকে পান করাইলে অতীসার বিনষ্ট হয়। কদবেলের স্বরস, মধু ও খই চূর্ণ একত্র সেবন করাইলে বালকদিগের অতীসার নিবারিত হয়। মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল, লোধ ও শ্যামালতা, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে পান করাইলে শিশুদিগের সর্ব্বপ্রকার অতীসাররোগ বিনাশ পায়। সিন্দুর, চিতামূল, কুড়, মুথা, মরিচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বটেরকুঁড়ি, আকনাদী, গন্ধক, কাচ, সোহাগার খৈ, আতইচ, শুণ্ঠী, কট্‌ফল, কুচাইবীজ, ধূনা, কুলের বীজ, গেরীমাটী, বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, লোধ, খৈ, জীরক, কৃষ্ণজীরা, রক্তচন্দন ও গজপিপুল, এই সকল চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত লেহন করিলে শিশুদিগের অতীসারাদি বিনষ্ট হয়।

বালকুটজাবলেহঃ।

মূলকস্য বংশলকস্য পলমেকং সুকুট্টিতম্।
অষ্টভাগং জলং দত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥

অতিবিষা চ পাঠা চ জীরকং বিল্বমেব চ।
আম্রাস্থি শতপুষ্পা চ ধাতকী মুস্তকং তথা॥
জাতীফলঞ্চ সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেত্তত্র যত্নতঃ॥

কুটজবৃক্ষের মূলের ছাল ৮ তোলা ৬৪ তোলা জল সহ পাক পূর্ব্বক ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পুনরায় উক্ত ক্বাথ পাক করিতে করিতে যখন ঘন হইয়া আসিবে, তখন উহাতে আতইচ, আকনাদী, জীরা, বেলশুঁঠ, আঁবের আটির শাঁস, শলুফা ধাইফুল, মুথা ও জায়ফল চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বালকদিগের আমশূল ও রক্তভেদ নিবারিত হইয়া থাকে।

নাগার্জ্জুন চূর্ণম্।

ব্যোষাভয়াবৎসকদীপ্যকঞ্চ
কৈটর্ব্যমুস্তা বিজয়া সমাংশকঃ।
ঘৃতেন বা শর্করয়া সমেত-
মামাতিসারং হরতি ক্ষণেন॥
ত্রিকটু বচযমানী গন্ধপাষাণ কুষ্ঠং
সনিশরজনীপুষ্পং জীরকে কাচকঞ্চ।
কুলীরকনকবীজং তালসিন্ধুং শিলাঞ্চ
বনজলশুন হিঙ্গুং মূলমৈশঞ্চ টঙ্কম্॥
সমনৃপতি বিড়ঙ্গং তুল্যভাগং গৃহীত্বা
দৃশদি মসৃণপিষ্টং বস্ত্রপূতং বিধায়।
গ্রহজনিত শিশূনাং ক্ষীরপানাং শিশূনাং
শময়তি জঠরোত্থাজীর্ণবিষ্টম্ভকার্য্যম্॥

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, কুটজ, যমানী, কটফল, মুথা ও

সিদ্ধি চূর্ণ করিয়া ঘৃত অথবা চিনি সহ সেবন করিলে শিশুদিগের আমাতীসার বিনষ্ট হয়। শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বচ, যমানী, গন্ধক, কুড়, হরিদ্রাপুষ্প সহিত হরিদ্রা, কৃষ্ণজীরা, সাজীরা, কাচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কনকবীজ, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ, মনছাল, মুথা, রসুন, হিং, ঈশেরমূল, টঙ্কণ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ, এই সকল চূর্ণ করিয়া মধু আদি অনুপানের সহিত সেবন কবিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরাতীসারাদি বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষা পিপ্পলীশুণ্ঠীনাং চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সর্পিষা।
লীঢ়ং নিবারয়ত্যাশু কাসং পঞ্চবিধং শিশোঃ।
ধান্যং শর্করয়া যুক্তং তণ্ডুলোদক-সংযুতম।
পানমেতৎ প্রদাতব্যং কাশে পঞ্চবিধে শিশোঃ॥
বিল্বমূল কষায়েন লাজা চৈব সশর্করা।
আলোড্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্দতীসারনাশনম্॥

দ্রাক্ষা, পিপুল ও শুণ্ঠী, চূর্ণ করিয়া মধুব সহিত লেহন করিলে শিশুদিগের পঞ্চবিধ কাসরোগ বিনাশ পায়। ধনিয়া চূর্ণ ও শর্করা তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে শিশুদিগের কাসরোগ বিনষ্ট হয়। বেলমূলের কাথে খৈ চূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করতঃ আলোড়ন পূর্ব্বক শিশুদিগকে পান করাইলে বমী ও অতীসার বিনষ্ট হয়।

সমঙ্গোৎপলকিঞ্জল্কং সংপিষ্টং তণ্ডুলাম্বুনা।
মৎস্যণ্ডী মধুসংযুক্তং জ্বরাতীসারনাশনম্।
হ্রীবের শর্করা ক্ষৌদ্রং পীতং তণ্ডুলবারিণা।
শিশো রক্তাতিসারঘ্নং তৃট্ছর্দ্দি জ্বরনাশনম্॥
মরিচ মহৌষধ কুটজং দ্বিগুণীকৃত্য উত্তরোত্তরতঃ।
গুড়তক্রযুতমেতদ্‌গ্রহণীরোগং নিহন্ত্যাশু।
লাজা সযষ্টীমধুকং শর্করা ক্ষৌদ্রমেব চ॥

তণ্ডুলোদক সংপীতং ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্ ॥

বরাক্রান্তা ও উৎপলের কেশর একত্র তণ্ডুলোদক সহ পেষণ পূর্ব্বক মিশ্রি ও মধু সহযোগে পান করাইলে শিশুগণের জ্বরাতীসার নিবারিত হয়। বালা, চিনি ও মধু একত্র তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে শিশুগণের রক্তাতীসার, পিপাসা, বমি ও জ্বর বিনষ্ট হয়। মরিচ ১ ভাগ, শুণ্ঠী ২ ভাগ এবং কুটজ ৪ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া গুড় ও তক্র সহযোগে সেবন করিলে শিশুদিগের গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। খৈ, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু একত্র তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে শিশুদিগের প্রবাহিকা (আমাশয়) বিনষ্ট হয়।

চন্দনং শারিবে দ্বে চ শঙ্খনাভি সমাযুতৈঃ।
পশ্চাদ্রুজে প্রলেপোঽয়মবলেহস্তু শস্যতে ॥
গুদপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্।
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্।
পীতং পীতং বমেদ্যস্তু স্তন্যং তং মধুসর্পিষা ॥
দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ ॥

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও শঙ্খনাভি, জল সহ পেষণ করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে অথবা ইহাদের অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে শিশুদিগের পশ্চাদ্রুজ নিবারিত হয়। বালকদিগের গুদপাক-রোগে পিত্তঘ্নী ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। রসাঞ্জন পান ও প্রলেপযোগে প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের গুদপাক ব্যাধি প্রশমিত হয়। যে যে শিশু পুনঃ পুনঃ স্তন্যপান করিয়া পুনঃ পুনঃ বমি করে, তাহাকে বৃহতীর রস, কণ্টকারীর রস, পঞ্চকোলচূর্ণ, মধু ও ঘৃত একত্র লেহন করাইলে আর বমি হইতে পারে না।

আম্রাস্থিলাজং সিন্ধূত্থৈর্লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ ছর্দ্দিনুৎ।
কোলাস্থি মধ্যং সৌরাচ্যং চন্দনং মধুশর্করা ॥

ভৃষ্টো মৃত্তিকাসংযুক্তং পীতং ছর্দ্দিহরং শিশোঃ।
জ্বলিতবটকাষ্ঠমম্ভসি বহুধা নির্ব্বাপ্যকারিতং শীতম্॥
হরতি শ্বসনং ছর্দ্দি মভয়ামপি মাত্রং বদ্দত্তম্।
সোপি সমধু লোধ্র সংযুতং ছর্দ্দিরোগং জয়েদ্ত্রুতম্॥
পুষ্করাতিবিষা শৃঙ্গীমাগধী ধন্বযাসকৈঃ।
চূর্ণিতৈর্ম্মধুনা লেহঃ শিশূনাং পঞ্চকাসনুৎ॥

আম্রের আটীর শাঁস, খৈ ও সৈন্ধবলবণ, চূর্ণ করিয়া মধু সহ লেহন করাইলে শিশুদিগের বমি নিবারিত হয়। কুলের আঁটির মধ্যভাগ, বালা ও রক্তচন্দন চূর্ণ করিয়া মধু ও চিনি সহ সেবন করিলে শিশুর বমী দূরীভূত হয়। কোন পাত্রস্থজলে জ্বলিত বটকাষ্ঠ বহুবার নিমগ্ন করতঃ সেই জল পান করিলে অথবা হরীতকী ও লোধচূর্ণ মধু সহ সেবন করিলে শিশুদিগের শ্বাস ও বমি নিবারিত হয়। পুষ্কর মূল, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা, চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত লেহন করিতে দিলে শিশুদিগের কাসরোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পলী মরিচানাস্তু চূর্ণং সমধুশর্করম্।
রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কা ছর্দ্দিনিবারণম্॥
দাড়িমস্য তু বীজানি জীরকং নাগকেশরম্।
চূর্ণিতং শর্করা ক্ষৌদ্রং লীঢ়ং তৃষ্ণাহরং শিশোঃ॥
কণোষণ সিতা ক্ষৌদ্র সূক্ষ্মেলা সৈন্ধবঃ কৃতঃ।
মূত্রগ্রহে প্রয়োক্তব্যং শিশূনাং লেহ উত্তমঃ॥
পটোল ত্রিফলারিষ্ট হরিদ্রা কথিতং পিবেৎ।
রক্তবীসর্প বিস্ফোট জ্বরাণাং শান্তয়ে শিশোঃ॥

পিপুল ও মরিচ চূর্ণ মধু, চিনি ও ছোলঙ্গলেবুর রস একত্রেকরে পান করিলে শিশুদিগের বমি ও হিক্কা নিবারিত হয়। দাড়িম্ববীজ,

জীরক ও নাগকেশর একত্র চূর্ণ করিয়া চিনি ও মধু সহ লেহন করিলে বালকদিগের পিপাসা দূরীভূত হয়। পিপুল, মরিচচূর্ণ, চিনি, মধু, সৈন্ধব ও ছোট এলাচির গুঁড়া একত্র লেহন করিলে শিশুগণের মূত্রগ্রহ (প্রস্রাববন্ধ) নিবারিত হইয়া থাকে। পলতা, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, নিমছাল ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক পান করাইলে শিশুদিগের ক্ষত, বিস্ফোটাদি নিবারিত হয়।

পথ্যা কুষ্ঠ বচা চূর্ণং মধুতৈলযুতং পিবেৎ।
গ্রীবাদাঢ্যকরং শ্রেষ্ঠং তালুকণ্টকনাশনম্॥
তালুপাকে যবক্ষারং মধুনা প্রতিসারণম্।
সৈন্ধবাঙ্গারয়োশ্চূর্ণং মুখবিস্রাবণে হিতম্॥
অথবোদধিফেনঞ্চ সৈন্ধবেন সমাযুতম্।
মুখপাকে তু বালানাং সাম্রসারময়োরজঃ॥
গৈরিক ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভেষজং সরসাঞ্জনম্।
কেবলেনাপ্যনেন মধুনা লেহ ইতি বৃদ্ধাঃ।
অশ্বত্থবল্কল ক্ষৌদ্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনম্॥

হরীতকী, কুড় ও বচচূর্ণ মধু ও তৈল সহযোগে পান করিলে বালকদিগের গ্রীবা দৃঢ় হয় এবং তালুকণ্টক রোগ বিনষ্ট হয়। যবক্ষারচূর্ণ মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তালুতে ঘর্ষণ করিলে শিশুদিগের তালুপাক নিবারিত হয়। সৈন্ধবলবণ ও অঙ্গারচূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা শিশুদিগের মুখ বিস্রাবণ (লালানির্গমন) নিবারিত হয়। সমুদ্রফেনা ও সৈন্ধবলবণ একত্র প্রয়োগ করিলেও লালাস্রাব নিবারণ হয়। আম্রফলের মজ্জা, লৌহ, গৈরিক ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া মধু সহ লেহন করিলে মুখপাক রোগ বিনষ্ট হয়। অশ্বত্থছালের চূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শিশুদিগের মুখপাক রোগ বিনাশ হয়।

দার্বী যষ্ট্যভয়া জাতীপত্রং ক্ষৌদ্রৈস্তথাপরম্।
জাতীপত্ররসঃ পূতঃ ক্ষৌদ্রযুক্তঃ প্রশস্যতে॥
শিশোঃ কর্ণব্রণস্রাবে মুখপাকে চ শস্যতে।
শারিবা তিললোধ্রাণাং কষায়ো মধুকস্য চ॥
বিস্রাবিতে মুখে শস্তং ধারণার্থং শিশোঃ সদা।
হরিদ্রা নিম্বপত্রাণি মধুকং লোধ্রমুত্তমম্॥
তৈলমেভির্বিপক্তব্যং মুখপাকহরং পরম্।
সহ জম্বীর রসেন স্নুগ্দলরসঘর্ষণং সদ্যঃ।
দ্রুতমুপহন্তি হি পাকং মুখগং বালস্য চাপ্যেব॥

দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীফুলের পাতা পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত প্রলেপ দিলে অথবা জাতীফুলের পাতার রস মধু সহ প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের কর্ণগত ব্রণস্রাব ও মুখপাক নিবারিত হয়; অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ মুখে কবলরূপে ধারণ করিয়া রাখিলে শিশুদিগের মুখস্রাব নিবারিত হয়। হরিদ্রা, নিমপাতা, যষ্টিমধু, লোধ ও উৎপল, তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের মুখপাক নিবারিত হয়। জম্বীর নেবুর রস ও মনসাসীজের পাতার রস একত্র করিয়া তদ্দ্বারা মুখে ঘর্ষণ করিলে শিশুগণের মুখপাক নিবারিত হয়।

কুমারকল্যাণ-ঘৃতম্।

দ্রাক্ষা সশর্করং শুণ্ঠী জীবন্তী জীরকং বলা।
শঠী দুরালভা বিল্বং দাড়িমং সুরসা স্থিরা॥
মুস্তং পুষ্করমূলঞ্চ সূক্ষ্মৈলা গজপিপ্পলী।
এষাং কর্ষসমৈর্ভাগৈঃ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥

কষায়ে কণ্টকার্য্যায়াঃ ক্ষীরে তস্মাচ্চতুর্গুণে।
এতৎকুমারকল্যাণং ঘৃতরত্নং সুখপ্রদম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের, কণ্টকারীর স্বরস /৪ সের, গব্যদুগ্ধ ।৩ সের, এবং কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, ইক্ষুচিনি, শুণ্ঠী, জীবন্তী, জীরা, বেড়েলা, শঠি, দুরালভা, বেল, দাড়িম্বছাল, তুলসী, শালপানী, মুথা, পুষ্করমূল, ছোট এলাচি ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমষ্টে /১ সের। এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইলে শিশুদিগের সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

অষ্টমঙ্গলং ঘৃতম্।

বচা কুষ্ঠং তথা ব্রাহ্মী সিদ্ধার্থকমথাপি বা।
শারিবা সৈন্ধবঞ্চৈব পিপ্পলী ঘৃতমষ্টমম্॥
মেধ্যং ঘৃতমিদং সিদ্ধং পাতব্যঞ্চ দিনে দিনে।
দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধাঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, জল ।৩ সের এবং কল্কার্থ বচ, কুড়, ব্রহ্মীশাক, শ্বেতসরিষা, অনন্তমূল, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও মুথা। এই ঘৃত পান করাইলে শিশুদিগের মেধা ও বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

লাক্ষাদি তৈলম্।

লাক্ষা রস সমং সিদ্ধং তৈলমস্তুং চতুর্গুণম্।
রাস্না চন্দন কুষ্ঠাব্দ বাজিগন্ধা নিশাযুগৈঃ॥
শতাহ্বা দারু যষ্ট্যাহ্ব মূর্ব্বা তিক্তা হরেণুভিঃ।
বালানাং জ্বররক্ষোঘ্নমভ্যঙ্গাৎ বলবর্ণকৃৎ॥

তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ /৪ সের, দধির মাত ।৩ সের এবং কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, পিপুল, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, শলুফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূচমুখী, কট্‌কী ও রেণুকা সমভাগে

মমস্তে /১ সের। এই তৈল পাকপূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে শিশুদিগের জ্বর সারিয়া যায়।

মহানুত্তীতকোদীচ্য কাথ স্নানং গ্রহাপহম্।
শ্বেতাপরাজিতা মূলং নিম্বপত্রাণি সর্ষপঃ॥
ভূর্জ্জপত্রং বচা সর্পির্ধূপঃ সর্ব্বগ্রহাপহঃ।
তথা গ্রহস্নানমন্ত্রাংশ্চ মন্ত্রান্ শৃণু শিবোদিতান্॥
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে।
আত্মৈব পুত্রনামাসি সঞ্জীব শরদাং শতম্॥
শতায়ুঃ শতবর্ষোঽসি দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি।
নক্ষত্রাণি দিশো রাত্রিরহশ্চ ত্বাভিরক্ষতু॥
ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায়
সদ্য স্তব স্তব স্তুত স্তুত স্বাহা।
ওঁ কঁ চঁ যঁ শঁ বৈনতেয়ায় নমঃ।
ওঁ হ্রাঁ ক্রীঁ ক্ষঃ।
তপসাং চেতসাঞ্চৈব যশসাং বপুষাস্তথা।
নিধানং যোঽব্যয়ো দেবঃ স তে স্কন্দঃ প্রসীদতু॥
দুর্দ্দশনা মহাকায়া পিঙ্গাক্ষী ভৈরবস্বনা।
লম্বোদরী শঙ্কুকর্ণী কুশলী তে প্রসীদতু॥
নাগাঃ পিশাচা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষরাক্ষসাঃ।
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাং ব্রহ্মাদ্যা ঘ্নন্তু তান্ সদা॥
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ যে চরন্তি নিশাচরাঃ।
দিক্ষু বাস্তুনিবাসাস্তু পান্তু ত্বাং তেন সংস্কৃতাঃ॥

বড় থুলকুড়ী ও বালা ইহাদের কাথ দ্বারা স্নান করাইলে শিশু-দিগের গ্রহদোষ নিবারিত হয়। শ্বেতাপরাজিতার মূল, নিমপাতা,

সরিষা, বচ, ভূর্জ্জপত্র ও ঘৃত, ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের সর্ব্বপ্রকার গ্রহদোষ নিবারিত হয়। পূর্ব্বোক্ত অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি—ত্বাং তেন সংস্কৃতাঃ ॥" এই মন্ত্রটী পাঠ করিলে শিশুদিগের সর্ব্বগ্রহদোষ নিবারিত হয়।

সোমগ্রহণে বিধিবৎ কেকিশিখামূলং
উদ্ধৃতং বদ্ধা জঘনেঽথ কন্ধরায়াং
ক্ষপয়তি বালানামহিণ্ডিকাং নিয়তম্।
সপ্তদলপুষ্পং মরিচপিষ্টং গোরোচনয়া সহিতম।
পীতং নিহন্তি তদহিণ্ডিকারোগং শিশোর্নিয়তম্॥
উডুম্বরমূলং বালকক্‌টীবন্ধনাৎ অহিণ্ডিকাং হন্তি।

ইতি বালরোগাধ্যায়ঃ।

শিখা ও কাছা খুলিয়া ময়ূরশিখার মূল উত্তোলন পূর্ব্বক শিশুদিগের জঘনদেশে ও স্কন্ধদেশে বন্ধন করিয়া দিলে উহাদিগের দোষগ্রহজনিত অহিণ্ডিকারোগ নিবারিত হয়। ছাতিমপুষ্প ও মরিচ, একত্র পেষণ পূর্ব্বক গোরোচনা সহ পান করিলে বালকগণের অহিণ্ডিকারোগ বিনষ্ট হয়। যজ্ঞডুমুরের মূল, বালকের কটিদেশে বন্ধন করিয়া দিলে শিশুদিগের অহিণ্ডিকারোগ নিবারিত হয়।

ইতি বালরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিষচিকিৎসামাহ।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে।
মূলাদ্যাত্মক মাদ্যং স্যাৎ পরং সর্পাদিসম্ভবম্॥

মূলং পত্রং ফলং পুষ্পং ত্বক্ ক্ষীরং সার এবচ।
নির্য্যাসো ধাতবশ্চৈব কন্দশ্চ দশমং বিষম্॥
নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহং সপাকং দাহহর্ষণম্।
শোথঞ্চৈবাতিসারঞ্চ কুরুতে জঙ্গমং বিষম্॥
স্থাবরস্তু জ্বরং হিক্কাং দন্তহর্ষং গলগ্রহম্।
ফেন ছর্দ্দ্যরুচি শ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ কুরুতে বিষম্।
দষ্টস্য পেয়ং প্রাগুক্তং হৃদয়াবরণং ঘৃতম্॥
ধরণীবন্ধনে মন্ত্রঃ প্রয়োগশ্চ বিষাপহঃ।
দশনং দংশকস্যাহেঃ ফলস্য মৃন্ময়োঽথবা॥
শাখাদষ্টস্য দংশোর্দ্ধং বিধেয়শ্চতুরঙ্গুলে।
সমন্ত্রং ধরণীবন্ধো বস্ত্রচর্ম্মাদিভির্দৃঢ়ম্॥
ন দেহে সর্পতি বিষং তদ্বন্ধেন নিবারিতম্।
মন্ত্রশ্চ গরুড়ভেরুণ্ডাদি দেবতানাম্।

ওঁ এহমাত্র ভেরুণ্ডে অই উঁ বীজং ভবি অকরণ্ডে তন্ত্র মন্ত্র অগেদাষই হুঁকারে বিষনাশই স্থাবরজঙ্গমকেতি মহ্কই।

স্পষ্টাক্ষরৈঃ কর্ণে পঠনীয়োঽয়ং মন্ত্রঃ॥

বৃন্তে দংশবিধৌ ন ভোগিনমসৌ প্রাপ্নোতি দষ্টো যদি বস্ত্রখণ্ড মৃণালকোমলফলং দন্তৈর্দ্দশত্যাশু যৎ। গচ্ছেত্তৎ ক্ষণমেব তস্য গরলং তদ্দষ্টবস্ত্বন্তরং। দংশং নির্ব্বিষতাং নয়েচ্চ বহুধা সম্পীড্য হস্তেন চ॥ বাচ্যং বা কালকণ্ঠোহং ধ্যেয়া বা গারুড়ী তনুঃ। শূন্যতা ধ্যানমাত্রেণ শূন্যতাং যাতি তদ্বিষম্॥

স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ দুই প্রকার। মূলাদিজাতবিষকে স্থাবরবিষ এবং সর্পাদি সম্ভূত বিষকে জঙ্গম বিষ বলা যায় জানিবে। মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক্ ক্ষীর, সার, নির্য্যাস, ধাতু ও কন্দ,

স্থাবরবিষের আশ্রয়স্থল এই ১০টী জানিবে। নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লম, দাহ, পাক, দাহ, রোমাঞ্চ, শোথ ও অতীসার, এই সকল জঙ্গম বিষের ক্রিয়া বলিয়া জানিবে। জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলবেদনা, ফেন, বমী, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা, এই সকল স্থাবরবিষের কার্য্য বলিয়া জানিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির পক্ষে হৃদয়াবরক ঘৃত পান, ধরণীবন্ধন, মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির দংশন স্থানের ৪ অঙ্গুলি উপরি গরুড়ভেরুণ্ডাদি দেবতাদের মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বস্ত্রচর্ম্মাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। ইহাতে বিষ সর্ব্বদেহেবিস্তারিত হইতে না পারিয়া নিবারিত হইয়া থাকে। মন্ত্র—"ওঁ এহমাত্র ভেরুণ্ডে—জঙ্গমকেতি মহুঁকই।" এই মন্ত্রটী স্পষ্টাক্ষরে সর্পদষ্ট ব্যক্তির কর্ণে পাঠ করিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি দংশনমাত্র তৎক্ষণাৎ যদি বস্ত্রখণ্ড, মৃণাল অথবা কোমলফল দংশন করে, তবে তাহার বিষ উক্ত বস্ত্রখণ্ডাদির মধ্যে যায় অথবা দংশস্থান হস্তদ্বারা বহুবার পীড়ন করিলেও নির্ব্বিষতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিংবা কালকণ্ঠাহ বা গারুত্মতম্ ধ্যান করিবামাত্রই বিষ নিজশক্তি শূন্য হইয়া থাকে জানিবে।

ছত্রী সর্ষপপাণিশ্চ চরেৎ রাত্রৌ দিবা তথা।
তচ্ছায়া শব্দ বিত্রস্তা প্রণশ্যন্তি চ পন্নগাঃ॥
মধু-মধুককাষ্ঠ দীপ্তো যত্র জ্বলতি প্রদীপকো রাত্রৌ।
কুলিকাদয়োঽপি নাগাস্তত্র প্রাণান্ বিমুঞ্চন্তি॥
তণ্ডুলীয়কমূলন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা।
তক্ষকেণাপি সংদষ্টং নির্ব্বিষং কুরুতে নরম্॥
গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্।
শ্বেতাপরাজিতামূলং দেবদালীয় মূলকম্।
বারিণা সেবিতং দষ্টে কালদষ্টোঽপি জীবতি॥

মূষলী টঙ্কণং পানে কালদষ্টোহপি জীবতি।
পিষ্টো তগরজমূলং পুষ্যোপোদ্ধৃত্য যোজিতঃ দংশে॥
মৃতমপি দষ্টপুরুষং শময়তি সর্ব্বগাত্রং নোচ্চিত্রম্।
পুত্রঞ্জীব ফলমজ্জাং গবাং ক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
লেপাঞ্জন নস্যেন কালদষ্টোহপি জীবতি।

অথ গরুড়মন্ত্রঃ।

বাঁ থোঁ বাঁ অনেন মন্ত্রেণ সর্পদংশস্য শিখাবন্ধনং কুর্য্যাৎ। দাঁ খোঁ দাঁ অনেন মন্ত্রেণ দংষ্ট্রস্য নির্বিষং নির্ব্বাহয়েৎ॥ সর্প-দষ্টো যদা ধীরস্তং সর্পং দংশয়েৎ স্বয়ম্। মুক্তোহসৌ ম্রিয়তে সর্পঃ স্বয়ং নির্বিষতাং ব্রজেৎ॥

সর্ষপহস্তে লইয়া ছত্র মাথায় দিয়া রাত্রিদিন বিচরণ করিলে, তাহার ছায়া ও শব্দ দ্বারা সর্পসকল ত্রাসযুক্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। রাত্রিতে মধু সংযুক্ত যষ্টিমধুর কাষ্ঠ জ্বলিতে থাকিলে কুলিকাদি সর্প সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। নটেশাকের মূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করতঃ সেবন করিলে তক্ষকের দংশনজনিত বিষও বিনষ্ট হয়। কুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মূলসহ নটেশাক একত্র পেষণ পূর্ব্বক দধি ও ঘৃত সহ মিশাইয়া সেবন করিলে সর্পবিষ দূরীভূত হয়। শ্বেতা-পরাজিতার এবং ঘোষালতার মূল জল সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে কালসর্পদংশনজনিত বিষও নিবারিত হইয়া থাকে। তালমূলী ও সোহাগা একত্র বাটিয়া সেবন করিলে কালসর্পের বিষ দূরীভূত হয়। পিণ্ডীতগরের মূল পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন পূর্ব্বক সর্পদষ্ট-স্থানে প্রলেপ দিলে সর্পদংশনজন্য মৃত ব্যক্তিও পুনর্জ্জীবিত হইয়া থাকে। জিয়াপুতার ফলের মজ্জা গোদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দষ্টস্থানে প্রলেপ, অঞ্জন ও নস্য প্রদান করিলে কালসর্পদষ্ট ব্যক্তি

জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে। বাঁ খোঁ বাঁ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সর্পদষ্ট ব্যক্তির মস্তকের শিখা বন্ধন করিবে এবং হাঁ খোঁ হা এই মন্ত্রটী দ্বারা বিষ তাড়াইবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি ধীর হইয়া সেই সর্পকে দংশন করিলে সর্পটী মরিয়া যায় এবং সেই ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয়।

শম্ভুনোক্তং সমানেন বিষং স্থাবরজঙ্গমম্।
কৃত্রিমং যোগজঞ্চৈব বৃশ্চিকাখু বিষং তথা॥
ক্রমাদৌষধ মেতেষাং মন্ত্রযুক্তং বদাম্যহম্।
অন্যমন্ত্রৌষধীনাস্তু ক্রমাৎ সিদ্ধিঃ কচিদ্ভবেৎ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিষতত্ত্বং সমভ্যসেৎ।
চিকিৎসাং ত্বরিতং কৃত্বা সম্যক্ রক্ষামুপাচরেৎ॥
নামরূপং বিষাণাস্তু শম্ভুনা কীর্ত্তিতং পুরা।
বহবো বৎসনাভশ্চ মুস্তকং পুষ্করং বিষম্॥
ক্ষৌদ্রং শটিঃ শর্করঞ্চ হারিদ্রং কালকূটকম্।
ইন্দ্রবীজং চৈববীরং হরিতং গালকং বিষম্॥
শৃঙ্গীকর্কটশৃঙ্গী চ মেষশৃঙ্গী হলাহলম্।
শক্তুকং রক্তশৃঙ্গী চ অঞ্জনং পুণ্ডরীয়কম্॥
শঙ্কোচং মধুপাকঞ্চ রোহিণং মতুলং তথা।
পঞ্চবিংশতিভির্ভেদৈর্জ্ঞেয়ং স্থাবরজং বিষম্॥
এষাং মধ্যে হ্যতিক্রূরং শঙ্কোচং কালকূটকম্।
শৃঙ্গং মুস্তং বৎসনাভং পঞ্চমস্তু বিষাদ্বিষম্॥
এতদ্দেহগতে কার্য্যং তেষাং লক্ষণমুচ্যতে।
বান্তি মূর্চ্ছাতিসারঞ্চ শূলং চাতিকরং পরম্॥
কাসশ্বাসৌ প্রবাহৌ চ লক্ষয়েৎ কুকুজং বিষম্॥

স্বয়ং শম্ভু বলিয়াছেন যে, স্থাবর, জঙ্গম, কৃত্রিম, যোগজ, বৃশ্চিকবিষ ও ইন্দুরবিষ, এই কয়প্রকার বিষ জানিবে। মন্ত্র, ঔষধাদির মধ্যে কোনটী দ্বারা কোন সময় সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, একারণ সম্যক্-প্রকারে বিষতত্ত্ব শিক্ষা করিবে এবং উহার চিকিৎসা অতি সত্বর করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে রক্ষা করিবে। স্বয়ং মহাদেব বিষের অনেক প্রকার নাম বলিয়াছেন, বৎসনাভ, মুস্তক, পুষ্কর, ক্ষৌদ্র, শটি, শর্কর, হারিদ্র, কালকুট, ইন্দ্রবীজ, চেববীর, হরিৎ, গালক, শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, মেষশৃঙ্গী, হলাহল, শঙ্কুক, রক্তশৃঙ্গী, অঞ্জন, পুণ্ডরীয়ক, শঙ্কোচ, মধুপাক, রোহিণ, বিষ ও মতুল, এই ২৫ প্রকার স্থাবর বিষ ইহাদের মধ্যে শঙ্কোচ, কালকুট, শৃঙ্গ, মুস্ত ও বৎসনাভ, এই ৫ প্রকার বিষ অত্যন্ত ক্রূর। এই সকল বিষ দেহগত হইলে বমন, মূর্চ্ছা, অতীসার ও অত্যন্ত শূলবৎ বেদনা জন্মিয়া থাকে। এবং কুকুদ বিষ কাস, শ্বাস ও প্রবাহিকা জন্মাইয়া থাকে।

পুত্রঞ্জীব ফলমজ্জাং শীততোয়েন পেষয়েৎ॥
ভোজনে চাঞ্জনে পানে লেপঃ সর্ববিষাপহঃ।
স্থাবরং জঙ্গমং ক্রূরং কৃত্রিমং যোগজস্তথা॥
নিষ্কমাত্রাত্র সন্দেহঃ কালদষ্টো হি জীবতি।
সমূলপত্রসর্পাক্ষী তথৈব দেবদালিকা॥
গিকির্ণ্যাশ্চ বা মূলং নরমূত্রেণ পূর্ববৎ।
স্বযন্ত্রাস্থাপি নির্ব্বাহং নির্বিষীকরণস্তথা॥
কর্ত্তব্যং মন্ত্রিণা শীঘ্রং তত্তথৈব প্রদর্শ্যতে।

নাথোনা অনেন মন্ত্রেণ শীতজলঘটমভিমন্ত্র্য বিষাতুরস্য মস্তকে ক্ষিপেৎ। বিষং ন ক্রমতি ইতি স্তম্ভনমন্ত্রঃ। পক্ষো। অনেন মন্ত্রেণ বিষান্ বন্ধয়েৎ। বাঁ থোঁ বাঁ অনেন মন্ত্রেণার্ক-দণ্ডমভিমন্ত্র্য বিষাতুরস্য সর্ব্বাঙ্গে নির্ব্বাহয়েৎ। হ্রাঁ মন্ত্রী হ্রীঁ

অনেন মন্ত্রেণ নির্বিবীকরণার্থং বিষাতুরে দণ্ডেনাপমার্জ্জয়েৎ। সুস্থো ভবতি।

ইতি গরুড়-মন্ত্রঃ।

অথ মঙ্গলা বিদ্যা।

ওঁ নমো ভগবতি পরমতত্ত্বপরায়ণ্যকরৈর্ম্মহাবিদ্যোলুকালানি ঘোরশ্মশান পরিভ্রমণানি অট্ট অট্ট হাসিনি উদ্যানপটে নিবাসিনি এহি এহি যোগপীঠস্থিতে ত্রিপুরে ত্র্যক্ষরে ত্রিপথে ত্রিকোণবাসিনি বেতালাপস্মার যক্ষরাক্ষস প্রেতভূতপিশাচনিবারিণি স্থাবর জঙ্গম কৃত্রিম বিষনাশিনি সর্ব্বজ্বরনিপাতিনি এহি এহি মম পুত্রপৌত্রপশুবান্ধব দুহিতৃকলত্র পরিজনস্য ভীতস্য রক্ষাং রক্ষাং বজ্রশরীরং কুরু কুরু কুশলেস্থিতং রাজকুলে স্থিতম্। সুপ্তস্থিতং জাগ্রতস্থিতং চতুঃ পথেস্থিতং বাহ্যস্থিতং রক্ষরক্ষ সর্ব্বশঙ্কাং বিনাশয় সর্ব্বদুষ্টান্ ভঞ্জয় ভঞ্জয়। একারক্ষ বিষাক্ষি ত্রিকোণমুদ্রা নিবারয় নিবারয় বন্ধ বন্ধ আক্রাময় উড্ডান পীঠ প্রসাদেন জালবন্ধ পীঠ প্রসাদেন চূর্ণং গিরিপীঠ প্রসাদেন এবং চতুঃ পীঠ প্রসাদেন দেবি মম প্রসাদং কুরু কুরু একাহিকং দ্ব্যাহিকং বিষমজ্বরং সন্নিপাতজ্বরং সর্ব্বজ্বরং নির্ণাশয় সর্ব্বাবাধাং নিবারয় সর্ব্ববিষং ভক্ষ ভক্ষ এহি এহি ইন্দ্রজালাং পক্ষদণ্ডেন গরুড়পক্ষ প্রপাতেন মহাকালরূপেণ সর্ব্বাপদান্ বিধ্বংসয় নির্ভয়ং কুরু কুরু রক্ষ-রক্ষ মন্ত্রসিদ্ধিং দদাতু ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ ফট্।

একাদি মঙ্গলা বিদ্যা বিষহা দৃষ্টিপ্রত্যয়া।
অনয়ানন্ত্রিতং তোয়ং দত্তং সর্ব্ববিষাপহম্ ॥

পুত্রঞ্জীবের ফলের মজ্জা শীতল জল সহ পেষণ পূর্ব্বক ভোজনে, অঞ্জনে, পানে ও প্রলেপার্থ প্রয়োগ করিলে স্থাবর, জঙ্গম, ক্রূর, কৃত্রিম ও যোগজাদি সর্ব্বপ্রকার বিষ নষ্ট হয়। সর্পাক্ষী ও ঘোষালতা মূল ও পত্র সহ অথবা শ্বেতাপরাজিতার মূল মনুষ্যের মূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক পানাদিতে প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার বিষদোষ নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে অতিশীঘ্র মন্ত্রদ্বারা চিকিৎসা করিবে। 'নাধোনা' এইমন্ত্র দ্বারা একঘট শীতল জল অভিমন্ত্রিত করিয়া বিষার্ত্তব্যক্তির মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। "বিষ ন ক্রমতি' এইমন্ত্র দ্বারা স্তম্ভন করিবে। 'ক্ষেং' এই মন্ত্র দ্বারা বিষ বন্ধন করিবে। বাঁ খোঁ বা এইমন্ত্র দ্বারা একটী আকন্দের ডাল পড়িয়া বিষাতুর ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে বুলাইবে। 'দ্রাঁ দন্তী হ্রীং' এই মন্ত্র দ্বারা বিষাতুর ব্যক্তিকে দণ্ডদ্বারা অপমার্জ্জন পূর্ব্বক নির্ব্বিষ হইলে বিষত্যক্ত হইয়া থাকে। ইতি গরুড়মন্ত্র। 'ওঁ নমো ভগবতি ক্রুঁ ফট্' এই মঙ্গলাবিদ্যা মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক জল অভিমন্ত্রিত করিয়া বিষাতুর ব্যক্তিকে পান করাইলে সর্ব্বপ্রকার সর্ব্ববিষ নিবারিত হয়।

মৃত্যুপাশাপহং ঘৃতম্।

অভয়াং রোচনাং কুষ্ঠমর্কপুষ্পী তথোৎপলম্।
নলবেতসমূলানি গরলং সুরমাং বচাম্॥
সপালিন্দ্রীং সমঞ্জিষ্ঠা মনস্তাঞ্চ শতাবরীম্।
শৃঙ্গাটকং সমঙ্গাঞ্চ পদ্মকেশরমিত্যপি॥
কল্কীকৃত্য পচেৎ সর্পিঃ পয়োদত্ত্বা চতুর্গুণম্।
সম্যক্ পক্বেঽবতীর্ণে চ শীতে তস্মিন্ বিনিক্ষিপেৎ॥
সর্পিস্তুল্যং ভিষক্ ক্ষৌদ্রং কৃতরক্ষং নিধাপয়েৎ।
নাশয়ত্যঞ্জনাভ্যঙ্গ পানবস্তিষু ভোজনে॥
সর্পকীটাখুলূতাভির্দ্দষ্টানাং বিষমুৎ পরম্।

গব্যঘৃত /৪ গব্যদুগ্ধ /।৬ এবং কল্কার্থ হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, অর্কপুষ্পী, উৎপল, নলমূল, বেতসমূল, সরলকাষ্ঠ, তুলসী, বচ, শ্যামালতা, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, শতাবরী, পানীফল, বরাক্রান্তা ও পদ্মকেশর সমস্তে /১ সের, এই ঘৃত শীতল হইলে উহাতে /৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাদি বিষ নিবারিত হয়।

তণ্ডুলীয়কং ঘৃতম্।

তণ্ডুলীয়ক মূলেন গৃহধূমেন চৈকতঃ।
ক্ষীরেণ সঘৃতং সিদ্ধং সমস্তবিষরোগনুৎ॥

গব্যঘৃত /৪, দুগ্ধ /।৬ এবং নটেশাকের মূল ও ঘরের ঝুল মিলিত /১, এইঘৃত পানাদিতে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়।

বিষবজ্রপাত-রসঃ।

নিশা চ টঙ্কঞ্চ সজাতীকোষং
ভুত্থং সমাংশং কুরু দেবদাল্যাঃ।
রসেন পিষ্টো বিষবজ্রপাতো
রসো ভবেৎ সর্ব্ববিষাপহন্তা॥

হরিদ্রা, টঙ্কণ ও জৈত্রী সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোষালতার রসে পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা গোমূত্র সহযোগে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়।

ভীমরুদ্রো রসঃ।

শিরীষপুষ্প কুষ্ঠৈলা শিলা সব্যোষ রেণুকা।
ষড়্ব্যর্ক হিঙ্গুশ্বেতোগ্রা সিন্ধুবারক কক্ষিকা॥

সূতরাজস্য তোলৈকং গন্ধকস্য তথৈবচ।
অভ্রাৎ কর্ষং ততো দেয়ং তোলৈকং কান্তলৌহতঃ।
পরোক্তে নৌষধৈনৈব ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্।
বিশালা বৃহতী ব্রহ্মী সৌগন্ধিক সদাড়িমৈঃ॥
মর্কট্যাশ্চাম্লগুপ্তায়াঃ স্বরসেন পৃথক্ ততঃ।
একরক্তি প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
একাং বটীং ভক্ষয়িত্বা পিবেৎ শীতজলং ততঃ।
কুক্কুরস্য শৃগালস্য বিষং হন্তি সুদুর্জ্জয়ম্॥

শিরীষফুল, কুড়, এলাচি, মনছাল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, রেণুকা, যষ্টিমধু, হিং, আকন্দমূল, শ্বেতবচ, নিসিন্দা ও বামনহাটী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ, পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেকে ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বাখালশশা, বৃহতী, ব্রহ্মীশাক, শাদাশুদি, দাড়িমছাল, আপাং ও আলকুশী, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে একবার করিয়া ভাবনা দিয়া এক রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবনান্তে শীতল জল পান করিলে কুকুরের ও শৃগালের বিষ নষ্ট হয়।

নৃণাং মূত্রেণ সংপিষ্টো গোপিত্ত মধুসংযুতঃ।
শৃগালৈরথ মার্জ্জারৈর্ম্মণ্ডুকৈরথবাহিভিঃ॥
কালেনাপি হি দষ্টস্য মৃতসঞ্জীবনোহ্যয়ম্।
গদিতো মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ সূর্য্যোদয় মহাগদঃ॥
লশুনোষণ বৈদেহীবরা গোঘৃত কল্পিতম।
পাননস্যাঞ্জনালেপৈঃ শ্বদংষ্ট্রস্যৌষধং পরম্॥
ধুস্তুরক রসো বিশ্ব ক্ষীরাজ্য গুড়পানতঃ।
শুনো বিষং বিনশ্যেত শশাঙ্ক-কৃত-শেখরঃ॥

গোরোচনা মনুষ্যের মূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক মধু সহযোগে সেবনে

সকল প্রকার স্থাবর বিষ ও জঙ্গম বিষ বিনষ্ট হয়। রসুন, মরিচ, পিপুল ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ গব্যঘৃত পাক পূর্ব্বক পান, প্রলেপ নস্য ও অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে কুকুরের বিষ নিবারিত হয়। ধুতুরার রস, শুণ্ঠী, দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড় এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

কনকোডুম্বর ফলমিব তণ্ডুল জল পীত মপহরতি।
কনকদল দ্রবা ঘৃতগুড় ঘৃতদুগ্ধ পলৈকং শুনাং গরলম্॥
ইতি শ্রীপার্ব্বতী পুত্র নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিতে
রসরত্নাকরে বিষাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

কনকধুতুরা এবং যজ্ঞডুমুর ফল একত্র তণ্ডুলোদক সহ পেষণ, কনকধুতুরার পাতার রস ঘৃত, গুড় ও দুগ্ধ একত্র করিয়া সেবন করিলে কুকুরের বিষ বিনষ্ট হয়।

ইতি বিষাধিকার সমাপ্ত।

অথ রসায়নমাহ।

যজ্জরা-ব্যাধি-বিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।
পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচরেৎ॥
নাবিশুদ্ধ শরীরস্য যুক্তো রসায়নো বিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ॥

যে ঔষধ দ্বারা জরা ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়, তাহাকে রসায়ন ঔষধ বলা যায় জানিবে। এই রসায়ন ঔষধ বয়সের প্রথমে অথবা মধ্যম সময়ে শুদ্ধ শরীরে ব্যবহার্য্য জানিবে। যেমন ক্লিষ্ট

বস্ত্রে রং করিলে তাহার শোভা বর্দ্ধিত হয় না, তদ্রূপ অবিশুদ্ধ শরীরে রসায়ন বিধি প্রয়োগ করিলে কোন ফলোদয় হয় না।

মধু হরীতকী।

সিন্ধূত্থ শর্করা শুণ্ঠীকণা মধু গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥
হন্যাদেতানবশ্যং মধুনি পরিগতা পূতনা চাম্লপিত্তম্।

উপযুক্ত মাত্রায় হরীতকীচূর্ণ বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণ, শরৎকালে ইক্ষুচিনি, হেমন্তকালে শুণ্ঠীচূর্ণ, শীতকালে পিপুলচূর্ণ, বসন্তঋতুতে মধু এবং গ্রীষ্মকালে ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে উত্তমরসায়ন ক্রিয়া হয়। হরীতকী অল্প কুটিয়া অনেক কাল মধুমধ্যে রাখিয়া সেবন করিলে অর্শ, শ্বাসাদি ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

হস্তিকর্ণ রজঃ খাদেৎ প্রাতরুত্থায় সর্পিষা।
যথেষ্টাহারাচারোঽপি সহস্রায়ুর্ভবেদ্ধ্রুবম্॥
গুড়ূচ্যপামার্গ বিড়ঙ্গ শঙ্খিনী
বচা ভয়াশুণ্ঠী শতাবরী সমা।
ঘৃতেন মাসমেকং স্বরসং পিবন্তি
দিনে দিনে ভৃঙ্গরজঃ সমুত্থম্।
ক্ষীরাশিনস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ
সমাশতং জীবিত মাপ্নুবন্তি॥
পীতাশ্বগন্ধাপয়সার্দ্ধমাসং
ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।
কৃশস্য পুষ্টিং বপুষোঽভিধত্তে
বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ॥

হস্তিকর্ণ পলাশের বীজচূর্ণ ঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে

উঠিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। গুলঞ্চ, আপাং, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, শুণ্ঠী ও শতাবরী চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ সেবন করিলে ৩ দিবসের মধ্যে সহস্র শ্লোক স্মরণ থাকিতে পারে। ভৃঙ্গরাজের স্বরস এক মাস পর্য্যন্ত সেবন এবং দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে বর্ণ ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং শতবৎসর জীবন থাকে। অশ্বগন্ধাচূর্ণ দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল বা উষ্ণোদক সহ অর্দ্ধমাস সেবন করিলে কৃশব্যক্তি নিশ্চয়ই পুষ্টিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ধাত্রী তিলান্ ভৃঙ্গরজো বিমিশ্রান্
ভক্ষয়েয়ুর্ব্বৈ মনুজাঃ ক্রমেণ।
তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ
নির্ব্ব্যাধয়ো ব্যোমচরা ভবেয়ুঃ॥
বৃদ্ধদারস্য মূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তবারাংস্তু ভাবয়েৎ॥
অক্ষমাত্রন্তু তচ্চূর্ণং সর্পিষা সহ যোজয়েৎ।
উপযুঞ্জীত দুগ্ধেন বলীপলিত নাশনম্॥

আমলকী, তিল ও ভৃঙ্গরাজ এই দ্রব্যত্রয় চূর্ণ করিয়া একত্র উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় বিমল ও শরীর নীরোগ হয়। বৃদ্ধদারক মূল চূর্ণ করিয়া শতাবরীর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ঘৃত সহ ১ মাস সেবন করিলে মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত এবং বলীপলিত বিনষ্ট হয়। এবং উক্ত ঔষধ দুগ্ধ সহযোগে সেবন করিলেও বলীপলিত বিনষ্ট হয়।

অমৃত ভল্লাতকী।

ভল্লাতকানাং পবনোদ্ধৃতানাং
বৃন্তাৎচ্যুতানাং চ যদাঢ়কং স্যাৎ।
তচ্ছেষ্টকাচূর্ণ কণৈর্বিঘৃষ্য
প্রক্ষালয়িত্বা বিশস্তেৎ প্রবাতে॥

শুষ্কং পুনস্তদ্বিদলীকৃতঞ্চ
ততঃ পচেদপ্সু চতুর্গুণাসু।
তৎ পাদশেষ পরিপূত শীতং
ক্ষীরেণ তুল্যেন পুনঃ পচেত্তম্॥
তৎ পাদশেষং পুনরেব শীতং
ঘৃতেন তুল্যেন পুনঃ পচেত্তম্॥
তদর্দ্ধয়া শর্করয়া বিমিশ্রং
ততঃ খজেনোন্মথিতং বিধায়॥
তৎ সপ্তরাত্রা দুপজাতবীর্য্যং
সুধামৃতাদপাধিকত্বমেতি।
প্রাতর্বিশুদ্ধঃ কৃতদেবকার্য্যো
মাত্রাঞ্চ খাদেৎ স্বশরীরযোগ্যাম্॥

ইষ্টক চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণকরা সুপক ভল্লাতকখণ্ড ৴৮ সের, পাকার্থ-জল ১৷৷৪ সের, শেষ ।৬ সের, এই শীতল কাথ ১৷৷৪ সের দুগ্ধ সহ পাক করিয়া দুগ্ধের চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ৴৪ সের ঘৃত সহ পাক পূর্ব্বক ঘন হইয়া আসিলে ৴২ সের ইক্ষুচিনি মিশাইয়া ৭ দিবস রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ কুষ্ঠ ও যক্ষ্মাদি বিনাশ করে।

ক্রব্যাদরসঃ।

দ্বিপলং গন্ধকং শুদ্ধং দ্রাবয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
পারদং পলমানেন মৃত শুল্বায়সী পুনঃ॥
তেন মানেন সংমিশ্র্য পঞ্চাঙ্গুলদলে ক্ষিপেৎ।
ততো বিচূর্ণ্য যত্নেন নিক্ষিপ্যায়সপাত্রকে॥
চুল্ল্যাং নিবেশ্য যত্নেন জ্বালয়েন্মৃদুনানলম্।
পাত্রমাত্রং রসং সম্যক্ জম্বীরস্য প্রযোজয়েৎ॥

সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলোত্থৈঃ কষায়ৈঃ সাম্লবেতসঃ।
ভাবনাঃ খলু দাতব্যাঃ পঞ্চাশৎ প্রতিমাস্তথা॥
ভৃষ্টটঙ্গণ চূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ।
তদর্দ্ধং কৃষ্ণলবণং সর্ব্বতুল্যং মরিচকম্॥
সপ্তধা ভাবয়েৎ পশ্চাৎ চণকক্ষারবারিণা॥
ততঃ সংশোষ্য কূপ্যাস্তু জঠরেণ বিনিঃক্ষিপেৎ॥

১৬ তোলা গন্ধক গলাইয়া লইবে এবং উহার সহিত ৮ তোলা পারদ, তামা ও লৌহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ভেরেণ্ডার পাতায় বাধিবে, তৎপরে উহা চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক জম্বীর রস সহ মৃদু অগ্নিতাপে জ্বাল দিয়া পুনর্বার চূর্ণ করিয়া অম্লবেতস ও পঞ্চকোলের কাথ সহ ৫০ বার ভাবনা দিবে তদনন্তর উহার সহিত সমভাগ সোহাগার খৈ চূর্ণ ও তাহার অর্দ্ধেক কৃষ্ণ লবণ এবং সকলের সমান মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ৭ সাত বার চণকক্ষারজল দ্বারা ভাবনা দিয়া লইবে।

রসাভ্রচূর্ণম্।

অভ্রকং মারিতং যেন পারদশ্চ বশীকৃতম্।
দ্বারমুদ্ঘাটিতং তেন যমস্য ধনদস্য চ॥
অভ্রচূর্ণং পলশতং গৃহীত্বা লোহভাজনে।
পুনর্ণবা রসেনৈব ভাব্যমেকত্র চৈকধা॥
ত্রিফলায়াঃ রসৈঃ পঞ্চনিম্বস্য দ্বাদশৈব তু।
অথ নিশ্চন্দ্রিকাং যাবত্তাবদ্দেয়ঃ পুটঃ ক্রমাৎ॥
নিযোজ্য গন্ধকঞ্চৈব পাদাংশেন তথা রসম্।
বিধিনা জারিতং লৌহং রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
রসেন্দ্রমাতৃকা তোয়ৈর্ভাব্যং তস্মাচ্চ মর্দ্দয়েৎ।
ঘৃতেন মধুনা চাপি পশ্চাদেতচ্চ ভক্ষয়েৎ॥

রোগী বা ত্রিফলা পানে রোগী বা ক্ষীরপানতঃ।
বাতহা পিত্তহা চৈব কফহা কান্তিবর্দ্ধনঃ॥

অভ্রচূর্ণ ।২॥ সের, লৌহ পাত্রে রাখিয়া পুনর্ণবার রসে একবার ভাবনা দিবে, তৎপরে ত্রিফলার কাথে একবার এবং শফনিষের রসে ১২ বার ভাবনা দিয়া চন্দ্রিকাবিহীন না হওয়া পর্য্যন্ত পুট পাক করিয়া /৩৶০ পরিমাণে পারা ও /৩৶০ পরিমাণে গন্ধক এবং জারিত লৌহ /৩৶০ পরিমাণে একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক রসেন্দ্র মাতৃকারসে মাড়িয়া ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ ত্রিফলার কাথ বা দুগ্ধ পান করিতে হয় জানিবে। এই ঔষধ উৎকৃষ্ট রসায়ন।

ভক্ষ্যপাবকগুড়িকা।

মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ হরিতালং মনঃশিলা।
গগনং কান্তলৌহঞ্চ সর্ব্বমেষাং সমাংশকম্॥
ত্রিবৃদ্দন্তী বারিবাহং চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্॥
পিপ্পলী মরিচং পথ্যা যমানী কৃষ্ণজীরকম্।
রামঠং কটুকাপালী সৈন্ধবং সাজমোদকম্॥
জাতীফলং যবক্ষারং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন তু॥
সূর্য্যাবর্ত্ত রসেনৈব জ্যোতিষ্মত্যা রসেন চ।
আতপে ভাবয়েদ্বৈত্তঃ খল্লপাত্রে চ নির্ম্মলে॥
পেষয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদগুঞ্জাফল সমপ্রভাম্।
ভক্ষয়েচ্ছাণমানেন লবঙ্গস্য চ যোগতঃ।

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনছাল, অভ্র, কান্তলৌহ, তেউড়ী, দন্তীমূল, মুথা, রক্তচিতার মূল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ,

হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরক, হিং, কটুকী, বলালতা, বনযমানী, জাতীফল, যবক্ষার চূর্ণ করতঃ আদা, নিসিন্দা, সূর্য্যাবর্ত্ত ও লতা-কটুকী ইহাদের প্রত্যেকের রসে একবার করিয়া ভাবনা দিবে এবং পুনরায় জল সহ পেষণ পূর্ব্বক ১ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি-রসঃ।

রসং বজ্রং হেমতারং তাম্রং তীক্ষ্ণং মৃতাভ্রকম্।
মৌক্তিকং গন্ধকং শঙ্খং প্রবালং তালকং শিলা॥
শোধিতঞ্চ সমং সর্ব্বং সপ্তাহং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্।
বহ্নিমূলকষায়েণ ভানুদুগ্ধে দিনত্রয়ম্॥
নির্গুণ্ডীসূরণদ্রাবৈ র্ব্বজ্রীদুগ্ধৈর্দিনত্রয়ম্।
অনেন পূরয়েদ্গর্ভং পীতবর্ণবরাটিকাম্॥
টঙ্গণং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তস্য মুখং লিপেৎ।
রুদ্ধ্বা ভাণ্ডমুখং পাচ্যং স্বাঙ্গশৈত্যং বিচূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণতুল্যং মৃতং সূতং বৈক্রান্তং সূতপাদিকম্।
শোভাঞ্জনদ্রবৈঃ সর্ব্বং সপ্তবারান্ বিভাবয়েৎ॥
বহ্নিমূলকষায়েণ ভাবনাদ্বয়মীহতে।
এবং সংশুদ্ধসূতেন্দ্রঃ সর্ব্বব্যাধি-কুলান্তকঃ॥

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, তীক্ষ্ণলৌহ, অভ্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাল ও মনছাল চূর্ণ করিয়া রক্তচিতার মূলের কাথ ও আকন্দ ক্ষীর দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিয়া পুনরায় নিসিন্দার পাতার রস, ওলের রস ও মনসাসিজের আঠার দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিবে। তৎপরে ঐ সকল দ্রব্য পীতবর্ণ কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগার খৈ ও আকন্দ দুগ্ধ দ্বারা উক্ত কড়ির মুখ বদ্ধ করতঃ

একটী ভাণ্ডমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার মুখরুদ্ধ করিয়া মৃদু অগ্নি-সংযোগে পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে উহা চূর্ণ করিয়া সমভাগ রসসিন্দুর ও তাহার সিকিভাগ বৈক্রান্ত উহার সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক সজিনামূলের ছালের রসে ৭ বার এবং রক্তচিতার রসে ২ বার ভাবনা দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সকল ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃতো রসঃ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি রসং পরমদুর্ল্লভম্॥
পঞ্চামৃতমিদং খ্যাতং সর্ব্বরোগহরং পরম্॥
শাস্ত্রে সৌখ্যপ্রদং নৃণাং ভুবি রোগনিবারণম্।
পথ্যাপথ্য বিনির্ম্মুক্তং বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥
সূত কান্তরবি ব্যোম শুদ্ধানাং ভস্মকং শুভম্।
মারিতং মাক্ষিকঞ্চৈব প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥
গন্ধং পঞ্চপলং দত্ত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
আর্দ্রকস্য রসং দত্ত্বা ত্রিদিনং মর্দ্দয়েত্ততঃ॥
ক্বাথে চ দশমূলস্য বহ্নিমূলরসেন বা।
যুক্ত্যা তু ক্বথিতেনাপি মর্দ্দয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
শোষয়িত্বা ততো ঘর্ম্মে চূর্ণয়েত্তদনন্তরম্।
ত্রিবর্গ ত্রিত্রয়াম্ভোদ তিন্দু তুম্বুরু বেণুকম্॥
ভার্গী ভূনিম্ব তিক্তা চ জাতীফল কশেরুকম্।
পলার্দ্ধমানে সর্ব্বাণি প্রত্যেকৈকং ভবন্তি হি।
নিধায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি রসেন সহ মেলয়েৎ॥
কাকমাচ্যাশ্চ নির্গুণ্ড্যা বর্ষাভূ মুণ্ডিকা তথা।

কষায়েণার্দ্রকাম্ভোভির্ভাবনা পরিকল্পয়েৎ॥
কষায়েণ গুড়ূচ্যাশ্চ শিগ্রুমূলরসেন বা।

পারদ, কান্তলৌহ, তাম্র, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ৮ তোলা ও গন্ধক ৪০ তোলা, আদার রসে ৩ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক দশমূলের কাথে অথবা রক্তচিতার মূলের রসে ৩ দিবস ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। তদনন্তর হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, চিতা, মুথা, গাব, লাউ, রেণুকা, বামনহাটি, চিরতা, কটকী, জাতীফল ও কেশুর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রণ পূর্ব্বক, কাকমাচী, নিসিন্দা, মুণ্ডিরী, পুনর্ণবা, ইহাদের রস দশমূলের কাথ, ধনে ও শুণ্ঠীর কাথ, আদার রস, গুলঞ্চের কাথ, সজিনামূলের এবং পুনর্ব্বার আদার রস দ্বারা এক একবার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ২০টী মরিচ সহ সেবন করিতে হয় এবং তক্র সহ অন্নভোজন করা বিধেয়।

শুদ্ধপঞ্চামৃতোরসঃ।

ভস্মীভূত সুবর্ণতারদিনকৃৎ কৃষ্ণাভ্রসূতৈঃ ক্রমাৎ।
গন্ধানাং খলুভাগবৃদ্ধিরপি তৎ কৃত্বা শুভাং কজ্জলীম্॥
নির্গুণ্ডী দশমূল বহ্নি রজনী ব্যোষার্দ্রকৈর্ভাবিতৈ-
র্গোলীকৃত্য বিশোষ্য ভগ্নিগদিতঃ পঞ্চামৃতঃ স্যাৎ রসঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, অভ্র, পারদ ও গন্ধক সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক নিসিন্দা, দশমূল, চিতা, হরিদ্রা, ত্রিকটু ও আদা ইহাদের রসে ভাবনা দিয়া গোলাকার করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

খাতুবদ্ধো রসঃ।

গন্ধকেন শিলা বাপি সীসকো মাক্ষিকেণ বা।
অভ্রো লৌহেন বা ভদ্বৎ সমভাগেন পারদঃ॥

স্বভৃষ্টটঙ্গণেনাপি রসপাদেন সংযুতঃ।
রসেন পারিজাতস্য কারবেল্যা রসেন বা॥
দ্রবন্ত্যা তণ্ডুলীয়স্য হেকাহং মর্দ্দয়েদ্রসম্।
অথ সংচূর্ণ্য মণ্ডূরং দিনান্তং পরিমর্দ্দয়েৎ॥
তজ্জলং ভাজনে ক্ষিপ্ত্বা সূর্য্যতাপে নিধাপয়েৎ।
জলাদুৎসৃজ্য মৃৎস্নাঞ্চ পথ্যয়া সহ মর্দ্দয়েৎ॥
পূর্ব্বসূতস্য তং কল্কং লিম্পেন্মৃৎস্নয়া তথা।
অঙ্গুলোৎসেধমানেন ততঃ সংবেষ্ট্য মৃণ্ময়ৈঃ॥
বিশোষ্য তং ধমেদ্গাঢ়ং সার্দ্ধৈকঘটিকাবধি।
তস্মাদুদ্ধৃত্য তং ভিত্ত্বা শীতলাঙ্গেন মূষিকাম্॥

গন্ধক, মনছাল, সীসা, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, লৌহ প্রত্যেকে ১ ভাগ, পারদ ৬ ভাগ, সোহাগা ১॥• ভাগ, পালিদামাদার রসে অথবা করলার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পরে মণ্ডূর একদিন করিয়া ইন্দুর-কানীর রসে ও চাঁপানটের রসে মর্দ্দন করতঃ একত্র সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত মূষামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক ১ অঙ্গুলি পুরু মৃত্তিকার লেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতাপে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ ত্রিকটু ও চিতা চূর্ণ সহ সেবন করিলে শূলাদি বিনষ্ট হয়।

সুরসুন্দরী গুড়িকা।

অভ্রকং মাক্ষিকং বজ্রং কান্তং হেম সমং সমম্।
সর্ব্বাণি সমভাগানি সূতযুক্তানি কারয়েৎ॥
গোলকঞ্চ ততঃ কৃত্বা পক্বং নিচুলবারিণা।
ততস্তং পুটপাকেন ভস্ময়িত্বা প্রযত্নতঃ॥

অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, কান্তলৌহ ও স্বর্ণ সমানভাগে গ্রহণ

পূর্ব্বক সমভাগ পারদসহ মর্দ্দন করিয়া হিজলফলের রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গোলক করতঃ মূষামধ্যে পূরিয়া মূষাটী মৃত্তিকা দ্বারা লেপিয়া মৃদু অগ্নিতে জাল দিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বিষরোগ বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বতোভদ্র-রসঃ।

সূতং কান্তং উপলগগনং তাপ্যকং শুদ্ধতালম্।
রাজাবর্ত্তং সুরভিমধুকং মানসী চেতি তুল্যম্॥
সর্ব্বৈস্তুল্যং দৃশদি দলিতং ভৃঙ্গতোয়েন সর্ব্বম্।
গোলীভূতং ভবতি বিমলঃ সর্ব্বভদ্রাভিধানঃ॥

পারদ, কান্তলৌহ, প্রস্তর, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, রাজাবর্ত্ত, হীরক, গুগ্‌গুলু, যষ্টিমধু ও কেশপুষ্টাগাছ সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সকলের সমান ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উচিত অনুপান সহ সেবন করিলে গুল্মাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

মৃতসঞ্জীবনী গুড়িকা।

পারদং সারলৌহঞ্চ কান্তলৌহ-সমন্বিতম্।
মাক্ষিকস্যাপি সত্ত্বঞ্চ সত্ত্বং গগনসম্ভবম্॥
এতানি সমভাগানি মর্দ্দয়েচ্চ প্রযত্নতঃ॥
নিচুলফলতোয়েন গোলকং কারয়েত্ততঃ॥
নবাঙ্গুলপ্রমাণেন মূষাগর্ভেঽথ পিণ্ডিকা।
নির্গুণ্ডী কাকমাচী চ গোজিহ্বা দুগ্ধিকা তথা॥
গৃহকন্যাং মধুকঞ্চ সৈন্ধবং পিণ্ডিকাং ততঃ।
স্বেদয়েৎ পুটযোগেন সা পিণ্ডী দৃঢ়তাং ব্রজেৎ॥

পারদ, সারলৌহ, কান্তলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও অভ্র চূর্ণ করিয়া হিজলফলের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিবে। তদনন্তর নিসিন্দা, কাকমাচী, গোজিয়ালতা দুধলে, ঘৃতকুমারী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধবলবণ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডিকা করিয়া একত্র মূষামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিয়া লইবে। এই ঔষধের গুড়িকা মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

উদয়ভাস্করো রসঃ।

তোলৈকং শুদ্ধসূতস্য গন্ধকং তচ্চতুর্গুণম্।
কৃত্বা কজ্জলিকা মাদৌ মর্দ্দয়েৎ তদনন্তরম্॥
পক্বং নিচুলতোয়েন যথা কল্কোপজায়তে।
ততো দ্বয়স্য তাম্রস্য কৃত্বা পত্রাণ্যতঃ পরম্॥
কজ্জল্যাঃ সহ পত্রাণি পক্বং নিচুলবারিণা।
প্লাবয়িত্বা তু বহুধা স্থাপয়েদাতপে খরে॥
তৎক্ষিপ্ত্বা চান্ধমূষায়াং পুটপাকং সমাচরেৎ।
চুল্লিকা মুক্তকং মূষাং কৃত্বা ত্রীণি প্রদাপয়েৎ॥
পুটানি কুক্কুটাখ্যানি সূতসংস্কার সিদ্ধয়ে।
সিদ্ধসূতং সমাদায় গুঞ্জামানং প্রদাপয়েৎ॥
চিত্রকার্দ্রক সিদ্ধৈর্ব্বা নাগবল্ল্যা দলেন বা।
উপচারস্তু নির্দ্দিষ্টং যথা প্রাণেশ্বরে রসে॥

এক তোলা পারদ এবং চারিতোলা গন্ধক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে, তৎপরে উহা হিজল রসের সহিত পাক করিয়া দ্বিগুণ তাম্রপত্র সহ পুনর্ব্বার হিজল রসের সহিত পাক করিবে। এই প্রকার বহুবার হিজলরসাপ্লুত করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক

করতঃ অন্ধমূষা মধ্যে পুরিয়া ৩ বার কুক্কুটাখ্য পুটে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ রতি পরিমাণে চিতার রস, আদার রস সৈন্ধবলবণ অথবা পানের রস সহ সেবন করিলে গুল্মাদি বিনষ্ট হয়।

বারিসাগরো রসঃ।

শুদ্ধাভ্রকস্য গন্ধস্য রসস্য চ ততঃ পরম।
তোলকং কল্পয়িত্বা তু সুগন্ধস্য চ সংখ্যয়া।
নিগুণ্ডী কাকমাচী চ বৃহত্যাদক শিগ্রুভিঃ।
গিরিকর্ণী জয়ন্তী চ ভৃঙ্গঞ্চ তিলপর্ণিকা॥
দণ্ডোৎপলী তথা জাতীকন্দঞ্চ কেশরাজকম।
চিত্রকঞ্চ মহারাষ্ট্রং তথান্যা পিপ্পলী জটা॥
এতাসামৌষধীনাঞ্চ ব্যোম গন্ধং তথা পরম্।
রসৈঃ প্রমর্দ্দয়েৎ খল্লে ক্রমেণানেন যত্নতঃ॥
ততো নিরুন্ধয়েৎ সম্যক কৃত্বা সংপুটমধ্যগম্।
আরোপ্য সংপুটং চুল্ল্যাং কাষ্ঠাগ্নিং জ্বালয়েদধঃ॥
যামমাত্রং ততোধৃত্বা স্বাঙ্গ শীতলতাঙ্গতম্।
সংপুটং তং সমাকর্ষেৎ সিদ্ধসূতং প্রযত্নতঃ॥
সিদ্ধসূতাৎ প্রদাতব্যাশ্চিত্রকেণ সমন্বিতাঃ॥
তিস্রো গুঞ্জা চতস্রো বা সন্নিপাতেহতিদারুণে।
ত্র্যূষণং জীরকে দ্বে চ যমানী বচয়া সহ।
আর্দ্রকঞ্চ তথা পঞ্চলবণানি প্রযোজয়েৎ॥
ক্ষারত্রয়ং তথা সর্ব্বং সমভাগং প্রকল্পয়েৎ।
তৎ সর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা রসমেব বিধিঃ পরম্॥

অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে ১ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক

নিসিন্দা, কাকমাচী, গুড়ুবা, আদা, সজিনা, শ্বেতাপরাজিতা, জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, তিলানীশাক, দণ্ডোৎপল, জাতীকন্দ, কেশুর্য্যা, রক্তচিতা, জলপিপুল ও পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেকের রসে একবার করিয়া মর্দ্দন করিয়া মুষামধ্যে পুরিয়া একপ্রহর পুটপাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩ রত্তি মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ রক্তচিতা, ত্রিকটু, ওঁম্বা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বচ, আদা, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগার খৈ চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় অনুপানার্থ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার রোগ আরোগ্য হয়।

শ্বেতা পুনর্ণবা দন্তী বাজিগন্ধা ত্রিকত্রয়ম্।
দশমূলী বলা মুস্তৈরেভির্লোহঃ প্রসাধিতঃ॥
নিহন্তি নিহতং কার্শামপি ভৃঙ্গবিটৈরপি॥
নাস্ত্যনেন সমো লৌহঃ সর্ব্বরোগান্তকারকঃ॥
ত্রিফলা ত্রিমদ ত্রিকটু মিলিতসমং লৌহম্।

শ্বেত অপরাজিতা, পুনর্ণবা, দন্তী, অশ্বগন্ধা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, চিতা, মুথা, দশমূল, বেড়েলা, ভৃঙ্গরাজ ও বিটলবণ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ সমান চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ অনুপান সহ সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

কাসশ্বাসাতিসার জ্বরপিটক কটী
কোঠ কুষ্ঠপ্রকারান্
মূত্রাঘাতোদরার্শঃ শ্বয়থু গলশিরঃ
কর্ণশূলাক্ষি রোগান্।
যে চান্যে বাতপিত্তক্ষয়জ-কফকৃতা
ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তো
স্তাংস্তানভ্যাসযোগাদপ-নয়তি পয়ঃ
পীতমস্তে নিশায়াঃ॥

বিগত ঘন নিশীথে প্রাতরুত্থায় নিত্যং
পিবতি খলু নরো যো নাসরন্ধ্রেণ বারি।
স ভবতি মতি পূর্ণশ্চক্ষুষা তার্ক্ষ্য তুল্যো
বলীপলিতবিহীনঃ সর্ব্বরোগৈর্বিমুক্তঃ॥
প্রাতঃ পানীয়পানে মুনিভিরভিহিতং
দ্রব্যমেতচ্চ নাস্ত্যাৎ
মাংসং ক্ষীরঞ্চ শাকং সকল বিদলকং
পিষ্টকং চিঙ্গটঞ্চ।
বিল্বং বেত্রাগ্র নিম্বং বহুপবনকরং
নিত্যজাতং বিদাহি
উষ্ণান্নং তৈলভৃষ্টং শ্রমকুপিত বপুঃ
স্বেদনং লঙ্ঘনঞ্চ॥
ত্যজ্যাদভ্যঙ্গমুষ্ণং বহুপবনবরং
তীব্রমাদিত্যতাপম্।
অগ্নেঃ সেবা বিনীতা সুরভিজলযুতং
লঙ্ঘনং শীব্রযানম্॥
ভক্তং বারিযুতং সুপথ্যবিহিতং
তক্রং প্রশস্তং সদা
স্নানঞ্চাপি নিরন্তরঞ্চ শুভদং
নিদ্রা প্রশস্তা দিবা।
কুর্য্যাত্তানি রসায়নে চ সততং
তন্নারিকেলোদকম্।
দগ্ধং মীনং মিলিত্বা পানকরণে
ঝোলঞ্চ মৎস্যস্য চ।

প্রতিদিন রাত্রির শেষভাগে অর্থাৎ অতিপ্রত্যুষে জল পান করিলে কাসাদি রোগ বিনষ্ট হয়। এবং মেঘশূন্য নিশীথ রাত্রিতে অথবা প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ নাসিকা দ্বারা জল পান করিলে চিত্তপ্রসন্ন, চক্ষুর দীপ্তি উজ্জ্বল, দেহ বলীপলিত বিহীন এবং সর্ব্ববিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। প্রাতঃকালে জলপান করিলে মাংস, দুগ্ধ, শাক, দাইল, পিষ্টক, চিংড়ীমাছ, বিল্ব, বেত্রাগ্র, নিম্ব, বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য, উষ্ণান্ন, তৈলভৃষ্টদ্রব্য, পরিশ্রম, স্বেদ, লঙ্ঘন, তীক্ষ্ণদ্রব্য, অগ্নিতাপ, দ্রুতগমন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। আর বারিযুক্ত অন্ন, তক্র, স্নান, দিবা নিদ্রা, নারিকেলজল, দগ্ধ মৎস্য এবং মাছের ঝোল সর্ব্বদা ব্যবহার করিবে।

ত্রিফলা রসায়নঃ।

ত্রিফলায়াঃ পলশতং চূর্ণং ভৃঙ্গরসাম্বুনা।
ভাবয়েৎ সপ্তবারাংস্তু ছায়াশুষ্কন্তু কারয়েৎ॥
পাদং গন্ধকচূর্ণস্য তদর্দ্ধং পারদং ক্ষিপেৎ।
লিহ্যান্মধু ঘৃতাভ্যাঞ্চ মাত্রয়া প্রত্যহং পুমান্॥
জীর্ণে ভোজ্যে হ্যনাহারে গুণানেতানবাপ্নুয়াৎ।
প্রসন্নদৃষ্টিরব্যাধি জীবেদ্বর্ষশতত্রয়ম্॥

ত্রিফলাচূর্ণ ।২॥০ সের, ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া তৎসহ ২৫ পল গন্ধক চূর্ণ ও ১২॥০ পল পারদ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বতোভদ্র লৌহম্।

বিড়ঙ্গসারো মেধাখ্যো রক্ত বহ্নিররুস্করঃ।
হস্তিকর্ণঃ সিতার্কশ্চ তথা শ্বেত পুনর্ণবা॥

বাগুজ্জীমুণ্ডিকা ভৃঙ্গরাজকো বৃদ্ধদারকঃ।
গুড়ূচাতিবলা রাস্না তালমূলী শতাবরী॥
পিণ্ডারোচ্চটাগজাঃ সমূলঃ কেশরাজকঃ।
পারদঞ্চ পৃথক্ কর্ষং লৌহস্য পলপঞ্চকম্॥
পঞ্চপলানি চাভ্রস্য পলমেকন্তু গুগ্‌গুলোঃ।
দ্বিপলং গন্ধকাৎ প্রোক্তং ষট্‌কর্ষাণি মনঃশিলা॥
স্বর্ণমাক্ষিক কর্ষৈকং পলং সার্দ্ধং শিলাজতোঃ।
ত্রিফলা ত্রিকটুনাঞ্চ প্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য ঘৃতেন মধুনা সহ।
ঘৃতভাণ্ডে সমালোড্য ভক্ষয়েৎ ক্রমযোগতঃ॥
সংজ্ঞয়া সর্ব্বতোভদ্রং নিরত্যয়মুদাহৃতম্॥

বিড়ঙ্গসার, মুথা, রক্তচিতা, ভেলা, হস্তিকর্ণ, পলাশ, শ্বেতাকন্দ, শ্বেতপুনর্ণবা, সোমরাজী, মুণ্ডিরী, ভৃঙ্গরাজ, বৃদ্ধদারক, গুলঞ্চ, গোরক চাউলা, রাস্না, তালমূলী, শতাবরী, পিঠানী, কুঁচমূল, নাগকেশর, মূলা, কেসুর্য্যা ও পারদ প্রত্যেকে ২ তোলা, লৌহ ৫ পল, অভ্র ৫ পল, গুগ্‌গুলু ১ পল, গন্ধক ২ পল, মনছাল ১২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, শিলাজতু ১২ তোলা এবং ত্রিফলা ও ত্রিকটু ৪ তোলা, সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া ঘৃত ও মধু সহ আলোড়িত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্তাদি ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

রসাভ্র গুড়িকা।

সহদেবা বলা চৈব সূর্য্যাবর্ত্তোঽথ মারিষঃ।
অপামার্গোঽমৃতা চেতি সম্যক্ সম্পাদয়েদ্ভিষক্॥

এষাং পলানি চত্বারি প্রত্যেকং কুট্টয়েত্ততঃ।
অথ ঊর্দ্ধঞ্চ তদ্দত্বা মণ্ডূরং যৎ পুরাতনম্॥
গোমূত্রেণ পচেত্তাবত্তাবদ্গোমূত্র শোষণম্।
তস্মাদুদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণং কুর্য্যাৎ পল চতুষ্টয়ম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলামুস্ত গুড়ূচীচিত্রকং ত্রিবৃৎ।
দন্তী বিড়ঙ্গমেকৈকং কর্ষমেষাস্তু চূর্ণয়েৎ॥
একপত্রীকৃতস্যাথ বজ্রকাভ্রস্য যৎ পলম্।
বার্য্যম্লাস্তু স্ত্রিরাত্রস্থং বারিপর্ণীরসাপ্লুতম্॥
আতপে শোষয়েত্তীক্ষ্ণে দিনমেকং সুরক্ষয়া।
শূরণস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা তত্র টঙ্গণকস্য চ॥
দত্ত্বাষ্টৌ মাষকাংস্তত্র পুটপাকেন পাচয়েৎ।
মৃণ্ময়ে সুদৃঢ়ে পাত্রে মৃদুনা গোময়াগ্নিনা॥
রসা দ্বাদশমাষাশ্চ কর্ষং গন্ধকতঃ পৃথক্।
রসে মণ্ডূকপর্ণ্যাশ্চ মূর্চ্ছিতৌ কজ্জলীকৃতৌ॥
ঘৃতস্য মধুনশ্চাপি পৃথক্ পল চতুষ্টয়ম্।
তৎ সর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
ততোঽষ্টৌ মাসকান্ খাদেদ্দশ বা দ্বাদশৈবচ।
কর্ষং বাপি তথা কুর্য্যাদ্বুদ্ধা দোষবলাবলম্॥
দুগ্ধং চাপি পিবেদ্ রোগী বহ্নৌ মন্দভবে ততঃ।
তপ্তোদকানুপানং বা সেবেচ্চ গ্রহণীগদে॥
অজা ক্ষীরানুপানঞ্চ শ্বাসকাসে প্রযোজয়েৎ॥

শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, সূর্য্যাবর্ত্ত, মারিষশাক, আপাং, গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ পল মাত্রায় কুটিয়া অর্দ্ধেক মাত্রায় একটী হাঁড়ীর তলায় রাখিয়া তদুপরি পুরাতন মণ্ডুর স্থাপন পূর্ব্বক

তাহার উপরি পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধেক দ্রব্য দিয়া গোমূত্র সহযোগে পাক করিবে। যখন দেখিবে গোমূত্র সমস্তই শুষ্ক হইয়াছে, তখন উহা চুল্লী হইতে নামাইয়া ৪ পল মণ্ডুর চূর্ণ করিয়া লইবে। এবং উহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, শুলঞ্চ, চিতা, তেউড়ী, দন্তীমূল ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর একপত্রীকৃত বজ্রাভ্র ১ পল টোকাপানার রসে ৩ রাত্রি রাখিয়া একদিবস আতপে শুকাইয়া ওলের রসে পেষণ পূর্ব্বক তৎসহ ৮ মাষ মাত্রায় সোহাগার খৈচূর্ণ মিশাইয়া সুদৃঢ় মৃন্ময়পাত্রে মৃত গোময়াগ্নিতে পুটপাক করিয়া লইবে। তৎপরে ইহা চূর্ণ করিয়া এই চূর্ণ দ্রব্য সহ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্রব্য, থানকুনীর রসে মূর্চ্ছিত কজ্জলী ৪ তোলা, ঘৃত ৪ পল ও মধু ৪ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ দোষ ও বলাবলানুসারে সেবন করিতে হয়। অনুপান—অগ্নিমান্দ্য রোগে দুগ্ধ, গ্রহণী রোগে গরম জল, শ্বাসরোগে ও কাসরোগে ছাগদুগ্ধ। ইহা দ্বারা অর্শাদি বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বেশ্বরো রসঃ।

চিত্রকং মাণকঞ্চৈব শূরণং ঘণ্টকর্ণকম্।
গ্রন্থিকং ত্রিফলা ব্যোষং কটুফলং সপুনর্ণবম্॥
দণ্ডোৎপলং বৃশ্চিকালী রুদন্তী কাকমাচিকা।
সূর্য্যাবর্ত্ত ত্রিবৃদ্দন্তী ক্রিমিঘ্নং কুষ্ঠমুস্তকম্॥
শতপুষ্পা বচা চব্যং পত্রং রাস্না চ তোলকম্।
মাক্ষিকাণাঞ্চ তাম্রাণাং পলং গন্ধকসূতয়োঃ॥
অভ্রকং দ্বিপলং গ্রাহ্যং পাত্রে কৃষ্ণা দৃঢ়োপমে।
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য দ্বিগুণং মৃতমায়সম্॥
চূর্ণং সর্ব্বেশ্বরো নাম সর্ব্বাময়নিবর্হণম্॥

চিতার মূল, মাণকচু, ওল, ঘেঁটকোল, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, কটফল, পুনর্ণবা, দণ্ডোৎপল, বিছাতী, রুদন্তী, কাকমাচী, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল, সূর্য্যাবর্ত্ত, কুড়, মুথা, তেউড়ী, শলুফা, বচ, চই, তেজপত্র এবং রাস্না ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, পারা ও গন্ধক চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা ও অভ্রচূর্ণ ১৬ তোলা এবং লৌহ একপল, এই সকল দ্রব্য একটী সুদৃঢ় পাত্রে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ মাষা মধু অনুপানে প্রাতঃকালে সেবন করিয়া পশ্চাৎ শীতলজল পান করিলে কামলাদি বিনষ্ট হয়।

লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ।

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধে রসগন্ধকে।
কর্পূরস্য তদর্দ্ধন্তু জাতীকোষফলে তথা॥
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজমুন্মত্তকস্য চ।
ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বিদারীকন্দমেব চ॥
নারায়ণী তথা নাগবলা চাতিবলা তথা।
বীজং গোক্ষুরকস্যাপি হৈজ্জলং বীজমেব চ॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং গৃহীত্বা বারিণা পুনঃ।
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমানতঃ।
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্॥
বাতোত্থান্ পৈত্তিকাংশ্চাপি নাস্ত্যত্র নিয়মঃ কচিৎ।
অনুপানমিদং প্রোক্তং মাংসং পিষ্টং পয়ো দধি॥
বারিতক্র সুধাসীধু সেবনাৎ কামরূপধৃক্।

কৃষ্ণাভ্র ৮ তোলা, কজ্জলী ৮ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জাতীফল, জৈত্রী চূর্ণ ৪ তোলা এবং বৃদ্ধদারকবীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ,

ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতাবরী, গোরক্ষচাকুলে, শ্বেতবেড়েলা, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জল সহ পেষণ করিয়া ৩ রতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপান বিশেষে সেবন করিলে কাসাদি বিনষ্ট হয়। অনুপান—দুগ্ধ, দধি, পিষ্টক, মাংস, জল, তক্র, সীধু ও সুরা।

শৃঙ্গারাভ্রম্।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং যদন্যৎ।
কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম।
মাংসী তালীশ চোচং করিকুসুমগদং ধাতকী চেতি তুল্যম্॥
পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটুরথ পৃথক্ স্বর্দ্ধশাণং দ্বিশাণম্।
এলা জাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্মকোলম্॥
কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রদিপদবিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্।
পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিমিত চণকস্বিন্ন তুল্যাশ্চ বট্যঃ॥
প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতস্রস্তদনুচ কিয়ৎ শৃঙ্গবেরং সপর্ণম্।
পানীয়ং পীতমন্তে ধ্রুবমপহরতি ক্ষিপ্রমাদৌ বিকারান্॥

কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপুল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, কুড় ও ধাইফুল চূর্ণ প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ।০ সিকি তোলা, এলাচি ও জাতীফল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, শোধিত গন্ধক ও শিলাজতু প্রত্যেকে ১ তোলা এবং পারদ (রসসিন্দূর) ॥০ অর্দ্ধ তোলা, একত্র জল সহ পেষণ পূর্ব্বক চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে আদা ও পানের রসের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ জল পান করিবে। ইহা দ্বারা কাসাদি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ

সেবনকারী ব্যক্তি মাংস, মৃগাদির যূষ, ঘৃত ও সুপথ্যাদি সহ অন্ন ভোজন করিবে।

শুক্রসঞ্জীবনীয়ো মোদকঃ।

বিদারীকন্দজং চূর্ণং চতুর্দ্দশ পলোন্মিতম্।
শাখোটবীজং দ্বিপলং লাজা পল চতুষ্টয়ম্॥
সিতাপলশতং দেয়ং ক্ষীরং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ।
জাতীফলং ত্রিজাতঞ্চ সশটী গ্রন্থিপর্ণ্যপি॥
যমানিকা তথা ব্যোষং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্।
সিদ্ধে পাকে ক্ষিপেৎ সর্ব্বং মোদকং শুক্রজীবনম্॥
সংবর্দ্ধয়তি বীর্য্যঞ্চ তেজোবলকরং পরম্।

ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ১৪ পল, শেওড়ার বীজ ২ পল, খৈ ৪ পল, চিনি ।২॥• সের এবং দুগ্ধ ১২৮ পল একত্র পাক করিয়া ঘন হইলে জাতীফল, ত্রিজাতক, শটী, গেঠেলা, যমানী ও ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

অমৃতসার গুড়িকা।

ফলত্রিকামৃতামুস্ত বৃদ্ধদার বিড়ঙ্গকম্।
বচানামেকশশ্চৈব দ্বিপলং দ্বিপলং ভবেৎ॥
কটুত্রিকং কণামূলং জলমূলক চিত্রকৈঃ।
ত্বগেলা নাগচূর্ণানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥
সর্ব্বং চূর্ণমিদং শ্লক্ষ্ণং পলানাং পঞ্চবিংশতিঃ।
দ্বিগুণেন গুড়েনৈব মোদকং পরিকল্পয়েৎ॥
শতত্রয়ং ষষ্ট্যধিকং প্রত্যহং ভোজনোপরি।
সুবিশুদ্ধশরীরস্তু শস্তে কালে শুভে দিনে॥

একৈকং কৃত্বা কালে ভক্ষয়েদ্বামৃতোপমম্।
জলং বা অনুপাতব্যং ভোজনং সর্ব্বকামিকম্॥
মাসে তু প্রথমে সর্ব্বান্ ব্যাধীংশ্চ নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
দ্বিতীয়ে পুষ্টিজননং তৃতীয়ে কনকপ্রভঃ॥
চতুর্থে শুক্রবহুলঃ পঞ্চমে তু মহামতিঃ।
ষষ্ঠে নাগসহস্রাণাং বলাদ্ দেবাতিরিচ্যতে॥
সপ্তমে বাজিবেগঃ স্যাদষ্টমে মন্ত্রসাধকঃ।
সর্ব্বজ্ঞো নবমে মাসি দশমে পবনোপমঃ॥
স্ত্রীজিদেকাদশে মাসে নাগ্নিনা দ্বাদশে দহেৎ।
বলীপলিতনির্ম্মুক্তো যুবকাদধিকো ভবেৎ॥
এবং সংবৎসরং যাবত্তঃ করোতি পুমানিহ।
বৎসরাণাং সহস্রাণি জীবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, মুথা, বিস্তাড়ক, বিড়ঙ্গ, বচ চূর্ণ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, শুণ্ঠী, পিপ্পল, মরিচ, পিপুলমূল, বালা, চিতামূল, দারুচিনি, এলাচি ও নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং উহাদের সকলের দ্বিগুণ গুড় একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ জলপান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া ইচ্ছানুসারে পান, ভোজন করা যায়। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রথমমাসে সর্ব্ববিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়, দ্বিতীয় মাসে পুষ্টিবর্দ্ধিত হয়, তৃতীয়মাসে স্বর্ণের ন্যায় প্রভা হয়, চতুর্থমাসে শুক্রাধিক্য জন্মে, পঞ্চমমাসে মহামতি হয়, ষষ্ঠমাসে হস্তীর ন্যায় বল হয়, সপ্তমমাসে অশ্বের ন্যায় রতিশক্তি হয়, অষ্টমমাসে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, নবমমাসে সর্ব্বজ্ঞ হয়, দশমমাসে পবনের ন্যায় গতি হয়, একাদশ মাসে রমণ দ্বারা নারীকে পরাজয় করে, দ্বাদশমাসে অগ্নির ন্যায় তেজ বৃদ্ধি পায় এবং এক বৎসর পরে বলীপলিত বিনষ্ট হইয়া দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

শর্করালেহঃ।

কাথে মধুরবর্গস্য প্রস্থে প্রস্থে তথৈব চ।
পঞ্চমূলাস্তৃণাখ্যায়াঃ সিতাপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
দত্ত্বার্দ্ধ কুড়বং সর্পির্নারিকেলজলস্য চ।
প্রস্থত্রয়ং বিনিক্ষিপ্য দৃঢ়ে পাত্রে শনৈঃ শনৈঃ॥
সিদ্ধেঽবতারিতে শীতে চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুস্তৈলা পত্রধন্যাকজীরকানাং গুড়ত্বচঃ॥
কারব্যা বংশজায়াশ্চ রোচনায়াস্তথৈব চ।
শাণদ্বয়মিদং কৃত্বা প্রত্যেকং কেশরস্য চ॥
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী পথ্যভুক্ মাত্রয়া নরঃ।
সর্ব্বরোগান্ নাশয়তি শর্করালেহ উত্তমঃ॥

ইতি রসায়নাধিকারঃ।

মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ /৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের কাথ /৪ সের, চিনি /২ সের, ঘৃত /৷৷৹ সের এবং নারিকেলের জল ৷২ সের, একত্র পাক করিয়া ঘন হইলে মুথা, এলাচি, তেজপত্র, ধনে, জীরক, দারুচিনি, মৌরী, বংশলোচন, গোরোচনা ও নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উচিত মাত্রায় সেবন করিলে পিত্তরোগ ও বাতজরোগাদি বিনষ্ট হয়।

ইতি রসায়নাধিকার সমাপ্ত।

নাভিমূলে ভবেচ্ছূলং নিদ্রালস্যং জ্বরোঽরুচিঃ।
জাড্যং মলগ্রহো দাহো রসাজীর্ণে ভবেন্নৃণাম্॥
রসাজীর্ণমিতি জ্ঞাত্বা ততঃ কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াম্।
দিনত্রয়ং প্রযত্নেন ক্রিয়মাণে রসায়নে॥
কর্কোটী কন্দসম্ভূতং কষায়ং ত্রিদিনং পিবেৎ।
রসাজীর্ণে পিবেদ্বাপি গোজলং রুচকান্বিতম্॥
বিশ্বসৈন্ধবসংযুক্তং মাতুলুঙ্গস্য মূলকম্।
অঙ্গিনান্নাগকল্কেন ভুক্তো যদি ভবেদ্রসঃ॥
নাগদোষ বিশুদ্ধ্যর্থং গোমূত্রেণ সমন্বিতম্।
পটুযুক্তং পিবেন্মূলং কারবেল্ল্যা ভবং তথা॥
এবাং নাগভবো দোষো নাশমায়াতি নিশ্চিতম্।
বন্ধ্যা কর্কোটকপুষ্পং গরুড়ী চ ততঃ পরম্॥
অসামান্যতমং মূলং ক্ষিপ্ত্বা গোজলমধ্যতঃ।
অত্যম্ল কটুতিক্তৈশ্চ সূতঃ স্রবতি সেবিতৈঃ॥
অত্যম্ললবণাহারৈর্মন্দবীর্য্যো ভবেদ্রসঃ।
সততং বর্জ্জয়েদেকাহারশ্চ রসসেবকঃ।
নশ্যত্যগ্নিরনাহারাৎ সূতোনৈব ক্রমেস্তনৌ॥
রোগশান্তিং তথা কর্ত্তুং নৈব শক্নোতি পারদঃ।
বিচিত্রৈর্ভোজনৈস্তস্মাৎ রসং সমুপবৃংহয়েৎ॥
নিষিদ্ধং বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং রসসেবাবিধৌ নরঃ।
রসস্রাবকরং বর্জ্জ্যং ভোজনে চাতিযত্নতঃ॥
অগ্নিমান্দ্যকরং তদ্বদ্বর্জ্জ্যঞ্চাপি প্রযত্নতঃ॥

নাভিশূল, নিদ্রা, আলস্য, জ্বর, অরুচি, জড়তা, মলবন্ধ ও দাহ, এই সকল লক্ষণ জন্মিলে রসাজীর্ণ বলিয়া জানিবে এই রসাজীর্ণ-

.রাগ উৎপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। কাঁক-.রালমূলের কাথ তিন দিবস পান করিলে অথবা সচললবণ সহযোগে গোমূত্র পান করিলে রসাজীর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। শুণ্ঠী চূর্ণ সৈন্ধবচূর্ণ ও ছোলঙ্গনেবুর কেশর একত্র করিয়া সেবন করিলেও রসাজীর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। মানবগণ নাগদোষসংযুক্ত পারদ সেবন করিলে উক্ত নাগদোষ শোধনার্থ সৈন্ধবলবণ চূর্ণ ও করোলা উচ্ছের মূল চূর্ণসহ গোমূত্র সেবন করিবে, ইহাদ্বারা নাগদোষ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। বন-কাঁকরোলের পুষ্প ও গরুড়ীলতার মূল অল্পমাত্রায় গোমূত্রসহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে নাগদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত অম্ল, কটু ও তিক্তদ্রব্য সেবন দ্বারা পারদ স্রাব হইয়া যায় এবং অত্যধিক অম্ল ও লবণসহযোগে আহার করিলে পারদের বীর্য্য কমিয়া যায়। রসসেবক ব্যক্তি সর্ব্বদা একরকম আহার পরিত্যাগ করিবে। এবং একবারে আদৌ আহার না করিলে জঠরাগ্নি বিনষ্ট হওয়ায় পারদ স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে না পারিয়া রোগ বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় না, একারণ বিবিধ আহার দ্বারা পারদকে সর্ব্বদা সতেজ রাখিবে। পারদ সেবনকারী ব্যক্তি রসসেবনবিধিতে নিষিদ্ধ বিষয় সকল সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিবে। এবং আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে রসস্রাবক দ্রব্য ও অগ্নিমান্দ্যজনক দ্রব্য সকল পরিত্যাগ করিবে।

রসোপদ্রবশমনম্।

বলীপলিত নির্ম্মুক্তো মৃত্যুহীনো ভবেন্নরঃ॥
জায়তে মন্মথাকারো নরোঽপি প্রমদারতঃ।
রসায়নে হি নির্দ্দিষ্টং প্রায়শো রসসেবনে॥
বুদ্ধি প্রজাবলং কান্তিং প্রভাবেণ যথা বহ্নিঃ।
নৌষধং পারদাদন্যৎ দেবঃ কেশবাৎ পরঃ।
আরোগ্যং লঘুতা সৌখ্যং রুচিশ্চৈবানজীর্ণতা।

ন বৈদ্যাদপরো বন্ধুর্ন দানাদপরো বিধিঃ॥
রোগনাশশ্চ বৃষ্যশ্চ সততং রসসেবনাৎ॥

বিধিপূর্ব্বক পারদ সেবন করিলে, বলীপলিত বিনষ্ট হয়, মৃত্যু হয় না, মন্মথের ন্যায় দেহ হয় এবং নারীসহবাসে সক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। এবং উহাতে বুদ্ধি, সন্তান, বল ও কান্তি বৃদ্ধি পায়। যেমন কেশব অপেক্ষা দেবতা নাই, বৈদ্য অপেক্ষা বন্ধু নাই, তদ্রূপ পারদ অপেক্ষা আর ঔষধ নাই। অপিচ উহাতে আরোগ্য, শরীরেব লঘুতা ও সৌষ্ঠব, রুচি, গুরুপাকী অন্নের পরিপাক, রোগ বিনাশ ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

ইতি রসোপদ্রব চিকিৎসা।

অথ বাজীকরণমাহ।

বাতাদিকুণপং গ্রন্থি ক্ষীণপূযমলাহ্বয়ম্।
প্রজাসমর্থং রেতোস্রং স্বলিঙ্গৈর্দোষজং বদেৎ॥
রক্তেন কুণপং শ্লেষ্মবাতাভ্যাং গ্রন্থিসম্ভবম্।
পূযাভং রক্তপিত্তাভ্যাং ক্ষীণং মারুতপিত্ততঃ॥
কৃচ্ছ্রাণ্যেতানি সাধ্যানি ত্রিদোষং মূত্রবিট্‌নিভম্।
তে স্বাভ্যান্ শুক্রদোষাংস্তান্ স্নেহস্বেদাদিভির্জ্জবেৎ॥

পুরুষদিগের শুক্র ও নারীদিগের আর্ত্তব বাতাদি দ্বারা সংদূষিত হইয়া কুণপ, ক্ষীণ, গ্রন্থি, পূযাভ ও মলাভ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রক্তকর্ত্তৃক কুণপ, শ্লেষ্মবাত দ্বারা গ্রন্থি, রক্তপিত্ত দ্বারা পূযাভ বায়ুপিত্ত প্রযুক্ত ক্ষীণ এবং ত্রিদোষ দ্বারা মূত্র ও বিষ্ঠা সদৃশ মলাভ হয়। ত্রিদোষজ ব্যতীত অন্যান্য কয়েক প্রকার শুক্রদোষ স্নেহ স্বেদাদি

দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রিদোষ জন্য শুক্র ও আর্ত্তব দোষ আরোগ্য হওয়া দুরূহ।

পিপ্পলী লবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদা-শতম্॥
বস্তাণ্ড সিদ্ধে পয়সি ভাবিতানসকৃত্তিলান্।
যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ॥
চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুহৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতম্।
সর্পিঃ ক্ষৌদ্রযুতো লীঢ়্বা দশগচ্ছেন্নরোঽঙ্গনাঃ॥
ভূমিকুষ্মাণ্ডমূলচূর্ণ মস্যৈবমূলরসেন
ভাবিতং রাত্রৌ লেহ্যম্।
এব মামলকচূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতম্॥
শর্করা মধুসর্পিভ্যাং যুক্তং লীঢ়্বা পয়ঃ পিবেৎ।
এতেনাশীতিবর্ষোঽপি যুবেব পরিহৃষ্যতি॥
বিদারীকন্দকল্কন্তু ঘৃতেন পয়সা নরঃ।
উডুম্বরসমং পীত্বা বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
গোক্ষুরকঃ ক্ষুরকঃ শতমূলী
বানরী নাগবলাঽতিবলানাম্।
চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং
যস্য গৃহে প্রমদা শতমস্তি॥

পিপুল ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে ছাগলের কোষদ্বয় ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পাক পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে শতনারী গমনে সক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। ছাগাণ্ডসিদ্ধ দুগ্ধদ্বারা পুনঃপুনঃ ভাবিত তিল ভক্ষণ করিলে শতস্ত্রী সহবাসে সক্ষমতা জন্মে। ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ করিয়া উহার রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে ১০টি কামিনীকে

সঙ্গম করিতে শক্তি জন্মে। ভুঁইকুমড়ার মূল চূর্ণ করিয়া উহার মূলের রসে ভাবনা দিয়া রাত্রিতে শর্করা, ঘৃত ও মধু সহযোগে লেহন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিলে অথবা আমলকীচূর্ণ আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া শর্করা, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিলে ৮০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিও যুবার ন্যায় হৃষ্ট হয়। ভুঁইকুমড়ার মূল বাটিয়া ঘৃত ও দুগ্ধসহ সেবন করিলে বৃদ্ধব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয়। গোক্ষুর, কুলেখাড়া, শতমূলী, আলকুশী গোরখচাউলা ও শ্বেতবেড়েলা, চূর্ণ করিয়া দুগ্ধসহ রাত্রিতে পান করিলে শতস্ত্রী গমনে ক্ষমতা জন্মে।

নরসিংহচূর্ণম্।

শতাবর্য্যা রজঃ প্রস্থং প্রস্থং গোক্ষুরকস্য চ।
বারাহ্যা বিংশতিপলং গুড়ূচ্যাঃ পঞ্চবিংশতিম্।
ভল্লাতকানাং দ্বাত্রিংশৎ চিত্রকস্য দশৈবতু।
তিলানাং শোধিতানাঞ্চ প্রস্থং দত্বাৎ সুচূর্ণিতম্॥
ত্র্যাষণস্য পলান্যষ্টৌ শর্করায়াস্ত্র সপ্তভিঃ।
মাক্ষিকং শর্করার্দ্ধেন মাক্ষিকার্দ্ধেন বৈ ঘৃতম্॥
শতাবরীসমং দেয়ং বিদারীকন্দজং রজঃ।
এতদেকীকৃতং চূর্ণং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
পলার্দ্ধমুপযুঞ্জীত যথেষ্টঞ্চাস্য ভোজনম্।
মাসৈকমুপযোগেন জরাং হন্তি রুজামপি॥

শতাবরীচূর্ণ ৴২ সের, গোক্ষুরচূর্ণ ৴২ সের, চর্ম্মালুচূর্ণ ২০ পল, গুলঞ্চচূর্ণ ২৫ পল, ভেলাবীজ চূর্ণ ৩২ পল, চিতামূলচূর্ণ ১০ পল, শোধিত তিলচূর্ণ ৴২ সের, ত্রিকটুচূর্ণ ৴১ সের, চিনি ৭ পল, মধু ৩৷৷ পল, ঘৃত ১৪ তোলা ও ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ৴২ সের, এই সকল দ্রব্য

একত্র করিয়া একটি স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিলে ১ মাসের মধ্যে জরাদি বিনষ্ট হয়।

শতাবরী ঘৃতম্।

ঘৃতং শতাবরী গর্ভং ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
শর্করা পিপ্পলী ক্ষৌদ্রযুক্তং তদ্বৃষ্য মুচ্যতে॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১/ মণ, এবং কল্কার্থ শতাবরীচূর্ণ /১ সের, এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক শর্করা, পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে অত্যন্ত বীর্য্য বৃদ্ধি পায়।

যৎকিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু।
হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্বৃষ্যমুচ্যতে॥
যদি মাসাদ্রসং শুক্রং উগ্রং বত নিরর্থকম্।
প্রায়শ্চ্যোতয়েৎ হি শুক্রং শষ্যান্যত্র করোতি তৎ॥
নরোবীর্য্যকরান্ রোগান্ সম্যক্ শুদ্ধো নিরাময়ঃ।
আসপ্ততিং প্রকুর্ব্বীত বর্ষাদূর্দ্ধঞ্চ ষোড়শাৎ॥
নতু বৈ ষোড়শাদ্বর্ষাৎ সপ্ততেঃ পরতো ন চ।
আয়ুঃকামো নরঃ স্ত্রীভিঃ সংযোগং কর্ত্তুমর্হতি॥
কল্যাণোদগ্র বয়সো বাজীকরণসেবিতঃ।
সর্ব্বেষু ঋতুষু বহু ব্যবায়ো হি নিবারিতঃ॥
আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্ব্বর্ণবলান্বিতাঃ।
স্থিরোপচিতমাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ॥
ত্রিভিস্ত্রিভিরহোভিশ্চ সেবেত প্রমদাময়ঃ।
সর্ব্বেষু ঋতুষু গ্রীষ্মে পক্ষাৎ পক্ষাৎ ব্রজেদ্বধঃ॥

যোগান্ সংসেব্য বৃষ্যান্ সসিতমথ পয়ঃ শীতলং চাম্বু পীত্বা
গচ্ছেন্নারীং সুরূপাং স্মরশতবলাং কামুকঃ কামমাপ্তে ।
যামে হৃষ্টপ্রহৃষ্টাং ব্যপগতসুরতঃ সংস্বপেন্নিত্যানিত্যাম্ ।
কান্তঃ কান্তাঙ্গসঙ্গাদপহৃতনরো ধাতুবৈষম্যমেতি ॥
গ্লানিঃ কম্পোরুদৌর্ব্বল্যং ধাত্বিন্দ্রিয় বলক্ষয়ঃ ।
ক্ষয় বৃদ্ধ্যুপদংশাদ্যা রোগাশ্চাতীব দুর্জ্জয়াঃ ॥
অনেন মরণঞ্চ স্যাত্তজ্জতঃ স্ত্রিয়মন্যথা ।
শোষকাসজ্বরার্শাংসি শ্বাসকাসাতিপাণ্ডুতা ॥
অতি ব্যবায়াজ্জায়ন্তে রোগাশ্চাক্ষেপকাদয়ঃ ॥
অসেবনান্মেহ মেদো গ্রন্থিরগ্নেশ্চ মার্দ্দবম্ ।
ত্যজেৎ পূজ্যশুচিস্থানে লোকাধ্যক্ষঞ্চ মৈথুনম্ ॥
গ্লানিঃ কম্পোঽরুচিঃ সাদস্তদনুচ
কৃশতা ক্ষীণভাশ্চেন্দ্রিয়াণাম্ ॥
শ্বাসঃ শোষোপসঙ্গাজ্বর গুদজরুজা
ক্ষীণতাশ্চেন্দ্রিয়াণাম্ ।
জায়ন্তে দুর্নিবারঃ পবন পরিভবঃ ক্লীবতা লিঙ্গভঙ্গো
রম্যারম্যাভিযোগাৎ ভজত ইব সদা
বাজিকর্ম্মাচ্যুতস্য ।
তোয়াঙ্গরাগ শিশিরাতপশীত বাতাঃ
তাম্বূল সোমকর শীতরসেক্ষু ভক্ষ্যাঃ ।
স্নানঞ্চ দুগ্ধ মধুযুগ্ফলানি নিদ্রা
সেব্যানি কামুকজনৈঃ সুরতাবসানে ॥

যে সকল দ্রব্য কিঞ্চিৎ, মধুর, তৃপ্তিকারক, বীর্য্যজনক, গুরুপাকী ও হর্ষজনক, সেই সকল দ্রব্যাদিকে বৃষ্য বলা যায়। মানবগণ মাসান্তর

অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শুক্র স্রাব করাইলে, তদ্দারা বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুদ্ধ ও নিরাময় ব্যক্তিগণ ১৬ হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী সহবাস করিবে। কদাচ ১৬ পর্য্যন্ত এবং ৭০ সত্তর বৎসর বয়সের অধিক কাল স্ত্রী সঙ্গম করিবে না। কোন ঋতুকালেও অধিক স্ত্রী সহবাস কর্ত্তব্য নহে। আয়ুষ্মান্, জরাহীন, সুন্দর দেহ বর্ণ ও রূপযুক্ত ও বলপরিপুষ্ট ব্যক্তি প্রতি ঋতুতে ৩ দিন অন্তর এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে ১৫ দিবস অন্তর স্ত্রী সহবাস করিবে। বীর্য্যজনক ঔষধ সেবন পূর্ব্বক চিনিসহ দুগ্ধ ও জল পান করিলে শত স্ত্রীতে উপগত হওয়া যায়। অত্যন্ত মৈথুন দ্বারা গ্লানি, কম্প, উরু দৌর্ব্বল্য, ধাতু ও ইন্দ্রিয়ের বলক্ষয়, যক্ষ্মা, উপদংশ শোষ, কাস, জ্বর, অর্শ, শ্বাস পাণ্ডু ও আক্ষেপাদি রোগ জন্মে। আদৌ মৈথুন না করিলে মেহ, মেদবৃদ্ধি, গ্রন্থি ও অগ্নিমান্দ্য রোগ জন্মে। পূজ্য ও শুচি স্থানে স্ত্রীসহবাস করিলে গ্লানি, কম্প, অরুচি, অবসাদ, কৃশতা, শোষ, শ্বাস, গরমি, অর্শঃ, ধাতুক্ষীণ, ক্লীবতা ও ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিয়া থাকে। জল, অঙ্গরাগ, শিশির, আতপ, শীতল বাতাস, তাম্বূল, চন্দ্রকিরণ, শীতল দ্রব্য, ইক্ষুরস, ইক্ষুরসজাত দ্রব্যসকল, দুগ্ধ, মধু, সুপারীফল ও নিদ্রা, এই সকল মৈথুনান্তে অতীব হিতকারক।

শ্রীমন্মদনমোদকঃ।

ত্রৈলোক্যবিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃতভর্জ্জিতম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠসৈন্ধবধান্যকম্॥
শটী তালীশপত্রঞ্চ কট্‌ফলং নাগকেশরম্।
যমানি চাজমোদা চ যষ্টীমধুকমেবচ॥
মেথী জীরকযুগ্মঞ্চ গৃহীত্বা ভর্জ্জিতং কিয়ৎ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তদৌষধম্॥
তাবদেব সিতা দেয়া যাবদায়াতি বন্ধনম্।
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ॥

ত্রিসুগন্ধি সমাযুক্তং কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ।
স্থাপয়েন্মৃতভাণ্ডে তু শ্রীমন্মদনমোদকম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বাতশ্লেষ্ম বিনাশনম্।

বীজসহ ঘৃত ভর্জ্জিত সিদ্ধিপত্র, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, সৈন্ধবলবণ, ধনে, শটী, তালীশপত্র কট্‌ফল, নাগকেশর, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, মেথী ও ভর্জ্জিত সাজীরা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ সকলের সমান চিনি, দারু চিনি, তেজপত্র ও ছোট এলাচিচূর্ণ ও কর্পূর প্রত্যেকে একভাগ এবং উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধু লইয়া একত্র মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক দুগ্ধ সহ সেবন করিলে কাসাদি বিনষ্ট হয়।

মহামদনমোদকঃ।

ত্রৈলোক্যবিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃত-ভর্জ্জিতম্।
সমে শীতাতপে লেপশ্চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্॥
শতাবরীরজশ্চৈব বিদারীকন্দজং রজঃ॥
বলাতিবলয়োশ্চৈব মূল বল্কলজং রজঃ।
গোক্ষুর ক্ষুরয়োর্বীজাদ্রজোবানরীবীজতঃ।
এতদেকীকৃতং যাবচ্ছতাবর্য্যাদিকং রজঃ॥
তস্মাচ্চতুর্গুণং কার্য্যং ত্রৈলোক্যবিজয়া রজঃ।
পয়সাথ সমে তস্মিন্ গোলয়েচ্চূর্ণসঞ্চয়ম্॥
গোলয়িত্বা সিতাঞ্চৈব শক্রচূর্ণাচ্চতুর্গুণাম্॥
পচেদবহিতো বৈদ্যো মন্দমন্দেন বহ্নিনা।
ততঃ পাকক্রমং দৃষ্ট্বা ভৃষ্ট্বাচৈবাঽসিতং তিলম্॥
বুদ্ধ্বাবতারিতং দদ্যান্মোদকার্থং ভিষগ্বরঃ।
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ সৈন্ধবং সধনীয়কম্॥

জাতীকোষফলঞ্চৈব বালকং জীরকদ্বয়ম্।
শটী কুন্দুরুখোটিশ্চ মুস্তা মধুরিকা মুরা॥
মাংসী তালীশপত্রঞ্চ পত্রং বারেন্দ্রমেবচ।
গ্রন্থিপর্ণং শিবা চৈব তথৈব শতপুষ্পিকা॥
চবিকা দেবদারুশ্চ সপ্রিয়ঙ্গু লবঙ্গকম্।
সরলঃ শৈলজশ্চৈব সর্ব্বমেতদ্বিচূর্ণয়েৎ॥
অত্র ঘট্টালনে যুক্তং দ্রব্যং তদ্গন্ধবৃদ্ধয়ে।
ঢালয়িত্বা কৃতং চূর্ণং শক্রচূর্ণস্য পাদিকম্।
সৈন্ধবং স্বাদুতাযোগ্যং দেয়ং কটুকমেব চ॥
তত্র সুমিলিতং কুর্য্যান্মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ভূয়স্ত্রিজাতকে চূর্ণে চূর্ণে ত্র্যূষণজে তথা॥
লোঢ়য়েন্মোদকানেতান্ সিদ্ধার্থানথসিদ্ধয়ে।
কাঞ্চনে রাজতে পাত্রে কাংস্যে সম্পুটকে ন্যসেৎ।
রজস্ত্রিজাতানাস্তীর্য্য কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় মহামদনমোদকম্।

শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, গোরকচাউলা, গোক্ষুর, কুলেখাড়া ও আলকুশীবীজ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে একভাগ ঘৃতভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধি চূর্ণ ২৮ ভাগ, দুগ্ধ সমভাগ এবং চিনি সিদ্ধিচূর্ণের ৪ গুণ, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন ভাজা কৃষ্ণতিল, ত্রিকটু, ত্রিসুগন্ধি, সৈন্ধব, ধনে, জৈত্রী, জাতীফল, বালা, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, কুন্দুরুখোটী, মৌরী, মুথা, মুরামাংসী, তালীশপত্র, তেজপত্র, বেড়েলা, হরীতকী, শলুকা, চই, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে একটা পাত্রে ঢালিয়া তাহাতে সিকি পরিমাণে সিদ্ধিচূর্ণ আস্বাদযোগ্য সৈন্ধবচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় ত্রিকটুচূর্ণ

এবং যথাযোগ্য পরিমাণে ত্রিজাতকচূর্ণ ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক দুগ্ধাদি অনুপান সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কাস ও শূলাদি বিনষ্ট হয়।

শতাবরীমোদকঃ।

শতাবর্য্যাঃ শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা।
মর্কটী ক্ষুদ্রবীজঞ্চ বিদারী কন্দজং রজঃ॥
এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ।
চূর্ণাচ্চতুর্গুণং দেয়ং ত্রৈলোক্যবিজয়া রজঃ।
সর্ব্বমেকীকৃতং যাবত্তদর্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ।
তাবন্মাত্রেণ দাতব্যং শতাবর্য্যা রসস্তথা॥
বিদার্য্যাঃ স্বরসপ্রস্থং সিতা পলশতং ন্যসেৎ।
গোলয়িত্বা সিতান্ দত্বা পাত্রে তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥
পচেৎ পাকবিধিজ্ঞোঽপি মোদকঃ পরমো হিতঃ।
ত্র্যূষণং ত্রিফলা শৃঙ্গী ত্রিজাতং সৈন্ধবং শটী॥
ধান্যকং বালকং মুস্তং দ্বিজীরং কুন্দুকর্পূরা।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী দ্রাক্ষাত্বগা মৃগাণ্ডজম্॥
জাতীকোলফলং মাংসী তালাঙ্কুর কশেরুকম্।
শতপুষ্পা চবীদারু গ্রন্থিকং সলবঙ্গকম্॥
কুষ্ঠং যমানিকা চাজগুপ্তা কট্ফল মেথিকা।
মধুরী কাচমধুকং তালীশং বরখর্জ্জুরম্॥
টঙ্কণঞ্চ বিচূর্ণ্যাথ প্রত্যেকং কোলসংমিতম্।
চূর্ণার্দ্ধং শোধিতং গন্ধং গন্ধপাদাংশ পারদম্॥
কজ্জলীকৃত্য দত্বা তং লোড়য়েৎত্রিসুগন্ধিনা।
যথাশক্ত্যা মোদকঞ্চ কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥

উদ্ধৃত্য স্নিগ্ধভাণ্ডে তৎ প্রস্থাপ্য চ ভিষগ্বরৈঃ।
শিবং সম্পূজ্য সগণং ধন্বন্তরিমুনিস্তথা॥
কোলপ্রমাণং কর্ত্তব্যং ক্ষীরঞ্চানু পিবেন্নরঃ।
প্রাতর্ভোজনকালে বা সায়ংকালেঽপি ভক্ষয়েৎ॥
প্রমদাশতঞ্চ ভজতে ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে চাজিকর্ম্মসু॥
শতাবরীমোদকঞ্চ বাসুদেবেন নির্ম্মিতম্॥

শতাবরী, গোক্ষুর, বেড়েলা গোরক্ষচাউলা, আলকুশী, মাষাবরীজ ও ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, ইহাদের চতুর্গুণ সিদ্ধিবীজচূর্ণ, এই সকল চূর্ণ দ্রব্যের অর্দ্ধেক মাহিষদুগ্ধ ও শতাবরীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের ও চিনি ।২॥ সের একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিয়া ঘন হইলে, উহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিজাতক, সৈন্ধব, শটী ধনে, বালা, মুথা, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, কুন্দুরুখোটী, মুরামাংসী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, মৃগনাভি, জাতীফল, জৈত্রী, জটামাংসী তালের আঁটির শাঁস, কেশুর, শলুকা, চই, দেবদারু, গেঠেলা, লবঙ্গ, কুড়, যমানী, আলকুশীবীজ, কট্‌ফল, মেথী, মৌরী, কাচ, যষ্টিমধু, তালীশপত্র, পিণ্ডখেজুর ও সোহাগার খৈ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে একতোলা, চূর্ণ দ্রব্য সকলের অর্দ্ধেক শোধিত গন্ধক এবং গন্ধকের সিকি পারদ দ্বারা প্রস্তুত কজ্জলী এবং যথামাত্রায় ত্রিসুগন্ধি ও কর্পূরচূর্ণ মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক দুগ্ধানুপান সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কাস, প্লীহাদি বিনষ্ট হয়।

শতাবরীমোদকঃ।

(প্রকারান্তরম্)

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা।
মর্কটীকুরবীজঞ্চ বিদারীকন্দজং রজঃ॥

এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ।
চূর্ণাচ্চতুর্গুণঞ্চৈব ত্রৈলোক্যবিজয়া রজঃ॥
এতদেকীকৃতং যাবৎ তদৰ্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ।
তাবন্মাত্রেণ দাতব্যং শতাবর্য্যারসস্তথা॥
বিদার্য্যাঃ স্বরসং প্রস্থং সিতা পলশতদ্বয়ম্।
গোলয়িত্বা সিতাঞ্চৈব পাত্রে তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥
পাচয়েৎ পাকবিধেজ্ঞো মোদকঃ পরমো হিতঃ।
ত্র্যষণং ত্রিফলা শৃঙ্গী ত্রিজাতং সৈন্ধবং শটী॥
ধন্যাকং বালকং মুস্তং দ্বিজীরং কুন্দুকর্ম্মুরা।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী কস্তুরী মৃদ্বিকা তুগা॥
জাতীকোষফলং মাংসীপত্রং বারেন্দ্র গ্রন্থিকম্।
শতপুষ্পা চবী দারু প্রিয়ঙ্গু সলবঙ্গকম্॥
সরলং শৈলজং কুষ্ঠং জাতীপুষ্পং যমানিকাম্।
কট্‌ফলং কেশরং মেথী মধুকং দেবতাড়কম্।
মিষী তালীশপত্রঞ্চ খর্জ্জুরং রসগন্ধকম্।
তগরং চন্দনং ক্ষারং প্রত্যেকং কোলসংমিতম্॥
ত্রিসুগন্ধিসমাযুক্তং কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ।
শিবং সংপূজ্য সগণং ধন্বন্তরিং যথাপরম্॥
কোলপ্রমাণং কর্ত্তব্যং ক্ষীরঞ্চাপি পিবেন্নরঃ।
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েচ্চ বিচক্ষণঃ॥
প্রমদাশতং রমতে নচ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ।

শতাবরী, গোক্ষুরবীজ, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়ারবীজ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, সিদ্ধিচূর্ণ ২৮ পল, চিনি ২০ পল, মাহিষদুগ্ধ, শতাবরীর স্বরস ও ভূমি-

কুষ্মাণ্ডের স্বরস প্রত্যেকে ৩২ পল, এই সকল দ্রব্য তাম্রপাত্রে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিজাতক, সৈন্ধব, শটী, ধনে, বালা, মুথা, সাজীরা, কৃষ্ণজীরা, কুন্দুরুখোটী, মুরামাংসী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কস্তুরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, চৈত্রী, জাতীফল, জটামাংসী, বায়েন্দ্রপত্র, গেঠেলা, শলুফা, চই, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, কুড়, জাতীফল, যমানি, কট্‌ফল, নাগকেশর, যষ্টিমধু, মেথী, দেতাড়া, মৌরী, তালীশপত্র, পিণ্ডখেজুর, পারদ, গন্ধক, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন ও সাচিক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এবং ত্রিকটু, ত্রিজাতক ও কর্পূর যথামাত্রায় দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কাসাদি নষ্ট হয়।

রতিবল্লভোমোদকঃ।

শক্রাশনস্য বীজানি চূর্ণিতানি পলাষ্টকম্।
কুড়বং হবিষশ্চৈব খণ্ডপ্রস্থং প্রগৃহ্য চ ॥
শতপুত্রী রসপ্রস্থং প্রস্থং শক্রাশনস্য চ।
গব্যমাজ্যা পয়ঃ প্রস্থং দত্বা প্রস্থদ্বয়ং পচেৎ ॥
ধাত্রী দ্বিজীরকপ্রস্থং ত্বগেলাপত্র কেশরম্।
অতিবলা চাত্মগুপ্তা তালাঙ্কুর কশেরুকম্।
শৃঙ্গাটকং ত্রিকটুকং ধন্যাকং চিত্রকং তথা।
পথ্যা দ্রাক্ষা চ কাকোল্যৌ খর্জ্জুরস্তবকস্তথা ॥
কটুকা মধুকং কুষ্ঠং লবঙ্গং সারসৈন্ধবম্।
যবানিকা চাজমোদা জীবন্তী গজপিপ্পলী ॥
প্রত্যেকং কর্ষমেকঞ্চ চূর্ণিতানি শুভানি চ।
মধুনঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ পাকশেষে তথা ক্ষিপেৎ ॥

মৃগাণ্ডজং সকর্পূরং যথালাভং বিনিঃক্ষিপেৎ।
রতিবল্লভনামায়ং সেব্যমানো রসায়নঃ॥

সিদ্ধিচূর্ণ /১ সের, ঘৃত /১ সের, চিনি /২ সের, শতাবরীর রস /৮ সের, সিদ্ধির কাথ /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, আমলকীর কাথ /৪ সের, এবং দ্বিবিধ জীরার কাথ /৪ সের, এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া যখন ঘন হইবে, তখন দারুচিনি, ছোট এলাচি, তেজপত্র, নাগ-কেশর, গোবকচাউলা, আলকুশী, তালের আঁটির শাঁস, কেশুর, পাণীফল শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, ধনে, রক্তচিতা, হরীতকী, দাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, পিণ্ডখেজুর, কটকী, কুড, যষ্টিমধু, লবঙ্গ, বক্তক্ষার, সৈন্ধব যোয়ান, বনযোয়ান, জীবন্তী ও গজপিপুল, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, মধু /১ সের এবং মৃগনাভি ও কর্পূর যথামাত্রায় সুগন্ধার্থে উহার সহিত মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্তাদি বিনষ্ট হয়।

মহা রতিবল্লভোমোদকঃ।

সমূলপত্রশাখায়াস্তুল্যং শক্রাশনস্য চ।
সংক্ষুণ্ণোদূখলে ছিত্বাহপাং দ্রোণে হি তথা চ বৈ॥
কাথং পাদাবশিষ্টস্তু বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ।
ক্ষীরপ্রস্থং সমাদায় খণ্ডস্যার্দ্ধশতং ন্যসেৎ॥
শতাবরী রসস্যাষ্টৌ পিপ্পল্যাঃ কুড়বস্তথা।
সর্ব্বমেতৎ সমালোড্য ঘৃতপ্রস্থেন মেলয়েৎ॥
ঔষধানাং ততশ্চূর্ণং দাপয়েৎ পলিকং পৃথক্।
ত্রিকটু ত্রিফলা চব্য মেলা ত্বক্ পত্রকেশরম্॥
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং ধান্যকাজাজী মেথিকা।
কুষ্ঠাব্দ রেণুকা ব্যোষ ভার্গী তালীশ-কেশরম্॥

তালমূলী ত্রিবৃদ্দন্তী শ্রেয়সী হিঙ্গু পৌষ্করম্।
লবঙ্গ জাতিকোষঞ্চ যমানী কারবী তথা॥
শুভা জাতীফলং চন্দ্রং শৃঙ্গীচৈব বিদারিকা।
অষ্টবর্গঞ্চ কাকোলং শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ॥
গুড়বদ্বিপচেদ্বৈদ্যো মোদকং কারয়েত্ততঃ।
অক্ষমাত্রঞ্চ ভক্ষ্যৈকং শীতলং পায়য়েজ্জলম্॥
নাশয়েচ্ছুক্রদোষঞ্চ ষণ্ডঞ্চৈবাতিদারুণম্।
শ্রীকরং লাঘবকরং মেধা বুদ্ধিপ্রবর্দ্ধনম্।

মূল ও পত্র শাখাসমেত সিদ্ধি।২॥ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ।৬ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, চিনি /৬॥, শতাবরীর রস /২ সের, পিপুলের কাথ /১ সের এবং ঘৃত /৪ সের, এই সকল পাক করিয়া ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ছোট এলাচি, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, রক্তচিতা, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, মেথী, কুড়, মুথা, রেণুকা, ত্রিকটু, বামনহাটী, তালীশপত্র, নাগকেশর, তালমূলী, তেউড়ী, দন্তী, গজপিপুল, হিং, পুষ্করমূল, লবঙ্গ, জৈত্রী, যমানী, যৌরী, পিপুল, জায়ফল, কর্পূর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অষ্টবর্গ ও কাঁকলা, এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা উহার সহিত মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

কামেশ্বরোমোদকঃ।

ধাত্রী সৈন্ধব কুষ্ঠ কট্ফলকণা
শুণ্ঠীযমানীদ্বয়ম্॥
যষ্টী জীরকযুগ্মধান্যক শটী
শৃঙ্গীযবাঃ কেশরম্।

তালীশং ত্রিসুগন্ধিকং সমরিচ
মেথীকারব্যন্বিতম্
চূর্ণীকৃত্য সমং মনাক্‌ফলযুতং
ভৃষ্টৈর্বশক্রাশনম্॥
সর্ব্বৈস্তুল্যমতঃ সিতাং সুবিমলাং
দত্ত্বা সমং সংক্ষিপেৎ
মাধ্বীকং সঘৃতং প্রশস্তদিবসে
কুর্য্যাচ্ছুভান্মোদকান্।
কর্পূরৈরবচূর্ণিতানপি হিতান্
দত্ত্বা চ ভৃষ্টান্ তিলান্
গোপ্যোহয়ং ক্ষিতিমণ্ডলেষু সুধিয়া
পাষণ্ডিনা মগ্রতঃ।
আধিব্যাধিহরং ক্ষয়ক্ষয়করং কুষ্ঠাপহং বৃংহণং
স্ত্রীণাং তোষকরং মুখদ্যুতিকরং
শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদম্॥

আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কট্‌ফল, পিপুল, শুণ্ঠী, যমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যব, নাগকেশর, তালীশপত্র, ছোট এলাচি, দারুচিনি, তেজপত্র, মরিচ ও মৌরী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, ভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ সকলের সমান এবং চিনি মধু ও ঘৃত সর্ব্বসমষ্টির তুল্য এবং গন্ধার্থ কর্পূর যথাযোগ্য মাত্রায় ও কৃষ্ণতিলচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় পাক পূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিবে। এই কামেশ্বর মোদক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারিত হয়।

মহাকামেশ্বরো মোদকঃ।

চূর্ণাংশং শোধিতঞ্চৈব গগনং শুদ্ধমারিতম্।
তদর্দ্ধং শুদ্ধলৌহঞ্চ লৌহার্দ্ধং বঙ্গভস্মকম্॥

জাতীকোষফলঞ্চৈব চূর্ণাংশং তত্র দাপয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলামুস্তং চাতুর্জ্জাতং সসৈন্ধবম্॥
শৃঙ্গী জীরকযুগ্মঞ্চ ধন্যাকং গ্রন্থিপর্ণকম্।
মাংসী শতাবরী কুষ্ঠং তুগাদ্রাক্ষা লবঙ্গকম্॥
শালপর্ণী চ কন্টি চ চিত্রকং কুন্দুরুর্মুরা।
পুনর্ণবাশ্বগন্ধাঙ্ঘ্রি পদ্মকং ক্ষুরবীজকম্॥
সিতা তিলঞ্চ ধন্যাকং মেথিকা হরিবালুকম্।
বলাতিবলয়োর্মূলং চব্যঞ্চ দেবদারু চ॥
যমানী শতপুষ্পা চ মর্কটীবীজ বিল্বকম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী তালাঙ্কুর কশেরুকম্॥
শৃঙ্গী লবণকঞ্চৈব কর্পূরং দেবতাড়কম্।
এতেষাং সমভাগানাং চূর্ণং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥
শোধিতং বিজয়াচূর্ণং সর্ব্বচূর্ণার্দ্ধসংযুতম্।
শর্করাং দ্বিগুণাং দত্বা মোদকং পরিকল্পয়েৎ॥
মধ্বাজ্যমিশ্রিতং কৃত্বা কর্ষমেকন্তু মোদকম্।
খাদেৎ প্রতিদিনঞ্চৈব সর্ব্বব্যাধি বিবর্জ্জিতম্॥
মহাকামেশ্বরো হ্যেষ মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ। ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, চাতুর্জ্জাতক, সৈন্ধব, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঠেলা, জটামাংসী, শতাবরী, কুড়, বংশলোচন, দ্রাক্ষা, লবঙ্গ, শালপাণি, কণ্টকারী, চিতা, কুন্দুরুখোটী, পুনর্ণবা, মুরামাংসী, অশ্বগন্ধার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, গোক্ষুরবীজ, চিনি, তিল, ধনে, মেথী, রেণুকা, বেড়েলা, গোক্ষুরচাকুলা, চই, দেবদারু, শলুফা, যমানী, আলকুশী, বেলশুঁঠ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, তালের আঁটির শাঁস, কেশুর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর ও দেতাড়া, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ

প্রত্যেকে সমান, চূর্ণ সমষ্টির চতুর্থাংশ অভ্র জায়ফল ও জৈত্রীচূর্ণ, অভ্রের অর্দ্ধেক লৌহ, লৌহের অর্দ্ধেক বঙ্গভস্ম ও সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ এবং উহাদের দ্বিগুণ চিনি একত্র পাক পূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই মহা কামেশ্বর মোদক উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

কামেশ্বরো মোদক।

(প্রকারান্তরম্।)

চূর্ণাংশং গগনং ঘনার্দ্ধবিমলং গন্ধঞ্চ গন্ধামৃতা।
মেথী-মোচরসো বিদারী মুষলী গোক্ষুরকং ক্ষুরকম্।
ভীরুশ্চৈব কশেরুকং যমানিকা তালাঙ্কুরং ধান্যকম্।
যষ্টী নাগবলা বলা মধুরিকা জাতীফলং সৈন্ধবম্॥
ভৃঙ্গীকর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকম্।
চাতুর্জ্জাতপুনর্ণবা গজকণা দ্রাক্ষা শটী কট্ফলম্।
শাল্মল্যঙ্ত্রি ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ।
চূর্ণার্দ্ধা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যমিশ্রং নয়েৎ॥
কর্ষার্দ্ধং গুড়কং নিধায় বিধিনা রাজা সদা সেবয়েৎ।
পেয়াক্ষীর সিতাবীর্য্যকরণে স্তম্ভোঽপ্যয়ং কামিনাম্।
বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদঃ সর্ব্বাঙ্গনাদ্রাবকঃ।
ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষয়ক্ষয়করো নানাময়ধ্বংসকঃ॥
কাসশ্বাস মহাতিসার শমনো মন্দানলদীপকো
দৃষ্টঃ সিদ্ধিকলো রসায়নবরঃ কামেশ্বরো দুর্ল্লভঃ॥

কুড়, গন্ধক, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী গোক্ষুর, কুলেখাড়া, শতাবরী, কেশুর, যমানী, তালের আঁটির শাঁস, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, মৌরী, জাতীফল, সৈন্ধব, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতা, চাতুর্জ্জাতক,

গজপিপ্পল, দ্রাক্ষা, শটী, কট্‌ফল, শীমূলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ, এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান, চূর্ণ- দ্রব্যের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ, অভ্রেব অর্দ্ধেক রৌপ্য মাক্ষিকচূর্ণ চূর্ণের সিকি অভ্র দিয়া মোদক পাক করিয়া লইবে, এই মোদক সেবন পূর্ব্বক দুগ্ধ ও চিনি অনুপান করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট এবং বুদ্ধি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

বৃহৎকামেশ্বরো মোদকঃ।

নিশ্চন্দ্রিকাভ্রং পলমাত্রভাগং
লোহস্য বঙ্গস্য তদর্দ্ধভাগম্।
জাতীফলং কোষফলঞ্চ জীরা
যমানিকা চাথ পলপ্রমাণম্॥
কর্ষং দ্বিভাগং ত্রিসুগন্ধি কুষ্ঠং
মাংসীমুরা কুন্দুরু দেবদারুঃ।
চাম্পেয় সিন্ধূদ্ভব বালচব্যং
সৌভাগ্যং যষ্টিমধু গ্রন্থিপর্ণম্॥
তালীশ কর্পূর লবঙ্গকান্তা
কাকোলিকাযুগ্ম কটুত্রিকঞ্চ।
শৈলেয় পদ্মং সরলং সপুষ্পং
হস্তীকণা বৎসক বীজধান্যম্॥
শৃঙ্গী শতাহ্বা ত্রিফলাথ মেথা
শ্যামাব্দকং কৃষ্ণতিলং কশেরুঃ।
শক্রাশনং তৎ সদৃশং বিভাগং
সিতা চ শুভ্রা দ্বিগুণা বিধেয়া॥
তৎ পাকবেত্তা বিধিবদ্বিধানং
লক্ষ্মাবিধাজ্যং মলয়াগরেণ।

মধ্বাজ্যমিশ্রং বটকপ্রমাণং
খাদেন্নরঃ কৌতুক মঙ্গলেন॥
সর্ব্বাময়ানাং শমনং বিধেয়ং
বিশেষতঃ সংগ্রহ-কোষ্ঠদোষম্॥

অভ্র ৮ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, জাতীফল, জৈত্রী, জীরা ও যমানী চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, ছোটএলাচি, দারুচিনি, তেজপত্র, কুড়, মুরামাংসী, কুন্দুরুগোটা, জটামাংসী, দেবদারু, স্বর্ণ, সৈন্ধব, বালা, চই, সোহাগার খৈ, যষ্টিমধু, গেঁঠেলা, তালীশপত্র, কর্পূর, লবঙ্গ, প্রিয়ঙ্গু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল, ইন্দ্রযব, ধনে, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, শলুফা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মেথী, শ্যামালতা, মুথা, কৃষ্ণতিল ও কেশুর প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ সকলের সমান এবং চিনি সকলের দ্বিগুণ এবং সুগন্ধার্থ দারুচিনি ও নাগ-কেশর দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

কামাগ্নিসন্দীপনো মোদকঃ।

কর্ষোরসো গন্ধকমভ্রকঞ্চ ত্রিক্ষার চিত্রে লবণানি পঞ্চ।
শটী যমানীদ্বয় কীটহারি তালীশপত্রান্যপরং দ্বিকর্ষম্॥
জীরং চতুর্জ্জাতং লবঙ্গ জাতীফলঞ্চ কর্ষত্রয়মেব চান্যৎ।
সবৃদ্ধদারং কটুকত্রয়ঞ্চ তথা চতুঃ কর্ষমিদং নিবোধ॥
ধন্যাক যষ্টিমধুরী কশেরু কর্ষাঃ পৃথক্ পঞ্চবরী বিদারী।
বরেভকর্ণেভকণাত্মগুপ্তা ফলং তথা গোক্ষুরবীজযুক্তম্॥

সবীজপত্রেন্দ্র রজঃ সমানং
সমাসিতা ক্ষৌদ্র ঘৃতঞ্চ তুল্যম্।
কর্ষৈকমিন্দোরথ মোদকংতৎ-
কামাগ্নিসন্দীপনমেতদুক্তম্॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, রক্তচিতা, সৈন্ধব, সচললবণ, বিট্‌লবণ, সমুদ্রলবণ ও শাম্ভারীলবণ, শটী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র, ইহাদের চূর্ণ, প্রত্যেকে ২ তোলা, জীরা, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, ছোটএলাচি, লবঙ্গ ও জাতী-ফল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, বিস্তাড়ক, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেকে ৬ তোলা, ধনে, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুর, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হস্তিকর্ণপলাশ, গজপিপুল, আলকুশীর বীজ ও গোক্ষুরবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা, বীজ ও পত্রসমেত সিদ্ধিচূর্ণ সকলের সমান, সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি এবং ঘৃত ও মধু প্রত্যেকে সমান আর কর্পূর ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক সেবন করিলে কাসও যক্ষ্মাদি বিনষ্ট হয়।

আম্রখণ্ডম্।

পক্বচূত-রস দ্রোণং পাত্রং স্যাচ্ছুক্ল খণ্ডতঃ।
ঘৃতমর্দ্ধং ততো গ্রাহ্যং চতুর্থাংশঞ্চ নাগরম্॥
তদর্দ্ধং মরিচস্যাপি তদর্দ্ধা পিপ্পলী স্মৃতা।
তোয়ং খণ্ডসমং গ্রাহ্যং সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥
বিপচেন্মৃণ্ময়ে পাত্রে যাবদ্দর্বী প্রলেপনম্।
চূর্ণান্যেষাং ততো দদ্যাৎ পত্রং পলচতুষ্টয়ম্॥

গ্রন্থিকং চিত্রকং মুস্তং ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্।
ত্র্যষণং জাতিতালীশং চূর্ণমেষাং পৃথক্ পলম্॥
ত্বগেলা নাগপুষ্পাণাং প্রত্যেকঞ্চ পলং তথা।
সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ প্রস্থার্দ্ধং সর্ব্বমেকতঃ॥
তৎসর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ভোজনাদগ্রতঃ খাদেৎ পলমেকং প্রমাণতঃ।
শতং বাপি শতার্দ্ধং বা রমেৎ স্ত্রীণাং পুমানিহ।
গচ্ছেৎ কন্দর্পতুল্যাঙ্গো রাগবেগাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥
সংসেব্য ভেষজং হ্যেতদ্বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতম্।
বীরং সর্ব্বগুণোপেতং শতায়ুশ্চ হ্যনাময়ম্॥
কন্যাপ্রদায়িনী চৈব দদাতি সুতমুত্তমম্।
মৃতবৎসা চ যা নারী যাচ গর্ভোপঘাতিনী॥

পাকা আমের রস ১৷৷৪ সের, খাঁড় গুড় ৴৮ সের, ঘৃত ৸৬ সের, শুণ্ঠীচূর্ণ ।৮ সের, মরিচচূর্ণ ৴৯ সের, পিপুলচূর্ণ ৴৪৷৷৹ সের ও জল ৴৮ সের, একত্র করিয়া একটী মৃন্ময় পাত্রে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে তখন তেজপত্রচূর্ণ ৪ পল, গেঁঠেলা, রক্তচিতার মূল, মুথা, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জাতীপত্র, তালীশপত্র, দারুচিনি, ছোটএলাচি ও নাগকেশর পুষ্প, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, এবং মধু ৴২ সের উহার সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া একটী ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিলে কাস ও যক্ষাদি বিনষ্ট হয়।

মদনসন্দীপন-চূর্ণম্।

গোক্ষুরঃ ক্ষুরকো মেঘোমর্কটী শতপুত্রিকা।
মধুকং ক্ষীরকাকোলী তালমূল্যমৃতাম্বু চ॥

শাল্মলী লোহ গগনে বিদারী তালমস্তকম্।
হস্তিকর্ণো বলা ধাত্রী জাতীফল কশেরুকম্॥
শৃঙ্গাটকো মাসপর্ণী ভৃঙ্গরাট্ কুঙ্কুমং বচা।
শিলাজতু শিবাবীজং পারদং ধাতুমাক্ষিকম্॥
বটস্য কোমলা পাদা এলা যষ্টিক তণ্ডুলাঃ।
রক্তশালিঞ্চ গোধূম মাসকো যবকস্তথা॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং সিতশর্করয়া সমম্।
বিড়ালপদকং খাদেৎ সর্পিষা মধুনা সহ॥
শীতং পয়োঽনুপানঞ্চ কামিনীং কাময়েন্নরঃ।
বীর্য্যহীনো ভবেদ্যস্তু জীর্ণোব্যাধিপ্রপীড়িতঃ॥
প্রমেহী মূত্রকৃচ্ছ্রী চ স্ত্রীদোষাৎ পতিতধ্বজঃ।
সাশীতিবার্ষিকো বৃদ্ধোযুবেব রমতেঽঙ্গনাঃ।
পুত্রং জনয়তে বীরমরোগং দীর্ঘজীবিনম্।
ভেষজৈর্বিবিধৈঃ কিং স্যাদন্যৈশ্চ শতসংখ্যকৈঃ॥
ফলং ন কিঞ্চিত্তত্রাস্তি কেবলং গৌরবং বহু।
বালশস্যং যথা তোয়ৈর্বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে॥
তথানেন নৃণাং দেহপুষ্টো ভবতি নান্যথা।
যোঽস্তি মঙ্গলমাত্রং তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্॥
জগতস্তু হিতার্থায় চূর্ণং মদনদীপনম্॥

গোক্ষুর, কুলেখাড়ার বীজ, মুথা, আলকুশীবীজ, শতাবরী, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, তালমূলী, গুলঞ্চ, বালা, মোচরস, লৌহ, অভ্র, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালের মাথী, হস্তিকর্ণ, পলাশের বীজ, মাষাণী, ভৃঙ্গরাজ, কুঙ্কুম, বচ, শিলাজতু, গন্ধক, পারদ, ধাতুমাক্ষিক, বটের নাম্বা, এলাচি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রক্তশালি গোধূম, মাষকলায় ও যব, এই

সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান এবং সকলের সমান চিনি একত্র মিশাইয়া লইবে। ঘৃত ও মধুসহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ ঠাণ্ডাদুগ্ধ অনুপান করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহদশ্বগন্ধাঘৃতম্।

অশ্বগন্ধা পলশতং শুভদেশসমুত্থিতম্।
পুণ্যেঽহনি সমাহৃত্য সাধয়েৎ শ্লক্ষ্ণকুট্টিতম্॥
দ্রোণেঽম্ভসি শনৈস্তাবদ্যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
সর্পিঃ প্রস্থং পচেত্তেন গব্যং ক্ষীরচতুর্গুণম্॥
কষায়ং ছাগমাংসস্য দত্ত্বাচ্ছতদ্বয়স্য চ।
কল্কানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কর্ষমাত্রাণি দাপয়েৎ॥
কাকোলী যুগ্মং মৃদ্বী দ্বে দ্বে মেদে দ্বে চ জীরকম্।
স্বয়ং গুপ্তা বৃষভকৌ এলা মধুকমেবচ॥
মৃদ্বীকসূর্পপর্ণ্যৌ চ জীবন্তী চপলা বলা।
নারায়ণী বিদারী চ দত্ত্বা সম্যক্ বিপাচয়েৎ॥
সিতা মাক্ষিকয়োঃ শীতে গৃহ্লীয়াৎ কুড়বে পৃথক্।
লিহ্যাৎ পাণিতলং ভুক্ত্বা পরিহার-বিবর্জ্জিতম্।
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা বৃদ্ধা বালাস্তথাঽবলাঃ।
হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রাশ্নেদং মাত্রয়া ঘৃতম্॥

ঘৃত ✓৪ সের, দুগ্ধ ।৬ সের, কাথার্থ অশ্বগন্ধা ।২॥০ সের, জল ১॥৪ সের শেষ ।৬ সের, এবং কল্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, আলকুশী বীজ, জীবক, ঋষভক, এলাচি, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, হস্তিকর্ণপলাশের বীজ, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা এবং পাকান্তে শীতল চিনি ✓৫ সের মধু অর্দ্ধসের মিশ্রণ

করিয়া লইবে। এই ঔষধ যথামাত্রায় সেবন করিলে কাস ও শ্বাসাদি নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধাদ্যং ঘৃতম্।

অশ্বগন্ধাপলশতং শুভদেশ-সমুদ্ভবম্।
পুণ্যেঽহনি সমাহৃত্য সাধয়েৎ শ্লক্ষ্ণকুট্টিতম্।
দ্রোণেঽম্ভসি পচেৎ তাবৎ যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
সর্পিপ্রস্থং পচেৎ তেন গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
কষায়ং ছাগমাংসস্য দদ্যাচ্ছত দ্বয়স্য চ।
কল্কানি শ্লক্ষ্ণ পিষ্টানি কর্ষমানানি দাপয়েৎ।
কাকোলী যুগমৃদ্ধীদ্বে মেদে দ্বে চাথ জীবকম্॥
স্বয়ং গুপ্তামৃষভক মেলাং মধুকমেবচ।
মৃদ্বীকাং সূর্পপর্ণৌ চ জীবন্তীং চপলাং বলাম্॥
নারায়ণীং বিদারীঞ্চ দত্ত্বা সম্যক্ বিপাচয়েৎ।
সিতামাক্ষিকয়োঃ শীতে গৃহ্নীয়াৎ কুড়বৌ পৃথক্॥
লীঢ়্বা পাণিতলং ভুঞ্জ্যাৎ পরিহার-বিবর্জ্জিতম্।
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা বৃদ্ধা বালাস্তথাবলাঃ।
হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রাশ্নোদং মাত্রয়া ঘৃতম্।
ওজঃ স্বাস্থ্যঞ্চ তেজশ্চ প্রসাদমিন্দ্রিয়স্য চ॥
লভতে সূর্য্যসঙ্কাশো ভ্রাজতে বিগতজ্বরঃ।
বৃদ্ধো বৃষায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শবর্ষবৎ।
নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেন্ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥
বন্ধ্যাচ লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধা সমন্বিতম্॥
মাসমাত্র প্রয়োগেন বলীপলিত-নাশনম্।
খালিত্যং তিমিরং ব্যাধীন বাতিকান্ কফপিত্তজান॥

পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরম্।
হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ শীঘ্র মশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ।৬ সের; কাথার্থ অশ্বগন্ধার মূল ।২॥০ সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ।৬ সের, এবং ছাগমাংস ॥৫ সের, জল ৩/৮ সের, শেষ ৮২ সের এবং কল্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, আলকুশী, ঋষভক, এলাচি, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, হস্তিকর্ণপলাশ, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতাবরী, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ১ তোলা এবং শীতল হইলে মধু /॥০ সের, চিনি অর্দ্ধসের, উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে কাস ও যক্ষাদি নিবারিত হয়।

যৌবনং ঘৃতম্।

সুরভিচাশ্বগন্ধক কৃতাঞ্জলী কটুকী রজনীসমং সিদ্ধম্।
গোমহিষী ঘৃত তুল্যং তৈলং সংসাধিতং বিধিনা॥
কুরুতে পরিণত বয়সাং বনিতানাং সপ্তরাত্রেণ।
স্থির বিপুলতুঙ্গ কঠিনং স্তনযুগলমস্য যোগেন॥

গব্যঘৃত /১ সের, মাহিষ ঘৃত /১ সের, তিলতৈল /২ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ দারুচিনি, অশ্বগন্ধা, লাজুকলতা, কটুকী ও হরিদ্রা সমস্তে /১ সের, এই ঔষধ প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে নারীদিগের ৭ রাত্রির মধ্যে পতিত স্তন স্থির ও কঠিন হয়।

গুড়কুষ্মাণ্ডকম্।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
প্রস্থঞ্চ ঘৃততৈলস্য তস্মিংস্তপ্তে নিধাপয়েৎ॥
ত্বক্ পত্র ধান্যক ব্যোষ জীবকৈলাম্বয়ানলম্।
গ্রন্থিকং চব্য মাতঙ্গপিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥

শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ প্রলম্বং তালমস্তকম্।
চূর্ণীকৃতং পলাংশঞ্চ গুড়স্থ তুলয়া পচেৎ ॥
শীতীভূতে পলাষ্টৌ মধুনঃ সংপ্রদাপয়েৎ।

ছালবিহীন সিদ্ধ জল বিরহিত কুষ্মাণ্ড ।২॥০ সের, ঘৃত চারিসের, তিলতৈল /২ সের ও গুড় ।২॥০ সের পাক করিতে করিতে ঘন হইলে, দারুচিনি, তেজপত্র, ধনিয়া, শুঠি, পিপুল, মরিচ, জীবক, ছোটএলাচি বড় এলাচি, চিতা, পিপুলমূল, চই, গজপিপুল, শুঠী, পানীফল, কেশুর, তালের আঁটীর শাঁস ও তালের মাথীচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং শীতল হইলে মধু /১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কফ পিত্ত ও বাতাদি বিনষ্ট হয়।

মেথীমোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলামুস্ত জীরকদ্বয়-ধান্যকম্।
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্ ॥
তালীশং কেশরং পত্রং ত্বগেলা চ ফলং তথা।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব চ মেথিকা ॥
সংচূর্ণ্য গুড়কং কার্য্যং পুরাতন গুড়েন তু।
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং খাদেদগ্নিবলং প্রতি ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং মাসমেকং মহৌষধম্।
বলবর্ণকরোহ্যেষ স্বরসন্ধানকারকঃ ॥

শুঠি, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, ধনে, কট্‌ফল, পুষ্করমূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তালীশপত্র, নাগকেশর, তেজপত্র, চারুচিনি, ছোটএলাচি এবং জায়ফল ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে একভাগ এবং মেথীচূর্ণ সকলের সমান। এই সকল দ্রব্য গুড় ও মধু সহ সেবন করিলে এক

মাসের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি, বল, বর্ণ, সুস্বরতা, নারীদিগের পতিত স্তনের উত্থান ও পুত্রোৎপাদন এবং দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মাইয়া থাকে।

মহাসুগন্ধি তৈলম্।

কর্পূরাগুরুচোচবোল নলিকা লাক্ষা শটী ধাতকী।
পুষ্পৈঃ সপ্তদলৈলবালু সরলাশৈলেয় মাংসীপ্লবৈঃ॥
এলা কুঙ্কুম রোচনা দমনক শ্রীবাস জাতীফলৈঃ।
কক্কোল ক্রমুকাজ্ঝটামদমুরা কান্তা লবঙ্গাময়ৈ॥
তৈলোশীর হরেণুকা মলয়জ স্থৌণেয় চণ্ডানখৈ-
র্জাতীকোষকুলীর পদ্মকনতৈঃ পৃক্কান্বিতৈঃ পালিকৈঃ।
লাক্ষা যোজনবল্লী লোধ্রসলিলে তৈলং বিপচ্যাঢ়কম্॥
তেনাভ্যজ্য তনুং জরন্নপি কান্তঃ প্রিয়াবল্লভঃ।

তিলতৈল ।৬ সের লাক্ষার কাথ, মঞ্জিষ্ঠাকাথ এবং লোধের কাথ প্রত্যেকে ।৬ সের এবং কল্কার্থ—অগুরু, কর্পূর, দারুচিনি, বোল নামকগন্ধদ্রব্য, নালুকা, লাক্ষা, শটী, ধাইফুল, ছাতিমগাছের ছাল, এলবালুকা, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, এলাচি, কুঙ্কুম, গোরোচনা, দনা, ধুনা, জাতীফল, কাঁকলা, সুপারী, ভূম্যামলকী, কস্তুরী, মুরামাংসী প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, কুড়, শিলারস, বেণারমূল, রেণুকা, রক্তচন্দন, গেঠেলা, চোরকনামক গন্ধদ্রব্য, নখী, জৈত্রী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, তগরপাদিকা ও পিড়িংশাক এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৮ তোলা এই তৈল মর্দ্দন করিলে স্বামীর প্রিয়ানুকুলতা, শুক্রাধিক্য ও সুমতি হয়।

ভালক তৈলম্।

হরিতালোঽশ্বগন্ধা চ জলৌকা ঘৃষ্টীকঞ্চুকৈঃ।
তিলতৈলং পচেৎক্ষীরো গোধা মাংস সমন্বিতম্॥

তৈলেনানেন লিঙ্গস্য শ্রবণস্য কুচস্য চ।
ভগস্য চ তথা বৃদ্ধির্মর্দনান্নাত্র সংশয়ঃ॥

হরিতাল, অশ্বগন্ধা, জোঁক, শূকর ও সাপের খোলস এবং গোধা-মাংস, এই সকল দ্রব্য সহ তিলতৈল পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে লিঙ্গ, কর্ণ, স্তন ও যোনি বর্দ্ধিত হয়।

রসাঞ্জনং হৈমবতী বয়স্থা
চূর্ণীকৃতং শীতজলেন পীতম্।
রক্তো বিনাশং নিয়তং করোতি
শঙ্কার্দ্রকা গর্ভসমাগমস্য॥
ক্ষিপ্তে বরাঙ্গে সতি দুষ্টরণ্ডা
স্বপ্নেঽপি বন্ধ্যা ন হি গর্ভশঙ্কাম্॥

রসাঞ্জন হরীতকী ও বচচূর্ণ করিয়া শীতল জল সহ পান করিলে রজস্রাব নিবারিত হইয়া গর্ভ সংস্থাপিত হয়। পলাশবীজ চূর্ণ মধু ও গব্যঘৃত সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক ঋতুস্নান সময়ে যোনিতে ঘর্ষণ করিলে বন্ধ্যা নারীরও গর্ভ হয়।

হেমাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গ্রাহ্যং সুবর্ণং গন্ধকং হ্যয়ঃ।
কজ্জলীকৃত্য যত্নেন শুভ্রপাত্রে ভিষগ্বরঃ॥
রাজিকা স্বরসং দত্বা কৃষ্ণোন্মত্তস্য বৈ রসম্।
দত্বা দত্বা প্রযত্নেন মর্দ্দয়েচ্চ ত্রিভির্দিনৈঃ॥
ত্রিভিশ্চ সার্ষপং তৈলং দত্বা কল্কং বিমর্দ্দয়েৎ।
শোষয়েত্তানুভির্ভানোর্দ্ধালং দত্বাচ্ছনৈঃ শনৈঃ॥
বালুকা যন্ত্রযোগেতু উক্তো ভেষজ মধ্যতঃ।
ভাবজ্জ্বালং প্রদাতব্যং যাবৎ স্যাত্তুষ্ণবালুকা॥

স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা কর্ষয়েত্তং ভিষগ্বরঃ।
ততো গুঞ্জাপ্রমাণেন মাসং মাসার্দ্ধকং পুনঃ॥
জ্ঞাত্বা রোগং শরীরঞ্চ যোজনীয়ং বুধৈঃ সদা।
ঘৃতেন মধুনা সার্দ্ধং মর্দ্দয়িত্বা তু খল্লকে॥
রসং বা ভক্ষয়েৎ পশ্চাদাজং গব্যং গবাং পয়ঃ।
সামান্যেন তু কর্ত্তব্যং চিত্রকার্দ্রক-সৈন্ধবৈঃ॥
রোগিণামনুপানীয়ং রসমাত্র্যেন ভোজনম্॥
সুস্নিগ্ধং নাতিমধুরং মাংসঞ্চৈব বিহায়সম্॥
ভক্ষ্যং ছাগাদিকং মাংসং যত্নায়স্ত তু ভক্ষণম্।
এতেনাপি বিধানেন প্রাতঃ প্রাতর্নিসেবয়েৎ॥
সাধ্যাসাধ্যেষু রোগেষু তথা ব্যাধিচয়েষু চ।

পারদ, স্বর্ণ ও গন্ধক সমানভাগ গ্রহণপূর্ব্বক তাম্রপাত্রে মর্দ্দন করিয়া, কজ্জলী প্রস্তুত করতঃ রাইসরিষার রস ও কৃষ্ণধুতুরার রস দ্বারা ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া তৎপরে ৩ দিন সর্ষপ তৈল সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুকাইয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করতঃ শীতল হইলে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ঘৃত, মধু, আদাররস, চিতাররস, সৈন্ধব এবং ঔষধ সেবনান্তে ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পানীয়। ইহা দ্বারা বলী-পলিতাদি দূরীভূত হয়।

কনককন্দর্পো রসঃ।

পূর্ব্বসিদ্ধে রসে ক্ষিপ্ত্বা রসপাদেন কাঞ্চনম্।
বিমর্দ্দ্যাপি বিধানেন সুপিষ্টঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ॥
কান্তবৈক্রান্তয়োরেবং ক্ষিপেত্তত্র বিধানতঃ।
মধুরত্রয়সংযুক্তং মাসমাত্রং দিনে দিনে॥
লীঢ়ানুপানং পাতব্যং মন্দতপ্তং গবাং পয়ঃ।

ত্রিসপ্তদিবসৈঃ ক্ষীণো ভবেদক্ষীণধাতুকঃ॥
ঊর্দ্ধলিঙ্গঃ সদা তিষ্ঠেদ্ দ্রাবয়েদ্বনিতাশতম্॥

পূর্ব্বোক্ত হেমাঙ্গসুন্দর রস নামক ঔষধ সহ সিকিভাগ স্বর্ণ ভস্ম মিশ্রণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া তৎসহ কান্তলৌহ ও বৈক্রান্তচূর্ণ মিশাইয়া ঘৃত, চিনি ও মধু সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে ২১ দিনের মধ্যেই জরাদিরোগ নিবারিত হয়।

তাম্রপর্পটী।

রস-গন্ধক-তাম্রাণাং চূর্ণং কৃত্বা সমাংশিকম্।
পুটপাকবিধৌ পক্ত্বা মধুনালোড্য সংলিহেৎ॥
সর্ব্বরোগহরশ্চৈতৎ পর্পটাখ্যং রসায়নম্।

পারদ, গন্ধক ও তাম্র সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পুটপাক দ্বারা পাক করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

জীর্ণতাম্রং রসশ্চৈব গন্ধকঞ্চ সুচূর্ণিতম্।
স্বর্ণমাক্ষিক মাদায় ধুস্তুরক রসে পচেৎ।
যাবৎ পাকং তথা কৃত্বা শাস্ত্রবিন্মৃদুবহ্নিনা॥
ত্রিফলাপিণ্ডেনাবেষ্ট্য বিধিবৎ সর্পিষা পচেৎ।
বিমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যাং নারিকেলং পিবেদনু॥
পাণ্ডুরোগঞ্চ কাসঞ্চ জ্বরাংশ্চ বিষমাংস্তথা।
গুল্ম প্লীহাময়শ্চৈব বিনাশয়তি তৎক্ষণাৎ॥

তাম্র, পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ করিয়া ধুতুরার রসে পাক করিয়া ত্রিফলারপিণ্ড দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক পুনরায় ঘৃত সহ পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ মধু ও ঘৃত সহ সেবন করতঃ পশ্চাৎ নারিকেলের জল পান করিলে পাণ্ডু ও কাসাদি বিনষ্ট হয়।

হেমাদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ।
জত্বাভং মৃদুমৃৎস্নাভং যন্মলং তচ্ছিলাজতু॥
অনম্লঞ্চাকষায়ঞ্চ কটুপাকে শিলাজতু।
নাত্যুষ্ণ শীতং ধাতুভ্যশ্চতুর্ভ্যস্তস্য সম্ভবঃ॥
হেম্নোঽথ রজতাত্তাম্রাৎ বরং কৃষ্ণায়সাদপি।
মধুরঞ্চ সতিক্তঞ্চ জবাপুষ্পনিভঞ্চ যৎ॥
বিপাকে কটু শীতঞ্চ তৎ সুবর্ণস্য নিঃসৃতম্।
রাজতং কটুকং শ্বেতং শীতং স্বাদু বিপচ্যতে॥
তাম্রাদ্বর্হিণকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণোষ্ণং পচ্যতে কটু।
যচ্চ গুগ্গুলু সংকাশং সতিক্তং লবণান্বিতম্॥
বিপাকে কটু শীতঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তদায়সম্।
গোমূত্র গন্ধঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু যৌগিকাঃ॥
রসায়নপ্রয়োগেষু পশ্চিমস্তু বিশিষ্যতে।
যথাক্রমং বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে কফে ত্রিষু।
বিশেষেণ প্রশস্যন্তে মলা হেমাদিধাতুজাঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্যাদি পার্ব্বতীয় ধাতুসকল সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত হইয়া গালার ন্যায় মৃদু ও মৃত্তিকা আভাযুক্ত যে মল ত্যাগ করে, তাহাকে শিলাজতু বলা যায়। ইহা অম্ল ও কষায় রস বর্জ্জিত, পাকে কটু, অল্প শীতল ও উষ্ণ এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ এই চারি প্রকার ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুবর্ণ হইতে যে শিলাজতু জন্মে, তাহা মধুর, তিক্তরসাত্মক, জবাপুষ্প সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট বিপাকে কটু ও শীতল। রৌপ্য হইতে যে শিলাজতু উৎপন্ন হয়, তাহা কটুরসাত্মক, শ্বেতবর্ণ, শীতল ও বিপাকে মধুর। তাম্র হইতে যে শিলাজতু উৎপন্ন হয়, তাহা ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ

ও পাকে কটু রসাত্মক এবং লৌহ ধাতু হইতে যে শিলাজতু উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা গুগ্‌গুলুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, তিক্ত ও লবণ-রসাত্মক, বিপাকে কটু ও শীতল, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। সকলপ্রকার শিলাজতু গোমূত্র গন্ধযুক্ত ও সর্ব্ববিধ ঔষধযোগে ব্যবহৃত হয় এবং লৌহজাত শিলাজতু রসায়ন. কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে জানিবে। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণজাত শিলাজতু বাতপিত্তরোগে, রৌপ্য-জাত শিলাজতু পিত্তশ্লেষ্মরোগে, তাম্রজশিলাজতু কফজরোগে এবং লৌহজাত শিলাজতু সান্নিপাতিক রোগে প্রয়োগ করিতে হয়।

শৈবসিদ্ধান্তোক্তা শিবাগুড়িকা।

কালে রবিতাপাঢ্যে কৃষ্ণায়সজং শিলাজতু প্রবরম্॥
ত্রিফলা রসসংসক্তং ত্র্যহং শুষ্কং পুনঃ শুষ্কম্।
দশমূলস্য গুড়ূচ্যা রসে বা বাসায়াস্তথা পটোলস্য॥
মধুক রসে গোমূত্রে ত্র্যহং ত্র্যহং ভাবয়েৎ ক্রমশঃ।
একাহং ক্ষীরেণ তু তৎপরং ভাবয়েৎ পুনঃ শুষ্কম্॥
সপ্তাহং ভাব্যং স্যাৎ কাথৈনৈষাং যথালাভম্।
কাকোল্যৌ দ্বেমেদে বিদারিযুগ্মং শতাবরী দ্রাক্ষা॥
ঋদ্ধিযুগর্ষভকবীরা মুণ্ডিতিকাংশুমত্যৌ চ।
রাস্না পুষ্কর চিত্রক দন্তীভকণা কলিঙ্গ চব্যাব্দাঃ॥
কটুকা শৃঙ্গী পাঠা এতানি পলাংশিকানি কার্য্যাণি।
আভ্রেণ সাধিতানাং রসেন পাদাংশিকেন ভাব্যানি॥
গিরিজস্যৈবং ভাবিতশুদ্ধস্য পলানি দশষট্ দ্বিপলঞ্চ।
বিশ্বাধাত্রী মাগধিকাকর্কটাখ্য মরিচানাম্।
চূর্ণপলঞ্চ বিদার্য্যাস্তালীশপলানি চত্বারি।
ষোড়শ সিতা পলানি চত্বারি ঘৃতস্য মাক্ষিকস্যাষ্টৌ॥

তিলতৈলস্য দ্বিপলং চূর্ণার্দ্ধপলানি পঞ্চানাম্।
ত্বক্ ক্ষীরপত্র ত্বগ্মাগৈলাভি র্মিশ্রয়িত্বা তু তম্॥

কৃষ্ণলোহজাত শিলাজতু গ্রীষ্মকালে সংগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিফলার কাথে ৪ দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ পুনর্ব্বার দশমূল, গুলঞ্চ, বাসক, পটোল, যষ্টিমধু ও গোমূত্র, ইহাদের কাথে বা রসে ৩ দিবস করিয়া ভাবনা দিবে, তৎপরে দুগ্ধ দ্বারা ১ দিবস ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া তদনন্তর কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণী, শতাবরী, দ্রাক্ষা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ঋষভক, ঘৃতকুমারী, মুণ্ডরী, রাস্না, পুষ্করমূল, রক্তচিতা, দন্তীমূল, গজপিপুল, কুড়চি, চই, মুথা, কটকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও আকনাদী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ১।৷৪ সের, শেষ ।৬ সের, এই কাথ দ্বারা ৭ দিবস ভাবনা দিবে, এবম্প্রকারে ভাবিত ও শোধিত শিলাজতু ১৬ পল, শুণ্ঠী, আমলকী, পিপুল, কাকড়াশৃঙ্গী ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল, ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ১ পল, তালীশপত্র গুঁড়া ৪ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল, মধু ৮ পল, তিলতৈল ২ পল এবং বংশলোচন, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর ও এলাচি মিলিত অৰ্দ্ধ পল বা চারিতোলা, এই সমস্তদ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ২ তোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া জাতীপুষ্প বাসিত একটী ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই বটিকা ১টী সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ, মাংসাদির যূষ, দাড়িমের রস, সুরা, আসব, মধু ও শীতল জলাদি পান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া যদৃচ্ছা আহারাদি করা যায় জানিবে। ইহা দ্বারা বাত, ক্রিমি ও কাসাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গঘৃতম্।

মণ্ডূকী সজটাং সশঙ্খকুসুমাং সব্রহ্মসৌবর্চ্চলাম্।
শ্বেতাং বাগুজিকাং শতাবরীযুতাং ব্রাহ্মীং গুড়ূচীং তথা॥

পিষ্ট্বাংশৈঃ পলিকৈরিমানি বিধিবদ্দ্রব্যাণি পচ্যাহরঃ।
সর্পিঃ প্রস্থমথাঢ়কেন পয়সা যুক্তং পচেদ্ব্যক্তিতঃ॥
নাম্নাষ্টাঙ্গমিদং দিবীব তু বিয়ৎখ্যাতং পিবেচ্চামৃতম্।
সাগ্রং গ্রন্থসহস্রমেকদিবসে নৈবাখিলং ধারয়েৎ॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের, গব্যদুগ্ধ ।৮ সের এবং কল্কার্থ—হুড়-হুড়ে, জটামাংসী, চোরপুষ্পী, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, শ্বেত অপরাজিতা, সোম-রাজীবীজ, শতাবরী, মহাশতাবরী, ব্রহ্মীশাক ও গুলঞ্চ প্রত্যেকে ৮ তোলা মাত্র। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অত্যন্ত ধারণাশক্তি, মধুরধ্বনি এবং বৃহস্পতির ন্যায় শ্রুতি হইয়া থাকে জানিবে।

কামদীপকো রসঃ।

সিতপুনর্ণবা মূলং শাল্মলী সত্বভাবিতম্।
শাল্মলী সত্বনির্য্যাসং দত্থাদত্র রসং সমম্॥
গন্ধকং তৎসমং দত্থাৎ ভক্ষয়েত্তুর্য্যমানকম্।
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত গবাং ক্ষীরপলদ্বয়ম্॥
অয়ং চাণ্ডালিকাযোগোঽপ্যগম্যামপি গম্যতে।
নিষেধান্নিধনং যাতি করণাৎ কামদেববৎ॥

শ্বেতপুনর্ণবা মূল চূর্ণ করতঃ সিমূলের রসে ভাবনা দিয়া লইবে, এবং উহার সহিত সিমূলের আঠা সমভাগ ও গন্ধক সমভাগে মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে এবং দুগ্ধ অনুপান করিলে কামদেব সদৃশ রূপলাবণ্যযুক্ত ও বীর্য্যবান্ হওয়া যায়।

কামদূতো রসঃ।

সূতং গন্ধং কান্তভস্মাপি তুল্যং যামং নীরৈঃ শাল্মলী সত্ত্বোত্থগোলং কৃত্বা বেষ্টয়িত্বাব্দমাষৈরাচ্যং পক্ত্বা কাচকূপ্যাং

নিধায় ॥ ভূমিকুষ্মাণ্ডং নাগবল্লীঞ্চ পিষ্ট্বা তোয়ং দদ্যাত্রাত্রি-মেকাস্তু যত্নাৎ সিদ্ধঃ সূতঃ কামদেবস্তু বল্লং মধ্বাজ্যাভ্যাং যোজয়েত্তত্রিসপ্তম্॥ খণ্ডং দুগ্ধং চানুপানে চ দদ্যাত্রাত্রৌ দুগ্ধং শক্যমানে চ দেয়ং তিক্তং রুক্ষং বর্জ্জয়িত্বাতিচাম্লং দেয়ং নিত্যং শাল্মলীরসযুক্তং খণ্ডং ধাত্রী বানরীমূলচূর্ণং পুষ্টিং বীর্য্যং জায়তে তৎ প্রভূতং কুর্য্যান্নিত্যং রম্যকান্তা বিনোদং কৃত্বা দিব্যং কামদেবং রসেন্দ্রম্।

পারদ, গন্ধক ও কান্তলৌহ ভস্ম সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক সিমুলের রসে একপ্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া ঘৃতসহ কাচ কূপী মধ্যে পূরিয়া ভূমিকুষ্মাণ্ড ও পানের রস দিয়া একরাত্রি পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহযোগে সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ ও চিনি অনুপান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া তিক্ত, রুক্ষ ও অত্যন্ত অম্লদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। চিনি, আমলকী ও আলকুশীর মূলের আঠা, সিমুলের রস সহযোগে সেবন করিলে অতিশয় বীর্য্য, পুষ্টি ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পূর্ণচন্দ্রোরসঃ।

সূতং গন্ধং চাশ্বগন্ধা গুড়ূচী
যষ্টিতোয়ৈরেকযস্রং নিঘৃষ্য।
ক্ষুদ্রং শঙ্খং মৌক্তিকং লৌহকিট্টং
ভস্মীভূতং সূততুল্যঞ্চ দদ্যাৎ॥
ভূকুষ্মাণ্ডে রেকযস্রং বিঘৃষ্য গোলং
কৃত্বা ভূধরে তং পুটেচ্চ।
চূর্ণং কৃত্বা নাগবল্লীরসেন
দদ্যাদেবং মর্দ্দয়িত্বা চ নিষ্কম্॥

মধ্বাজ্যাভ্যাং পূর্ণচন্দ্রং
পুষ্টিং বীর্য্যং দীপনঞ্চৈব কুর্য্যাৎ।
যোজ্যং প্রায়ঃ পিত্তরোগে গ্রহণ্যা-
মর্শোরোগে সেবয়েদেলাযুক্তম্॥
স্ত্রীণাং তাপে শাল্মলীনীরযুক্তং
মাত্রামাণং কালদেশং বিভজ্য॥

পারদ ও গন্ধক একদিবস অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ ও যষ্টিমধুর কাথে ভাবনা দিয়া লইবে, তৎপরে উহার সহিত পারদের সমান ক্ষুদ্র-শঙ্খ, মুক্তা ও মণ্ডূর মিশ্রণ পূর্ব্বক একদিবস ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া ভূধর যন্ত্রে পুটপাক করতঃ চূর্ণ করিবে। তৎপরে উহা পাণের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহযোগে সেবন করিলে অর্শ, গ্রহণী প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্রো রসঃ।

দ্বিকর্ষং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
লৌহভস্ম পলঞ্চাভ্রং জারিতঞ্চ পলাংশিকম্।
দ্বিতোলং রজতঞ্চৈব বঙ্গভস্ম দ্বিকার্ষিকম্।
সুবর্ণং তোলকঞ্চৈব তাম্রং কাংস্যঞ্চ তৎ সমম্॥
জাতীফলং চেন্দ্রপুষ্পমেলা ভৃঙ্গঞ্চ জীরকম্।
কর্পূরং বনিতা মুস্তং কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্॥
সর্ব্বং খল্বতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।
ভাবয়িত্বা বরা তোয়ে কটুকানাং রসৈস্তথা॥
এরণ্ডপত্রৈঃ সংবেষ্ট্য ধান্যে রাত্রিন্দিনোষিতম্।
উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং চণকসন্নিভাম্॥
খাদেচ্চ পর্ণখণ্ডেন সংযুক্তাং ব্যাধিনাশিনীম্।
সর্ব্বব্যাধি বিনাশায় কাশীরাজেন নির্ম্মিতঃ॥

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, সুবর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, কাঁসা ১ তোলা এবং জাতীফল, নাগকেশর, ছোটএলাচি, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুথা প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ক্রমান্বয় ত্রিফলার কাথে ১ বার ও ত্রিকটুর কাথে ১ বার ভাবনা দিয়া ভেরেণ্ডার পাতার দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক একদিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পর্ণ খণ্ড দ্বারা সেবন করিলে শূল, কাস, শ্বাস, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা উৎকৃষ্ট বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও উত্তম বাজীকরণ ঔষধ বলিয়া জানিবে।

অভিনব কামদেব রসঃ।

তোলকৈকং সমাদায় পৃথক্ গন্ধকসূতয়োঃ।
রক্তোৎপলদলাম্ভোভির্মর্দ্দয়েৎ দিবসত্রয়ম্॥
মর্দ্দয়িত্বা পুনর্দেয়ং গন্ধং মাস চতুষ্টয়ম্।
তস্যৈব পত্রতোয়েন পুনর্দত্বা চ গন্ধকম্॥
শঙ্খিন্যাশ্চাপি তোয়েন রুদ্ধা কাচঘটীদৃঢ়ে।
ততস্তু বালুকাযন্ত্রে পচেৎ যামত্রয়ং ততঃ॥
কাচকূপ্যাঃ সমাকৃষ্য সিদ্ধিসূতমতঃপরম্।
খাদেৎ তু রক্তিকা পঞ্চ রোগৈরাক্রান্তমানবঃ।
ভোজনং পূর্ব্ববদ্ দেয়ং যত্নতঃ সততং ভিষক্।
দুর্ব্বলং বপুরত্যর্থং মল্লবজ্জায়তে নৃণাম্॥
মাসেনৈকেন সূতেন্দ্রঃ পিত্তজানাশয়েৎ গদান্।

১ তোলা পারদ ও ১ তোলা গন্ধক একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক রক্তোৎপলপত্রের রসে তিন দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক উহার সহিত ৪ মাষা

গন্ধক মিশাইয়া পুনর্ব্বার রক্তোৎপলপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া তদনন্তর ৪ মাষা গন্ধক মিশ্রিত করতঃ শঙ্খপুষ্পীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক কাচ-কূপীর মধ্যে পূরিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৫ রতি পরিমাণে সেবন করিলে ১ মাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার পিত্তজরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

মদনসুন্দরো রসঃ।

মাক্ষিকং ধাতুমাক্ষিকং লৌহচূর্ণং শিলাজতু।
পারদঞ্চ বিড়ঞ্চৈব গন্ধকঞ্চ সমং সমম্॥
ঘৃতেন ভাবয়িত্বা তু পাত্রে কৃত্বা তু চায়সে।
বিড়ালপদমাত্রন্তু ভক্ষয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
মৎস্যাণ্ডং তিলপিষ্টঞ্চ ঘৃতেন চ পরিপ্লুতম্।
ক্ষীরেণাসু পিবেদ্রাত্রৌ শর্করা মধু মিশ্রিতম্॥
মাসমাত্রং পিবেন্নিত্যং বীর্য্যবৃদ্ধ্যৈ দিনে দিনে।
স পুমান্ রময়েন্নারীমজস্রং চটকো যথা॥

স্বর্ণমাক্ষিক, ধাতুমাক্ষিক, লৌহচূর্ণ, শিলাজতু, পারা, বিট্লবণ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক লৌহপাত্রে ঘৃত দ্বারা ভাবনা দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া পশ্চাৎ মাছের ডিম ও তিলবাটা একত্র ঘৃত সহ মিশাইয়া দুগ্ধসহ পান করিলে অত্যন্ত বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে।

কামদীপকো রসঃ।

গন্ধকস্য তু তোলৈকং কৃত্বা চ তণ্ডুলাকৃতিম্।
দত্ত্বা ভৃঙ্গদ্রবং রৌদ্রে ভাবয়েৎ দিনসপ্তকম্॥
তচ্চূর্ণং প্রক্ষিপেত্তত্র প্রত্যেকং মাসকদ্বয়ম্।
জাতীফলস্য কোষস্য তথা চন্দ্রলবঙ্গয়োঃ॥
ততঃ সগুড়কং কৃত্বা তস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
অভ্যর্চ্চ্য ভাস্করং প্রাতর্ভক্ষয়েদ্দিনপূর্ব্বকম্॥

আর্দ্রকং সৈন্ধবোপেতং মরিচস্য চ সপ্তকম্।
তচ্চানুচর্ব্বণং কৃত্বা পিবেৎ ক্ষীরপলদ্বয়ম্॥
অনেনৈব প্রয়োগেণ স্থবিরোঽপিচ যোনরঃ।

একতোলা গন্ধক তণ্ডুলের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ দিবস ভাবনা দিয়া চূর্ণ করতঃ সংসহ জাতীফল, জৈত্রী র ও লবঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেকে ২ মাষা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে একপোয়া দুগ্ধ সহ পান করিবে। ইহা দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তি ইচ্ছানু স্ত্রীসহবাস করিতে পারে।

বসন্তকুসুমাকরো রসঃ।

পৃথক্ দ্বৌ হাটকং চন্দ্রং ত্রয়ো বঙ্গাহিকান্তকম্।
চত্বারি শুদ্ধমভ্রঞ্চ প্রবালং মৌক্তিকং তথা॥
ভাবনা গব্যদুগ্ধেন ভাবনেক্ষুরসেন চ।
বাসা লাক্ষারসোদীচ্যরম্ভাকন্দ প্রসূনকৈঃ॥
শতপত্র রসেনৈব মালত্যাঃ কুসুমোদ্ভবৈঃ।
পশ্চান্মৃগমদৈর্ভাব্যং সুগন্ধি রসসম্ভবৈঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়মিদং সেব্যং সিতা মধ্বাজ্যসংযুতম্।
মেহঘ্নং কান্তিদঞ্চৈব কামদং পুষ্টিদং তথা॥

স্বর্ণ ২ ভাগ, কর্পূর ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, কান্তলৌহ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, মুক্তা ৪ ভাগ এবং প্রবাল ৪ ভাগ, এই দ্রব্যগুলি একত্র চূর্ণ করিয়া গব্যদুগ্ধে ১ বার, ইক্ষুরসে ১ বার ও বাসক লাক্ষা, বালা, কলার এটে, মোচা, পদ্মপত্র, মালতীপুষ্প এবং মৃগমদ ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১ বার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় চিনি, মধু ও গব্যঘৃত সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ, ক্ষয়, সোমরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া বল, পুষ্টি, বীর্য্য, কান্তি ও লাবণ্যাদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কামকলাখ্যো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রকং স্বর্ণং বাজি গন্ধামৃতারসৈঃ।
মুষলী কদলীকন্দ দ্রবৈস্তং মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
কৃত্বা লঘ্বগ্নিনা পচ্যাখর্দ্দ্যং পূর্ব্বোক্তকৈঃ দ্রবৈঃ।
পুটং দেয়ং পুনর্মর্দ্দ্যমেবমষ্টপুটৈঃ পচেৎ॥
শাল্মলীজাতনির্য্যাসৈশ্চতুর্মাসঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
গোক্ষীরৈর্ম্মর্কটী বীজৈঃ পলার্দ্ধং পায়য়েদনু॥
রসঃ কামকলাখ্যোঽয়ং রমতে স্ত্রীসহস্রধা।
সর্ব্বাঙ্গোদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাৎ যবৈঃ শাল্মলী রসৈঃ॥

পারদ, অভ্র ও স্বর্ণ সমান মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, তালমূলী ও কলার এঁটে, ইহাদের রসে এক দিবস মর্দ্দন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নিসংযোগে পুটপাক করিয়া তৎপরে উহা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমূহের রস দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। এই প্রকারে ৮ বার পুটপাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ মাষা মাত্রায় শিমুল রসের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ আলকুশী বীজচূর্ণ গোদুগ্ধ সহ সেবন করিবে। এবং শিমুলের রস ও যব একত্র পেষণ পূর্ব্বক রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে। ইহা দ্বারা অত্যন্ত মৈথুনে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে জানিবে।

পূর্ণচন্দ্রোরসঃ।

শাল্মল্যোশ্চৈর্দ্রবৈর্ম্মদ্যং পলৈকং মৃতগন্ধকম্।
পৃথক্ খল্লে ত্রিসপ্তাহং ভদ্রদ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যগন্ধকম্॥
একীকৃত্য ঘৃতৈশ্চার্দ্ধং মর্দ্দয়েত্তচ্চ গোলকম্।
যামদ্বয়ং পচেদাজ্যে বস্ত্রে বদ্ধা তু পাচয়েৎ॥
দিনৈকং শাল্মলী দ্রাবৈঃ পিণ্ডং যামদ্বয়ং পচেৎ।
মর্দ্দয়িত্বা পুনঃ পিণ্ডং নাগবল্ল্যা চ বেষ্টয়েৎ॥

নিক্ষিপ্য কাচকূপ্যাঞ্চ দ্রবং দত্ত্বা তু শাল্মলম্।
পলৈক পরিমাণস্তু পচেদ্যামদ্বয়ং ততঃ॥
বালুকাযন্ত্র মধ্যে তু দ্রবে জীর্ণে সমুদ্ধরেৎ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্নাগবল্লী দলান্তরে॥
মুষলীং সসিতাং ক্ষীরৈঃ পলৈকং পায়য়েদনু।
রসঃ পূর্ণেন্দুনামায়ং সম্যক্ বীর্য্যকরো ভবেৎ॥

পারদ ও গন্ধক একপল অর্থাৎ ৮ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক শিমুলের রসে মর্দ্দন করিবে এবং পৃথক্ খলে তিন সপ্তাহ গন্ধক শিমুলের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিয়া দুই প্রহর ঘৃতসহ পাক পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করতঃ বস্ত্রে বাঁধিয়া শিমুলের রসে ১ দিন পাক করিবে, তদনন্তর শাল্মলী রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন পূর্ব্বক পাণের দ্বারায় বেষ্টন করত কাচকূপী মধ্যে পূরিয়া ১ পল শিমুলের রস সহযোগে ২ প্রহর কাল বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে পাণের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তালমূলী, চিনি ও দুগ্ধ একত্র পান করিবে। ইহাতে অত্যন্ত বীর্য্য বর্দ্ধিত হওয়ায় অত্যধিক স্ত্রীসহবাসে ক্ষমতা জন্মে।

কামাঙ্গনানায়কোরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং রক্তোৎপল-দলদ্রবৈঃ।
যামং মর্দ্দ্যং পুনর্গন্ধং পূর্ব্বাদর্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
পঞ্চগুঞ্জা সিতা সার্দ্ধং রসোঽয়ং মদনোদয়ঃ।
সমূলং শক্রবীজঞ্চ মুষলী শর্করা সমম্॥
গবাং ক্ষীরেণ তৎপেয়ং পলার্দ্ধমর্দ্ধপানকম্।
তৈলপক্বঞ্চ চটকং খাদেৎ ভোজনপূর্ব্বতঃ॥
ভোজনান্তে পিবেৎ ক্ষীরমজস্রং রমতেঽবলাম্।

পারদ ও গন্ধক সমানভাগে লইয়া রক্তোৎপলপত্রের রসের সহিত

একপ্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক তৎসহ পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধেক মাত্রায় গন্ধক মিশ্রণ পূর্ব্বক ৩ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ চিনি সহযোগে সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ মূল সহ সিদ্ধি, তালমূলী ও চিনি একত্র দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে তৈলপক্ব চটকমাংস এবং ভোজনান্তে দুগ্ধ পান করিবে।

বসন্ততিলকো রসঃ।

হেম্নো ভস্মক তোলকং দ্বিগুণিতং লৌহাস্ত্রয়ঃ পারদাঃ
চত্বারো নিয়তস্তু বঙ্গযুগলং চৈকীকৃতং মর্দ্দয়েৎ।
মুক্তা বিদ্রুময়ো রসেন সমতা গোক্ষুর বাসেক্ষুণাং
সর্ব্বং বদ্ধ করীষকেণ সুদৃঢ়া তপ্তং পচেৎ সপ্তধা॥
কস্তুরী ঘনসারমর্দ্দিত রসঃ পশ্চাৎ সুসিদ্ধো ভবেৎ
কাসশ্বাস সপিত্তবাত কফজিৎ পাণ্ডুক্ষয়াদীন্ হরেৎ।

স্বর্ণ ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, বঙ্গ ২০তোলা, মুক্তা ও প্রবাল প্রত্যেকে ২ তোলা একত্র গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুরসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বনঘুঁটে দ্বারা ৭ বার পাক পূর্ব্বক কস্তুরী ও কর্পূর সহ মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় যথাযোগ্য অনুপান সহযোগে সেবন করিলে শ্বাস ও কাসাদি বহুতর রোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহম্।

ধাত্রীফলস্য চূর্ণস্তু ভাবয়েৎত্রিফলা জলে।
একবিংশতিবারাণি শোধয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।
পলৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং সিতাক্ষীরং পিবেদনু॥
কাময়েৎ স্ত্রীশতং নিত্যং ধাত্রীলৌহ-প্রভাবতঃ।

আমলকী চূর্ণ ত্রিফলার কাথে ২১ বার ভাবনা দিয়া উহার সহিত কিকি পরিমাণে লৌহ মিশ্রণ করিয়া মধু, ঘৃত ও চিনি সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ চিনি ও দুগ্ধ একত্র সেবন করিলে অত্যন্ত রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রোদয়রসঃ।

পলং মৃদুস্বর্ণদলং রসেন্দ্রাৎ পলাষ্টকং ষোড়শ গন্ধকস্য।
শোণৈঃ সুকার্পাসভব প্রসূনৈঃ সর্ব্বং বিমর্দ্যাথ কুমারিকাভিঃ।
তৎ কাচকুম্ভে নিহিতং প্রগাঢ়ং মৃৎকর্পটৈস্তৎ দিবসত্রয়ঞ্চ।
পচেৎ ক্রমাগ্নৌ সিকতাখ্যযন্ত্রে ততো রসঃ পল্লবরাগরম্যম্॥
সংগৃহ্য চৈতস্য পলং পলানি চত্বারি কর্পূররজস্তথৈব।
জাতিফলং শোষণমিন্দ্রপুষ্পং কস্তুরিকায়া ইহ শাণ একঃ॥
চন্দ্রোদয়োঽয়ং কথিতোঽস্যমাষঃ ভুক্তো হি বল্লীদলমধ্যবর্ত্তী।
মদোন্মদানাং প্রমদাশতানাং গর্ব্বাধিকত্বং শ্লথয়ত্যবশ্যম্॥

১ পল স্বর্ণপত্র, ৮ পল পারদ ও ১৬ পল গন্ধক একত্র করিয়া কার্পাসপুষ্পের রস দ্বারা এবং ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক একটী কাচকূপী মধ্যে পুরিয়া ছিন্ন বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপিয়া মৃদু অগ্নিযোগে ৩ দিবস বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এবম্প্রকারে প্রস্তুত পদার্থ ১ পল, কর্পূর ৪ পল এবং জাতীফল, মরিচ, লবঙ্গ ও মৃগনাভি প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা চূর্ণ করিয়া একত্র ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ পানের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ, বার্দ্ধক্যজনিত জরা, বলীপলিতাদি বিনষ্ট এবং মৈথুনশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে।

শৃঙ্গারাভ্রঃ।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং যদন্যৎ।
কর্পূরং জাতীকোষং সজলমিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্।
মাংসী তালীশ চোচং গজকুসুমগদং ধাতকী চেতি তুল্যম্॥
পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটু চ পৃথক্ স্বর্দ্ধশাণং দ্বিশাণম্।
এলাজাতীফলাখ্য ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্মকোলম্।

কোলার্দ্ধং পারদঞ্চ প্রতিপদনিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্।
পানীয়েনৈব কার্য্যা পরিণতচণকা স্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ॥
প্রাতঃ খাদেচ্চতস্রস্তদনুচ কিয়ৎ শৃঙ্গবেরং সপর্ণম্।
পানীয়ং শীতমন্তে ধ্রুবমপহরতি ক্ষিপ্রমাদৌ বিকারান্।
দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্জ্জিতবলীপলিতো মানবোঽস্য প্রসাদাৎ।

কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ২ পল, কর্পূর, জৈত্রী. বালা, গজপিপুল, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, কুড় ও ধাইফুলচূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠি, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে সিকিতোলা, এলাচী ও জাতীফল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, এলাচী ও জাতীফল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এবং পারদ অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জল সহ বাটিয়া চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ আদা ও পান ভক্ষণ ও জল পান করিবে। ইহা দ্বারা কাস, যক্ষা, শোথাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া দেহের কান্তি, লাবণ্য, পুষ্টি ও বলাদি বর্দ্ধিত হয়।

মুষ্টিযোগঃ।

সিদ্ধং কুসুম্ভতৈলং ভূমিলতা চূর্ণমিশ্রিতং কুরুতে।
চরণাভ্যঙ্গে পুংসাং বীর্য্যস্তম্ভং দৃঢ়ং লিঙ্গম্॥
কর্পূরগোপাঙ্গনা নীরলেপাৎ॥
স্ত্রীণাং পরং দ্রাবণমেব পুংসাং পিষ্ট্বা
স্থিতাস্তম্ভনমেব লিঙ্গে॥
মেদসা ক্ষৌদ্রযুক্তেন বরাহস্য প্রলেপিতম্॥
সম্যক্ লিঙ্গং রতান্তেঽপি স্তব্ধতাঞ্চ ন মুঞ্চতি॥
নীলোৎপলসিত পঙ্কজং কেশরং মধুশর্করাবলিপ্তেন।
সুরতে সুচিরং রমতে দৃঢ়লিঙ্গং নাভিবিবরেণ॥

নীলোৎপল শ্বেতপদ্ময়োঃ কেশরম্।
এভির্নাভিং লিপ্ত্বা বীজধারণাচ্চিরং রমতে॥
শ্বেত কোকিলনেত্রাঙ্ঘ্রিং ভুজে শিরসি বা ধৃতঃ।
শাখোটবীজ তৈলং বা তিলকাদ্বীজধারণম্॥
শ্বেতকোকিলং শ্বেতকুলিয়াখ্যা তস্য মূলম্।
শ্বেতক্ষুদ্রা জটা বিম্বী মার্জ্জারাস্থিচূর্ণতা স্থিরা॥
করোতি নিয়তং তদ্ধি বীজস্তম্ভং দৃঢ়ধ্বজম্।
শ্বেতক্ষুদ্রাশ্বেতবৃহতী স্থিরা শালপর্ণী।

কুসুমফুলের তৈল কিঞ্চিলুকত্বক্ চূর্ণ সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক পাদদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে পুরুষদিগের বীর্য্যস্তম্ভ ও লিঙ্গ দৃঢ় হয় জানিবে কর্পূর, অনন্তমূলের বীজ ও শোধিত পারদ একত্র গোপাঙ্গনার জলে মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা লিঙ্গ ধৌত করিলে বীর্য্যস্তম্ভ ও যোনিতে প্রয়োগ করিলে যোনি দ্রাবিত হইয়া থাকে জানিবে। শূকরের মেদ মধু সহযোগে মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে রমণান্তেও লিঙ্গ স্তব্ধাবস্থায় থাকে। নীলোৎপল ও শ্বেতপদ্মের কেশর চূর্ণ করিয়া মধু ও চিনি সহযোগে মিশ্রণ পূর্ব্বক নাভিবিবরে প্রলেপ দিলে অনেকক্ষণ রমণে ক্ষমতা ও লিঙ্গের দৃঢ়তা হইয়া থাকে। শ্বেত কুলে-খাড়ার মূল বাহুতে অথবা মস্তকে ধারণ করিলে কিংবা শেওড়া বীজের তৈল বা তিলকের বীজ ধারণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভ হইয়া থাকে জানিবে। শ্বেত কণ্টকারীর মূল, তেলাকুচা, বিড়ালের অস্থিচূর্ণ ও শালপানী একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা প্রলেপ দিলে বীর্য্যস্তম্ভ ও লিঙ্গ দৃঢ় হয়।

প্রকারান্তরম্।

এককরঞ্জোদর কৃতসধবল শরপুঙ্খ পারদো নিয়তম্।
ধারয়তি বীজবেগং পুংসাং বদনার্পিতো যাবৎ॥
সপ্তাহং ছাগ উরসনিরসং স্থিতং করন্ত বারুণী।

মূল গাঢ়োদ্বর্ত্তন বিধিনা লিঙ্গস্তম্ভং বাতে কুরুতে।
বীজং বৃহৎ করঞ্জস্থ কৃতমস্তং সপারদম্।
হেম্না সুবেষ্টিতং নস্থং বদনে বীজধৃঙ্ময়তম্।
মহাসুগন্ধিকামূলং কটিস্থং বীজধৃঙ্ময়তম্॥
শ্বেতার্কমূলবর্ত্ত্যা বরাহ মেদঃ প্রদিপ্তয়াদীপঃ
স্তম্ভং পুরুষবরাঙ্গং ধারয়তি বীজং শর্ব্বরীং সকলাম্।
ডুণ্ডুভো নাম যঃ সর্পঃ কৃষ্ণবর্ণং তমাহরেৎ।
তস্যাস্থি চ কটৌ বদ্ধা নরো বীর্য্যং ন মুঞ্চতি॥
চরণযুগলেপেন স্তম্ভয়তি পুরুষবীজং
যোগোঽয়ং যামিনীং সকলাম্।
আজম্বত্রীক্ষীরং লজ্জালুমূলং পিষ্ট্বা চরণযুগলেপেন
সেতুরিব তোয়বেগং ধারয়তি পুরুষবীজম্॥

পারদ শরপুঙ্খাসহ করঞ্জের ভিতরে পূরিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখে ধারণ করিয়া রাখিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভ থাকিবে। রাখালশশার মূল ছাগবস্কের রসের সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দারা উদ্বর্ত্তন করিলে লিঙ্গস্তম্ভ হইয়া থাকে জানিবে। বৃহৎ করঞ্জের ফলের মধ্যে পারদ পূরিয়া তাহা স্বর্ণ দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়। গন্ধনাকুলীর মূল কটীদেশে বন্ধন করিলে অথবা শ্বেতাকন্দের তুলায় সলিতা প্রস্তুত পূর্ব্বক বরাহ চর্ব্বিতে দীপ জ্বালিয়া রাখিলে সমস্ত রাত্রি বীর্য্যস্তম্ভ হয়। কৃষ্ণবর্ণ ঢোঁড়াসাপের অস্থি কটিদেশে বন্ধন করিলে সহসা বীর্য্যপাত হয় না। ছাগদুগ্ধ, মনসার আঠা ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক পাদদ্বয়ে লেপন দ্বারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভ থাকে। ছাগদুগ্ধ, মনসার আঠা ও লজ্জালু একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দারা পাদদ্বয়ে প্রলেপ দিলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যের বেগ ধারণ হয়।

রতিবল্লভগুড়িকা।

নাগবল্লী দলদ্রাবৈঃ সপ্তাহং শুদ্ধসূতকম্।
মর্দ্দয়েদ্‌দ্রাবয়েদম্লৈশ্চতুর্নিষ্ক প্রমাণতঃ।
বিষতুণ্ডগতং সূতং বিষেনাপি নিরোধয়েৎ॥
ততঃ শূকরমাংসস্থ গর্ভে ক্ষিপ্ত্বা তু শোধয়েৎ॥
সন্ধ্যাকালে বলিং দত্ত্বা কুক্কুটং বলিসংযুতম্।
ততশ্চুল্যাময়ঃপাত্রে তৈলে ধুস্তূরজে পচেৎ।
ক্ষিপ্ত্বা বংশানলে পাচ্যং তাদৃশং মাংসপিষ্টকম্॥
সন্ধ্যামারভ্য মন্দাগ্নৌ যাবৎ সূর্য্যোদয়ো ভবেৎ।
হঠাজ্জাগরণং কুর্য্যাদন্যথা নৈব সিধ্যতি॥
প্রাতরুত্থায় গুড়িকাং ক্ষীরভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ।
ক্ষীরং সা পিবতি ক্ষিপ্রং জায়তে প্রত্যয়ো মহান্॥
রতিকালে মুখে ধার্য্যা গুড়িকা বীর্য্যধারিণী।
ক্ষীরং পীত্বা রমেন্নারীং যথাকাম-সুখার্থিনঃ॥
মুখস্থ গুড়িকা যাবত্তাবদ্বীর্য্যস্থ রোধিনী।

৮ তোলা পরিমাণে পারদ লইয়া পাণের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক অম্লবর্গে দ্রাবিত করিয়া বিষতুণ্ডমধ্যে পূরিয়া বিষ দ্বারা রুদ্ধ করিবে। তদনন্তর শূকরমাংসমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক শোধন করিবে। পরে সন্ধ্যা-কালে কুক্কুট বলি দিয়া এই বলি সহযোগে উহা লৌহপাত্রে ধুতুরার তৈলে পাক করতঃ তৎপরে মৃদু বাঁশের আগুনে মাংসপিষ্টক পাক-পূর্ব্বক প্রাতঃকালে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া দিবে। রমণকালে এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে বীর্য্য-পাত হয় না জানিবে।

স্তম্ভনম্।

আকিঙ্গ জাতীফলয়োঃ প্রত্যেকং রক্তিকাত্রয়ম্।
কর্পূরস্থ চ রক্ত্যেকা সপ্তচ্ছদ প্রসূনকম্॥

পঞ্চরক্তি প্রমাণন্তু গ্রাহ্যমিদ্রাশনস্য চ।
মাসকঞ্চ চতুর্গ্রাহ্যং মধুনা লেহ উত্তমঃ॥
ধার্য্যং কদাপি নোবীর্য্যং রমেৎ স্ত্রীণাং শতানি চ॥

অহিফেন ও জাতীফল প্রত্যেকে ৩ রতি, কর্পূর ১ রতি, চাতিমফল ৪ রতি ও সিদ্ধি ৪ মাষা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ গুটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে আদৌ বীর্য্যপাত হয় না।

স্থূলীকরণম্।

ভল্লাতক বৃহতীফল দাড়িমফল কল্কসাধিতং কুরুতে
লিঙ্গং মর্দ্দনবিধিনা কটুতৈলং বাজিলিঙ্গাভম্।
অশ্বগন্ধা বরী কুষ্ঠং মাংসী সিংহী ফলান্বিতম্।
চতুর্গুণেন দুগ্ধেন তিলতৈলং বিপাচয়েৎ॥
স্তন লিঙ্গকর্ণপালিবর্দ্ধনং ম্রক্ষণাদপি।
ভল্লাতক বৃহতীফল নলিনীদল সিন্ধুজন্ম জলশূকৈঃ।
মাহিষ নবনীতেন চ করম্বিতে সপ্তদিন মুষিতৈঃ॥
মূলে হয়গন্ধায়া মহিষী মলমলিত পূর্ণমবলিপ্তম্।
ভবতি লঘুকৃত রাসভলিঙ্গং ধ্রুবং পুংসাম্॥

সর্ষপতৈল /৪ সের, জল ।৬ সের, এবং কল্কার্থ—ভেলা, বৃহতীফল ও দাড়িমফল সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক পূর্ব্বক লিঙ্গে মর্দ্দন করিলে লিঙ্গ অশ্বলিঙ্গের ন্যায় হয়। তিলতৈল /৪ সের, দুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, কুড়, জটামাংসী ও বৃহতীফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে স্তন, লিঙ্গ ও কর্ণপালি বর্দ্ধিত হয়। ভেলা, বৃহতীফল, পদ্মপত্র, সৈন্ধবলবণ ও জলশূক, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মাহিষ নবনীত সহ মিশ্রিত করিয়া

৭ দিবস বাসী করতঃ উহাদ্বারা, পূর্ব্বে অশ্বগন্ধার মূল ও মহিষীর মল একত্র মিশাইয়া লিঙ্গে লেপন পূর্ব্বক পরে লিঙ্গে মর্দ্দন করিলে লিঙ্গ স্থূল হয়।

বশীকরণম্।

মাহিষং নবনীতঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ মধুযষ্টিকা।
সৌভাগ্যং ভগলেপেন দাসবচ্চ ভবেৎ পতিঃ॥
নিম্বকাষ্ঠস্য ধূপেন ধূপয়িত্বা ভগং স্ত্রিয়ঃ।
সুভগাঃ স্যুঃ পতিস্তাসাং দাসবত্তজতে ধ্রুবম্॥

ধূয়ঃ স্বার্ত্তবশোণিত ভাবিত গোরোচনারচিত তিলকানি নারী যং যং পশ্যতি পুরুষং তং তং বশীকুরুতে। যদি সহদেবা মূলং গ্রহণে সংগৃহ্য রোচনাপিষ্টং তৎকৃত তিলকা নারী গুরুকুলমপি বিকলতাং নয়তি।

চতুর্দ্দশী ভূমিজ বারযোগে বিলুপ্তপুষ্পিতং সর্ষপং যঃ॥
সংপিষ্টহস্তৌ পরিলিপ্য যস্যাঃ সন্দর্শয়েৎ
সা তদৃতে ন জীবেৎ।
রতিকালে নিজং শুক্রং গৃহীত্বা বামপাণিনা।
বাসং কান্তাপদং লিপ্ত্বা ভবেত্তস্যাঃ প্রিয়োধ্রুবম্॥
সৈন্ধবস্তু মহাদেবা পারাবত মলং মধু।
এভির্লিপ্তস্তু লিঙ্গং বৈ কামিনীবশকৃদ্ভবেৎ॥

মাহিষঘৃত, কুড় ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ পূর্ব্বক ভগে প্রলেপ দিলে অথবা নিম্বকাষ্ঠের ধূপ ভগে প্রয়োগ পূর্ব্বক পতিসহ সহবাস করিলে নিশ্চয়ই স্বামী বশীভূত হয়। স্বীয় আর্ত্তব দ্বারা গোরোচনা ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা কপালে তিলক পরিয়া নারী যে যে পুরুষকে দর্শন করিবে, সেই সেই পুরুষ নিশ্চয়ই বশীভূত হয়। ঝিন্টির মূল গ্রহণদিবসে উত্তোলন পূর্ব্বক গোরোচনা সহ পেষণ করতঃ স্ত্রী কপালে তিলক

পরিলে পুরুষমাত্রই বশীভূত হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশীতিথিতে মঙ্গলবারে পুষ্পহীন সর্ষপ লইয়া পেষণ পূর্ব্বক লেপন করিয়া যে স্ত্রীকে দর্শন করা যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই উক্তপুরুষের বশীভূতা হয়। পতি নিজের শুক্র বামহস্তে লইয়া রতিকালে স্ত্রীর বামপদে লেপন করিয়া দিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই পতিপরায়ণা থাকে জানিবে। সৈন্ধবলবণ, পায়রার মল ও মধু একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লিঙ্গে লেপন পূর্ব্বক রমণ করিলে নিশ্চয়ই কামিনী বশীভূতা হয়।

কাপালিকো যোগঃ।

অপরাজিতা শিখাকট্যাং নীলোৎপল সমন্বিতাং
তাম্বুলং সহভাবেন বশীকরণমুত্তমম্॥
যদা ব্রহ্মাহিনাভেকঃ সশব্দো গিলিতো মনাক্।
তদা দণ্ডেন সংতাড্য ছায়াশুকস্তু কারয়েৎ॥
পৃথক্ নূতনপাত্রস্থৌ দগ্ধৌ ভস্মত্বমাগতৌ।
এষ কাপালিকো যোগো গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অনেন নিহতা নারী ক্রমাদায়াতি যাতি চ॥

অপরাজিতার মূল নীলোৎপল সহ তাম্বুল সহযোগে কটীদেশে বন্ধন করিলে নিশ্চয়ই স্ত্রী জাতি বশীভূত হয়। ব্রহ্মসর্প কর্ত্তৃক অল্প গিলিত ভেক সর্পটী লাঠী দ্বারা হত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করতঃ পৃথক্‌রূপে রাখিয়া অর্থাৎ সর্প ও ভেকটীকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখিয়া দগ্ধ করিবে, এই ঔষধ প্রয়োগ পূর্ব্বক কামিনীকে দর্শন করিলে, সেই কামিনী তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হইয়া পাগলপ্রায় হইবে।

বশীকরণম্।

সপ্তদলমল্লিকা মূলং পুষ্পোদ্ধৃতং তাম্বুলেন
ভক্ষয়ন্নারী বশ্যা ভবেৎ।
পুষ্পোদ্ধৃতং দণ্ডোৎপলমূলং ভক্ষণাত্তথা॥

শুনোজিহ্বাং সংগৃহ্য শঙ্খচূর্ণেন তিলকং
তেন জগন্নারী বশ্যা স্যাৎ।
গোরোচনা চ সবীর্য্যঞ্চ মূলং দণ্ডোৎপলস্য চ॥
তাম্বূলং ভক্ষিতে দেয়ং প্রমদা-রস-কারকম্।
কর্ণচক্ষুর্মলঞ্চৈব তথা দন্তমলং পুনঃ॥
স্বরেতসা সংপিষ্টং ভক্ষণাদ্বনিতা বশম্।
গোরোচনা প্রিয়ঙ্গুশ্চ কুনটী নাগকেশরম্॥
পুষ্যে চাঞ্জনযোগেন নরনারী বশং ভবেৎ।
গোরোচনা রোহিতপিত্ত কুড়ব কটুতৈলম্।
ভাবয়িত্বা মুখম্রক্ষণাজ্জগদ্বশ্যং।
দণ্ডোৎপল মূলং পুষ্যোদ্ধৃতং গোরোচনা
তিলকেন সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ স্যাৎ।
পুষ্যেনোদ্ধৃতং সুদর্শনামূলং করে
বদ্ধ্বা জগজ্জন-প্রিয়ঃস্যাৎ।

পুষ্যানক্ষত্রে সপ্তদল মল্লিকার মূল উত্তোলন পূর্ব্বক পেষণ করত তাম্বুল সহযোগে সেবন করিলে অথবা উক্ত নক্ষত্রে দণ্ডোৎপলের মূল করস্থলে কিংবা কুকুরের জিহ্বা শঙ্খ চূর্ণ সহযোগে জলের সহিত বাটিয়া তিলক পরিয়া যে নারীকে দর্শন করিবে সেই বশীভূত হইবে। গোরোচনা, স্ববীর্য্য এবং দণ্ডোৎপলের মূল একত্র বাটিয়া তাম্বুল সহযোগে কামিনীকে ভক্ষণ করাইলে নিশ্চয়ই বশীভূতা হইয়া থাকে। কর্ণমল, চক্ষুমল ও দন্তমল বীর্য্য সহিত একত্র পেষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করাইলে স্ত্রীলোক বশীভূত হয়। গোরোচনা, প্রিয়ঙ্গু, মনঃশিলা ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নর ও নারী উভয়ই বশীভূত হইয়া থাকে। অর্দ্ধসের কটু তৈলে গোরোচনা ও রোহিতপিত্ত ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা মুখ ম্রক্ষণ

করিলে জগতের সমস্তই বশীভূত হয়। গোরোচনা সহিত পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত দণ্ডোৎপলের মূল পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তিলক পরিয়া যাহাকে দর্শন করা যায়, তাহাকেই বশতাপন্ন করা যায়। পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত সুদর্শনার মূল হস্তে বান্ধিয়া যাহাকে দর্শন করা যাইবে, সেই বশীভূত হইবে।

দ্রাবণম্।

মনঃশিলা বচা কুষ্ঠং সৈন্ধবঞ্চ পুনস্তথা।
মধুনা লেপয়েল্লিঙ্গং দ্রাবয়েৎ কামিনীজনম্॥
টঙ্কণং মধুনা যুক্তং সুপিষ্টং ধারয়েদ্ বুধঃ।
তেন লেপেন গুহ্যেন নারীণাং দ্রাবণং ধ্রুবম্।
মূলঞ্চ কাকমাচাশ্চ পুষ্যেণোদ্ধৃত্য যত্নতঃ॥
তাম্বূলেন সমং স্ত্রীণাং দ্রাবণং ভক্ষণাদপি।
শৈলজং কটুতৈলঞ্চ নবনীতঞ্চ মাহিষম্॥
এতেন মর্দ্দয়েল্লিঙ্গং মর্দ্দনাদশ্ববদ্ভবেৎ।
তথা পুনঃ অশ্বগন্ধা জটামাংসী চ কুষ্ঠকং
মাহিষং নবনীতঞ্চ লেপাৎ ধ্বজবিবর্দ্ধনম্॥

মনঃশিলা, বচ, কুড় ও সৈন্ধবলবণ মধুসহ বাটিয়া লিঙ্গে লেপন করিলে মৈথুন দ্বারা শীঘ্রই কামিনীর যোনি দ্রাবিত হয়। সোহাগার খৈ, মধু সহ পেষণ পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে এবং তদ্দ্বারা নারীদিগের গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে রমণমাত্রেই স্ত্রীগণের যোনি দ্রাবিত হইয়া থাকে। কাকমাচীর মূল পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন পূর্ব্বক তাম্বূল সহযোগে স্ত্রীগণকে ভক্ষণ করাইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সত্বর রেতঃপাত হইয়া থাকে। শৈলজ, কটুতৈল ও মহিষীর দুগ্ধের ননী একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক লিঙ্গে মর্দ্দন করিলে অথবা অশ্বগন্ধা, জটামাংসী, কুড় ও মহিষী দুগ্ধের নবনীত একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গে মর্দ্দন করিলে অশ্বের ন্যায় লিঙ্গ বর্দ্ধিত হয়।

শৃঙ্গাদ্বৃষস্য পতিতাৎ পতনক্রমেণ
ছত্রী সতাড়ক জটাবীর তাড়বাজং
পিষ্টা প্রলিম্পতি বধূরিহ যস্য লিঙ্গম
তস্যাঙ্গনাস্তনরতৌ পতিতোধ্বজঃ স্যাৎ॥
গোরোচনা সহিত খঞ্জন যুগ্মচূর্ণং
যোনৌ নিধায় কুরুতে মদনোৎসবং যা
তস্যাঃ পতিঃ কথমিহাপরকামিনীষু
রক্তঃ সদা সহি পতদধ্বজকান্তমূর্ত্তিঃ।
ঊর্দ্ধাধোমুখগস্ত্রী গোশৃঙ্গস্য চূর্ণযুগলেন॥
যোনিগতে নচ লিঙ্গোত্থানং পতনঞ্চ।
ঊর্দ্ধাধো গোশৃঙ্গযুগলেন যথাক্রমং লিঙ্গোত্থানং পতনঞ্চ॥
তাম্রচূর্ণং বলীবর্দ্দস্য শৃঙ্গাগ্রং নিঘৃষ্য তেন লেপাৎ
ঊর্দ্ধলিঙ্গস্য ধ্বজপতনোত্থাপনে।
কটুতৈলভাবিতয়া টঙ্গণকং সৈন্ধবং বাপিতে
ক্ষিপতি রতান্তে সততং তমাদিতঃ পথ্যম্।
ধাত্র্যঞ্জনাভয়াচূর্ণং তোয়পীতং রজো হরেৎ॥
শেলুচ্ছদমিশ্রপিষ্টভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ।

বৃষশৃঙ্গ হইতে পতিত জটা ও বীজতাড়ক, একত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লিঙ্গ প্রলিপ্ত করিলে পুরুষের ধ্বজ উত্থিত হয় না। গোরোচনা ও খঞ্জন চূর্ণ করিয়া যোনিতে প্রয়োগ কবিলে পুরুষের লিঙ্গ উত্থিত হয় না। ঊর্দ্ধাধো মুখ গোশৃঙ্গ দ্বয়ের চূর্ণ ভগে প্রক্ষেপ করিলে লিঙ্গ উত্থিত হয় না অর্থাৎ পতিত হইবে। তাম্র চূর্ণ ও ষাঁড়ের শৃঙ্গাগ্রচূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ঊর্দ্ধলিঙ্গ ব্যক্তির ধ্বজ পতিত হয়। কটুতৈল দ্বারা ভাবিত সোহাগার খৈ

অথবা সৈন্ধব একত্র মর্দ্দনান্তে ভগে প্রক্ষেপ করিলে অথবা আমলকী ও রসাঞ্জন চূর্ণ জলসহ পান করিলে কিংবা বহুবারের ছালচূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে স্ত্রীদিগের রজ নিবারিত হইয়া থাকে।

যাবন্ত্যবলা চম্পকং বারিণা পিবতি
ন ভবতি কুসুমং তস্যা নিয়তং তাবন্তি বর্ষাণি॥
বেণু-তরুবীজ-কল্কঃ কুরুতে ক্ষার গুড়যুতো গিলিতঃ।
অপগতকুসুমাং কুরুতে ঘনতুঙ্গকুচামপি প্রমদাম্।
জরয়া চিন্তয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ।
ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণামতিনিষেবণাৎ॥
ক্ষয়াদ্ভয়াদবিশ্রাম্ভাৎ শোকাৎ স্ত্রীদোষদর্শনাৎ।
নারীণামভিসঙ্গাদ্বা অভিঘাতাদসেবনাৎ॥
অতিব্যবায়শীলো যঃ নচ বাজিক্রিয়ারতঃ।
অসাধ্যং জায়তে ষণ্ডক্লৈব্যং তদপরং স্থিতম্॥
তোয়াঙ্গরাগ শিশিরাতপ শীত বাতা
স্তাম্বূলসোমকর শীত-রসেক্ষু-ভক্ষ্যাঃ।
স্নানঞ্চ দুগ্ধ মধুমূল ফলানি নিদ্রা
সেব্যানি কামুকজনৈঃ সুরতাবসানে॥
অসেবনান্মেহ মেদো গ্রন্থিরগ্নেশ্চ মার্দ্দবম্।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ জড়তা প্রাপ্যতে যৌবনে জনৈঃ॥
যোগান্ সংসেব্য বৃষ্যান্ সসিতমথ পয়ঃ
শীতলং চাম্বু পীত্বা।
গচ্ছেন্নারীং স্মরশততরলাং কামুকঃ কামদেবঃ।
যামে তুর্য্যে প্রহৃষ্টঃ অপগতসুরতঃ
সংস্বপেন্নিত্যানিত্যম্।

কান্তঃ কান্তাঙ্গসঙ্গাদসকৃদপি
নয়ো জাতু নো বৈমনস্যম ॥

ইতি রসরত্নাকরঃ সমাপ্তঃ।

স্ত্রীলোক যে কয়দিন চাঁপাফুল জলের সহিত সেবন করিবে সেই কয় বৎসর তাহার ঋতু প্রকাশ হইবে না। বেণুবৃক্ষের বীজের ছালের ক্ষার গুড় সহযোগে সেবন করিলে স্ত্রীদিগের পুষ্প প্রকাশিত হয় না ও কুচদ্বয় উন্নত থাকে। জরা, চিন্তা, ব্যাধি, কর্ম্মদ্বারা কৃশতা, অনশন ও অত্যন্ত স্ত্রীসেবন দ্বারা শুক্র অতিশয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শুক্রক্ষয়, ভয়, অবিশ্রাম, শোক, স্ত্রীদোষদর্শন, স্ত্রীপ্রসঙ্গ অভিঘাত, আদৌ স্ত্রীসহবাস না করা, অত্যন্ত ব্যবায় ও বাজীক্রিয়ায় অনাসক্তি দ্বারা পুরুষের ক্লীবতা জন্মে। জল, অঙ্গলেপন, শিশির আতপ, শীতলবাতাস, তাম্বূল, চন্দ্রকিরণ, শীতল রস, ইক্ষুভক্ষণ স্নান দুগ্ধ, মধু, মূল ও ফল, এই সকল সুরতান্তে হিতকারক। আদৌ স্ত্রীসম্ভোগ না করিলে মেহ, মেদ গ্রন্থি, অগ্নিমান্দ্য ও ইন্দ্রিয়সমূহের জড়তা হইয়া থাকে। কামুক ব্যক্তি চিনি, দুগ্ধ ও ঠাণ্ডাজল ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন পূর্ব্বক তৃতীয় প্রহর মধ্যে মৈথুন কার্য্য সম্পাদন করিয়া চতুর্থপ্রহরে নিদ্রা যাইবে।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

যোগশাস্ত্রের কতিপয় আদিগ্রন্থ।

গোরক্ষ-সংহিতা

যোগের আদি ও সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। সিদ্ধযোগী মহাত্মা গোরক্ষনাথ প্রণীত। হঠযোগ ও রাজযোগ প্রভৃতি যোগ প্রণালী এবং আসন, ধৌতি, নেতি, প্রাণায়াম, কুম্ভক প্রভৃতি যাহার আচরণে লোকে জরামর। বিরহিত হইয়া সাধু সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত হয়, ইহাতে সেই সমস্ত মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ যোগশিক্ষা সহজভাবে লিখিত আছে। মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

ঘেরণ্ড-সংহিতা

যোগি-প্রবর ঘেরণ্ডদেব প্রণীত। যোগশিক্ষার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। পূর্ব্বতন সাধু সিদ্ধ পুরুষ মহাপুরুষগণ যে যোগ প্রভাবে জরা-মরণ বিরহিত হইয়া দূর শ্রবণ, সূক্ষ্ম দর্শন, শূন্যে ভ্রমণ, পরদেহে প্রবেশ, ইচ্ছা ভ্রমণ, বাক্‌সিদ্ধি ও অন্তর্য্যামিত্বাদি লাভ করিয়া অমর হইতেন, সেই সকল যোগপ্রণালী সহজ ভাবে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ বার আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

স্মৃতিশাস্ত্রের কতিপয় পুস্তক।

বিবাহের যাবতীয় বিষয় এই শাস্ত্রগ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত মূল, কাশীরাম বাচস্পতি কৃত সম্পূর্ণ টীকা ও নীলকমল বিদ্যানিধি কৃত বিস্তৃত অনুবাদ সহ ইহা স্মৃতির আদ্য পরীক্ষার পাঠ্য। নির্ভুল সংস্করণ মূল্য ৸৹ বার আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তপ্রবর ৺রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত মূল, কাশীরাম বাচস্পতি কৃত সম্পূর্ণ টীকা এবং নীলকমল বিদ্যানিধি কৃত বিস্তৃত অনুবাদ সহ। স্মৃতির আদ্য পরীক্ষার পাঠ্য। নির্ভুল সংস্করণ মূল্য ২॥৹ আড়াই টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

সুপদ্ম ব্যাকরণম্

শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যনাথ কাব্যতীর্থ সম্পাদিত। (চতুর্থ সংস্করণ)

মহামহোপাধ্যায পদ্মনাভ দত্ত-কৃত-মূল, মহামহোপাধ্যায বিষ্ণুমিশ্র কৃত সুপদ্মমকবন্দাখ্য টীকা ও সম্পাদক কৃত বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, পদসাধন প্রণালী, পদবিভাগ প্রভৃতি ছাত্রগণেব পবম উপযোগী সমুদয বিষয় ইহাতে আছে। প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ১ম খণ্ড ২।০ আড়াই টাকা, ২য় খণ্ড ২॥০ আড়াই টাকা। সুপদ্মব্যাকবণ সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ। সুপদ্ম মকবন্দ ॥০ আনা। সুপদ্মধাতু কৌমুদী ।৶০ ছয আনা।

অশৌচ সংক্ষেপ

(সানুবাদ)—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায কৃত অশৌচ ব্যবস্থাব সাব সংগ্রহ। বঙ্গবাসীব প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাগ্রন্থ। মূল্য ॥০ আনা।

পরাশর-সংহিতা

সানুবাদ। মহামুনি পবাশব মতে ব্যবস্থা গ্রন্থ। জন্ম-জন্মান্তব কৃত পাপেব ফলে যে সমস্ত বোগ উৎপন্ন হয়—তাহাব প্রতিকাবার্থ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা সুন্দররূপে লিখিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

পবমকারুণিক শ্রীভগবানেব অনুগ্রহে পরিষ্কার বঙ্গাক্ষরে মহামহোপাধ্যায় কুল্লুক ভট্টকৃত মন্বর্থ মুক্তাবলী নামক টীকা ও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ সম্বলিত মনুসংহিতাব সুলভ সংস্করণ বাহির হইল। মনুসংহিতা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগেব নিত্যপাঠ্য ও পবম আদবেব বস্তু। ইহার আকার, ছাপা ও কাগজ যেমন উত্তম হইয়াছে, বিশুদ্ধতার দিকেও তেমনি যতদুর সম্ভব দৃষ্টি রাখা হইযাছে। এক কথায় বলিতে গেলে এ জাতীয় মনুসংহিতা বাজারে দুর্লভ মূল্য ২৲ দুই টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

স্মৃতি উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য।

দায়ভাগ

সটীকানুবাদ জীমূতবাহন কৃত মূল ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কৃত টীকা এবং নীলকমল বিদ্যানিধি কৃত সরল অনুবাদ সহ দায়াদি উত্তরাধিকারী নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রন্থ। হিন্দুসমাজের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এই গ্রন্থ দৃষ্টেই হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে ক্রম সংগ্রহ নামক দায়-ব্যবস্থাকারিকা-খানিও সন্নিবেশিত আছে। মূল্য ১৸০ মাশুল স্বতন্ত্র।

স্মৃতি-সর্ব্বস্ব।

ইহাতে তিথি, কৃত্য, শ্রাদ্ধ, শুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত, দান উদ্বাহ, মলমাস প্রায়শ্চিত্তবিবেক, শ্রাদ্ধবিবেক, মনুসংহিতা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রন্থের যাবতীয় ব্যবস্থা অনুবাদ এবং প্রমাণের সহিত লিখিত আছে। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা, মাশুল স্বতন্ত্র। **কর্পূরাদি স্তব**—মূল্য ।০ চারি আনা।

ভার্গবীয় কর্ম্মবিপাক

মহামুনি ভৃগু-কৃত মূলও বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ সহ। মনুষ্য-জীবনের সুখ দুঃখ সমস্তই পূর্ব্বজন্মকর্ম্মার্জিত। ইহজন্ম ও পূর্ব্বজন্ম কৃত কোন্ পাপফলে কোন রোগ জন্মে এবং তাহা শান্তির ব্যবস্থা কি তাহা ইহাতে বর্ণিত আছে। ইহা দেখিয়া শান্তির ব্যবস্থা করিলে অতি উৎকট রোগ হইতেও মুক্তিলাভ হয় মূল্য ১৸০ সাতসিকা, মাশুল পৃথক্।

তন্ত্রশাস্ত্র

পীঠমালা-মহাতন্ত্র

স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীকে পরম গুহ্য তন্ত্রের যে সকল উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই মূল অনুবাদ সহ প্রকাশিত। ইহার বিষয় অনন্ত, ইহা দ্বারা সংসারী গৃহী, অবধূত সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, মুমুক্ষু সকলেই একাধারে স্বীয় প্রয়োজনোপযুক্ত অমূল্য উপদেশাবলী পাইবেন। পীঠমালা মহাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব শিববাক্য দ্বারা প্রমাণিত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব

মহামহোপাধ্যায় ৺ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত। ৺রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কৃত টীকা সম্বলিত।

বিদ্যার্থী, বৈষয়িক, গৃহস্থ লোকের বোধার্থ ইহার শেষ ভাগে বিস্তৃত সরল অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে সর্ব্বসাধারণেরই ইহার মর্ম্মার্থ অবগত হইতে পারিবেন এবং ছাত্রগণের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, এই প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ স্মৃতির আদ্য পরীক্ষার পাঠ্য। মূল্য ১৷৵০ এক টাকা বার আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

বিবাহ কল্পবৃক্ষঃ

ইহা হিন্দুগণের বিবাহের যোটক বিচার বিষয়ক বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্যোতিষের পুস্তক। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র জ্যোতিষ-রত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত।

বিবাহের শুভাশুভ নির্ণয়ের উপর জীবনের সুখ, সম্পদ নির্ভর করে অথচ এই বিবাহকে আমরা দৈব নির্দ্দিষ্ট প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলিয়া ইহার ভালমন্দের চেষ্টাই করি না। শাস্ত্র বাক্য কিন্তু অন্যরূপ। বর ও কন্যার যোটকাদি বিচার দ্বারাই বিবাহের শুভাশুভ স্থির নির্ণীত হইতে পারে। এই গ্রন্থে রাজযোটক, দ্বিদ্বাদশ, নবপঞ্চক, ষড়ষ্টক, মেলন বিচার ও দোষের খণ্ডন বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে। গণ, বর্ণ, যোনি, নাড়ীবিচার দোষের খণ্ডন ও মণ্ডন গণনা, যোনিচক্রের বিচার প্রভৃতি সমস্তই বিবৃত হইয়াছে। বিবাহের সুতিথি, সুনক্ষত্র, সুদিন ও সুলগ্ন প্রভৃতি সপ্তশলাকা, তৎখণ্ডন, পঞ্চশলাকা লতাপাতাদি প্রভৃতি বিচার, কন্যার মাস ও বর্ষশুদ্ধি, দশ দ্বাদশ ও ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহের বিশেষ বিচার, পুরুষের যুগ্মাযুগ্মবর্ষে বিবাহের বিচার একোদরজাত দুই পুত্র অথবা দুই কন্যার এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ বিচার প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

(আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণাভিধান) ইহাদ্বারা ধাতু, বৃক্ষ, ফল, মূল, লতা, পাতা, তৃণ শস্য, স্থলজ, জলজ সমস্ত দ্রব্যের কি কি নাম, কোন্ দ্রব্যের কি গুণ এবং কোন্ রোগে কোন্ দ্রব্য উপকারী, তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন, সরল বঙ্গানুবাদ সহ। মূল্য ১৷৵০ পাঁচসিকা। মাঃ স্বতন্ত্র।

শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—তারা লাইব্রেরী ১০৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ৯

জ্যোতিষতত্ত্ববারিধি

শ্রীযুক্ত নীলকমল বিদ্যানিধি সম্পাদিত। সহজে জ্যোতিষ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

লিখিত জ্যোতিষশাস্ত্র বারিধি মন্থন করিয়া এই গ্রন্থরত্ন উদ্ধৃত হইয়াছে। শুদ্ধিদীপিকা, জ্যোতিষতত্ত্ব, জ্যোতিষপ্রকাশ, জ্যোতিষ রত্ন, জাতকচন্দ্রিকা, খনা, বরাহমিহির পরাশর ও বৃহৎপরাশরী প্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক রচিত। এতদ্ভিন্ন মনু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নানা সংহিতা এবং বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত বচন প্রমাণ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত মূল ও শ্লোকের সহিত গোবিন্দানন্দকৃত টীকা এবং সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা, মাশুল পৃথক।

বৃহত্তন্ত্রকোষঃ

সমুদয় দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে তন্ত্রোক্ত শবসাধন, যোগসাধন, পরীসাধন, নানাবিধ বশীকরণ প্রভৃতি অসংখ্য বিস্ময়কর কার্য্যের সাধনশক্তিলাভ করিবেন। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সমেত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

উৎকল খণ্ড

এই গ্রন্থে জগন্নাথক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় পাইবেন। কিরূপে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তথায় স্থাপিত হইলেন, তাহা এবং ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার আমূল সমস্ত ইতিহাস ইহাতে নিবদ্ধ আছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীক্ষেত্রধামদর্শনে অবশ্য করণীয় ক্রিয়া পদ্ধতি এবং মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। তীর্থরাজ সমুদ্র তীরবর্ত্তী নীলাচলস্থিত এই পুণ্যভূমির কাহিনী বিষয়ক এরূপ আমূল গ্রন্থ আর নাই মূল্য ১৷৫০ সাতসিকা মাত্র, মাঃ স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের মধ্যে রাসলীলার রহস্যই সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ়তম। কি বৈষ্ণব, কি অবৈষ্ণব, কি গৃহী কি উদাসীন প্রত্যেকেরই জীবনে এই রাসতত্ত্বজ্ঞানের স্পৃহা বলবতী হয়। ইহাতে মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা জীব গোস্বামি-কৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকা এবং অতি বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা আছে, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ঐ ছোট ।০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

কবিরাজী শিক্ষা

কবিরাজ এস, বি, পাল সঙ্কলিত। সহজে সকলপ্রকার ব্যাধির চিকিৎসা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পুস্তক। ইহাতে রোগনির্ণয়, ঔষধ, তৈল, অরিষ্ট ও অবলেহাদি প্রস্তুত প্রণালী মুষ্টিযোগ সমস্তই সরলভাবে সন্নিবেশিত আছে। এই রপুস্তকপাঠে এমন কি পারদ, উপদংশ, বসন্ত, স্ত্রী ব্যাধি প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাও শিখিতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আট আনা।

রস-রত্নাকর

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদজলধি মন্থন করিয়া কবিরাজ-কেশরী শ্রীপতি দত্ত যে অমৃতের উদ্ভব করিয়াছেন তাহাই এই **রস-রত্নাকর** গ্রন্থ। ইহাতে ধাতু সমূহের শোধন, দ্রাবণ, মারণ ও ব্যাধি সকলের চিকিৎসা, বটিকা, মোদক, পাচন, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, তৈল ও ঘৃতাদির প্রস্তুতপ্রকরণ সরল ভাষায় বঙ্গানুবাদ সমেত লিখিত হইয়াছে। এই এক পুস্তক পাঠে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত সমূহ সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয়। সংস্করণ উৎকৃষ্ট কাগজ ডবল ক্রাউন সাইজ। মূল্য ৩৲ তিন টাকা। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।
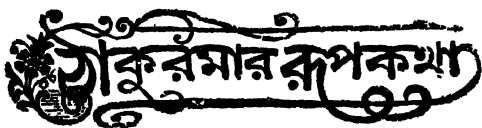
সেই স্বর্ণময়যুগের স্বপ্নময়ী তরঙ্গমালা আজ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া প্রকাশিত হইল। যে অমৃতময়ী গল্পলহরী পান করিবার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা পিপাসিত চাতকের ন্যায় লালায়িত—স্বপ্নরাজ্যের—পরীরাজ্যের—মায়ারাজ্যের সেই বিমোহন ইন্দ্রজাল লীলা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হউন। মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা

প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রোমাঞ্চকর প্রলয়ঙ্কর ঘটনা—৭০০ পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত কাপড়ে চমৎকার বাঁধান প্রকাণ্ড আকারে মূল্য ১৸০ সাতসিকা, মাঃ স্বতন্ত্র।

অঘোব বাবুব বচিত নাটকখানি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রথানুযাষী নূতন ধবণে লিখিত হইযা ভোলানাথ অপেবাপার্টিতে অভিনীত হইযাছে। ইহাতে ইন্দ্র, বরুণ, যম, পবন, বৃহস্পতি, হুতাশন, নিবর্ত্তক, প্রবর্ত্তক, শুম্ভ, নিশুম্ভ, দুর্ম্মদাসুব, জযন্ত, মুণ্ড প্রলযাসুব, সুগ্রীব, ধূম্র, বক্তবীজ এবং দগা, কালী, শচী, দুন্দুভি, অম্বিকা উর্ব্বশী, বিজটা, ভৈববী, চামুণ্ডা ইত্যাদি সকলকেই পাইবেন, (সচিত্র) মূল্য ১৷০ দেড টাকা মাঃ পৃথক।

বা লক্ষ্মণের শক্তিশেল। সুকবি শ্রীযুক্ত বামদুর্লভ কাব্যবিশাবদ প্রণীত। সত্যেশ্বব চট্টোপাধ্যাযেব যাত্রাব দলেব বিজয নিশান। ইহাতে বামাদি ভাতৃচতুষ্টয়, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ বণচণ্ডি, বাবণ, ভবানন্দ, গাড়ু ভট্ট প্রভৃতি অষ্টরথীগণ ভগবতী, সীতা, মন্দোদবী, নন্দস্বদাদাগণ, হা হা হুহু সকলই আছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা, মাশুল পৃথক।

বাল্মীকি
নরেশ বাবুব বচিত বাধাকৃষ্ণ যাত্রা পার্টিতে সুনশের সহিত অভিনীত। বাম নামেব মাহাত্ম্যে দস্যু বত্নাকব মহর্ষি বাল্মীকি হইযা বাম চবিতামৃত পত্রাবলি জগৎ মোহিত কবিলেন—পাঠ করিয়া পুলকে শিহবিযা উঠিবেন। বত্নাকবেব অত্যাচারে দেশময় ভীষণ দগ্ধ—পাপপুণ্যের বিচাব, পুণ্যের সনাতন জয়কাহিনী। মূল্য ১৷৷০ দেড টাকা, মাঃ স্বতন্ত্র।

লক্ষবলি
অঘোব কাব্যতীর্থ প্রণীত। ভাণ্ডাবীব দলেব বিশ্ববিজয়ী অভিনয। ইহাতে সেই মহারাজ সুবথের পত্নী পুত্র ও রাজ্যত্যাগ, বনবাস, মহর্ষি মেধসের উপদেশ, সুবথেব দুর্গোৎসব ও লক্ষবলি, সুরথগৃহে দেবীব পুণ্য কাহিনী, নিপুণ নাট্যকাবের হাতে কিরূপ ভাবগ্রহণ কবিয়াছে দেখুন। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রবীণ কবি ভবতাবণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভূষণ অধিকাবীবদলেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। দেবব্রতেব সেই পিতাব জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, চির কৌমারব্রত গ্রহণেব ভীষণ প্রতিজ্ঞা, সিংহাসন ত্যাগ ভারতের ইতিহাসে চিরকাল জলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। যাহাব অভিনয়ে লোকে-লোকারণ্য সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

ভুবনেশ্বরী

এই নাটকখানি পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ মহাশয়ের লিখিত। নিউ-শঙ্কর অপেরাপার্টির ইহাই জয়পতাকা। পুস্তকখানি দেবী ভাগবতান্তর্গত বিষয় বিশেষ অবলম্বনে লিখিত। যে বালক প্রহ্লাদের অলৌকিক ভক্তিতে স্ফটিকস্তম্ভে হিরণ্য কশিপুর বিনাস সাধনে নৃসিংহমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছেন তাহার কাহিনী আপনাদের চির বিদিত—তাহারই পরিণত জীবনের বিচিত্র কাহিনী। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রাধাকৃষ্ণ যাত্রাপার্টিতে অতি যশের সহিত অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সমস্ত কাহিনীপূর্ণ এই নাটকের অভিনয়ে সকলেই মোহিত হইয়াছেন, আজ তাহা নিজে পাঠ করিয়া তৃপ্ত হউন। যোগমায়ার আবির্ভাব, মধুর কুঞ্জলীলা, শ্রীকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ, গোধন হরণ, শঙ্কর বর-প্রাপ্ত কৃষ্ণদ্বেষী কংস-সহচর অশ্বাসুরের রামকৃষ্ণ নিধনের আয়োজন প্রভৃতি সমস্তই ইহাতে সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাঃ স্বতন্ত্র।

বঙ্গবালা

বা রাণীভবানী। বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শঙ্কর অপেরার কীর্ত্তিস্তম্ভ। অৰ্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর কথা আজ বাংলার ঘরে ঘরে প্রতি বাঙালীর মুখে মুখে। তাহাই নাটকাকারে নিপুণ হাতে কি বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে পাঠ করুন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ, নাটোররাজ, দয়ারাম, জগৎশেঠ, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, মোহনলাল, মীরমদন, সিরাজপ্রেয়সী লুৎফউন্নেসা প্রভৃতির বিচিত্র চরিত্র কাহিনী। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত—রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণ, দুলালচাঁদ অর্জ্জুন, কৃষ্ণকেতু, সাত্যকী, হংসধ্বজ, সুরথ, সুধন্বা, ত্র্যম্বকঠাকুর, রাজপুরোহিত, সৈন্যগণ, গুপ্তচরগণ, বৈষ্ণবগণ, শিবদূত ভৈরব, প্রভা, প্রভাবতী, উন্মাদিনী শাস্তাকুমারী, সখীগণ, রঙ্গকারীগণ মেথর, ও মেথরাণী ইত্যাদি সবই আছে, উত্তম কাগজে ছাপা, সচিত্র মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

মনুসংহিতা

পরমকারুণিক শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পরিষ্কার বঙ্গাক্ষরে মহামহোপাধ্যায় কুল্লুক ভট্টকৃত মন্বর্থ মুক্তাবলী নামক টীকা ও শ্রীশ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ কৃত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ সম্বলিত মনুসংহিতার সুলভ সংস্করণ বাহির হইল। মনুসংহিতা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের নিত্যপাঠ্য ও পরম আদরের বস্তু। ইহার আকার, ছাপা ও কাগজ যেমন উত্তম হইয়াছে, বিশুদ্ধতার দিকেও তেমনি যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এ জাতীয় মনুসংহিতা বাজারে দুর্লভ মূল্য ২, দুই টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র

(আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণাভিধান) শ্রীকালীপ্রসন্ন বিট সরকার কবিরাজ অনুদিত—ইহাতে ধাতু, রস, ফল, মূল, লতা, পাতা, তৃণ, নাম, কোন্ দ্রব্যের কি গুণ এবং কোন রোগে কোন দ্রব্য উপকারী, তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন, সরল বঙ্গানুবাদ সহ। মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা মাঃ স্বতন্ত্র।

কবিরাজ এম, বি, পাল সঙ্কলিত। সহজে সকলপ্রকার ব্যাধি চিকিৎসা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পুস্তক। ইহাতে রোগনির্ণয়, ঔষধ তৈল, অরিষ্ট অবলেহাদি প্রস্তুত প্রণালী মুষ্টিযোগ সমস্তই সরলভাবে সন্নিবেশিত আছে। এই পুস্তকপাঠে এমন কি পারদ, উপদংশ, বসন্ত, স্ত্রী রোগের চিকিৎসাও শিখিতে পারিবেন। মূল্য ॥৹ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীঅঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
চিৎপুর রোড তারা লাইব্রেরী কলিকাতা।